গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস কৃত

রামায়ণ।

(সপ্ত কাণ্ডে সম্পূর্ণ)।

সচিত্র সরল পদ্যছন্দে বাঙ্গলা অনুবাদ।

অনুবাদক

পণ্ডিত শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী,

শাস্ত্রবিশারদ, মহোপদেশক, অধ্যাপক ও বক্তা, শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল, কাশী।

গ্রাম—বলরামপুর, জেলা বাঁকুড়া।

প্রকাশক

শ্রীবেণীমাধব সরকার,

গবর্ণমেণ্ট পেন্সনার, বানপ্রস্থী।

গ্রাম—হায়েড়া-তেলাণ্ডু, জেলা হুগলী।

প্রথম সংস্করণ।

৺কাশীধাম ;

রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, বীণাপাণি অফিস হইতে

শ্রীভূপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৺কাশীধাম, শ্রীরামনবমী, বৈশাখ, সন ১৩৩০ সাল।

গ্রন্থ প্রাপ্তি স্থান—নং ১৪, দশাশ্বমেধ ঘাট, বেনারস।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বাল কাণ্ড।

অযোধ্যা কাণ্ড।

অরণ্য কাণ্ড।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

সুন্দরা কাণ্ড।

লঙ্কা কাণ্ড।

উত্তরা কাণ্ড।

বিজ্ঞাপন।

হিন্দি-সাহিত্যে শ্রীশ্রীগোস্বামী তুলসীদাস প্রণীত রামরসায়ণ (রামায়ণ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আর নাই। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইহা অপেক্ষা অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থের আদর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার প্রচার রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটির পর্য্যন্ত সমানভাবে বর্ত্তমান। রাজা, দরিদ্র, গৃহস্থ, উদাসীন, সকলেই সমানভাবে ইহার আদর করিয়া থাকেন। ইহার কারণ, গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস কৃত রামায়ণের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সুধার ধারা প্রবাহিত, ভাবের তরঙ্গ, ভক্তির আনন্দময়ী বীচি মানুষের হৃদয়ে প্রেমের প্রীতি-প্রফুল্ল উৎস উৎপন্ন করিয়া আনন্দে অভিষিক্ত করিয়া দেয়। সেই সঙ্গে মনুষ্যকে কর্ত্তব্যপথে আনিয়া প্রকৃত জ্ঞান-ভক্তিপথের মনুষ্য করিয়া তুলে। সেই প্রকৃত স্বর্গীয় প্রেমরসের আস্বাদন যাঁহারা হিন্দিভাষায় অভিজ্ঞ তাঁহারাই পাইয়া থাকেন ; যাঁহারা হিন্দিভাষায় অনভিজ্ঞ তাঁহারা ইহাতে বঞ্চিত থাকেন। তাঁহাদের সেই অভাব দূর করিবার জন্য বহু পরিশ্রমে ও অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস কৃত রামায়ণের বাঙ্গালা অনুবাদ সুললিত পয়ার ছন্দে প্রণয়ন করিয়াছি। যেখানে যে ভাবে গোস্বামী প্রভু যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা অনুবাদে সেই ভাব পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীমান রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী, মহাশয় এই অনুবাদের ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত এবং চিরকৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের গুণে অনুবাদ যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহা সুধীর পাঠকবর্গ ইহা পাঠেই অবগত হইতে পারিবেন। ঈশ্বরের নিকট সতত এই প্রার্থনা যে, শ্রীমান্ রাধিকা বাবু চিরায়ুষ্মান হইয়া এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারকরতঃ লোকের প্রীতিভাজন হউন। তিনি যে বঙ্গদেশবাসিগণের একটী প্রকৃত নূতন অভাব দূর করিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা ইহা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, বর্ত্তমান কাশীপ্রবাসী রামভক্ত শ্রীমান হরিহর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গোস্বামী প্রভুর দীর্ঘ জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়া দিয়া এবং রামায়ণের অনেক গূঢ় বিষয় দেখিয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই অনন্য রামভক্ত ব্যক্তি এলাহাবাদ অবস্থান কালে যখন প্রাত্যাহিক রামায়ণ পাঠ করিতেন, তখন একটী বানর কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার মাথার উপর বসিয়া থাকিত এবং পাঠ সমাপ্ত হইলে চলিয়া যাইত। এইরূপ প্রায় ছয় মাস কাল বানরকে মস্তকে ধারণ করিয়া তিনি রামায়ণ পাঠ করিতেন এবং ঐ রামানুচরেরই কৃপায় ইনি রামায়ণে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই রামায়ণ প্রচারকার্য্যে আমরা তাঁহাকে সহায়করূপে পাইয়া অত্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছি। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার রামভক্তি প্রতিদিন বৃদ্ধি করুন, ইহাই প্রার্থনা।

ষড়্দর্শনের অধ্যাপক কাশীপ্রবাসী মহামহাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয় এই রামায়ণের ভাষা ও রচনাদি আদ্যোপান্ত দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, বাহুল্যপ্রযুক্ত তাঁহার প্রশংসাপত্র এখানে সন্নিবেশিত করা হইল না।

উপসংহারে সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের এই সাদর প্রার্থনা যে, প্রেসের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ এবং আমাদের অল্পবুদ্ধি ও অনবধানতাবশতঃ যে যে স্থানে ভ্রম রহিয়া গিয়াছে, তাহা নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইলে এবং তাহার সূচনা আমাদিগকে প্রেরণ করিলে, অন্য সংস্করণে তাহা শুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইব। অলমিতি বিস্তরেণ।

৺কাশীধাম,—শ্রীরামনবমী, ৮ই বৈশাখ, ১৩০৩ সাল। } প্রকাশকস্য।

উৎসর্গ।

নমি আমি পিতামাতা, শ্রীগুরু-চরণ।

ফুল্ল যুগ্ম-কোকনদ,

নিন্দি সব রাঙ্গাপদ,

পুলকে হই গো নত করিলে স্মরণ।

পিতা মোর, গুরু মোর,

মা, কবে পাব আবার,

ভক্তিভরে পদধূলি করিতে গ্রহণ।

চিতার অনল মাঝে,

এখন (ও) হৃদে বিরাজে,

কুমুদিনীনিভ পদ ফুটন্ত যখন।

আমার সমস্ত প্রাণ,

অনুক্ষণ করে ধ্যান,

আশা, সবে পুনঃ শিরে করিব ধারণ।

নন্দন-সৌরভময়,

পদ সব মনে হয়,

বৈকুণ্ঠ হইতে মম আকাঙ্ক্ষার ধন।

ভুলিবনা—ভুলিবনা,

মমতা, স্নেহ, করুণা,

গুরুর পবিত্র নাম করিব স্মরণ।

স্মরি সব পূত নাম,

স্নেহের ত্রিদিবধাম,

উৎসর্গ করিনু সবে রম্য রসায়ণ।

আশীষ সকলে দেন,

লভিতে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ,

তুচ্ছ করি মায়া মোহ ভবের বন্ধন।

আপনাদের স্নেহের সন্তান,

শ্রীবেণী।

গোস্বামী শ্রীতুলসীদাসের জীবনচরিত।

ভারতবর্ষীয় কবিতানভমণ্ডলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল নক্ষত্র জগদ্বিখ্যাত ভক্তশ্রেষ্ঠ কবিচূড়ামণি শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ গোস্বামী শ্রীতুলসীদাসজীর জীবনচরিত লিখিবার সাহস করা আমাদিগের ন্যায় জ্ঞানহীন মানুষের পক্ষে যে কতদূর ধৃষ্টতা তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করাই সহজ। যাঁহার যশসৌরভ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মানবমাত্রকেই আমোদিত করিয়াছে, যাঁহার কাব্যের প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে ভক্তির সুরধনী প্রবাহিত হইয়া কোটি কোটি মানবের হৃদয়ে ভক্তির ধারা প্রবাহিত করিয়াছে, সেই অলোক-সামান্য মহাত্মার জীবনী লেখার সাহস করা মাদৃশ বুদ্ধি-হীন ব্যক্তির পক্ষে পিপীলিকার সমুদ্র তরণের ন্যায় সর্ব্বথা অসম্ভব। তবে যথাসম্ভব বামনের চাঁদে হাত বাড়াইবার ন্যায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠকগণ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ গোস্বামীর জীবনচরিত লিখিবার জন্য যে যে প্রাচীন প্রতিলিপি ও হস্তলিপির সহায়তা লওয়া হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল ; সেই সমস্ত প্রাচীন লিপি অত্যন্ত প্রামাণিক বলিয়া গণন করা যায়, যথা :—

(১) নাভাজীর "ভক্তমাল"। (২) ভক্তমালের টীকা, শ্রীপ্রিয়দাসজী প্রণীত। (৩) শ্রীপ্রিয়দাসজীর টীকার আধারে রাজা প্রতাপ সিং প্রণীত "ভক্তকল্পদ্রুম"। (৪) মহারাজ বিশ্বনাথ সিং প্রণীত "ভক্তমাল"। (৫) ইংরেজ কবি বিদ্বানবর ডাক্তার গ্রিয়ারসন সাহেবের গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে নোট ; যাহা ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুয়েরী ছাপা (১৮৯৩ সালের ইণ্ডিয়ান এণ্টিকুয়েরী, ডাক্তার গ্রিয়ারসন লিখিত notes on Tulsidas)। (৬) শিবসিংহ সরোজ। (৭) মহাত্মা রঘুবর দাসজীর লিখিত "তুলসী চরিত" (এই পুস্তক এখন আর পাওয়া যায় না)। (৮) হিন্দি নবরত্ন। (৯) বেণীমাধব দাস কৃত "গোস্বামী চরিত্র"। (১০) ইহায় অতিরিক্ত, সৎসঙ্গের অমৃতধারায় যাহা যাহা লেখকের অতি ক্ষুদ্রমতি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। উপরি উক্ত পুস্তক ও লিপির সামঞ্জস্য রাখিয়া যাহা প্রামাণিক বিবেচিত হইয়াছে, তাহাই এই গোস্বামীচরিত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আশা করি, সুধীর পাঠকবর্গ ভুলচুক মার্জ্জনা করিয়া যাহা অধিকতর প্রামাণিক তাহা প্রকাশ করিয়া সাধারণ ভক্তবৃন্দের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। কাশী নাগরীপ্রচারিণী সভা কর্ত্তৃক সংগৃহীত গোস্বামী প্রভুর ত্রিংশত জয়ন্তীর উৎসবের সময় যে তৃতীয় খণ্ড পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা গোস্বামীজীর জীবনচরিত সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য উক্ত সভা যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা ধন্যবাদার্হ ; সে জন্য সভার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

সরযূ নদীর উত্তরভাগস্থ সরবার দেশস্থ মঘোলী নামক স্থান হইতে ২৩ ক্রোশ দূরে কর্সয়া নামক গ্রামে প্রভুপাদ গোস্বামীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ পরশুরাম মিশ্রের জন্ম হয়। ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ দেশবাসীই ছিলেন। কোন এক সময়ে ইনি তীর্থ-যাত্রা ব্যপদেশে গৃহ ত্যাগ করিয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিতে২ চিত্রকূটে আসিয়া পৌছিলেন। এই চিত্রকূটে পবননন্দন হনুমান স্বপ্নে ইহাকে আদেশ করিলেন যে, "তুমি রাজাপুর গ্রামে গিয়া বাস কর ; তোমার চতুর্থ পুরুষে এক মহামুনির জন্ম হইবে।" এই সুসংবাদরূপী আদেশ পাইয়া পরশুরাম মিশ্র মহাশয় তদ্দেশীয় রাজা যিনি সীতাপুরে ছিলেন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অঞ্জনানন্দনের আদেশের সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট যথাযথ বর্ণনা করিলেন ও রাজাপুরে নিবাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাজা ইহাকে, অসাধারণ পণ্ডিত দেখিয়া আপনার রাজধানী তীথনপুর নামক স্থানে লইয়া গেলেন এবং সসম্মানে বাসের জন্য রাজাপুরে স্থান প্রদান করিলেন। ৬৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার কোন পুত্রাদি হইল না, এই জন্য অত্যন্ত

ক্ষেদক্ষিণ্ন হইয়া তিনি তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন। চিত্রকূটে গমন করিবার পর পুনরায় তাঁহার প্রতি স্বপ্ন হয় এবং রাজাপুরে প্রত্যাগমন করিবার আদেশ হয়। সেই সময় রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাদরে পুনরায় রাজাপুরে লইয়া যান; কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি যখন দেখিলেন যে রাজাপুরনিবাসিরা শিবশক্তি উপাসনার অছিলায় ভ্রষ্টাচার পরায়ণ হইয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রাজাপুর পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকট করেন; কিন্তু রাজা ইঁহার মতের অনুকূল হইয়া বিশেষ অনুরোধের সহিত যাইতে নিষেধ করিলেন এবং অনেক ভূমি দান করিলেন। মিশ্র মহাশয় কিছুই গ্রহণ করিলেন না। অনেক ধনবান মাড়য়ারী তাঁহার শিষ্য ছিলেন; তাঁহাদিগের আগ্রহাতিশয্যে তিনি প্রচুর ধন, গৃহ ও ভূমি লাভ করিলেন। এই সময় তাঁহার এক পুত্ররত্ন লাভ হয় এবং এই স্থানেই তিনি কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। জীবনের শেষ সময়ে ৺কাশীধামে যাইয়া শরীর ত্যাগ করেন। ইঁহারা গানার মিশ্র ছিলেন এবং যজ্ঞে শ্রীগণেশের ভাগ পাইতেন।

পরশুরামের পুত্র শঙ্কর মিশ্র বাক-সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। রাজা, রাণী এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গ তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং রাজা তাঁহাকে অনেক ভূমি দান করেন। শঙ্কর মিশ্রের দুই বিবাহ হয়। প্রথমা পত্নী হইতে আট পুত্র ও দুই কন্যা এবং দ্বিতীয়া হইতে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়—(১) সন্ত মিশ্র ও (২) রুদ্রনাথ মিশ্র। রুদ্রনাথের চারি পুত্র হয়। সকলের জ্যেষ্ঠ মুরারী মিশ্র। এই মহাভাগ্যশালী মহাপুরুষই প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের পিতা।

গোস্বামী মহারাজ চারি ভাই ছিলেন—(১) গণপতি, (২) মহেশ, (৩) তুলারাম ও (৪) মঙ্গল। এই তুলারামই ভক্তচূড়ামণি গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস। ইঁহার কুলগুরু তুলসীরামই ইঁহার নাম প্রথমে তুলারাম রাখিয়া ছিলেন। গোস্বামীজীর দুই ভগিনী ছিলেন। এক জনের নাম "বাণী" ও অপরার নাম "বিদ্যা"।

গোস্বামী মহাপ্রভুর তিন বিবাহ হইয়াছিল। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ; দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর পর তৃতীয় বিবাহ। এই তৃতীয় বিবাহ কাঞ্চনপুরনিবাসী পণ্ডিত লছমন উপাধ্যায়ের কন্যার সহিত হইয়াছিল। এই স্ত্রীরই উপদেশ বাক্যেই গোস্বামী প্রভু বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ছিলেন।

শ্রীপ্রভুপাদ গোস্বামীজীর জীবনচরিত লিখিতে যে যে সামগ্রীর প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা, আধুনিক কবিরা আপনার এবং আপনার আশ্রয়দাতার গুণগান আপনার কাব্যের মধ্যে সন্নিবেশিত করেন, কিন্তু গোস্বামী সে প্রকৃতির কবি ছিলেন না। মনুষ্যের চরিত্র না লেখাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। তবে কোন কোন স্থলে তাঁহার কাব্যে আপনার চরিত্রের আভাস মাত্র দিয়াছেন, তাহাও আপনার দীনতা ও হীনতা দেখাইবার জন্য। এই হেতু ইঁহার চরিত্র বর্ণনে অন্যান্য পুস্তক ও কাহিনীর উপর নির্ভর করিতে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ বেনীমাধব দাস কৃত গোঁসাই চরিত্র; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, উপস্থিত সময়ে এই গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কবি বেনীমাধব দাস পস্কাগ্রামনিবাসী ছিলেন এবং গোস্বামীজীর সহিত সর্ব্বদা একত্রে থাকিতেন।

জন্ম ও কুল—প্রভুপাদ গোস্বামীজীর জন্মের সময় কোন পুস্তকে ঠিক পাওয়া যায় না। পণ্ডিত রাম-গুলাম দ্বিবেদীর মতানুসারে ইঁহার জন্ম ১৫৮৯ সম্বতে হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ হিন্দিভাষাপ্রেমী ডাক্তার গ্রিয়ারসন সাহেব ইহাই ঠিক বলেন। কিন্তু শিবসিংহ সরোজ গ্রন্থের মতে ইঁহার জন্ম সম্বৎ ১৫৮৩এর কাছাকাছি হইয়া ছিল। প্রথম মতে গোস্বামীজীর ৯১ বৎসর এবং দ্বিতীয় মতে ৯৭ বৎসর পরমায়ু হয়। উপস্থিত বিদ্বান সজ্জনগণ ইঁহার জন্ম ১৫৮৯ সম্বতেই মানিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রদেব নারায়ণজী এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—শ্রীগোস্বামীজীর শিষ্য পরম্পরায় চতুর্থ পুরুষে কাশীনিবাসী বিদ্বদ্বর শ্রীশিবলাল পাঠক ছিলেন। তিনি বাল্মীকি রামায়ণের সংস্কৃত ভাষ্য ও ব্যাকরণাদি নানা বিষয়ে অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি গোস্বামীজীর কৃত রামচরিতমানসে মানস ময়ঙ্ক নামক টীকা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত হইয়াছে:—

"মন (৪) উপর শর (৫) জানিয়ে, শর (৫) পর দীন্হে এক" (১)।
"তুলসী প্রগটে রামবত রাম জন্ম কী টেক ॥"
"সুনে গুরু সে বীচ শর (৫) সন্ত বীচ মন (৪০) গান।"
"প্রগটে সতহত্তর পরে, তাতে কহে চিরান ॥"

অর্থাৎ ১৫৫৪ সম্বতে গোস্বামীজী প্রকট হন এবং পাঁচ বৎসর বয়সে গুরুর নিকট রামকথা শুনিয়াছিলেন। পুনঃ ৪০ বৎসর বয়সে সাধুদের নিকট ঐ কথা শুনিয়াছিলেন এবং ৭৭ বৎসর বয়সের পর রামচরিত মানস (রামায়ণ) রচনা আরম্ভ করেন। এই প্রকার ১৫৫৪ তে ৭৭ যোগ দিলে ১৬৩১ হয়। ১৬৩১ সালে যে গোস্বামীজী রামায়ণ রচনা আরম্ভ করেন তাঁহা প্রভুপাদ স্বকরকমলে রামায়ণ মধ্যে লিখিয়াছেন। এই হিসাবে ইনি ১২৭ বর্ষ দীর্ঘায়ু ভোগ করিয়া পরমধাম প্রাপ্ত হন। ১২৭ বৎসর জীবিত থাকা কিছু অসম্ভব কথা নয়, কিন্তু ইহাও সম্ভব যে, যে দোঁহা উপরে লিখিত হইয়াছে তাহার পাঠ ঠিক না হইতে পারে; কেন না, মহাত্মা রঘুবরদাসজী আপনার তুলসীচরিত্র পুস্তকে প্রভুপাদের জন্মের কোন সম্বৎ দিয়াছেন কি না, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।; উক্ত পুস্তক এখন দেখিবার সৌভাগ্য হয় না। না ঐ পুস্তক আর ছাপাই হয়, না কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় ইহা নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভবই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাই হউক, ইহা কিন্তু ধ্রুব সত্য যে, শ্রীগোস্বামী বিক্রম ষোড়শ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পূর্ণ আয়ু ভোগ করিয়া পরমধাম প্রাপ্ত হন।

গোস্বামীজীর জন্মের সময় যেরূপ ঠিক পাওয়া যায় না, সেইরূপ জন্ম স্থান সম্বন্ধেও কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন ইঁহার জন্ম "তারী" নামক স্থানে হইয়াছিল, কেহ কেহ বলেন, হস্তিনাপুর ইঁহার জন্মস্থান কিন্তু কোন্ হস্তিনাপুর তাহার ঠিক নাই। কেহ কেহ বলেন যে, চিত্রকূটের নিকট হাজীপুর এবং অপর কেহ কেহ বলেন যে, বাঁদা জিলায় রাজাপুরে ইঁহার জন্মস্থান। অনেকে "তারী"কেই প্রধানতা দেন। কিন্তু পণ্ডিত রামগুলামের মতে ইঁহার জন্মস্থান রাজাপুর। শিবসিংহ সরোজ গ্রন্থেও এই স্থানকেই তাঁহার জন্মস্থান বলা হইয়াছে এবং রঘুবর দাসজীর প্রবন্ধেও ইহা প্রমাণিত হয়। ইহার অতিরিক্ত রাজাপুর গ্রামে প্রভুপাদ গোস্বামী প্রভুর কুটীর ও মন্দিরাদি আছে। এই জন্য ইহাই স্থির নিশ্চয় যে যতদিন না কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় ততদিন গোস্বামী প্রভুর জন্মস্থান রাজাপুরই স্বীকার করা উচিত।

গোস্বামীজী যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহই নাই। বিনয় পত্রিকায় একস্থানে স্বয়ং লিখিয়াছেন:— "দিয়ো সুকুল জন্ম শরীর সুন্দর হেতু যো ফল চারি কো"। কিন্তু তিনি যে কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার স্থির নিশ্চয়তা সম্বন্ধে অনেক লোক অনেক প্রকার মতামত প্রকাশ করেন। রাজা প্রতাপসিংহ "ভক্তকল্পদ্রুম" গ্রন্থে ইঁহাকে 'কান্যকুব্জী' লিখিয়াছেন। ডাক্তার গ্রিয়রসন সাহেব পণ্ডিত রামগুলাম দ্বিবেদীর আধারে ইঁহাকে পরাশর গোত্র সরযূপারী দুবে লিখিয়াছেন। "তুলসী পরাশর গোত্র দুবে পতিওজাকে"—ইহা প্রসিদ্ধ আছে। তুলসীচরিত গ্রন্থে ইঁহাকে শরবরিয়া ব্রাহ্মণ লিখিয়াছেন। অতএব ইনি সরযূপারী ব্রাহ্মণ হওয়াই সিদ্ধ এবং ইহাই সকলে বলিয়া থাকেন। প্রভুপাদ আপনার কোনও গ্রন্থে আপনার পিতামাতার নাম লেখেন নাই। লোক পরম্পরায় ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে ইঁহার পিতার নাম আত্মারাম দুবে এবং মাতার নাম হুলসী। কিন্তু ইহাও কেবল অনুমান মাত্র। গোস্বামী রামায়ণ কবিতাবলী ও বিনয় পত্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতামাতা বাল্যাবস্থাতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কেন না, অভুক্ত মূলে, অর্থাৎ মূলানক্ষত্রের আদ্যপাদে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু অভুক্তমূলে কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার শান্তি-বিধান করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। কোন বালককে অনাথের ন্যায় পরিত্যাগ করা কতদূর সম্ভবপর তাহাই চিন্তার বিষয়। সুতরাং ইহাও চিন্তা করা অযুক্তিকর নহে যে, গোস্বামীর পিতামাতা বাল্যাবস্থাতেই পরমধামে

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা অনুমান করা যায় যে, অতি বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছিল এবং সাধুদের সঙ্গে ইনি থাকিতেন এবং সর্ব্বদা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেন। কেন না, যদি ইহাকে কুড়াইয়া পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তিনি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যাইত না। পণ্ডিত মহাদেব প্রসাদ ত্রিপাঠী ভক্তিবিলাস নামক গ্রন্থে তুলসীচরিত বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পত্যোজী নামক স্থানে গোস্বামীর পিতামাতা নিবাস করিতেন। তৎপরে তাঁহারা তারী নামক স্থানে আগমন করেন এবং সেখান হইতে রাজাপুর নামক স্থানে আগমন করিলে সেই সময়ে গোস্বামী প্রভুর জন্ম হয়। তাঁহারা সেখান হইতে মালাকার প্রদেশের দিকে অগ্রসর হইলে মধ্যে শূকরক্ষেত্রে কিছু দিবস অবস্থান করেন এবং সেই স্থানেই সাধকপ্রবর নরহরি দাসের নিকটে গোস্বামীজী রামায়ণ শ্রবণ করেন। মাতাপিতা যজ্ঞোপবীত দেন এবং বিদ্যা অধ্যয়ন করান। গোস্বামী প্রভু বাল্যাবস্থাতেই নরহরি দাসের নিকটে উপদেশ লাভ করেন। পিতামাতার মৃত্যু হইলে গুরুর আদেশানুসারে তিনি রাজাপুরে যান এবং বিবাহ করেন, এই বিবাহিতা স্ত্রী কর্ত্তৃক ভর্ৎসনাচ্ছলে উপদিষ্ট হইয়া তিনি সংসার ত্যাগ করেন। "তুলসীচরিত" নামক পুস্তকে স্পষ্ট লিখা আছে কি গোস্বামীজী নিজ শ্রীমুখকমলে কহিয়াছেন যে :—

............................"পরশুরাম পরপিতা হমারে"
তিনকে শঙ্কর মিশ্র উদারা......লঘু পণ্ডিত প্রসিদ্ধ সংসারা।
শঙ্কর প্রথম বিবাহ তে বসু সুত করি উৎপন্ন।
দ্বৌ কন্যা দ্বৌ সুত সুবুধ, নিশিদিন জ্ঞানপ্রসন্ন॥
তিনকে সন্ত মিশ্র দ্বৌ ভ্রাতা, রুদ্রনাথ এক নাম জো খ্যাতা।
রুদ্রনাথকে সুত ভই চারি, প্রথম পুত্রকো নাম মুরারী।
সো মম পিতা সুনিয় বুধ ত্রাতা, মৈ পুনি চারি সহোদর ভ্রাতা।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মম গণপতি নামা, তাতে লঘু মহেশ গুণগ্রামা॥
কর্ম্মকাণ্ড পণ্ডিত পুনি দ্বৌ, অতি কনিষ্ঠ মঙ্গল কহি সৌ।
'বাণী', 'বিদ্যা' ভগিনী হমারী, ধর্ম্মশীল উত্তম গুণধারী"॥

ইহার বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। সুতরাং পুনরুক্তির জন্য এই স্থানে লিখিত হইল না।

বিবাহ এবং বৈরাগ্য—ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, প্রভুপাদের বিবাহ দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা রত্নাবলীর সহিত হইয়াছিল। ইঁহার তারক নামক এক পুত্রও হইয়াছিল, কিন্তু বাল্যাবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, তাঁহার তিন বিবাহ হইয়াছিল; তৃতীয় বিবাহ কাঞ্চনপুরগ্রামনিবাসী লছমন উপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা বুদ্ধিমতীর সহিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে, গোস্বামী প্রভু স্ত্রীর উপর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করিতেন না, কিম্বা কখন পিতৃগৃহেও পাঠাইতেন না। একদিন তাঁহার শ্যালক গোস্বামী প্রভুর অবিদ্যমানে আপনার ভগিনীকে লইয়া নিজ গৃহে গমন করেন। অল্পক্ষণ পরেই প্রভু গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী গৃহে নাই, সব স্থান অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। প্রতিবেশীদিগের নিকট জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী আপনার ভ্রাতার সহিত পিতৃগৃহে গমন করিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার উদ্দেশে শ্বশুরগৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং শ্বশুরালয়ে গিয়া স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সবেমাত্র তাঁহার স্ত্রী পিতৃগৃহে আগমন করিয়াছেন এবং তাঁহার পিছে পিছে গোস্বামীজীকে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীর হৃদয়ে বিরক্তিসূচক লজ্জার উদ্রেক হয়। তাহাতে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলেন :—

"লাজ ন লাগত আপু কো দৌরে আয়েহু সাথ।"
"ধিক্ ধিক্ এইসে প্রেম কো কা কহহুঁ মৈ নাথ॥"
"অস্থি-চর্ম্মময় দেহ মম তামে জ্যাঁইসি প্রীত।"
"তৈসি যো শ্রীরাম মঁহ হোত ন তো ভবভীত॥"

আপনার কি লজ্জা পায় না; আপনি কেমন করিয়া পিছনে পিছনে দৌড়িয়া আসিলেন? ধিক্! ধিক্! এরূপ প্রেমকে শত ধিক্! হে নাথ? আমি আর কি বলিব। অস্থিচর্ম্মময় আমার এই দেহের প্রতি আপনার যেরূপ প্রীতি, এইরূপ প্রেম যদি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি হইত: তাহা হইলে ভবভয় বিনষ্ট হইয়া যাইত। স্ত্রীর এই উপদেশ বাক্য গোস্বামীপাদের হৃদয়ে এরূপভাবে লাগিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং বিরক্ত হইয়া ৺কাশীধামে আসিলেন। কাশীধামে আসিয়া অসি-সঙ্গমের নিকট এক আশ্রমে শ্রীরাম-ভজনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শৌচক্রিয়ার জন্য নিত্য গঙ্গার পরপারে যাত্রা করিতেন এবং শৌচ হইতে প্র তিনিবৃত্ত হইয়া জলপাত্রে যে জল অবশিষ্ট থাকিত তাহা এক আম্র বৃক্ষের মূলে ঢালিয়া দিতেন। প্রত্যহই তিনি এইরূপ করিতেন। উক্ত আম্র বৃক্ষে এক প্রেত বাস করিত। একদিন উক্ত প্রেত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বলে যে আপনার প্রদত্ত জল পাইয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি; যাহা আপনার ইচ্ছা হয় আমার নিকট প্রার্থনা করুন। তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলেন যে, আমার অন্য কোন দ্রব্যের ইচ্ছা নাই, কেবল প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনবাসনা হৃদয়ে বলবতী রহিয়াছে। প্রেত বলিল, এত শক্তি আমার নাই, তবে আমি ইহার উপায় বলিয়া দিতেছি, সেই অনুসারে কার্য্য করিলে আপনার ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। কর্ণঘণ্টা নামক স্থানে এক মন্দিরে নিত্য রামায়ণ কথা হয়। সেই কথা শুনিবার জন্য এক ব্যক্তি অত্যন্ত দীনহীনবেশে পঙ্গুর রূপ ধারণ করিয়া সকলের প্রথমে আসিয়া থাকেন এবং কথা সমাপ্ত হইলে সকলের শেষে চলিয়া যান। তিনিই সাক্ষাৎ হনুমানজী। তাঁহার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করুণ, তিনি ইচ্ছা করিলে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইতে পারেন। আমার সামর্থ্য নাই যে, আমি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এ বিষয়ে কিছু করিতে পারি। গোস্বামী-প্রবর পরদিন উক্ত কথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, ঐরূপ এক পঙ্গু ব্যক্তি আসনের সকলের নিম্নে বসিয়া কথা শুনিতেছেন। কথা সমাপ্ত হইলে শ্রোতৃবর্গ চলিয়া গেলেন এবং সকলের শেষে ঐ পঙ্গুও যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। গোস্বামীজীও তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলেন। একটু উত্তম অবসর ও নির্জ্জন পাইয়া তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। পঙ্গু তখন গোস্বামীর হাত হইতে পা ছাড়াইবার জন্য অনেক কথা তাঁহাকে বলিলেন, কিন্তু গোস্বামী অচল অটল; কোন কথাই তিনি শুনিলেন না। তিনি বলিলেন আমি আপনার পদদ্বয় কখনই ত্যাগ করিব না—হয় আমার প্রাণ লও, না হয় আমার অভীষ্ট সিদ্ধি কর। উপায়ান্তর না দেখিয়া হনুমান বলিলেন যে, "যাও চিত্রকূট পর্ব্বতে প্রভুর দর্শন হইবে।" গোস্বামী প্রভু হৃষ্টান্তঃকরণে কাশী ত্যাগ করিয়া চিত্রকূট গমন করিলেন এবং দিবানিশি শ্রীরামের ভজনায় মন লাগাইলেন। এক দিন বনের ভিতর ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, দুইজন সুন্দর রাজকুমার (একটী শ্যাম এবং অপরটী গৌরবর্ণ) ঘোড়ায় চড়িয়া একটী হরিণের পশ্চাতে ২ দৌড়িয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের রূপ দেখিয়া গোস্বামী প্রভু মোহিত হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে শ্রীরামলক্ষ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে পবননন্দন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু দেখিয়াছ"? গোস্বামী প্রভু উত্তরে বলিলেন, "হাঁ দুইজন রাজকুমার ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছেন"। হনুমানজী বলিলেন ইহারাই শ্রীরামলক্ষ্মণ। গোস্বামী প্রভু ঐ দুই মনমোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়পদ্মে সর্ব্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এ সম্বন্ধে ডাক্তার গ্রিয়ারশন সাহেব অন্য প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—একদিন গোস্বামী প্রভু চিত্রকূট বস্তীর বহির্ভাগে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেইস্থানে রামলীলা হইতেছে দেখিলেন। সবংশে রাবণকে ধ্বংস

করিয়া, লঙ্কা জয় করিয়া বিভীষণকে রাজ্য দিয়া প্রভু লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত অযোধ্যায় ফিরিতেছেন। লীলা শেষ হইলে গোস্বামী ফিরিয়া আসিলেন। রাস্তায় আসিতে আসিতে ব্রাহ্মণবেশধারী পবনতনয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন—"বড়ী অচ্ছী লীলা হোৎ হ্যায়"—ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ বলিলেন তুমি কি পাগল হইয়াছ? আজকাল ত রামলীলা হয় না। রামলীলা আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেই হইয়া থাকে। উত্তরে গোস্বামীজী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"বেশ, আমি এইমাত্র লীলা দেখিয়া আসিতেছি, চল তোমায় দেখাইয়া আনি।" এই বলিয়া উভয়ে লীলাস্থানে আসিলেন, আসিয়া দেখেন সেখানে কিছুই নাই। পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা উত্তর করিলেন, আজকাল ত লীলা হয় না। তখন গোস্বামীর হনুমানের কথা মনে পড়িল এবং অত্যন্ত উদাস হইয়া কিছুমাত্র ভোজন করিলেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে নিদ্রা গেলেন। পবনতনয় স্বপ্নে গোস্বামীকে বলিলেন, "তুলসি? আক্ষেপ করিও না, এই কলিকালে কাহারও প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না তুমি বড়ই ভাগ্যবান্, তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছেন; উঠ, কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতে থাক।" গোস্বামী প্রভুর চিত্ত শান্ত হইল এবং কাশী আসিয়া ভগবৎ সেবায় সময় কাটাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই সময়ে গোস্বামী প্রভুর সহিত তাঁহার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিবিধ দ্রব্যে পূর্ণ একটী ঝুলি গোস্বামীর নিকটে ছিল। তাঁহার স্ত্রী প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। পরে যখন জানিতে পারিলেন, তখন সঙ্গে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তিনি স্বীকৃত হইলেন না। তখন তাঁহার স্ত্রী বলিলেন যে, তুমি যখন ঝুলির মায়া এখনও ত্যাগ করিতে পার নাই, তখন আমাকে ত্যাগ করা উচিত নহে। সে কথা শুনিয়া তিনি সমস্ত দ্রব্য লুঠাইয়া দিয়াছিলেন।

গুরু পরম্পরা—অনেকে অনুমান করেন নরহরি দাস ইঁহার গুরু ছিলেন। গোস্বামীজী নিজ হস্তে রামায়ণের এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

"বন্দৌ গুরুপদকঞ্জ কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি।"

এই "নররূপ হরি" লেখাতেই লোকে নরহরি দাসকেই তাঁহার গুরু অনুমান করেন। নরহরি দাস রামানন্দের অধস্তন শিষ্যের মধ্যে এক জন। কিন্তু ইঁহার গুরু সম্বন্ধে ডাক্তার গ্রিয়ারসন সাহেব মহোদয়ের নিকট হইতে এক সূচী পাওয়া যায়; তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) শ্রীমন্নারায়ণ (২) শ্রীলক্ষ্মী (৩) শ্রীধর মুনি (৪) শ্রীসেনাপতি মুনি (৫) শ্রীকারিসূনু মুনি (৬) শ্রীসৈন্যনাথ মুনি (৭) শ্রীনাথ মুনি (৮) শ্রীপুণ্ডরীক (৯) শ্রীরাম মিশ্র (১০) শ্রীপারাঙ্কুশ (১১) শ্রীযামুনাচার্য্য (১২) শ্রীরামানুজ স্বামী (১৩) শ্রীশঠকোপাচার্য্য * (১৪) শ্রীকুরেশাচার্য্য (১৫) শ্রীলোকাচার্য্য (১৬) শ্রীপরাশরাচার্য্য (১৭) শ্রীবাকাচার্য্য (১৮) শ্রীলোকার্য্যলোকাচার্য্য (১৯) শ্রীদেবাধিপাচার্য্য (২০) শ্রীশৈলেশাচার্য্য (২১) শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য (২২) শ্রীগঙ্গাধরানন্দ (২৩) শ্রীরামেশ্বরানন্দ (২৪) শ্রীদ্বারানন্দ (২৫) শ্রীদেবানন্দ (২৬) শ্রীশ্যামানন্দ (২৭) শ্রীশ্রুতানন্দ (২৮) শ্রীনিত্যানন্দ (২৯) শ্রীপূর্ণানন্দ (৩০) শ্রীহর্য্যানন্দ (৩১) শ্রীশর্য্যানন্দ (৩২) হরিবর্য্যানন্দ (৩৩) শ্রীরাঘবানন্দ (৩৪) শ্রীরামানন্দ (৩৫) শ্রীসুরসুরানন্দ (৩৬) শ্রীমাধবানন্দ (৩৭) শ্রীগরীবানন্দ (৩৮) শ্রীলক্ষ্মীদাসজী (৩৯) শ্রীগোপাল দাসজী (৪০) শ্রীনরহরি দাসজী (৪১) শ্রীতুলসীদাসজী।

পর্য্যটন—এক সময় গোস্বামীজী ভৃগু-আশ্রম, হংসনগর এবং পরশিয়া * হইয়া গায়ঘাটের রাজা গম্ভীরদেবের আতিথ্য স্বীকার করেন এবং ব্রহ্মপুর † নামক স্থানে ব্রহ্মেশ্বর নামক মহাদেবের দর্শন করিয়া কাঁত ‡ নামক গ্রামে উপস্থিত হন, তথায় তাঁহার ভোজনের কোন প্রকার বন্দোবস্ত না হওয়ায় এবং তথাকার লোকদিগের রাক্ষসী ভাব

* শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে যে, শ্রীশঠকোপাচার্য্য রামানুজের পূর্ব্বেই হইয়াছিলেন, কিন্তু এস্থানে রামানুজের পরে লিখিত হইল। এইজন্য এই সূচী যে নির্ভুল তাহাতে সন্দেহ হয়।

† ভৃগু আশ্রম, হংসনগর এবং পরশিয়া বালিয়া জিলায় অবস্থিত। ‡ ইহাও বালিয়া জিলায় অবস্থিত।

দেখিয়া আগে অগ্রসর হন। কিছু দূর আগে গিয়া সাঁওরু আহীরের পুত্র মঙ্গরু আহীরের সহিত সাক্ষাৎ হয়। মঙ্গরু আহীর এক গোশালা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সাধু অভ্যাগতদিগের আতিথ্য সৎকার করিত। সে গোস্বামী প্রভুকে অতি আদরের সহিত আহ্বান করে এবং কিঞ্চিৎ দুগ্ধ আনিয়া প্রভুকে দেয়। গোস্বামী প্রভু সেই দুগ্ধে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া সেবা করেন এবং মঙ্গরুকে বলেন যে, কোন বর প্রার্থনা কর। মঙ্গরু প্রার্থনা করিল, হে মহারাজ ! প্রভুর চরণে যেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে এবং আমার বংশ বৃদ্ধি হয়। গোস্বামী প্রভু বলেন যে, যদি তুমি এবং তোমার বংশীয় লোকেরা চুরি না করে ও কাহাকেও কোন প্রকার কষ্ট না দেয় তাহা হইলে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। গোস্বামী প্রভুর এই আশীর্ব্বাদ ফলীভূত হইয়াছিল। এই কথা বালিয়া এবং সাহাবাদ জিলায় এখন পর্য্যন্তও প্রসিদ্ধ আছে। তাহার বংশধরগণ এখনও বিদ্যমান আছে। তাহাদের আতিথ্য সৎকার এখনও পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং তাহারা চুরিও করে না, যদিও ঐ স্থানের আহীরেরা চৌর্য্যকার্য্যে বিখ্যাত।

গোস্বামী প্রভু তথা হইতে "বেলাপতোত" নামক স্থানে আসেন। তথায় গোবিন্দ মিশ্র নামক এক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ এবং রঘুনাথ সিংহ নামক এক ক্ষত্রিয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা গোস্বামী প্রভুকে অতি আদর ও যত্নের সহিত সেবা করেন। গোস্বামীজী ঐ গ্রামের নাম বেলাপতোত বদলাইয়া রঘুনাথপুর রাখেন। ঐ স্থান এখনও পর্য্যন্ত রঘুনাথপুর নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই স্থানে গোস্বামীজীর এক চৌরা আছে। এই গ্রামের নিকটে কৈথী নামক এক গ্রাম আছে। তথাকার প্রধান ব্যক্তি জোরাবর সিংহও গোস্বামীর আতিথ্য সৎকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যও হইয়াছিলেন।

বাসস্থান—যদিও গোস্বামী প্রভু কিছুদিন অযোধ্যাপুরীতে ছিলেন এবং চিত্রকূটেও কিছুদিন নিবাস করিয়াছিলেন, অথচ অধিকাংশ সময় তিনি কাশীধামেই বাস করিতেন। কাশীধামে কয়েকটী তাঁহার বাসস্থান বিখ্যাত আছে। যথা—

১। অসী-সঙ্গম—এই স্থানে তুলসীদাসের ঘাট প্রসিদ্ধ আছে। এই স্থানে গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত হনুমান-জীর মন্দির আছে। এই মন্দিরের বাহিরে বিশাযন্ত্র লিখিত আছে, কিন্তু তাহা অস্পষ্ট, পড়া যায় না। এখানে গোস্বামী প্রভুর এক গুহা ও বিশাল মন্দির আছে। অধিকাংশ সময় তিনি এই স্থানেই থাকিতেন এবং জীবনের শেষ সময়েও এই স্থানেই ছিলেন।

২। গোপাল মন্দির।—শ্রীমুকুন্দরায়ের বাগানের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে এক কুঠরী আছে। ইহাই গোস্বামীজীর বৈঠক ছিল। আজ কাল ইহা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে। জানালার ফাঁক দিয়া লোকে দর্শন করিয়া থাকে। কেবল শ্রাবণ শুক্ল সপ্তমীর দিন এই কুঠরী খুলিয়া থাকে। তখন লোকে পূজা করিয়া থাকে। এই স্থানে বসিয়াই গোস্বামী প্রভু বিনয় পত্রিকার অধিকাংশই লিখিয়া ছিলেন। এই স্থান বিন্দুমাধবের নিকট।

৩। প্রহ্লাদ ঘাট—এই স্থানে জ্যোতিষী গঙ্গারাম ছিলেন। গোস্বামী প্রভুর সহিত জ্যোতিষী মহাশয়ের বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারা প্রত্যহ নৌকা করিয়া ভ্রমণে যাইতেন। কথিত আছে এক দিন রাজঘাটের রাজা গহরবার সিংহের কুমার ব্যাঘ্র শীকারে গিয়াছিলেন। রাজা সংবাদ পান যে, কুমার ব্যাঘ্র হস্তে মারা গিয়াছেন, সুতরাং অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রহ্লাদ ঘাটের জ্যোতিষী গঙ্গারামকে ডাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, যদি আপনার কথা সত্য হয়, তাহা হইলে এক লক্ষ টাকা উপহার পাইবেন এবং অসত্য হইলে শিরশ্ছেদ হইবে। ইহাতে জ্যোতিষী মহাশয় এক দিনের সময় প্রার্থনা করিলেন এবং ঘরে ফিরিয়া আসিয়া অত্যন্ত উদাস হইয়া বসিয়া রহিলেন। নিয়মিত সময়ে গোস্বামীজী আসিলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত উদাস দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যোতিষী মহাশয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইলে গোস্বামী প্রভু তদুত্তরে বলিলেন, ইহার জন্য চিন্তা করিও না। দুই জনে অন্যান্য দিনের ন্যায় গঙ্গা পার হইলেন এবং ভগবৎ উপাসনা করিয়া

ফিরিয়া আসিলেন। গোস্বামী প্রভু লিখিবার সামগ্রী (দোয়াত, কলম ইত্যাদি) প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দোয়াত, কলম না পাওয়াতে একটী কাঠীতে করিয়া খয়ের দ্বারা লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং ছয় ঘণ্টা ক্রমাগত লিখিয়া "রামাজ্ঞা" নামক পুস্তক লিখিলেন। এই পুস্তক শকুন বিচারার্থই লিখিত হইয়াছিল। তাহার দ্বারা বিচার করিয়া জানিলেন যে, রাজকুমার কুশলে আছেন এবং কল্য এক ঘড়ী দিন থাকিতে ফিরিয়া আসিবেন। প্রাতঃকালে জ্যোতিষী মহাশয় রাজার নিকট যাইয়া ইহাই নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া যতক্ষণ না রাজকুমার ফিরিয়া আসিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্যোতিষী মহাশয়কে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। জ্যোতিষী মহাশয়ের কথনানুসারে রাজকুমার কুশলে ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে রাজা প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বকথিত লক্ষ টাকা জ্যোতিষী মহাশয়কে উপহারস্বরূপ দান করিলেন। জ্যোতিষী মহাশয় উক্ত টাকা গোস্বামী প্রভুকে দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণে অঙ্গীকার করিলেন না। অত্যন্ত আগ্রহ করাতে তিনি দশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা দশটী হনুমানজীর মূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন এবং অবশিষ্ট মুদ্রা জ্যোতিষী মহাশয়ই গ্রহণ করিলেন। এই সব হনুমানের মূর্ত্তি অদ্যাপিও কাশীধামে বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত হনুমান মূর্ত্তির মুখ দক্ষিণ দিকে স্থাপিত। অনেকে বলেন, বার সহস্র মুদ্রায় ১২টী মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন।

৪। সঙ্কটমোচন হনুমান—এই মূর্ত্তি নাগোয়ার নিকট অসীর নালার উপর স্থাপিত। প্রবাদ আছে যে, প্রহ্লাদ ঘাটের গঙ্গারাম জ্যোতিষীর নিকট হইতে মুদ্রা গ্রহণ করিয়া গোস্বামীজী হনুমানজীর যে সকল মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম।

৫। হনুমান ফাটক—গোস্বামী প্রভুর প্রথম নিবাসস্থান হনুমান ফাটক; কিন্তু মুসলমানদিগের উপদ্রবে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গোপাল মন্দিরে আসিয়া বাস করেন। গোপাল মন্দিরে বল্লভকুলের গোস্বামিদিগের সহিত বিরোধ হওয়ায় ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অসী ঘাটে আসিয়া বাস করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই স্থানেই কালাতিপাত করেন। এই অসী ঘাটে আপন রামায়ণ অনুযায়ী রামলীলা আরম্ভ করান। এই অসী ঘাটের রামলীলা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লীলা। এই ঘাটের কিছু দক্ষিণে গোস্বামী প্রভুর লীলার লঙ্কা (রাবণের রাজধানী) নির্দ্ধারিত হইত, এখনও সেই স্থান লঙ্কা নামে প্রসিদ্ধ।

মিত্র এবং স্নেহী—টোড়র নামক এক বড় জমীদার কাশীতে বাস করিতেন। গোঁসাইলোক ইঁহাকে মারিয়া ফেলেন। ইঁহার নিকট পাঁচখানি গ্রাম ছিল। ভদেনী, নদেশ্বর, শিবপুর, ছীতুপুর এবং লহরতারা। ভদেনী এখন কাশী নরেশের অধীন এবং অসী ঘাট ইহারই অন্তর্গত। নদেশ্বরে সরকারী দেওয়ানী কাছারী ছিল। শিবপুর পঞ্চক্রোশীর ভিতর। এখানে পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির এবং দ্রৌপদী কুণ্ড আছে। এই দ্রৌপদী কুণ্ডের জীর্ণোদ্ধার রাজা টোড়রমল করিয়াছিলেন। ছীতুপুর, ভদেনী হইতে আরও পশ্চিমে। লহরতারা, কাশী ক্যাণ্টনমেণ্ট রেল ষ্টেসনের নিকট। এই লহরতারার ঝিলে ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মা কবীরদাসকে ভাসিয়া যাইতে পাওয়া গিয়াছিল। টোড়রের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র কানাই এবং পুত্র আনন্দরাম উভয়ের ঝগড়া হয়। উঁহাদের বিষয় ভাগের জন্য গোস্বামী প্রভু পঞ্চ হইয়া ছিলেন। তিনি যে পঞ্চায়তী (ফয়শালা) * লিখিয়াছিলেন, সেই অনুসারে টোড়র বংশের একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়াছিল। একাদশ পুরুষে টোড়রের বংশের পৃথ্বীপাল সিংহ ঐ পঞ্চনামা কাশী নরেশকে দেন এবং উহা এখনও কাশী নরেশের নিকট আছে।

২। প্রবাদ আছে যে, আকবর বাদসাহের উজীর নবাব খানখানার উপর গোস্বামী প্রভুর বড় স্নেহ ছিল। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য গোস্বামী প্রভুর নিকট কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন।

* যাঁহারা পঞ্চনামা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কাশী নাগরীপ্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত রামচরিত মানসের ২২ পৃষ্ঠা দেখুন।

তাহাতে গোস্বামী প্রভু এক কাগজে নিম্নলিখিত এক ছত্র লিখিয়া নবাব খানখানার নিকট উক্ত ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। গোস্বামীজী লিখেন :—

"সুরতিয় নরতিয় নাগতিয় সব চাহত অস হোয়"।

অর্থাৎ দেব নারী, মানব নারী, নাগ নারী, সকলেই ইচ্ছা করেন যে এইরূপ হউক। এই পদ্য পাইয়া নবাব সাহেব উক্ত ব্রাহ্মণকে অনেক ধন দেন এবং এই ভাবে পদ্য পূরণ করিয়া গোস্বামী প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দেন :—

"গোদ লিয়ে হুলসী ফিরে তুলসী সোঁ সুত হোয়" ॥

অর্থাৎ তুলসীজননী হুলসীদেবী যেমন তুলসীদাসকে ক্রোড়ে লইয়া বেড়ান, এইরূপ তুলসীদাসের ন্যায় সুত যেন হয়।

৩। অম্বরের মহারাজা মানসিংহ এবং তদীয় ভ্রাতা জগৎ সিংহ প্রায়ই গোস্বামী প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এক দিন এক জন লোক গোস্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মহারাজ? প্রথম প্রথম কেহই আপনার নিকট আসিতেন না, কিন্তু এখন যত বড় বড় রাজা মহারাজা প্রায়ই আপনার নিকট আসেন কেন? গোস্বামী প্রভু তদুত্তরে বলেন :—

"লহে ন ফুটী কৌড়িহু কো চাহে কেহি কাজ।
সো তুলসী মহঙ্গো কিয়ো রাম গরীব নিবাজ ॥
ঘর ঘর মাঁগে টুক্ পুনি ভূপতি পূজে পায়।
তে তুলসী তব রাম বিন তে অব রাম সহায়" ॥

অর্থাৎ একটী কাণা কড়ি অপেক্ষাও আমার অধিক মূল্য নাই। আমার সহিত লোকের প্রয়োজনই বা কি? শুবে. ভগবান্ রামচন্দ্র দীনদয়াল বলিয়া লোকে আমাকে সম্মান করিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম, এবং এখন নৃপতিগণ আমার চরণ পূজা করিতেছে, ইহার কারণ এই যে, আমি পূর্ব্বে রামহীন ছিলাম এবং এখন রামচন্দ্র আমার সহায়ক হইয়াছেন।

৪। গোস্বামীজীর সময়ে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিত কাশীধামে বাস করিতেন। ইনি গোস্বামী প্রভুর সরলতা এবং ভক্তিভাব দেখিয়া নিম্নের শ্লোকে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন :—

"আনন্দকাননে কশ্চিজ্জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ
কবিতামঞ্জরী যস্য রাম ভ্রমর ভূষিতা ॥"

ইহার অনুবাদ স্বর্গীয় কাশীরাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ এইরূপ করিয়াছেন :—

"তুলসী জঙ্গম তরু লসে আনন্দ কানন খেত।
কবিতা জাকী মঞ্জরী রাম ভ্রমর রস লেত" ॥

ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

"তুলসী জঙ্গম তরু, ক্ষেত্র তাঁহে আনন্দ কানন।
কবিতা মঞ্জরী হয় মধুকর শ্রীরঘুনন্দন" ॥

৫। "ভক্তমাল" গ্রন্থকর্ত্তা নাভাজী প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাশী আসেন। যে সময়ে তিনি গোস্বামীজীর আশ্রমে আসেন সে সময় গোস্বামী প্রভু ধ্যানস্থ ছিলেন, এই জন্য নাভাজীর সহিত বাক্যালাপ করিতে পারেন নাই। নাভাজী সেই দিনই শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যান। গোস্বামী প্রভু যখন ধ্যান হইতে উঠেন এবং নাভাজীর শ্রীবৃন্দাবন প্রত্যাগমনের কথা শুনেন, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং নাভাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য

সেই দিনই শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন। নাভাজীর আশ্রমে গোস্বামী প্রভু পঁহুছিয়া দেখেন যে, সে সময় বৈষ্ণবদিগের ভাণ্ডারা * হইতেছে। গোস্বামী প্রভু বিনা নিমন্ত্রণে ঐ ভোজনে সম্মিলিত হন। নাভাজী জানিয়া শুনিয়া গোস্বামীকে আদর করিলেন না। ভোজনের সময় যখন ক্ষীর দিতে গোস্বামীজীর নিকটে আসেন তখন তাঁহার নিকটে কোন পাত্র না থাকায় তিনি একজন সাধুর এক পাটি জুতা লইয়া তাহাতে ক্ষীর দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন যে, ইহা অপেক্ষা পবিত্র পাত্র আর কোথায় পাইব! নাভাজী গোস্বামী প্রভুর সরলতা দীনতা এবং বিনয়নম্রতা দেখিয়া তাঁহাকে আপনার হৃদয়ে লাগাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন যে, আজ ভক্তমাল গ্রন্থের সুমেরু পাইলাম।

কিম্বদন্তী আছে যে, এক সময় এক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্ত্রী সতী হইবার জন্য পতির শবের সহিত শ্মশান ঘাটে যাইতেছিলেন; রাস্তায় গোস্বামী প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাকে প্রণাম করেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন যে, সৌভাগ্যবতী হও। তখন সকলে গোস্বামীকে বলিলেন, মহারাজ? আপনি এ কি আশীর্ব্বাদ করিলেন! উক্ত স্ত্রী সতী হইবার জন্য যাইতেছেন। আপনার আশীর্ব্বাদ কখনও মিথ্যা হয় না। তখন গোস্বামী প্রভু বলিলেন যে, আমি যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ ব্রাহ্মণকে দাহ করিও না। এই বলিয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন এবং প্রহরকাল ভগবানের চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঐ ব্রাহ্মণ বাঁচিয়া উঠেন এবং যেমন লোকে নিদ্রার পর জাগিয়া উঠে সেইরূপ উঠিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ শ্মশান ঘাটে আমাকে কেন আনিয়াছ? সকলেই গোস্বামীজীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

এই মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাইবার কথা বাদশাহের কান পর্য্যন্ত উঠে। তখন বাদশাহ গোস্বামীজীকে ডাকাইয়া পাঠান এবং গোস্বামী প্রভু বাদশাহের নিকট পৌছিলে তাঁহাকে কহেন কিছু কেরামত দেখাও। গোস্বামী প্রভু বলেন, তিনি এক রামনাম ভিন্ন আর কোনও কেরামত জানেন না। এই জন্য বাদশাহ তাঁহাকে কয়েদ করিয়া রাখেন এবং বলেন যে, যতদিন না কেরামত দেখাইবে ততদিন কয়েদ হইতে ছাড়া হইবে না। গোস্বামী প্রভু এইরূপে জেলে আবদ্ধ হইয়া হনুমানজীর স্তুতি করিতে লাগিলেন। হনুমানজী বানরসেনা পাঠাইয়া বাদশাহের দুর্গ বিধ্বংশ করিতে আরম্ভ করিল এবং বাদশাহের অন্তঃপুরের মহিলাদের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। বানরদিগের উপদ্রবে ত্রস্ত হইয়া বাদশাহ প্রভুপাদ গোস্বামীর স্মরণাপন্ন হন এবং এই উপদ্রব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখন গোস্বামী প্রভু আবার হনুমানজীর স্তব করেন ও বাদশাহের বনিতাদিগকে বানরের হাত হইতে মুক্ত করেন এবং বাদশাহকে বলেন যে, এখন আপনার দুর্গ বানরসেনার দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। আপনি নূতন দুর্গ প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে বাস করুন। তদনুযায়ী বাদশাহ ঐ দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া নূতন দুর্গ প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন।

মেওয়ারের প্রসিদ্ধ মহারাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্রবধূ, কুমার ভোজরাজের স্ত্রী, মীরাবাই, বড়ই ভগবৎ-ভক্তি-পরায়ণা ছিলেন। অতিথি ও সাধুসেবায় তাঁহার অধিক সময়ই অতিবাহিত হইত এবং সাংসারিক কার্য্যে কিছুমাত্র মনোনিবেশ করিতেন না, এই সব দেখিয়া মহারাণা বড়ই দুঃখিত থাকিতেন। সাংসারিক কার্য্যে যাহাতে মীরার প্রবৃত্তি হয়, মহারাণা তাহার অনেক চেষ্টা করিলেন। কত উপদেশ কত উপায়, কত চেষ্টা হইল কিন্তু মীরার মন সংসারে আসক্ত হইল না। তখন মীরাকে প্রাণে মারিবার জন্য অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইল, কিন্তু কিছুই হইল না। প্রহ্লাদকে মারিবার সকল উপায়ই যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল, সেইরূপ মীরার প্রাণবধের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। ভগবান্ যাহার রক্ষাকর্ত্তা তাহাকে কে মারিতে পারে? জ্ঞাতি, কুটুম্ব, সকলেই মীরাকে নানা প্রকারে তাড়না করিতে লাগিলেন। এই প্রকার অশান্তিতে মীরার মন বড়ই অধীর হইয়া উঠিল। মীরা যখন জ্ঞাতি-কুটুম্বের

* সাধুরা সকলে একত্রিত হইয়া ভোজন করার নাম ভাণ্ডারা বা সাধু-ভোজন।

বাক্য যন্ত্রণায় এবং আপনার সংসারের লোকদিগের তাড়নায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গোস্বামী প্রভুকে এই পত্র লিখেন :—

"স্বস্তি শ্রীতুলসী গুণ দূষনহরণ গুসাঁই ;
বারহি বার প্রণাম করহুঁ অব হরহুঁ শোক সমুদাই।
ঘরকে স্বজন হমারে জেতে সবন্‌ উপাধি বড়াই ;
সাধুসঙ্গ অরু ভজন করত মোহি দেত কলেশ মহাই।
বালপনে তেঁ মীরা কীন্হী গিরধরলাল মিতাই ;
সো তো অব ছুটত নহি লগী লগন বরিয়াই।
মেরে মাত পিতা কে সম হো হরি ভক্তন সুখদাই ;
হমকো ক্যা উচিত করিবো হ্যায় সো লিখিয়ে সমুঝাই" ॥

হে প্রভো ! আপনি দুঃখ নাশ করেন, আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম। আমি সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ এবং ভগবানের ভজনা করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আমার স্বজন বান্ধবেরা আমাকে বাধা দেন। বাল্যকাল হইতেই আমি গিরিধরলালের সহিত মিত্রতা করিয়া ফেলিয়াছি। শ্রেষ্ঠ লগ্নে উভয়ের মিল হওয়ায় তাহা আর ছাড়িতে পারিতেছি না, এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য লিখিয়া উপদেশ দিবেন।

গোস্বামী প্রভু এই পত্র পাইয়া উত্তরে লিখিলেন—

"জিন্‌কে প্রিয় ন রাম বৈদেহী ;
তজিয়ে তিন্হে কোটি বৈরী সম যদ্যপি পরম সনেহী।
তাত মাত ভ্রাতা সুত পতি হিত ইন সমান কোউ নাহী ;
রঘুপতি বিমুখ জানি লঘু তৃণ ইব তজত ন সুকৃত ডরাহী।
তজো পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষণ বন্ধু, ভরত মহতারী ;
গুরু বলি তজো, কন্ত ব্রজ বনিতন ভয়ে সব মঙ্গলকারী।
নাতো নেহ রামকে মানিয় সুহৃদ সুসেব্য জঁহা লোঁ ;
অঞ্জন কৌন আঁখি জো ফুটে বহুতে কহোঁ কহাঁ লোঁ।
তুলসী সোই সব ভাঁতি আপনো পূজ্য প্রাণ তেঁ প্যারো ;
জা তেঁ হোয় সনেহ রাম সোঁ সোই মতো হমারো" ॥

সীতারাম যাঁহার প্রিয় নহেন তিনি পরম মিত্র হইলেও পরম শত্রুর ন্যায় বিবেচনা করিয়া তাহাকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, পতি ইঁহাদের সমান হিতকারী কেহই নহেন, কিন্তু তাঁহারা যদি রঘুপতিবিমুখ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে সাধুরা ভয় করেন না। প্রহ্লাদ পিতাকে, বিভীষণ ভ্রাতাকে, ভরত মাতাকে, বলি গুরুকে এবং ব্রজবধূগণ নিজ নিজ পতিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীরামপ্রেমী ব্যক্তিগণই জগতে সুসেব্য ও বন্ধু। নেত্রই যদি নষ্ট হয়, তবে অঞ্জনে কি প্রয়োজন। যাহা হইতে সেই প্রাণাধিক প্রিয় রামচন্দ্রের সহিত মিত্রতা হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য, ইহাই আমার অভিমত।

গোস্বামী প্রভুর পত্র পাইয়া মীরা গৃহ ত্যাগ করিলেন এবং তীর্থপর্য্যটন করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

একদিন কতকগুলি চোর গোস্বামীর আশ্রমে চুরি করিবার জন্ম যায়। চোরেরা যাইয়া দেখে যে, এক শ্যামসুন্দর বালক আশ্রমের চারিদিকে ধনুর্বাণ হস্তে লইয়া পাহারা দিতেছেন। চোরেরা ফিরিয়া যায়। পরদিবসও যাইয়া তাহারা দেখে যে, সেই বালক পাহারা দিতেছে; তাহারা আবার ফিরিয়া যায়। প্রাতঃকালে চোরেরা আসিয়া গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার আশ্রমে এক শ্যামসুন্দর বালক পাহারা দেন, তিনি কে? ভক্তপ্রবর সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন যে, আমার সামান্য অর্থের জন্য প্রভুকে কতই কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিকট যাহা কিছু অর্থ ছিল তিনি তাহা লুটাইয়া দিলেন এবং ঐ চোরেরাও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

এ সম্বন্ধে ডাক্তার গ্রিয়ারসন সাহেব অন্য প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, গোস্বামীজী এক সময় অধিক রাত্রে আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকারময় ছিল। মাঠের মধ্যে কতকগুলি চোর তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। চোরের হাতে পড়িয়া গোস্বামী প্রভু শ্রীঅঞ্জনানন্দনের স্তব করিতে লাগিলেন এবং এই দোঁহা পড়িলেন :—

"বাসর ঢাস্নিকে ঢকা, রজনী চঁহু দিশি চোর।
দলত দয়ানিধি দেখিয়ে, কপি কেশরী কিশোর॥"

অর্থাৎ দিবাভাগে দুষ্টলোকে নানাবিধ বিদ্রূপ করিয়া থাকে এবং রাত্রিকালে চতুর্দ্দিকে চোরগণ ঘিরিয়া রহিয়াছে, হে প্রভো? আমি কত দুঃখ সহ্য করিতেছি তাহা দেখুন।

এই স্তব পাঠ করাতে হনুমানজী প্রকট হইলেন এবং চোরেরাও গোস্বামী প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর জীবনে অনেক প্রকার অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে দুই চারিটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) গোস্বামী প্রভু সকলকেই ভগবানের উপাসনার জন্য উপদেশ দিতেন। এক বেশ্যা তাঁহার উপদেশামৃত গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং সাংসারিক সকল প্রকার ভোগবিলাসাদি ত্যাগ করিয়া ভগবৎ ভজনে জীবন যাপন করে।

(২) একজন পণ্ডিত জীবিকাহীন ছিলেন। তাঁহার এমন উপায় ছিল না যে, যাহা দ্বারা স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া গোস্বামীজীর শরণাপন্ন হন। গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মণের জন্য শ্রীগঙ্গাজীর নিকট বিনীত প্রার্থনা করেন। তাহাতে শ্রীগঙ্গাজী পরপারে অনেক ভূমি ছাড়িয়া দেন, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণের পর্য্যাপ্ত আয় হইয়াছিল।

(৩) মৃত মনুষ্যকে বাঁচাইয়া দিবার পর হইতে গোস্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য প্রত্যহই অনেক লোক তাঁহার আশ্রমে আসিতেন। গোস্বামী প্রভু এক গুহার মধ্যে থাকিতেন; একবার বাহিরে আসিয়া সকলকে দর্শন দিতেন। তিনটী বালক প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিত। একদিন ঐ বালকত্রয় আসে নাই, সেদিন তিনি কাহাকেও দর্শন দেন নাই। পরদিন বালকেরা আসিল কিন্তু তিনি পরীক্ষার জন্য সেদিনও কাহাকেও দর্শন দিলেন না। বালকত্রয় তাঁহার দর্শনাভাব সহ্য করিতে পারিল না। তাঁহার বিয়োগ-যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। তখন গোস্বামী প্রভু চরণামৃত দিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া দিলেন বালকদিগের প্রেম দেখিয়া সকল লোক ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

(৪) এক তান্ত্রিক দণ্ডীর স্ত্রীকে কোন বৈরাগী লইয়া পলায়ন করে। দণ্ডী যক্ষিনী সিদ্ধ ছিলেন। তাহার প্রভাবে দণ্ডী বাদশাহের নিকট হইতে হুকুমজারী করাইয়া লন যে, সকল বৈরাগীর কণ্ঠী ও মালা কাড়িয়া লওয়া

টিক এবং তিলক পুঁছিয়া দেওয়া হউক। বাদশাহের আদেশে অনেক বৈরাগীর তিলক ঘুচিল এবং কণ্ঠী ও মালা কাড়িয়া লওয়া হইল। ক্রমে যখন রাজদূতেরা কাশী আসিল এবং গোস্বামীজীর কণ্ঠী ও মালা লইবার জন্য তাঁহার আশ্রমে আসিল, তখন রাজদূতেরা প্রভুপাদের কালস্বরূপ ভয়ানক রূপ দেখিয়া ভয়ে অত্যন্ত বিকল হইয়া পলায়ন করিল, তখন হইতেই কণ্ঠী ও মালা লওয়া বন্ধ হইল এবং যাহাদের লওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকে সম্মানের সহিত প্রত্যর্পিত হইল।

৫। এক অযোধ্যাবাসী ভঙ্গী (মেতর) কাশীধামে আসিয়াছিল। তাহার মুখে রামনাম শুনিয়া এবং তাহাকে অযোধ্যাবাসী জানিয়া গোস্বামী প্রভু প্রেমে বিহ্বল হইয়া যান। গোস্বামী উহার বড়ই সৎকার করেন এবং অনেক অর্থ দিয়া বিদায় করেন।

৬। এক সময় প্রভুপাদ জনকপুর গিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রজীর বিবাহের সময় হইতে তথাকার ব্রাহ্মণদিগকে ১২টী গ্রাম দানরূপে দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু মুসলমানদিগের সময়ে পাটনার সুবেদার ঐ সমস্ত গ্রাম ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন। ব্রাহ্মণেরা গোস্বামী প্রভুর শরণাপন্ন হইলে তিনি হনুমানজীর সহায়তায় ঐ সমস্ত গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে ফিরাইয়া দেন। এখনও উহা ব্রাহ্মণদিগের অধিকারে আছে।

৭। কাশী বনখণ্ডীতে এক প্রেত গোস্বামী প্রভুকে দর্শন করিয়া প্রেতযোনি হইতে মুক্ত হইয়াছিল।

৮। শ্রীগোস্বামীজী চিত্রকূট যাত্রার সময় এক রাজার কন্যাকে চরণামৃত দিয়া পুরুষ করিয়া দিয়াছিলেন।

৯। চিত্রকূট পর্ব্বতে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আপন দরিদ্রতা গোস্বামী প্রভুর নিকট ব্যক্ত করেন। ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য গোস্বামীজীর কৃপায় দরিদ্রমোচন শিলা আপনা হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়; যাহা এখন পর্য্যন্তও বিদ্যমান আছে।

১০। সাণ্ডিলার প্রসিদ্ধ ভক্ত স্বামী নন্দলাল গোঁসাই চিত্রকূট যাইয়া গোস্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে স্বীয় শ্রীকরকমল দ্বারা রামকবচ লিখিয়া দিয়াছিলেন।

১১। শ্রীবৃন্দাবনধামে গোস্বামী প্রভু অনেক প্রকার চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছিলেন। শুনা যায়, এক দিন গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য কোন মন্দিরে গিয়াছিলেন। তথায় বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া আপনার ইষ্ট রামমূর্ত্তি দেখিবার জন্য প্রভুর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন :—

কাহ কহোঁ ছবি আজকী, ভলে বনে হো নাথ।
তুলসী মস্তক জব নবে, ধনুষবাণ লো হাথ॥

হে নাথ? আজ আপনি বেশ মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, আহা! আজকার শোভা আর কি বর্ণন করিব! কিন্তু এই প্রার্থনা যে, যখন আমি মাথা নোয়াইব তখন এই মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিতে হইবে। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ—

মুরলী মুকুট দুরায়কে নাথ ভয়ে রঘুনাথ।
তুলসী রুচি লখি দাস কী, ধনুষবাণ লিয়ো হাথ॥

অর্থাৎ চূড়া, ধড়া, মুরলী ত্যাগ করিয়া শ্রীনাথ জানকীনাথের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। সেবক শ্রীতুলসীদাসের অভিলাষানুসারে ধনুর্ব্বাণ উঠাইয়া লইলেন।

১২। মিসরিখের নিকট জয়রামপুর নামক এক গ্রাম আছে। গোস্বামী প্রভু তথায় যাইয়া একটী শুষ্ক বৃক্ষের ডাল মাটিতে পুঁতিয়া দেন। ঐ শুষ্ক ডাল সুন্দর বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। তিনি উহার নাম বংশীবট রাখেন এবং সকলকে আজ্ঞা দেন যে, শ্রীরামের বিবাহোৎসব তিথি অগ্রহায়ণ শুক্ল পঞ্চমীর দিন এখানে রাসলীলা করাইও। এখন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর উক্ত দিবস ঐ স্থানে লীলা হইয়া থাকে।

১৩। জাহাঙ্গীর বাদশাহ গোস্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ছিলেন, তিনি অনেক ধন রত্ন প্রভুপাদকে দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু গোস্বামীজী কিছুমাত্র গ্রহণ করেন নাই।

১৪। এক ব্রাহ্মণবালকের মৃত্যু হইয়াছিল। গোস্বামীজী হনুমানজীর দ্বারা ঐ বালককে যমপুরী হইতে ফিরাইয়া আনাইয়া ছিলেন।

১৫। দিল্লীতে এক মত্ত হস্তী গোস্বামী প্রভুকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, শ্রীরামচন্দ্র এক বাণ দ্বারা উক্ত মত্ত হস্তীকে মারিয়া গোস্বামীজীকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৬। গোস্বামী প্রভু বিনয় পত্রিকা রচনা করিয়া বিশ্বনাথজীর মন্দিরে রাখিয়া দেন। বিশ্বনাথ প্রভু তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দেন।

গোস্বামীজীর জীবনে আরও অনেক প্রকার অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। বাহুল্য ভয়ে তাহা এ স্থানে আর উদ্ধৃত হইল না।

গোস্বামীজীর জীবনচরিতে তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গোস্বামীজী প্রণীত ১২ খানি পুস্তক প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে ৬ খানি পুস্তক বৃহৎ এবং ৬ খানি পুস্তক ছোট। ছয়খানি বৃহৎ পুস্তকের নাম :—(১) দোঁহাবলী; (২) কবিত্ত রামায়ণ; (৩) গীতাবলী; (৪) রামচরিত মানস বা রামায়ণ; (৫) রামাজ্ঞা ও (৬) বিনয় পত্রিকা। ৬ খানি ছোট গ্রন্থের নাম :—(১) রামললা নহছু; (২) পার্ব্বতী মঙ্গল, (৩) জানকী-মঙ্গল, (৪) বরয়ে রামায়ণ; (৫) বৈরাগ্যসন্দীপনী ও (৬) কৃষ্ণগীতাবলী। ইহার অতিরিক্ত গোস্বামী প্রণীত আরও দশখানি পুস্তকের নাম শিবসিংহ সরোজ নামক পুস্তকে পাওয়া যায় যথা—(১) রামসতসই; (২) সঙ্কটমোচন; (৩) হনুমান বাহুক; (৪) রামসলাকা; (৫) ছন্দাবলী; (৬) ছপ্পয় রামায়ণ; (৭) কড়খা রামায়ণ; (৮) রোলা রামায়ণ; (৯) ঝুলনা রামায়ণ এবং (১০) কুণ্ডলিয়া রামায়ণ। এই সব গ্রন্থের মধ্যে কয়েক খানি একেবারেই পাওয়া যায় না এবং কোন কোন গ্রন্থের অংশ মাত্র দৃষ্ট হয়।

এই স্থানে গোস্বামীজী প্রণীত পুস্তকাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

দোঁহাবলী—এই গ্রন্থ ৫৭৩ দোঁহায় সংগ্রহ। এই সমস্ত দোঁহায় ভগবন্নামমাহাত্ম্য, বেদান্ত, রাজনীতি, কলিযুগ দুর্দ্দশা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার প্রায় অর্দ্ধেক দোঁহা রামায়ণ, রামাজ্ঞা, তুলসীসতসই ও বৈরাগ্যসন্দিপনী প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন—হয় গোস্বামীজী নিজেই এই সব দোঁহার সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিম্বা তাঁহার পরে অন্য কোন কবি ইহা সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে করিয়াছেন। দোঁহাবলীর ভিতর অনেক গূঢ় রহস্যের দোঁহা পাওয়া যায়।

কবিত্ত রামায়ণ বা কবিতাবলী—এই গ্রন্থ ঘনাক্ষরী, সবেইয়া এক ছপ্পয় ছন্দে লিখিত। ইহার ভাষা শুদ্ধ ব্রজভাষা ইহাতে ধারাবাহিকরূপে রামচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও রামায়ণের ন্যায় সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত। যথা—

১। বাল কাণ্ড—২১ কবিতায় শ্রীরামচন্দ্রজীর বাল্যলীলা হইতে ধনুর্ভঙ্গ পর্য্যন্ত।

২। অযোধ্যা কাণ্ড—২৬ কবিতা বনবাস বর্ণন।

৩। অরণ্য কাণ্ড—এক কবিতায় শ্রীরামজী হরিণ বধের জন্য তাহার পিছে যাইতেছেন।

৪। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড—এক কবিতায় হনুমানজীর সমুদ্র লঙ্ঘন।

৫। সুন্দরা কাণ্ড—৩২ কবিতায় লঙ্কায় হনুমানের বীরত্ব, লঙ্কাদহন এবং শ্রীজানকীজীর সংবাদ লইয়া রামচন্দ্রজীর নিকট ফিরিয়া আসা।

৬। লঙ্কা কাণ্ড—৫৮ কবিতায় সেতুবন্ধ, অঙ্গদসংবাদ, যুদ্ধ, লক্ষ্মণ-শক্তি এবং রাবণ বধ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

৭। উত্তরা কাণ্ড—২২৫ কবিতায় প্রথমে শ্রীরামচন্দ্রজীর বন্দনা, পুনরায় হনুমান বন্দনা, গোপী-উদ্ধব সংবাদ, প্রহ্লাদ কথা, মহাদেব স্তুতি, কাশীস্তুতি, কাশীর দুর্গতি, নিজ দশা এবং হনুমান বাহুকের বর্ণনা করা হইয়াছে।

গীতাবলী—এই গ্রন্থ রাগরাগিণী সংযুক্ত কবিতায় পূর্ণ। ইহার ভাষা ব্রজভাষা। ইহার রচনা সুরদাস আদি কবিদগের ন্যায় মাধুর্য্যময়ী গীতি কবিতায় রচিত। ভাষা সরস এবং মাধুর্য্যময়ী। কোমল এবং করুণরসের কবিতা থাকাতে ইহা বড়ই হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা এবং অন্তে রাম-রাজ্য, সুখ-সমৃদ্ধি, ক্রীড়া এবং বিহার প্রভৃতি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি কবিতা ভক্ত কবি সুরদাস প্রণীত সুরসাগর নামক গ্রন্থের কবিতার সহিত সম্পূর্ণ মিল আছে। কেবল রামের স্থানে শ্যাম এই মাত্র ভেদ। ইহাতেও রামায়ণের ন্যায় সপ্ত কাণ্ড আছে; এই সপ্ত কাণ্ডে শ্রীরামচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

রামচরিত মানস বা রামায়ণ—এই বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীগোস্বামীপাদ ১৬৩১ সম্বত চৈত্র মাস শুক্ল নবমীর দিন (রামনবমী) আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ গোস্বামী প্রভুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার এই গ্রন্থ লিখিবার ইচ্ছা ছিল। নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না যে, তিনি এই গ্রন্থ কোথায় এবং কবে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কেননা, সমাপ্তির সময় এবং স্থান সম্বন্ধে তিনি কিছুই লেখেন নাই। অনুমান দ্বারা অনেকে বলেন যে, অরণ্য কাণ্ড পর্য্যন্ত অযোধ্যায় এবং কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড হইতে উত্তরা কাণ্ড পর্যান্ত কাশীতে লিখিয়াছিলেন। যদিও এই চরিত্র অধিকাংশ বাল্মিকীর রামায়ণের আধারে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ভক্তিরসের প্রাধান্য হেতু তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং কাকভুশুণ্ডী রামায়ণের মত লইয়াছেন। বাল্মিকীর রামায়ণের কথা প্রসঙ্গের সহিত গোস্বামীজীর রামায়ণের কথাপ্রসঙ্গ অনেক স্থলে প্রভেদ আছে। যথা—বাল্মিকী রামায়ণে পরশুরামের কথা রামের বিবাহের পরে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবার সময় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু গোস্বামীর গ্রন্থে ধনুর্ভঙ্গের পরই বর্ণিত হইয়াছে। জয়ন্ত কাকের কথা বাল্মিকীর গ্রন্থে সুন্দরা কাণ্ডে শ্রীজানকীজীর মুখ হইতে হনুমানজীর নিকট বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু গোস্বামীজী ইহা তাঁহার গ্রন্থে আরণ্য কাণ্ডে যথাস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। বাল্মিকীর গ্রন্থে সমুদ্রে সেতু বাঁধিবার পর শিব স্থাপন লিখিত হয় নাই। লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় পুষ্পক বিমান হইতে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জনকতনয়াকে সেতু দেখাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, এই স্থানে সেতু বাঁধিবার পূর্ব্বে শঙ্কর আমার উপর কৃপা করিয়াছিলেন। কিন্তু গোস্বামীজীর গ্রন্থে লঙ্কায় যাইবার পূর্ব্বেই শিব স্থাপন লিখিত হইয়াছে। বাল্মিকীর গ্রন্থে যুদ্ধকাণ্ডেই ভরত-মিলন, রামরাজ্যাভিষেক প্রভৃতি বর্ণিত আছে, কিন্তু গোস্বামী প্রভু উত্তরা কাণ্ডে এই সব লীলা বর্ণন করিয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত উভয় রামায়ণে কয়েক স্থানে সামান্য সামান্য ভেদ দৃষ্ট হয়। যথা—গোস্বামী প্রভু অধ্যাত্ম রামায়ণানুযায়ী জানকীর চরণে ঠোঁট মারিবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বাল্মিকীর গ্রন্থে সীতার স্থানান্তরে ঠোঁট মারিবার কথা লিখিত আছে। ছোট ছোট ঘটনা এবং সংবাদ গোস্বামী প্রভু রঘুবংশ, হনুমান নাটক, প্রসন্ন রাঘব, ভাগবত গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের ভাবের অনুকূল রাখিয়া লিখিয়াছেন। অযোধ্যা কাণ্ডে গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন:—

"রায় সুভায় মুকুর কর লীন্হা। বদন বিলোকি মুকুট সম কীন্হ॥
শ্রবণ সমীপ ভয়ে সিত কেশা। মনহুঁ জরঠপন অস উপদেশা॥
নৃপ যুবরাজ রাম কঁহ দেহু। জীবন জনম লাভ কিন লেহু॥"

ইহার অনুবাদ এই গ্রন্থে এইরূপ করা হইয়াছে:—

সহজেতে নৃপ করে দর্পণ লইয়া।
মুকুটে করিল ঠিক বদন হেরিয়া॥

শ্রবণ সমীপে শুভ্র কেশরাশি হৈল।
বৃদ্ধাবস্থা যেন এই উপদেশ দিল॥
রামে যুবরাজ নৃপ করহ এখন।
সফল করিয়া লহ জনম-জীবন॥

রঘুবংশ গ্রন্থে কালিদাসের শ্লোক দেখুন :—

"তং কর্ণমূলমাগত্য রামে শ্রীর্ন্যস্যতামিতি।
কৈকেয়ী শঙ্কয়েবাহ পলিতচ্ছদ্মনা জরা॥"

কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে বর্ষা ও শরৎ বর্ণন শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ তুল্য প্রতীত হয়। উদাহরণ জন্য নিম্নে দুই চারি শ্লোক উদ্ধৃত হইল। যথা :—

"মেঘাগমোৎসবা দৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ।
গৃহেষু তপ্তা নির্বিণ্ণা যথাচ্যুতজনাগমে" ॥—(শ্রীমদ্ভাগবতে)
"লছিমন দেখহু মোর গণ নাচত বারিদ পেখি।
গৃহী বিরত রত হরষ জস বিষ্ণু ভগত কহঁ দেখি" ॥—(শ্রীতুলসী রামায়ণে)
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই হেরি জলধরে।
নাচিছে ময়ূরগণ প্রফুল্ল অন্তরে॥
বিষ্ণুভক্তে যথা গৃহী করিয়া দর্শন।
হইয়া বিরাগযুত আনন্দে মগন॥—(বঙ্গানুবাদ)
"শ্রুত্বা পর্জন্যনিনদং মণ্ডুকা ব্যসৃজন্ গিরঃ;
তূষ্ণীং শয়ানাঃ প্রাগ্যদ্বদ্ ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে" ।—(শ্রীমদ্ভাগবতে).
"দাদুর ধুনি চহুঁ দিশা সোহাই।
বেদ পড়হি জনু বটু সমুদাই" ॥—(শ্রীতুলসী রামায়ণে)
ভেকধ্বনি চতুর্দ্দিকে শোভিছে কেমন।
বেদ পাঠ করে যেন ব্রহ্মচারিগণ॥—(বঙ্গানুবাদ)
"ক্ষেত্রাণি শস্যসম্পত্তিঃ কর্ষকাণাং মুদং দদুঃ।
ধনিনামুপতাপঞ্চ দৈবাধীনমজানতাম্" ॥—(শ্রীমদ্ভাগবতে)
"শস্যসম্পন্ন সোহ মহি কেইসী।
উপকারী কে সম্পতি জেইসী" ॥—(শ্রীতুলসী রামায়ণে)
শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা শোভিছে কেমন।
উপকারী মানবের সম্পত্তি যেমন॥—(বঙ্গানুবাদ)
"জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষত শ্বরে।
পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা" ॥—(শ্রীমদ্ভাগবতে)
"হরিত ভূমি তৃণসঙ্কুল সমুঝি পরহিঁ নহি পন্থ।
জিমি পাখণ্ড বিবাদ তে গুপ্ত হোহি সদগ্রন্থ" ॥—(শ্রীতুলসী রামায়ণে)

সবুজবর্ণের ভূমি তৃণে আচ্ছাদিত।
বুঝিয়া উঠিতে নারে কোন্ হয় পথ ॥
পড়িয়া যেমন নাস্তিকের কুতর্কেতে।
সুগ্রন্থ সমূহ হয় বিলুপ্ত জগতে ॥—(বঙ্গানুবাদ)
"শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ।
ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিসেবয়া" ॥—(শ্রীমদ্ভাগবতে)
"সরিতা সর নির্ম্মল জল সোহা।
সন্ত হৃদয় জস গত মদ মোহা" ॥—(শ্রীতুলসী রামায়ণে)
নদী সরোবর জল সুনির্ম্মল হয়।
মদ-মোহহীন যেন সাধুর হৃদয় ॥—(বঙ্গানুবাদ)
"খমশোভত নির্মেঘং শরদ্বিমলতারকম্।
সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থদর্শনম" ॥—(শ্রীমদ্ভাগবতে)
"বিনু ঘন নির্মল সোহ আকাশা।
হরি জন ইব পরিহরি সব আশা" ॥—(শ্রীতুলসী রামায়ণে)
মেঘ বিনা সুনির্ম্মল শোভিছে আকাশ।
হরিভক্ত যেন ত্যাগ করে সব আশ ॥—(বঙ্গানুবাদ)

ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই গ্রন্থ কেবল তুলসীদাসজীকে নহে, সমগ্র হিন্দি সাহিত্যকে অমর করিয়াছে। সাহিত্য-জগতে ইহা অতুলনীয়। আজ হিন্দুস্থানে এমন ঘর নাই, যে ঘরে একখণ্ড রামায়ণ পাওয়া যায় না এবং বেদের ন্যায় সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পূজিত হয় না। হিন্দিজ্ঞাতা এমন ব্যক্তিই নাই, যিনি রামায়ণের এক দোঁহা কিম্বা এক চৌপাই জানেন না। উত্তর ভারতবর্ষে এই রামায়ণের এত অধিক প্রচার যে, পৃথিবীর কোন অংশে অন্য কোন গ্রন্থের তত অধিক প্রচার নাই। হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে, গাহিতে, সুখে দুঃখে, পণ্ডিত অথবা মূর্খের সমাজে রাজসভা অথবা রাজমহলে, আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণের গৃহে, হাটে, বাজারে নেশাখোরের আড্ডায়, অধিক কি বেশ্যার ঘরে, আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের নিকটেই সর্ব্বত্র ইহার সমান অধিকার। ইহার লোকপ্রিয়তার কারণ এই যে, ইহার ভিতর মনুষ্যজীবনের সাধারণতঃ প্রত্যেক দশা এবং পরিস্থিতির সন্নিবেশ অত্যন্ত স্বাভাবিক মর্ম্মস্পর্শী ও সর্ব্বগ্রাহিরূপে চিত্রিত হইয়াছে। যেরূপ রামচরিত গভীর হইতেও গভীরতম, সেইরূপ প্রসাদময় গম্ভীর ভাবের দ্বারাও ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

হিন্দুজাতির মধ্যে যাঁহারা এ গ্রন্থ পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাও সামান্যরূপে বুঝিবার জন্য এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। এই রামায়ণের প্রভাব মানব-হৃদয়ের উপর এত প্রবল যে যেখানে রামায়ণের কথা হইতে থাকে সেই স্থানে কেহ হাসিতেছেন, কেহবা ভাবে কাঁদিয়া ব্যাকুল হইতেছেন। সাধারণ জনতার মানসের উপর এই রামচরিত মানসের কত প্রবল অধিকার তাহা পাঠকবর্গ ইহাতেই বুঝিয়া লউন।

এই এক গ্রন্থ দ্বারা নীতির উপদেশ, সৎকর্ম্ম করিবার উত্তেজনা, দুঃখের সময় ধৈর্য্য, আনন্দোৎসবে উৎসাহ, মনুষ্যকে সৎপথে চালনা করিবার প্রলুব্ধতা, কঠিন স্থিতি হইতে পার হইবার শক্তি প্রভৃতি সবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা মনুষ্যজীবনের সঙ্গীস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। বালক, বৃদ্ধ, মূর্খ, পণ্ডিত, প্রভৃতি সকলেই এই রামায়ণে এরূপ ভাবের সমাবেশ পাইবেন, যাহাতে তাঁহারা আপনার বিদ্যা বুদ্ধি অনুসার ইহাতে তন্ময় হইয়া যাইবেন।

গোস্বামী প্রভু দ্বারা প্রস্তুত এই নবরস পূর্ণ রামরসায়ণ এরূপ পুষ্টিকর হইয়াছে যে, ইহার সেবনে হিন্দুজাতি বিদেশীয় মতের আক্রমণ হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। মনুষ্যজীবনের প্রত্যেক স্থিতিতে, খেলা ধুলায়, হাসি কান্নায়, লড়াই ঝগড়ায়, নাচ গানে, বালকের ক্রীড়ায়, দাম্পত্য-প্রেমে, রাজ্য-সঞ্চালনে, আজ্ঞা প্রতিপালনে, আনন্দোৎসবে, লোকসমাজে, সুখে দুঃখে ঘরে বনে, সম্পত্তিতে বিপত্তিতে, প্রভৃতি সকল অবস্থায় এই রামরসায়ন বিশেষ উপযোগী। অবস্থাবিশেষে ইহার উপযোগিতা মনুষ্য-হৃদয়ে যেরূপ ফলদায়ী হয় তাহা অন্য কোন বস্তু দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। বেদ বেদান্তের পরমার্থ তত্ত্ব যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাঁহারা গোস্বামীজীর রামচরিত মানস হইতে তাহা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। এই রসায়ন দ্বারা শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি বৃত্তি সকলের নিয়মিত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ভক্তির সুধাতরঙ্গিনী হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া চিত্তবৃত্তি সকলকে কুসুম অপেক্ষাও কোমল করিয়া রাখে। গোস্বামী প্রভু কৃত এই রামচরিত মানস মনুষ্যজীবন গঠনের এক আদর্শ পথপ্রদর্শক গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

হিন্দিভাষা প্রেমী বিদ্বানবর ডাক্তার সর জী, এ, গ্রিয়ারসন সাহেব গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে বিলাতে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ ইহার মনোহারিতা দেখুন :—

" The importance of Tulsidas in the history of India cannot be overrated. Putting the literary merits of his Ramayan out of question, the facts of its universal acceptance by all classes from Bhagalpur to the Punjab and from the Himalaya to the Narbada is surely worthy of note. The book is in every one's hands from the Court to the cottage and is read or heard and appreciated alike by every class of the Hindu Community, whether high or low, rich or poor, young or old. It has been interwoven into the life, character and speech of the Hindu population for more than three hundred years, and is not only loved and admired by them for its poetic beauty, but is revered by them as their Scriptures. The religion he preached was simple and sublime one—a perfect faith in the name of God.

" Tulsidas was the great preacher of one's duty towards one's neighbour. Valmiki praised Bharat's sense of duty, Lachman's brotherly affection and Sita's wifely devotion, but Tulsi taught them as an example."

* * * * * * *

" We judge of a prophet by his fruits and I give much less than usual estimate when I say that fully ninety millions of people have heard their theories of moral and religious conduct upon his (Tulsidas's) writings. If we take the influence excercised by him at present time as our test, he is one of the three or four great writers of Asia."—(*J. R. A Society, July 1903, Article XVI, p. 455.*)

" I do not think that there can be any doubt as to its reputation being deserved. In its own country it is supreme over all other literatures and excercises an influence which it would be difficult to describe in exaggerated terms."—(*J. R. A Society, 1903, p. 451*)

"Over the whole of the Gangetic valley, his (Tulsidas's) great work (the Ramayan) is better known than the Bible is in England."—(*Ibid. p. 459.*)

উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহা স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, রামায়ণের প্রভাব হিন্দুজাতির উপর কত প্রবল। ইহার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, অক্ষরে অক্ষরে ভাবের যে গভীরতা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা অন্য কোন কবির গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। ভাবের সমাবেশ, শব্দ বিন্যাসের অপূর্ব্ব কৌশল, অলঙ্কারের অভূতপূর্ব্ব লালিত্য, ঘটনা বর্ণনের সুললিত বিকাশ, এই রামচরিত মানস মধ্যে যে ভাবে দৃষ্ট হয়, তাহা অন্য কোন ভাষা কাব্যে পাওয়া যায় না। ভক্তির সুধাতরঙ্গিনী, প্রেমের পীযূষময় প্রবাহ, বাৎসল্যের পরম প্রীতিকর উদাহরণ, সদ্ধর্ম্মানুরাগের হৃদয়স্পর্শী দৃষ্টান্ত, সত্যতা, সরলতা, ধীরতা, উদারতা, সহনশীলতা, দয়ালুতা প্রভৃতি সমস্ত সদ্গুণের একত্র সমাবেশ ইহার পত্রেপত্রে ছত্রেছত্রে স্বর্ণময় অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোকে এই রামচরিত মানসকে আপনাদিগের জীবন-সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেন। কোটি কোটি লোক ইহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার কুৎসিত কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছেন। কত লোকে যে ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ সাধু হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইংরাজ কবি ওয়াড্‌স্ওয়ার্থের ন্যায় গোস্বামী প্রভু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যোপাসক ছিলেন এবং স্বচ্ছতা ও সত্যতাকে তাহার প্রধান অঙ্গ বলিয়া মানিতেন। তিনি আপনার সৌন্দর্যদেবকে বিষয়রূপ মলিন জলে স্নান করাইতেন না। বরং পবিত্রতার স্বচ্ছ পূত গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া রচনা মন্দিরে স্থাপিত করিতেন। তাঁহার রামচরিত মানস ইহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যত দিন সংসারে জ্ঞানের পিপাসা প্রবল থাকিবে, সদুপদেশের সমাদর হইবে, আদর্শচরিত লোকের হৃদয়কে প্রফুল্লিত করিবে, মর্য্যাদার আদর হইবে, আত্মোৎসর্গের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে, প্রাচীন আর্য্যানুকূল ধর্ম্মভাবের অনুষ্ঠানের জন্য লোকে লালায়িত হইবে, ততদিন গোস্বামী প্রভু মানবহৃদয়ের উচ্চ সিংহাসনের উপরে বিরাজিত থাকিবেন। সৎ কবি এবং সৎ কবিতা যদি অজর অমর না হয়, তাহা হইলে নশ্বর জগতে অজর অমরের প্রশ্নই ব্যর্থ। যথা—

"জয়ন্তি তে সুকৃতিনো রসসিদ্ধাঃ কবীশ্বরাঃ।
নাস্তি যেষাং যশঃকায়ে জরামরণজম ভয়ম্॥
তে ধন্যাস্তে মহাত্মানস্তেষাং লোকে স্থিরংযশঃ।
যৈর্নিবদ্ধানি কাব্যানি যে চ কাব্যেষু কীর্তিতাঃ॥"

গোস্বামী প্রভুর রামচরিত মানস সম্বন্ধে যতই কিছু লেখা হউক না, উহা স্বল্পই বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহা গোস্বামী প্রভুর উজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ। বাবু মৈথিলীশরণ গুপ্ত প্রভৃতি খ্যাতনামা মনস্বী কবিগণ নানাভাবে নানাছন্দে হিন্দি কবিতায় গোস্বামী প্রভুর গুণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে সেই সমস্ত উদ্ধৃত করা হইল না।

গোস্বামী প্রভুর অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধেও এই স্থানে কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে :—

রামাজ্ঞা।—এই পুস্তক শকুন বিচারার্থ গোস্বামী প্রভু প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে ৪৯-৪৯ দোঁহা প্রত্যেক অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়া সাত অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে বাল কাণ্ডের কথা, দ্বিতীয়ে অযোধ্যা কাণ্ডের, তৃতীয়ে অরণ্য এবং কিষ্কিন্ধা কাণ্ডের, চতুর্থে পুনরায় বাল কাণ্ডের কথা, রামজন্ম এবং বিবাহ পঞ্চমে সুন্দর এবং লঙ্কা কাণ্ডের, ষষ্ঠে উত্তর কাণ্ডের কথা, অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং সীতার অগ্নিপ্রবেশ প্রভৃতি এবং সপ্তমে বা শেষ অধ্যায়ে সাধারণ দোঁহা, ব্যাপার, সংগ্রাম সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রশ্নের শকুন বিচার প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। অনেকের মতে গোস্বামীজী যখন প্রহ্লাদঘাটে থাকিতেন, সেই জ্যোতিষী গঙ্গারামের কার্য্যের জন্য এই পুস্তক লিখিত হয়। ইহার কথা পূর্ব্বে গোস্বামী প্রভুর বাসস্থান বর্ণনায় (প্রহ্লাদঘাটের বর্ণনায়) বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে। পুনরায় এস্থানে বর্ণনা অনাবশ্যক।

বিনয় পত্রিকা।—এই গ্রন্থে গোস্বামীজী রাগরাগিণীযুক্ত অনেক বিনয়সম্বন্ধীয় পদ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার আপনার কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এরূপ কবিত্বের বিকাশ গ্রন্থকারের অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। রামচরিত মানসে যেরূপ ভক্তির পূর্ণ বিকাশ, সেইরূপ এই পুস্তকে কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়। এই পুস্তক সম্বন্ধে এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, এক দিন এক জন হত্যারা (হত্যাকারী) এই বলিয়া চীৎকার করিতেছিল যে—"মৈঁ হত্যারা হুঁ, মুঝে রামকে নাম পর কোই রাম কা প্যারা হো তো খিলাবে।" ইহা শুনিয়া গোস্বামী প্রভু উহাকে ডাকিলেন এবং মহাপ্রসাদ খাওয়াইলেন। ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং গোস্বামীজীকে বলিলেন যে, ইহার হত্যার পাপ কিরূপে দূর হইল? উত্তরে গোস্বামীজী বলেন যে, "আপনারা রামনামের মহিমা পুস্তকে দেখুন। আপনাদের এই নামের মহিমায় বিশ্বাস নাই, এইজন্য আপনারা এরূপ বলিতেছেন। ইহাতেও ব্রাহ্মণরা পরিতুষ্ট হইলেন না। তখন গোস্বামীজী ব্রাহ্মণদিগকে পুনরায় বলিলেন, যাহাতে আপনাদিগের পরিতোষ হয়, তাহা বলুন। তখন ব্রাহ্মণরা বলিলেন, যদি এই হত্যারার হাত হইতে বিশ্বনাথ বাবার নন্দী (প্রস্তরের বৃষ যাহা বিশ্বনাথ বাবার মন্দিরের বাহির নাট-মন্দিরে স্থাপিত আছে) মহাপ্রসাদ খান, তাহা হইলে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। এইরূপই করা হইল। গোস্বামী প্রভু মহাপ্রসাদ প্রস্তুত করিয়া ঐ হত্যারার হাত দিয়া নন্দীকে পাঠাইয়া দিলেন। নন্দী তাহা খাইয়া ফেলিলেন। তখন ব্রাহ্মণরা বড়ই লজ্জিত হইলেন এবং অনেকে দৃঢ়ভক্তি সহকারে ভগবদ্ভক্তি করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া কলিযুগ বড়ই বিরক্ত হইলেন এবং প্রকাশ্যভাবে গোস্বামীজীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। গোস্বামীজী হনুমানজীর নিকট ফরিয়াদ (নালিশ) করিলেন। হনুমানজী বলিলেন, উতলা হইও না। তুমি এক বিনয় পত্রিকা প্রভুর (শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের) সেবায় লিখো। আমি উহা প্রভুর নিকট পেশ করিয়া কলিযুগকে দণ্ড দিবার জন্য প্রভুর নিকট হইতে আজ্ঞা লইব। তবেই ঠিক হইবে। কেননা, উক্ত কলি এ সময়ের রাজা। প্রভুর আজ্ঞা বিনা আমি উহাকে কিছুই বলিতে পারি না। হনুমানজীর এই আদেশানুযায়ী এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থে প্রথমে গণেশ, সূর্য্য, শিব, ভৈরব, পার্ব্বতী, গঙ্গা, যমুনা, কাশীর ক্ষেত্রপাল, চিত্রকূট, হনুমান, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং সীতাদেবীর বন্দনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রজীর নিকট বিনয় করা হইয়াছে এবং অন্যান্য দেবতাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের চরণে আমার ভক্তি হউক। এই গ্রন্থ বিশেষরূপে কাশীতে লিখিত হইয়াছিল, কেননা, ইহাতে মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা, বিন্দুমাধব, বিশ্বনাথ, কাশী, দণ্ডপাণি, ভৈরব, ত্রিলোচন, কর্ণঘণ্টা, পঞ্চক্রোশ, অন্নপূর্ণা ও কেশবদেব আদি দেবতার ও তীর্থের বর্ণনা বিশেষরূপে করা হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ইহার কিছু অংশ চিত্রকূটে এবং প্রয়াগেও লিখিত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থে গোস্বামীজী আপনার অপরিমিত পাণ্ডিত্য, শব্দ-ভাণ্ডার, বাক্য-বিন্যাসপটুতা, অর্থগৌরব, উক্তি-বৈচিত্র, প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ তাহা প্রকাশ করিতে ত্রুটী করেন নাই। সর্ব্বোপরি আপনার বিশুদ্ধ হৃদয়কে প্রভুর চরণকমলে অর্পণ করিয়া নিজেও কৃতার্থ হইয়াছেন এবং সর্ব্বসাধারণকে ভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

এই স্থানে গোস্বামীজীর ছয়খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ সম্বন্ধেও কিছু বর্ণন করা অনুপোযোগী হইবে না।

রামলেলা নহছু *—এই ক্ষুদ্র পুস্তক সোহর ছন্দে লিখিত। পূর্ব্ব ভারতবর্ষে অযোধ্যা হইতে বিহার পর্য্যন্ত প্রদেশে এই নহছুর প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহে বা পুত্রজন্মোৎসবে স্ত্রীলোকেরা এই দেশে সোহর গাইয়া থাকেন। ইহাকে সোহলাও কহিয়া থাকে। ইহার ভাষা পূরবী-আউধী। পণ্ডিত রামগুলাম দ্বিবেদীর মতে

* বিবাহের পূর্ব্বে বরের মাতা বরকে স্নান করাইয়া সুন্দর পোষাকে সাজাইয়া আপনার ক্রোড়ে বসান এবং নাপিতিনী আসিয়া বরের পায়ে অলক্তক দিয়া রঞ্জিত করে। ইহার নাম নহছু।

এই নহছু রামচন্দ্রাদি চারি ভ্রাতার যজ্ঞোপবীত সময়েই গীত হইয়াছিল। যুক্তপ্রদেশ, মিথিলা প্রভৃতি দেশে যজ্ঞোপবীতের সময়ও নহছু গীত হইয়া থাকে। রামচন্দ্র প্রভৃতির বিবাহ অকস্মাৎ হইয়াছিল, এই জন্য নহছু যজ্ঞোপবীতের সময়ে হওয়া অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাতে কৌশল্যাদির হাস্যলীলাও লিখিত হইয়াছে।

বৈরাগ্য সন্দীপনী—এই গ্রন্থ দোঁহা চৌপাই দ্বারা লিখিত। ইহাতে সন্ত মহাত্মার লক্ষণ, প্রশংসা এবং বৈরাগ্যের উৎকর্ষতা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে তিন প্রকরণ আছে। প্রথম ৩৩টী ছন্দে সাধু মহাত্মাদিগের স্বভাব-বর্ণন, দ্বিতীয় ৯ ছন্দে মহাত্মাদের মহিমা বর্ণন এবং তৃতীয় ২০ ছন্দে শান্তি বর্ণন আছে। অনুমান করা যায় যে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ গোস্বামীজী বৈরাগ্য অবলম্বন করিবার পরেই লিখিয়াছিলেন।

বরয়ে রামায়ণ—এই ক্ষুদ্র পুস্তক বরয়ে ছন্দে লিখিত। ইহাও রামচরিত মানসের ন্যায় সাত কাণ্ডে বিভক্ত। সমস্ত কাণ্ডেই শ্রীরামচন্দ্রের লীলা বর্ণন করা হইয়াছে। বিদ্বদ্বর ময়ঙ্ককার শিবলাল পাঠক বলেন, গোস্বামীজীর বরয়ে রামায়ণ এক বৃহৎ গ্রন্থ ছিল। তাঁহার সম্পূর্ণ গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। যে যে অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহাই উপস্থিত প্রকাশিত হইয়া জনসমাজে বরয়ে রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ আছে।

পার্ব্বতী মঙ্গল—এই পুস্তকে শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ১৪৮ তুক সোহর ছন্দ এবং ১৬ ছন্দ আছে। এই পুস্তক বিশুদ্ধ পুরবী আউধী ভাষায় লিখিত এবং কোন কোন স্থানে ব্রজভাষাও দৃষ্ট হয়।

জানকী মঙ্গল—ইহাতে শ্রীসীতারাম বিবাহ বর্ণন করা হইয়াছে। ইহাতে ১৯২ সোহর ছন্দ এবং ২৪ ছন্দ আছে। গ্রন্থ রচনার সময় লেখা নাই। তবে অনেকে অনুমান করেন যে, পার্ব্বতীমঙ্গল এবং জানকীমঙ্গল উভয় গ্রন্থই এক সময়ে লিখিত হইয়াছিল। কেননা, দুই পুস্তকেরই ভাষা ও ছন্দ একই প্রকার। ইহাতে কথাপ্রসঙ্গ অনেক স্থলে বাল্মীকির রামায়ণের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। ছোট ছোট শব্দ দ্বারা এরূপ সুললিত ভাবে ইহার ছন্দ পূর্ণ করা হইয়াছে যে, তাহা এই শ্রেণীর অন্য পুস্তকে দেখা যায় না।

কৃষ্ণগীতাবলী—এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৬১টী পদ আছে। কবিতাগুলি ব্রজের কবিতার ন্যায়। ইহাতে সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণিত হয় নাই। কবির ইচ্ছানুসারে কোন কোন লীলা বর্ণন করা হইয়াছে। প্রথমে বাল্যলীলা, শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন, ইন্দ্রকোপ, গোবর্দ্ধন ধারণ, শোভাবর্ণন, গোপিকা-প্রীতি, মথুরা গমন, গোপিকা বিলাপ, উদ্ধবগোপী সম্বাদ, ভ্রমরগীত এবং শেষে দ্রৌপদীর বস্ত্রবৃদ্ধির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ধারাবাহিকরূপে লিখিত হয় নাই; সময়ে সময়ে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে যে যে পদ লিখিত হইয়াছিল তাহারই সংগ্রহ মাত্র। ইহার অনেক পদ সুরদাস প্রণীত সুরসাগর গ্রন্থের অনেক পদের সহিত মিল আছে। ৩৩, ৩৪, ৪১, ৪২, ৪৩ এবং ৪৪ নম্বরের পদ সুরসাগরের পদেরই অনুরূপ।

গোস্বামীজী স্মার্ত্তবৈষ্ণব ছিলেন। স্মার্ত্তবৈষ্ণবরা বেদ স্মৃতি বিহিত সংস্কার এবং অন্য আচার বিচারের পালন করিয়া সর্ব্ব দেবতার পূজন করিয়া থাকেন। কাহারও উপর দ্বেষ করেন না। তবে কেবল ভক্তির জন্য আপন আপন ইষ্টদেবতা বিষ্ণু ভগবানকে বিশেষরূপে মানিয়া থাকেন। এই উদার মতের ভিতর থাকিয়া গোস্বামীজী লোকধর্ম্মের মর্য্যাদা এবং মাধুর্য্যের প্রত্যক্ষীকরণ করিতেন। গোস্বামীজীর অন্তকরণের প্রধান বৃত্তি ছিল সরলতা। তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত সরল, শান্ত, গম্ভীর এবং নম্র ছিল। তিনি সদাচারের মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। তিনি আপনার জীবনে কোন মনুষ্য সম্বন্ধীয় প্রশংসার জন্য আপনার লেখনী চালনা করেন নাই, কেবল অত্যন্ত স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া এবং উত্তম আচরণের প্রীতিবশে আপনার মিত্র টোডর সম্বন্ধে চার দোঁহা লিখিয়াছিলেন। টোডরের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তি এবং প্রেমকে পুটপাক দ্বারা ধর্ম্মের রাগাত্মিকা বৃত্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া গোস্বামীজী এমন এক রসায়ন প্রস্তুত করিয়াছেন যে, তাহার সেবনে ধর্ম্মমার্গের কষ্ট বা শ্রান্তি অনুভূত হয় না। আনন্দ এবং উৎসাহের

ঋষিত লোক আপনা আপনিই ইহাতে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে ধরপাকড় নাই, জোরজবরদস্তী নাই চরিত্রসৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎকার দ্বারা হৃদয় আনন্দময় হইয়া উঠে। মানুষের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দ্বারা যে ধর্ম্মের সামান্য রেখামাত্র হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, তাহাই এই রামরসায়ন সেবনে রাজমার্গরূপে পরিণত হইয়া ধর্ম্মের অভীষ্ট স্থানে পৌছাইয়া দেয়।

গোস্বামী প্রভুর রামায়ণ সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হয়, তাহাই স্বল্প বিবেচিত হয়। রামায়ণের প্রশংসা করিয়া কেহ পার পান নাই এবং পাইবেও না। কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, লঙ্কায় যুদ্ধের সময় হনুমানজীকে অনন্যভক্ত জানিয়া লক্ষ্মণ-শক্তি প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রজী বলিয়াছিলেন যে, আমি বাল্মীকির রামায়ণের প্রসঙ্গানুযায়ী কার্য্য করিতেছি। ইহা শুনিয়া হনুমানজী নখ দ্বারা শিলাখণ্ডের উপর এক রামায়ণ লিখিয়া প্রভুর নিকট সহি করাইবার জন্য উপস্থিত হন। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রজী ঐ রামায়ণ দেখিয়া বলেন যে, গ্রন্থ অতি উত্তম হইয়াছে, পরন্তু আমি বাল্মীকির রামায়ণে সহি করিয়াছি। তুমি বাল্মীকির নিকট যাইয়া তাঁহার দ্বারা সহি করাইয়া লও। বাল্মীকিজী ঐ উত্তম গ্রন্থ দেখিয়া মনে মনে এইরূপ বিচার করেন যে, যদি এই উত্তম রামায়ণের প্রচার হয়, তাহা হইলে মৎপ্রণীত গ্রন্থ নষ্টপ্রায় হইয়া যাইবে; তখন তিনি হনুমানজীর স্তব করিতে লাগিলেন। হনুমানজী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলেন, বর প্রার্থনা কর। বাল্মীকিজী এই প্রার্থনা করিলেন যে, আপনার গ্রন্থ সমুদ্রে ডুবাইয়া দিন। হনুমানজী মনে মনে কহিলেন এখন ত আমি এই গ্রন্থ সমুদ্রে ডুবাইয়া দিতেছি, কিন্তু কলিযুগে তুলসী নামক এক ব্রাহ্মণের জিহ্বাতে বসিয়া ভাষা রামায়ণ লিখিব; যাহার প্রচার দ্বারা বাল্মীকির রামায়ণ নষ্টপ্রায় হইয়া যাইবে। অনেকে বলেন যে, গোস্বামী প্রণীত এই রামায়ণই হনুমানজীর সহায়তায় লিখিত হইয়াছিল।

জহাঙ্গীর বাদসাহ সম্বৎ ১৬৬২ সালে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সম্বৎ ১৬৮৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রাজত্বকালে সম্বৎ ১৬৭৩ সালে পঞ্জাব প্রদেশে মহামারীর (প্লেগ) প্রকোপ হয় এবং সম্বৎ ১৬৭৫ সাল হইতে আট বর্ষ পর্য্যন্ত আগরা প্রদেশে ইহার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। তুজুক জহাঙ্গিরী নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। মহামারীর প্রকোপ আগরায় এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, প্রত্যহ শতাধিক মনুষ্য নাশ হইতে লাগিল। লোকে আপনার ঘরবাড়ী ছাড়িয়া, পীড়াগ্রস্ত আত্মীয় কুটুম্বদিগকে রোগের কবলে ফেলিয়া, দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শবদাহ করিবার কোন লোকও পাওয়া যাইত না। লোকে পীড়িত হইয়া আপনারই গৃহে মরিয়া পড়িয়া রহিল। কেহ কাহারও দিকে দেখিবার ইচ্ছা রাখিল না।

কবিতাবলীর ৩১২ কবিতায় গোস্বামীজী নিজে লিখিয়াছেন :—"বীসী বিশ্বনাথ কী বিষাদ বড়ো বারাণসী, বুঝিয়ে ন এসী গতি শঙ্কর সহর কী"—ইহার দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে, ঐ সময় রুদ্রবীসী ছিল। জ্যোতিষের গণনানুসারে এই সময় সম্বৎ ১৬৬৫ হইতে ১৬৮৫ পর্য্যন্ত ছিল। কবিতাবলীর ৩১৮ কবিতায় গোস্বামীজী কাশীর মহামারী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"শঙ্কর সহর নরনারী বারিচর পর বিকল সকল মহামারী মায়া ভই হ্যায়।
উছরত উতরাত হহরাত, মরিজাত ভভরি ভগাত জল থল মীচ মই হ্যায়॥
দেব ন দয়াল, মহিপাল ন কৃপাল চিত, বারাণসী বাড়তি অনীতি নিত নই হ্যায়।
পাহি রঘুরাজ, পাহি কপিরাজ, রামদূত রামহু কী বিগরী তুহী সুধারি লই হ্যায়॥"

ইহার দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে, সম্বৎ ১৬৬৫ এবং ১৬৮৫র মধ্যে কাশীধামে মহামারীর প্রকোপ ছিল। এই সময় পঞ্জাব ও আগরায়ও ইহার প্রকোপ ছিল। কবিতাবলীর ৩১৯ কবিতায় গোস্বামীজী লিখিয়াছেন :—

"এক তো করাল কলিকাল শূলমূল তামেঁ,
কোড় মে কী খাজ সী শনিচরী হ্যায় মীন কো।

বেদ ধর্ম্ম দূরি গয়ে ভুপচোর ভূপ ভয়ে,
সাধু সিদ্ধ মানি জাত বীতে পাপ পীন কো।
দুসরে কো দুসরো ন ধাম রাম দয়াধাম,
রাওরই গতি বল বিভব বিহীন কো।
লাগেগী পয় লাজ বিরাজমান বিরদহিঁ,
মহারাজ আজু জো ন দেত দাদ দীন কো ॥”

ইহার দ্বারা জানা যায় যে, যে সময়ের বর্ণনা গোস্বামীজী প্রভু লিখিয়াছেন ঐ সময় মীনের শনির দশা ছিল। গণনানুসারে মীনের শনিচার সম্বৎ ১৬৬৯ হইতে ১৬৭১ সাল পর্য্যন্ত ছিল। ইহার দ্বারা অনুমিত হয় যে, যে সময় আগরায় প্লেগের প্রকোপ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহার ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বেই কাশীধামে মহামারীর প্রকোপ ছিল। যাহা হউক, ইহাতে সন্দেহ নাই কি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে কাশীধামে মহামারীর প্রকোপ ছিল।

কবিতাবলীর শেষ অংশই হনুমানবাহুক নামে প্রসিদ্ধ, যাহা কবিতাবলীর ২২২ কবিতা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা দ্বারা ইহাও স্পষ্ট জানা যায় যে, গোস্বামী প্রভুর মহামারী রোগ হইয়াছিল।

“আপনেহী পাপ তে ত্রিতাপ তে কি শাপ তে,
বড়ী হায় বাঁহ বেদন সহী ন কহী জাতি হায়।
ঔষধ অনেক যন্ত্র মন্ত্র টোটকাদি কিয়ে,
বাদি ভয়ে দেবতা মনায়ে অধিকাতি হায়”।

অর্থাৎ নিজের পাপের জন্যই হউক অথবা কাহারও অভিশাপের জন্যই হউক, বাহুতে ভীষণ বেদনা হইতেছে। কত রকম ঔষধ, যন্ত্র, মন্ত্র, টোটকাদি করা হইল, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। তৎপরের কবিতায় আবার বলিতেছেন।

“পায় পীর পেট পীর বাঁহ পীর মুহঁ পীর,
জরাজুর সকল শরীর পীরমই হায়।”

অর্থাৎ পায়ে, পেটে, বাহুতে, বদনে, সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা হইতেছে এবং জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহার পরে গোস্বামী প্রভুর লিখিত তাৎকালিক অবস্থার পরিচায়ক আরও কয়েকটী কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত উল্লেখ না করিয়া গোস্বামী প্রভুর অন্তিম সময়ের লিখিত কবিতাটী মাত্র এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

গোস্বামীজীর অন্তিম কবিতা এই :—

“কহৌঁ হনুমান সোঁ সুজান রাম রায় সোঁ,
কৃপানিধান শঙ্কর সাবধান শুনিয়ে।
হরষ বিষাদ রাগ রোষ গুণ দোষ মই,
বিরচী বিরঞ্চি সব দেখিয়ত দুনিয়ে।
মায়া জীব কালকে করমকে সুভাউকে করেইয়া,
রাম বেদ কহৈঁ এইসী মম গুনিয়ে।
তুমহঁতেঁ কহ ন হোই হাহা সো বুঝেয়ে মোহি,
হৌঁ হুঁ রহোঁ মৌন হী বয়ো সো জানি লুনিয়ে” ॥

হে প্রভো হনুমান? সর্ব্বজ্ঞ রামচন্দ্র? ও করুণাময় শঙ্কর প্রভো? আপনারা শ্রবণ করুন। সংসারের মধ্যে বিধাতারচিত হর্ষ, বিষাদ, রাগ, রোষ, গুণ দোষ সমস্তই দেখিলাম। বেদ ও ভগবান্ রামচন্দ্রের আদেশ এই যে—জীব, মায়া, কাল ও কর্ম্মের স্বভাবানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে, আপনাদিগকে বেশী বুঝাইয়া আর আমাকে বলিতে হইবে না, আমি সব বুঝিতে পারিতেছি। যাহা বোনা যায়, তাহা অবশ্যই কাটিতে হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া মৌন হইয়া রহিলাম।

উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, প্রথমে গোস্বামীজীর বাহুতে অত্যন্ত পীড়া প্রারম্ভ হয়। আর বগলে গিল্টি (ফোড়া) হইয়া দিন দিন পীড়া প্রবল হইতেও প্রবলতর হইতে লাগিল। শেষে জ্বর আসিয়া আক্রমণ করিল। সমস্ত শরীর পীড়াময় হইয়া উঠিল। অনেক উপায় হইল, যন্ত্র, মন্ত্র টোটকা ঔষধি, পুজা, পাঠ, প্রভৃতি সমস্তই বিধিমতে হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। পীড়া দিন দিন বাড়িতেই লাগিল। সকল প্রকার প্রার্থনা করিয়া যখন ক্লান্ত হইলেন, তখন এই বলিয়া সন্তুষ্ট হন যে—"যেমন বপন করিয়াছি তাহাই কাটিতেছি"। ৩৬৭ কবিতায় তাঁহার রোগের বিশেষ বৃদ্ধির কথা বর্ণিত হইয়া জীবনে নিরাশ হওয়ার কথাও বর্ণিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, ইহার পর শ্রীগোস্বামীজী গঙ্গাতটের নিকটে আপনার আসন নামাইয়াছিলেন। তথায় ক্ষেমকরী (নীলকণ্ঠ পক্ষীবিশেষ) দর্শন করিয়া এক কবিতা আবৃত্তি করেন। তাহা এই :—

"কুঙ্কুম রঙ্গ সুঅঙ্গ জিতো মুখচন্দ সো চন্দন হোড় পরী হ্যায়,
বোলত বোল সমৃদ্ধ চবে অবলোকত সোচ বিচার হরী হ্যায়।
গৌরী কি গঙ্গ বিহঙ্গিনী বেশ কি মঞ্জুল মুরতি মোদ ভরী হ্যায়,
পেখু সপেম পয়ান সময়ে সব শোচবিমোচন ক্ষেমকরী হ্যায়।"

এই কবিতায় "পয়ান সময়ে" ইত্যাদি বর্ণিত হওয়ায় অনেকে বলেন যে, তাঁহার সমাধির কিছু পূর্ব্বেই এই কবিতা কথিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, গোস্বামীজীর শেষ দোঁহা এই :—

"রামনাম-জস বরনি কে, ভয়েউ চাহত অব মৌন।
তুলসী কে মুখ দীজিয়ে, অব হী তুলসী সোন॥"

অর্থাৎ রামনাম বর্ণন করিয়া জগতে কে মৌন হইতে ইচ্ছা করে, তুলসীকে মুখ খুলিয়া দাও, এখন হইতে তুলসী চিরতরে মৌনব্রত অবলম্বন করিবে।

এই সমস্ত বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে বিচার করিয়া ইহাই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শ্রীপাদ গোস্বামীজীর সাকেতবাস কাশীতেই প্লেগের কারণে হইয়াছিল। তাঁহার স্বর্গবাস সম্বন্ধে এই দোঁহা প্রসিদ্ধ আছে :—

"সম্বত সোর সয় অসী অসী গঙ্গ কে তীর,
সাবন শুক্লা সপ্তমী তুলসী তজ্যো শরীর।"

অর্থাৎ ১৬৮০ সম্বতে অসী ও গঙ্গার তীরে শ্রাবণের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তুলসীদাসজী শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যদিও গোস্বামী প্রভু মর্ত্তলোক ছাড়িয়া সাকেতবাসী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রসায়ন তৃষিত প্রাণে এরূপ সুধা বর্ষণ করিয়া আসিতেছে যে, তাহা পান করিয়া অমরত্ব লাভও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুভূত হয়। তাঁহার রামরসায়ন যেরূপ অমর, তিনিও সর্ব্বকালে জনহৃদয়ে অমর। যত দিন হিন্দু ধর্ম্মের প্রচার থাকিবে, যত দিন রামনাম মনুষ্য মুখ হইতে উচ্চারিত হইবে, ততদিন তাঁহার রামচরিত মানস কোটি কোটি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রকাশমান থাকিয়া মানব-হৃদয়ের মোহান্ধকার দূর করিতে সমর্থ হইবে এবং সংসারতাপতপ্ত জীবের হৃদয়ে সুবিমল প্রেমপীযুষ-ধারা প্রবাহিত করিয়া তাহাদিগকে অনন্ত, অসীম ও অপরিমেয় সুখের অধিকারী করিয়া দিবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গোস্বামী তুলসীদাস কৃত

রামায়ণ।

বালকাণ্ড।

মঙ্গলাচরণ।

বর্ণানামর্থসঙ্ঘানাং রসানাং ছন্দসামপি।
মঙ্গলানাঞ্চ কর্ত্তারৌ বন্দে বাণীবিনায়কৌ॥
ভবানীশঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধাবিশ্বাসরূপিণৌ।
যাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধাঃ স্বান্তস্থমীশ্বরম্॥
সীতারাম-গুণগ্রাম-পুণ্যারণ্য-বিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বর-কপীশ্বরৌ॥
উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্ব্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম্॥

যন্মায়াবশবর্ত্তি বিশ্বমখিলং ব্রহ্মাদিদেবাসুরাঃ,
যৎসত্বাদমৃষেব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ।
যৎপাদপ্লব এক এব হি ভবাম্ভোধেস্তিতীর্ষাবতাম্,
বন্দেঽহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিম্॥
নানা-পুরাণ-নিগমাগম-সম্মতং যদ্-
রামায়ণে নিগদিতং ক্বচিদন্যতোঽপি-
স্বান্তঃ সুখায় তুলসী রঘুনাথগাথা-
ভাষা-নিবন্ধমতিমঞ্জুলমাতনোতি॥

বর্ণ আর অর্থচয়, রসছন্দ সমুদয়,
নিখিল মঙ্গল বিশ্বে যত।
সে সবার অধিপতি, বিনায়ক, সরস্বতী,
বন্দি দোঁহে মাথা করি নত॥
শ্রদ্ধা বিশ্বাসের মূর্ত্তি, গিরিজা, গিরিজাপতি,
করি দোঁহে সাদরে বন্দন।
যাঁহাদের কৃপাবিনে, হৃদয়স্থ নারায়ণে,
দেখিতে না পায় সিদ্ধগণ॥
গুরু নিত্য বোধময়, শঙ্কর-স্বরূপ হয়,
করি তাঁরে সাদরে বন্দন।

যাঁহারে আশ্রয় ক'রে, বক্রচন্দ্র এ সংসারে,
সর্ব্বত্র সবার পূজ্য হ'ন॥
রামসীতা-গুণগ্রাম, পবিত্র অরণ্য সম,
তার মধ্যে বিহরে যে জন।
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপ, কবীশ্বর, কপিভূপ,
দোঁহাকারে করি যে বন্দন॥
সৃষ্টি, স্থিতি আর নাশ, করে যেহ অনায়াস,
সর্ব্বজন দুঃখ দূর করে।
সর্ব্ব-শ্রেয়স্করী মাতা, রামের বল্লভা সীতা,
নমি আমি তাঁহারে সাদরে॥

মায়ার অধীন যাঁর, দৃশ্য বিশ্ব এ সংসার,
ব্রহ্মা আদি দেব সুরগণ।
যাঁহার সত্তাতে বিশ্ব, সত্যরূপে হয় দৃশ্য,
রজ্জুতে যেমতি সর্পভ্রম ॥
শ্রীচরণ নৌকা যাঁর, ভবনিধি তরিবার,
একমাত্র হয় আলম্বন।
সকল কারণ-পর রামরূপ বিশ্বেশ্বর,
বন্দি আমি তাঁহার চরণ ॥
বিবিধ পুরাণ যত, বেদ শাস্ত্র অভিমত,
রামায়ণে কিম্বা অন্যস্থানে।
কথিত হ'য়েছে যেহ, রঘুনাথ গাথা সেহ,
সুখতরে আপনার মনে ॥
ভাষাতে করি বিন্যাস, রচিয়া তুলসী দাস,
মনোরম করি প্রকাশিল।
নিজে হ'য়ে সুখভাগী, বঙ্গবাসী সুখলাগি,
রাধিকা প্রসাদ বিরচিল ॥

বন্দনা।

স্মরণ করিলে যাঁরে সিদ্ধি লাভ হয়।
বুদ্ধির আধার শুভ-গুণের আশ্রয় ॥
গণপতি হ'ন যিনি গজেন্দ্র-বদন।
করুন আমারে তিনি কৃপা বিতরণ ॥
বাক্যহীন বাক্যপটু যাঁহার কৃপায়।
দুর্গম পর্ব্বতোপরি পঙ্গু চড়ি ধায় ॥
কলির নিখিল পাপ যে করে দহন।
করুন আমারে তিনি কৃপা বিতরণ ॥
নীল-সরোরুহসম শ্যামল বরণ।
ফুল্ল রক্ত-পদ্মসম যাঁহার নয়ন ॥
ক্ষীরসাগরেতে যিনি করেন বিশ্রাম।
সতত হৃদয় মম হোক তাঁর ধাম ॥
কুন্দ ইন্দুসম যাঁর দেহের বরণ।
করুণা-নিধান যিনি পার্ব্বতী-রমণ ॥
দীনপ্রতি স্নেহময় মদন-মর্দ্দন।
মম প্রতি হোক তাঁর কৃপা বরিষণ ॥
কৃপার জলধি যাহা ভবভয় হর।
রবির কিরণ সম প্রকাশ যাঁহার ॥
মহামোহতমঃপুঞ্জ যে করে নাশন।
শ্রীগুরুচরণযুগ সে করি বন্দন ॥
শ্রীগুরুচরণ পদ্ম-পরাগ সুন্দর-
রুচিকর সুরসাল গন্ধে মনোহর ॥
সুধাসম ঔষধির মধুর চূরণ,
ভবরোগ দূর যাহে সে করি বন্দন ॥
অপবিত্র ভস্ম স্পর্শি শম্ভু-কলেবর।
পবিত্র হইয়া যথা সুমঙ্গল কর ॥
সেইরূপ গুরুদেব চরণের রেণু।
আনন্দ মঙ্গল দানে হয় কামধেনু ॥
মনরূপ দর্পণের মল বিনাশন।
তিলক করিলে বশে হয় গুণগণ ॥
মণিময় জ্যোতিসম চরণ নখর।
স্মরণে হৃদয়ে হয় জ্ঞান মনোহর ॥
যাঁহার প্রকাশে মোহতম নষ্ট হয়।
বড়ভাগ্যে হৃদিমাঝে তাঁহার উদয় ॥
হৃদয়ের দিব্যনেত্র প্রকাশিত হয়।
ভবরজনীর দোষ দুঃখ দূরে রয় ॥
খনি-মণিসম গুপ্ত কিম্বা প্রকটিত।
শ্রীরামচরিত শুদ্ধ হয় সমুদিত ॥
নয়নেতে সিদ্ধাঞ্জন করিয়া ধারণ।
জ্ঞানবান্ সিদ্ধিলিপ্সু সাধক যেমন ॥
শৈল, বর্ন, ভূতলেতে ধনের ভাণ্ডার।
নিরীক্ষণ করি করে কৌতুক অপার ॥
সেরূপ সে গুরুপদরজঃ দিব্যাঞ্জন।
নয়ন-অমৃত-সম দোষ বিভঞ্জন ॥

সুনির্ম্মল করি তাহে বিবেক লোচন।
বর্ণিব শ্রীরাম গাথা ভব বিমোচন॥

সজ্জন বন্দনা।

প্রথমে বন্দনা করি ব্রাহ্মণ চরণ।
মোহের সংশয় যাঁরা করেন হরণ॥
প্রণমি সাদর বাক্যে সজ্জন যাঁহারা।
সকল গুণের হ'ন আশ্রয় তাঁহারা॥
কার্পাস ফলের * ন্যায় সাধুর চরিত।
সুনির্ম্মল রসহীন বহু গুণ যুত॥
পরছিদ্র ঢাকে নিজে দুঃখ সহি যিনি।
বন্দনীয় জগমাঝে যশঃ পান তিনি॥
আনন্দ-মঙ্গলময় সাধুর সমাজ।
সচল প্রয়াগ বিশ্বে যথা তীর্থরাজ॥
রামভক্তিরূপ বহে গঙ্গাধারা যথা।
ব্রহ্মের বিচাররূপা সরস্বতী মাতা॥
বিধি নিষেধেতে পূর্ণা কলিমল হরা।
কর্ম্মকথা সম যথা যমুনার ধারা॥
হরিহর কথারূপ বিরাজয়ে বেণী।
শ্রবণ মঙ্গল সদা আনন্দদায়িনী॥
অচল বিশ্বাস ধর্ম্মে বৈসে বটরাজ।
এরূপে প্রয়াগসম সাধুর সমাজ॥
সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল সুলভ।
সাদরে সেবিলে দূরে যায় ক্লেশ সব॥
অলৌকিক অত্যদ্ভুত সাধু-তীর্থরাজ।
প্রকট-প্রভাবে সদা সিদ্ধ করে কাজ॥

সাধুর মহিমা শুনি অর্থ প্রাপ্তি হয়।
সাধুতত্ত্ব বিবেচন ধর্ম্মরূপ কয়॥
চিত্তপ্রসন্নতারূপ কাম সিদ্ধি হয়।
সাধুপ্রেমে মগ্ন হ'লে মোক্ষ সুনিশ্চয়॥
এইরূপে সাধুতীর্থ প্রয়াগ মাঝারে।
ধর্ম্ম, অর্থ, চতুর্ব্বর্গ মিলে সশরীরে॥
সাধুসঙ্গে মগ্নফল দেখি যে সত্বর।
বক হয় হংসরাজ কাক পিকবর॥
শুনিয়া বিস্মিত যেন কেহ নাহি হয়।
অপার মহিমা সাধু-সঙ্গমেতে রয়॥
অগস্ত্য, † বাল্মিকী ঋষি, তপস্বী নারদ।
বর্ণিয়াছে নিজদশা স্বমুখে বিশদ॥
জলচর, স্থলচর, নভচর নানা।
চেতনাচেতন জীব কে করে গণনা॥
তারা সবে বুদ্ধি, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, কুশল।
যখন যেখানে যাহা পেয়েছে সকল॥
সাধুসঙ্গ-প্রভাবই তাহার কারণ।
লোকে, বেদে অন্য কিছু নাহিক সাধন॥
সাধুসঙ্গ বিনা কভু বিবেক না হয়।
রামকৃপা ভিন্ন তাহা সুলভও নয়॥
শান্তি আনন্দের হয় সাধুসঙ্গ মূল।
সিদ্ধি ফল সাধনাদি সব হয় ফুল॥
সাধুসঙ্গ গুণে দুষ্ট শিষ্ট জন হয়।
পরশি পরশমণি লৌহ স্বর্ণময়॥
দৈবযোগে সাধু যদি কুসঙ্গেতে পড়ে।
ফণিমণি সম নিজগুণ নাহি ছাড়ে॥

---

* অর্থাৎ কার্পাসের ফল যেমন রসরহিত স্বচ্ছ এবং বহু তন্তুতে পূর্ণ থাকে, সাধুগণের চরিত্রও তদ্রূপ বিষয়-বাসনারহিত, ছলহীন ও বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত থাকে।

† অগস্ত্য মুনি। কোন সময়ে কুম্ভ হইতে তাঁহার জন্ম হয়, পরে সাধুগণের কৃপায় তিনি শক্তিশালী হয়েন।

বাল্মিকী ঋষি। রত্নাকর নামক দস্যু ছিলেন, পরে নারদ ও ব্রহ্মার কৃপায় বাল্মিকী নামে তপোস্বী হইয়াছিলেন।

নারদ, দাসীপুত্র ছিলেন। সাধুগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ও তাঁহাদের অনুগ্রহে সাধুশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কবি, জ্ঞানিগণ।
বর্ণিতে সাধুর গুণ অসমর্থ হ'ন ॥
আমা হেন জন তাহা না পারে বর্ণিতে।
শাকের ব্যাপারী মণি পারে কি চিনিতে ॥
অঞ্জলির মধ্যগত কুসুম যেমন;
দুই হস্তে করে সম গন্ধ বিতরণ ॥
সমচিত্ত সাধুজনে করি যে বন্দন।
শত্রু মিত্রে সম তথা যাঁদের দর্শন ॥
সরলতা পূর্ণ হয় সাধুর হৃদয়।
জগতের হিত তরে সদা রত হয় ॥
হৃদয়ের ভাব, স্নেহ জানুন আমার।
আমাসম বালকের বিনয় অপার ॥
শুনিয়া করুন কৃপা করি এ মিনতি।
শ্রীরামচরণে যেন থাকে মোর মতি ॥

খল বন্দনা।

খলগণে বন্দি পুনঃ সরল হৃদয়।
বিনাস্বার্থে নিজ মিত্র শত্রু যারা হয় ॥
অপরের কার্য্য নাশে নিজ লাভ বোধ।
নরশূন্য হ'লে গ্রাম মনেতে প্রবোধ ॥
নগর যদ্যপি ধনজনে পূর্ণ হয়।
সর্ব্বদা হৃদয় মাঝে দুঃখ উপজয় ॥
হরি হর যশ হয় পূর্ণ শশী সম।
তারে গ্রাসিবারে খল হয় রাহুসম ॥
করিতে পরের মন্দ সদা হয় স্থির।
সহস্র সহস্র-বাহু সমযোদ্ধা বীর ॥
দেখিতে পরের দোষ সহস্রলোচন।
পরহিত-ঘৃত মন-মক্ষিকা যেমন ॥
অগ্নির সমান তেজ ক্রোধে যমরাজ।
পাপ, মন্দ, গুণ-ধনে যেন যক্ষরাজ ॥
ধূমকেতু উদয়েতে জগত কল্যাণ।
যেমতি তেমতি করে কল্যাণ বিধান ॥
সুখে নিদ্রা যায় যদি কুম্ভকর্ণ সম।
দুঃখ যায় জগতের শান্তি অনুপম ॥
হিমশিলা শস্য নাশি ত্যজে নিজ প্রাণ।
পরহানি তরে তথা দেহ করে দান ॥
বর্ণিতে পরের দোষ সহস্রবদন।
তেজস্বী অনন্ত সম তাদের গণন ॥
ঈশগুণগাথা যথা শুনিবার তরে।
সহস্র কর্ণের শক্তি পৃথুরাজ * ধরে ॥
তেমতি সহস্র-দশ যাদের শ্রবণ।
শুনিবারে অন্য দোষ করি যে বন্দন ॥
প্রণমি তাঁদেরি পুনঃ ভাবি ইন্দ্রসম।
সুরসৈন্যসম সুরা হয় প্রিয়তম ॥
প্রিয় হয় বজ্রসম কঠোর বচন।
দেখিবারে পরদোষ সহস্র নয়ন ॥
উদাসীন, শত্রু, মিত্র, যেবা হয় কেহ।
শুনিলে কাহারো শুভ জ্বলে যায় দেহ ॥
ইহা জানি সাদরেতে জুড়ি কর দ্বয়।
সপ্রেম তাঁদের প্রতি করি সে বিনয় ॥
আপন বিনয় আমি কৈনু প্রদর্শন।
ছাড়িবেনা নিজ রীতি তাঁরাও কখন ॥
যতনে পায়স দিয়া পালহ কাকেরে।
মাংসের আস্বাদ সে কি ভুলিবারে পারে ॥

---

* পৃথুরাজা ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ করিবার জন্য দশ সহস্র কর্ণের শক্তি প্রার্থনা করায় ভগবান তাঁহাকে ঐরূপ বর দিয়াছিলেন।

সাধু এবং অসাধু বন্দনা।

সাধু বা অসাধু এবে দোঁহার চরণ।
দুখপ্রদ উভয়েই করি যে বন্দন॥
সাধুর বিয়োগ হ'লে প্রাণ ছাড়ি যায়।
অসাধু-মিলন-দুখে প্রাণ বাহিরায়॥
একসঙ্গে জন্মে জলে জলৌকা, কমল।
গুণে ধর্ম্মে উভয়ের হয় ভিন্ন ফল॥
অসাধু, সাধুর রীতি সুরা সুধা সম।
এক ভব-জলধিতে দোঁহার জনম॥
ভাল, মন্দ নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে।
খ্যাতি বা অখ্যাতি দোঁহে সম লাভ করে।
সুধা, সুধাকর, জাহ্নবীর সম সাধু।
গরল, অনল, কলি-কল্মষ অসাধু॥
সকলেই জানে কারি কিবা দোষগুণ।
যাহার যেভাব সেহ তাহে হয় লীন॥
সাধু সাধুকর্ম্ম, নীচ নীচকর্ম্ম ল'ন।
সুধা দেয় অমরতা, গরল মরণ॥
সজ্জন সদ্‌গুণ ধরে, দুর্গুণ দুর্জ্জন।
অপার জলধিসম উভয় ভীষণ॥
কিছুমাত্র গুণদোষ করিনু বর্ণন।
জানিয়া করিবে ত্যাগ অথবা মিলন॥
ভালমন্দ সব হয় বিধির সৃজন।
গুণদোষভেদ বেদ করেন বর্ণন॥
কহিছে পুরাণ আর ইতিহাস বেদ।
ভালমন্দ আছে বিশ্বে হইয়া অভেদ॥
দুখ, সুখ, পাপ, পুণ্য, দিবা কিবা রাতি।
সাধু বা অসাধু আর সুজাতি, কুজাতি॥
দেবতা, দানব কিম্বা উচ্চতা, নীচতা।
প্রাণহর হলাহল, সুধা প্রাণদাতা॥
মায়া, ব্রহ্ম, জীব আর জগত, ঈশ্বর।
লক্ষ্মী বা অলক্ষ্মী কিংবা ভিক্ষু, পৃথ্বীশ্বর॥
মগধ বা কাশী, গঙ্গা, কর্ম্মনাশা নদী।
মালব বা মারোয়াড়, কসাই, দ্বিজাদি॥
বিরাগ ও অনুরাগ, নরক, স্বরগ।
শাস্ত্রে বেদে গুণদোষ হ'য়েছে বিভাগ॥
জড় ও চেতন বিশ্বে জীব সমুদয়।
রচিয়াছে বিশ্বকর্ত্তা গুণদোষময়॥
হংসসম দোষবারি ত্যজি সাধুগণ।
গুণরূপ দুগ্ধ প্রেমে করেন গ্রহণ॥
এরূপ বিবেক ধাতা জীবে দেন যবে।
দোষ ত্যজি গুণে মন লীন হয় তবে॥
কিন্তু কাল, কর্ম্ম, আর স্বভাবের বলে।
মায়ার অধীন হৈয়া ভাল কর্ম্ম ভুলে॥
শোধন করিয়া তাহা ল'ন ভক্তজন।
দুখদোষ দলি যশ করে বিতরণ॥
সাধুসঙ্গ পেয়ে খল ভালকর্ম্ম করে।
অটুট মলিন তার স্বভাব না ফিরে॥
বঞ্চক সুবেশ ধরি জগতে বঞ্চয়।
বেশের প্রতাপে তার লোকে পূজা হয়
শেষ কিন্তু কভু তার নহে নির্ব্বাহণ।
কালনেমি, রাহু আর রাবণ যেমন॥
মন্দবেশ হইলেও সাধুর সম্মান।
জাম্বুবান, হনুমান তাহার প্রমাণ॥
কুসঙ্গেতে হানি হ'য় লাভ সুসঙ্গেতে।
বেদের বিধান ইহা বিদিত জগতে॥
পবনের সঙ্গে ধূলি গগনেতে চড়ে।
নীচগতি জল সঙ্গে নর্দ্দমাতে পড়ে॥
সাধুর সদনে শুক গায় রামনাম।
অসাধু প্রসঙ্গে মন্দকথা অবিরাম॥
কাষ্ঠ হৈতে হয় যেই ধূমপুঞ্জতম।
যথা যায় করে তাহে সুকৃষ্ণ বরণ॥
প্রদীপ হইতে যেই ধূমের জনম।
মসীরূপে হয় তাহে পুরাণ লিখন॥

বায়ু, অগ্নি, জলসঙ্গে মিলি সেই ধূম।
মেঘরূপে রক্ষা করে জীবের জীবন ॥
গ্রহ, জল, বস্ত্র আর ঔষধ, পবন।
কুযোগ সুযোগে ভাল মন্দেতে গণন ॥
জগতের রীতি এই করি নিরীক্ষণ।
সকলেই দেখে কার কেমন লক্ষণ ॥
আঁধার, প্রকাশ দুই পক্ষেতে * সমান।
শুক্ল, কৃষ্ণ নামভেদ বিধির বিধান ॥
চন্দ্রেরে, পোষক আর শোষক জানিয়া।
বিশ্বে যশ, অপযশ দিলেন করিয়া ॥
রামরূপ জানি জড় চেতন সকল।
করযোড়ে বন্দি সবা চরণ কমল ॥
নাগ, খগ, প্রেত, পিতৃ, দেব, দৈত্য, নর।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর আর যত নিশাচর ॥
সকলে বন্দনা করি করিয়া যতন।
করুন সকলে মোরে কৃপা বিতরণ ॥
জল, স্থল, নভচর চারি খনি † জাত।
চৌরাশী লক্ষের সংখ্যা বিশ্বে জীব যত ॥
স্বরূপ সকল হয় জানি সীতারাম।
করযুগ যুড়ি করি সাদরে প্রণাম ॥
আপন কিঙ্কর জানি সকলে মিলিয়া।
ছল কপটতা ছাড়ি কর মোরে দয়া ॥
নাহি কিছু বল বুদ্ধি ভরসা আমার।
সেহেতু বিনতি করি নিকটে সবার ॥

রঘুপতি-গুণগাথা বর্ণিতে বাসনা।
চরিত্র গম্ভীর, ক্ষুদ্র বুদ্ধি যে আপনা ॥
কবিতার অঙ্গ কিম্বা না জানি সাধন।
মনোরথ রাজাসম, ভিক্ষু বুদ্ধি মন ॥
মতি অতি নীচ কিন্তু উচ্চ অভিলাষ।
যুটেনাক তক্র করি অমৃতের আশ ॥
ধৃষ্টতা আমার ক্ষমা করিয়া সজ্জন।
মন দিয়া শুনিবেন অবোধবচন ॥
অর্দ্ধস্ফুট বাক্য করি শিশুর শ্রবণ।
পিতামাতা মনে হয় আনন্দ যেমন ॥
হাসয়ে কুটিল মতি কুবিচারী ক্রুর।
পর-দোষ আবিষ্কারে মনে ভাবে শূর ॥
মন্দ, ভাল যাহা হয় আপন বরণ।
কাহারও মন্দ কভু লাগেনা কখন ॥
অন্যের রচিত শুনি আনন্দ যাহার।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'ন, সম নাহিক তাঁহার ॥
জগতে অনেক নর নদীর সমান।
অপরের জল পেয়ে হ'য় বর্দ্ধমান ॥
সিন্ধুসম হয় যত সুকৃতী সজ্জন।
পূর্ণচন্দ্র দেখি বৃদ্ধি হয় অনুক্ষণ ॥
অল্পভাগ্য যদি মম, উচ্চ অভিলাষ।
তথাপি আমার মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥
শ্রবণ করিয়া সুখ পাইবে সজ্জন।
উপহাস করিবেক যাঁহারা দুর্জ্জন ॥

* চন্দ্রের অন্ধকার এবং প্রকাশ উভয়ই সমান। অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। চন্দ্র গোলাকার পদার্থ হওয়ায় তাহার যে অংশ সূর্য্যের সম্মুখে আসে সেই অংশ সর্ব্বদাই প্রকাশমান থাকে, এবং অপর ভাগ অপ্রকাশিত থাকে। সুতরাং সর্ব্বদাই চন্দ্রের অর্দ্ধাংশ প্রকাশিত এবং অর্দ্ধাংশ অপ্রকাশিত। যে অংশ আমাদের সম্মুখে থাকে তাহা কৃষ্ণপক্ষ এবং যে অংশ সূর্য্যের সম্মুখে থাকে তাহা শুক্লপক্ষ। শুক্লপক্ষ চন্দ্রের পোষক অর্থাৎ চন্দ্রকে বর্দ্ধিত করে, আর কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রের শোষক অর্থাৎ চন্দ্রকে ক্ষীণ করে, ইহা জানিয়া বিধাতা শুক্ল, কৃষ্ণপক্ষরূপ যশ ও অপযশ প্রদান করিয়াছেন মাত্র, অর্থাৎ চন্দ্রের পোষক বলিয়া শুক্লপক্ষ যশ পাইল আর শোষক বলিয়া কৃষ্ণপক্ষ নিন্দিত হইল।

† উদ্ভিজ্জ স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ এই চারি খনি।

খল-পরিহাস মম হয় হিতকর।
কাক কোকিলের নিন্দা করে নিরন্তর॥
বক হংসে, ভেক করে চাতকে নিন্দন।
নীচ দুষ্ট হাঁসে শুনি সুবাক্য রচন॥
রাম-প্রেমহীন কাব্যে রুচি নাহি যার।
সুখকর হাস্যরস হ'বে ইহা তার॥
ভাষার রচিত একে তাহে তুচ্ছমতি।
হাসিবার যোগ্য, বৃথা দোষ অন্য প্রতি॥
প্রভুপদে নাহি প্রীতি বিবেকবিহীন।
এ কথা শুনিতে তার হ'বে রসহীন॥
হরিহর পদে যাঁর সমভাবে রতি।
কুতর্কবিহীন আর সুনির্ম্মল মতি॥
রঘুবর গুণগাথা অতি মনোহর।
শ্রবণ সুখদ তাঁর লাগিবে সুন্দর॥
রাম-ভক্তিযুত গাথা জানিয়া সুজন।
প্রশংসি মধুর বাক্যে করিবে শ্রবণ॥
কবি নহি, নাহি মম বাক্যে চতুরতা।
রহিত সকল কলা-বিদ্যা-নিপুণতা॥
অর্থ অলঙ্কারযুত বিবিধ অক্ষর।
ছন্দের রচনা কত রয়েছে বিস্তর॥
ভাবভেদ রসভেদ বিবিধ প্রকার।
কবিতার দোষগুণ কিবা সংখ্যা তার॥
কবিতার জ্ঞান মম কিছু মাত্র নাই।
কাগজে লিখিয়া সত্য করি কহি তাই॥
সর্ব্ব গুণহীন মম কবিতা রচিত।
এক গুণ মাত্র তাহে ভুবন বিদিত॥
বিমল বিবেক যাঁর সুমতি সুজন।
সেজন বিচারি ইহা করিবে শ্রবণ॥
সেই গুণ রঘুপতি নাম যে উদার।
পরম পাবন শ্রুতি পুরাণের সার॥
মঙ্গল আলয় হয় অমঙ্গলহারী।
উমা সহ জপ সদা করে ত্রিপুরারী॥

শ্রেষ্ঠ কবি র'চে যদি কবিতা উত্তম।
রামনাম বিনা তাহা নহে মনোরম॥
বিধুমুখী বারনারী বিবিধ ভূষণে।
করিলেও সজ্জা শোভা নহে বস্ত্রবিনে॥
সর্ব্ব গুণহীন গাথা কুকবি-রচিত।
রামনাম যশ তাহে জানিয়া অঙ্কিত॥
শ্রবণ, বর্ণন বুধ করেন সাদর।
গুণগ্রাহী হ'ন সাধু যেন মধুকর॥
কিছুমাত্র নাহি সত্য কবিতার গুণ।
রামের প্রতাপ কিন্তু করেছি বর্ণন॥
উহাই হৃদয়ে মম সুদৃঢ় বিশ্বাস।
সাধুসঙ্গে নহে পূর্ণ কা'র অভিলাষ॥
ধূম স্বাভাবিক নিজ ত্যজে তীব্র গন্ধ।
সুগন্ধি অগুরু সঙ্গে হইয়া সুগন্ধ॥
তদ্রূপ হ'লেও মন্দ রচনা আমার।
বর্ণিয়াছি রামকথা জগতের সার॥
কহিছে তুলসীদাস রঘুনাথ কথা।
কলির কল্মষ-হর সুমঙ্গল দাতা॥
নদীসম কবিতার বক্রগতি হয়।
পবিত্র গঙ্গার ধারা যেরূপেতে ব'য়॥
ইহাতে প্রভুর যশ করেছি বর্ণন।
সে হেতু সজ্জন-চিত্ত হইবে রঞ্জন॥
অপবিত্র চিতাভস্ম লভি শিব গাত্র।
স্মরণ-সুখদ হয় পরম পবিত্র॥
রামগুণ গান সহ আমার কথন।
হইবে সকল জন অতি প্রিয়তম॥
কাষ্ঠের বিচার কেহ করেনা কখন।
চন্দনের সঙ্গগুণে করয়ে বন্দন॥
কৃষ্ণা-গাভী-শুভ্র-দুগ্ধ অতীব বিশদ।
সকলে করয়ে পান জানিয়া গুণদ॥
গ্রাম্যভাষা যোগে তথা সীতারাম-যশ।
বর্ণিলেও গা'বে সাধু শুনিবে বিবশ॥

রাজেন্দ্র-কিরীটলগ্ন, রমণী-ভূষণ।
মুক্তা, মণি, মাণিক্যের সে শোভা যেমন ॥
অহি, গিরি, গজশিরে শোভেনা তেমন।
স্থানান্তরে যোগ্যসঙ্গে শোভার বর্দ্ধন ॥
তেমতি সুকবি-কাব্য এক স্থানে হয়।
প্রতিষ্ঠা অপর স্থানে বুধজন কয় ॥
শারদা ভক্তির বশে বিধাতা ভবন।
ত্যজিয়া স্মরণ মাত্রে করে আগমন ॥
স্নান না করালে রামচরিত-সায়রে।
সরস্বতী শ্রমকষ্ট নাহি যায় দূরে ॥
কবি জ্ঞানিগণ ইহা করিয়া বিচার।
গান করে হরিযশ কলিমল-হর ॥
সাধারণ জন গুণ বর্ণিলে সাদরে।
শারদা দুখিতা করে করাঘাত শিরে ॥
হৃদয় জলধিসম মুক্তাসম মতি।
স্বাতী নক্ষত্রের সম হ'ন সরস্বতী ॥
তাহাতে বিচাররূপ বারি বরষিলে।
সুচারু কবিতা সম মুক্তামণি ফলে ॥
বিদ্ধ করি পুনঃ তাহা যুক্তি-সূচি দিয়া।
শ্রীরাম-চরিতসূত্রে যতনে গাঁথিয়া ॥
বিমল হৃদয়ে তাহা পরিলে সজ্জন।
ঈশ প্রতি অনুরাগ শোভা সুশোভন ॥
ঘোর কলিকালে হয় যাদের জনম।
বেশে হংসসমতুল কার্য্যে কাক সম ॥
বেদমার্গ ছাড়ি চলে ধরিয়া কুপথ।
পাপের আশ্রয় সদা দেহ ছলযুত ॥
ধন-কাম-ক্রোধ-দাস বঞ্চক প্রধান।
রামভক্ত বলি কিন্তু জগতে আখ্যান ॥
প্রথমে তাহার মাঝে গণনা আমার।
সেরূপ পাষণ্ডে করি সহস্র ধিক্কার ॥
সম্পূর্ণ আপন দোষ করিলে বর্ণন।
বিস্তর বাড়য়ে গ্রন্থ না হয় পূরণ ॥

সে হেতু সামান্য মাত্র করিনু প্রকাশ।
অল্পেই চতুর জন বুঝে ল'বে আশ ॥
বিবিধ বিনয় মম করি বিবেচন।
কেহ না দুষিবে কথা করিয়া শ্রবণ ॥
তথাপি কাহারো যদি শঙ্কা উপজয়।
আমা হ'তে জড়মতি জানিহ নিশ্চয় ॥
কবি নহি, চতুর না কেহ বলে মোরে।
রামগুণ গান করি বুদ্ধি অনুসারে ॥
কোথায় বা রঘুপতি চরিত্র অপার।
সংসারে আসক্ত বুদ্ধি কোথা বা আমার ॥
সুমেরু পর্ব্বত যেই উড়ায় পবন।
মম সম তুলা সেহ করে কি গণন ॥
শারদা শাস্ত্র কীনাগ, মহেশ্বর, বিধি।
আগম নিগম আর যত পুরাণাদি ॥
যাঁর গুণগান সবে করিয়া সতত।
বর্ণিতে নারিনু বলি খেদ করে কত ॥
প্রভুর প্রভুত্ব কারো নহে অবিদিত।
তবু বর্ণিয়াছে সবে নিজ সাধ্যমত ॥
তাব অনুসারে ভেদ ভজনের হয়।
বেদ মধ্যে এই তার কারণ নির্ণয় ॥
ইচ্ছাহীন ভগবান্ অরূপ অনাম।
সচ্চিৎ আনন্দরূপ বৈসে পরধাম ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক এক অজ বিশ্বরূপ।
নানা দেহ ধরি ক্রীড়া করে নানারূপ ॥
ভক্তহিততরে মাত্র তাঁর অবতার।
আশ্রিত-পালক তিনি কৃপা পারাবার ॥
স্নেহ বা করুণা তাঁর যার প্রতি হয়।
তার প্রতি নাহি হয় ক্রোধের উদয় ॥
দুষ্টের উদ্ধারকর্ত্তা অগতির গতি।
সরল সবল প্রভু রঘুকুলপতি ॥
ইহা জানি হরিগুণ বর্ণি বুধগণ।
করয়ে পবিত্র আর সার্থক বচন ॥

সেই বলে আমি রঘুপতিগুণ-গান।
করিব, করিয়া রাম-চরণে প্রণাম ॥
হরিকীর্ত্তি গাহিয়াছে পূর্ব্ব মুনিগণ।
সেই পথে চলা মম হইবে উত্তম ॥
দুষ্পার নদীতে যদি কোন নরবর।
রচনা করিয়া দেয় সেতু মনোহর ॥
পিপীলিকা হয় যেহু অতি ক্ষুদ্রকায়।
বিনাশ্রমে অনায়াসে সেতু পারে যায় ॥
এরূপ সাহসে মন করিয়া সুস্থির।
গাহিব শ্রীরামগাথা পরম রুচির ॥
ব্যাস আদি কবিবর, শ্রীহরিচরিত।
সাদরে যাঁদের দ্বারা হ'য়েছে বর্ণিত ॥
বন্দি আমি তাঁহাদের চরণকমল।
সব মনোরথ মম হউক সফল ॥
কলিযুগে যেই কবি রামগুণগ্রাম।
বর্ণিয়াছে সবে করি সাদরে প্রণাম ॥
সাধারণ-কবি যাঁরা পরম চতুর।
ভাষাতে রচেছে রামচরিত্র মধুর ॥
গত, বর্ত্তমান কিম্বা ভাবী কবি হ'বে,
অকপটে করি আমি প্রণাম সে সবে।
হইয়া প্রসন্ন সবে দেহ বরদান
সাধুমাঝে হোক মম কবিতা-সম্মান ॥
যাহা পড়ি বুধ নাহি করে সমাদর।
মূর্খকবি করে শ্রম তাহার উপর ॥
ঐশ্বর্য্য, কবিতা, কীর্ত্তি তাহাই সুন্দর।
গঙ্গাসম হয় যাহা সব হিতকর ॥
রচনা নিকৃষ্ট মম, রম্য রামগাথা।
বর্ণিব কি, না বর্ণিব মনে পাই ব্যথা ॥
সবার কৃপাতে হ'বে সুলভ সাধন।
মোটাবস্ত্রে রেশমের সেলাই যেমন ॥
জানি হেন সকলেতে কৃপা কর মোরে।
রামগুণসম যেন শুদ্ধ বাক্যস্ফুরে ॥

সরস কবিতা হয় কীর্ত্তি সুবিমল।
তাহাই আদর করে সজ্জন সকল ॥
স্বাভাবিক রিপু তাহা করিয়া শ্রবণ।
নিজ বৈরিভাব ভুলি করয়ে ব্যাখ্যান ॥
বিমল বিবেক ভিন্ন সেরূপ না হয়।
বুদ্ধির ভরসা মম স্বল্পমাত্র রয় ॥
সেহেতু বিনয় আমি করি বারম্বার।
বর্ণি যেন রামযশ কৃপাতে সবার ॥
শ্রীরামচরিত হয় মানস-সায়র।
কবি-জ্ঞানী-হংস তাহে চরে নিরন্তর ॥
সুরুচি দেখিয়া মম বিনয় শুনিয়া।
করুন তাঁহারা কৃপা অজ্ঞান জানিয়া ॥
বাল্মীকি মুনির করি চরণ বন্দন।
যাঁহার রচিত হয় আদি রামায়ণ ॥
খরদূষণের চিত্র হ'লেও অঙ্কিত।
কোমল মধুর যাহা দোষ বিরহিত ॥
ভবপারাবার পারাপারের তরণী।
বন্দি আমি চারি বেদে যুড়ি দুই পাণি ॥
রামের বিমল যশ বর্ণন করিতে।
স্বপনেও ক্লেশ যাহে নহে কোনমতে ॥
বিধি-পদরেণু করি সাদরে বন্দন।
ভবজলনিধি হয় যাঁহার রচন ॥
অমৃত, চন্দ্রমা, ধেনুসম সাধুজন।
বিষ, মদিরার সম হয় দুষ্টগণ ॥
দেবতা, ব্রাহ্মণ, নবগ্রহের চরণ।
করযোড়ে করি আমি সবার বন্দন ॥
সকলেই সুপ্রসন্ন হউন আমারে।
মঞ্জুমনোরথ মম সব যেন পূরে ॥

হরপার্ব্বতীর বিশেষ বন্দনা।

জাহ্নবী, শারদা পুনঃ বন্দি জোড় কর।
পবিত্র চরিত্র দোঁহাকার মনোহর ॥
একে স্নান পান কৈলে হয় পাপহর।
কহিলে শুনিলে অন্যে অবিবেক দূর ॥
গুরু পিতা মহেশ্বর, জননী শঙ্করী।
নমি দোঁহে দীনবন্ধু দীনদুঃখহারী ॥
রামের সেবক, স্বামী, সখা মহেশ্বর।
সেই হেতু তুলসীর শুদ্ধ হিতকর ॥
নিরখিয়া কলিযুগ গিরিজা, শঙ্কর,।
সৃজিলা শাবর মন্ত্র * জগহিতকর ॥
অক্ষরের মিল, অর্থ, নাহি জপ বিধি।
মহেশ প্রতাপে কিন্তু দান করে সিদ্ধি ॥
অনুকুল মম প্রতি হ'য়ে সেই হর।
শুভ প্রীতিময়ী গাথা করুন আমার ॥
শিব শিবা অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ।
বর্ণিতেছি মহানন্দে রঘুনাথ গুণ ॥
শিবের কৃপায় হ'বে শোভিত কবিতা।
সহতারা শশীযুতা নিশি শোভে যথা ॥
প্রেমের সহিত যেবা একথা কহিবে।
শুনিবে বা মনে মনে ইহা বিচারিবে ॥
শ্রীরামচরণে তার অনুরাগ হ'বে।
কল্যাণ লভিবে কলিমল নাশ পাবে ॥
স্বপনে অথবা যদি যথার্থ ভাবেতে।
হরগৌরী-অনুগ্রহ থাকয়ে আমাতে ॥
কহিলাম যাহা ভাষারচনা প্রভাব।
হইবে অবশ্য সত্য নহে অন্য ভাব ॥

অযোধ্যানগরী এবং দশরথ প্রভৃতির বন্দনা।

অযোধ্যা নগরী বন্দি পুত মনোহরা।
বহিছে সরযূ যথা কলি-পাপহরা ॥
বন্দি পুনঃ নাগরিক স্ত্রী পুরুষগণ।
প্রভুকৃপা যাহাদের প্রতি অনুক্ষণ ॥
সীতা নিন্দুকের পাপ করিয়া বিনাশ। †
শোকহীন করি তারে দিলা উচ্চে বাস ॥
প্রণমি কৌশল্যা দেবী পূর্ব্বদিক্ সম। ‡
সর্ব্বদিকে সম যার কীর্ত্তি নিরুপম ॥
প্রকটিত যথা রঘুপতি-সুধাকর।
বিশ্বের সুখদ খল-কমল-তুষার ॥
রাণীগণ সহ মহারাজা দশরথ।
মঙ্গল মূরতি হয় স্বরূপ সুকৃত ॥
কর্ম্ম মন বাক্যে করি প্রণাম তাঁদেরে।
পুত্রের কিঙ্কর জানি কৃপাকর মোরে ॥
সৃষ্টি করি যারে ধন্য মানেন বিধাতা।
মহিমার সার রাম তাঁর পিতামাতা ॥
অযোধ্যাভূপতি সত্য প্রেম রামপদে।
তৃণ তুল্য ত্যজে দেহ শ্রীরামের খেদে ॥

---

* মহাদেব শবররূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপে তিনি যে সমস্ত মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহাই শাবরমন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ।

† যে ব্যক্তি, সীতার নিন্দা করিয়াছিল, যাহার কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণগর্ভবতী সীতাকে নির্জ্জন বনে বিসর্জন করিয়াছিলেন, তাহাকেও শোকরহিত করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

‡ চন্দ্র পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া সমস্ত লোককে সুখ প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু নিজের শীতলতারদ্বারা কমলকে শুষ্ক করিয়া ফেলে। তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রও কৌশল্যাদেবীর গর্ভ হইতে প্রকটিত হইয়া সজ্জনের সুখদাতা এবং দুষ্টের দমনকর্ত্তা।

বিদেহরাজারে বন্দি সহ পরিজন।
রামপদে গুপ্তপ্রেম যাঁর অনুক্ষণ॥
যোগ-ভোগ মধ্যে প্রেম রাখে করি গুপ্ত।
রামদরশন মাত্রে হয় তাহা ব্যক্ত॥
প্রথমে বন্দনা করি ভরত চরণ।
ব্রত নিয়মাদি যাঁর না হয় বর্ণন॥
মন যাঁর রামচন্দ্র-চরণ-পঙ্কজে।
লুব্ধ মধুপের সম সঙ্গ নাহি ত্যজে॥
বন্দি এবে লক্ষ্মণের চরণ কমল।
ভক্তসুখদায়ী মনোহর সুশীতল॥
রামের বিমল কীর্ত্তি-পতাকা অতুল।
তার মধ্যে যশ যাঁর দণ্ড সমতুল॥
সহস্রমস্তক শেষ-নাগ অবতার।
অবতীর্ণ ধরাধামে হরিতে ভূভার॥
কৃপাসিন্ধু গুণাকর সুমিত্রাতনয়।
মম প্রতি অনুকূল সদা যেন রয়॥
শত্রুঘ্ন-চরণ-পদ্মে প্রণাম যে করি।
সুশীল সুবীর ভরতের অনুকারী॥
মহাবীর হনুমানে সাদরে বন্দন।
যাঁর যশ রাম নিজে করেন বর্ণন॥
খলবনহুতাশন জ্ঞানের আধার।
বিনম্র বচনে বন্দি পবনকুমার॥
যাঁহার হৃদয়াগারে ধনুর্ব্বাণধর।
সর্ব্বদা বিরাজ করে রামরঘুবর॥
বিভীষণ, জাম্বুবান, সুগ্রীব, অঙ্গদ।
আর শাখামৃগ সৈন্য অসংখ্য অর্ব্বুদ॥
সবার সুন্দর পদ করি যে বন্দন।
অধর্ম শরীরে পায় শ্রীরাম চরণ॥
সুরাসুর, খগ, মৃগ আর নরগণ।
উপাসনা করে যারা রামের চরণ॥
চরণসরোজ করি সবার বন্দন।
বিনা কামে ভজে সবে শ্রীরঘুনন্দন॥
শুক সনকাদি ভক্ত দেবর্ষি নারদ।
আর যেই মুনিবর জ্ঞানবিশারদ॥
ভূমিতে লুঠায়ে শির সবারে প্রণাম।
করুন সেবক জানি মোরে কৃপাদান॥
জানকী জনকসুতা জগত-জননী।
করুণা-নিধান রাম-বিশ্রাম-দায়িনী॥
বন্দি আমি তাঁর যুগ্ম চরণ-কমল।
যাঁহার কৃপায় হ'বে মতি সুনির্ম্মল॥
সর্ব্বযোগ্য রঘুনাথ চরণ-কমল।
কর্ম্ম মনবাক্যে পুনঃ বন্দি, ছাড়ি ছল॥
ধনুর্ব্বাণধারী তিনি রাজীব-লোচন।
ভক্ত সুখদায়ী আর বিপদভঞ্জন॥
বাক্য, অর্থ, জল আর তরঙ্গের সম।
শুনিতে পৃথক কিন্তু অভেদ বর্ণন॥
দুখিজনপ্রিয়তম যেই সীতারাম।
তাঁদের চরণে করি সাদর প্রণাম॥

রামনামের মহিমা।

শ্রীরামের রামনামে করি যে বন্দন।
বহ্নি, ভানু, সুধাংশুর যে হয় কারণ॥
বিধিহরিহররূপ বেদের পরাণ।
নির্গুণ উপমাহীন গুণের নিধান॥
মহামন্ত্র যাহা জপ করেন মহেশ।
কাশী-মুক্তিহেতু জীবে দেন উপদেশ॥
গণপতি জানে যাঁর মহিমা অপার। *
নামের প্রভাবে পূজা অগ্রে হয় তাঁর॥

* কোন সময়ে ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বপ্রথমে কাহার পূজা হওয়া কর্ত্তব্য। দেবতাগণ কোন উত্তর দিলেন না। ব্রহ্মা বলিলেন যিনি পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমার নিকটে উপস্থিত

নামের প্রভাব অতি আদি কবি জানি।
মরা মরা জপ করি হ'ন মহামুনি ॥
সহস্র নামের * তুলা শুনি শিবমুখে।
জপেন ভবানী যাহা শিবসঙ্গে সুখে ॥
হেরিয়া পার্ব্বতী-ভাব হরষিত হর।
অঙ্গে মিলাইয়া গৌরী হৈল নারীশ্বর ॥
নামের প্রভাব হর জানে ভালরূপ।
কালকূট হৈল তাঁর অমৃত-স্বরূপ ॥
রামের ভকতি হয় বর্ষা ঋতুসম।
শালিধান্য সম হয় যত ভক্তগণ ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় রাম নাম বর্ণদ্বয়।
ভাদ্র ও শ্রাবণ-মাসসঙ্গে তুল হয় ॥
সুমধুর মনোহর হয় বর্ণদ্বয়।
ভক্ত ও অক্ষরগণ নেত্ররূপ হয় ॥
স্মরণে সুলভ আর পরম সুখদ।
ইহলোকে লাভ পরলোকে মুক্তিপ্রদ ॥
বলিতে শুনিতে কিম্বা স্মরণ সময়।
রাম লক্ষ্মণের সম তুলসীর প্রিয় ॥
বর্ণিবারে বর্ণদ্বয় হয় প্রীতিকর।
ব্রহ্মজীব সম মিলে আছে নিরন্তর ॥
নর-নারায়ণ সম হয় দুই ভ্রাতা।
জগতপালক নিজ-জন ভয়ত্রাতা ॥
ভকতি নারীর রম্য কর্ণের ভূষণ।
জগতের হিতকর চন্দ্র সূর্য্য সম ॥
মুক্তিরূপ অমৃতের আস্বাদ আনন্দ।
সমতুল মহীধর কূর্ম্ম, নাগেন্দ্র ॥
জল, দিবাকর, ভক্ত-মানস-কমলে। †
হরি, হলধর, জিহ্বা-যশোদার কোলে ॥ ‡
একছত্ররূপ, অন্য মুকুটের মণি। §
সকল বর্ণেতে তারা হয় শিরোমণি ॥
তুলসী কহিছে রামনাম দ্বি অক্ষর।
বর্ণ সমূহের মধ্যে পরম সুন্দর ॥
মনে হয় নাম নামী উভয় সমান।
পরস্পর প্রীতি সেব্য সেবক বিধান ॥
কেহ কহে নামরূপ ঈশ্বর উপাধি। ¶
তত্বজ্ঞ বিচারি কহে অকথ্য অনাদি ॥

হইবেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই পূজা হইবে। দেবতাগণ নিজ নিজ বাহনে চড়িয়া বহির্গত হইলেন। গণেশ মূষিকে চড়িয়া বেশী দূর যাইতে না পারিয়া নারদকে সদুপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন যে, পৃথিবীর উপরে রামনাম লিখিয়া তাহাই পরিক্রমা কর। গণেশ তাহাই করিয়া সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা নামের প্রভাব অবগত হইয়া এবং নামের মধ্যে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড নিহিত রহিয়াছে জানিয়া সর্ব্বাগ্রে গণেশের পূজা বিহিত করিলেন। গণেশ নিজমুখেই বলিয়াছেন।—

তদা দ সর্ব্বদেবানাং পূজ্যোঽস্মি মুনিসত্তম। রামনামপ্রভাদিব্যা রাজতে মে হৃদিস্থলে ॥ (গণেশ পুরাণ)

* বিষ্ণুর সহস্র নামের তুল্য।

† জলে যেম কমল বর্দ্ধিত হয় এবং সূর্য্যোদয়ে প্রসন্ন হয়, তদ্রূপ রকার ও মকারের দ্বারা ভক্তগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

‡ কৃষ্ণবলরাম যেমন যশোদাকে আনন্দ দিতেন তদ্রূপ র ও ম জিহ্বাতে বসিয়া সমস্ত আনন্দ প্রদান করেন।

§ অন্যান্য ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরহীন হইলে শক্তি শূন্য হয়, কিন্তু রকার ও মকার স্বর রহিত হইলে সমস্ত বর্ণের মস্তকে শোভিত হয়। এইরূপে রকারকে রাজার ছত্র ও মকারকে মুকুটের মণি রূপে বলা হইয়াছে।

¶ বেদান্তিগণের মতে নাম ও রূপ ঈশ্বরের উপাধি স্বরূপ। কিন্তু বিবেচকগণ উহাদিগকে অকথনীয় ও অনাদি বলেন।

বড়, ছোট বিচারিলে অপরাধ হয়। *
গুণ শুনি ভেদ বুঝে সাধুর হৃদয়॥
দেখিবারে পাই রূপ, নামের অধীন।
রূপ-জ্ঞান কভু নাহি হয় নাম-হীন॥
রূপবান্ বস্তু যদি করতলে রয়।
নাম না জানিলে তার জ্ঞান নাহি হয়॥
রূপ না দেখিয়া নাম করিলে স্মরণ।
প্রেমাধিক্যহেতু ধ্যানে রূপের দর্শন॥
নামরূপ গুণ কথা অকথ্য কথন।
বুঝিতে সুখদ কিন্তু না হয় বর্ণন॥
নির্গুণ সগুণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাক্ষী নাম। †
চতুর দুভাষী সম উভয়ে বুঝান॥
রামনাম-মণি-দীপ, মুখরূপ দ্বারে। ‡
যতনে রাখহ অতি জিহ্বা-দীপাধারে॥
কহিছে তুলসীদাস ভিতরে বাহিরে।
সর্ব্বত্র উজল জ্যোতি পারে দেখিবারে॥ §
বিরিঞ্চি-রচিত বিশ্বে হইয়া বিরত।
জিহ্বাতে জপিয়া যোগী জাগেন সতত॥
অকথ্য ব্রহ্মের সুখ লভে নিশি দিন।
নাম, রূপ রোগ আর উপমা বিহীন॥
ঈশ্বরের গূঢ়তত্ত্ব জানিতে যে চায়।
জিহ্বাতে জপিয়া নাম সে জন তা পায়॥
অর্থ সিদ্ধি হেতু নাম জপে দিয়া মন।
অণিমাদি সিদ্ধি লভি সিদ্ধ তিনি হন॥
আর্ত্ত ভক্তজন যদি নাম জপ করে।
লভে সুখ, দুখ কষ্ট সব যায় দূরে॥
রামভক্ত জগমাঝে চারিত প্রকার। ¶
সকলে সুকর্ম্মা আর নিষ্পাপ উদার॥
সকল ভক্তির হয় নামই আধার।
জ্ঞানী প্রতি প্রভু-প্রীতি বিশেষ প্রকার॥
চারি যুগ, চারি বেদে নাম-প্রভা গায়।
কলিতে বিশেষ অন্য নাহিক উপায়॥
সর্ব্বভাবে হ'য়ে কাম-বাসনা-বিহীন। =
রামভক্তিরসে যাঁরা সদা থাকে লীন॥
সপ্রেমে শ্রীরাম-নাম-সুধার হ্রদেতে।
মনে মৎস্য করি তাঁরা থাকেন সুখেতে॥
নির্গুণ, সগুণ দুই ব্রহ্মের স্বরূপ।
অকথ্য, অনন্ত আদি-হীন অপরূপ॥
আমার বিচারে নাম শ্রেষ্ঠ দোঁহা হ'তে।
উভয়ে অধীন কৈল আপন বলেতে॥

---

* নাম ও রূপের মধ্যে।

† নাম হইতেই নির্গুণ ব্রহ্মের কিছু জ্ঞান ও সগুণ ব্রহ্মের সম্যক জ্ঞান লাভ হয়।

‡ দরজায় প্রদীপ রাখিলে যেমন ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রকাশ হয়, তদ্রূপ রামনাম প্রদীপ জিহ্বার দরজায় রাখিলে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইবে। দীপ তৈলাভাবে অথবা বায়ুবেগে নির্ব্বাপিত হয়, কিন্তু মণির দীপ সর্ব্বদা সমান আলো দান করে সেইজন্য মণি-প্রদীপ বলা হইয়াছে।

§ হৃদয়ের অজ্ঞান দূর হইয়া জ্যোতির্ম্ময় হইবে ও বাহিরের সমস্ত বস্তু ঐশ্বরিক জ্যোতিতে প্রতিভাসিত হইয়া উঠিবে।

¶ আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। তন্মধ্যে ত্রিবিধ ভক্তের বর্ণন করিয়া নীচে জ্ঞানি-ভক্তের বিষয় বর্ণন করিতেছেন।

= অর্থাৎ জ্ঞানিগণও নাম জপ করেন।

জীবের মনের কথা জানয়ে সুজন। *
নিজ মন-প্রীতি, রুচি করিনু বর্ণন ॥
কাষ্ঠগত বহ্নি আর জ্বলন্ত পাবক। †
এইরূপে হয় দুই ব্রহ্মের বিবেক ॥
উভয় দুর্গম, নামে সুগমেতে মিলে।
ব্রহ্ম হৈতে নাম শ্রেষ্ঠ সেইহেতু বলে ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক ব্রহ্ম, এক, অবিনাশী।
সৎ চিদ্‌ঘন আর আনন্দের রাশি ॥
হেন প্রভু অবিকৃত হৃদয় মাঝারে।
তথাপিও দীন সবে দুখ ভোগ করে ॥ ‡
নামেতে যতন কৈলে নাম নিরূপণ।
রত্নে বিচারিলে যথা রত্ন নির্দ্ধারণ ॥
নির্গুণ হইতে নাম-মহিমা অপার।
করিনু বর্ণন নিজ বুদ্ধি অনুসার ॥
রাম হইতে রামনাম হয় শ্রেষ্ঠতম।
যথামতি তাহা এবে করিব বর্ণন ॥
নরতনু ধরি রাম ভক্ত হিত তরে।
নিজে দুখ সহি সাধু-দুখ দূর করে ॥
বিনা ক্লেশে যদি নাম জপে প্রীতিভরে।
আনন্দ মঙ্গলাধার ভক্ত হতে পারে ॥
তপস্বির নারী এক রামচন্দ্র তারে। §
দুষ্টেরি কুবুদ্ধি কোটী নামেতে উদ্ধারে।
তাড়কা রাক্ষসী আর সুবাহু সসৈন্য।
বিশ্বামিত্র হিতে বধি রাম হৈল ধন্য ॥

ভক্ত-কুবাসনা আর দোষ দুখ যত। ¶
রবি অন্ধকার সম নাম করে হত ॥
হরধনু রাম নিজে করিল ভঞ্জন।
নামের প্রতাপে ভব-ভয় বিভঞ্জন ॥
দণ্ডক কানন রাম পবিত্র করিল।
অসংখ্য মানব মন নাম উদ্ধারিল ॥
নিশাচরকুল রাম করিল দলন।
কলির কলুষ নাম করয়ে নাশন ॥
জটায়ু, শবরী আদি সেবক আপন।
জানিয়া মুকতি রাম করিল অর্পণ ॥
অসংখ্য অসংখ্য খলে উদ্ধারিল নাম।
বেদে বিবরিত আছে তার গুণগ্রাম ॥
বিভীষণে আর রাম সুগ্রীব রাজনে।
দিলেন আশ্রয় ইহা বিদিত ভুবনে ॥
অনেক দরিদ্রে নাম দানিলা আশ্রয়।
লোকে বেদে সেই কীর্ত্তি সুপ্রসিদ্ধ হয় ॥
একত্র করিলা রাম ভল্লুক বানর।
সমুদ্রে বাঁধিতে শ্রম করিল বিস্তর ॥
ভবসিন্ধু শুষ্ক হয় নামের গ্রহণে।
সুজন বুঝিবে বিচারিলে নিজ মনে ॥
সকুল রাবণে রণে মারিলেন রাম।
সীতার সহিত ফিরিলেন নিজ ধাম ॥
অযোধ্যা হইল রাজধানী রাজা রাম।
সুর-মুনিগণ কীর্ত্তি কয়ে গুণগান ॥

* অনেকেরই মতে নাম ব্রহ্মের উপাধি মাত্র কিন্তু তুলসীদাস নিজ অভিরুচি, বিশ্বাস ও প্রীতি অনুসারে বলিতেছেন যে, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে নাম শ্রেষ্ঠ।

† ব্রহ্ম দ্বিবিধ। প্রথম—কাষ্ঠগত অগ্নির মত অর্থাৎ ঘর্ষণ করিলে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়—স্বভাবতঃ জাজ্বল্যমান। কিন্তু উভয়েই দুর্গম, একমাত্র নামের দ্বারাই সুগমে পাওয়া যায়।

‡ ঈশ্বর সর্ব্বত্র ব্যাপক হইলেও জীব নিজকৃত কর্ম্মানুসারে দীন ও দুঃখী হইয়া থাকে।

§ অহল্যা।

¶ সূর্য্য যেমন অন্ধকার নাশ করেন, তদ্রূপ নাম ভক্তের কুবাসনা, দোষ ও দুঃখ বিনাশ করিয়া থাকে।

ভক্ত জন স্মরি নাম প্রেমের সহিত।
বিনাশ্রমে মোহদল করে পরাজিত॥
প্রেমানন্দে মগ্ন সদা থাকে নিজ মনে।
নামের প্রসাদে চিন্তা না করে স্বপনে॥
ব্রহ্ম ও শ্রীরাম হৈতে নাম শ্রেষ্ঠতম। *
বরদাতৃগণে বর করয়ে অর্পণ॥
শতকোটী রামায়ণ হৈতে মহেশ্বর।
বাছিয়া লইল জানি নাম মাত্র বর॥
নামের প্রসাদে শম্ভু অবিনাশী হয়।
অমঙ্গল সাজ কিন্তু মঙ্গল নিলয়॥
শুক সনকাদি সিদ্ধ যোগী মুনিগণ।
ব্রহ্ম-সুখ ভোগে নাম-প্রসাদ কারণ॥
নামগুণ জানে ভাল শ্রীনারদ মুনি।
হরি, হর জন-প্রিয় হরি-প্রিয় তিনি॥
নাম জপমাত্রে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ভক্তগণ শিরোমণি হইল প্রহ্লাদ॥
মনোদুখে ধ্রুব জানিলেন হরিনাম।
লভিলেন অনুপম অচঞ্চল ধাম॥
পবন নন্দন স্মরি সুপবিত্র নাম।
আপন অধীন করি রাখে প্রভু রাম॥
অজামিল গজ আর গণিকা প্রধান।
হরিনাম প্রভাবেতে মুক্ত হয়ে যান॥
নামের প্রভাব কত করিব বর্ণন।
বর্ণিবারে অসমর্থ রামচন্দ্র হন॥
কল্পতরু সম হয় রামচন্দ্র নাম।
বিকরাল কলিকালে কল্যাণ-নিধান॥

যাঁহা স্মরি নাশকর সিদ্ধি বৃক্ষ হৈতে। †
তুলসী তুলসীদাস হইল জগতে॥
চারিযুগ তিন কাল আর তিন লোকে।
রামনাম জপি জীব মুক্ত হয় শোকে॥
সজ্জন, পুরাণ, বেদ করেছে নির্ণয়।
সকল সুকর্ম্মফলে নামে প্রেম হয়॥
সত্যে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞই প্রধান।
দ্বাপরে করিলে পূজা তুষ্ট ভগবান॥
কলিযুগ পাপমূল কেবল মলিন।
পাপ-পয়োনিধি মাঝে জন-মন-মীন॥
বিকরাল কলি কালে কল্পতরু-নাম।
স্মরিলে সংসার জ্বালা লভয়ে বিরাম॥
কলি যুগে রামনাম ইষ্ট ফলদাতা।
পরলোকে হিতকর লোকে পিতা মাতা॥
জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি কলি কালে নাহি হয়।
একমাত্র রামনাম জীবের আশ্রয়॥
কালনেমি সম কলি কপট-নিধান।
নাম-শক্তিশালী বুদ্ধিমান্ হনুমান॥
নরসিংহ সম হয় রামচন্দ্র নাম। ‡
হিরণ্যকশিপু কলি কাল বলবান॥
ভক্তগণ হয় ভক্ত প্রহ্লাদের সম।
দেববৈরী নাশি করে সবারে রক্ষণ॥

* ব্রহ্ম এবং সগুণ রামচন্দ্র হইতেও নাম শ্রেষ্ঠ, যেহেতু যাঁহারা বর প্রদান করিয়া থাকেন, নাম তাঁহাদিগকেও বরদান করিয়া থাকে।

† সিদ্ধি বৃক্ষের স্বরূপ তুলসীদাস তুলসী পত্রের ন্যায় পবিত্র হইয়া গেল। অর্থাৎ রামনামের প্রভাবে অতি তুচ্ছ আমি তুলসীদাসও লোকের পূজনীয় হইলাম।

‡ নামরূপ নরসিংহ হিরণ্যকশিপুরূপ কলি কালকে নাশ করিয়া প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তগণকে রক্ষা করেন।

সেব্য-সেবক ভাব।

প্রেমে, শত্রুতায়, ক্রোধে কিম্বা অলসেতে।
নাম জপে শুভ হয় সকল দিকেতে॥
স্মরি সেই রামনাম রাম গুণগান।
বর্ণিতেছি রঘুনাথে করিয়া প্রণাম॥
যাঁর কৃপা লভি কৃপা সন্তুষ্ট না হয়। *
সর্ব্বভাবে মোরে শুদ্ধ করিবে নিশ্চয়॥
সর্ব্বোত্তম স্বামী রাম দয়ার আধার।
কুসেবক মম সম কেহ নাহি আর॥
আপনা চাহিয়া প্রভু দীনের পালক।
রক্ষিলেন এ অধমে করিয়া সেবক॥
লোকে কিম্বা বেদে নৃপতির এই রীতি।
প্রেম অবগত হন শুনিয়া বিনতি॥
ধনী বা দরিদ্র কিম্বা নাগর গ্রামীণ।
সুপণ্ডিত, কুপণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ কিম্বা হীন॥
সুকবি, কুকবি নিজ বুদ্ধি অনুসারে।
সর্ব্ব নরনারী রাজগণে স্তুতি করে॥
সুশীল সজ্জন সাধু হন নরপাল।
ঈশ্বরের অংশ আর পরম দয়াল॥
করয়ে সম্মান শুনি সবার বচন।
ভক্তি নতি কাব্য গীতি যাহার যেমন॥
প্রাকৃত রাজার এই স্বাভাবিক রীতি।
রাজশিরোমণি প্রভু কোশলাধিপতি॥
অটুট প্রেমেতে রাম হন তুষ্ট অতি।
আমাসম জগমাঝে কেবা মন্দমতি॥

মূর্খ সেবকের প্রেম করুণ গ্রহণ।
পরম কৃপালু প্রভু দীনের শরণ॥
জলের উপরে যিনি ভাসান পাষাণ।
কপি, ভল্লুকেরে কৈল মন্ত্রী বুদ্ধিমান্॥
প্রভু সীতাপতি, ভৃত্য তুলসীর দাস। †
লোকে খ্যাতি, সহে রাম এই উপহাস॥
অতীব ধৃষ্টতা মম করিয়া শ্রবণ।
করিবে নরক, পাপ নাসিকা কুঞ্চন॥
আপনি লজ্জিত আমি হই সে কারণ।
স্বপনেও রাম নাহি করে বিবেচন॥
ইহা দেখি শুনি সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিচারে। ‡
মম ভক্তিযশ প্রভু মনে মনে করে॥
প্রকাশ না করে পাছে ভক্তি হয় নাশ।
জীব মনোভাব জানি মনেতে উল্লাস॥
ভক্তকৃত দোষ প্রভু হৃদয়ে না লন।
ভক্তি কথা শতবার করেন স্মরণ॥
যেই পাপে ব্যাধ সম বধিলেন বালি।
সুগ্রীব সে পাপে পাপী, করেন মিতালী
বিভীষণ সেই পাপ করিল মহান।
স্বপনেও প্রভু হৃদে নাহি দিল স্থান॥
ভরতে মিলন কালে করিল সম্মান।
রাজসভা মধ্যে কৈল কতেক বাখান॥
প্রভু তরুতলে বৈসে, কপি বৃক্ষ'পরে।
আপন সমান স্থান দিলেন তাদেরে॥ §
তুলসী কহিছে প্রভু নাহি সম রাম।
সর্ব্বগুণময় তিনি শীলের নিধান॥

---

* কৃপাও রামচন্দ্রের কৃপা প্রার্থনা করিয়া থাকে।

† রামচন্দ্র একপত্নী ব্রতধারী সীতাপতি। কিন্তু তুলসীদাসকে লোকে রামসেবক বলে, তুলসীদাসের প্রতি তিনি কৃপা করেন। সুতরাং বোধ হয় তিনি কেবল সীতানাথ নহেন, তুলসীনাথও বটেন, লোকে এইরূপ উপহাস করে, রামচন্দ্র তাহা সহ্য করেন।

‡ জ্ঞানদৃষ্টিতে আমার হৃদয়ের ভাব দেখিয়া এবং কাতরতা শুনিয়া রামচন্দ্র মনেতে আমার ভক্তিভাবের প্রশংসা করেন।

§ বৈকুণ্ঠ।

সর্ব্বজন মনোরম রামচন্দ্র গুণ।
মিথ্যা না হইয়া যদি সত্য এ কথন॥
তুলসীদাসেরো তবে হবে মনোরম।
বিন্দুমাত্র নাহি তাহে সন্দেহ কারণ॥
হেনরূপে প্রকাশিয়া নিজ দোষ গুণ।
পুনঃ পুনঃ প্রণমিয়া সবার চরণ॥
বর্ণিতেছি সুবিমল রঘুবর যশ।
শুনিয়া বিনষ্ট যাহে কলির কল্মষ॥
বিরচিল সুধাসম তুলসী প্রসাদ।
তাঁহার প্রসাদে ভণে রাধিকা প্রসাদ॥

কথারম্ভ।

যাজ্ঞবল্ক্য মুনিবর করিল বর্ণন।
ভরদ্বাজ সেই কথা করিল শ্রবণ॥
সবিস্তারে সে সংবাদ বর্ণিত হইবে।
সজ্জন শুনিয়া নিজ মনে সুখ পাবে॥
পবিত্র চরিত্র পূর্ব্বে মহেশ রচিল।
উমারে করিয়া কৃপা তাহা শুনাইল॥
পরে কাক ভুশুণ্ডিরে অর্পিল সাদরে।
রামভক্ত শ্রেষ্ঠ অধিকারীর বিচারে॥
তাঁহা হৈতে যাজ্ঞবল্ক্য করিয়া শ্রবণ।
শুনাইল ভরদ্বাজে করিয়া বর্ণন॥
শ্রোতা বক্তা দুই জন সমান স্বভাব।
সমদর্শী দোঁহে জানে হরিলীলা-ভাব॥
করতলগত আমলকীর সমান।
হৃদয়ে প্রকট সদা তিন কাল জ্ঞান॥
অন্যান্য অনেক আর সুচতুর ভক্ত।
কহে, শুনে, বুঝে নানারূপে এই তত্ত্ব॥

আমি পুনঃ নিজ গুরুদেবের মুখেতে।
শুনিলাম এই কথা বরাহক্ষেত্রেতে॥
বালভাব হেতু বুঝি নাই সে সময়।
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন মম আছিল হৃদয়॥
জ্ঞানের আধার যদি শ্রোতা, বক্তা হয়।
তবে গূঢ় রামকথা বুঝিতে পারয়॥
কলিযুগে পাপগ্রস্ত বিমূঢ়-হৃদয়।
আমা হেন মূর্খ জীব কি রূপে বুঝয়॥
তথাপি কহিল গুরু উহা বারম্বার।
বুঝিলাম যাহা কিছু বুদ্ধি অনুসার॥
ভাষাতে তাহাই আমি করিব বর্ণন।
সন্তুষ্ট যাহাতে হয় মম ক্ষুদ্র মন॥
যাহা কিছু বুদ্ধি বল বিবেক আমার।
হরির প্রেরণা যথা হৃদয় মাঝার॥
আপন সন্দেহ-মোহভ্রম বিনাশিনী।
বর্ণি রাম কথা ভবসাগর-তরণী॥
বুধশান্তিপ্রদা জীব-চিত্তবিনোদিনী।
রামকথা হয় কলি-কলুষ নাশিনী॥
ময়ূরী, পন্নগ সম করে কলিনাশ। *
অগ্নিতে কাষ্ঠের ন্যায় বিবেক-বিকাশ॥
কলি যুগে কামধেনু সম রামকথা।
সজ্জন-জীবনপ্রদা সঞ্জীবনী-লতা॥
বসুধা মধ্যেতে হয় সুধা-তরঙ্গিনী।
ভব বিভঞ্জনী, ভ্রম-ভেক ভুজঙ্গিনী॥ †
গয়াধাম সম হয় নরকবারিণী।
সাধুদের হিত তরে, সুরতরঙ্গিণী॥
সাধুর সমাজ-সিন্ধু মধ্যে হয় রমা।
ধরাভার বিধারিণী ধরণীর সমা॥
যমদূত মুখে মসী-দায়িনী যমুনা।
জীব মুক্তি হেতু বারাণসীর তুলনা॥

* ময়ূরী যেমন সর্পকে বিনাশ করে সেইরূপ রামচন্দ্রের কথা কলিকে বিনাশ করে।

† ভবভয় দূরকারিণী এবং ভ্রমরূপ ভেকের পক্ষে ভুজঙ্গের স্বরূপ।

রামের পরম প্রিয় পবিত্র তুলসী।
তুলসীদাসের হিতকারিণী হুলসী ॥ *
নর্ম্মদা নদীর সম শিব প্রিয়তমা।
সর্ব্বসিদ্ধি সুখ আর সম্পত্তির সীমা ॥
শুভগুণরূপা দেবজননী অদিতি।
প্রেমের চরম হয় শ্রীরাম ভকতি ॥
মন্দাকিনী সম হয় রামচন্দ্র কথা।
চারুচিত্ত চিত্রকূট বিরাজিছে তথা ॥
প্রেম উপবনে সীতারামের বিহার।
কহিছে তুলসীদাস করিয়া বিচার ॥
রামের চরিত্র চারু চিন্তামণি-ধাম।
সাধুবুদ্ধি-রমণীর হয় বিভূষণ ॥
জগত মঙ্গল কর রাম গুণগ্রাম।
দান করে মুক্তি আর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ॥
জ্ঞান, যোগ, বিরাগের শ্রেষ্ঠ গুরু হয়।
ভবভীম-রোগ-বৈদ্য অশ্বিসুত দ্বয় ॥
সীতারামচন্দ্র প্রেম জনক, জননী।
ব্রত, ধর্ম্ম, নিয়মের বীজরূপ গণি ॥
শোক, পাপ, সন্তাপের হয় বিনাশক।
ইহলোকে পরলোকে সুপ্রিয় পালক ॥
বিচার-ভূপের মন্ত্রী প্রধান সেনানী। †
লোভ জলনিধি পক্ষে কুম্ভজাত মুনি ॥ ‡
কাম ক্রোধ কলিমল আদি করিগণ।
জন-মন-বনে সিংহ শাবক যেমন ॥
পূজ্য অতিথির ন্যায় শিব প্রিয়তম।
দারিদ্র্য-পাবকে কামদাতা মেঘ সম ॥
বিষয়-সর্পের মন্ত্র আর মহামণি।
মুছে দেয় কপালের দুখের লেখনী ॥
মোহ-তম নাশকর দিনকর-কর।
ভক্ত-ধান্য পালনেতে হয় জলধর ॥
অভীপ্সিত ফল দানে দেব তরুবর।
সেবিলে সুখদ অতি যেন হরিহর ॥
কবি-শরতের চিত্তাকাশে তারাগণ। §
রামভক্ত-জনগণ-জীবন-রতন ॥
সকল সুকৃত ফল উপভোগ সম।
জগহিতকারী সাধু ছলনা বিহীন ॥
ভক্তমন মানসসায়রে হংসবর।
গঙ্গার তরঙ্গ সম সুপবিত্রকর ॥
কুপথ, কুতর্ক, ছল আর মন্দগতি।
কপটতা, পাষণ্ডিতা, দাম্ভিকতা অতি ॥
কলির এ সব হয় ইন্ধন স্বরূপ।
রামগুণগ্রাম-বহ্নি করে ভস্ম-স্তূপ ॥
শ্রীরামচরিত হয় সর্ব্বসুখকর।
মনোহর পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রকর ॥
সজ্জন কুমুদ, সাধু-মানস-চকোর।
সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দেতে হয়ত বিভোর ॥
হর প্রতি হরপ্রিয়া যে প্রশ্ন করিল।
যেরূপ শঙ্কর তাহা বিস্তার বর্ণিল ॥
সেই সব হেতু আমি করিব বর্ণন।
বিচিত্র প্রবন্ধ পদ্যে করিয়া রচন ॥
না করিছে এই কথা যেজন শ্রবণ।
শুনিয়া আশ্চর্য্য যেন তিনি নাহি হন ॥

* হুলসী তুলসীদাসের মাতা।

† বিচাররূপ রাজার মন্ত্রী ও সেনাপতি। অর্থাৎ সদ্বিচার বর্দ্ধিত করিতে মন্ত্রীর ন্যায় সাহায্য করে ও কুবিচার দমন করিতে যোদ্ধা সেনাপতির ন্যায় কার্য্য করে।

‡ লোভরূপ জলধির পক্ষে অগস্ত্য মুনি সদৃশ।

§ কবিরূপ শরতের মনরূপ আকাশে তারাগণের ন্যায় শোভায়মান।

অলৌকিক এই কথা যেই জ্ঞানী শুনে।
ইহা জানি সেহ কভু আশ্চর্য্য না মানে ॥
তাঁহার মনেতে এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
জগমাঝে রামকথা সম নাহি হয় ॥
নানাবিধ হয় রামচন্দ্র অবতার।
শতকোটি রামায়ণ অনন্ত অপার ॥
কল্পভেদে সুমধুর শ্রীহরি চরিত।
বহুভাবে মুনিগণ করেছে চিত্রিত ॥
হৃদয়ে বিচারি ইহা সন্দেহ না করি।
সাদরে সপ্রেম কথা শুন প্রাণ ভরি।
শ্রীরাম অনন্ত, গুণ অনন্ত প্রকার।
অগণিত সেকারণ কথারি বিস্তার ॥
বিশুদ্ধ বিচারবান্ বিমল হৃদয়।
শুনিয়া আশ্চর্য্য ইহা কভু নাহি হয় ॥
হৃদয় সংশয় হেনরূপে দূর করি।
গুরুপদসরসিজ মস্তকেতে ধরি ॥
পুনঃ করজোড়ে সবে করিনু বিনয়।
বর্ণিতে একথা যেন দোষ নাহি হয় ॥
সাদরে শিবের পদে নোয়াইয়া মাথা।
বর্ণিতেছি সবিস্তারে রামগুণ গাথা ॥
ষোল শত একত্রিশ সম্বৎসরেতে।
বন্দি হরিপদ কৈনু আরম্ভ লিখিতে ॥
চৈত্র মাস ভৌমবার নবমী তিথিতে।
আরম্ভিনু এ চরিত্র অযোধ্যা পুরীতে ॥
বেদ অনুসারে রাম জন্মে এই দিনে।
সর্ব্বতীর্থ আগমন হয় এই স্থানে ॥
সুরাসুর নাগ, নর, খগ, মুনিগণ।
আসিয়া করয়ে সবে রামের সেবন ॥
জন্মমহোৎসব করে সর্ব্ব জ্ঞানিগণ।
সুমধুর রাম কীর্ত্তি করিয়া কীর্ত্তন ॥

স্রোতস্বিনী সরযূর সুপবিত্র নীরে।
দলে দলে সাধুবৃন্দ নিমজ্জন করে ॥
শ্যামল সুন্দর দেহ হৃদে করি ধ্যান।
জপে সবে মহানন্দে রামচন্দ্র নাম ॥
দরশ, পরশ, কিম্বা কৈলে স্নান, পান।
সর্ব্ব পাপ নাশ, কহে নিগম পুরাণ ॥
পবিত্র সরযূ নদী অপার মহিমা।
শুদ্ধমতি সরস্বতী বর্ণিতে অক্ষমা ॥
বৈকুণ্ঠ প্রদান করে অযোধ্যা নগর।
জগত পবিত্রকর খ্যাত চরাচর ॥
স্বেদজাদি চারি শ্রেণী জীব অগণন।
এস্থলে ত্যজিলে ঘুচে সংসার বন্ধন ॥
সর্ব্বভাবে রমণীয় অযোধ্যা নগর।
সর্ব্ববিধ সিদ্ধিপ্রদ সুমঙ্গল কর ॥
জানিয়া বিমল কথা কৈনু আরম্ভণ।
কাম, মদ, দম্ভ শুনি হয় বিনাশন ॥

রামায়ণের উৎপত্তি ও ফল কথন।

এই গ্রন্থ নামে রামচরিত মানস।
শুনিলে শ্রবণ পায় মহাসুখরস ॥
বিষয়-অনলে দগ্ধ চিত্ত করিবর।
এ সায়রে ডুবি লভে আনন্দ বিস্তর ॥
মুনিগণ-প্রিয় রামচরিত-মানস।
রচিলা পবিত্র জানি দেব আশুতোষ।
ত্রিবিধ দারিদ্র্য, দোষ, দুখ* দাবানল।
কলির কুরীতি নাশে কলুষ সকল ॥

* ত্রিবিধ দারিদ্র্য (মানসিক, ধনসম্বন্ধীয় ও জনসম্বন্ধীয়) ত্রিবিধ দোষ (কায়িক, বাচিক ও মানসিক) ত্রিবিধ দুঃখ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক)।

রচিয়া মহেশ নিজ মনেতে রাখিল।
সুসময় জানি তাহা শিবারে কহিল॥
সেই হেতু হর হৃদে পাইয়া হরষ।
রাখিলেন নাম 'রামচরিত-মানস'॥
কহিতেছি সেই কথা সুখদ সুন্দর।
সাবহিতে সাধুজন শুনুন সাদর॥ *
মানস স্বরূপ যাহা, জনম যেমতে।
যেই হেতু প্রচারিত হইল জগতে॥
সে সব প্রসঙ্গ এবে করিব বর্ণন।
উমা মহেশ্বর দোঁহে করিয়া স্মরণ॥
সুবুদ্ধি হৃদয়ে হৈল শম্ভু প্রসাদেতে।
শ্রীরামচরিত কবি তুলসী জগতে॥
মতি অনুসারে রচি রুচিকর করি।
শুদ্ধচিত্তে শুনি সাধু লবে শুদ্ধ করি॥
শুভ বুদ্ধি ভূমিসম গভীরতা মন। †
নিগম পুরাণ সিন্ধু সাধু তাহে ঘন॥
শ্রীরাম-সুযশ-বারি করে বরিষণ।
শুভকর সুমধুর চিত্ত বিনোদন॥
গুণময়ী লীলা যাহা করয়ে বর্ণন।
তাহাই স্বচ্ছতা করে মল বিনাশন॥

সপ্রেম ভকতি যার না হয় বর্ণন।
মধুরতা, শীতলতা সেই বারি-গুণ॥
সেই জল শুভকর্ম্ম-ধান্য-হিতকর।
রাম ভক্ত জন হয় জীবন দোসর॥ ‡
মেধা-মহী গত সেইজল পুততম।
শ্রবণ মার্গেতে পশি করয়ে গমন॥
মানস-সায়রে পড়ি হয় স্থিরতর।
সুরুচি-শরত যোগে শুদ্ধ সুখকর॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম চারি সম্বাদ সুন্দর। §
বুদ্ধিতে বিচারি যাহা রচিনু বিস্তর॥
তাহাই পবিত্র এই সুন্দর সায়রে।
মনোহর ঘাট চারি শোভে চারিধারে॥
সপ্তকাণ্ড হয় সপ্ত সোপানের সম।
জ্ঞাননেত্রে হেরি যাহে ফুল্ল হয় মন॥
স্বচ্ছজল, গভীরতা-সহিত উপমা।
নির্গুণ উপাধিহীন রামের মহিমা॥
সীতারাম যশ-সুধা তাতে হয় জল।
উপমালঙ্কার হয় তরঙ্গ কল্লোল॥
পদ্ম পত্র হয় চারু চৌপাই সুন্দর। ¶
স্বচ্ছ মুক্তাপূর্ণ শুক্তি যুক্তি মনোহর॥

* সাবহিত—দত্তচিত্ত।

† মন সংকল্প বিকল্পাত্মক, অর্থাৎ কোন বিষয় নিশ্চয় করিতে দেয় না, সেইজন্য গভীরতার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে—মেঘ যেরূপ গভীর সমুদ্র হইতে জল সংগ্রহ করিয়া বর্ষণ করে, সাধুগণও তদ্রূপ মানসিক ভাবের দ্বারা জটীল বেদ পুরাণ হইতে সুবুদ্ধি দ্বারা রামায়ণ সংগ্রহ করিয়া বর্ণন করেন।

‡ বুদ্ধিরূপ ভূমিতে পতিত হইয়া পবিত্র হয়। তাৎপর্য্য এই যে, জল যেমন জলাশয়ে পতিত হইয়া স্থির, স্বচ্ছ, রুচিকর, শীতল ও সুখকর হয়, রাম ভক্তিও তদ্রূপ উত্তম হৃদয়ে পতিত হইলে সুখদ, শান্তিপ্রদ ও রুচিকর হইয়া থাকে।

§ চারি সম্বাদ যথা—শিব পার্ব্বতী সম্বাদ; যাজ্ঞবল্ক্য-ভরদ্বাজ সম্বাদ; কাকভূশুণ্ডি গরুড় সম্বাদ; [illegible] গোস্বামী ও সাধুগণ সম্বাদ।

¶ চৌপাই ছন্দ বিশেষ। পদ্মপত্রের ন্যায় জল যেমন আবৃত থাকে তদ্রূপ রামচরিত্র চৌপাই ছন্দের দ্বারাই প্রায় রচিত।

সুন্দর সোরঠা, ছন্দ, দোহাদি সকল। *
প্রস্ফুটিত যেন নানা রঙের কমল ॥
সুভাষা, সুভাব অর্থ উপমারহিত।
সুগন্ধ, পরাগ, রস তাহাতে শোভিত ॥
মহাজনগণ অলিকুল মনোরম।
মরাল, বিরাগ, জ্ঞান, বিচার উত্তম ॥
ধ্বনি, অবরেব, গুণ, জাতি কাব্য ভেদ। †
মনোহর হয় সব মীনের প্রভেদ ॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ চার।
নবরস, জপ, জ্ঞান, বিজ্ঞান-বিচার ॥
তপস্যা, বিরাগ, যোগ হয় জলচর।
সুন্দর সায়রে সবে রহে নিরন্তর ॥
পুণ্যকর্ম্মা সাধুগণ নামগুণ গান।
হয় তাহে খগচর বিহগ সমান ॥
সাধুসভা চারিদিকে আম্রের কানন।
কথাতে বিশ্বাস ঋতু বসন্তে গণন ॥
ভক্তির বিবিধ ভেদ বৃক্ষ নানারূপ।
ক্ষমা, বৃক্ষলতা দয়া তাহে চন্দ্রাতপ ॥
সংযম, নিয়ম, পুষ্প, ফল হয় জ্ঞান।
হরিপদ-রতি রস বেদ করে গান ॥
স্থানে স্থানে নানারূপ কথার প্রসঙ্গ।
শুক, পিক আদি নানা বর্ণের বিহঙ্গ ॥
পুলক, কানন, পুষ্পবাটী, উপবন।
আনন্দ, সুন্দর পক্ষী-রব অগণন ॥

মালী তাহে শোভে শোভনীয় শুদ্ধ মন।
চারু নেত্রে সিঞ্চে স্নেহ জল অনুপম ॥
শুদ্ধভাবে গায় যেবা চরিত্র মধুর।
এ সায়রে হ'ন তিনি রক্ষক চতুর ॥
সাদরে যে নরনারী করয়ে শ্রবণ।
সুরবর সম তাঁরা অধিকারী হ'ন ॥
বক, কাক সম দুষ্ট বিষয় লম্পট।
নাহি পায় স্থান এই সায়র নিকট ॥
যেহেতু শৈবাল ভেক শম্বুকের মত। ❁
বিষয়ের কথা নাহি নানারস যুত ॥
কাক, বক সম কামাতুর জনগণ।
হেথা আসি হারি ফিরি যায় সে কারণ ॥
সায়র সমীপে আসা বড়ই দুষ্কর।
রামকৃপা ভিন্ন তাহা না হয় সুকর ॥
দুর্জ্জন-সংসর্গ এতে দুর্গম কুপথ।
বচন তাদের সর্প সিংহ ব্যাঘ্রমত ॥
গৃহস্থের কর্ম্ম আর নানা বাজে কাজ।
হয়ত দুর্গম সুবিশাল শৈলরাজ ॥
মান, অভিমান, মোহ গহন কানন।
কুতর্ক কুটিল নদী হয়ত ভীষণ ॥
পথের সম্বল শ্রদ্ধাহীন যেই জন।
সাধু পথিকের সঙ্গ না করে গ্রহণ ॥
প্রিয় নাহি হয় যার রাম রঘুপতি।
মান-সরোবর তার সুদুর্গম অতি ॥

---

* সোরঠা, ছন্দ, দোহা ইত্যাদি ছন্দের নাম বিশেষ।

† ধ্বনি, অবরেব, গুণ ও জাতি এই চারিপ্রকার কবিতার ভেদ নানারূপ মৎস্যের সমান।

ধ্বনি। যেখানে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থের অতিরিক্ত চমৎকারিতা বোধ হয়।

অবরেব। যেখানে দূষণ ও ভূষণরূপে বিবেচিত হয়।

গুণ। মাধুর্য্য প্রসাদাদি।

জাতি। মাত্রার ছন্দ।

❁ অর্থাৎ উত্তম সরোবরে শৈবাল, ভেক, শামুক প্রভৃতির যেরূপ স্থান হয় না, তদ্রূপ এই রামচরিত মানস সরোবরে নানারূপ অশ্লীল ভাবময় কবিতার স্থান দেওয়া হয় নাই

বহু কষ্টে যদি কেহ উপনীত হয়।
যাবামাত্র নিদ্রাজ্বর তাঁদের গ্রসয়॥
মূর্খতা অসহ্য শীত লাগে তার গায়।
গেলেও সেখানে স্নান করিতে না পায়॥
স্নান, পান কিছু নাহি করিবারে পারে।
ফিরে আসে সেই মূর্খ অভিমান ভরে॥
সায়রের কথা কেহ জিজ্ঞাসিলে তায়।
করিয়া অজস্র নিন্দা তাহারে বুঝায়॥
রামচন্দ্র অনুগ্রহ করেন যাহারে।
কেহ কোনরূপ বিঘ্ন করিতে না পারে॥
সে জন সাদরে করে সায়রে মজ্জন।
মহাঘোর তাপত্রয় হয় বিনাশন॥ *
শ্রীরামচরণে যার দৃঢ় অনুরাগ।
সেহ কভু নাহি করে সরোবর ত্যাগ॥
স্নান করিবারে ইচ্ছা যদি এ সায়রে।
হে ভ্রাতঃ? সাধুর সঙ্গ করহ সাদরে॥
মানস নয়নে হেরি মান-সরোবর।
বিমল-গম্ভীর-বুদ্ধি হৈল কবিবর॥
আনন্দ উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইল হৃদয়।
উথলিল প্রেমানন্দ-প্রবাহ-নিচয়॥
কবিতারূপিণী নদী বহিল তাহাতে।
রাম-শুদ্ধ-যশজল ভরিত যাহাতে॥
উহাই সরযূ নদী মঙ্গল আলয়।
লোকমত, বেদমত হয় তটদ্বয়॥
মানস নন্দিনী এই পবিত্র তটিনী। †
কলিমল-তৃণ, তরু মূল বিনাশিনী॥
উত্তম, মধ্যম, লঘু যত শ্রোতৃগণ।
দুই কুলে পুর গ্রাম নগর যেমন॥
অযোধ্যা নগরী, সাধু সভা অনুপমা।
সকল মঙ্গল মূল হয় সর্ব্বোত্তমা॥
রাম ভক্তি ভাগিরথী তথায় আসিয়া। ‡
সুকীর্ত্তি সরযূ সঙ্গে বহিছে মিলিয়া॥
সলক্ষণরাম-যুদ্ধ-যশ পূত তম।
মিলিয়াছে তথানন্দে শোণভদ্রা সম॥
উভয়ের মধ্যে গঙ্গা শোভয়ে কেমন।
জ্ঞান, বৈরাগ্যের মধ্যে ভকতি যেমন॥
ত্রিসঙ্গমা নদী তাপ-ত্রয় বিনাশিনী।
ছুটিয়াছে রামরূপ সমুদ্র-বাহিনী॥ ‡
জনম মানস সরে মিলে সুরধনী। §
শ্রোতা সাধুজন মন পবিত্রকারিণী॥
মধ্যে মধ্যে যে অদ্ভুত কথার বর্ণন।
নদীতটস্থিত তাহা বন উপবন॥
হরগৌরী বিবাহের বরযাত্রী যাঁরা।
অগণিত জলচররূপে শোভে তাঁরা॥
শ্রীরাম জনমে যেই আনন্দ-কল্লোল।
মনোহরা তটিনীর ভ্রমর, হিল্লোল॥
ভ্রাতৃগণ বাল্যলীলা চরিত্র অপার।
নানাবর্ণ পদ্ম যেন নদীর মাঝার॥
রাজা রাজরাণী পরিজন-পুণ্য যত।
জল, মধুকর, আর বিহঙ্গম মত॥
সীতা স্বয়ম্বর কথা আনন্দদায়িনী।
নদীর পরম শোভা চিত্ত বিনোদিনী॥

---

* ত্রিবিধ তাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক।

† ঐ নদী মানস সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া কলিমলরূপ তৃণ এবং বৃক্ষের মূলকে ভাসাইয়া দেয়।

‡ রাম-ভক্তিরূপা গঙ্গা এবং কীর্ত্তিরূপা যমুনা রামলক্ষণের যুদ্ধকীর্ত্তিরূপা শোণভদ্রা নদীর সহিত মিলিত হইয়া জীবগণের ত্রিবিধ তাপ বিনাশ করিতে করিতে রামরূপ সমুদ্রের দিকে ছুটিয়াছে।

§ ইহার জন্ম মানস সরোবরে এবং গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

নৌকা সমতুল হয় প্রশ্ন নানারূপ।
সদুত্তর হয় তাহে নাবিক স্বরূপ ॥
পরম্পরালাপ যেই শ্রবণের পরে।
পথিকের দল তাহা তটিনীর তীরে ॥
ভৃগুরাম ক্রোধ তাহে প্রবাহ প্রবল।
রচিত সোপান রাম বচন সকল ॥
সানুজ রামের যেই বিবাহ উৎসব।
বন্যাসম সুখদায়ী মহামহোৎসব ॥
সুহর্ষ পুলক যার বর্ণিতে শুনিতে।
সেই সাধুজন মন স্নান করে এতে ॥
রাম অভিষেক কালে শুভ আয়োজন।
পুণ্য পর্ব্বে ঠিক যেন যাত্রীর মিলন ॥
কৈকয়ী-কুবুদ্ধি তাহে শৈবালের সম।
সেই হেতু হয় উহা বিপদ কারণ ॥
জপ যজ্ঞ সম হয় ভরত চরিত।
সর্ব্ব উপদ্রব তাহে হয় প্রশমিত ॥
কলি পাপ আর দুষ্ট দোষের কথন।
জল-মল আর কাক, বকেতে গণন ॥
কীর্ত্তিনদী মাঝে হয় ঋতুর বিকাশ।
সময়ে বিশেষ হয় পবিত্র প্রকাশ ॥
হেমন্ত তাহাতে হরগৌরী-পরিণয়।
রাম জন্মোৎসব সম শীত সুখ দেয় ॥
সবিস্তারে রামচন্দ্র বিবাহ বর্ণন।
ঋতুরাজ সম হয় আনন্দ কারণ ॥
সুদুঃসহ গ্রীষ্ম রাম-কানন-গমন।
পথকষ্ট তীব্রতর আতপ-পবন ॥
নিশাচর সহ যুদ্ধ বর্ষা ঋতু হয়।
সুরকুল-ধান্যে শুভ বারি বরিষয় ॥
রাম-রাজ্য-সুখ, রাম-বিনয়-প্রাধান্য।
সুখদ শরত সম লোকে হয় গণ্য ॥
পতিব্রতা শিরোমণি সীতার কাহিনী।
নিরুপম নিরমল জল গুণ গণি ॥

শীতলতা হয় তাহে ভরত স্বভাব।
সা হয় বর্ণন যার রহে এক ভাব ॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে পরস্পর প্রেমহাস।
দেখা, শুনা, বলা আর একত্র নিবাস ॥
সুমধুর ভ্রাতৃভাব অতি রমণীয়।
সুমিষ্টতা, সুগন্ধিতা জল-গুণ হয় ॥
ব্যাকুলতা, বিনম্রতা, দীনতা আমার।
জলের লঘুতাগুণ, নহে দোষাধার ॥
শুনিলে গুণদ এই অদ্ভুত জল।
আশা তৃষা মিটে নষ্ট হয় মনোমল ॥
শ্রীরামচন্দ্রের প্রেম দেয় পুষ্ট করি।
গ্লানি দূর করে কলি-পাপ-নাশ-কারি ॥
সন্তোষে সন্তোষ দেয় ভব-শ্রম নাশে।
দুখ দারিদ্রের দোষ নাশে অনায়াসে ॥
কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ করে বিনাশন।
বিমল বিবেক আর বিরাগ-বর্দ্ধন ॥
সাদরে করিলে স্নান পান সাধুজন।
হৃদয়ের পাপতাপ হয় বিমোচন ॥
নিজ মলা ধৌত যেই না করে এ জলে।
কলিকাল সে অক্ষমে নাশয়ে অকালে ॥
মৃগতৃষ্ণা হেরি মৃগ যেমতি বিকল।
ঘুরি ফিরি দুখ পায় তথা জীবদল ॥
বুদ্ধি অনুসারে এই শ্রেষ্ঠ জলগুণে।
করাইয়া স্নান ভক্তি-ভাবে নিজ মনে ॥
স্মরণ করিয়া তথা ভবানী শঙ্কর।
কহিতেছে কবি এই কথা মনোহর ॥
রঘুপতি পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
দয়াল প্রভুর এবে প্রসাদ লভিয়া ॥
কহিতেছি শ্রেষ্ঠ দুই মুনির মিলন।
অতি মনোহর তথা কথোপকথন ॥

ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ।

ভরদ্বাজ মুনি বৈসে প্রয়াগ ধামেতে।
অতি অনুরাগ তাঁর শ্রীরাম পদেতে॥
শম দম দয়া পূর্ণ তাপস প্রধান।
মুক্তিমার্গ প্রদর্শনে পরম ধীমান॥
মাঘে মকরেতে যবে অদিতি নন্দন। *
তীর্থরাজগণ তথা করে আগমন॥
দনুজ কিন্নর নর আর দেবশ্রেণী।
সাদরে সকলে স্নান করয়ে ত্রিবেণী॥
পূজে বেণী-মাধবের চরণ কমল।
পরশি অক্ষয় বট হরষ সকল॥
পরম পাবন ভরদ্বাজের আশ্রম।
অতি রমনীয় মুনি মন বিমোহন॥
আসেন যাঁহারা তীর্থে করিবারে স্নান।
মুনি ঋষিগণ তথা করেন বিশ্রাম॥
পরম আনন্দে সবে করি প্রাতঃ স্নান।
পরস্পর আলাপয়ে হরিগুণ গাণ॥
ধর্ম্মের বিধান আর ব্রহ্মনিরূপণ।
তত্ত্বের বিভাগ সবে করয়ে বর্ণন॥
বিরাগ জ্ঞানের সহ পরম সুন্দর।
ভগবদ্ভক্তি তত্ত্ব কহে নিরন্তর॥
এইরূপে একমাস মকরেতে স্নান।
করিয়া আশ্রম নিজ করেন প্রয়ান॥
প্রতি বৎসরেতে হয় এরূপে আনন্দ।
মকরে করিয়া স্নান যান মুনিবৃন্দ॥
একবার মকরেতে স্নান সমাপিয়া।
নিজ নিজাশ্রমে সবে গেলেন চলিয়া॥
পরম বিবেকী মুনি যাজ্ঞবল্ক্য হ'ন।
রাখিলেন ভরদ্বাজে ধরিয়া চরণ॥

সাদরে চরণপদ্ম ধৌত করি দিল।
পবিত্র আসনে শ্রদ্ধাযুত বসাইল॥
পূজা করি করিলেন নানাবিধ স্তুতি।
জিজ্ঞাসিলা মৃদুবাক্যে মুনিবর প্রতি॥
হে নাথ? সংশয় মম হৃদয়ে মহান।
করতলগত তব বেদ-তত্ত্ব-জ্ঞান॥
বলিতে হৃদয়ে মম হয় লজ্জা ভয়।
না বলিলে ঘোর শঙ্কা দূর নাহি হয়॥
গুরুর সমীপে কথা করিলে গোপন।
বিমল বিবেক হৃদে হয় না কখন॥
সাধুগণ এই নীতি করেন বর্ণন।
বেদ পুরাণেতে পাই তার নিদর্শন॥
এরূপ বিচারি নিজ ভাব ব্যক্ত করি।
সন্দেহ ভঞ্জন প্রভো? কর দয়া করি॥
অমিত প্রভাব হয় রামচন্দ্র নাম।
বেদ, সাধু পুরাণাদি করে গুণগান
সতত করয়ে জপ শম্ভু অবিনাশী।
সদাশিব ভগবান জ্ঞানগুণরাশি॥
স্বেদজাদি চারি শ্রেণী জগতের জীবে।
যে কেহ কাশীতে মরি শ্রেষ্ঠপদ লভে॥
ইহাও রামের হয় মহিমা অশেষ।
দয়া করি শিব মাত্র দেন উপদেশ॥
রাম কোন্ হয় প্রভু জিজ্ঞাসি তোমারে
কৃপা করি কৃপানিধি বলুন আমারে॥
এক রাম হয় দশরথের নন্দন।
জগতে চরিত্র তাঁর জানে সর্ব্বজন॥
পত্নীর বিয়োগে পাইলেন কত দুখ।
ক্রুদ্ধ হৈয়া বধিলেন রণে দশমুখ॥
সেই রাম হয় কিম্বা হ'য় অন্যজন।
ত্রিপুরারি যাঁর নাম জপে অনুক্ষণ॥

* অদিতি নন্দন—সূর্য্য।

সত্যধাম হও তুমি সর্ব্বজ্ঞানবান্।
কৃপা করি বিচারিয়া কহ দয়াবান্॥
মহান সংশয় মম যাতে দূর হয়।
বিস্তারিয়া বল প্রভু সে কথা নিশ্চয়॥
মৃদুহাসি যাজ্ঞবল্ক্য লাগিল কহিতে।
রামের প্রতাপ তুমি জান বিধিমতে॥
মন, বাক্য, কর্ম্মে তুমি রামের ভকত।
বুঝিয়াছি আমি তব চতুরতা যত॥
জানিবারে চাহ তুমি গূঢ় রামগুণ।
প্রশ্ন হেন কর কিছু নাহি জান যেন॥
একাগ্র হইয়া তাত শুনহ সাদর।
কহিতেছি রাম-কথা অতি মনোহর॥
মহিষ অসুরে দুর্গা বধিলেন যথা।
মহামোহ নাশ তথা করে রাম কথা॥
রামচন্দ্র কথা হয় চন্দ্রের কিরণ।
পান করে মহানন্দে চকোর সুজন॥
ভবানী পূর্ব্বেতে হেন করিল সংশয়।
শঙ্কর বিস্তারি কথা তাঁহারে কহয়॥
বুদ্ধি অনুসারে সেই সম্বাদ সুন্দর।
কহিব উমারে যাহা কহিল শঙ্কর॥
যেই হেতু যে সময়ে কথার সৃজন।
শুনিলে হইবে তব দুখ নিবারণ॥

হরগৌরী সংবাদ।

ত্রেতাযুগে কোন কালে উমা সঙ্গে করি।
অগস্ত্যঋষির পাশে যান ত্রিপুরারী॥
জগত পালক আর জগত-জননী।
জানিয়া সাদরে দোঁহে পূজিলেন মুনি॥
রামচন্দ্র কথা বর্ণিলেন মুনিবর।
পাইলেন অতি সুখ শুনি মহেশ্বর॥
হরি ভক্তি কথা পুনঃ ঋষি জিজ্ঞাসিলা।
অধিকারী জানি শম্ভু তাঁহারে কহিলা॥
কহিতে শুনিতে রঘুপতি গুণগান।
কিছুদিন রহিলেন তথা ভগবান॥
মুনির নিকটে করি বিদাই গ্রহণ।
দক্ষসুতাসহ চলিলেন স্বভবন॥
হেন অবসরে হরি হরিতে ভূভার।
গ্রহণ করেন রঘুবংশে অবতার॥
পিতৃবাক্যে রাজ্য ত্যজি প্রভু অবিনাশী।
করেন ভ্রমণ দণ্ডকেতে দীন বেশী॥
যাইতে যাইতে শিব বিচারেণ মনে।
কিরূপে মিলন হ'য় আজি প্রভুসনে॥
গুপ্তরূপে প্রভু অবতরিল ভূতলে।
হইবে প্রকাশ, আমি এরূপে যাইলে॥
শঙ্কর-হৃদয়ে মহা ক্ষোভ উপজিল।
সতী কিন্তু তার মর্ম্ম কিছু না বুঝিল॥
কহিছে তুলসী দাস লোভ দরশনে।
মনে ভয় হয় পাছে সর্ব্বলোকে জানে॥
চঞ্চল লোচন যুগ লাগি দরশন।
ব্যাকুল ত্রিভাবে * পড়ি সদাশিব মন॥
মনুষ্যের হাতে মৃত্যু যাচিল রাবণ।
করিলেন সত্য প্রভু বিধির বচন॥
না করি দর্শন যদি চির দুখ রয়।
নানারূপ ভাবে শম্ভু না হয় নিশ্চয়॥
হেনরূপে হৈলা হর চিন্তাতে মগন।
হেনকালে এল তথা নিকষা-নন্দন॥
মায়াবী মারীচে আনিলেক করি সঙ্গে।
কপট কুরঙ্গরূপ সেহ ধরে রঙ্গে॥
বৈদেহী হরিল দুষ্ট হ'য়ে ছলযুত।
প্রভুর প্রভাব সেহ ছিল না বিদিত॥

---

* দর্শনাকাঙ্ক্ষা, মনে ভয়, এবং দর্শন হেতু নয়নের চাঞ্চল্য এই ত্রিবিধ ভাব।

মৃগে বধি ভ্রাতৃসহ ফিরিলেন হরি।
আশ্রম নিরখি নেত্রে বহে বর্ষাধারি॥
মনুষ্যের ন্যায় রাম বিরহে বিহ্বল।
দুভাই খুঁজিয়া ফিরে অরণ্য সকল॥
সংযোগ বিয়োগে সুখ দুখ নাহি যাঁর।
প্রকাশিতে বিরহের দুখ ভান তাঁর॥
শ্রীরাম-চরিত্র হয় অতীব বিচিত্র।
জ্ঞানবান সাধুজন তাহা জানে মাত্র॥
মূর্খজন যারা তারা মোহের কারণ।
মনে মনে অন্য কিছু করে বিবেচন॥
এহেন সময়ে রামে দেখি ত্রিলোচন।
হইল হৃদয় অতি হরষে মগন॥
নয়ন ভরিয়া রামরূপ নিরখিল।
কুসময় জানি আত্ম-প্রকাশ না কৈল॥
সচ্চিৎ আনন্দ জয় জগত পাবন।
বলিতে বলিতে প্রভু করিলা গমন॥
যাইতে যাইতে শিব সতীর সহিত।
হইতে লাগিলা পুনঃ পুনঃ পুলকিত॥

সতী-মোহ।

শম্ভুর এরূপ দশা ভবানী দেখিল।
হৃদয়ে মহান্ তাঁর সংশয় হইল॥
বিশ্ববন্দ্য জগদীশ হ'ন যে শঙ্কর।
করয়ে প্রণাম যাঁরে সুর, মুনি, নর॥
তিনি কেন নৃপসুতে করেন প্রণাম।
সচ্চিত আনন্দ আর বলি পরধাম॥
হইল মগন মন রূপ নিরখিয়া।
অদ্যাপি হৃদয়ে প্রেম উঠে উছলিয়া॥
ব্যাপক বিশুদ্ধ ব্রহ্ম জনম রহিত।
কলাহীন ইচ্ছাহীন ভেদ-বিবর্জ্জিত॥
তিনি কি ধরিয়া দেহ হইলেন নর।
যার তত্ত্ব নহে কভু বেদের গোচর॥
সুরহিত তরে বিষ্ণু হৈল যদি নর।
তিনিও সর্ব্বজ্ঞ হ'ন যেমত শঙ্কর॥
অজ্ঞসম তিনি কেন খোঁজেন রমণী।
অসুরারী লক্ষ্মীপতি জ্ঞানাধার যিনি॥
মিথ্যা নাহি হয় পুনঃ শম্ভুর বচন।
শঙ্কর সর্ব্বজ্ঞ ইহা জানে ত্রিভুবন॥
অপার সংশয় হেন উঠে মনে মনে।
কোনরূপে হৃদয়েতে প্রবোধ না মানে॥
যদিও ভবানী ইহা প্রকট না কৈল।
অন্তর্যামী মহাদেব সকলি বুঝিল॥
রমণী-স্বভাব তব শুনহ নিশ্চয়।
এ হেন সংশয় করা উচিত না হয়॥
অগস্ত্য যাঁহার কথা শুনাইল মোরে।
যাঁর ভক্তি কহিলাম আমি মুনিবরে॥
তিনিই আমার ইষ্টদেব রঘুবীর।
মুনিগণ যাঁর সেবা করেন সুধীর॥

সতত বিমল মতি, সিদ্ধযোগী মুনি যতি,
সদা যাঁর করয়ে ধেয়ান।
আগম নিগম সার, নেতি নেতি কহি যার,
করে সদা কীর্ত্তিগুণ গান॥
ব্যাপক সে রাম হয়, প্রভু ত্রিভুবন চয়,
ব্রহ্মরূপ মায়ার ঈশ্বর।
সর্ব্বদা স্বতন্ত্র তিনি, ভক্ত হিত মনে গণি,
হইলেন রাম রঘুবর॥

বহুবার হেনরূপে বুঝাইল হ'র।
সতীর সন্দেহ তাহে না হইল দূর॥
রাম মায়া গুণ হয় অতুল জগতে।
জানি মৃদু হাসি হর লাগিল কহিতে॥

সন্দেহ যদ্যপি তব না হয় ভঞ্জন।
তথায় যাইয়া কর পরীক্ষা গ্রহণ ॥
এই বট-তরু ছায়ে রহিব বসিয়া।
যতক্ষণ তুমি হেথা না এস ফিরিয়া ॥
যেরূপেতে হয় মোহ-ভ্রমবিনাশন।
মনেতে বিচারি তথা করহ যতন ॥
শিব আজ্ঞা পেয়ে সতী করিল গমন।
কি করি উপায় এবে চিন্তি মনে মন ॥
হেথা বসি শম্ভু মনে করে অনুমান।
ইহাতে না দেখি ভাল সতীর কল্যাণ ॥
মম বচনেতে তার সন্দেহ না গেল।
ভাল না হইল বিধি বিপরীত হৈল ॥
যাহা লিখিয়াছে রাম হইবে তাহাই।
বৃথা তর্ক করি কেন কল্পনা বাড়াই ॥
এত বলি জপিতে লাগিল হরিনাম।
এ দিকে গেলেন সতী যথা প্রভু রাম ॥
পুনঃ পুনঃ হৃদয়েতে করিয়া বিচার।
ধরিয়া সীতাবরূপ হ'ন আগুসার ॥
যাইতেছিলেন যেই পথ ধরি রাম।
আগে আগে সেই পথে দেবী চলি যান ॥
উমারে সীতার রূপ হেরিয়া লক্ষ্মণ।
উঠিল চমকি সংশয়িত হৈল মন ॥
কহিতে না পারে কিছু হইল গম্ভীর।
প্রভুর প্রভাব মনে জানে ভাল ধীর ॥
সতীর কপট জানি সুরবরস্বামী।
সর্ব্বকালে সর্ব্বদর্শী সর্ব্ব অন্তর্যামী ॥
স্মরণে যাঁহার হয় বিনষ্ট অজ্ঞান।
সেইত সর্ব্বজ্ঞ রাম প্রভু ভগবান ॥
ছলনা করিতে সতী এসেছে হেথায়।
নারী স্বভাবের সীমা বর্ণন না যায় ॥
মায়ার প্রভাব নিজ হৃদয়ে প্রশংসি।
মধুর বচন রাম বলিলেন হাসি ॥

দুই হাত যুড়ি প্রভু করিল প্রণাম।
পিতার সহিত লইলেন নিজনাম ॥
জিজ্ঞাসিলা পুনঃ কহ কোথা বৃষকেতু।
একাকী কাননে ভ্রমিতেছ কিবা হেতু ॥
মৃদু গূঢ় শ্রীরামের বচন নিচয়।
সঙ্কুচিত হৈল শুনি সতীর হৃদয় ॥
নানারূপ চিন্তা নিজ হৃদয়ে ভাবিয়া।
মহেশ নিকটে চলে ভয়ে ভীতা হৈয়া ॥
শিব বাক্য আমি নাহি করিনু শ্রবণ।
অজ্ঞানে রামের পাশে কৈনু আগমন ॥
কি উত্তর দিব এবে যাইয়া তথায়।
হইলা অধীরা দেবী দারুণ চিন্তায় ॥
জানিলেন রাম সতী মনে দুখ পায়।
প্রকাশি প্রভাব নিজ জানান তাঁহায় ॥
যাইতে যাইতে সতী করে নিরীক্ষণ।
আগে আগে যা'ন রাম জানকী লক্ষ্মণ ॥
পিছন ফিরিয়া পুনঃ দেখিলেন সতী।
সীতা লক্ষ্মণের সহ চলে সীতাপতি ॥
যেদিকে ফিরান আঁখি শ্রীরাম সেখানে।
সেবা করে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ মুনিগণে ॥
দেখিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব কতশত।
এক হইতে এক শ্রেষ্ঠ শক্তি অতুলিত ॥
প্রভুসেবা করে সবে চরণ বন্দন।
ভিন্ন ভিন্ন বেশে দেখে সর্ব্ব দেবগণ ॥
শিবানী, ব্রহ্মাণী, লক্ষ্মী দেখে কতশত।
ব্রহ্মাদি দেবের রূপে হইয়া সজ্জিত ॥
যত যত রামচন্দ্র দেখিলেন যথা।
নিজ নিজ শক্তিসহ দেবগণ তথা ॥
চরাচর জীব যত আছয়ে সংসারে।
দেখিল সকলে তথা বিবিধ প্রকারে ॥
ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেব প্রভু পূজা করে।
এক ভিন্ন রাম অন্য রূপ নাহি ধরে ॥

সীতাসহ বহুরাম করেন দর্শন।
এক বেশ ভিন্ন ভাব নহে কদাচন ॥
সেই রঘুবর সেই জানকী লক্ষ্মণ।
দেখি ভীত হৈল অতি শৈলসুতা মন ॥
ভুলিলা আপন দেহ, কাঁপিল হৃদয়।
নয়ন মুদিয়া পথ মাঝে বসি রয় ॥
পুনঃ দেখিলেন যবে নয়ন মেলিয়া।
কিছু না দেখিতে পান আকুল ভাবিয়া ॥
পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রে প্রণাম করিয়া।
চলিলেন হর যথা আছেন বসিয়া ॥

হরের নিকটে সতী, আইলেন দ্রুতগতি,
জিজ্ঞাসিলা পশুপতি, শুভ সমাচার।
কিরূপ উপায় করি, পরীক্ষা করিলে গৌরী ?
কহ দেখি সত্য করি, বচন তোমার ॥
রামের প্রভাব অতি, মনেতে বিচারি সতী,
ভয়াকুলা শিব প্রতি, করিলা গোপন।
পরীক্ষা না কৈনু আমি, সত্য সত্য বলি স্বামী,
কেবল চরণে নমি, তোমার মতন ॥
আপন বচন যাহা, মিথ্যা কভু নহে তাহা,
আমার মনেতে ইহা, হ'য়েছে নিশ্চয়।
গৌরীর বচন শুনি, সংশয়ে ত্রিশূলপাণি,
ধ্যানেতে সকল জানি, হইল বিস্ময় ॥
যাহার প্রেরণে সতী, কহিলেন মিথ্যা অতি,
রামমায়াপদে নতি, করিল শঙ্কর।
হরি ইচ্ছা বলবতী, ভাবিলা পার্ব্বতীপতি,
বিচারি হৃদয়ে অতি, চিন্তামগ্ন হর ॥
হর প্রিয়া হৈমবতী, সীতারূপ হৈল সতী,
বিষাদে কাতর অতি, হরের হৃদয়।
সতীসহ কিরূপেতে, প্রীতি করি পূর্ব্বমতে,
ভক্তিপথ নষ্ট তাতে, মহাপাপ হয় ॥
ত্যজিতে পরম প্রেম, হৃদয় না হয় ক্ষম,
পত্নীভাবে কৈলে প্রেম, হয় বড় পাপ।
প্রকাশ করিতে নারে, হয় দুখী চিন্তা ভারে
সর্ব্বদা অন্তর জারে, প্রবল সন্তাপ ॥

তবে হর প্রভুপদে প্রণাম করিল।
স্মরিতে শ্রীরামে হেন মনেতে হইল ॥
সতীর এ দেহসহ না হ'বে মিলন।
শিবের সঙ্কল্প ইহা না হবে খণ্ডন ॥
বিচারিয়া হেন, ধৈর্য্য ধরিয়া শঙ্কর।
চলিলেন নিজ পুরে স্মরি রঘুবর ॥
চলিতে চলিতে পথে হৈল দৈববাণী।
পূর্ণ ভক্তি দেখাইলা ধন্য শূলপাণি ॥
তোমাভিন্ন এ প্রতিজ্ঞা কে পারে করিতে।
রাম ভক্ত শ্রেষ্ঠ তুমি বিদিত জগতে ॥
দৈববাণী শুনি দেবী হইল চিন্তিত।
জিজ্ঞাসিলা মহাদেবে সঙ্কুচিত চিত ॥
কি প্রতিজ্ঞা কৈলে প্রভু কহ দয়াময়।
সত্যধাম হও তুমি দীনের আশ্রয় ॥
নানারূপে সতী জিজ্ঞাসিল বারে বার।
কিছু না কহিল হর সদুত্তরে তার ॥
আপন হৃদয়ে সতী কৈল অনুমান।
জানিল সকল কথা সর্ব্বজ্ঞ ঈশান ॥
করিনু ছলনা আমি প্রভুর সহিত।
স্বভাবতঃ মূর্খ নারী জ্ঞান বিবর্জ্জিত ॥
দুগ্ধ সম দরে হয় জলের বিক্রয়।
উত্তম সহিত প্রীতি রীতি এই হয় ॥
কপটতা অম্লরস তাহে হ'লে যোগ।
হয় রসান্তর, নাহি হয় প্রীতি ভোগ ॥
নিজ কার্য্য হৃদয়েতে যদি চিন্তা করি।
কত দুখ হয় তাহা বর্ণিতে না পারি ॥

পরম গম্ভীর প্রভু কৃপা পারাবার।
মম অপরাধ নাহি করেন প্রচার ॥
শঙ্করের ভাব হেরি ব্যাকুলা ভবানী।
ত্যজিলেন প্রভু মোরে হৃদয়েতে জানি ॥
নিজে অপরাধী কিছু না পারে বলিতে।
কুমারের ভাঁটী মত তপ্ত হয় চিতে ॥
চিন্তাকুলা মহেশ্বরী জানি মহেশ্বর।
সুখ হেতু কহে নানা আখ্যান সুন্দর ॥
বলিতে বলিতে পথে নানা ইতিহাস।
উপনীত হইলেন মহেশ কৈলাস ॥
আপন প্রতিজ্ঞা হর করিয়া স্মরণ।
বট তরু তলে বৈসে করি পদ্মাসন ॥
স্বাভাবিক স্বস্বরূপে হৈলা নিমগন।
অপূর্ব্ব-সমাধি হৈল কে করে তুলন ॥
হেথায় কৈলাসে বসি সতী অনুক্ষণ।
আপন হৃদয়ে করে চিন্তা অগণন ॥
গূঢ়মর্ম্ম এর কেহ কিছু না জানিল।
এক এক দিন যুগ সম চলি গেল ॥
দেবীর হৃদয়ে চিন্তা জাগে নিত্য নব।
কত দিনে দুখ জলধির পার হব ॥
শ্রীরামের অপমান আমি যে করিনু।
পতির বচন মিথ্যা বলিয়া জানিনু ॥
বিধাতা তাহার ফল দিলেন আমারে।
যেরূপ উচিত বুঝি আপন অন্তরে ॥
হে বিধে! ইহা ত তব নহে সমুচিত।
প্রভুহীন করি মোরে রেখেছ জীবিত ॥
মানসিক দুখ যত কে করে বর্ণন।
সুচতুরা সতী করে শ্রীরামে স্মরণ ॥
'দীনবন্ধু' বলি প্রভু জগতে আখ্যান।
বিপদ-বারণ নাম বেদ করে গান ॥
করযুড়ি সেই হেতু করি এ বিনয়।
শীঘ্র যেন মম এই দেহ নষ্ট হয় ॥
যদি মম থাকে প্রেম শিবের চরণে।
অন্য কিছু নাহি জানি বাক্য, কর্ম্ম, মনে ॥
তবে সমদর্শী প্রভু কহহ উপায়।
বিনা শ্রমে দেহ যেন শীঘ্র নাশ পায় ॥
প্রভুর বিরহ দুখ সহ্য নাহি হয়।
কর দুখ দূর প্রভু তুমি দয়াময় ॥
কত দুখ হেনরূপে পাইলেন সতী।
বর্ণন করিতে নাহি বাক্যের শকতি ॥
সাতাশী সহস্রবর্ষ হইলেক গত।
সমাধি ত্যজিলা শম্ভু বিনাশ-রহিত ॥
রাম নাম সদাশিব কৈল উচ্চারণ।
জানিলা জননী জগপতি-জাগরণ ॥
যাইয়া প্রভুর পদ করিলা বন্দন।
সম্মুখে শঙ্কর দিলা বসিতে আসন ॥
গঙ্গানারায়ণ সুত রাধিকা প্রসাদ।
তুলসী প্রসাদে রচে অমৃতের স্বাদ ॥

দক্ষ যজ্ঞ।

হরি কথা মনোহর লাগিলা বর্ণিতে।
দক্ষপ্রজাপতি জনমিল সে কালেতে ॥
সর্ব্বযোগ্য দেখি বিচারিয়া সৃষ্টিপতি।
করিলেন দক্ষে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ॥
পাইলেন দক্ষ যবে শ্রেষ্ঠ অধিকার।
অহঙ্কারে হৈল মত্ত হৃদয় তাহার ॥
সংসারে জনম লভি হেন কেবা হয়।
প্রভুত্ব পাইয়া মত্ত অহঙ্কারী নয় ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুনিগণে করি আবাহন।
সুমহত যজ্ঞ দক্ষ কৈল আরম্ভণ ॥
যজ্ঞ ভাগে অধিকারী যেই মুনিগণ।
সাদরে সকলে কবিলেন নিমন্ত্রণ ॥

নাগ, সিদ্ধগণ আর গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।
স্ব স্ব পত্নী সহ চলে যতেক অমর॥
বিমানে আরোহি চলে সর্ব্ব দেবগণ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর না কৈল গমন॥
আকাশ মার্গেতে সতী কৈল নিরীক্ষণ।
দেখিল বিবিধ রথ করয়ে গমন॥
গাহিছে মধুর গান দেব নারীগণ।
শ্রবণে পশিলে যাহা ভাঙ্গে মুনি ধ্যান॥
জিজ্ঞাসিলে, শিব সব কহেন বর্ণিয়া।
পিতৃ-যজ্ঞ শুনি সতী উঠে হরষিয়া॥
মহেশ যদ্যপি আজ্ঞা দেন কৃপা করি।
কিছু দিন রহি গিয়া এই ছল করি॥
পতি পরিত্যাগ হেতু হৃদে দুখ হয়।
নিজ অপরাধ মানি কিছু না কহয়॥
ভয় প্রেমরস আর সংকোচ-মিশ্রণ।
বলিলেন দক্ষসুতা সুন্দর বচন॥
মহান্ উৎসব হ'বে পিতার মন্দিরে।
আদেশ যদ্যপি প্রভু করহ আমারে॥
যাই আমি পিত্রালয়ে কৃপা নিকেতন?।
সাদরে দেখিব গিয়া সে যজ্ঞ কেমন॥
উত্তম কহিলা শিবে? মনেতে লাগিলা।
অনুচিত কিন্তু নাহি নিমন্ত্রণ দিলা॥
সকল সুতারে দক্ষ কৈল নিমন্ত্রণ।
মম শত্রুতায় হৈল তোমা বিস্মরণ॥
আমা হৈতে হৈল ব্রহ্মপুরে অসম্মান।*
অদ্যাবধি সেই হেতু করে অপমান॥
বিনা নিমন্ত্রণে সতী তথায় যাইবে।
স্নেহ, সমাদর, প্রেম, মর্য্যাদা না রবে॥
মিত্র, প্রভু, পিতা আর গুরুর গৃহেতে।
বিনা আবাহনে দোষ না হয় যাইতে॥
তথাপি বিরোধ যদি কোন স্থানে হয়।
যাইলে তথায় কভু শুভ নাহি হয়॥
নানারূপে শম্ভু তারে কত বুঝাইলা।
অবশ্য হইবে বলি দেবী না মানিলা॥
কহে প্রভু যাবে যদি বিনা নিমন্ত্রণে।
ভালফল হবে বলি নাহি লাগে মনে॥
রাখিতে যতনে কৈল উপায় বিস্তর।
না রহিবে শিবজায়া বুঝিল শঙ্কর॥
মুখ্য মুখ্যগণে কিছু সঙ্গে করি দিল।
বিদায় লইয়া গৌরী পিত্রালয়ে গেল॥
উপনীত হৈল গৌরী পিতার আলয়ে।
সমাদর কেহ নাহি কৈল দক্ষভয়ে॥
যদিও জননি আসি মিলিল সাদরে।
ভগিনীরা মিলিলেন হাসি ঘৃণাভরে॥
দক্ষ কুশলাদি প্রশ্ন কিছু না পুছিল।
সতীরে দেখিয়া ক্রোধে গাত্রদাহ হৈল॥
যজ্ঞ দেখিবারে সতী করিল গমন।
শিব যজ্ঞভাগ নাহি করে দরশন॥
তখন বুঝিল যাহা শঙ্কর কহিল।
পতি অপমান জানি জ্বলিয়া উঠিল॥
পতিত্যাগ হেতু পূর্ব্বে যে দুখ আছিল।
তদপেক্ষা মহাদুখ অধিক হইল॥
যদ্যপি সংসারে দুখ বিবিধ প্রকার।
জাতি অপমান হয় সকলের সার॥
বিচারি সতীর মনে হৈল বড় ক্রোধ।
জননী বিবিধরূপে দিলেন প্রবোধ॥

* কোন সময়ে ব্রহ্মলোকে দেবতাগণের সভাতে দক্ষপ্রজাপতি উপস্থিত হইলে শিব, এবং ব্রহ্মা ভিন্ন সমস্ত দেবতাই গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা দক্ষের পিতা ছিলেন। সুতরাং জামাতা কর্ত্তৃক এইরূপ অপমানিত হইয়া দক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। সেই হইতে মহাদেবের প্রতি দক্ষের শত্রুতা রহিয়া গেল।

শঙ্করের অপমান না হয় সহন।
কোন রূপে শান্ত নাহি হৈল সতী মন ॥
সভাসদগণে তিনি করি আবাহন।
বলিলেন গরজিয়া সক্রোধ বচন॥
শুন সভাসদ সবে আর মুনিগণ।
যে জন করেছ শিব-নিন্দা বা শ্রবণ ॥
সমুচিত ফল তার পাইবে সত্বর।
মনস্তাপ পাবে পরে পিতাও বিস্তর ॥
সজ্জন, শঙ্কর, লক্ষ্মীপতির নিন্দন।
শুনি যথা তথা হয় এরূপ নিয়ম ॥
সামর্থ্য থাকিলে তার রসনা কর্ত্তন।
কিম্বা ত্যজি সেই স্থান ঢাকিয়া শ্রবণ ॥
জগতের আত্মা হন হর ত্রিপুরারী।
জগতজনক সর্ব্বজন হিতকারী ॥
মন্দমতি পিতা মম নিন্দা করে তাঁর।
দক্ষশুক্রজাত হয় শরীর আমার ॥
সত্বর ত্যজিব দেহ আমি সেই হেতু।
হৃদে করি ধ্যান চন্দ্রমৌলি বৃষকেতু ॥
এত বলি যোগাগ্নিতে দেহ দগ্ধ কৈল।
যজ্ঞশালা মাঝে হাহাকার রব হৈল ॥
সতীর মরণ শুনি শিব চরগণ।
নানা উপদ্রব যজ্ঞে কৈল আরম্ভণ ॥
যজ্ঞবিঘ্ন দেখি ভৃগু শ্রেষ্ঠ মুনিবর।
মন্ত্রের প্রভাবে রক্ষিলেন যজ্ঞঘর ॥
সমাচার পা'ন যবে ত্রিপুর-নাশন।
মহাক্রোধে বীরভদ্রে করেন প্রেরণ ॥
তিনি গিয়া করিলেন যজ্ঞ বিনাশন।
সর্ব্বদেবে বিধিমত করিয়া শাসন ॥
দক্ষের যে গতি হৈল জগতে বিদিত।
লভে যেই ফল শিবদ্বেষী বিধিমত ॥
প্রসিদ্ধ এ ইতিহাস জানে সর্ব্বজন।
সে হেতু সংক্ষেপে আমি করিনু বর্ণন।

মৃত্যুকালে হরি পাশে বর মাগে সতী।
জন্ম জন্ম শিবপদে থাকে যেন মতি ॥
সে কারণ হিমাগিরি গৃহেতে গমন।
করিয়া, পার্ব্বতীরূপে লভিলা জনম ॥

পার্ব্বতীর বিবরণ।

শৈলগৃহে উমা যবে জনম লভিল।
সর্ব্বসিদ্ধি সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমুদিত হৈল ॥
যথা তথা মুনিগণ আশ্রম রচিল।
সমুচিত বাসস্থান হিমাচল দিল ॥
নানা জাতি বৃক্ষ হৈল নূতন নূতন।
নানারূপ ফল ফুলে কিবা সুশোভন ॥
মনোহর গিরিবরে করি সুসজ্জিত।
মণির আকর কত হৈল প্রকটিত ॥
নদীগণ মধ্যে বহে সুপবিত্র জল।
সদা সুখী খগ, মৃগ, মধুকর দল ॥
স্বাভাবিক বৈরভাব ত্যজি জীবগণ।
শৈলপরে পরস্পর প্রেমে নিমগন ॥
হেন শোভাময় শৈল শৈলজা জনমে।
রামভক্তি লভি ভক্ত শোভিত যেমনে ॥
নিত্য নব হয় গৃহে মহামহোৎসব।
যশোগান করে সদা ব্রহ্মা আদি দেব ॥
নারদ যখন এই সংবাদ পাইল।
কৌতুকে গিরির গৃহে আসিয়া জুটিল ॥
করিলেন শৈলরাজ অতি সমাদর।
পদ ধৌত করি দিল আসন সুন্দর ॥
রাজ্ঞীসহ প্রণমিলা মুনির চরণে।
পদধৌতজল সিঞ্চে সমস্ত ভবনে ॥
আপন সৌভাগ্য গিরি অনেক বর্ণিল।
ডাকিয়া কন্যারে মুনিচরণে ফেলিল ॥

ত্রিকালজ্ঞ হও তুমি সর্ব্বতত্ত্ব জান।
সর্ব্বস্থানে হয় তব গমনাগমন ॥
কহ দোষগুণ কিবা মম দুহিতার।
মুনিবর করি নিজ হৃদয়ে বিচার ॥
মৃদু গূঢ়বাক্যে হাসি বলিলেন মুনি।
সর্ব্বগুণখনি হয় তোমার নন্দিনী ॥
স্বভাব সুশীলা সুচতুরা মনোরমা।
অম্বিকা ভবানী আর নাম হয় উমা ॥
সর্ব্বসুলক্ষণযুতা তোমার নন্দিনী।
হইবে সতত নিজ পতি আদরিণী ॥
পতিসুখ চিরকাল অচল রহিবে।
ইহা হৈতে পিতা মাতা সুযশ লভিবে ॥
সকলের পূজনীয়া হইবেন ভবে।
ইহাঁরে সেবিলে কিছু দুর্ল্লভ না রবে ॥
স্মরিয়া ইহাঁর নাম সকলে সংসারে।
চড়িবে রমণী পতিব্রত-অসিধারে ॥
শৈলরাজ সুলক্ষণা তনয়া তোমার।
দুই চারি অবগুণ শুন এবে তার ॥
গুণহীনা ( ) মানহীনা (২) মাতৃপিতৃহীনা। (৩)
উদাসীনা (৪) আর সব সংসার বিহীনা ॥ (৫)
যোগাচারী জটাধারী কর্ম্মহীন মন। (৬)
অমঙ্গল বেশধারী (৭) বিহীন বসন ॥
হেনরূপ পতিদেব হইবে ইহাঁর।
হস্ত রেখা দেখি এই করিনু বিচার।
মুনির বচন শুনি সত্য বলি মানি।
দম্পতী হইলা দুখী হর্ষিতা ভবানী ॥

নারদো ইহার ভেদ বুঝিতে না পারে।
অবস্থা সমান ভিন্ন ভাবের বিচারে ॥ (৮)
মেনকা † গিরিজা গিরি আর সখীগণ।
পুলক শরীর সবে সজল নয়ন ॥
দেব ঋষি বাক্য কভু মিথ্যা নাহি হয়।
সেই বাক্য রাখে উমা ধরিয়া হৃদয় ॥
শিবপদ সরসিজে স্নেহ উপজিল।
মিলন দুষ্কর, মনে সন্দেহ হইল ॥
মন্দ অবসর জানি প্রেম লুকাইয়া।
পুনরায় সখী কোলে বসিলেন গিয়া ॥
মিথ্যা নাহি হয় দেব ঋষির বচন।
চিন্তিতা দম্পতী সচতুরা সখীগণ ॥
হৃদে ধৈর্য্য ধরি কহিলেন গিরিবর।
কি উপায় করি নাথ কহ মুনিবর ॥
কহিলেন মুনিরাজ শুন হিমাচল।
বিধিকর্ত্তা যাহা কিছু ললাটে লিখিল ॥
দেবতা, দানব, নর, নাগ, মুনিগণ।
কেহ নাহি পারে তাহা করিতে খণ্ডন ॥
তবু কহিতেছি এক তোমারে উপায়।
সিদ্ধ হ'বে করে যদি দেবতা সহায় ॥
যেই বর কথা আমি করিনু বর্ণন।
নিঃসংশয় উমা সহ তাঁহার মিলন ॥
বরের যে সব দোষ হইল কথিত।
মম অনুমান শিবে সব সম্ভাবিত ॥
যদ্যপি বিবাহ হয় শঙ্করের সনে।
দোষ সব গুণ হবে কহে সর্ব্বজনে ॥

(১) সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অতীতা। (২) পরিমাণ রহিতা। (৩) তিনি সকলের মাতা পিতা অতএব মাতাপিতা বিহীনা অনাদি।

(৪) শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান বিশিষ্টা। (৫) সমস্ত সংসার বিনাশকারিণী।

(৬) সমস্ত বাসনা রহিত। (৭) বিভূতি ভূষিত। (৮) সকলের শরীর রোমাঞ্চিত ও নেত্রে জল দেখা গেল কিন্তু যাবতীয় দুখের কারণ এবং পার্ব্বতীর সুখের জন্য হইল। নারদ মনের কথা বুঝিতে পারিল না।

† মেনকা গিরিরাজের স্ত্রী।

শেষ-শয্যা প্ররে হরি করেন শয়ন।
তাহে বুধ দোষ কিছু না করে গ্রহণ॥
অগ্নি, ভানু সর্ব্বরস করয়ে ভক্ষণ।
তাহাদেরে মন্দ কেহ না বলে কখন॥
করিলে ও শুভাশুভ সলিল বহন।
গঙ্গা অপবিত্র কেহ কহে না কখন॥
শৈলরাজ? সমর্থের নাহি কোন দোষ।
বহ্নি, ভানু, গঙ্গাসম সতত নির্দ্দোষ॥
যেই মূর্খ জ্ঞানহীন করি অভিমান।
শক্তিমান সহ চাহে হইতে সমান॥
কল্পকাল থাকে সেহ নরক মাঝারে।
জীব কি ঈশ্বর সহ সম হ'তে পারে!॥
গঙ্গাজলে মদ্য যদি করয়ে নির্ম্মাণ।
সাধুগণ কভু তাহা নাহি করে পান॥
গঙ্গাতে মিলিয়া মদ্য যথা সুপাবন।
জীব ঈশ্বরেতে হয় পার্থক্য তেমন॥ *
স্বাভাবিক শক্তিশালী শম্ভু ভগবান।
এ বিবাহে সর্ব্বরূপে হইবে কল্যাণ॥
যদ্যপিও দুরারাধ্য ত্রিপুর-নাশন।
ক্লেশ কৈলে কিন্তু পুনঃ আশুতুষ্ট হ'ন॥
তপস্যা করয়ে যদি তোমার কুমারী।
হলেও অবশ্য ভাব্য খণ্ডে ত্রিপুরারী॥
যদ্যপি অনেক বর জগমাঝে হয়।
শিব ভিন্ন অন্য কেহ সমযোগ্য নয়॥
বরদ প্রণত-জন-দুখ-বিনাশক।
কৃপার জলধি ভক্ত-মানস-রঞ্জক॥
শিব আরাধনা ভিন্ন ফল অভীপ্সিত।
কোটি যোগ জপাদিতে না হয় সাধিত॥
নারদ এতেক কহি শ্রীহরি স্মরিলা।
শৈলসুতা শিবানীরে আশীর্ব্বাদ দিলা॥

হইবে সকল তব কল্যাণ মঙ্গল।
ত্যজ গিরিরাজ এবে সংশয় সকল॥
এত বলি গেল মুনি ব্রহ্মার ভবন।
শুন অতঃপর যাহা হইল ঘটন॥
মেনকা কহিল পেয়ে পতিকে নির্জ্জনে।
কিছু না বুঝিনু নাথ মুনির বচনে॥
ঘর, বর, কুল যদি অনুপম হয়।
সুতা অনুরূপ হেরি কর পরিণয়॥
নতুবা কুমারী রবে বরঞ্চ তনয়া।
প্রাণকান্ত! উমা মম প্রাণাধিক প্রিয়া॥
গিরিজার যোগ্য বর যদি নাহি মিলে।
স্বাভাবিক জড় গিরি কহিবে সকলে॥
সেরূপ বিচারি স্বামী দিবেন বিবাহ।
যেন পুনঃ নাহি হয় হৃদয়ের দাহ॥
এত বলি পদে মাথা রাখিয়া পড়িল।
সস্নেহে গিরীশ তারে বলিতে লাগিল॥
বরঞ্চ চন্দ্রেতে হ'বে অগ্নির স্ফুরণ।
অন্যথা না হয় কভু নারদ বচন॥
প্রাণপ্রিয়ে? চিন্তা সব কর পরিহার।
স্মরহ শ্রীভগবানে হৃদয় মাঝার॥
পার্ব্বতীরে যেই জন করিল নির্ম্মাণ।
করিবেন তিনি তার কল্যাণ বিধান॥
আছয়ে তোমার যদি সুতা প্রতি স্নেহ।
তবে গিয়া তুমি তারে এই শিক্ষা দেহ॥
করুক সে তপ যাহে মিলিবে মহেশ।
নাহিক উপায় অন্য যাহে মিটে ক্লেশ॥
নারদ বচন হয় সগর্ভ(১)সহেতু (২)।
সর্ব্বগুণনিধি মনোরম বৃষকেতু॥
এরূপ বিচারি তুমি শঙ্কা ত্যাগ কর।
কলঙ্ক বিহীন হ'ন সর্ব্বরূপে হর॥

* জীব ঈশ্বর হইতে যত দিন পৃথক থাকে ততদিন দূষিত, আর যখন মিলিত হইয়া যায় তখন ঈশ্বরই হইয়া যায়।

(১) অভিপ্রায় যুক্ত। (২) কারণ যুক্ত।

পতির বচন শুনি হরষিত মন।
সুন্দর গিরিজা পাশে করিল গমন॥
উমারে হেরিয়া জলে ভাসে দুনয়ন।
স্নেহের সহিত কোলে করিল ধারণ॥
পুনঃ পুনঃ তারে নিজ হৃদয়ে ধরিল।
গদ গদ কণ্ঠ, কিছু বাক্য না স্ফূরিল॥
জগতের মাতা হ'ন সর্ব্বজ্ঞ ভবানী।
বলিলা মাতারে সুখকর মৃদুবাণী॥
শুন মাতা আমি তোরে করাই শ্রবণ।
দেখিনু নিদ্রার ঘোরে আজি যে স্বপন॥
স্বর্ণ বরণ গৌর এক বিপ্রবর।
এই উপদেশ মোরে দিলেন সুন্দর॥
কর গিয়া তপ তুমি শৈলেশ-নন্দিনী।
নারদ কহিল যাহা সত্য করি মানি॥
হবে ইহা পুনঃ পিতৃমাতৃ মনোগত।
দুখ দোষ নাশে তপ সুখদ সতত॥
তপস্যা-প্রভাবে বিশ্ব রচিলেন ধাতা।
তপোবলে বিষ্ণু সর্ব্ব জগতের ত্রাতা॥
তপের প্রভাবে শম্ভু করেন সংহার।
তপোনলে নাগরাজ ধরে মহীভার॥
তপস্যা আধার সব সৃষ্টির ভবানী।
করহ তপস্যা গিয়া ইহা মনে জানি॥
গৌরীর বচন শুনি বিস্মিতা জননী।
গিরিরাজে ডাকি শুনাইল স্বপ্নবাণী॥
নানারূপে মাতা, পিতা বুঝাইল তারে।
হঠ মনে গেলা উমা তপ করিবারে॥
পিতা মাতা আর যত প্রিয় পরিজন।
ভয়াকুল সবে মুখে না সরে বচন॥
বেদশিরা নামে মুনি তথায় আসিয়া।
কহিল সকলে বিধিমতে বুঝাইয়া॥
পার্ব্বতী-মহিমা সবে করিয়া শ্রবণ।
হইলেন শান্তচিত্ত সর্ব্ব পরিজন॥

হৃদে ধরি উমা প্রিয় পতির চরণ।
বিপিনেতে গিয়া করে তপ আচরণ॥
অতি সুকুমার দেহ তপযোগ্য নয়।
পতির চরণ চিন্তি ত্যজে ভোগ-চয়॥
নিত্য নব শিব পদে অনুরাগ হয়।
তপস্যায় লাগে চিত্ত দেহ ভুলি রয়॥
সহস্র বৎসর করে ফলমূলাশন।
শাক খেয়ে শতবর্ষ করিল যাপন॥
জল, বায়ু পানে কিছু দিন কাটাইল।
কিছু দিন সুকঠিন উপবাস কৈল॥
শুষ্ক বিল্বপত্র যাহা পড়ে ভূমিপর।
তাহা খেয়ে গেল তিন সহস্র বৎসর॥
পুনরায় শুষ্কপত্র কৈল পরিহার।
সে হেতু অপর্ণা নাম হইল উমার॥
তপস্যায় ক্ষীণ দেখি উমার শরীর।
ব্রহ্মবাণী আকাশেতে হইল গম্ভীর॥
এতদিনে পূর্ণ তব মনোরথ হয়।
শুন গিরিরাজসুতে, বচন নিচয়॥
পরিহার কর সব সুদুঃসহ ক্লেশ।
মিলিবেন তোমা সহ সুন্দর মহেশ॥
এরূপ তপস্যা কেহ না করে ভবানী।
হইয়াছে বহু ধৈর্য্যশীল, মুনি জ্ঞানী॥
ধরহ হৃদয়ে এবে ব্রহ্মবর-বাণী।
সত্য নিত্য সুপবিত্র নিজ মনে জানি॥
আসিবেন পিতা তোমা লইতে যখন।
হঠ পরিহরি গৃহে যাইবে তখন॥
মিলিবে তোমায় যবে সপ্তঋষিবর।
জানিবে তখন প্রমাণিত বাক্যবর॥
আকাশ হইতে শুনি বিধির বচন।
পুলকিত গাত্র উমা হরষিত মন॥
উমার চরিত্র বর্ণিলাম মনোহর।
শুন এবে উমাপতি চরিত্র সুন্দর॥

সতীর দেহাবসানে শিবচরিত্র।

সতী গিয়া যবে করিলেন দেহত্যাগ।
তখন শিবের মনে হইল বিরাগ ॥
সর্ব্বক্ষণ করে জপ রঘুপতি-নাম।
যথা তথা গিয়া শুনে রাম গুণগ্রাম ॥
চিদানন্দ শূলপাণি সদা সুখধাম।
পরাজয় মানিয়াছে মোহ, মদ, কাম ॥
সর্ব্বলোক মনোহর শ্রীহরি চিন্তন।
হৃদয়ে করিয়া, বিশ্বে করে বিচরণ ॥
মুনিগণে বসুর কোথা উপদেশ জ্ঞান।
কোথাও বা রামগুণ করেন ব্যাখ্যান ॥
যদিও কামনা হীন তবুও শঙ্কর।
ভক্তের বিরহদুখে দুখিত অন্তর ॥
হেনরূপে বহুকাল বিগত হইল।
নিত্য নব প্রেম রামপদে উপজিল ॥
শঙ্করের প্রেম আরি সুকঠিন পণ।
হৃদয়ে অচল ভক্তি করি নিরীক্ষণ ॥
প্রকট হইল রাম কৃতজ্ঞ কৃপাল।
রূপশীল-নিধি আর তেজে সুবিশাল ॥
করেন প্রশংসা হয়ে বহু প্রকারেতে।
তোমা ভিন্ন হেন ব্রত কে পারে করিতে ॥
বহুবিধ রামচন্দ্র শিবে বুঝাইল।
পার্ব্বতীর জন্মকথা কহি শুনাইল ॥
পরম পবিত্রতম গৌরী আচরণ।
বিস্তারিয়া কৃপানিধি করিলা বর্ণন ॥
এখন বিনয় মম শুনহ শঙ্কর।
যদি স্নেহ কর তুমি আমার উপর ॥
করহ বিবাহ গিয়া তুমি শৈলজারে।
প্রার্থনা আমার এই পুরহ সাদরে ॥
কহে শিব যদ্যপিও উচিত না হয়।
তথাপি প্রভুর বাক্য খণ্ডিবার নয় ॥
শিরে ধরি তব আজ্ঞা করিব পালন।
ইহাই আমার নাথ পরম ধরম ॥
পিতৃ-মাতৃ-গুরুবাক্য, প্রভুবাক্য আর।
করিবেক শুভজানি না করি বিচার ॥
সর্ব্বভাবে হিত তুমি মম হিতকর।
তব আজ্ঞা ধরি প্রভু মস্তক উপর ॥
প্রভু তুষ্ট হ'ল শুনি শঙ্কর বচন।
ভকতি বিবেক ধর্ম্ম ভরেতে পূরণ ॥
প্রতিজ্ঞা রহিল হর কহিলেন স্বামী।
হৃদে এবে ধর যাহা কহিলাম আমি ॥
এতেক কহিয়া প্রভু হৈল অন্তর্হিত।
শঙ্কর সে মূর্ত্তি হৃদে করিল স্থাপিত ॥
সপ্তঋষি হেনকালে শিব পাশে আসে।
সুমধুর বাক্যে প্রভু তাঁহাদেরে ভাষে ॥
পার্ব্বতী নিকটে সবে করিয়া গমন।
প্রেমের পরীক্ষা তার করহ গ্রহণ ॥
গিরিরে প্রেরণ করি পাঠাও ভবন।
হউক আমার সব সন্দেহ ভঞ্জন ॥
ঋষিগণ দেখিলেন গৌরীরে কেমন।
মূরতি ধরিয়া রহে তপস্যা যেমন ॥
কহিলেন মুনিগণ শুনহ পার্ব্বতী।
কি কারণে কর তুমি এই তপ অতি ॥
কার কর আরাধনা কিবা তুমি চাহ।
সত্যমর্ম্ম আমাদের নিকটে বলহ ॥
ঋষিগণ বাক্য সব শুনিয়া ভবানী।
কহিতে লাগিল মনোহর গূঢ়বাণী ॥
কহিতে মরম অতি সঙ্কুচিত মন।
হাসিবে মূর্খতা মম করিয়া শ্রবণ ॥
হঠপূর্ণমন শিক্ষা না করে শ্রবণ।
চাহে বারিপরে ভিত্তি করিতে স্থাপন ॥
নারদ বচন সত্য বলিয়া জানিনু।
বিনা পক্ষে উড়িবারে ইচ্ছা যে করিনু ॥

দেখ মুনিগণ আমি অজ্ঞান কেমন।
সদা শিবে পতিরূপে চাহে মম মন ॥
শুনিয়া বচন হাস্য করে মুনিগণ।
গিরি হৈতে তব দেহ লভিল জনম ॥
নারদের উপদেশ করিয়া শ্রবণ।
বল গৃহে বাস কার হ'য়েছে কখন ॥
উপদেশ দিল গিয়া দক্ষসুতগণে। *
পুনরায় ফিরি তারা না এ'ল ভবনে ॥
চিত্রকেতু ঘর নষ্ট করিল সে জন। †
হিরণ্যকশিপু দশা করিল তেমন ॥ ‡
নারদের শিক্ষা যেই শুনে নরনারী।
গৃহত্যজি হয় সেহ অবশ্য ভিখারী ॥
মনে কপটতা দেহে সজ্জন-লক্ষণ।
আপন সদৃশ সবে করিতে মনন ॥
তাহার বচনে তুমি করিয়া বিশ্বাস।
পতি চাহ তারে যেই সতত উদাস ॥
কপালী কুবেশ আর নির্লজ্জ নির্গুণ।
সর্পধারী দিগম্বর কুল-গৃহ-হীন ॥
লভি হেন বর বল কেবা সুখ পায়।
ভাল ভুলিয়াছ তুমি ধূর্ত্তের কথায় ॥
সবে কহে শিব করি বিবাহ সতীরে।
সঙ্কটে ফেলিয়া বধ করাইল তারে ॥
ভিক্ষা মাগি খায় আর সুখে নিদ্রা যায়।
অন্য কোনরূপ চিন্তা মনে নাহি তায় ॥

একা অবস্থান করা স্বভাব যাহার।
কেমনে রমণী ঘরে রহিবে তাহার ॥
এখনো মোদের বাক্য করহ স্বীকার।
তব যোগ্য স্বামী মোরা করেছি বিচার ॥
সুন্দর সুখদ শুচি আর জ্ঞানবান।
বেদ যশ-লীলা যার সদা করে গান ॥
সর্ব্বদোষহীন আর সর্ব্বগুণরাশি।
শ্রীপতি সতত যিনি বৈকুণ্ঠ-নিবাসী ॥
তোমার এরূপ বর মিলাইব আনি।
ইহা শুনি হাসি বাক্য বলেন ভবানী ॥
সত্য কহিয়াছ দেহ হয় গিরিজাত।
প্রতিজ্ঞা না ছাড়ি যদি হয় দেহ পাত ॥
পাষাণ হইতে হয় সুবর্ণ জনম।
জারিলেও সেহ নিজ না ছাড়ে ধরম ॥
ত্যজিবনা কভু আমি নারদ বচন।
নাহি ভয়, থাকে কিম্বা না থাকে ভবন ॥
গুরু বচনেতে যার বিশ্বাস না হয়।
স্বপনেও সুখ কিম্বা সিদ্ধি নাহি হয় ॥
মহাদেব হ'ন সর্ব্ব দোষের আকর।
হউন অথবা বিষ্ণু সর্ব্ব গুণাকর ॥
যাহার সহিত যার মজে যায় মন।
তাহারি সহিত তার হয় সম্মিলন ॥
প্রথমে মিলিতে তুমি যদি মুনিবর।
শুনিতাম তব শিক্ষা পূরি শিরোপর ॥

* সৃষ্টি মানসে দক্ষ প্রথমে ১০০০ একহাজার পুত্র উৎপন্ন করেন, নারদের উপদেশে তাহারা গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস ব্রত ধারণ করেন। (মৎস্য পুরাণ)

† চিত্রকেতু অঙ্গিরা মুনির অনুগ্রহে একটী পুত্র লাভ করেন। পুত্রের বিমাতাগণ বিষদানে সেই ছেলেকে হত্যা করেন। নারদ ঋষি সেই সন্তানকে জীবিত করিলে সেই সন্তান পিতামাতাকে জ্ঞান উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতেই চিত্রকেতু স্বপত্নীসহ সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন।

‡ নারদের উপদেশে প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত হ'ন, ও তাহার দ্বারা হিরণ্যকশিপুর রাজ্যনাশ ও প্রাণনাশ হয়।

শিব তরে এবে আমি এই জন্মধরি।
দোষগুণ বিচারিয়া বল কিবা করি॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা যদি হৃদয়ে সবার।
শ্রেষ্ঠবর না খুঁজিয়া রহিতে না পার॥
তাহ'লে কৌতুক-প্রিয় আলস্য না ক'রে।
বর-কন্যা আছে বহু জগত মাঝারে॥
প্রতিজ্ঞা আমার কোটি জনমের তরে।
রহিব কুমারী কিম্বা বরিব শম্ভুরে॥
ত্যাগ না করিব নারদের উপদেশ।
নিজে শতবার যদি বলেন মহেশ॥
কহিলা জননী, আমি পড়ি পদতলে।
বিলম্ব হইল যাও ভবনে সকলে॥
প্রেম দেখি বলিলেন শ্রেষ্ঠ মুনি জ্ঞানী।
জয় জয় জয় জগজননী ভবানী॥
শিব ভগবান, তুমি মায়া স্বরূপিনী।
নিখিল বিশ্বের হ'ও জনক জননী॥
এত বলি গৌরী পদে শির নোয়াইয়া।
চলে মুনিগণ পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হৈয়া॥
গিয়া মুনিগণ শৈলে পাঠান সেখানে।
বিনতি করিয়া গৃহে গিরিজারে আনে॥
সপ্তঋষি পুনঃ শিব নিকটে যাইল।
উমার সকল কথা তাঁরে শুনাইল॥
গৌরী-প্রেম শুনি শিব হইল মগন।
হৃষ্টচিত্ত ঋষিগণ করিল গমন॥
মন স্থির করি তবে শম্ভু ভগবান।
করিতে লাগিল রঘুনায়কের ধ্যান॥
তারক অসুর জনমিল সেইকাল।
অমিত প্রতাপ ভুজে তেজে সুবিশাল॥
লোক পতি সহ সর্ব্বলোকে সে জিনিল।
দেবের সম্পত্তি সুখ সকল ঘুচিল॥
অজর অমর সম নাহি পরাজয়।
বিবিধ যুদ্ধেতে দেব মানে পরাজয়॥

দেব সবে গিয়া তবে ব্রহ্মারে কহিল।
বিধি দেব-দুখ দেখি দুখিত হইল॥
বুঝাইয়া বিধি কহিলেন সবাকারে।
দনুজ-নিধন তবে হইবারে পারে॥
শম্ভুশুক্র সমুদ্ভূত যদি হয় সুত।
তাহা হৈতে রণে এহ হ'বে পরাজিত॥
মম কথা শুনি সবে করহ উপায়।
হ'বে সিদ্ধ যদি হ'ন ঈশ্বর সহায়॥
দক্ষ যজ্ঞে সতী ত্যাগ করিলেন দেহ।
লভিলা জনম গিয়া হিমাচল গেহ॥
তপ করিলেন তিনি শম্ভুপতিলাগি।
সমাধিস্থ মহাদেব হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী॥
যদ্যপিও হয় ইহা বিরুদ্ধ ঘটন।
তথাপি আমার এক শুনহ বচন॥
কামদেবে শিবপাশে করহ প্রেরণ।
ক্ষোভিত করুণ তিনি শঙ্করের মন॥
তবে আমি গিয়া শিবে করিয়া প্রণাম।
করা'ব বিবাহ হ'য় যেমত বিধান॥
হেনরূপে ভাল ভাবে হ'বে দেবহিত।
সবে কহিলেন ইহা শ্রেষ্ঠ অভিমত॥
সুরবৃন্দ নানা স্তুতি করে সেই হেতু।
প্রকটে বিষম বাণ লয়ে, মীনকেতু॥

মদন-দহন।

কহিল দেবতা সবে, আপন বিপত্তি তবে,
শুনি বিচারিল নিজমন।
বিরোধ শম্ভুর সহ, শুভমম নহে এহ,
হাসি ইহা বলিল মদন॥
তথাপি করিব আমি, সকলের কাজ স্বামী,
পরম ধরম উপকার।
পরহিত লাগি যেহ, ত্যাগ করে নিজ দেহ,
সাধু করে প্রশংসা তাহার॥

চলিলা এতেক বলি, লয়ে সবা পদধূলি,
পুষ্পধনু করিয়া সহায়।
বলিলেন রতিপতি, হৃদয়ে বিচারি ইতি,
শিব দ্বন্দ্বে ধ্রুব প্রাণ যায়॥
আপন প্রভাব শেষে, বিস্তারিয়া, নিজবশে,
করিলেন জগত সংসার।
ক্রুদ্ধ যবে মীনকেতু, টুটিলেক শ্রুতি-সেতু,
ক্ষণ মধ্যে সব একাকার॥
ধৈর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, সংযমাদি নানা মত,
ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান সংযম।
জপ, যোগাচার, দৈন্য, বিরাগ, বিবেক-সৈন্য,
সবে ভয়ে করে পলায়ন॥
নিজ সৈন্যগণে লয়ে, চলিল বিবেক ধেয়ে,
যুদ্ধে করি পৃষ্ঠ প্রদর্শন।
সদ গ্রন্থ সমুদয়, পর্ব্বতকন্দরে লয়,
আশ্রয় করিয়া পলায়ন॥
এর পরে কিবা হয়, কে করিবে পরাজয়,
কোলাহল জগতে উঠিল।
দুই মাথা আছে কার, যার প্রতি ক্রোধে মার,
ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিল॥
চরাচর বিশ্বময়, আছে যত জীবচয়,
স্ত্রীপুরুষ নামে অভিহিত।
আপন আপন সবে, ত্যজিয়া মর্য্যাদা তবে,
হইলেন কাম বশীভূত॥
সবার হৃদয় মাঝ, জাগিল মদনরাজ,
লতা হেরে নব তরুবর।
তটিনী উল্লাসে মাতি, ধায় জলনিধি প্রতি,
সরোবরে মিলে সরোবর॥
হেন জড় দশা কথা, চেতন ধরম কথা,
তথা কিবা কহিব বর্ণিয়া।
নভ জল থল চারী, পশু পক্ষী আদি করি,
কাম-বশ সময় ভুলিয়া॥

কামেতে নয়ন হীন, ব্যাকুলিত সর্ব্বজন,
চক্রবাক মত্ত নিশিদিন।
দনুজ কিন্নর নর, ভূত, প্রেত, অহিবর,
বেতাল, পিশাচ, দেব, লীন॥
ইহাদের দশা যাহা, বর্ণন না করি তাহা,
সদা সবে জানি কামমত্ত।
সুসিদ্ধ, বিরক্ত, জ্ঞানী, যোগীশ্বর মহামুনি,
ছাড়ে যোগ হ'য়ে কামায়ত্ত॥
হইল কামের বশ, যোগীশ্বর সুতাপস,
পামরের কি কহিব কথা।
দেখে সবে নারীময়, চরাচর সমুদয়,
ব্রহ্মময় দেখিতেন যথা॥
নারী করে দরশন, নরময় ত্রিভুবন,
হেরে নর সব নারীময়।
দুইদণ্ডকাল ধরি, হইল ব্রহ্মাণ্ডোপরি,
কালকৃত কৌতুক নিচয়॥
ধৈরয নাহিক ধরে, কাম সর্ব্বমন হ'রে
বিষম বিভ্রাট জনমিল।
যারে রাখে রঘুবর, সেই কালে সেই নর,
কাম স্রোতে নিস্তার পাইল॥
দুই ঘণ্টা হেন মত, হইল কৌতুক কত,
শম্ভু পাশে উপস্থিত মার।
শিবে করি নিরীক্ষণ, সশঙ্ক মদন মন,
পূর্ব্বরূপ হইল সংসার॥
সত্বরেতে সুখী সব, হইল জগত জীব,
নেশাখোর যথা নেশা হীন।
দূরাধর্ষ ভগবান, সুদুর্গম যার জ্ঞান,
রুদ্রে হেরি সভয় মদন॥
কিরূপ উপায় করি, লজ্জা পাব গেলে ফিরি,
মৃত্যু পণে করিল উপায়।
প্রকাশিত ঋতুরাজ, কুসুমিত তরুরাজ,
লতা বৃক্ষ হৈল নব কায়॥

মনোহর উপবন, দীঘি, সরোবর, বন,
চারিদিকে হৈল সুশোভিত।
যথা তথা দেখা যায়, প্রেমের হিল্লোল ধায়,
মৃতজন কামে বিমোহিত ॥
বন শোভা অভিরাম, সব্য মনে জাগে কাম,
লিখনেতে না যায় বর্ণন।
শীতল সুগন্ধযুত মৃদুমন্দ সুমারুত,
বহে কামানল সন্দীপন ॥
সরোবরে বিকসিত, বহু পদ্ম সুশোভিত,
গুঞ্জে মঞ্জু মধুকর দল।
করে রব কলহংস, পিক, শুক ও সারস,
নাচে গায় অপ্সরা সকল ॥
বিবিধ উপায় কৈল, ক্রমে সব ব্যর্থ হৈল,
সেনাসহ হারিল মদন।
অচল সমাধি মগ্ন, শিবযোগ নহে ভগ্ন,
দেখি ক্রুদ্ধ হৈল কাম মন ॥
বহুশাখ তরুবর, ছিল আম্র মনোহর,
তদুপরি কৈল আরোহণ।
কুসুম ধনুতে বাণ, যত্নে করি সুসন্ধান,
আকর্ণ টানিল ক্রুদ্ধ মন ॥
ছাড়িল বিষম শর, লাগিল হৃদয় পর,
ভাঙ্গে যোগ শঙ্কর জাগিল।
ক্ষুব্ধ হৈল ঈশ মন, মেলিলেন ত্রিনয়ন,
সব দিক দেখিতে লাগিল ॥
আম্রের পল্লব মাঝে, নিরখিয়া রতি রাজে,
হ'ল কোপ কাঁপে লোক ত্রয়।
খুলিলা তৃতীয় নেত্র, দৃষ্টি মাত্র কাম গাত্র,
ক্ষণ মাত্রে ভস্মীভূত হয় ॥
উঠিলেক হাকাকার, জগতের চারিধার,
মুনি, দৈত্য, ভীত দেবগণ।
চিন্তা করি কাম সুখ, ভোগী মনে পায় দুখ,
নিষ্কণ্টক সাধু যোগিগণ ॥

ঘুচিল যোগির ভয়, মূরছিতা রতি হয়,
পতি গতি করিয়া শ্রবণ।
বিলাপি করুণ স্বরে, পতিগুণ গাহি ধীরে,
শিব পাশে করিল গমন ॥
সপ্রেম বিনয় অতি, করি নানারূপ সতী,
রহিল সম্মুখে যুড়ি কর।
আশুতোষ দেবদেব, নিরখি অবলা শিব,
বলিলেন বচন সুন্দর ॥
আজি হৈতে শুন রতি, বিশ্ব মাঝে তব পতি,
খ্যাত হ'বে নামেতে অনঙ্গ।
শরীর নাহিক রবে, সর্ব্বত্র ব্যাপক হ'বে,
শুন নিজ মিলন প্রসঙ্গ ॥
হরিতে মহীর ভার, যবে কৃষ্ণ অবতার,
যদুবংশে করিবে গ্রহণ।
হইবে শ্রীকৃষ্ণ সুত, তব পতি গুণযুত,
মিথ্যা নহে আমার বচন ॥
মধুর শঙ্কর বাণী, ঘরে গেল রতি শুনি,
বর্ণি এবে আগে যাহা হৈল।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, শুনি এই বিবরণ,
সবে মিলি বৈকুণ্ঠেতে গেল ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সঙ্গে করি, গেল যত অসুরারি,
যথা শিব কৃপা নিকেতন।
পৃথক্ পৃথক্ শিবে, স্তুতি করে সব দেবে,
তুষ্ট হৈল শশাঙ্ক-ভূষণ ॥
কৃপাসিন্ধু বৃষকেতু, বলিলেন কিবা হেতু,
হেথা সর্ব্ব দেব আগমন।
কহিলেন সৃষ্টি স্বামী, তুমি প্রভু অন্তর্যামী,
ভক্তি হেতু করি নিবেদন ॥
স্বচক্ষে দেবতা সব, দেখিবে বিবাহ তব,
সবে এই বাঞ্ছা করে মন।
দেখিবেক মহোৎসব, নয়ন ভরিয়া সব,
কর হেন মদন দহন ॥

ভস্ম করি রতি পতি, বরে তুষ্ট কৈল রতি,
ভাল হৈল কৃপানিকেতন।
এই প্রভুজন রীতি, প্রদানিয়া ঘোর শাস্তি,
করে পরে কৃপা প্রদর্শন॥
গৌরী তপ আচরিল, অপার অদ্ভুত কৈল,
এখন গ্রহণ তারে কর।
বিধির বচন শুনি, বিচারিয়া রামবাণী,
হোক তাই সুখে কহে হর॥
বাজিল দুন্দুভি তবে, বর্ষে পুষ্প যত দেবে,
বলি জয় জয় সুরবর।
যতেক কিন্নরগণ, নাচে গায় অনুক্ষণ,
গাহি জয় জয় শ্রীশঙ্কর॥
সুসময় মনে জানি, আসি তথা সপ্ত মুনি,
বিধি বাক্যে গিরি গৃহে গেল।
প্রথমে গেলেন তথা, ভবানী আছেন যথা,
মিষ্ট বাক্য বলে করি ছল॥
তখন মোদের কথা, শুনিলে না তুমি বৃথা,
শুনিয়া নারদ উপদেশ।
এখন তোমার প্রাণ, যাইবেক অকারণ,
কামে দগ্ধ করিল মহেশ॥
মুনির বচন শুনি হাসি বলে ভবরাণী,
সত্য কথা কৈলে মুনিবর।
তোমরা কি জান এবে, নাশে শিব মহাদেবে,
সকাম পূর্ব্বেতে ছিল হর॥
আমি জানি সদা অজ, হন শিব যোগিরাজ,
বাক্যাতীত কাম-ভোগহীন।
শিবে আমি হেন জানি, যদি কর্ম্ম মম বাণী,
সহ প্রেমে করেছি সেবন॥
তা হ'লে প্রতিজ্ঞা মম, শুন শুন মুনিগণ,
পূর্ণ করিবেন দয়ানিধি।
তোমরা যেরূপ কহ, দহে হর কাম দেহ,
অজ্ঞানের নাহিক অবধি॥

হে তাত! অনলে হয়, এ স্বভাব সুনিশ্চয়,
হিম নাহি নিকটেতে যায়।
যদ্যপি নিকটে যায়, অবশ্য বিনাশ পায়,
শিব পাশে কাম হেন ভায়॥
এহেন বচন শুনি, হৃদে হরষিত মুনি,
দেখি প্রেম অপার বিশ্বাস।
ভবানীর শ্রীচরণে, প্রণমিয়া মুনিগণে,
চলিলেন হিমাচল পাশ॥

হর-পার্ব্বতী-বিবাহ।

গিরিবরে সব কথা বলে মুনিগণ।
দুখিত হইল শুনি মদন দহন॥
কহিলেন পুনঃ তাঁরে রতি বর দান।
শুনিয়া হইল সুখী তাহে হিমবান্॥
শম্ভুর প্রভুত্ব মনে বিচার করিয়া।
শ্রেষ্ঠমুনিগণে আনিলেন ডাকাইয়া॥
শুভদিন সুনক্ষত্র দণ্ডশুদ্ধ করি।
লগন করিল বেদ বিধি অনুসারি॥
লগ্নপত্র সপ্ত ঋষিগণে হিমবান্।
বিনয়ে প্রণমি পদে করিল প্রদান॥
বিধি পাশে গিয়া পত্রী দিলেন তাঁহারা।
পড়িয়া প্রেমেতে ব্রহ্মা হৈল আত্মহারা॥
লগ্ন পড়ি পুনঃ তিনি শুনান সকলে।
শুনি হরষিত হইলেন সুরদলে॥
বরষে কুসুম, নৃত্য বাজনা বাজিল।
দশদিকে সুমঙ্গল কলস সাজিল॥
সাজাইতে লাগিল সকল সুরগণ।
বিবিধ বিমান আর বিবিধ বাহন॥
নানারূপ শুভ চিহ্ন হৈল সুশোভিত।
অপ্সরারগণ গানে করে বিমোহিত॥

শিবেরে সাজায় যত শিব অনুচর।
জটার মুকুট করি চূড়ে সর্পবর ॥
সাপের কুণ্ডল আর কঙ্কণ সুন্দর।
দেহে ভস্ম মাখে পরিধানে বাঘাম্বর ॥
শশাঙ্ক ললাটে শোভে গঙ্গা শিরোপর।
ত্রিনয়ন, উপবীত শ্রেষ্ঠ নাগবর ॥
কণ্ঠেতে গরল নর-শিরোমালা উর।
অমঙ্গল-বেশ শিব মঙ্গলের ঘর ॥
ত্রিশূল ডমরু দুই করেতে শোভন।
চলিছে বৃষভে চড়ি বাজিছে বাজন ॥
শিবে দেখি হাসি কহে সুরনারীগণ।
বরযোগ্যা কন্যা নাহি দেখি ত্রিভুবন ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি করি সব সুরগণ।
বরযাত্রী চলে চড়ি আপন বাহন ॥
দেবতা সমাজ চলে সাজি নানারূপ।
বরযাত্রী নাহি হয় বর অনুরূপ ॥
দিক্‌পালগণে বিষ্ণু তবে সম্বোধিয়া।
কহিলেন ধীরে মৃদু মধুর হাসিয়া ॥
পৃথক্ পৃথক্ হ'য়ে চলহ সকল।
সঙ্গে করি নিজ নিজ অনুচর দল ॥
বরযোগ্য যদি বরযাত্রী না হইবে।
পরপুরে গিয়া কিবা লোক হাসাইবে।
সুরগণ বিষ্ণুবাক্য শুনিয়া হাসিল।
নিজ নিজ সেনা লয়ে পৃথক্ চলিল ॥
মনেতে হাসিয়া হর করেন চিন্তন।
হরি নাহি ছাড়িবেন বিদ্রূপ বচন ॥
অতিপ্রিয় মিত্র বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পাঠায়ে ভৃঙ্গীরে আনে অনুচরগণ ॥
শিবের আদেশ শুনি সকলে আসিল।
প্রভুপাদ-পদ্মমূলে প্রণাম করিল ॥
বহুবিধ বেশধারী বিবিধ বাহন।
যে দেখে শিবের দলে হাসে সেইজন ॥

কেহ মুখ-হীন কেহ বিপুল বদন।
বহুপদ-বাহু কেহ হস্তপদ-হীন ॥
বিপুল নয়ন কারো কেহ চক্ষুহীন।
কেহ হৃষ্ট পুষ্ট কেহ অতি তনুক্ষীণ ॥
ক্ষীণদেহ কেহ কেহ অতি স্থূলতর।
কেহ অপবিত্র কেহ পূত বেশধর ॥
ভীষণ ভূষণ কারো হস্তে নৃকপাল।
সদ্যরক্তপূর্ণ তাহা দেখিতে করাল ॥
গর্দ্দভ, শূকর, কিম্বা শৃগাল বদন।
শূকর সদৃশ কত কে করে গণন ॥
কতরূপ প্রেত আর পিশাচ, যোগিনী।
কেমনে লিখিব তাহা, বর্ণিতে না জানি ॥
নাচে গায় ভূতসব পরম তরঙ্গে।
দৃশ্য বিপরীত, বাক্য বলে নানা রঙ্গে ॥
বর অনুরূপ সাজে বরযাত্রীগণ।
বিবিধ কৌতুকে পথে করয়ে গমন ॥
এখানেতে হিমাচল মণ্ডপ রচিল।
বর্ণিতে না পারি নানারূপে সাজাইল ॥
জগতে যেখানে যত ছিল শৈলগণ।
লঘু সুবিশাল যার না হয় বর্ণন ॥
নদী, বন, জলনিধি যত সরোবর।
নিমন্ত্রণ পাঠাইল সবে গিরিবর ॥
সুন্দর শরীরধারী কামরূপ-ধর।
বরনারী সঙ্গে আর সহ অনুচর ॥
আসিলেন সকলেতে হিমাচল গৃহে।
গাহিতে লাগিল শুভ সঙ্গীত সস্নেহে ॥
পূর্ব্ব হৈ'তে বহুগৃহ সজ্জিত আছিল।
যথাযোগ্য স্থানে সবে নিবাস করিল ॥
পুর শোভা নিরখিয়া পরম সুন্দর।
ব্রহ্মার নৈপুণ্য মনে হয় লঘুতর ॥
যথার্থ ই পুর-শোভা করি নিরীক্ষণ।
হইলেক লঘুতম বিধির বচন ॥

বন, উপবন, নদী, কূপ, সরোবর।
বর্ণিতে কে পারে তাহা কত মনোহর ॥
সুমঙ্গল, সুবিপুল পতাকা, তোরণ।
ধ্বজা আদি প্রতি গৃহে হয় সুশোভন ॥
রমণী পুরুষ সবে সুন্দর চতুর।
সে শোভা নিরখি মুনিমন মোহাতুর ॥
জগত জননী যথা অবতীর্ণা হ'ন।
সে পুরের শোভা কেবা করিবে বর্ণন ॥
ঋদ্ধি সিদ্ধি আদি যত সম্পত্তি নিচয়।
নিত্য নিত্য নব নব বৰ্দ্ধমান হয় ॥
পুরপাশে বরযাত্রী যখন আসিল।
কোলাহলে পুরশোভা অধিক বাড়িল ॥
বাহন সজ্জিত করি বিবিধ প্রকার।
আগুবাড়া লইবারে হ'ল আগুসার ॥
হৃদে হরষিত নিরখিয়া দেবগণ।
হরিকে দেখিয়া সুখে হইল মগন ॥
শিব অনুচরে যবে করে দরশন।
ভয়ে ভীত ভাগে তবে সকল বাহন ॥
চতুর ধৈরয ধরি রহিল তথায়।
বালকের দল প্রাণ লইয়া পলায় ॥
গৃহে গেলে পিতা মাতা জিজ্ঞাসে যখন।
ভয়েতে কম্পিত দেহ বলয়ে বচন ॥
কি কহিব কহা নাহি যায় সে বচন।
বরযাত্রী কিম্বা হয় যম দূতগণ ॥
বৃষভে আরূঢ় বর পাগলের সম।
সর্প, ভস্ম, নরমুণ্ড অঙ্গের ভূষণ ॥
অঙ্গে ভস্ম সর্প নর-কপাল-সংযুত।
জটা-জূট ভয়ঙ্কর বসন-রহিত ॥
যোগিনী পিশাচ সঙ্গে ভূত প্রেত চয়।
বিকট বদন কত নিশাচর রয় ॥
বরযাত্রী দেখে যেই পরাণে বাঁচিবে।
অতি পুণ্যবান বলি তাহারে জানিবে ॥

পার্ব্বতী বিবাহ সেই দেখিবে নিশ্চয়।
ঘরে আসি বালকেরা এইরূপ কয় ॥
মহেশের গণ সব মনে মনে জানি।
মৃদু মৃদু হাসিলেন জনক জননী ॥
বিবিধ বিধানে বুঝাইল শিশুগণে।
ভয় হীন হও ভয় নাহি শিবগণে ॥
আনিলেন বরযাত্রী হ'য়ে অগ্রসর।
সকলে দিলেন বাস-ভবন সুন্দর ॥
মেনকা আরতি শুভ প্রস্তুত করিল।
নারীগণ সুমঙ্গল সঙ্গেতে গাহিল ॥
কাঞ্চনের থালি রম্য হস্তে সবাকারি।
বন্দনা করিতে হ'য়ে চলে সারি সারি ॥
রুদ্রের বিকট বেশ করি নিরীক্ষণ।
ভয়-ভীতা হৈল অতি পুর-নারীগণ ॥
অতিত্রাসে গৃহেসবে করিল প্রস্থান।
মহেশ গেলেন যথা ছিল বাসস্থান ॥
মেনকা-হৃদয় দুখে হইল মগন।
আনাইল গিরিজারে করি আবাহন ॥
অত্যধিক স্নেহে তায় কোলে বসাইল।
শ্যামল সরোজ নেত্র জলেতে ভরিল ॥
তোমারে এ হেন রূপ যেই বিধি দিল।
বিমূঢ় পাগল বর সে কেন করিল ॥
কেন সে পাগল বর করিল বিধাতা।
যে জন তোমারে হেন দিল সুন্দরতা ॥
কল্পবৃক্ষে যেই ফল সমুচিত হয়।
বাবলা বৃক্ষেতে তার শোভা নাহি রয় ॥
বরং তোমারে লয়ে পড়ি গিরি হৈতে।
জলে ঝাঁপ দিব কিম্বা পুড়িব অগ্নিতে ॥
হো'ক অপযশ আমি ঘরে ফিরি যাব।
জীবন থাকিতে এই বিবাহ না দিব ॥
গিরিজা-জননী দুখ দেখিয়া সকল।
যতেক অবলা হৈল ভয়েতে বিকল ॥

বিলাপিয়া উচ্চৈঃস্বরে করিয়া ক্রন্দন।
কন্যা-স্নেহ স্মরি রাণী বলেন বচন ॥
নারদের কিবা আমি কৈনু অপকার।
যে হেতু নাশিল মম সাজান সংসার ॥
হেন উপদেশ সেহ উমা প্রতি দিল।
পাগল পতির তরে তপস্যা করিল ॥
যথার্থ উহার কিছু নাহি মোহমায়া।
সদা উদাসীন হীন ধন গৃহ জায়া ॥
পরঘর করে নাশ নাহি লাজ ভয়।
প্রসব বেদনা কভু বন্ধ্যার কি হয় ॥
জননীর বিকলতা হেরিয়া ভবানী।
বলিলা বিবেকযুত মৃদু মৃদু বাণী ॥
বিচারিয়া হেন শোক ত্যাগ কর মাতা।
অবশ্য হইবে যাহা লিখেছে বিধাতা ॥
ক্ষেপা স্বামী যদি মম ভাগ্যের লিখন।
অন্যপ্রতি দোষারোপ কর কি কারণ ॥
ঘুচাইতে বিধিলিপি তুমি কি পারিবে।
বৃথা কেন তবে মাতঃ! কলঙ্ক লইবে ॥
কলঙ্ক তোমার মাতঃ যেন নাহি হয়।
স্নেহ দূরে কর আর নাহিক সময় ॥
দুঃখ, সুখ যাহা মম ললাটে লিখিত।
যেখানে যাইব তাহা পাইব নিশ্চিত ॥
বিনীত কোমল শুনি উমার বচন।
হইল চিন্তিত অতি পুরনারীগণ ॥
বিবিধ বিধির নিন্দা করিতে লাগিল।
অশ্রুজলে নেত্র সব ভরিয়া উঠিল ॥
শুনি সেই সমাচার হিমগিরিবর।
নারদ সহিত আর সপ্ত ঋষিবর ॥
অতি শীঘ্র উপনীত এহেন সময়।
অন্দর মহলে যথা নারী সমুদয় ॥
তবে সবে বুঝাইয়া কহেন নারদ।
পূর্ব্বের প্রসঙ্গ কথা করিয়া বিশদ ॥

শুনহ মেনকা কহি সত্য মমবাণী।
তব সুতা জগদম্বা জানিহ ভবানী ॥
জন্ম, নাশ, আদি হীনা শক্তিস্বরূপিণী।
সর্ব্বদা শম্ভুর অর্দ্ধ অঙ্গে বিহারিণী ॥
জগতের সৃষ্টি, লয়, পালন-কারিণী।
আপন ইচ্ছায় লীলা-বিগ্রহধারিণী ॥
দক্ষ গৃহে গিয়া প্রথমেতে জনমিল।
সুতনু লভিয়া সতী নামে খ্যাত হৈল
শঙ্করে বিবাহ সতী করিলেন তথা।
প্রসিদ্ধ ভুবন মাঝে আছে এই কথা ॥
আসিতে আসিতে একবার শিব সঙ্গে।
দেখিলেন রঘুকুল-কমল-পতঙ্গে ॥
মোহ বশে শিব-বাক্য কানে না শুনিল।
ভ্রমে পড়ি সীতা-বেশ ধারণ করিল ॥
সীতা-বেশ সতী যেই ধারণ করিল।
সেই অপরাধে হর তাহারে ত্যজিল ॥
শঙ্কর-বিরহ পুনঃ সহিতে নারিল।
পিতৃ-যজ্ঞে যোগাসনে শরীর দহিল ॥
এখন তোমার গৃহে লভিয়া জনম।
নিজ পতি লাগি তপ করিল ভীষণ ॥
ইহা জানি পরিহর আপন সংশয়।
সতত শঙ্কর-প্রিয়া গিরিজা নিশ্চয় ॥
নারদের বাক্য সবে করিয়া শ্রবণ।
ঘুচিল বিষাদ হৈল দুখ-বিমোচন ॥
ক্ষণ মধ্যে এ সংবাদ সকল নগর।
প্রচারিত হৈল তথা প্রতি ঘরে ঘর ॥
মেনকা আনন্দে ভাসে সহ হিমালয়।
পুনঃ পুনঃ বন্দে গৌরী-চরণ-যুগল ॥
শিশু, বৃদ্ধ, যুবা আর স্ত্রীপুরুষগণ।
নগরের সবে হৈল হরষিত মন ॥
হইতে লাগিল পুরে মঙ্গল গান।
বিবিধ সুবর্ণ ঘট সকলে সাজান ॥

বিবিধ প্রকার ভোজ্য সজ্জিত করিল।
পাকশাস্ত্রে যাহা কিছু বর্ণিত হইল॥
রন্ধনের কথা কেবা করিবে বাখান।
মাতা অন্নপূর্ণা যথা হ'ন অধিষ্ঠান॥
সাদরে আহ্বান করে বরযাত্রীগণে।
বিধি, বিষ্ণু আদি সর্ব্ব শ্রেণী দেবগণে॥
ভিন্ন ভিন্ন পংক্তি করি সবে বসাইল।
সুদক্ষ পাচক পরিবেশন করিল॥
দেবতা আহারে বৈসে জানি নারীদল।
মিষ্ট বাক্যে গালিপূর্ণ গান আরম্ভিল॥
মধুর স্বরেতে গালি দেয় নারীগণ।
শুনাইল নানারূপ বিদ্রূপ বচন॥
বিলম্ব করিয়া দেব করয়ে ভোজন।
মৌন হ'য়ে শুনে সেই বিনোদ বচন॥
আনন্দ হইল যেবা করিতে ভোজন।
কোটি মুখে নাহি হয় তাহার বর্ণন॥
তাম্বুল দিলেন করাইয়া আচমন।
নিজ নিজ স্থানে সবে করিল গমন॥
পুনঃ হিমাচলে কহিলেন মুনিগণ।
লগন-সময় দেখ হইল এখন॥
বিবাহ সময় যবে গিরীন্দ্র জানিল।
সব দেবগণে তবে ডাকি পাঠাইল॥
সাদরে সকল দেবে ডাকিয়া আনিল।
যথোচিত সুখাসন সবাকারে দিল॥
বিরচিল বেদী যথা বেদের বিধান।
গাহিল রমণীগণ সুমঙ্গল গান॥
অতি দিব্য সিংহাসন হয় সুশোভিত।
না হয় বর্ণন যার বিধাতা নির্ম্মিত॥
বসিলেন শিব বিপ্রে করিয়া প্রণাম।
স্মরণ করিয়া হৃদে নিজ প্রভু রাম॥
পুনঃ মুনিগণ ভবানীকে ডাকাইল।
বেশ ভূষা করি সখী তাঁহারে আনিল॥

দেখিয়া সেরূপ বিমোহিত দেবগণ।
বর্ণিবে সে ছবি বিশ্বে কবি কোনজন॥
শিব জায়া জগদম্বা জানিয়া সকলে।
প্রণাম করিল মনে মনে সুরদলে॥
ভবানীর সুন্দরতা অকথ্য কথন।
কোটি মুখে নাহি হয় তাহার বর্ণন॥
কোটি বদনেতে কভু না হয় বর্ণিত।
জগত জননী শোভা জগত বিদিত॥
বর্ণিতে সংকোচ শ্রুতি, শেষ, শারদার।
মন্দমতি তুলসীর কিবা সাধ্য আর॥
সুন্দর মূরতি মাতা ভবানী আইল।
মণ্ডপের মধ্যে শিব যথায় আছিল॥
লজ্জাবশে পতিপদ-কমল সুন্দর।
হেরিতে না পারে সতী-মন-মধুকর॥
মুনির আদেশ পেয়ে শঙ্কর পার্ব্বতী।
পূজিলেন সর্ব্ব অগ্রে দেব গণপতি॥
ইহা শুনি কেহ যেন না কর সংশয়।
দেবতা অনাদি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যেরূপ বিবাহ-বিধি বেদেতে লিখন।
করাইল সেই সব মহা মুনিগণ॥
গিরীশ লইয়া হস্তে কুশ, কন্যা-হাত।
শিব-জায়া জানি সমর্পিল শিব-হাত॥
মহেশ যখন পাণি-গ্রহণ করিল।
সুরগণ হৃদে অতি হর্ষিত হৈল॥
মুনিগণ বেদমন্ত্র কৈল উচ্চারণ।
জয় জয় জয় শিব কহে সুরগণ॥
বিবিধ প্রকার বাদ্য হইল বাদন।
আকাশ হইতে হয় পুষ্প বরিষণ॥
হর-গিরিজার শুভ বিবাহ হইল।
সকল ভুবনে মহা মহোৎসব হৈল॥
দাস দাসীগণ হস্তী, তুরঙ্গম, রথ।
বিবিধ বসন, মণি, গোধনাদি কত॥

শকট ভরিয়া অন্ন সুবর্ণ-ভাজন।
কতেক যৌতুক দিল কে করে গণন ॥
বিবিধ যৌতুক হেনরূপে সমর্পিয়া।
কহে পুনঃ হিমাচল কৃতাঞ্জলি হৈয়া ॥
কিদিব তোমারে প্রভু তুমি পূর্ণকাম।
এত বলি চরণেতে পড়ে হিমবান ॥
বিবিধ রূপেতে শিব কৃপার সাগর।
তুষিলেন মিষ্ট বাক্যে আপন শ্বশুর ॥
মেনকা ধরিল পুনঃ চরণ কমল।
প্রেমে পরিপূর্ণ দেহ করে টলমল ॥
উমা মম হয় নাথ পরাণের সম।
গৃহ-দাসী করো তারে এই নিবেদন ॥
এবে অপরাধ তার সব ক্ষমা কর।
প্রসন্ন হইয়া এই দেহ মোরে বর ॥
বহুরূপে শম্ভু শাশুড়ীরে বুঝাইল।
চরণে প্রণমি গৃহে গমন করিল ॥
জননী উমারে তবে ডাকিয়া লইল।
কোলে লয়ে মনোহর শিক্ষা তারে দিল
শঙ্কর চরণ সদা করিবে পূজন।
পতিই নারীর দেব নহে অন্য জন ॥
কহিতে বচন জলে লোচন ভরিল।
পুনঃ পুনঃ কুমারীরে হৃদে লাগাইল ॥
কেন বিধি বিশ্ব মাঝে রমণী সৃজিল।
পরাধীনা স্বপ্নেও সুখ নাহি দিল ॥
প্রেমেতে বিকল অতি জননী হইল।
কুসময় বিচারিয়া ধৈর্য্য ধরিল ॥
পুনঃ পুনঃ মিলি পড়ে ধরিয়া চরণ।
অত্যধিক স্নেহ কিছু না হয় বর্ণন ॥
সব নারীগণ সঙ্গে ভবানী মিলিল।
জননীর কোলে গিয়া পুনশ্চ বসিল ॥
জননীরে মিলি পুনঃ পার্ব্বতী চলিল।
সব নারীগণ তারে আশীর্ব্বাদ দিল ॥

যাইতে যাইতে ফিরি মাতৃ পানে চায়।
সখীগণ শিব পাশে তারে লৈয়া যায় ॥
তুষিয়া যাচকগণে বিভূতি-ভূষণ।
চলিলেন উমাসহ আপন ভবন ॥
হরষিত সুরবৃন্দ কুসুম বর্ষিল।
আকাশে স্বর্গীয় বাদ্য বাজিয়া উঠিল ॥
পহুঁছায়ে রাখিবারে মহাদেব সঙ্গে।
চলিলেন গিরিরাজ সকৌতুকে রঙ্গে ॥
বৃষকেতু নানারূপে তারে বুঝাইয়া।
পরিতুষ্ট করি গৃহে দেন ফিরাইয়া ॥
সত্বরেতে গিরিরাজ ফিরিয়া ভবন।
সব শৈল সরোবরে কৈলা আবাহন ॥
যথাযোগ্য করি দান বিনয় আদর।
বিদাই করিলা সবে হিম গিরিবর ॥
শম্ভু আসিলেন যবে কৈলাস ভবন।
নিজ নিজ গৃহে দেব করিল গমন ॥
জগতের মাতা পিতা ভবানী শঙ্কর।
সে হেতু শৃঙ্গার নাহি বর্ণিনু বিস্তর ॥
করেন বিবিধ বিধি ভোগ সুবিলাস।
নিজগণ সহ করি কৈলাসেতে বাস ॥
হর গৌরী বিবরণ প্রত্যহ নূতন।
হেন রূপে দীর্ঘকাল করিল গমন ॥
তবে জনমিল ষট্‌বদন কুমার।
তারক অসুরে যিনি করেন সংহার ॥
আগম নিগম আর পুরাণেতে খ্যাত।
ষড়ানন জন্ম, কর্ম্ম সর্ব্বলোকে জ্ঞাত ॥
ষড়ানন জন্ম কর্ম্ম প্রতাপ অতুল।
সুমহান পুরুষার্থ জানয়ে সকল ॥
সেই হেতু কুমারের চরিত্র বর্ণন।
করিলাম সংক্ষেপেতে আমি বিরচন ॥
শুনে যেই জন হর গৌরীর বিবাহ।
অথবা বর্ণন করে করিয়া উৎসাহ ॥

শুভকর্ম্ম কিম্বা শুভবিবাহ উৎসবে।
সর্ব্বদা সে জন সুখ অবশ্য লভিবে॥
শঙ্কর চরিত্র-সিন্ধু অপূর্ব্ব অপার।
চারিবেদ কভু নাহি পায় যার পার॥
বর্ণিয়া কেমনে তাহা করিবে প্রকাশ।
অতি মন্দমতি গ্রাম্য শ্রীতুলসীদাস॥
তাঁহার প্রসাদে রচে অমৃতেব স্বাদ।
গঙ্গানারায়ণ সুত রাধিকা প্রসাদ॥

কৈলাস পর্ব্বতে হরগৌরীর আলাপ।

শম্ভুর চরিত্র শুনি সরস সুন্দর।
অতি সুখী হ'ন ভরদ্বাজ মুনিবর॥
লালসা বাড়িল বহু কথার উপরে।
নয়ন সজল হৈল রোমাঞ্চ শরীরে॥
প্রেমেতে বিবর্শ মুখে নাহি সরে বাণী।
দশা দেখি হরষিত যাজ্ঞবল্ক্য মুনি॥
অহো ধন্য তব জন্ম হ'য় মুনিবর।
পরাণ সমান প্রিয় তোমার শঙ্কর॥
শিবপদকমলেতে রতি নাহি যার।
স্বপনেও রামচন্দ্র প্রিয় নহে তার॥
বিনা ছলে বিশ্বনাথ-পদে রতি হয়।
শ্রীরাম ভক্তের এই লক্ষণ নিশ্চয়॥
শিবসম কেবা রঘুপতিব্রতধারী।
বিনা পাপে ত্যজিলেন সতীসম নারী॥
সুদৃঢ় ভকতি, রামে কৈল দৃঢ় পণ।
শিবসম রাম প্রিয় কে আছে এমন॥
প্রথমে বর্ণিয়া আমি শিবের চরিত।
বুঝিনু তোমার মন প্রেমেতে পূরিত॥
শ্রীরামের হও তুমি বিশুদ্ধ ভকত।
সর্ব্ববিধ বিকারেতে হইয়া রহিত॥
গুণশীল সব আমি জেনেছি তোমার।
কহি রঘুপতিলীলা শুনহ এবার॥
তব সমাগমে আজি শুন মুনিবর।
কত সুখ মনে নারি বর্ণিতে বিস্তর॥
রামলীলা অতীব অমিত মুনিবর।
কহিতে না পারে শতকোটি অহীশ্বর॥
তথাপি শুনেছি যাহা করিব বর্ণন।
বাগীশ শ্রীরামচন্দ্রে করিয়া স্মরণ॥
সরস্বতী হ'ন কাষ্ঠ পুতুলীর সম।
অন্তর্য্যামী সূত্রধর দূর্ব্বাদলশ্যাম॥
করেন করুণা যাঁরে নিজ ভক্ত জানি।
সে কবিহৃদয়াঙ্গনে নাচে বীণাপাণি॥
প্রণমি কৃপালু সেই রঘুনাথ পদ।
বরণিব গুণ তাঁর করিয়া বিশদ॥
কৈলাস পরম রমণীয় গিরিবর।
সদা বাস করে যথা উমা মহেশ্বর॥
যোগাচার্য্যযোগিগণ সিদ্ধ তপোধন।
কিন্নর দেবতা আর শ্রেষ্ঠ মুনিগণ॥
পুণ্যবান জন তথা সুখে করি বাস।
সেবা করে শিবপদ মনেতে উল্লাস॥
হরিহর পরাঙ্মুখ ধর্ম্মে নাহি রতি।
স্বপনেও সে জনের নাহি তথা গতি॥
সেই গিরি পরে বট বিটপ বিশাল।
প্রত্যহ নূতন মনোহর সবকাল॥
ত্রিবিধসমীর * বহে ছায়া সুশীতল।
শ্রুতি কহে সেই শিব-বিশ্রামের স্থল॥
একবার তার তলে করিয়া গমন।
বিলোকিয়া তরু প্রভু অতি সুখী হ'ন॥

* শীতল, মন্দ, সুগন্ধ এই তিন প্রকার পবন।

নিজকরে বিছাইয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন।
বসিলেন অনায়াসে কৃপানিকেতন ॥
কুন্দ ইন্দু শঙ্খ সম সুগৌরবরণ।
প্রলম্বিত ভুজযুগ বল্কল-বসন ॥
নব কোকনদ সম যুগল চরণ।
নখদ্যুতি ভক্তচিত্ত-তম বিনাশন ॥
ভুজগ, বিভূতি-বিভূষিত ত্রিপুরারী।
সুবদন শারদীয় চন্দ্রছবিহারী ॥
জটার মুকুট শিরে সুরধুনী তায়।
কমললোচন যুগ সুবিশাল ভায় ॥
নীলকণ্ঠদেশ লাবণ্যের পারাবার।
বালবিধু শোভে ভালে কি শোভা অপার ॥
বসিয়া কৈলাসে শোভে কামারি কেমন।
শান্তরস দেহধরি শোভিত যেমন ॥
শুভ অবসর তবে জানিয়া পার্ব্বতী।
গেলেন জননী যথা আছে পশুপতি ॥
প্রিয়া জানি করিলেন অতি সমাদর।
বামেতে আসন দেন বসিতে শঙ্কর ॥
বসিলেন শিবপাশে হ'য়ে হরষিত।
পূর্ব্বজন্ম কথা চিত্তে হইল উদিত ॥
পতিচিত্তভাব সমধিক অনুমানি।
হাসিয়া বলেন উমা সুমধুর বাণী ॥
যে কথা সকল লোক হয় উপকারী।
তাহাই জিজ্ঞাসা করে শৈলেন্দ্র কুমারী ॥
বিশ্বনাথ মম নাথ ত্রিপুর নাশন।
তোমার মহিমা সুবিদিত ত্রিভুবন ॥
চরাচর নাগনর আর দেবগণ।
সকলেই করে পাদ-পঙ্কজ-সেবন ॥
সর্ব্বশক্তিমান প্রভু সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর।
সর্ব্বকলা-পূর্ণ সর্ব্বগুণের সাগর ॥
তপস্যা, বৈরাগ্য, জ্ঞান, যোগের আধার।
প্রণতের কল্পতরু বিখ্যাত সংসার ॥

সুপ্রসন্ন মম প্রতি যদি দয়াধার।
দাসী বলি মনে যদি করহ স্বীকার ॥
অজ্ঞান তাহ'লে প্রভু নাশহ আমার।
কহি রঘুনাথ-কথা বিবিধ প্রকার ॥
সুরতরু তলে হয় যাহার ভবন।
দরিদ্রতা দুখ সেহ লভে কি কখন? ॥
হৃদয়ে বিচারি ইহা শশাঙ্কভূষণ।
হর নাথ! মম ঘোর মতির বিভ্রম ॥
হে প্রভো যে মুনি হ'ন পরমার্থবাদী।
তিনিও বলেন রামে ব্রহ্ম ও অনাদি ॥
ফণিপতি বীণাপাণি, বেদ ও পুরাণ।
সকলে করয়ে রঘুপতিগুণ গান ॥
তুমিও আবার দিবারাত্রি রাম রাম।
কাম-রিপো? সাদরেতে জপ অবিরাম ॥
অযোধ্যানৃপতিসুত সে রাম কি কোন।
অগুণ অলক্ষ্যগতি অজ অন্য জন ॥
কিরূপে বা হ'ন ব্রহ্ম রাজার তনয়।
রমণী বিরহে মতিভ্রম যার হয় ॥
মহিমা শুনিয়া আর দেখিয়া চরিত।
মম বুদ্ধি অতিশয় হ'তেছে ভ্রমিত ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক ইচ্ছাহীন কোন বিভু।
যদি হয় বুঝাইয়া কহ মোরে প্রভু ॥
ক্রোধ নাহি কর অজ্ঞ জানিয়া আমায়।
উপায় করহ যাহে ভ্রম দূরে যায় ॥
রামের প্রভুত্ব আমি বনেতে দেখিয়া।
তোমারে না শুনাইনু ভয়ে ভীত হৈ'য়া ॥
তথাপি মলিন মনে বোধ না হইল।
পাইলাম আমি তার সমুচিত ফল ॥
অদ্যাপি মনেতে মম কিঞ্চিত সংশয়।
কর কৃপা করযোড়ে করি যে বিনয় ॥
সে সময়ে প্রভু দিয়াছিলে কত ক্রোধ।
নাথ! তাহা বিচারিয়া না করিও ক্রোধ ॥

পূর্ব্বসম নাহি মনে সন্দেহ আমার।
শ্রীরাম-কথাতে প্রেম আছয়ে অপার॥
পূত রামগুণগাথা করহ বর্ণন।
সুরনাথ তুমি প্রভু নাগেন্দ্রভূষণ॥
পদে ধরি ভূলুণ্ঠিত করিয়া বন্দন।
যোড় করে সবিনয় করি নিবেদন॥
রামের বিমল কীর্ত্তি করহ বর্ণন।
শ্রুতির সিদ্ধান্ত সার করিয়া মন্থন॥
যদিও নারীর এতে নাহি অধিকার।
কর্ম্মমনোবাক্যে আমি সেবিকা তোমার॥
গূঢ়তত্ত্ব সাধু নাহি করয়ে গোপন।
পায় যদি কভু আর্ত্ত অধিকারী জন॥
সকাতরে সুররাজ জিজ্ঞাসি তোমারে।
রঘুপতি কথা কহ দয়া করি মোরে॥
প্রথমে কারণ সেই বলহ বিচারি।
কেমনে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণশরীরী॥
পুনঃ প্রভু কহ রাম অবতার কথা।
সুমহতী বাল্যলীলা পুনঃ কহ তথা॥
জানকী বিবাহ হৈল যেরূপ বিধানে।
রাজ্য ত্যজিলেন রাম কহ কি কারণে॥
বনবাসে করিলেন লীলা অগণন।
কহ নাথ! কিরূপেতে বধিলা রাবণ॥
রাজাসনে বসি পুনঃ যে লীলা করিল।
সুখ শান্তিময় হর বলুন সকল॥
পুনশ্চ বলহ প্রভো! করুণা সাগর।
যে সব অপূর্ব্ব কীর্ত্তি কৈল রঘুবর॥
রঘুবংশমণি রাম প্রজার সহিত।
কিরূপে আপন ধামে হৈল অন্তর্হিত॥
পুনঃ প্রভু সেই তত্ত্ব করহ বর্ণন।
কে বিজ্ঞানে জ্ঞানী মুনি সতত মগন॥
ভক্তিজ্ঞান আর যত বিজ্ঞান বিরাগ।
[illegible]ন পুনঃ প্রত্যেক-বিভাগ॥

রাম-তত্ত্বকথা আরো আছে যে অনেক।
কহ প্রভু যাতে হয় বিমল বিবেক॥
যাহা প্রভু আমি নাহি জিজ্ঞাসি তোমারে।
না করি গোপন তাহা বলুন আমারে॥
তুমি ত্রিভুবন-গুরু বেদের বর্ণন।
অন্য জীবে কি বুঝিবে পামর যেজন॥
স্বভাব সুন্দর প্রশ্ন ভবানীর শুনি।
শিব আনন্দিত-মনে ছলহীন জানি॥
হরহৃদে রামলীলা সকল উদিল।
প্রেমে পুলকিত নেত্র জলেতে ভরিল॥
রঘুনাথ-রূপ হৃদে হইল উদয়।
অমিত পরমানন্দ সুখ উপজয়॥
দুইদণ্ড ধরি ধ্যান-রসেতে মগন।
পুনঃ বাহিরেতে করিলেন নিজ মন॥
শ্রীরাম-চরিত্র পূত মহেশ তখন।
হরষেতে আরম্ভিল করিতে বর্ণন॥
মিথ্যাতে সত্যের ভ্রম যাঁরে না জানিলে।
যেমন ভুজঙ্গ-ভ্রম রজ্জু না চিনিলে॥
যাঁহারে জানিলে হয় বিনষ্ট সংসার।
জাগরণে স্বপ্ন ভ্রম যেমত অসার॥
শিশুরূপ সেই রামে করি যে বন্দন।
যে নাম জপিলে সিদ্ধি-সমূহ মিলন॥
মঙ্গলের নিকেতন অমঙ্গলহারী।
দয়া কর দশরথ-প্রাঙ্গনবিহারী॥
প্রণাম করিয়া রামে ত্রিপুর-নাশন।
হর্ষযুত বাক্য সুধা ক্ষরে উচ্চারণ॥
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি গিরীশ-কুমারী।
তবসম নাহি মম কেহ উপকারী॥
জিজ্ঞাসিলে রাম-কথা আনন্দ-দায়িনী।
গঙ্গা সম সর্ব্ব-লোক-পবিত্র-কারিণী॥
পূর্ণ অনুরাগ তব শ্রীরাম চরণে।
করিলে যে প্রশ্ন জগমঙ্গল-কারণে॥

শ্রীরাম কৃপাতে শুন পর্ব্বত-দুহিতে!।
স্বপনেও কভু তব মনের মাঝেতে ॥
শোক, মোহ, ভ্রম আর সন্দেহ বিকার।
নাহি কিছু হয় ইহা বিচার আমার ॥
তথাপি আশঙ্কা হেন করিলে যে মনে।
হইবে সবার হিত কথন শ্রবণে ॥
হরি-কথা যেই কর্ণ না করে শ্রবণ।
তার কর্ণ-ছিদ্র হয় সর্পের ভবন ॥
যে নয়ন নাহি করে সাধু-দরশন।
ময়ুর-পুচ্ছাঙ্ক সম তাহার গণন ॥
তিক্ত অলাবুর সম সে মস্তক হয়।
হরি গুরু পদ মূলে যেবা নত নয় ॥
যে হৃদয়ে হরি ভক্তি নাহি পায় স্থান।
জীবিতে সে প্রাণী হয় শবের সমান ॥
নাহি করে যেই জন রাম-গুণ-গান।
তার জিহ্বা হয় ভেক-জিহ্বার সমান ॥
কুলিশ-কঠোর সেই নিষ্ঠুর হৃদয়।
শুনি হরি লীলা যেই হরষিত নয় ॥
শুনহ গিরিজে! রাম-চরিত্র সুন্দর।
দৈত্য-বিমোহন-শীল সুর-হিতকর ॥
সুরধেনু সম রামকথা মনোহর।
সেবিলে সকল জনে হয় সুখকর ॥
সাধুর সমাজ আর সব সুরগণ।
ইহা জানি কেবা নাহি করয়ে শ্রবণ ॥
রামকথা-করতাল ধ্বনিত যথায়।
সংশয় বিহঙ্গ তথা উড়িয়া পলায় ॥
রামকথা কলিরূপ বৃক্ষের কুঠার।
শুন গৌরি? সমাদরে কথন আমার ॥
রাম নাম গুণলীলা অপূর্ব্ব আখ্যান।
অগণিত জন্ম, কর্ম্ম, শ্রুতিকরে গান ॥
যেমত অনন্ত হ'ন রাম ভগবান।
তেমতি কথার কীর্ত্তি আর গুণ গান ॥
তথাপি শুনেছি যাহা, যথা মম মতি।
কহিব তোমারে, হেরি তব অতিপ্রীতি ॥
তব প্রশ্ন হয় উমে? সহজ সুন্দর।
সজ্জন-সম্মত আর সর্ব্ব-সুখকর ॥
ভাল না লাগিল মম তব এক বাণী।
যদিও বা মোহবশে কহিলে ভবানী ॥
তুমি যে কহিলে রাম হ'ন কিবা আন।
শ্রুতি গান করে যাঁর মুনি করে ধ্যান ॥
কহে শুনে হেন সেই মানব অধম।
গ্রাস করে যারে মোহ-পিশাচ ভীষণ ॥
পাষণ্ডী শ্রীহরি-পদে বিমুখ যে জন।
সত্য মিথ্যা কভু নাহি করে বিবেচন ॥

শিব কর্তৃক যথার্থ রাম স্বরূপ বিবেচন।

জ্ঞানান্ধ অজ্ঞান অপণ্ডিত জ্ঞানহীন।
বিষয় মলেতে মন-মুকুর মলীন ॥
কপটী কুটিল-মতি লম্পট যে জন।
স্বপনেও সাধুসভা না করে দর্শন ॥
তাঁহারাই কহে বেদবিরুদ্ধ বচন।
লাভালাভ তাঁহাদের নাহি বিবেচন ॥
মলীন মুকুর-মন নয়ন-বিহীন।
কিরূপেতে রামরূপ দেখিবে সে দীন ॥
অগুণ, সগুণ জ্ঞান নাহিক যাহার।
জল্পনা কল্পনা বাক্য বিবিধ প্রকার ॥
হরি-মায়া-বশে ভ্রমে জগত মাঝার।
অসম্ভব নহে কিছু বলিতে তাহার ॥
মাতাল, বাতুল আর ভূতগ্রস্ত জন।
বিচার করিয়া কভু বলেনা রচন ॥
মহামোহ মদ পান করেছে যে জন।
শ্রবণের যোগ্য নহে তাহার বচন ॥

আপন হৃদয়ে ইহা করিয়া বিচার।
সংসার ত্যজিয়া ভজ রাম পদ সার॥
গিরীন্দ্র নন্দিনি? শুন করি বিবেচন।
ভ্রম-তম-দিবাকর আমার বচন॥
সগুণ অগুণে নাহি কিঞ্চিত প্রভেদ।
গান করে বুধ, মুনি, পুরাণাদি বেদ॥
অরূপ অলক্ষ্য অজ যে হ'ন অগুণ।
ভক্ত প্রেম বশে হ'ন তিনিই সগুণ॥
অগুণ যেজন তিনি সগুণ কিরূপে।
জল, হিম-শিলা নহে বিভিন্ন যেরূপে॥
যাঁর নাম হয় ভ্রম-তিমির-ভাস্কর।
কেমনে কহিবে তাঁরে মোহের কিঙ্কর॥
শ্রীরাম সচ্চিদানন্দ প্রখর দিনেশ।
নাহি হয় তাহে মোহনিশালবলেশ॥
সহজ প্রকাশরূপ হ'ন ভগবান।
নাহি তাহে পুনঃ অজ্ঞানের অবসান॥
হরষ, বিষাদ, জ্ঞান, অজ্ঞান বিষম।
অহমিকা অভিমান জীবের ধরম॥
রাম-ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপ্ত জানে সর্ব্বজন।
পরেশ পরমানন্দময় পুরাতন॥
প্রসিদ্ধ পুরুষ সর্ব্ব প্রকাশ-আলয়।
উচ্চ, নীচ প্রভুরূপে প্রকটিত রয়॥
মম স্বামী হ'ন তিনি রঘুকুল-মণি।
এত বলি শির নোয়াইল শূলপাণি॥
নিজ ভ্রম মূর্খজন না করে স্বীকার।
প্রভু মোহগ্রস্ত বলি করয়ে বিচার॥
যেমত গগনে মেঘ করিয়া দর্শন।
সূর্য্য আচ্ছাদিত বলি বলে মূর্খজন॥
লোচনে অঙ্গুলি দিয়া যে করে দর্শন।
প্রকটিত দুইচন্দ্র দেখে সেই জন॥
রামে মোহ ভ্রম উমে! এহেন প্রকার।
যথা ধূলি ধূমাচ্ছন্ন আকাশে আঁধার॥

বিষয়, ইন্দ্রিয়, দেব আর জীবগণ।
যথা ক্রমে এক অন্য হৈতে সচেতন॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশক সকলের যিনি।
অনাদি অযোধ্যাপতি রাম হ'ন তিনি॥
জগত প্রকাশ্য, প্রকাশক প্রভু রাম।
মায়ার অধীশ আর জ্ঞান-গুণ-ধাম॥
যাঁহার সত্যতা হেতু মায়া জড়রূপা।
মোহের সাহায্যে ভাসে সত্যের স্বরূপা॥
শুক্তিতে যেমত হয় রজতের ভান।
সূর্য্যের কিরণে হয় জল অনুমান॥
যদ্যপিও তিনকালে এহ মিথ্যা হয়।
তথাপিও ভ্রম কারো দূরীভূত নয়॥
এরূপে জগত হয় হরির আশ্রিত।
যদিও অসত্য তবু দুখদ সতত॥
স্বপনে যদিও শির কাটে কোন জন।
দুখ দূর নাহি হয় বিনা জাগরণ॥
যাঁহার কৃপায় এই ভ্রম মিটে যায়।
গিরিজে! কৃপালু হ'ন সেই রঘুরায়॥
আদি অন্ত কেহ যাঁর কভু নাহি পায়।
বুদ্ধি অনুমানে ইহা নিগমেতে গায়॥
বিনা পদে চলে আর শুনে বিনা কাণ।
কর বিনা কর্ম্ম করে বিবিধ বিধান॥
আনন রহিত কিন্তু সর্ব্বরস-ভোগী।
বাক্যহীন বক্তা তবু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী॥
নাহি দেহ স্পর্শ করে, দেখে নেত্রহীন।
সর্ব্বগন্ধ ঘ্রাণ লয় নাসিকা বিহীন॥
সর্ব্ববিধ এইসব অদ্ভুত করম।
মহিমা যাঁহার হয় নাহিক বর্ণন॥
হেনরূপে বেদ, বুধ, গায় যাঁর গান।
মুনিগণ সদা যাঁর করেন ধেয়ান॥
সেই ভগবান করিবারে ভক্ত হিত।
কৌশলের অধিপতি দশরথ সুত॥

কাশীমৃত জীবগণে করি নিরীক্ষণ ।
যাঁর নাম বলে করে শোক বিমোচন ॥
তিনিই আমার প্রভু চরাচর স্বামী ।
সকল হৃদয়-বাসী রাম অন্তর্যামী ॥
বিবশে ও যাঁর নাম করি নরগণ ।
বহু জন্মার্জ্জিত পাপ করয়ে দাহন ॥
সাদরেতে পুনঃ যাহা করিয়া স্মরণ ।
সংসার জলধি তরে গোষ্পদের সম ॥
সেই রাম পরমাত্মা শুনহ ভবানি ।
তাঁর প্রতি যুক্ত নহে সন্দেহের বাণী ॥
এহেন সংশয় হৃদে করিলে স্থাপন ।
জ্ঞান বিরাগাদি গুণ হয় বিনাশন ॥
শুনিয়া শিবের ভ্রম-নাশক বচন ।
বিনষ্ট হইল সব সন্দেহ তখন ॥
রঘুপতি পদে প্রীতি বিশ্বাস জন্মিল ।
ভীষণ কুতর্ক ভাব বিগত হইল ॥
পুনঃ পুনঃ প্রভুপদকমলে নমিয়া ।
যুগল কমল-কর সাদরে যুড়িয়া ॥
বলিলেন গিরিসুতা বচন সুন্দর ।
প্রেমরস মাখি যেন করি মনোহর ॥
শশিকর সম তব শুনিয়া বচন ।
শারদ আতপ-মোহ হইল নাশন ॥
সংশয় হরিলে সব তুমি কৃপাময় ।
শ্রীরাম স্বরূপ এবে জানিনু নিশ্চয় ॥
হে নাথ কৃপাতে তব টুটিল বিষাদ ।
হৈনু সুখী পেয়ে প্রভু-চরণ-প্রসাদ ॥
যদিও সহজ জড় অজ্ঞ আমি নারী ।
তথাপি জানিয়া মোরে আপন কিঙ্করী ॥
প্রথমে যা জিজ্ঞাসিনু করহ উত্তর ।
প্রসন্ন যদ্যপি প্রভু আমার উপর ॥
ব্রহ্ম রামচন্দ্র জ্ঞানময় অবিনাশী ।
সকল রহিত সর্ব্ব হৃদয় নিবাসী ॥

হে নাথ ! ধরিলা নরদেহ কিবা হেতু ।
বুঝাইয়া মোরে সব কহ বৃষকেতু ॥
উমার বচন শুনি পরম বিনীত ।
রাম কথা হেরি প্রীতি অতীব পুনীত ॥
হৃদয়েতে হরষিত কামারি তখন ।
স্বাভাবিক জ্ঞানবান শম্ভু ত্রিলোচন ॥
উমার প্রশংসা করি বিবিধ বিধান ।
বলিতে লাগিল তবে দয়ার নিধান ॥

শুনহ শঙ্করী এবে, শুভ কথা কহি তবে,
রাম নাম মানস সুন্দর ।
ভুশুণ্ডি কহিল যাহা, সবিশেষ বরণিয়া,
শুনিলা গরুড় খগবর ॥
উদার সম্বাদ যাহা, যেরূপে হইল তাহা,
আগে তাহা বলিব বিস্তর ।
শুন রাম অবতার, সুচরিত পারাবার,
পাপহীন পরম সুন্দর ॥
হরিগুণ নাম কথা, অপার অমিত তথা,
অগণিত গণনা কে করে ।
করিবারে সুপ্রচার, নিজ মতি অনুসার,
কহি উমে শুনহ সাদরে ॥

অবতারের কারণ ।

শ্রীহরি চরিত উমে ! শুন অনুপম ।
বিপুল, বিষদ গায় আগম নিগম ॥
শ্রীহরির অবতার যেই হেতু হয় ।
কহা নাহি যায় তাহা করিয়া নিশ্চয় ॥
রাম হ'ন বুদ্ধি-মন-বাক্য অতর্কিত ।
শুনহ চতুরা গৌরি ! ইহা মম মত ॥
তথাপি সজ্জন মুনি বেদ ও পুরাণ ।
যাহা কিছু কহে স্ব স্ব মতি অনুমান ॥
তাহা আমি সুবদনে ! শুনাব তোমারে ।
যে যে হেতু পারিয়াছি আমি বুঝিবারে ॥

যখন যখন হয় ধরমের হানি।
অধম অসুর বাড়ে অতি অভিমানী॥
অতীব অধর্ম্ম করে না যায় বর্ণন।
গো, বিপ্র, ধরণী, দেবে করে প্রপীড়ন॥
তবে প্রভু নানা দেহ করিয়া ধারণ।
সাধুপীড়া কৃপানিধি করেন হরণ॥
বধিয়া অসুরগণে স্থাপি দেবগণ।
শ্রুতির মর্য্যাদা নিজ করেন রক্ষণ॥
বিমল সুযশ করে জগতে খ্যাপন।
রাম জনমের হয় ইহাও কারণ॥
সে যশ করিয়া গান ভক্ত ভব তরে।
লোকহিতে কৃপাসিন্ধু নরদেহ ধরে॥
রামজনমের হেতু হয়ত অনেক।
পরম বিচিত্র তাহা এক হ'তে এক॥
এক দুই জন্ম হেতু কহিব বাখানি।
সাবধানে শুন তাহা সুমতি ভবানি॥
প্রিয় দুই দ্বারপাল শ্রীহরি ভবনে।
জয় ও বিজয় নাম সকলেই জানে॥
বিপ্রশাপবশে ভ্রাতা তাহারা দুজন।
তামস অসুরদেহ করিল ধারণ॥
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ অভিহিত।
সুরপতি-দর্পহারী জগতে বিদিত॥
সমর বিজয়ী বীর বিখ্যাত ভুবন।
বরাহ মূর্ত্তিতে হইল একের নিধন॥
নরহরি বপু ধরি অন্যের সংহার।
ভক্ত প্রহ্লাদের যশ হইল বিস্তার॥
নিশাচর হ'য়ে পুনঃ তাহারা জন্মিল।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলবান মহাবীর হৈল॥
যোদ্ধৃগণ শ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ ও রাবণ।
হইল দেবের জয়ী বিখ্যাত ভুবন॥
নাশিলে ও ভগবান মুক্ত নাহি হয়।
ব্রাহ্মণের অভিশাপে তিন জন্ম রয়॥

একবার তাহাদের মঙ্গল কারণ।
করেন ভক্তানুরাগী শরীর ধারণ॥
কশ্যপ অদিতি তাহে জনক জননী।
সুবিখ্যাত দশরথ কৌশল্যা রূপিণী॥
এক কল্পে হেনরূপে হ'য়ে অবতার।
চরিত্রে পবিত্র কৈল সকল সংসার॥
এক কল্পে দেবগণে দেখিয়া দুখিত।
জলন্ধর সহরণে সবে পরাজিত॥
করিলেন মহাদেব সংগ্রাম অপার।
মহাবল দৈত্য তাহে না হয় সংহার॥
অতিশয় পতিব্রতা দৈত্যপতি-নারী।
তার বলে জয়ী নাহি হ'ন ত্রিপুরারী॥
ছল করি তার ব্রত করি বিনাশন।
সুরকাজ করিলেন প্রভু জনার্দ্দন॥
দৈত্যপত্নী যবে সব বৃত্তান্ত জানিল।
ক্রোধেতে দারুণ শাপ ভগবানে দিল॥
তার অভিশাপ হরি করেন স্বীকার।
কৌতুক সাগর প্রভু কৃপাপারাবার॥
সেই কল্পে জলন্ধর রাবণ হইল।
রণে মারি রঘুনাথ শ্রেষ্ঠপদ দিল॥
একজন্ম হেতু ইহা হয় যে কারণ।
যে হেতু নৃদেহ রাম করেন ধারণ॥
প্রতি অবতারকথা প্রভুর যেমন।
বর্ণিয়াছে বহুবিধ মুনি কবিগণ॥
দিলেন নারদমুনি শাপ একবার।
এক কল্প সেই হেতু প্রভু-অবতার॥
গিরিজা চকিতা হ'ন শুনি সেই বাণী।
নারদ বিষ্ণুর ভক্ত মুনি অতি জ্ঞানী॥
কি কারণে হেন শাপ মুনিবর দিল।
কিবা অপরাধ রমাপতি বা করিল॥
বলুন আমারে এই প্রসঙ্গ শঙ্কর।
অত্যাশ্চর্য্য হয় মুনি-মনমোহকর॥

বসিলেন মৃদু হাসি মহেশ তখন।
জ্ঞানী কিম্বা কেহ নাহি হয় মূঢ়জন॥
যাহারে যেরূপ যবে করে রঘুপতি।
সেই ক্ষণে হয় তার সেইরূপ মতি॥
রামগুণ-গান আমি করি যে বর্ণন।
সাদরেতে ভরদ্বাজ করহ শ্রবণ॥
সংসার-ভঞ্জনকারী শ্রীরঘুনন্দন।
মোহ-মদ-ত্যজি কর তুলসী! ভজন॥
না জানে ভজন কিছু রাধিকাপ্রসাদ।
রামগুণ গায় লভি তুলসী-প্রসাদ॥

নারদের মোহ।

হিমগিরি গুহা এক সুপবিত্রকর।
সুরধুনী বহে তথা অতি মনোহর॥
আশ্রম পরমপূত অতি সুশোভন।
দেখিয়া মগন অতি নারদের মন॥
নিরখিয়া শৈল, নদী, বনের বিভাগ।
হয় রমাপতিপদে অতি অনুরাগ॥
শ্বাসগতি রোধি করি হরির স্মরণ।
সহজ বিমল মন সমাধি মগন॥
মুনির সমাধি দেখি ভীত সুরপতি।
ডাকিয়া সম্মান করিলেন রতিপতি॥
বলিলা সবলে তুমি যাও মম হেতু।
হরষিত মনে চলিলেন মীন-কেতু॥
অতি-ভয়ে ভীত ছিল দেবরাজ মন।
দেবর্ষি বুঝিবা মম অধিকার ল'ন॥
বিশ্ব মধ্যে লোভী কামী যেইজন হয়।
কুটিল বায়স সম সবে করে ভয়॥
অজ্ঞান কুকুর শুষ্ক অস্থি মুখে করি।
নিরখিয়া গজরাজে যায় দূরে সরি॥

মনে করে পাছে ইহা কাড়াইয়া লয়।
হেনরূপ দেবেন্দ্রের নাহি লাজ ভয়॥
হেনকালে সে আশ্রমে যাইয়া মদন।
আপন মায়াতে করে বসন্ত সৃজন॥
কুসুমিত নানা বৃক্ষ বিবিধ বরণ।
কোকিল কূজন করে গুঞ্জে অলিগণ॥
বহিতে লাগিল তথা ত্রিবিধ পবন।
কামাগ্নি-বর্দ্ধন-শীল অতি সুশোভন॥
রম্ভাদি দেবতানারী নবীন যৌবনা।
কামের কলাতে সবে পরম প্রবীণা॥
করিতে লাগিল গান তালের তরঙ্গে।
হস্ত নাচাইয়া বহুবিধ রঙ্গে ভঙ্গে॥
দেখিয়া সহায় নিজ কাম হরষিত।
রচিল প্রপঞ্চ পুনঃ নানা বিধি মত॥
কামের কলাতে মুনি মুগ্ধ নাহি হ'ন।
পাপী নিজ ভয়ে ভীত হইল মদন॥
সীমা অতিক্রম তার কে করিতে পারে।
রমাপতি সদা রক্ষা করেন যাঁহারে॥
নিজ দল সহ অতি ভয় যুত হৈল।
কামদেব পরাজয় মনেতে মানিল॥
প্রণাম করিল তবে মুনির চরণ।
বিনতি করিল কহি মধুর বচন॥
নারদের মনে কিছু না হইল রোষ।
করিল মধুর বাক্যে কামে পরিতোষ॥
আদেশ পাইয়া নমি মুনির চরণ।
নিজদল সহ তবে পলায় মদন॥
মুনির শীলতা আর আপন করম।
দেবেন্দ্র সভাতে গিয়া করিল বর্ণন॥
শুনিয়া আশ্চর্য্য সবে মানিলেক মনে।
মুনিরে প্রশংসি নমে হরির চরণে॥
শিবের নিকটে গেল নারদ তখন।
কামজয়ী আমি গর্ব্বে চিন্তি মনে মন॥

মদন-চরিত্র কহি শিবে শুনাইল।
অতিপ্রিয় জানি শিব শিক্ষা তারে দিল॥
বিনতি তোমারে মুনি করি বারে বার।
মোরে শুনাইলে এই কথা যে প্রকার॥
হরি পাশে হেন কভু না করো বর্ণন।
প্রসঙ্গ উঠিলে তাহা করিবে গোপন॥
শুভকর উপদেশ মহাদেব দিল।
সে কথা নারদ-মনে ভাল না লাগিল॥
শুন ভরদ্বাজ সেই কৌতুক অপার।
হরি ইচ্ছা বলবতী জানয়ে সংসার॥
অবশ্য তা হ'বে যাহা রাম ইচ্ছা করে।
অন্যথা করিতে তার কেহ নাহি পারে॥
শম্ভুর বচন মুনি মনে না ধরিল।
সেথা হৈতে ব্রহ্মলোকে গমন করিল॥
একবার করতলে ল'য়ে বীণাবর।
গান করি হরিগুণ গায়ক প্রবর॥
গমন করেন ক্ষীরসিন্ধু মুনিরায়।
শ্রুতিশির (১) শ্রীনিবাস বসেন যথায়॥
হৃষ্টচিত্তে মিলে উঠি রমা-নিকেতন।
ঋষির সহিত বসিলেন সিংহাসন॥
চরাচর নাথ হাসি বলেন বচন।
বহুদিনে দয়া করি দিলে দরশন॥
মদন চরিত সব নারদ বলিল।
যদিও প্রথমে শিব নিষেধ করিল॥
অতি বলবতী রঘুপতি-মায়া হয়।
বিশ্বে হেন কেবা যেই মোহিত না হয়॥
বিরক্ত হইয়া রূক্ষ করিয়া বদন।
বলিলা শ্রীভগবান মধুর বচন॥
তোমার স্মরণমাত্রে শুন মুনিবর।
কাম, মোহ, মদ, মান ছুটে নিরন্তর॥
শুন মুনে? মোহ হয় মনেতে তাহার।
বিজ্ঞান, বিরাগ নাহি হৃদয়ে যাহার॥
ধীর মতি তুমি ব্রহ্মচর্য্যব্রতেরত।
কিরূপে তোমারে কাম করিবে ব্যথিত॥
নারদ কহিল তবে সহ অভিমান।
সকলি তোমারি কৃপা প্রভু ভগবান্॥
করুণা সাগর মনে করিল বিচার।
গর্ব্বতরু অঙ্কুরিত হৃদয়ে তাহার॥
ত্বরায় ফেলিব তাহা করি উৎপাটন।
সেবকের হিত করা হয় মম পণ॥
মুনির হইবে হিত কৌতুক আমার।
অবশ্য উপায় হেন করিব এ'বার॥
তখন নারদ হরি-পদে প্রণমিয়া।
চলিলেন 'ধন্য আমি' মনে বিচারিয়া॥
তবে লক্ষ্মীপতি নিজ মায়ারে প্রেরিলা।
শুনহ অদ্ভুত অতি তাঁহার যে লীলা॥
বিরচিলা পথি মধ্যে নগর মহান্।
বিস্তার হইল শত যোজন প্রমাণ॥
বৈকুণ্ঠ হইতে হৈল অধিক শোভিত।
বিবিধ প্রকারে তাহা হৈল বিরচিত॥
সুন্দর পুরুষ নারী করে তথা বাস।
যেন বহু কাম রতি করে বসবাস॥
শীলনিধি নামে রাজা বৈসে সেই পুরে।
হয়, গজ সৈন্য কত গণনা কে করে!॥
শত সুরপতি সম বিভব বিলাস।
রূপ, তেজ, বল, নীতি সদা করে বাস॥
রূপে বিশ্ববিমোহিনী তাঁহার কুমারী।
লক্ষ্মী বিমোহিত হ'ন সেই রূপ হেরি॥
তিনিই শ্রীহরি-মায়া সর্ব্বগুণাকর।
কহা নাহি যায় তার শোভা মনোহর॥

(১) বেদের মস্তক স্বরূপ।

সেই নৃপ-বালা করিলেন স্বয়ম্বর।
আসিলেন অগণিত কত নৃপ-বর ॥
কৌতুকেতে মুনিবর সে নগরে গেল।
পুরবাসীগণে সর্ব্ব বারতা পুছিল ॥
শুনিয়া বৃত্তান্ত সব ভূপ-গৃহে যান।
পূজা করি নরপতি মুনিকে বসান ॥
আনি রাজ কন্য নারদেরে দেখাইল।
সাদরে ভূপতিবর কহিতে লাগিল ॥
কহ নাথ দোষ, গুণ যাহা কিছু হয়।
হৃদয়ে বিচার করি কর সুনিশ্চয় ॥
দেখিয়া সেরূপ মুনি বিরাগ ভুলিল।
পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ॥
সুলক্ষণ দেখি তার সকল ভুলিল।
হৃদয়ে সানন্দ বাক্যে কিছু না কহিল ॥
যাহারে বরিবে কন্যা সে হ'বে অমর।
কেহ নাহি তার সনে জিনিবে সমর ॥
সব চরাচর তারে করিবে সেবন।
শীলনিধি কন্যা যারে করিবে বরণ ॥
লক্ষণ বিচারি সব হৃদয়ে রাখিল।
কল্পনা করিয়া কিছু রাজাকে বলিল ॥
সুতা সুলক্ষণা বলি বলিল রাজারে।
শোকাকুল ঋষিবর যান স্থানান্তরে ॥
করি গিয়া সেই যত্ন করিয়া বিচার।
কন্যা সনে যাতে হয় বিবাহ আমার ॥
জপ তপ সেই কালে কিছু না হইল।
কিরূপে মিলিবে বালা ভাবিতে লাগিল ॥
এ হেন সময়ে চাই শোভা মনোহর।
পরম সুন্দররূপ মনোমুগ্ধ কর ॥
মুগ্ধ হ'বে রাজ সুতা যাররূপ হেরি।
তার গলে জয়মালা দিবেন কুমারী ॥
হরির নিকটে যাচি রূপ মনোহর।
তথা গেলে কিন্তু হ'বে বিলম্ব বিস্তর ॥

হরি সম মম কেহ হিতকর নয়।
সহায় হ'বেন তিনি মম এসময় ॥
সেইকালে করিলেন বিবিধ বিনয়।
প্রকটিত সেইকালে প্রভু দয়াময় ॥
প্রভুকে হেরিয়া মুনি নেত্র জুড়াইল।
কার্য্য সিদ্ধ হ'বে ভাবি হরষিত হৈল ॥
সকাতরে নিজ কথা সকল শুনায়।
কর কৃপা প্রভো! মম হইয়া সহায় ॥
আপনার রূপ প্রভো! দান কর মোরে।
অন্যরূপে আমি নাহি পাইব তাহারে ॥
যেরূপেতে হয় নাথ! কল্যাণ আমার।
সত্বর করহ আমি সেবক তোমার ॥
নিজ মায়াবল অতি করি নিরীক্ষণ।
বলিলেন দীননাথ হাসি নিজমনে ॥
শুনহ নারদ তুমি বচন আমার।
যেরূপে পরম হিত হইবে তোমার ॥
তাহাই করিব আমি অন্য কিছু নয়।
আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হয় ॥
কুপথ্য মাগিলে ব্যাধি-ব্যাকুলিত রোগী।
বৈদ্য নাহি দেন তাহা শুন মুনি যোগী ॥
করিয়াছি স্থির হেনরূপ তব হিত।
এতেক কহিয়া প্রভু হ'ন তিরোহিত ॥
মায়ার বশেতে মুগ্ধ দেবর্ষি হইল।
হরির নিগূঢ় বাক্য বুঝিতে নারিল ॥
অতি ত্বরা ঋষিরাজ গেলেন সেখানে।
স্বয়ম্বর সভা ছিল রচিত যেখানে ॥
নিজ নিজ আসনেতে বসে রাজগণ।
বহু সাজ করি সহ অনুচরগণ ॥
শ্রেষ্ঠরূপ মম, ভাবি হর্ষ মুনিমন।
বরিবেনা মোরে ত্যজি ভুলি অন্যজন ॥
মুনির মঙ্গল তরে করুণা নিধান।
দিলেন কুরূপ হেন না হয় বাখান ॥

সে চরিত্র কেহ নাহি দেখিতে পাইল।
নারদ জানিয়া মনে প্রণাম করিল॥
রুদ্র অনুচর তথা ছিল দুইজন।
তাহারা জানিত এই সব বিবরণ॥
চারিদিকে ঘুরি ফিরি দেখিতে লাগিল।
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি অতি কুতুহল॥
যে সমাজে মুনিবর বসিলেন গিয়া।
আমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রূপবান্ বিচারিয়া॥
শিব-অনুচর-দ্বয় তথায় বসিল।
বিপ্রবেশ হেতু কেহ চিনিতে নারিল॥
ছল করি নারদেরে শুনায় বচন।
হরি দিয়াছেন রূপ সুন্দর শোভন॥
মুগ্ধ হ'বে রাজ কন্যা ইহাঁরে দেখিয়া।
বরিবে অবশ্য হরি-বিশেষ * জানিয়া॥
পরের অধীন মুগ্ধ মুনিবর মন।
হাসিতে লাগিল মুখ চাপি শম্ভুগণ॥
উপহাস বাক্য মুনি যদিও শুনিল।
ভ্রম-যুক্ত বুদ্ধি হেতু বুঝিতে নারিল॥
অপরূপ সেই লীলা কেহ না দেখিল।
নৃপকন্যা সে স্বরূপ দেখিতে পাইল॥
মর্কট বদন তার দেহ ভয়ঙ্কর।
দেখিয়া ক্রোধিত হৈল তাহার অন্তর॥
সখীগণে সঙ্গে করি কুমারী তখন।
রাজমরালের গতি করিল গমন॥
দেখিয়া দেখিয়া ফিরে মহারাজগণ।
করপদ্মে জয়মাল্য করিয়া ধারণ॥
যে দিকে বসিয়া মুনি মত্ত অহঙ্কারে।
ভুলিয়া ও চাহিল না সেই দিকে ফিরে॥
ব্যাকুলিত মুনি পুনঃ পুনঃ উঁকী মারে।
দশা দেখি শম্ভুগণ হাসে ঠারে ঠোরে॥

রাজবেশ ধরি প্রভু গেলেন তথায়।
হর্ষে কন্যা জয়মাল্য দিলেন গলায়॥
রাজসুতা সঙ্গে লয়ে গেলা শ্রীনিবাস।
নৃপতি সমাজ সবে হইল নিরাশ॥
মোহমুগ্ধ মুনি-মন বিকল হইল।
গ্রন্থিচ্যুত হ'য়ে মণি যেন হারাইল॥
মৃদুহাসি শম্ভুগণ বলিল তখন।
যাইয়া দর্পণে মুখ কর দরশন॥
এত কহি মহাভয়ে পলায় দুজন।
জলেতে দেখিল মুনি আপন বদন॥
বেশ হেরি ক্রোধ অতি বর্দ্ধিত হইল।
উভয়ে ভীষণ শাপ মুনিবর দিল॥
নিশাচর কুলে গিয়া লভহ জনম।
কপটী ভীষণ পাপী তোমরা দু'জন॥
হাসিলে আমায় দেখি তার ফল পাবে।
পুনঃ অন্য মুনি দেখি আর না হাসিবে॥
পূর্ব্বরূপ হৈল পুনঃ দেখিতে সলিল।
তথাপি হৃদয়ে নাহি সন্তোষ হইল॥
স্ফুরিত অধর কোপ মনের ভিতর।
কমলাপতির পাশে চলিল সত্বর॥
অভিশাপ দিব কিম্বা মরিব নিশ্চয়।
করাইল উপহাস মম বিশ্বময়॥
পথিমধ্যে মিলিলেন প্রভু দনুজারি।
সঙ্গে রমা আর সেই রাজার কুমারী॥
বলিলেন সুরস্বামী বচন মধুর।
ব্যাকুল হইয়া কোথা যাও মুনিবর॥
বচন শুনিয়া উপজিল মহাক্রোধ।
মায়াবশে না রহিল মনে কিছু বোধ॥
অন্যের সম্পদ তুমি দেখিতে না পার।
ঈর্ষা কপটেতে পূর্ণ তোমার অন্তর॥

* হরি বিশেষ = বানর।

সাগর-মন্থনে তুমি রুদ্রে ভুলাইলে।
সুরগণে প্রেরি বিষপান করাইলে॥
দৈত্যে সুরা, হলাহল মহেশে প্রদানি।
কৌস্তুভ রতন, রমা, লইলে আপনি॥
স্বার্থের সাধক তুমি কুটিল আচার।
সর্ব্বদা কপট তব হয় ব্যবহার॥
শিরোপরে কেহ নাই স্বাধীন সতত।
মনে যাহা ভাব তাই করহ নিশ্চিত॥
ভালকে করহ মন্দ, মন্দে ভাল কর।
বিস্ময় হরষ হৃদে কিছু না বিচার॥
ছলিয়া সবারে কর পরীক্ষা গ্রহণ।
সতত উৎসাহপূর্ণ শঙ্কাশূন্য মন॥
শুভাশুভ কর্ম্ম তব বাধক না হয়।
অদ্যাপি শাসিতে তোমা কেহ না পারয়॥
ভাল ঘরে ব্যবহার করিলে এবার।
নিজকৃত কর্ম্মফল পাইবে তোমার॥
যে দেহ ধরিয়া মোরে করিলে বঞ্চন।
মম অভিশাপে কর সে দেহ ধারণ॥
কপির আকৃতি তুমি করিলে আমার।
করিবেক সদা কপি সহায় তোমার॥
অত্যন্ত করিলে তুমি মম অপকার।
রমণী-বিরহে দুখ হইবে তোমার॥
হর্ষচিত্তে শাপ শিরে করিয়া ধারণ।
সুরকাজ করিলেন প্রভু নারায়ণ॥
মায়ার প্রভাব নিজ করি আকর্ষণ।
করিলেন কৃপানিধি লীলা সম্বরণ॥
হরি করিলেন যবে মায়া নিবারণ।
রমা, রাজকন্যা কেহ না রহে তখন॥
ভয়ে ভীত মুনি ধরে হরির চরণ।
প্রণতার্ত্তিহারি! মোরে করহ রক্ষণ॥
মিথ্যা হোক মম অভিশাপ কৃপাময়!
আমারি ইচ্ছাতে হৈল ক'ন দয়াময়॥

দুর্ব্বচন কহিলাম আমি বহুবার।
বলে মুনি কিসে পাপ মিটিবে আমার॥
শঙ্করের শতনাম গিয়া জপ কর।
হৃদয়ে বিমল শান্তি পাইবে সত্বর॥
প্রিয় কেহ নাহি মম সমান শঙ্কর।
ভুলেও বিশ্বাস হেন ত্যাগ নাহি কর॥
সদাশিব না করেন কৃপা যার প্রতি।
সেহ নাহি পায় মুনে? আমার ভকতি॥
ইহা হৃদে ধরি বিশ্বে কর বিচরণ।
মায়া না করিবে তব নিকটে গমন॥
মুনিরে প্রবোধি বহুবিধ প্রভুবর।
তথা হৈ'তে অন্তর্হিত হ'য়েন সত্বর॥
সত্য লোকে চলিলেন মুনি তপোধন।
গাহিতে গাহিতে গান রামচন্দ্র গুণ॥
মুনিকে যাইতে পথে দেখে শম্ভুগণ।
গত-মোহ বিশেষতঃ সুপ্রসন্ন মন॥
সভয়ে নারদ পাশে করিয়া গমন।
পদে ধরি শুনাইল কাতর বচন॥
শম্ভুগণ মোরা, বিপ্র নহি মুনিবর।
পাইলাম ফল কবি অপরাধ ঘোর॥
শাপে অনুগ্রহ কর কৃপালো? এখন।
দীনের দয়াল মুনি বলেন বচন॥
তোমরা দুজনে গিয়া হও নিশাচর।
বৈভব শকতি তেজ হউক বিস্তর॥
ভুজবলে বিশ্বজয়ী হইবে যখন।
ধরিবেন বিষ্ণু নর-শরীর তখন॥
বিষ্ণুর হস্তেতে যবে সমরে মরিবে।
লভিবে তোমরা মুক্তি সংসার না রবে॥
মুনি-পদে প্রণমিয়া উভয়ে চলিল।
যথাকালে গিয়া পুনঃ নিশাচর হৈল॥
এক কল্পে এই হেতু প্রভু নারায়ণ।
নররূপে অবতার করেন গ্রহণ॥

সজ্জনের সুখপ্রদ দেবতা-রঞ্জন।
হেনরূপে তুমি-ভার হরন ভঞ্জন॥
হরির জনম, কর্ম্ম, হয় এপ্রকার।
সুন্দর সুখদ আর বিচিত্র অপার॥
প্রতি কল্পে অবতার করিয়া গ্রহণ।
করেন বিবিধ রম্য লীলা প্রদর্শন॥
সেই সেই কথা গান করে মুনিগণ।
পরম বিচিত্র গাথা করিয়া রচন॥
অনুপম নানাবিধ প্রসঙ্গ বাখানে।
চতুর আশ্চর্য্য বলি নাহি ভাবে মনে॥
শ্রীহরি অনন্ত, কথা অনন্ত অপার।
কহে শুনে সাধুগণ বিবিধ প্রকার॥
শ্রীরাম-চরিত্র হয় সদানন্দময়।
কোটি কল্প গাহিলেও অন্ত নাহি হয়॥
কহিলাম ইহা আমি, ভবানি! বর্ণিয়া।
মুনি জ্ঞানিগণে মুগ্ধ করে হরি-মায়া॥
প্রভু হ'ন সুরসিক নত-হিতকারী।
সেবক-সুলভ আর সর্ব্ব দুখহারী॥
সুর নর মুনি মধ্যে কেবা হেন রয়।
প্রবল মায়ার বলে মুগ্ধ নাহি হয়॥
বিচারিয়া হেন নিজ মানস মাঝারে।
ভজ মহামায়া-পতি পরম সাদরে॥
অন্য হেতু শুন এবে শৈলেন্দ্র-নন্দিনি।
কহিব বিচিত্র কথা তোমারে বাখানি॥
জন্মহীন গুণশূন্য ব্রহ্ম নিরুপম।
হইলেন অযোধ্যার পতি যে কারণ॥
যে প্রভুরে দেখিয়াছ বিপিনে ভ্রমিতে।
মুনিবেশ ধরি নিজ ভ্রাতার সহিতে॥
যাহার চরিত্র দেখি ভবানি তোমার।
সতী-দেহে জনমিল সংশয় অপার॥
অদ্যাপি সে মোহ নাহি মিটিল তোমার।
শুন ভ্রম-রোগ-হর চরিত্র তাঁহার॥
করিলেন যেই লীলা সেই অবতারে।
কহিব সে সব আমি বুদ্ধি অনুসারে॥
শুন ভরদ্বাজ শুনি শঙ্করের বাণী।
সংকোচে সপ্রেমে হাসে হরের গৃহিণী॥ *
বৃষকেতু লাগিলেন করিতে বর্ণন।
যেই হেতু অবতীর্ণ হ'ন নারায়ণ॥
সেই সব কথা তোমা করা'ব শ্রবণ।
শুনহ মুনীশ করি ধৈরজ ধারণ॥
রাম-কথা করে কলিমল বিনাশন।
পরম সুন্দর আর মঙ্গল কারণ॥
গঙ্গা নারায়ণ সুত রাধিকাপ্রসাদ।
তুলসীপ্রসাদে রচে অমৃতের স্বাদ॥

স্বায়ম্ভুবমনু ও শতরূপার উপাখ্যান।

স্বায়ম্ভুবমনু পত্নী শতরূপা নাম।
যাহাদের হৈতে নর সৃষ্টি নিরুপম॥
দম্পতীর ধর্ম্ম মনোহর আচরণ।
অদ্যাপি যাঁদের যশ গায় শ্রুতিগণ॥
নৃপতি উত্তানপাদ যাঁদের তনয়।
তাঁর পুত্র ধ্রুব হরি-ভক্ত অতিশয়॥
প্রিয়ব্রত নামে হৈল কনিষ্ঠ নন্দন।
বেদ পুরাণাদি যাঁর করে প্রশংসন॥
দেবহুতি নামে কন্যা ছিল সুকুমারী।
মুনি কর্দ্দমের যিনি হ'ন প্রিয় নারী॥
আদিদেব দীন-নাথ প্রভু নারায়ণ।
কপিলে করেন যিনি জঠরে ধারণ॥

---

* আজ পর্য্যন্ত তোমার মোহ দূর হইলনা, ইহা শুনিয়া সংকোচ, এবং ভ্রম রোগ বিনাশক চরিত্র শ্রবণ কর, ইহা শুনিয়া প্রেম ও আমোদ হইল।

প্রকাশিয়া সাংখ্যশাস্ত্র যে করে ব্যাখ্যান।
তত্ত্বের বিচারে সুনিপুন ভগবান ॥
সেই মুনি বহুকাল করিল শাসন।
সর্ব্বরূপে প্রভু আজ্ঞা করিয়া পালন ॥
বিষয়েতে অনাসক্তি তাহে না জন্মিল।
গৃহেতে থাকিতে বৃদ্ধ অবস্থা হইল ॥
হৃদয়েতে বহুবিধ দুখ উপজিল।
শ্রীহরি ভজন বিনা জন্ম ব্যর্থ হৈ'ল ॥
কালবশে সুতে করি রাজ্যসমর্পণ।
করিল রমণী সঙ্গে কাননে গমন ॥
তীর্থরাজ সুবিখ্যাত নৈমিষ-কানন।
সাধকের সিদ্ধিপ্রদ পরম পাবন ॥
বসতি করেন যথা সিদ্ধ মুনিগণ।
মনুরাজা চলে তথা হরষিত মন ॥
ধৈর্য্যশীল দোঁহে পথে যেতে শোভে হেন
দেহধরি জ্ঞানভক্তি চলি যা'ন যেন ॥
গোমতীর তীরে গিয়া হ'ন উপস্থিত।
সুনির্ম্মল জলে স্নান করে হরষিত ॥
আসিলেন মিলিবারে সিদ্ধ মুনি জ্ঞানী।
ধর্ম্মধুরন্ধর রাজ-ঋষিবর জানি ॥
যথা তথা ছিল তীর্থ পরম সুন্দর।
মুনিগণ করাইল দর্শন সাদর ॥
দুর্ব্বল শরীর মুনি-বস্ত্র পরিধান।
সাধুর সভাতে নিত্য শুনেন পুরাণ ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্ররাজ দ্বাদশ অক্ষর।
অনুরাগ করি জপ করে নিরন্তর ॥
বাসুদেব সুকোমল-কমলচরণ।
সতত দম্পতী মনে করয়ে চিন্তন ॥
আহার করেন শাক ফল আর কন্দ।
স্মরণ করেন ব্রহ্ম সচ্চিত-আনন্দ ॥
হরি হেতু পুনঃ তপ আরম্ভ করিল।
ফল মূল ত্যজি জল মাত্র সার কৈল ॥

হৃদয়েতে অভিলাষ হয় নিরন্তর।
দেখিব নয়নে সেই শ্রেষ্ঠ প্রভুবর ॥
অগুণ অখণ্ড যিনি অনন্ত অনাদি।
যাঁর চিন্তা করে সদা পরমার্থবাদী ॥
নেতি নেতি কহি বেদ করে নিরূপণ।
নিরূপাধি চিদানন্দ যিনি অনুপম ॥
ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মা আর সদাশিব।
যাঁহার বিবিধ অংশে হ'ন সমুদ্ভব ॥
হেনরূপ প্রভু হ'ন ভক্তের অধীন।
ভক্ত হেতু লীলা-তনু করিয়া ধারণ ॥
শ্রুতির বচন এই সত্য যদি হয়।
তবে মম অভিলাষ পুরিবে নিশ্চয় ॥
হেনরূপে গত হয় সহস্র বৎসর।
জল পান করি কাটাইল নিরন্তর ॥
সম্বৎ সহস্র শত পুনঃ করি ধ্যান।
কাটাইল মহাযোগে বায়ু করি পান ॥
বরষ সহস্র দশ তাহাও তাজিল।
এক পদে দাঁড়াইয়া উভয়ে রহিল ॥
বিধি, হরি, হর, তপ দেখিয়া অপার।
মনুর সমীপে আসিলেন বহুবার ॥
বর লহ বহুরূপে লোভ দেখাইল।
পরম সুধীর কিন্তু তাহে না টলিল ॥
উভয় শরীর হৈল অস্থিমাত্র সার।
বিন্দুমাত্র দুখ বোধ নাহি দোঁহাকার ॥
সর্ব্ব জ্ঞানবান্ প্রভু নিজ ভক্ত জানি।
তপস্বী অনন্যগতি রাজা আর রাণী ॥
'বর লহ বলি' বাণী আকাশেতে হয়।
পরম গম্ভীর উহা কৃপামৃতময় ॥
মৃতসঞ্জীবক বাক্য অতি সুশোভন।
কর্ণরন্ধ্র পথে হৃদে করিল গমন ॥
হৃষ্ট পুষ্ট হৈল দেহ অতি সুশোভন।
রাজ-গৃহ হৈতে যেন কৈল আগমন ॥

শ্রবণে অমৃত সম শুনিয়া বচন।
হইল পুলকে ফুল্ল শরীর তখন॥
দণ্ডবত করি মনু বলিতে লাগিল।
হৃদয় মাঝারে প্রেম উথলি উঠিল॥
শুন সেবকের কল্পতরু কামধেনু।
বিধি, হরি, হর বন্দে তব পদ রেণু॥
সেবিলে সুলভ, সর্ব্বজন-সুখ-দাতা।
প্রণত-পালক তুমি চরাচর নেতা॥
যদি দীন-নাথ! তব মম প্রতি স্নেহ।
তাহ'লে প্রসন্ন হ'য়ে এই বর দেহ॥
যেরূপেতে বাস তব শিব হৃদাসনে।
যত্ন করে মুনিগণ যাহার কারণে॥
ভুশুণ্ডি-মানস সরে মরাল যে জন।
সগুণ অগুণ বলি বেদে প্রশংসন॥
দেখিব সেরূপ আমি ভরিয়া লোচন।
কৃপাকর প্রণতের দুখ-বিমোচন॥
সমধিক প্রিয় লাগে দম্পতী-বচন।
মৃদুল বিনীত প্রেম রসেতে পূরণ॥
ভক্তবৎসল প্রভু কৃপার নিধান।
প্রকটিত হ'ন বিশ্ববাস ভগবান্॥
নীলকান্তমণি নীল-সরোরুহদল।
নীল নীরধর সম শ্যাম সুকোমল॥
অপূর্ব্ব-দেহের কান্তি করি নিরীক্ষণ।
কোটি কোটি শত শত লজ্জিত মদন॥
মুখছবি শরচ্চন্দ্র সম মনোরম।
কপোল, চিবুক চারু, গ্রীবা কম্বু সম॥
অরুণ অধর, দন্ত, হাস্য মনোহর।
চন্দ্রকর-চয় বিনিন্দিত হাস্যবর॥
নবাম্বুজ সম নেত্র ছবি মনোহর।
স্নেহময়ী দৃষ্টি কিবা মনোমুগ্ধ কর॥
ভ্রূকুটী মদন-ধনু জিনিয়া সুন্দর।
তিলক ললাটোপরি অতি শোভাকর॥
মুকুট মস্তকে কর্ণে মকর কুণ্ডল।
কুঞ্চিত সুকেশ যেন মধুপের দল॥
হৃদয়ে শ্রীবৎস চারু বনমালা গলে।
ভূষণ পদক হার গাঁথা মণিজালে॥
সিংহস্কন্ধ সম স্কন্ধে চারু উপবীত।
বাহুদ্বয় নানাবর্ণ ভূষণে ভূষিত॥
করি-কর সম সুশোভিত ভুজদণ্ড।
কটিতে নিষঙ্গ করে শর ও কোদণ্ড॥
তড়িত নিন্দিত শোভে সুপীত অম্বর।
ত্রিবলী শোভিত কিবা উদর উপর॥
নাভি মনোহর যেন লয়েছে হরিয়া।
যমুনার আবর্ত্তের ছবিটী ছিনিয়া॥
চরণ কমল শোভা না হয় বর্ণন।
যাহে বাস করে অলিরূপে মুনি-মন॥
বামভাগে সুশোভিতা সৌন্দর্য্যের খনি।
আদি শক্তি বিশ্বমাতা জগ-প্রসবিনী॥
যাঁর অংশে সমুদ্ভূতা সর্ব্বগুণ খনি।
অগণিতা উমা রমা, অসংখ্য ব্রহ্মাণী॥
জগতের সৃষ্টি যাঁর ভ্রূকুটি বিলাসে।
শোভে সেই সীতাদেবী রাম বাম পাশে॥
সৌন্দর্য্য-জলধি হরি-রূপ নিরখিয়া।
অনিমিষে দেখে তাহা নয়ন মেলিয়া॥
অনুপম রূপ করি সাদরে দর্শন।
তৃপ্ত নাহি হয় মনু-শতরূপা-মন॥
হরষে বিবশ দেহ আপন ভুলিয়া।
দণ্ডসম পড়ে করে চরণ ধরিয়া॥
স্বকরকমলে প্রভু শির পরশিয়া।
সত্বর করুণানিধি উঠান ধরিয়া॥
কৃপার জলধি প্রভু ক'ন পুনরায়।
অত্যন্ত প্রসন্ন তুমি জানিহ আমায়॥
মাগি লহ বর যাহা ইচ্ছা হয় মনে।
বিবেচিয়া মোরে মনে মহাদাতা জ্ঞানে॥

শুনিয়া প্রভুর বাক্য যুড়ি দুই পাণি।
ধৈরয ধরিয়া বলিলেন মৃদুবাণী ॥
হে নাথ ? দেখিয়া তব চরণকমল।
এবে পূর্ণ আমাদের কামনা সকল ॥
মহতী বাসনা এক হয় মনে মম।
কহা নাহি যায় তাহা সুগম অগম ॥
দান করা তব পক্ষে অতীব সুগম।
নিজ অসামর্থ্য হেতু বুঝি যে অগম ॥
কল্পতরু পাশে গিয়া দরিদ্র যেমন।
যাচিতে প্রচুর বিত্ত সংকুচিত মন ॥
তাহার প্রভাব যেন না জানে সে জন।
আমার হৃদয়ে হয় সংশয় তেমন ॥
অন্তর্য্যামী তুমি প্রভু সকল জানহ।
মনোরথ পূর্ণ স্বামী আমার করহ ॥
সংকোচ তাজিয়া নৃপ যাচ মম কাছে।
তোমাকে অদেয় মম কিছুই না আছে ॥
দানী শিরোমণি প্রভু কৃপার আধার।
সাধু ভাবে তব পাশে প্রার্থনা আমার ॥
তোমার সমান পুত্র হউক আমার।
প্রভুপাশে লুকাইয়া কিবা ফল আর ॥
দেখি অতি প্রীতি শুনি অমূল্য বচন।
'এবমস্তু' বলিলেন দয়া নিকেতন ॥
আমার সমান কোথা খুজিয়া পাইব।
নৃপ ? তব সুতরূপে আমি জনমিব ॥
যুক্ত করে স্থিত শতরূপারে দেখিয়া।
বলেন বাঞ্ছিত বর লহগো যাচিয়া ॥
যে বর মাগেন প্রভো নৃপতি চতুর।
কৃপাময় অহা মম লাগে সুমধুর ॥
কিন্তু প্রভো মনে লয় বলি উপহাস।
যদিও তোমার প্রিয় হয় তব দাস ॥
ব্রহ্মাদি-জনক তুমি জগতের স্বামী।
ব্রহ্মরূপে সকলের হৃদে অন্তর্যামী ॥

ইহা বুঝি মনে হয় সংশয় মহান।
কহিলা যা প্রভু পুনঃ তাহাই প্রমাণ ॥
হে নাথ ? যে জন হয় সেবক তোমার।
সেহ গতি লভে, যাহে সুখ হয় তার ॥
সেই সুখ সেই গতি সেই সে ভকতি।
সেই সে তোমার নিজ চরণেতে প্রীতি ॥
সেই সে বিবেক সেইরূপ ব্যবহার।
কৃপা করি দেহ মোরে কৃপা-পারাবার ॥
শুনি মৃদু গূঢ় রম্য বাক্যের রচন।
কৃপাসিন্ধু বলিলেন সুমৃদু বচন ॥
তোমার যা কিছু ইচ্ছা মনোমধ্যে হয়।
করিব সে সব পূর্ণ নাহিক সংশয় ॥
হে মাতঃ ? বিবেক তব অলৌকিক হয়।
মম অনুগ্রহ কভু মিটিবার নয় ॥
পুনঃ কহিলেন মনু বন্দিয়া চরণ।
আছে প্রভু মম এক অন্য নিবেদন ॥
পুত্র ভাবে তব পদে রতি হয় যেন।
বরঞ্চ আমারে মূঢ় বলুক না কেন ॥
মণি বিনা ফণী যেন জল বিনা মীন।
তেমতি জীবন মম তোমার অধীন ॥
যাচি হেন বর রহিলেন পদ ধরি।
'তাই হোক' কহিলেন দয়াময় হরি ॥
আমার আদেশ তুমি মানিয়া এখন।
ইন্দ্রপুরে গিয়া বাস কর সুখী মন ॥
সেখানেতে গিয়া করি ভোগ সুবিশাল।
পুনরায় হ'বে গত যবে কিছুকাল ॥
অযোধ্যার নরপতি হইবে যখন।
হইব তখন আমি তোমার নন্দন ॥
ইচ্ছাময় নরবেশ ধারণ করিয়া।
প্রকটিত হ'ব তব ভবনেতে গিয়া ॥
নিজ অংশ সহ দেহ করিয়া ধারণ।
করিব ভক্তের সুখকর আচরণ ॥

ভাগ্যবান্ নর যাহা সাদরে শুনিয়া।
মায়া, মোহ ত্যজি, যায় সংসার তরিয়া॥
তব অভিলাষ আমি করিব পূরণ।
সত্য সত্য সত্য মম হয় এই পণ॥
পুনঃ পুনঃ ইহা কহি কৃপার নিধান।
অন্তর্ধ্যান হইলেন প্রভু ভগবান॥
প্রভুর ভকতি হৃদে ধরিয়া দম্পতী।
কিছুকাল সে আশ্রমে করেন বসতি॥
যথা সময়েতে দেহ ত্যজি অনায়াস।
অমরাবতীতে গিয়া করিলেন বাস॥
অত্যন্ত পবিত্র হয় এই ইতিহাস।
কহিলেন বৃষকেতু ইহা উমা পাশ॥
শুন ভরদ্বাজ রাম জন্মের কারণ।
অন্যবিধ হয় যাহা কহিব এখন॥
গঙ্গানারায়ণ সুত রাধিকা-প্রসাদ।
তুলসীপ্রসাদে রচে অমৃতের স্বাদ॥

রাজা প্রতাপভানু এবং কপটী মুনির কথা।

শুন মুনি সুপবিত্র কথা পুরাতন।
গৌরী প্রতি শম্ভু যাহা করেন বর্ণন॥
জগতে বিদিত এক কেকয় প্রদেশ।
সত্যকেতু নাম বাস করেন নরেশ॥
ধর্ম্ম-ধুরন্ধর তিনি নীতির নিধান।
তেজস্বী প্রতাপ-শীল অতি বলবান॥
হইল তাঁহার দুই সুত মহাবীর।
সর্ব্বগুণধাম তাঁরা রণে মহাধীর॥
জ্যেষ্ঠ তনয়ের হয় রাজ্যে অধিকার।
বিখ্যাত প্রতাপভানু নাম হয় যাঁর॥
অন্যসুত নাম অরিমর্দ্দন বিশ্রুত।
সংগ্রামে অচল ভুজবলে অতুলিত॥
উভয়েই ছিল অতি সুশীল সুমতি।
হয় দোষ-বিবর্জ্জিত দোঁহার পিরীতি॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রে সঁপি নৃপ রাজ সিংহাসন।
শ্রীহরি সেবিতে বনে করেন গমন॥
যখন প্রতাপভানু হৈল নরবর।
তাঁহার দোহাই ফিরে সকল নগর॥
বেদের বিধানে করে প্রজার পালন।
কোথাও পাপের লেশ নহে দরশন॥
নৃপ-হিতকারী বিজ্ঞ সচিব প্রধান।
নামে ধর্ম্মরুচি শুক্র মুনির সমান॥
সচিব চতুর, ভ্রাতা বলে মহাবীর।
নিজেও প্রতাপ-পুঞ্জ রণে মহাবীর॥
চতুরঙ্গ সেনা সঙ্গে অপার প্রবল।
অমিত সুযোদ্ধা সবে সমর-কুশল॥
সৈন্য বিলোকিয়া রাজা হর্ষিত হইল।
যুদ্ধঢাক ঘোর রবে বাজিয়া উঠিল॥
দিগ্বিজয় হেতু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া।
শুভদিন দেখি চলে বাদ্য বাজাইয়া॥
যেখানে সেখানে যুদ্ধ বহুবিধ হয়।
বাহুবলে সব রাজা করে পরাজয়॥
সপ্তদ্বীপ বশীভুত কৈল ভুজবলে।
কর ধার্য্য করি ছাড়ি দিলেন সকলে॥
নিখিল অবনীতলে রহে সেই কাল।
কেবল প্রতাপভানু এক মহীপাল॥
বাহুবলে বিশ্বে করি আপন অধীন।
নিজপুরে প্রবেশিলা নৃপতি স্বাধীন॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম আদি সর্ব্ব সুখ চয়।
করিতে লাগিল নৃপে সেবা সে সময়॥
ভূপতি প্রতাপভানু-বলেতে তখন।
কামধেনুরূপে ভূমি সুশোভিতা হন॥
সর্ব্বদুঃখ বিবর্জ্জিত প্রজা সুখী মন।
ধর্ম্মশীল মনোহর নরনারীগণ॥

ধর্ম্মরুচি সচিবের হরিপদে প্রীতি।
নৃপ হিত হেতু নিত্য শিক্ষা দেন নীতি॥
গুরু, সাধু, দেব, পিতৃ, ব্রাহ্মণ সজ্জন।
সতত করেন নৃপ সবার সেবন॥
রাজধর্ম্ম বেদে যাহা করেন কীর্ত্তন।
সাদরেতে নৃপ সব করেন পালন॥
প্রতিদিন দান করে বিবিধ বিধান।
শ্রবণ করেন শাস্ত্র বেদ ও পুরাণ॥
নানাবিধ বাপী, কূপ, তড়াগ সুন্দর।
পুষ্পবাটী কুঞ্জবন অতি মনোহর॥
বিপ্রগৃহ দেবালয় অতি শোভমান।
সর্ব্বতীর্থ মধ্যে কৈল বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
যজ্ঞের বর্ণন যত বেদ পুরাণেতে।
প্রত্যেকে সহস্রবার করেন প্রেমেতে॥
হৃদয়ে নাহিক কিছু ফলানুসন্ধান।
পরম বিবেকী ভূপ অতি জ্ঞানবান্॥
কর্ম্মমনোবাক্যে করে ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা।
বাসুদেবে সমর্পণ নৃপ করে তাহা॥
একবার চড়ি রাজা শ্রেষ্ঠ অশ্বোপরি।
মৃগয়া করিতে যা'ন সাজ সজ্জা করি॥
ঘন বিন্ধ্যাচল বনে করিল গমন।
পূত বন্যপশু বহু করিল নিধন॥
যেতে যেতে দেখে এক বরাহ কাননে।
শশীকে গ্রাসিছে রাহু যেন দূর বনে॥
অতি বড় বিধু তার মুখে নাহি ধরে।
মনে হয় উগরিছে যেন ক্রোধ ভরে॥
বরাহ-দশন-কান্তি অতি ভয়ঙ্কর।
সুবিশাল দেহ তাহা অধিক পীবর॥
অশ্বপদ-ধ্বনি শুনি ঘুরিতে লাগিল।
সচকিতে কান তুলি দেখিতে লাগিল॥
নীলপর্ব্বতের উচ্চ শিখরের সম।
সুবিশাল বরাহেরে করি নিরীক্ষণ॥
দ্রুতবেগে চলে ঘোড়া নৃপ ঠিক রয়।
হাঁকিলেও কিন্তু অশ্ব হাঁক না মানয়॥
ঘোররবে অশ্ববরে আসিতে দেখিয়া।
বরাহ পবনগতি পলায় ধাইয়া॥
সত্বর করিল নৃপ শরের সন্ধান।
ভূমিতে মিলিল সেহ দেখি সেই বাণ॥
নরেশ চালায় তীর তাকিয়া তাকিয়া।
বরাহ বাঁচায় দেহ ছলনা করিয়া॥
দূরে পলাইয়া পশু দেয় দরশন।
ক্রোধবশে করে নৃপ পশ্চাতে গমন॥
বরাহ তখন গেল অতি দূর বনে।
গজবাজি নাহি পারে যাইতে যেখানে॥
একে ত একক তাহে বনে মহাক্লেশ।
তথাপি বরাহ সঙ্গ না ছাড়ে নরেশ॥
রণেতে প্রবীণ নৃপে বরাহ দেখিয়া।
প্রবেশে দুর্গম গিরি গহ্বরেতে গিয়া॥
অগম্য জানিয়া তাহা নৃপ দুখ পা'য়।
পথ ভুলি ঘোরবনে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
পরিশ্রান্ত তৃষাতুর নৃপ বিষাদিত।
ক্ষুধায় কাতর হৈল অশ্বের সহিত॥
ব্যাকুলিতচিত্তে জল করে অন্বেষণ।
জল না পাইয়া প্রায় হৈল অচেতন॥
ফিরিতে কাননে এক আশ্রম দেখিল।
মুনিবেশে নৃপ এক যথায় আছিল॥
নৃপ যার দেশ পূর্ব্বে কাড়িয়া লইল।
সমরে ত্যজিয়া সেনা পলাইয়া গেল॥
প্রতাপভানুর জানি অতি সুসময়।
আপনার অনুমানি অতি কুসময়॥
আত্মগ্লানি হেতু গৃহে না কৈল গমন।
অভিমানে নৃপ সনে না করে মেলন॥
হৃদে ক্রোধ চাপি রাজা দরিদ্রের ন্যায়।
তপস্বীর বেশে বনে বসি শোভা পায়॥

তাহার সমীপে নৃপ করিল গমন।
ইনিই প্রতাপরবি চিনে সে তখন ॥
ভূষিত নৃপতি তারে চিনিতে নারিল।
সুবেশ দেখিয়া মহামুনি জ্ঞান কৈল ॥
উতরিয়া অশ্ব হৈতে করিল প্রণাম।
পরম চতুর নাহি কহে নিজ নাম ॥
অতি তৃষাতুর দেহ দেখিয়া রাজারে।
সরোবর দেখাইয়া দিলেন তাহারে ॥
অশ্বের সহিত রাজা করি তাহে স্নান।
হরষিত চিতে করিলেন জলপান ॥
গেল সব শ্রম, নৃপ অতি সুখী মন।
তাপস লইয়া গেল আশ্রমে আপন ॥
রবি অস্তগত জানি দিলেন আসন।
বলেন তাপস পুনঃ মধুর বচন ॥
কে তুমি কি হেতু ভ্রম একাকী কাননে।
সুন্দর যুবক হেলা করিয়া জীবনে ॥
চক্রবর্ত্তী সুলক্ষণ সকল তোমার।
দেখি দয়া লাগে মনে অতীব আমার ॥
নামেতে প্রতাপভানু অবনী ঈশ্বর।
তাঁহার সচিব আমি শুন মুনিবর ॥
মৃগয়া করিতে আসি পড়িনু ভ্রমেতে।
বড় ভাগ্যে তব পদ্ম পাইনু দেখিতে ॥
মোদের দুর্লভ দরশন আপনার।
জানিতেছি ভাল কিছু হইবে আমার ॥
মুনি বলে তাত! হইলেক অন্ধকার।
সত্তর যোজন দূরে নগর তোমার ॥
নিশা ভয়ঙ্করী বন অতীব গম্ভীর।
সুবিজ্ঞ হ'তেও পথ নাহি হয় স্থির ॥
ইহা জানি আজি তুমি হেথা কর বাস।
প্রভাত হইলে পুনঃ যাইও আবাস ॥
কহিছে তুলসী যাহা হইবার হয়।
সেরূপ সংযোগবশে সহায় মিলয় ॥

সহায় আপনি কভু পাশে আসে তার।
কভু বা নিকটে নিজ লয় আপনার ॥
ভাল নাথ! কহি শিরে ধরিয়া আদেশ।
বৃক্ষেতে বাঁধিয়া অশ্ব বসিলা নরেশ ॥
বহুরূপে নৃপ তাঁর প্রশংসা করিল।
বন্দিয়া চরণ নিজ সৌভাগ্য মানিল ॥
পুনশ্চ বলেন মৃদু সুমধুর বাণী।
শিশুপনা করি প্রভু পিতা তোমা জানি ॥
আমারে মুনীশ! সুত সেবক জানিয়া।
নিজ নাম কহ নাথ বিশেষে বর্ণিয়া ॥
নৃপ নাহি জানে তারে সে নৃপে জানিল।
ভূপ সহৃদয় সেই চতুর কুটিল ॥
শত্রু পুনঃ ক্ষত্রবীর পুনঃ রাজা তাহে।
ছলেবলে নিজ কাজ করিবারে চাহে ॥
রাজ্যসুখ স্মরি দুখী সে শত্রু আছিল।
কুম্ভকার ভাটিসম হৃদয় জ্বলিল ॥
শ্রবণে রাজার শুনি সরল বচন।
শত্রুতা স্মরণ করি হরষিত মন ॥
ছলনাসংযুতবাণী মনোহর অতি।
বলিলেন নানা ছন্দে করিয়া যুকতি ॥
ভিখারী আমার নাম কহে সর্ব্বজন।
এবে আমি ধনহীন শূন্য নিকেতন ॥
কহে নৃপ যেইজন বিজ্ঞান-নিধান।
আপনার সম যাঁর নষ্ট অভিমান ॥
আপনা লুকায়ে সদা রহে সেইজন।
সর্ব্বরূপে শুভকর কুবেশ ধারণ ॥
সুস্পষ্ট কহেন শ্রুতি সাধু সে কারণ।
হরির পরম প্রিয় দীন হীন জন ॥
তব সম গৃহহীন ভিক্ষুক নির্ধন।
শিব, ব্রহ্মা, হ'ন কিনা সন্দেহ কারণ ॥
যে হও সে হও তব চরণে প্রণতি।
এখন করহ প্রভো! কৃপা মম প্রতি ॥

দেখি ভূপতির প্রেম স্বভাব সরল।
বিশেষি আপনা প্রতি বিশ্বাস অটল॥
সর্ব্বভাবে নৃপতিরে আপনা করিয়া।
বলিলেন সমধিক স্নেহ জানাইয়া॥
সাধু ভাবে কহি আমি শুন মহীপাল।
এখানে থাকিতে মম গেল বহুকাল॥
এ পর্যান্ত কেহ নাহি মিলে মম সনে।
আমিও বিদিত নাহি করি অন্য জনে॥
লোকের সম্মান হয় অনলের সম।
তপস্যা কানন সেহ করয়ে দহন॥
কহিছে তুলসী দেখি সুবেশ সুন্দর।
মুগ্ধ হয় মূঢ়, নহে সুচতুর নর॥
ময়ূরের পক্ষ রম্য, অমৃত-বচন।
জেনেও জানে না তার ভুজগ-ভোজন॥
বিশ্বমাঝে গুপ্ত আমি রহি সে কারণ।
হরি ভিন্ন কিছুতেই নাহি প্রয়োজন॥
বিনা বিজ্ঞাপনে প্রভু জানেন সকল।
লোকের করিলে তুষ্টি কিবা তাহে ফল॥
সুবোধ পবিত্র তুমি মম প্রিয় অতি।
তোমার বিশ্বাস প্রেম হয় মম প্রতি॥
ইহাতেও করি যদি তোমারে গোপন।
হইবে তাহাতে মম পাতক ভীষণ॥
যত যত কহে মুনি বচন উদাস।
তত তত নৃপমনে উপজে বিশ্বাস॥
কর্ম্মমনোবাক্যে দেখি অধীন আপন।
বকধ্যানী মুনি তবে বলেন বচন॥
এক তনু নাম মম হয় ভ্রাতৃবর।
শুনি নতশিরে পুনঃ বলে নরবর॥
বলহ নামের অর্থ বাখানি এখন।
আমারে সেবক অতি জানিয়া আপন।
সর্ব্ব-অগ্রে হৈল যবে সৃষ্টির রচন।
হইলেক সে সময়ে আমার জনম॥

সেই হেতু একতনু হয় নাম মম।
অদ্যাবধি অন্যদেহ না করি ধারণ॥
জানিয়া আশ্চর্য্য তুমি নাহি কর মনে।
তপস্যা-দুর্লভ কিছু নাহিক ভুবনে॥
তপোবলে সৃজিলেন জগত বিধাতা।
তপোবলে হইলেন বিষ্ণু পরিত্রাতা॥
সংহার করেন শম্ভু তপের আধারে।
তপের অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে॥
সেই সব শুনি রাজা অনুরক্ত হৈল।
পুরাতন কথা মুনি কহিতে লাগিল॥
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, ইতিহাস কহিল অনেক।
করে পুনঃ নিরূপণ বিরতি, বিবেক॥
উদ্ভব, পালন আর প্রলয় কাহিনী।
আশ্চর্য্যজনক কত কহিল বাখানি॥
শুনি ভূপ তপস্বীর বশীভূত হৈল।
আপনার নাম তবে কহি শুনাইল॥
কহে মুনি জানি আমি ভূপতি তোমায়।
করিলে কপট, ভাল লাগিল আমায়॥
শুন মহীপতে! এইরূপ নীতি হয়।
যথা তথা নিজ নাম বলা যোগ্য নয়॥
তবোপরি হয় প্রীতি অতিশয় মম।
পরম চাতুর্য্য তব করি নিরীক্ষণ॥
তব নাম হয় জানি প্রতাপ দিনেশ।
সত্যকেতু তব পিতা বিখ্যাত নরেশ॥
গুরুর প্রসাদে সব জানি নরবর।
আপন অহিত জানি না কহি বিস্তর॥
দেখি তাত তব স্বাভাবিক সরলতা।
প্রেমের বিশ্বাস আর নীতি, নিপুণতা॥
প্রেমের তরঙ্গ মম মনো মাঝে খেলে।
কহিলাম নিজ কথা তুমি জিজ্ঞাসিলে॥
এখন প্রসন্ন আমি নাহিক সংশয়।
যাচ ভূপ যাহা তব মনোভাব হয়॥

শুনিয়া বচন ভূপ হরষিত হয়।
পদে ধরি নানাবিধ করিল বিনয়॥
কৃপাসিন্ধু মুনি তব দরশন ফলে।
মোক্ষাদি পদার্থচারি মম করতলে॥
তথাপি প্রভুরে করি প্রসন্ন দর্শন।
যাচিয়া দুর্লভ বর হব সুখীমন॥
বার্দ্ধক্য-মরণ দুখ-হীন দেহ হয়।
যুদ্ধে যেন কেহ নাহি করে পরাজয়॥
শত্রুহীন একছত্র পৃথিবীর পতি।
শত কল্প হয় যেন মম রাজ্যস্থিতি॥
কহিলা তাপস, নৃপ? সেইরূপ হ'বে।
কঠিন কারণ এক শুন কহি তবে॥
কাল ও চরণে তব করিবে প্রণতি।
একমাত্র বিপ্রকুল ত্যজি মহীপতি॥
তপোবলে বিপ্র সদা হ'ন বলবান।
তাঁহাদের কোপে কেহ রক্ষা নাহি পা'ন॥
যদি বিপ্রগণে বশ করহ নরেশ।
হবে তব বশে বিষ্ণু, বিরিঞ্চি, মহেশ॥
ব্রহ্মকুল সহ তব জোর না চলিবে।
ভুবাহু তুলিয়া সত্য কহিলাম এবে॥
ব্রাহ্মণের শাপ বিনা শুন মহীপাল।
তোমার বিনাশ নাহি হ'বে কোন কাল॥
হরষিত রাজা শুনি বচন তাহার।
এবে নাথ নাহি হ'বে বিনাশ আমার॥
তোমার প্রসাদে প্রভো! কৃপার নিধান।
হইবে আমার সর্ব্ব কালেতে কল্যাণ॥
"এবমস্তু" কহি মুনি কপট কুটিল।
পুনরায় নৃপবরে কহিতে লাগিল॥
পথ ভূলি মম সনে মিলন তোমার।
অন্যেরে কহিলে দোষ না হ'বে আমার॥
তাহ'লে তোমারে রাজা করিব বর্জ্জন।
হানি হ'বে তব অন্যে বলিলে বচন॥
ষষ্ঠ কর্ণে এ সম্বাদ শ্রুত যদি হয়।
তবে তব নাশ সত্য মম বাক্য হয়॥
দ্বিজশাপ কিম্বা ইহা করিলে প্রকাশ।
শুনহ প্রতাপভানু তোমার বিনাশ॥
অন্য উপায়েতে তব না হবে নিধন।
হইলেও হরিহর অতি ক্রুদ্ধ মন॥
সত্য নাথ! কহি নৃপ মুনি পদে ধরে।
দ্বিজগুরু কোপে কহ কেবা রক্ষা করে॥
রাখে গুরুদেব যবে ক্রুদ্ধ হ'ন ধাতা।
গুরুর বিরোধে কেহ নাহি বিশ্ব ত্রাতা॥
যদি নাহি চলি আমি তব কথামত।
হ'বে নাশ মম তাহে চিন্তা নাহি তত॥
একমাত্র ভয়ে ভীত হয় মন মোর।
ব্রাহ্মণের শাপ প্রভো হয় অতি ঘোর॥
কিরূপেতে বশীভূত হ'বে বিপ্রগণ।
করুণা করিয়া মোরে বহ সে বচন॥
তোমা ছাড়া দীন-নাথ কেবা আপনার।
হিতকর বিশ্বমাঝে নাহি দেখি আর॥
শুন রাজা বিশ্বে বহু উপায় আছয়।
কেহ কষ্ট সাধ্য কেহ হয় বা না হয়॥
সুগম উপায় এক আছে অতিশয়।
এক কঠিনতা কিন্তু তাহাতেও রয়॥
সে উপায় হয় নৃপ অধীন আমার।
আমি নাহি যাব কিন্তু নগরে তোমার॥
অদ্যাবধি যতদিন আমার জনম।
কাহারও গৃহে কভু না করি গমন॥
যদি নাহি যাই তবে তাহাও অন্যায়।
পড়িয়াছি আজি আমি ঘোর সমস্যায়॥
শুনি মহীপতি বলে মধুর বচন।
হে নাথ বেদেতে আছে এরূপ নিয়ম॥
শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রজনোপরি অতি স্নেহ করে।
আপন মস্তকে তৃণ গিরিবর ধরে॥

অগাধ জলধি সদা ফেণা শিরে বহে।
ধরণী সতত ধূলি শিরে ধরি রহে ॥
এত কহি প্রণমিলা পদে নরপতি।
কৃপাময় স্বামী কৃপা কর মম প্রতি ॥
মম লাগি দুখ প্রভু করহ সহন।
দীনের দয়াল তুমি অতীব সজ্জন ॥
জানি নৃপবরে তবে আপন অধীন।
বলিলা তাপস অতি কপট-প্রবীণ ॥
সত্য বলিতেছি ভূপ শুনহ এবার।
বিশ্বমাঝে নাহি কিছু দুর্লভ আমার ॥
অবশ্য করিব কার্য্য আমি যে তোমার।
দেহ, মন, বাক্যে তুমি ভকত আমার ॥
যোগ, যুক্তি, তপ, মন্ত্র প্রভাব শোভন।
ফলিবে তথায় যবে করিবে গোপন ॥
যদ্যপি রন্ধন আমি করি নরবর।
মোরে গুপ্ত রাখি তুমি পরিবেশ কর ॥
যেই যেই সেই অন্ন করিবে ভোজন।
অধীন হইবে তব সেই সেই জন ॥
পুনশ্চ তাদের ঘরে যে জন খাইবে।
শুন ভূপ! সেহ তব অধীন হইবে ॥
এই সদুপায় নৃপ তুমি গিয়া কর।
সংকল্প করিয়া পূর্ণ এক সম্বৎসর ॥
শত সহস্রেক দ্বিজ প্রত্যহ নূতন।
বরণ করহ সবে সহ পরিজন ॥
তোমার সংকল্প আমি করিব পূরণ।
দিবামধ্যে সকলেরে করায়ে ভোজন ॥
হেনরূপে অল্প কষ্ট করিলে রাজন।
হইবে তোমার বশ সকল ব্রাহ্মণ ॥
করিবে ব্রাহ্মণ যাগ, যজ্ঞ আচরণ।
সহজে সেহেতু তুষ্ট হ'বে দেবগণ ॥
আর এক কথা তোমা বলিতেছি শুন।
এই বেশে তব পাশে না যাব কখন ॥
হরিয়া আনিব তব পাচক যে জন।
আপনার মায়া আমি করি প্রকাশন ॥
তপোবলে করি তাঁরে আপন সমান।
রাখিব এখানে আমি বর্ষ পরিমাণ ॥
আমি তার বেশ রাজা করিয়া ধারণ।
তব কার্য্য সর্ব্বরূপে করিব সাধন ॥
হইল অধিক রাত্রি করহ শয়ন।
তিন দিনে তব সহ হইবে মিলন ॥
অশ্ব সহ তোমা আমি তপের বলেতে।
নিদ্রিতাবস্থায় পাঠাইব স্বগৃহেতে ॥
যে বেশ ধরিয়া আমি যাইব যখন।
চিনিতে পারিবে তুমি আমারে তখন ॥
নির্জ্জনে একান্তে যবে করি আবাহন।
শুনাইব তোমা এই সব বিবরণ ॥
শয়ন করিল নৃপ আদেশ লইয়া।
ছল-জ্ঞানী নিজাসনে বসিলেন গিয়া ॥
শ্রম ক্লান্ত ভূপ গাঢ় নিদ্রিত হইল।
ধূর্ত্তজ্ঞানী গিয়া নিজ আসনে বসিল ॥
কালকেতু নিশাচর তথায় আসিল।
শূকর হইয়া যেবা নৃপে ভুলাইল ॥
ছিল তার শত সুত আর দশ ভ্রাতা।
অতীব অজেয় খল দেব-দুখ-দাতা ॥
প্রথমেই ভূপ যুদ্ধে মারিল সকলে।
দুখিত দেখিয়া সাধু বিপ্র দেব দলে ॥
পূর্ব্ব বৈরতার শোধ লয় সেই খল।
তাপস নৃপতি সহ মন্ত্রণা করিল ॥
রিপুক্ষয় যাহে সেই উপায় রচিল।
দৈব-বশে রাজা তাহা কিছু না জানিল
তেজস্বী অরাতি যদি একক ও হয়।
হীন বলি সেহ উপেক্ষার যোগ্য নয় ॥
অদ্যাবধি দুখ দেয় রবি, শশধরে।
শির মাত্র অবশেষ রাহু নিশাচরে ॥

তাপস নৃপতি নিজ সখাকে দেখিয়া।
হরষে মিলিল উঠি অতি সুখী হৈয়া॥
মিত্রেরে সকল কথা কহি শুনাইল।
সুখ পেয়ে নিশাচর বলিতে লাগিল॥
এবে বশীভূত নৃপ শুনহ নরেশ।
যদি কর আমি যাহা করি উপদেশ॥
চিন্তা পরিহরি তুমি করহ শয়ন।
বিনা ঔষধেতে ব্যাধি করিব নাশন॥
কুল সহ রিপুমূল করি উৎপাটন।
চতুর্থ দিবসে আসি করিব মিলন॥
তাপস নৃপেরে করি বহু পরিতোষ।
চলিলা কপটী অতি করি মহারোষ॥
অশ্বের সহিত লয়ে প্রতাপভানুরে।
পহুঁছায় ক্ষণমধ্যে আপনার ঘরে॥
রাজাকে রাণীর পাশে করায়ে শয়ন।
অশ্বশালে অশ্ব আর করিল বন্ধন॥
রাজার পাচক তথা যে জন আছিল।
তাহাকেও পুনরায় হরণ করিল॥
পর্ব্বত গহ্বর মাঝে তাহারে রাখিল।
মায়াবলে তার মতিভ্রম ঘটাইল॥
স্বয়ং পাচক রূপ করিয়া ধারণ।
তাহার শয্যায় গিয়া করিল শয়ন॥
প্রভাত হ'বার পূর্ব্বে নৃপতি জাগিল।
আপন ভবনে দেখি আশ্চর্য্য হইল॥
মুনির মহিমা মনে মনে অনুমানি।
উঠিয়া গেলেন যেন নাহি জানে রাণী॥
অশ্বে চড়ি রাজা তবে কাননেতে গেল।
পুর নর নারীগণ কেহ না জানিল॥
দ্বিপ্রহর গত হ'লে নৃপতি আসিল।
ঘরে ঘরে মহোৎসব বাজনা বাজিল॥
পাচকে নৃপতি যবে করেন দর্শন।
হেরি সচকিতে হয় সকল স্মরণ॥
যুগ সম নৃপতির গেল তিন দিন।
কপটী মুনির পদে রহে মতি লীন॥
সময় বুঝিয়া তথা পাচক আইল।
নৃপতিরে সব কথা বলি বুঝাইল॥
গুরুরে চিনিয়া নৃপ হৈল হরষিত।
ভ্রমবশে বিবেচনা-হীন হৈল চিত॥
ত্বরা করি লক্ষ বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
কুটুম্ব সহিত আর সহ পরিজন॥
পাচক করিল পাক ভক্ষ্য দ্রব্য কত।
চতুর্ব্বিধ ষড়রস বেদে যাহা গীত॥
মায়াতে ব্যঞ্জন কত করিল রন্ধন।
গণিবারে তাহা নাহি পারে কোন জন॥
বিবিধ মৃগের মাংস করিল রন্ধন।
তার মধ্যে বিপ্র মাংস করিল মিশ্রণ॥
ভোজন করিতে সব ব্রাহ্মণে ডাকিল।
পদ ধৌত করি সমাদরে বসাইল॥
নৃপ লাগে যবে পরিবেশন করিতে।
হইল আকাশবাণী উপর হইতে॥
বিপ্রবৃন্দ সবে উঠি উঠি গৃহ যাও।
হইবে মহতী হানি অন্ন যদি খাও॥
হইল রন্ধন এতে ব্রাহ্মণের মাংস।
উঠিলেন সব দ্বিজ করিয়া বিশ্বাস॥
ভূপতি বিকল-মতি ভ্রান্ত মোহভরে।
ভবিতব্যতার বশে বাক্য নাহি সরে॥
বলিল ব্রাহ্মণগণ ক্রোধেতে অপার।
হৃদিমাঝে কিছু মাত্র না করি বিচার॥
মূঢ় নৃপ! নিশাচর তুমি হও গিয়া।
সকুটুম্ব আর নিজ পরিজন লৈ'য়া॥
ডাকিয়া ক্ষত্রিয়াধম? সকল ব্রাহ্মণ।
বিনাশে কয়েছ যত্ন সহ পরিজন॥
আমাদের ধর্ম্মরক্ষা করেন ঈশ্বর।
পরিবার সহ তুমি যাও যমঘর॥

সম্বৎসর মধ্যে নাশ হইবে তোমার।
কুলে কেহ জলদাতা না রহিবে আর॥
ভয়েতে বিকল নৃপ সেই শাপ শুনি।
সেই ক্ষণে পুনরায় হৈল শূন্যবাণী॥
দ্বিজগণ! অভিশাপ দিলে অবিচারে।
কিছুমাত্র অপরাধ রাজা নাহি করে॥
শূন্যবাণী শুনি সচকিত দ্বিজগণ।
রন্ধন গৃহেতে নৃপ যা'ন দুখী মন॥
তথা নাহি ভোজ্য নাহি পাচক ব্রাহ্মণ।
ফিরিলা নৃপতি অতি বিষাদিত মন॥
সকল বৃত্তান্ত বিপ্রগণে শুনাইল।
ভয়েতে ব্যাকুল ভূমি-তলেতে পড়িল॥
বিধির নির্ব্বন্ধ ভূপ খণ্ডিবার নয়।
যদ্যপিও তব কিছু দোষ নাহি হয়॥
যত্ন করিলেও কভু না হ'বে অন্যথা।
সুদারুণ বিপ্রশাপ ফলিবে সর্ব্বথা॥
এত বলি বিপ্রগণ করিল গমন।
পাইলেক সমাচার পুরবাসিগণ॥
চিন্তিত সকলে নিন্দা বিধিরে করিল।
হংস বিরচিতে বিধি কাক বিরচিল॥
পাচকে ভবনে নিজ রাখিয়া আসিল।
তাপসে সম্বাদ সব দৈত্য জানাইল॥
যথা যথা সেই খল পত্র পাঠাইল।
সসৈন্যে সাজিয়া সব নৃপতি আসিল॥
বাজাইয়া জয় ডঙ্কা নগর ঘেরিল।
নিত্য নানারূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল॥
বীরত্ব করিয়া যুদ্ধ করে যোদ্ধৃগণ।
ধরাতলে পড়ে ভূপ সহ সৈন্যগণ॥
সত্যকেতু কুলে নাহি বাঁচে কোন জন।
বিপ্রশাপ অসত্য কি হয় কদাচন॥
রিপু জিনি সবে নৃপে স্থাপিয়া নগরে।
লভিয়া বিজয় যশঃ চলে স্ব স্ব পুরে॥

শুন ভরদ্বাজ মুনি যবে যার প্রতি।
হ'ন অতি প্রতিকুল সৃষ্টি অধিপতি॥
ধূলি মেরু তুল্য হয়, পিতা হয় যম।
রত্ন মালা তার পক্ষে হয় সর্পসম॥
গঙ্গানারায়ণ সুত রাধিকা প্রসাদ।
তুলসী প্রসাদে রচে অমৃতের স্বাদ॥

রাবণাদির জন্ম।

শুন মুনি যথা কালে সেই নৃপবর।
পরিবার সহ হইলেক নিশাচর॥
হইলেক দশ বাহু আর দশ শির।
রাবণ নামেতে সেহ হৈল মহাবীর॥
নৃপের অনুজ অরিমর্দ্দন নামেতে।
মহাবল কুম্ভকর্ণ হইল ধরাতে॥
সচিব যে ছিল ধর্ম্ম রুচি নাম যার।
বৈমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইল তাহার॥
নাম বিভীষণ যার জগতে বিদিত।
বিজ্ঞান-নিধান সেহ বিষ্ণুর ভকত॥
নৃপতির সুত আর সেবক যাহারা।
মহা ঘোর নিশাচর হইল তাহারা॥
কামরূপধারী খল কুবেশ জটিল।
জ্ঞানহীন ভয়ঙ্কর অতীব কুটিল॥
কৃপাহীন হিংসাকারী অতি পাপীজন।
বিশ্ব পরিতাপী সবে না হয় বর্ণন॥
সুপবিত্র নিরমল আর অনুপম।
যদ্যপি পৌলস্ত্য কুলে হইল জনম॥
তথাপিহ ব্রাহ্মণের অভিশাপ ফলে।
পাপের স্বরূপে জন্ম লভিল সকলে॥
করিল বিবিধ তপ তিন ভ্রাতৃবর।
অতি উগ্রতর তাহা বর্ণিতে দুষ্কর॥

বিধি যাঁ'ন পাশে তপ দেখি সুদুষ্কর।
বলেন প্রসন্ন আমি মাগি লহ বর॥
পদে ধরি দশশির করিয়া মিনতি।
বলেন বচন শুন জগতের পতি॥
কাহারও হস্তে মম না হবে মরণ।
বানর মানব দুই করিয়া বর্জ্জন॥
'তাই হোক' বড় তপ করিলে সংসারে।
ব্রহ্মাসহ আমি বর দিলাম তাহারে॥
পুনঃ প্রভু কুম্ভকর্ণ নিকটে যাইল।
তাহারে দেখিয়া মনে বিস্ময় জন্মিল॥
নিত্য যদি এইরূপ করয়ে আহার।
বিনষ্ট হইবে তবে সকল সংসার॥
শারদারে প্রেরি তার মতি ফিরাইল।
ছয়মাস ব্যাপি নিদ্রা তাহে সে যাচিল॥
বিভীষণ পাশে পুনঃ করিয়া গমন।
কহিলেন পুত্রবর? যাচ যাহা মন॥
সুবিমল বিশ্বনাথ চরণ-কমলে।
মাগে বর অনুরাগ যেন নাহি টলে॥
বর দানি সবে ব্রহ্মা করিল গমন।
সকলে যাইল গৃহে হরষিত মন॥
মন্দোদরী নামে ময়দানব-নন্দিনী।
পরম সুন্দরী নারীগণ-শিরোমণি॥
রাবণে বিবাহ ময় দিল তারে আনি।
হইলেন মন্দোদরী রক্ষোপতি-রাণী॥
সুন্দরী রমণী পেয়ে হৈল হরষিত।
পুনঃ গিয়া করে ভ্রাতৃদ্বয়ে বিবাহিত॥
ত্রিকূট নামেতে গিরি সিন্ধু মাঝে রয়।
বিধাতা নির্ম্মিত সুদুর্গম অতিশয়॥
রহিল তাহাতে ময় করিয়া সংস্কার।
স্বর্ণমণি বিরচিত ভবন অপার॥
সর্পবাসস্থান যথা ভোগবতীপুরী।
বাসব নিবাস যথা অমর নগরী॥
তদপেক্ষা সমধিক দৃঢ় মনোহর।
সুবিখ্যাত বিশ্বে লঙ্কা নামেতে নগর॥
চারিদিকে সুগভীর সমুদ্র বেষ্টিত।
দুর্লঙ্ঘ্য পরিখা রূপে হয় সুশোভিত॥
কোটি কোটি স্বর্ণমণি দ্বারা বিনির্ম্মিত।
কিরূপ সুদৃঢ় তাহা না হয় বর্ণিত॥
শ্রীহরি প্রেরিত যেই কল্পে যেই জন।
যাতুধান-পতিরূপে করে আগমন॥
প্রতাপী অতুল বলে যোদ্ধায় প্রধান।
সদলে তাহার ইহা হয় বাসস্থান॥
ছিল তথা অতি যোদ্ধা বহু নিশাচর।
দেবগণ মারে সবে করিয়া সমর॥
এখন তথায় রহে ইন্দ্রের আদেশে।
কোটি যক্ষপতি-সৈন্য রক্ষকের বেশে॥
দশানন কোনরূপে সংবাদ পাইয়া।
সসৈন্যে সাজিয়া গড় ঘেরিলেক গিয়া॥
দেখিয়া মহতী সেনা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণ।
প্রাণভয়ে যক্ষগণ করে পলায়ন॥
ফিরিয়া নগর সব দশাস্য দেখিল।
শোক দূরে গেল সুখ বিশেষ হইল॥
স্বভাব অগম্য মনোহর অনুমানি।
স্থাপিল রাবণ তথা নিজ রাজধানী॥
যে যেরূপ যোগ্য তারে সেরূপ ভবন।
দিয়া সুখী করিলেন নিশাচরগণ॥
একবার কুবেরের নিকটে যাইয়া।
পুষ্পক বিমান বলে লইল কাড়িয়া॥
হস্তেতে কৈলাস গিরি কৈল উত্তোলন।
একবার পুনঃ কৌতুকেতে দশানন॥
নিজ বাহুবল যেন পরীক্ষা করিল।
সুখ পেয়ে তথা হৈতে চলিয়া আসিল॥
সহায়, সম্পত্তি, সুখ, সুত, সৈন্যচয়।
বিজয় প্রতাপ বল বুদ্ধি অতিশয়॥

বাড়িতে লাগিল সব প্রত্যহ নূতন।
লাভে লোভে হয় যথা লোভের বর্দ্ধন॥
কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা তার অতি বলবান।
জগতে না ছিল যোদ্ধা যাহার সমান॥
মদপান করি নিদ্রা যায় ছয় মাস।
জাগ্রত হইলে হয় ত্রিভুবনে ত্রাস॥
প্রতিদিন যদি সেহ করয়ে আহার।
বিনষ্ট তা হ'লে হয় সকল সংসার॥
সমরেতে ধৈর্য্য তার বর্ণন না হয়।
তার সম বলবান কেহ নাহি রয়॥
মেঘনাদ সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ তাহার নন্দন।
বীর মধ্যে বিশেষ যার প্রথমে গণন॥
যাহার সম্মুখে রণে কেহ নহে স্থির।
সুরপুরে সমকক্ষ নাহি ছিল বীর॥
অকম্পন বজ্রদন্ত, দুর্ম্মুখ প্রভৃতি।
ধূমকেতু অতিকায় বলবান অতি॥
প্রত্যেকে সমর্থ বিশ্ব করিবারে জয়।
হেনরূপ ছিল কত বীরেন্দ্র নিচয়॥
কামরূপ সবে, জানে মায়া যত হয়।
স্বপনেও দয়া, ধর্ম্ম যাদের না রয়॥
দশানন সভা মধ্যে বসি একবার।
দেখিল অসংখ্য আপনারি পরিবার॥
পুত্রগণ, পরিজন, ভৃত্য আর নাতি।
গণিতে কে পারে কত নিশাচর জাতি॥
দেখি সেনাগণ স্বাভাবিক অভিমানী।
বলিতে লাগিল ক্রোধ-মদ-মিশ্র বাণী॥
শুন নিশাচর সবে আমার বচন।
আমাদের বৈরী হয় যত দেবগণ॥
সম্মুখীন হ'য়ে তারা নাহি করে রণ।
বলবান রিপু দেখি করে পলায়ন॥
এক উপায়েতে হয় তাদের মরণ।
বুঝিয়া বলি তাহা করহ শ্রবণ॥

শ্রাদ্ধ, হোম, যজ্ঞ আর ব্রাহ্মণভোজন।
সকলের কর গিয়া বিঘ্ন সংঘটন॥
ক্ষুধায় কাতর বলহীন দেবগণ।
অবশ্য আমার সঙ্গে করিবে মিলন॥
তখন মারিব কিম্বা দিব খেদাইয়া।
অধীনে রাখিব কিম্বা মনে বিচারিয়া॥
মেঘনাদে পুনরায় করিয়া আহ্বান।
বল-বৈর-উত্তেজক শিক্ষা করে দান॥
যেই দেব রণে ধীর আর বলবান।
সমর করিতে যার আছে অভিমান॥
রণে জিনি আন তারে করিয়া বন্ধন।
উঠে পুত্র পিতৃ আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ॥
হেনরূপে যথাযোগ্য সবে আদেশিয়া।
আপনি চলিল গদা করেতে লইয়া॥
দশানন পদ ভরে, কম্পিতা মেদিনী।
গরজনে ত্যজে গর্ভ দেবতা-রমণী॥
শুনিয়া সক্রোধ রাবণের আগমন।
পর্ব্বত গুহাতে দেব লুকায়িত হ'ন॥
দিক্‌পালগণ-লোক পরম সুন্দর।
দেখিলা সকল শূন্য রক্ষঃ-নৃপবর॥
পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিয়া ভীষণ।
দেবগণে গালি দেয় করিয়া তর্জ্জন॥
রণ-মদে মত্ত বিশ্বে ভ্রমিয়া বেড়ায়।
কোথাও খুঁজিয়া প্রতি-যোদ্ধা নাহি পায়॥
রবি, শশী, ধনপতি, বরুণ পবন।
অগ্নি, কাম, যম আদি শ্রেষ্ঠ দেবগণ॥
কিন্নর, মনুজ, সিদ্ধ, সুর, নাগ সব।
পথে পেয়ে সকলেরে করে পরাভব॥
ব্রহ্মার সৃজিত যত আছে দেহধারী।
রাবণের বশে হৈল সব নর নারী॥
আজ্ঞা পালে সকলেতে হ'য়ে ভয়ে ভীত।
আসিয়া প্রণমে নিত্য চরণে বিনীত॥

ভুজবলে ত্রিলোকে করিলেক পরাজয়।
স্বাধীন কেহ না রহে যত জীবচয়॥
নৃপেন্দ্র-মণ্ডল-মণি লঙ্কার ঈশ্বর।
রাজ্য সুশাসন করে ধরণী উপর॥
দেব, যক্ষ, নাগ, নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
তাহাদের কন্যা যত পরম সুন্দর॥
স্বীয় বাহুবলে সবে করিয়া হরণ।
সকলে বিবাহ করে রাজা দশানন॥
ইন্দ্রজিৎ প্রতি যাহা কিছু আদেশিল।
প্রথমেই সেই সব করিয়া রাখিল॥
সর্ব্ব অগ্রে যাহাদিকে আদেশ করিল।
তাদের চরিত শুন যে যাহা করিল॥
দেখিতে ভীষণ-কায় সবে মহাপাপী।
নিশাচরগণ সদা দেব-পরিতাপী॥
উপদ্রব করে সব অসুরের গণ।
মায়াময় নানারূপ করিয়া ধারণ॥
যেরূপেতে হয় ধর্ম্ম সকল নির্ম্মূল।
সেইরূপ করে সবে বেদ প্রতিকূল॥
যেই যেই দেশে ধেনু দ্বিজগণ পায়।
গ্রাম, পুর, নগরেতে আগুন লাগায়॥
কোথাও নাহিক হয় শুভ আচরণ।
দেব, বিপ্র, গুরু নাহি মানে কোন জন॥
হরিভক্তি নাহি, নাহি জপ, নাহি দান।
স্বপনে না শুনে কেহ বেদও পুরাণ॥
জপ, যজ্ঞ, তপ, যোগ বিরাগের কথা।
রাবণ শ্রবণ মাত্র ধেয়ে যায় তথা॥
কোনরূপে সেই সব না দেয় হইতে।
নষ্ট ভ্রষ্ট করে বীর মাতিয়া দম্ভেতে॥
হেনরূপ নষ্টাচার হইল সংসার।
শুনা নাহি যায় কর্ণে ধর্ম্ম-কথা আর॥
বেদ ও পুরাণ যেবা করয়ে কীর্ত্তন।
ভয় দেখাইয়া করে দেশ নিষ্কাষণ॥

দুষ্ট নিশাচর করে কত অত্যাচার।
বর্ণিতে সে সব কথা সাধ্য আছে কার॥
জীবের হিংসনে যার সদা প্রেম রয়।
তাহার অধর্ম্ম কত কে করে নিশ্চয়॥
বাড়ে খল, চোর বহু পাশ ক্রীড়া মত্ত।
পরদার পরধন প্রতি যে আসক্ত॥
নাহি মানে পিতা মাতা কিম্বা দেবগণ।
করাইত সাধুগণে আপন সেবন॥
ভবানি! এরূপ হয় যার আচরণ।
রাক্ষসের মধ্যে তারে করিও গণন॥
ধর্ম্মহানি অতিশয় দেখিয়া তখন।
ভয়ভীতা ধরিত্রীর ব্যাকুলিত মন॥
সিন্ধু, সরোবর, গিরি, মম নহে ভার।
একমাত্র পরদ্রোহী গুরু যে প্রকার॥
দেখিল সকল ধর্ম্ম অতি বিপরীত।
না পারে কহিতে রাবণের ভয়ে ভীত॥
বিচারিয়া ধেনুরূপ করিয়া ধারণ।
গেলেন যেখানে ছিল সুরমুনিগণ॥
কাঁদিয়া সন্তাপ নিজ সবে শুনাইল।
কাহারও হৈতে কিছু কার্য্য না হইল॥
সুর মুনি গন্ধর্ব্বাদি মিলি সর্ব্বজন।
ব্রহ্মার লোকেতে সবে করেন গমন॥
গোরূপধারিণী সঙ্গে ধরিত্রী চলিলা।
ভয়েতে শোকেতে হ'য়ে অতীব বিকলা॥
বুঝি সব, মনে ব্রহ্মা করেন বিচার।
কি করিব সাধ্য কিছু নাহিক আমার॥
তুমি যাঁর দাসী, যাঁর না হয় সংহার।
হ'বেন সহায় তিনি তোমার আমার॥
ধরণি! মনেতে কর ধৈরয ধারণ।
ক'ন ব্রহ্মা হরিপদ করিয়া স্মরণ॥
আপন ভক্তের দুখ তিনি জ্ঞাত হ'ন।
করিবেন ঘোর দুখ তোমার ভঞ্জন॥

বিচার করেন সবে বসি সুরগণ।
কোথায় প্রভুকে পাব করি আবাহন॥
কেহ কহে বৈকুণ্ঠেতে নিবাস তাঁহার।
কেহ কহে ক্ষীরনিধি তাঁহার আগার॥
যাঁহার হৃদয়ে যেইরূপ ভক্তি-প্রীতি।
প্রভু তথা প্রকটিত সদা এই রীতি॥
সে সভাতে গিরিসুতে! আমিও ছিলাম।
সময় বুঝিয়া এক বাক্য কহিলাম॥
শ্রীহরি ব্যাপক হ'ন সর্ব্বত্র সমান।
প্রকাশিত হ'ন প্রেমে ইহা মম জ্ঞান॥
দেশ কাল দিগ্বিদিক করিয়া নিশ্চয়।
কহ হেন স্থান কোথা যথা প্রভু নয়॥
চরাচরব্যাপী তিনি রাগাদিরহিত।
প্রেমে প্রভু অগ্নি সম* হ'ন প্রকটিত॥
আমার বচন মনে সবার ধরিল।
সাধু সাধু বলি ব্রহ্মা প্রশংসা করিল॥
শুনিয়া বিরিঞ্চি মনে হর্ষিত হইল।
দেহ পুলকিত নেত্র জলেতে ভরিল॥
করিতে লাগিল স্তুতি যুড়ি কর দ্বয়।
সাবধানে করি বুদ্ধি স্থির অতিশয়॥

স্তব।

জয় সুরনায়ক জন-সুখদায়ক,
প্রণত পালক, ভগবান।
গো-দ্বিজ হিতকারী অসুর নাশকারী,
জলধি-তনয়া-প্রিয়প্রাণ॥
মহী সুর-রক্ষক সুবিস্ময়-কারক,
তত্ত্ব তব কেহ নাহি জানে।
সহজ কৃপাময় অগতি দয়াময়,
কর কৃপা আমা সবা জনে॥
জয় হে অবিনাশী সকল ঘটবাসী,
সর্ব্বত্র ব্যাপক সদানন্দ।
ইন্দ্রিয়গণাতীত পুনীত সুচরিত,
মায়াবিরহিত শ্রীমুকুন্দ॥
বিরাগী যাঁর লাগি অতীব অনুরাগী,
সুবিগত-মোহ মুনিবৃন্দ।
চিন্তিছে দিবানিশি, গাহিছে গুণরাশি,
জয়তি জয় সচ্চিদানন্দ॥
করে যেহ সর্জ্জন (১) তিন ভাবে (২) মিশ্রণ,
সহায় না লয়ে অন্য জন।
সেহ পাপনাশন কর মম চিন্তন,
নাহি জানি ভকতি পূজন॥
ভব ভয় ভঞ্জন মুনি-মন রঞ্জন,
খণ্ডনকারক দুখচয়।
কর্ম্ম, মন, বচন ছল ত্যজি এখন,
শরণ অমরগণ লয়॥
শারদা শ্রুতি শেষ ঋষিগণ অশেষ,
যাঁর তত্ত্ব কেহ নাহি পান।
দীনের বন্ধু যিনি করিছে বেদধ্বনি,
কৃপা কর সেই ভগবান॥
ভবসিন্ধু-মন্দর সর্ব্বরূপে সুন্দর,
গুণের মন্দির সুখপুঞ্জ।
সিদ্ধ, মুনি, অমর, পরম ভয়াতুর,
প্রণমে নাথের পদ্মকঞ্জ॥

---

* কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি যেমন অপ্রকট অবস্থায় থাকে কিন্তু ঘর্ষণ সংযোগ করিলে প্রকটিত হয়, তদ্রূপ ভগবান বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, ভক্তের ভক্তিবশে ও সকরুণ প্রার্থনায় তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

(১) সর্জ্জন—সৃজন। (২) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

সভয় জানি সুরে, পৃথিবী, মুনিবরে,
প্রেমেতে পূরিত সুবচন।
হইল নভবাণী গভীর সেই ধ্বনি,
শোক আর সন্দেহ নাশন॥

—*—

" ভয় নাহি কর সিদ্ধ মুনি সুরগণ।
সবালাগি নরদেহ করিব ধারণ॥
আপনার অংশ সহ নর অবতার।
দিনকর-বংশে শীঘ্র হইবে আমার॥
আচরিল মহাতপ কশ্যপ অদিতি।
দিয়াছি তাঁদেরে আমি সেই প্রতিশ্রুতি॥
ধরি তাঁরা দশরথ কৌশল্যার সাজ।
অযোধ্যা নগরে প্রকটিত নররাজ॥
হ'ব অবতীর্ণ গিয়া তাঁদের গৃহেতে।
রঘুকুল শ্রেষ্ঠ চারি ভ্রাতার রূপেতে॥
নারদ বচন সত্য সফল করিব।
মহামায়া সহ গিয়া অবতীর্ণ হ'ব॥
পৃথিবীর ভার সব করিব হরণ।
নির্ভয় হইয়া সবে থাক দেবগণ "॥
আকাশের ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিয়া।
তুষ্ট হৈ'ল মন সবে আসিল ফিরিয়া॥
ব্রহ্মা তবে ধরণীরে সব বুঝাইল।
প্রাণ ফিরি [illegible] ধরা নির্ভয় হইল॥
নিজলোকে ব্রহ্মা তবে গমন করিল।
দেবগণে হেনরূপে শিক্ষা প্রদানিল॥
ধরিয়া বানর দেহ তোমরা সকলে।
হরিপদ সেবা কর গিয়া ভূমণ্ডলে॥
নিজ নিজ ধামে দেব করিল গমন।
পৃথিবী সহিত হ'য়ে আনন্দিত মন॥
যাহারে যে আজ্ঞা ব্রহ্মা প্রদান করিল।
[illegible] নিজ [illegible] কৈ'ল॥

বন্যপশু দেহ সবে ভূতলে ধরিল।
অতুল প্রতাপ বল তাদের হইল॥
গিরি, তরু, নখ, অস্ত্র হইল সবার।
হরি-পথ নিরীক্ষণ করে বারে বার॥
যথা তথা দেখি সবে পর্ব্বত কানন।
করে বাস করি নিজ সৈন্য সংগঠন॥
পবিত্র চরিত্র এই করিনু বর্ণন।
বলিতেছিলাম যাহা করই শ্রবণ॥
তুলসী রচিত ইহা অমৃতের স্বাদ।
শ্রীগুরু প্রসাদে কহে রাধিকা প্রসাদ॥

পূর্ব্বার্দ্ধ সমাপ্ত।

অযোধ্যা ও রাজা দশরথ।

রঘুকুলমণি রাজা অযোধ্যা নগরে।
দশরথ নামে খ্যাত আছে চরাচরে॥
ধর্ম্মধুরন্ধর জ্ঞানী গুণের সাগর।
শার্ঙ্গপাণি গদাধরে ভক্তি নিরন্তর॥
কৌশল্যাদি রাণী তাঁর হয় অতি প্রিয়।
সবার পবিত্রতম আচরণ হয়॥
পতিপদে দৃঢ় প্রেম আজ্ঞানুকারিণী।
হরিপদে ভক্তিমতী হয় যত রাণী॥
একবার ভূপতির মনেতে হইল।
বড় দুখ মম পুত্র অদ্যাপি না হ'ল॥
গুরুগৃহে মহীপাল গেলেন সত্বর।
প্রণামি চরণে করে বিনয় বিস্তর॥
গুরুরে আপন সুখ দুখ শুনাইল।
বশিষ্ঠ তাহারে বহুবিধ বুঝাইল॥
ধৈর্য্য ধর হইবেক তব চারি সুত।
ভক্তভয়হারী সবে ভুবন বিদিত॥
বশিষ্ঠ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গে নিমন্ত্রণ।
পবিত্র [illegible] যজ্ঞ করে সম্পাদন॥

আহুতি দিলেন মুনি ভকতি সহিত।
চরু করে ল'য়ে অগ্নি হ'ন প্রকটিত॥
বশিষ্ঠ যে কিছু হৃদে করিল বিচার।
সে সব অবশ্য সিদ্ধ হইবে তোমার॥
এই চরু তুমি গিয়া করিয়া বণ্টন।
দেহ রাণীগণে যোগ্য যে হয় যেমন॥
এত কহি অগ্নিদেব হ'ন অন্তর্হিত।
বুঝাইয়া সভাসদগণে যথা মত॥
পরম আনন্দে নৃপ হইল মগন।
হৃদয়ে না ধরে হর্ষ বাড়ে অনুক্ষণ॥
তবে রাজা প্রিয় নারীগণে ডাকাইল।
কৌশল্যাদি তিন রাণী তথায় আসিল॥
অর্দ্ধভাগ কৌশল্যারে প্রদান করিল।
শেষার্দ্ধ পুনশ্চ দুই ভাগে বিভাজিল॥
কৈকয়ীকে নৃপ তার এক ভাগ দিল।
দুই ভাগে শেষ পুনঃ বিভক্ত করিল॥
কৌশল্যা কৈকয়ী সেই দুই ভাগ ল'য়ে।
সুমিত্রারে দিলা দোঁহে আনন্দিত হ'য়ে॥
হেনরূপে সব নারী হৈল গর্ভবতী।
হৃদয়ে হইল সুখ আনন্দিত অতি॥
যে দিন হইতে হরি গর্ভেতে আসিল।
সকল লোকের সুখ সম্পত্তি বাড়িল॥
অন্তঃপুরমাঝে সব রাজরাণীগণ।
হইলেন শোভাশীল তেজেতে পূরণ॥
হেনরূপে কিছুকাল সুখেতে কাটিল।
প্রভু অবতার কাল উদিত হইল॥

—

শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি চারিভ্রাতার জন্ম।

যোগ, লগ্ন, তিথি, বার আর গ্রহচয়।
সে সময়ে অনুকূল হয় সমুদয়॥
চরাচর জীব সব হয় সুখী মন।
শ্রীরাম জনম সর্ব্ব সুখের কারণ॥
সুপবিত্র চৈত্র মাস নবমী তিথিতে।
শুক্লপক্ষে হরিপ্রিয় ঋক্ষ * অভিজিতে॥
দিবসের মধ্যভাগে নাতি গ্রীষ্ম শীত।
সর্ব্বলোক-সুখকর সে কাল পুনীত॥
শীতল সুগন্ধি মন্দ বহিছে পবন।
হরষিত দেবগণ আর সাধু-মন॥
মণিময় গিরিগণ কুসুমিত বন।
অমৃতের ধারা বহাইল নদীগণ॥
সেই অবসর যবে বিরিঞ্চি জানিল।
সাজায়ে বিমান সব দেবতা চলিল॥
বিমল গগন সমাকুল সুরদলে।
গান করে গুণচয় গন্ধর্ব্ব সকলে॥
বরষে কুসুমরাশি অঞ্জলি ভরিয়া।
গগনে দুন্দুভি বাদ্য উঠিল বাজিয়া॥
স্তুতি করে নাগ মুনি আর দেবগণ।
আপনার সেবা সবে করায় দর্শন॥
বিনতি করিয়া বহু মত সুরগণ।
চলিয়া যাইল নিজ নিজ নিকেতন॥
জগত-নিবাস প্রভু প্রকট হইল।
বিশ্ব চরাচর সবে আনন্দ লভিল॥

—

* নক্ষত্র।

প্রকটিত কৃপাময়, দীনজন দয়াময়,
কৌশল্যার আনন্দ বর্দ্ধন।
হরষিত মাতা যত, মুনি-মন বিমোহিত,
করি রূপ অপূর্ব্ব দর্শন॥
নয়নের অভিরাম, তনু নব ঘনশ্যাম,
চারি হস্তে নিজ অস্ত্র চারি।
বনমালা বিভূষণ, সুবিশাল সুনয়ন,
শোভার জলধি খর-অরি॥
কহে যুড়ি দুই হাতে, তব স্তুতি কিরূপেতে,
করিব, অনন্ত ভগবান।
মায়াগুণ জ্ঞানাতীত, সতত অপরিমিত,
কহিতেছে বেদ ও পুরাণ॥
দয়া-সুখ-জলনিধি, যিনি সর্ব্ব গুণনিধি,
গায় যাহা শ্রুতি সাধুগণ।
তিনি মম হিত লাগি, ভক্তজন অনুরাগী,
প্রকটিত লক্ষ্মী-নিকেতন॥
ব্রহ্মাণ্ড সমূহ যত, মায়া হৈতে বিরচিত,
তব প্রতি লোমে বেদ কহে।
মম গর্ভে তাঁর বাস, লোকে মাত্র উপহাস,
শুনি বুদ্ধি স্থির নাহি রহে॥
কৌশল্যার হেন জ্ঞান, দেখি হাঁসে ভগবান,
বহু লীলা করিতে ইচ্ছিল।
কহি মনোহর কথা, বুঝাইল নিজ মাতা,
পুত্রস্নেহ যাহাতে জাগিল॥
পুত্র ভাব হৈল যবে, কহিলা জননী তবে,
ত্যজ তাত তবরূপ হেন।
শৈশবের-লীলা কর, সমধিক প্রিয়তর,
নিরূপম সুখ হয় যেন॥
শুনিয়া এরূপ বাণী, সুচতুর সুরস্বামী,
কাঁদিতে লাগিল শিশুরূপ।
গায় যে চরিত্র এহ, হরিপদ পায় সেহ,
পড়িতে না হয় ভব কূপে॥

বিপ্র, ধেনু, সাধু, সুর, হিত তরে প্রভুবর,
ধরিলেন নর অবতার।
স্বেচ্ছায় নির্ম্মিত দেহ, মায়া গুণাতীত সেহ,
সদা স্থিত ইন্দ্রিয়ের পার॥

শিশুর ক্রন্দন আর সুমধুর বাণী।
শুনিয়া সম্ভ্রমে আইলেন যত রাণী॥
হরষিত ধায় যথা তথা সব দাসী।
আনন্দে মগন সব হৈল পুরবাসী॥
দশরথ পুত্র-জন্ম করিয়া শ্রবণ।
ব্রহ্মানন্দ সুখে যেন হইল মগন॥
প্রেম-পূর্ণ মনে, পুলকিত স্বশরীর।
উঠিবারে ইচ্ছা কিন্তু বুদ্ধি করে স্থির॥
শুনিলে যাঁহার নাম শুভকর হয়।
মম গৃহে সে প্রভুর হইল উদয়॥
পরম আনন্দে রাজা পূর্ণ করি মন।
বাদ্যকরে ডাকি কহে বাজাও বাদন॥
কোথায় বশিষ্ঠ গুরু, তাঁরে ডাকাইল।
বিপ্রগণ সহ সেহ সত্বর আসিল॥
দেখে গিয়া সবে শিশুবর নিরুপম।
রূপরাশি গুণ যাঁর না হয় বর্ণন॥
তবে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করি সমাপন
করিলেন জাতকর্ম্ম সকল ব্রাহ্মণ॥
স্বর্ণ, ধেনু, মণি আর বসন ভূষণ।
দান করে নৃপ ডাকি যত বিপ্রগণ॥
নগরে পতাকা, ধ্বজ, তোরণ রচিল।
বর্ণন না হয় তাহা যেরূপ হইল॥
আকাশ হইতে হয় পুষ্প বরিষণ।
হইলেন সবে ব্রহ্মানন্দে নিমগন॥
দলে দলে নারীগণ চলিল ধাইয়া।
স্বাভাবিক বেশ ভূষা ধারণ করিয়া॥

কনক কলস, শুভ দ্রব্যে থালা ভরি।
গাহিতে গাহিতে প্রবেশিল রাজপুরী ॥
আরতি করিয়া বহু প্রার্থনা করিল।
বার বার বালকের চরণে পড়িল॥
মাগধ, গায়ক, সুত, আর বন্দীগণ।
রাম-গুণ গান করে পরম পাবন ॥
সর্ব্বরূপে দান প্রদানিল সবাকারে।
যে যাহা পাইল তাহা প্রদানে অন্যেরে ॥
কুঙ্কুম, চন্দন, মৃগমদের রসেতে।
হইল কর্দ্দম নগরের সব পথে ॥
গৃহে গৃহে হয় মহা উৎসব আনন্দ।
হইলেন প্রকটিত প্রভু সুখ-কন্দ ॥
যেখানে সেখানে সবে হর্ষিত হ'ল।
নগরের নর নারী যে যথা আছিল ॥
কেকয়-নন্দিনী আর সুমিত্রা রাণীর।
জনমিল মনোহর পুত্র মহাবীর ॥
সে কালের সুখ আর সম্পত্তির কথা।
বর্ণিতে না পারে শেষ আর বেদমাতা ॥ *
অবধ পুরীর শোভা হেনরূপ হৈল।
প্রভু সনে মিলিবারে রাত্রি যেন এল ॥
রামসূর্য্যে দেখি মন সঙ্কুচিত হয়।
তথাপিহ সেহ তথা সন্ধ্যা হ'য়ে রয় ॥
অগর ধূপের ধূম অন্ধকার হয়।
অরুণাভা সমুত্থিত আবির নিচয় ॥
তারারূপে শোভে যত মন্দিরের মণি।
সুবর্ণ কলসচয় ইন্দু সম গণি ॥
ভবনেতে সুমধুর বেদধ্বনি যাহা।
অনুমানি সন্ধ্যাকালে পক্ষীরব তাহা ॥
সে কৌতুক দেখি দিননাথ ভুলি গেল।
এক মাস গত হ'ল সেহ না জানিল ॥
দিবা হৈল মাস সম অপূর্ব্ব কথন।
মর্ম্ম তার কেহ নাহি অবগত হ'ন ॥
রথ সহ রবি রহিলেন সেই স্থানে।
নিশার উদয় কহ হইবে কেমনে ॥
এ রহস্য কোন জন কিছু না জানিল।
গাহিতে গাহিতে গুণ তপন চলিল ॥
মহোৎসব দেখি সুর মুনি নাগগণ।
নিজ নিজ ভাগ্য মানি চলে স্বভবন ॥
আর এক কহি নিজ গুপত কাহিনী।
তব দৃঢ় প্রেম তাহা শুনহ ভবানী ॥
আমি আর কাকবর ভূশুণ্ডি নামেতে।
ধরি নররূপ, কেহ নারিল জানিতে ॥
পরম আনন্দ প্রেম সুখেতে মজিয়া।
ভোলা মনে গলি গলি বেড়াই ফিরিয়া ॥
শুভ এই লীলা সেই জানিবারে পারে।
করেন শ্রীরামচন্দ্র সুকৃপা যাঁহারে ॥
সেই অবসরে যেবা যেরূপে আসিল।
যাহার যেরূপ ইচ্ছা নৃপ তাহা দিল ॥
স্বর্ণ, গাভী, হীরকাশ্ব, রথ, গজগণ।
দিল নৃপ নানাবিধ বসন ভূষণ ॥
সকলের মন নৃপ সন্তুষ্ট করিল।
যেখানে সেখানে সবে আশীর্ব্বাদ দিল ॥
চিরজীবী হ'য়ে থাক সকল তনয়।
তুলসীদাসের প্রভু রাম দয়াময় ॥

বাল্যলীলা ও নামকরণাদি সংস্কার।

কিছু দিন হেনরূপে বিগত হইল।
দিবারাত্রি ভেদ কেহ কিছু না জানিল ॥

* অনন্তনাগ আর স্বরস্বতী।

নামকরণের শুভ অবসর জানি।
ডাকি পাঠাইল নৃপ জ্ঞানীবর মুনি॥
পূজন করিয়া নিবেদিল নৃপবর।
রাখ নাম মুনি কৈলে যাহা স্থিরতর॥
সংখ্যাতীত নিরুপম নাম যে ইঁহার।
কহিব নৃপতি নিজ বুদ্ধি অনুসার॥
আনন্দের সিন্ধু যিনি দয়ার আধার।
তিনলোক সুখী, দয়া কিছু লভি যাঁর॥
সুখধাম "হেতু". রাম-নাম তাঁর হয়।
নিখিল লোকের শান্তি-দাতা সুনিশ্চয়॥
বিশ্বের ভরণ আর যে করে পোষণ।
"ভরত" তাঁহার নাম বিখ্যাত ভুবন॥
যাঁহার স্মরণে হয় রিপুর বিনাশ।
"শত্রুঘ্ন" নামেতে তিনি বেদেতে প্রকাশ॥
সর্ব্ব লক্ষণেতে পূর্ণ শ্রীরামের প্রিয়।
সর্ব্ব জগতের যিনি হয়েন আশ্রয়॥
শ্রীগুরু বশিষ্ঠ তাঁর রাখিলেন নাম।
'লক্ষ্মণ' পরমোদার সর্ব্বগুণধাম॥
রাখিলেন নাম গুরু হৃদয়ে বিচারি।
কহিলেন পুত্র তব হয় তত্ত্বচারি॥
লোকের সর্ব্বস্ব শিব-প্রাণ মুনি-ধন।
বাল্যলীলা সুখরসে শিব নিমগন॥
শৈশব হইতে নিজ হিতকর্ম্ম পতি।
জানিয়া লক্ষ্মণ রাম পদে করে রতি॥
শত্রুঘ্ন ভরত নামে দুই ভ্রাতৃবর।
প্রভু ভৃত্য সম প্রীতি করে নিরন্তর॥
দুই যোড়া শ্যাম গৌর পরম সুন্দর।
নিরখি সে ছবি তৃপ্ত মাতার অন্তর॥
চারি ভাই হয় শীল রূপ-গুণ-ধাম।
তথাপি অধিক সুখ-সাগর শ্রীরাম॥
হৃদয়ে করুণা-ইন্দু হয় প্রকাশিত।
তাহা মনোহর হাস্য-কিরণে সূচিত॥

কভু ক্রোড়ে কভু রাখি পালঙ্ক উপরে।
বাপ, বাপ, বলি মাতা সদা স্নেহ করে॥
সর্ব্বত্র.ব্যাপক যিনি ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
সুখ দুঃখাতীত গুণহীন সনাতন॥
সেই অজ প্রেম আর ভক্তির বশেতে।
কৌশল্যার ক্রোড়ে খেলে বালকরূপেতে॥
কোটি কাম সম ছবি কোমল শরীর।
যিনি নীলপদ্ম আর বারিদ গম্ভীর॥
অরুণ-বরণ-নখ-কমলের জ্যোতি।
কমলের দলে যেন বসিয়াছে মতি॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ রেখা চরণে শোভিত।
শুনি নূপুরের ধ্বনি মুনীন্দ্রমোহিত॥
কটিতে কিঙ্কিণী শোভে ত্রিবলী উদরে।
নাভি সুগভীর, দেখি জানিবারে পারে।
সুবিশাল ভুজ, যুত বিবিধ ভূষণ।
হৃদে ব্যাঘ্র নখ শোভা না হয় বর্ণন॥
বক্ষে রতনের মালা মধ্যমণি যুত।
বিপ্রের চরণ দেখি লুব্ধ হয় চিত॥
কম্বু সম কণ্ঠ আর চিবুক সুন্দর।
অমিত মদন-কান্তি মুখ মনোহর॥
দুইটি দুইটি দন্ত অরুণ অধর।
অপূর্ব্ব তিলক শোভে নাসার উপর॥
সুন্দর শ্রবণ-যুগ্ম সুচারু কপোল।
অতি প্রিয় সুমধুর আধ-আধ বোল॥
সুনীল কমল-নেত্রদ্বয় সুবিশাল॥
কুটিল ভ্রুকুটী, কেশ-লুণ্ঠিত কপাল।
গর্ভের কুঞ্চিত কেশ অতীব চিক্কণ।
বিবিধ প্রকারে মাতা করেন রচন॥
সুপীত ঘাঘরা দেহে করি পরিধান।
হাঁটু গাড়ি চলে দেখি জুড়ায় পরাণ॥
শ্রুতি নাগরাজ নারে সেরূপ বর্ণিতে।
স্বপনেও যে দেখেছে, সে পারে জানিতে॥

সুখের আশ্রয় যিনি মোহের অতীত।
জ্ঞান, বাক্য, ইন্দ্রিয়ের পরপারে স্থিত ॥
দম্পতীর প্রেমে তিনি হ'য়ে বশীভূত।
করিছেন বাল্য লীলা অতীব পুনীত ॥
হেনরূপে জগতের পিতা মাতা রাম।
অযোধ্যানিবাসীগণে করে সুখ দান।
রঘুনাথ চরণেতে হেন রতি যার।
শুনহ ভবানি! এইরূপ গতি তার ॥
শ্রীরামবিমুখী কোটি করিলে যতন।
ছুটাইতে নাহি পারে ভবের বন্ধন ॥
যাঁহার প্রভাবে চরাচর বশীভূত।
সে মায়া প্রভুর ভয়ে সদা হয় ভীত ॥
ভ্রুকুটী বিলাসে প্রভু নাচান তাহারে।
হেন প্রভু ছাড়ি কহ ভজিব কাহারে ॥
মন কর্ম্মবচনেতে ত্যজি চতুরতা।
ভজিলে করেন কৃপা রাম সুখদাতা ॥
হেনরূপে বাল্যলীলা শ্রীরাম করিল।
সকল নগরবাসিগণে সুখ দিল ॥
কভু কোলে লয়ে মাতা দোলান তাঁহারে
কভু বা ঝুলান রাখি পালঙ্ক উপরে ॥
সতত কৌশল্যা রাণী মগন প্রেমেতে।
নিশি দিন চলি যায় না পারে বুঝিতে ॥
পুত্র-স্নেহবশে বশীভূত মাতা সব।
গান করে বাল্যলীলা করি মহোৎসব ॥
একবার মাতা স্নান করাইয়া তাঁরে।
বেশ করি শোয়াইল পালঙ্ক উপরে ॥
পরে নিজকুল ইষ্টদেব ভগবান।
পূজা করিবারে নিজে করিলেন স্নান ॥
করি পূজা করিলেন নৈবেদ্য প্রদান।
গেলেন পশ্চাতে যথা নিজ পাক স্থান ॥
পুনঃ মাতা পূজাস্থানে যখন আসিল।
...রিচে প্রভু দেখিতে পাইল ॥

শিশুপাশে গেল মাতা ভয় ভীত মন।
দেখিলা বালক তথা করিয়া শয়ন ॥
পুনঃ পূজাস্থানে আসি তনয়ে দেখিল।
কাঁপিল হৃদয় মন ধৈর্য্য না মানিল ॥
হেথা সেথা দুই স্থানে দেখিল নন্দন।
ভাবে মতিভ্রম কিম্বা অপর কারণ ॥
জননীরে ব্যাকুলিত শ্রীরাম দেখিয়া।
সুস্মিত বদনে প্রভু উঠেন হাঁসিয়া ॥
দেখান আপন রূপ আপন মাতারে।
অখণ্ড অদ্ভুত যাহা বেদে গান করে ॥
প্রতি লোমে দেখিলেন সুশোভিত তাঁর।
অনন্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অপার ॥
অগণিত রবি, শশী, ব্রহ্মা, পঞ্চানন।
বহু গিরি, নদী, সিন্ধু, পৃথিবী, কানন ॥
সুন্দর স্বভাব, কাল, কর্ম্ম, জ্ঞান, গুণ।
দেখিলেন তাহা যাহা না শুনে কখন ॥
দেখিলেন সব রূপে মায়া বলবতী।
করযোড়ে দাঁড়াইয়া ভয়ভীতা অতি ॥
দেখে জীব, মায়া যারে করা'য় নর্ত্তন।
দেখে ভক্তি ছুটে যাতে জীবের বন্ধন ॥
পুলকিত দেহ মুখে বচন না সরে।
নয়ন মুদিয়া পদে মাথা নত করে ॥
দেখিয়া বিস্মিতা অতি মাতাকে আপন।
খররিপু শিশুরূপ করেন ধারণ ॥
স্তুতি না করিতে পারে ভয়যুতা রাণী।
জগত পিতারে আমি পুত্র বলি মানি ॥
বুঝাইয়া জননীকে কহে ভগবান।
এ বিষয় চর্চ্চা নাহি ক'রো কোন স্থান ॥
পুনঃ পুনঃ রাম-মাতা কৌশল্যা জননী।
করেন বিনয় কত যুড়ি দুই পাণি ॥
জানিনু এখন প্রভু আমি সুনিশ্চয়।
...মায়া ... নাহি কোন ভয় ॥

মম দুই সুত হয় প্রাণের সমান।
পিতৃ তুল্য মুনি, তুমি নাহি হও আন ॥
সমর্পিল নরপতি ঋষিকে সন্তান।
করিলেন নানারূপ আশীর্ব্বাদ দান ॥
তবেত গেলেন প্রভু জননী-ভবন।
মাতৃপদ বন্দি চলে শ্রীরঘুনন্দন ॥
পুরুষ-কেশরী হ'ন বীর দুই জন।
হর্ষে চলে মুনি-ভয় করিতে নাশন ॥
কৃপার জলধি, স্থির বুদ্ধি দুই ভ্রাতা।
নিখিল বিশ্বের হ'ন কারণ ও কর্ত্তা ॥
অরুণ নয়ন, বক্ষ-বাহু সুবিশাল।
নীল সরোরুহ দেহ শ্যামল তমাল ॥
কটিতে তূনীর দোলে নব পীতাম্বর।
দুই হাতে ধনুর্ব্বাণ শোভে মনোহর ॥
পরম সুন্দর শ্যাম গৌর দুই ভাই।
বিশ্বামিত্র মনে খুসী মহানিধি পাই ॥
ব্রহ্মণ্য দেবতা প্রভু ইহা আমি জানি।
মম হিত তরে পিতা ত্যজিলেন স্বামী ॥
পথে যেতে মুনি তাড়কারে দেখাইল।
শুনিয়া তাড়কা ক্রোধ করিয়া ধাইল ॥
এক বাণে প্রভু তার জীবন সংহারে।
দীন জানি নিজ পদ দিলেন তাহারে ॥
তবে ঋষি নিজ প্রভু জানিতে পারিল।
বিদ্যার নিধান রামে এক বিদ্যা দিল ॥
যাহা হৈতে নাহি লাগে ক্ষুধা বা পিয়াস।
অতুলিত বল দেহে তেজের প্রকাশ ॥
অস্ত্র শস্ত্র সর্ব্ব তবে করি সমর্পণ।
আনিল আশ্রমে যত্নে প্রভুরে আপন ॥
কন্দ মূল ফল দিল করিতে ভোজন।
ভক্তের মঙ্গলকর জানি নারায়ণ ॥
প্রাতঃকালে রঘুনাথ ক'ন মুনিবরে।
নির্ভয়ে করুন যজ্ঞ এবে যজ্ঞ ঘরে ॥
আরম্ভিল মুনিগণ করিতে হবন।
যজ্ঞের রক্ষক নিজে রহে নারায়ণ ॥ ১০
শুনিয়া মারীচ তাহা দুষ্ট নিশাচর।
সহ সৈন্য মুনি-দ্রোহী চলিল সত্বর ॥
ফলাহীন বাণ রাম মারিল তাহারে।
শতেক যোজন গেল সাগরের পারে ॥
পুনঃ মারিলেন অগ্নিবাণ সুবাহুরে।
লক্ষ্মণ রাক্ষস সৈন্য সকল সংহারে ॥
মারিয়া অসুর, দ্বিজে নির্ভয় করিল।
দেব মুনিগণ স্তব করিতে লাগিল ॥
কিছুকাল রহে তথা রাজীবলোচন।
বিপ্রগণ প্রতি করি কৃপা প্রদর্শন।
বিবিধ কাহিনী ভক্তি-হেতু পুরাতন।
যদিও জানেন প্রভু কহে ভক্তগণ ॥
তবে মুনি সাদরেতে ক'ন বুঝাইয়া।
একটি চরিত্র প্রভু দেখুন যাইয়া ॥
শুনি ধনুর্যজ্ঞ-কথা রঘুকুল-নাথ।
হরষিত হ'য়ে চলে মুনিবর সাথ ॥
পথি মধ্যে দেখিলেন একটি আশ্রম।
নাহি তথা খগ, মৃগ, জল-জন্তুগণ ॥
দেখিয়া একটি শিলা জিজ্ঞাসে মুনিরে।
মুনিবর সব কথা ক'ন সবিস্তারে ॥
শাপের কারণ এই গৌতম-রমণী।
ধরিয়া প্রস্তর দেহ আছে রঘুমণি ॥
চরণ-কমল-রজঃ চাহিছে তোমার।
কৃপাকর রঘুবীর তুমি দয়াধার ॥

—:*:—

অহল্যা-উদ্ধার।

শোক বিনাশন, পবিত্র চরণ,
পরশ করিতে তথা।

অহল্যা-উদ্ধার।

শোক বিনাশন, পবিত্র চরণ, পরশ করিতে তথা।
শ্রেষ্ঠ তপস্বিনী, সুন্দর কামিনী, প্রকট হইল সেথা॥

(৮২-৮৩ পৃঃ)

B. P. Press, Benares

শ্রেষ্ঠ তপস্বিনী, সুন্দর কামিনী,
প্রকট হইল সেথা ॥
সেবক সুখদ, বিশ্বের সুহৃদ,
শ্রীরঘুনায়কে দেখি।
দাঁড়ায়ে সন্মুখে, করযোড়ে থাকে,
পলক-বিহীন আঁখি ॥
প্রেমেতে অধীরা, পুলক শরীরা,
মুখে না বচন সরে।
বড় ভাগ্য মেনে, পড়িল চরণে,
দ্বিনয়নে জল ঝরে ॥
ধৈর্য্য ধরি মনে, পুনঃ প্রভু চিনে,
কৃপাতে ভকতি পায়।
নির্ম্মল বচন, করয়ে স্তবন,
(জয়) জ্ঞান-গম্য রঘু রায় ॥
আমি যে মহিলা, অপবিত্র শীলা,
জগত-পাবন তুমি।
রাবণের অরি, সেবক দুখারি,
তুমি জগতের স্বামী ॥
রাজীবলোচন, ঘুচাও বন্ধন,
ভবভীতি বিনাশন।
চরণ শরণ, লইনু এখন,
রক্ষ রক্ষ জনার্দ্দন ॥
মুনি শাপ দিল, বড় ভাল কৈল,
মম প্রতি কৃপা অতি।
দেখি নেত্র ভরি, ভব-ত্রাতা হরি,
জানে তত্ত্ব গৌরী পতি ॥
আমার বিনতি, ক্ষুদ্র মম মতি,
নাহি মাগি বর আন।
চরণ কমল, রস সুবিমল,
মন ভৃঙ্গ করে পান ॥
যে পদ প্রসূতা, পূতা জহ্নুসুতা,
শিব ধরে শিরোপরি।
যে পদ পঙ্কজ, সদা পূজে অজ,
রাখিলে মস্তকে হরি ॥
শ্রীহরি চরণ, পড়ি পুনঃ পুনঃ,
চলিলা গৌতমী শেষে।
মনে যাহা ছিল, সেই বর পে'ল,
পতিলোকে গেল হেসে ॥
হেন দীনবন্ধু, করুণার সিন্ধু,
অকারণ দয়াময়।
ছাড়ি কপটতা, তুলসি ? শঠতা,
ভজ রাম পদ দ্বয় ॥
রাধিকাপ্রসাদ পাইয়া প্রসাদ,
তুলসী দাসের পাশে।
বঙ্গ মাতা তরে, রচিল সাদরে,
তাঁহার প্রসাদ আশে ॥

রাম লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের জনকপুরে প্রবেশ।

মুনিবর সঙ্গে চলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বিশ্বপূতা গঙ্গা যথা উপনীত হ'ন ॥
গাধিসুত তবে সব কথা শুনাইল।
যেরূপেতে সুরেশ্বরী মর্ত্তে আইল ॥
ঋষিগণ সহ প্রভু করিলেন স্নান।
ব্রাহ্মণগণেরে দিলা বহুবিধ দান ॥
মুনিবৃন্দ সহ চলে হরষ অন্তর।
বিদেহ নগর পাশে আসিল সত্বর ॥
পুরশোভা রামচন্দ্র যখন দেখিল।
লক্ষ্মণ সহিত মনে আনন্দ লভিল ॥
বাপী, কূপ, সরোবর, বিবিধ বিধান।
সুধাসম জল, মণি-রচিত সোপান ॥
রসপানে মত্ত মঞ্জু গুঞ্জরিছে ভৃঙ্গ।
কূজনিছে কলনাদে বিবিধ বিহঙ্গ ॥

বিকসিত সরসিজ বিবিধ বরণ ।
সুখদ ত্রিবিধ সদা বহে সমীরণ ॥
কুসুম বাটিকা, বন, বাগিচা সুন্দর ।
বিবিধ বিহঙ্গ বাস করে নিরন্তর ॥
পুষ্প ফলে পূর্ণ পল্লবিত বৃক্ষচয় ।
নগরের চারিভিতে সুশোভিত হয় ॥
অপূর্ব্ব নগর-শোভা বর্ণন না হয় ।
যথা যাই মন তথা লুব্ধ হয়ে রয় ॥
বিচিত্র বাজার, মণি-খচিত দোকান ।
বিধি যেন নিজ করে করেছে নির্ম্মাণ ॥
কুবের-সমান ধনী বণিকের দল ।
বসিয়া রয়েছে লয়ে দ্রব্যাদি সকল ॥
মনোহর চতুষ্পথ গলি সমুদয় ।
সতত সুগন্ধি জলে সুসিঞ্চিত রয় ॥
মাঙ্গলিক দ্রব্যে পূর্ণ সকল ভবন ।
চিত্রিত করেছে যেন স্বকরে মদন ॥
সুন্দর পবিত্র সাধু নরনারী যত ।
ধর্ম্মশীল জ্ঞানী সর্ব্ব গুণেতে ভূষিত ॥
জনকের বাসস্থান উপমা রহিত ।
বিলাস বিলোকি দেব হয় বিমোহিত ॥
হেরিয়া গড়ের শোভা চমকিত চিত ।
সকল ভুবন-শোভা যেন একত্রিত ॥
শুভ্র হর্ম্ম্যচয় মণি-রচিত দুয়ার ।
নানারূপে সুগঠিত অপূর্ব্ব বাহার ॥
সীতার নিবাসস্থল সুন্দর সদন ।
অপূর্ব্ব সে শোভা করি কেমনে বর্ণন ॥
কবাট বজ্রের তুল্য বাহির দুয়ারে ।
ভূপ, ভাট, নট, বন্দী স্থিত জোড় করে ॥
অশ্ব-গজশালা হয় অতীব বিশাল ।
হয়, গজ, রথে পূর্ণ থাকে সব কাল ॥
সচিব, সৈনিক, সেনাপতি বলবান ।
সবাকার গৃহ রাজ-গৃহের সমান ॥

নগর বাহিরে নদী-সরোবর-পাশ ।
অনেক ভূপতি যথা তথা করে বাস ॥
দেখিয়া সুন্দর এক আম্রের কানন ।
সর্ব্বরূপে সুশোভিত অপূর্ব্ব গঠন ॥
কহেন কৌশিক মুনি মোর মনে লয় ।
রঘুবীর এই স্থানে থাকা যুক্তি হয় ॥
ভাল প্রভু, কহিলেন কৃপানিকেতন ।
মুনি-বৃন্দ সহ সবে তথা স্থিত হ'ন ॥
বিশ্বামিত্র মহামুনি আসিল নগরে ।
মিলিলেক সমাচার মিথিলা ঈশ্বরে ॥
সঙ্গেতে সচিব শ্রেষ্ঠ আর যোদ্ধৃগণ ।
জ্ঞাতি গুরুগণ সহ উত্তম ব্রাহ্মণ ॥
মুনি-নায়কের সাথে চলিল মিলিতে ।
বিবিধ প্রসঙ্গে রাজা হরষিত চিতে ॥
চরণে মস্তক রাখি প্রণাম করিল ।
হৃষ্ট হ'য়ে মুনিবর আশীর্ব্বাদ দিল ॥
বন্দিলেন সমাদরে যত বিপ্রবৃন্দ ।
বড় ভাগ্য মানি নৃপ হইল আনন্দ ॥
পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করি কুশল পুছিল ।
বিশ্বামিত্র নৃপবরে যত্নে বসাইল ॥
আসিলেন দুই ভাই হেন অবসরে ।
গিয়াছিল পুষ্পবাটী দেখিবার তরে ॥
শ্যাম গৌর সুকোমল বয়সে কিশোর ।
লোচন-সুখদ বিশ্ববাসিচিত-চোর ॥
উঠে সবে হর্ষে আসিলেন রঘুপতি ।
বসাইল বিশ্বামিত্র নিকটেতে অতি ॥
হেরি দুই ভ্রাতা সবে হৈল সুখীমন ।
গাত্র পুলকিত, অশ্রু-পূরিত লোচন ॥
অতি মনোহর হেরি মধুর মুরতি ।
বিশেষে ভুলিল দেহ বিদেহ নৃপতি ॥
প্রেমেতে মগন মন জানি নৃপবর ।
জ্ঞান বলে ধৈর্য্য ধরি হইলেন স্থির ॥

মুনি-পদে শির নমি বলেন তখন।
সুগভীর গদ গদ মধুর বচন॥
কহ নাথ এই দুই সুন্দর বালক।
মুনি-কুল-তিলক কি ভূপেন্দ্র-পালক॥
বেদ যাঁরে নেতি নেতি করে নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম দুই বেশ করে কি ধারণ॥
সহজ-বিরাগ-যুত হয় মম মন।
স্থির হয় চন্দ্রে হেরি চকোর যেমন॥
সেই হেতু সবিনয়ে জিজ্ঞাসি তোমারে।
বল প্রভু গোপন না করিহ আমারে॥
ইঁহাদিকে দেখি অতি প্রেমের কারণ।
ব্রহ্ম সুখ ত্যজিবারে চাহে মম মন॥
মুনি হাসি কহে সত্য বলিলে রাজন!।
মিথ্যা নাহি হয় কভু তোমার বচন॥
যত জীবচয়, সবাকার প্রিয় ইঁনি।
মনে মনে হাসে রাম সেই বাণী শুনি॥
রঘুকুল-মণি দশরথের নন্দন।
মম হিতভরে নৃপ করেন প্রেরণ॥
মনোহর দুই ভাই লক্ষ্মণ শ্রীরাম।
রূপবান শীলবান আর বলবান॥
রাখিলেন যজ্ঞ মম সাক্ষী বিশ্ববাসী।
সংগ্রামে অসুরগণে হেলায় বিনাশি॥
নৃপ কহে মুনি তব দেখিয়া চরণ।
নিজ পুণ্যপ্রভা নারি করিতে বর্ণন॥
পরম সুন্দর শ্যাম গৌর দুই ভ্রাতা।
মূর্ত্তিমান আনন্দের আনন্দ-প্রদাতা॥
সুপবিত্র প্রীতি উভয়ের পরস্পর।
না পারি বর্ণিতে মনোভাব যে সুন্দর॥
শুন নাথ! হৃষ্ট হ'য়ে কহেন বিদেহ।
ব্রহ্মজীব সম স্বাভাবিক দোঁহা স্নেহ॥
পুনঃ পুনঃ প্রভু পানে চাহে নরপতি।
হৃদয়ে উৎসাহ গাত্র পুলকিত অতি॥

প্রশংসি মুনিরে পদে মাথা নত করি।
লইয়া চলেন রাজা আপন নগরী॥
সর্ব্বকালে সুখপ্রদ সুন্দর সদন।
বাস তরে নরপতি করে নিয়োজন॥
সর্ব্বভাবে করি পূজা আদর সম্মান।
আজ্ঞা লয়ে নৃপ চলে নিজ বাসস্থান॥

——:*:——

শ্রীরাম লক্ষ্মণের জনকপুরে ভ্রমণ।

হেথা ঋষিগণ সঙ্গে লক্ষ্মণ শ্রীরাম।
করিয়া ভোজন আর সুখেতে বিশ্রাম॥
ভ্রাতার সহিত বসিলেন নারায়ণ।
প্রহরেক মাত্র বেলা রহিল তখন॥
প্রবল বাসনা হৈল লক্ষ্মণ অন্তরে।
আসিব দেখিয়া গিয়া জনক নগরে॥
প্রভু-ভয় বিশেষতঃ সঙ্কোচ মুনিরে।
মনে মৃদু মৃদু হাসে প্রকট না করে॥
অনুজের মন ভাব শ্রীরাম জানিল।
ভক্তবৎসলতা হৃদে উছলি পড়িল॥
মৃদু হাসি সসঙ্কোচে বিনীত হইয়া।
বলিলেন গুরুদেবে আদেশ লইয়া॥
লক্ষ্মণ, নগর নাথ? দেখিবারে চাহে।
প্রভুর সঙ্কোচে ভয়ে কিছু নাহি কহে॥
যদ্যপি আদেশ মোরে হয় মুনিবর।
দেখাইয়া আসি গিয়া নগর সত্বর॥
শুনি মুনিবর কহে প্রেমযুত বাণী।
কেননা পালিবে নীতি তুমি রঘুমণি!॥
ধরম মর্য্যাদা তাত! পালন করহ।
প্রেমেতে বিবশ ভক্তে সদা সুখ-দেহ॥
যাইয়া দেখিয়া এস নগর কেমন।
সুখের নিধান হও ভাই দুই জন॥

করহ সফল আজি সবার নয়ন।
দেখাইয়া মনোহর সুন্দর বদন ॥
মুনির চরণ-পদ্ম বন্দি দুই ভ্রাতা।
চলিলেন লোক-লোচনের সুখদাতা ॥
সে অপূর্ব্ব শোভা দেখি বালকের দল।
নেত্র-মন-লুব্ধ সঙ্গে চলিল সকল ॥
কটিতে তূণীর বাঁধা সুপীত অম্বর।
শোভিতেছে দুই হাতে চারু চাপ শর ॥
বদনে তিলকে দেহ-শোভা বাড়াইল।
শ্যামল গৌরের জোড়া অপূর্ব্ব মিলিল ॥
কেশরীকন্ধর, বাহু-যুগ সুবিশাল।
উরঃ সুরুচির তাহে গজমুক্তা মাল ॥
সুন্দর রকত পদ্ম সদৃশ লোচন।
বদন-চন্দ্রমা তাপত্রয় বিমোচন ॥
কানেতে কনক ফুল সুশোভিত হয়।
দেখিলেই চিত্ত যেন চুরাইয়া লয় ॥
সুন্দর চাহনি চারু বঙ্কিম ভ্রুকুটী।
তিলক রেখার শোভা কিবা পরিপাটী ॥
সুন্দর মস্তকোপরি শোভে শিরস্ত্রাণ।
কোমল কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ শোভমান ॥
নখর হইতে শিখা পর্য্যন্ত সুন্দর।
সর্ব্ব অঙ্গ মনোহর দুই ভ্রাতৃবর ॥
নগর দেখিতে নৃপ-নন্দন আসিল।
সমাচার পুরবাসী যখন পাইল ॥
গৃহ কার্য্য পরিহরি সকলেতে ধায়।
দরিদ্র লুঠিতে নিধি যথা দৌড়ি যায় ॥
নিরখিয়া দুই ভাই সহজ সুন্দর।
করিল লোচন তৃপ্ত যতেক নাগর ॥
গবাক্ষ পথেতে যত যুবতীর গণ।
নিরখয়ে রামরূপ প্রেমেতে মগন ॥
সপ্রেম বচন পরস্পর সবে কয়।
কোটিকাম ছবি, সখি ? করিয়াছে জয় ॥
সুরাসুর নাগ নর মধ্যে মুনিগণ।
হেনরূপ হতে পারে, না শুনি কখন ॥
চতুর্ভুজ বিষ্ণু পদ্মনাভ মুখ চারি।
সুবিকট বেশ পঞ্চমুখ ত্রিপুরারি ॥
অপর দেবতা মধ্যে কেহ হেন নয়।
এ ছবির সমতুল, সখি, যেবা হয় ॥
বয়সে কিশোর আর শোভার নিধান।
শ্যাম গৌর দুই ভাই সর্ব্বসুখধাম ॥
প্রতি অঙ্গে জ্যোতি কিবা হয় ঝলসিত।
কোটি কোটি শতকাম যেন প্রকাশিত ॥
কহ সখি, হেন কেবা আছে তনুধারী।
মুগ্ধ নাহি হয় যেবা এরূপ নেহারি ॥
সপ্রেমেতে বলে কেহ মধুর বচন।
শুনহ চতুরে! যাহা করেছি শ্রবণ ॥
এই দুই হয় দশরথের তনয়।
দুইটি মরাল শিশু একত্রিত হয় ॥
কৌশিক মুনির যজ্ঞ করিল রক্ষণ।
রণাঙ্গনে নিশাচর করিল নিধন ॥
শ্যামল শরীর আর কমল নয়ন।
মারীচ সুবাহু মদ যে করে ভঞ্জন ॥
কৌশল্যা-নন্দন তিনি সুখের আধার।
রামনাম ধনুর্ব্বাণ হাতেতে তাঁহার ॥
কিশোর বয়স গৌর সুবেশ সুন্দর।
রাম পাছে যায় করে লয়ে ধনুঃশর ॥
লক্ষ্মণ তাঁহার নাম রাম লঘু ভ্রাতা।
সুমিত্রা তাঁহার হ'ন শুন সখি! মাতা ॥
ব্রাহ্মণের কাজ করি ভাই দুই জন।
পথেতে গৌতম-নারী করি উদ্ধারণ ॥
ধনুর্যজ্ঞ দেখিবারে হেথায় আসিল।
শুনি সেব নারীগণ হরষিত হৈল ॥
দেখিয়া রামের মূর্ত্তি কহে এক জন।
জানকীর যোগ্য বর হয় এই জন ॥

যদি সখি! নরনাথ দেখেন ইঁহারে।
অবশ্য প্রতিজ্ঞা ছাড়ি দিবেন সীতারে॥
কেহ কহে নরপতি ইঁহারে চিনিল।
সাদরে মুনির সাথে সম্মান করিল॥
কিন্তু সখি! রাজা নিজ প্রতিজ্ঞা না ত্যজে।
বিধিবশে হঠ করি অজ্ঞানতা ভজে॥
কেহ কহে যদি কৃপা করেন বিধাতা।
সবে কহে শুনি তিনি যোগ্যফলদাতা॥
মিলিবেক জানকীর তবে বর এহ।
ইহাতে সন্দেহ সখি! কিছু না করিহ॥
বিধির বশেতে যদি এ সংযোগ হয়।
কৃতকৃত্য তবে সবে হইবে নিশ্চয়॥
হে সখি! আমার অতি ব্যাকুলিত মন।
এ সম্বন্ধে হ'বে কভু এঁর আগমন॥
নতুবা কহিনু আমি শুন সখিগণ।
হইবেক সুদুর্লভ ইঁহার দর্শন॥
এ সংযোগ হইবেক তবে সুনিশ্চয়।
পূর্বজন্মকৃত পুণ্য যদি বহু হয়॥
অপরা কহিল তুমি সত্য কহ সখি!।
এ বিবাহে সবাকার হিত আমি দেখি॥
কেহ কহে হরধনু অতীব কঠোর।
শ্যামল মৃদুল গাত্র ইঁনি যে কিশোর॥
শুনহ চতুরে! ইহা বড়ই বিষম।
শুনিয়া অপরা কহে মৃদুল বচন॥
কেহ কহে সখি! এঁরে এই রূপ কয়।
দেখিবারে ক্ষুদ্র অতি শক্তিমান হয়॥
চরণপঙ্কজ-রেণু যাঁহার পরশি।
তরিলা অহল্যা করি কত পাপরাশি॥
বিনা শিবধনু ভাঙ্গি রবেন কি তিনি।
ভ্রমেও বিশ্বাস এহ ত্যজিওনা ধনি॥
যে বিরিঞ্চি রচে যত্নে জনকঝিয়ারী।
রচিল শ্যামল বর তিনিই বিচারি॥

সে বচন শুনি সবে হর্ষিত হইল।
তাই হোক তাই হোক বলিতে লাগিল॥
হরষিত হৃদে সবে বরষে সুমন।
সুবদনী সুলোচনা যত রামাগণ॥
দুই ভাই যথা যথা করেন গমন।
পরম আনন্দে তথা সবে নিমগন॥
নগরের পূর্ব্বদিকে গেল ভ্রাতৃদ্বয়।
ধনুর্যজ্ঞ ভূমি যথা বিনির্ম্মিত হয়॥
অতি সুবিস্তৃত মনোহর তাহা হয়।
তদুপরি উচ্চ বেদী সুশোভিত রয়॥
চতুর্দ্দিকে সুবিশাল স্বর্ণ সিংহাসন।
রচিত হইল যথা বৈসে রাজগণ॥
চারিপাশে সমীপেতে পশ্চাতে তাহার।
অন্যান্য আসনে রাজমণ্ডলী অপার॥
চারি পাশে কিছু উচ্চ পরম সুন্দর।
নগরের লোক যথা বৈসে মনোহর॥
তাহার নিকটে সুবিশাল সুশোভিত।
সুপবিত্র হর্ম্ম্য বহু বর্ণেতে নির্ম্মিত॥
বসিয়া যথায় সবে দেখে পুরনারী।
যথাযোগ্য নিজ নিজ কুল অনুসারি॥
নগরের শিশু কহি মধুর বচন।
সাদরে প্রভুরে দেখাইল সে রচন॥
সব শিশু এই স্থলে প্রেমবশ হ'য়ে।
পরশ সুন্দর গাত্র আপনা ভুলিয়ে॥
পুলকিত তনু অতি হরষ অন্তরে।
দেখিয়া আনন্দ কত দুই ভ্রাতৃবরে॥
প্রেমাধীন শিশু সব জানি দয়াময়।
ঘরের প্রশংসা প্রেমে সবার করয়॥
নিজ নিজ গৃহে সবে লয় বুলাইয়া।
প্রেমে মগ্ন দুই ভাই চলেন দেখিয়া॥
লক্ষ্মণে শ্রীরামচন্দ্র দেখান রচন॥
কহি মনোহর মৃদু মধুর বচন।

চক্ষুর নিমেষ মধ্যে বিশ্ব চরাচর।
যাঁর আজ্ঞা পেয়ে মায়া রচে নিরন্তর ॥
ভকতের হেতু সেই দীনের দয়াল ॥
চকিত হইয়া দেখে ধনুর্যজ্ঞশাল ॥
গুরুর নিকটে চলে কৌতুক দেখিয়া।
মনে হৈল ভয় বহু বিলম্ব জানিয়া ॥
যাঁর ভয়ে ভয় সদা হয় মহাভীত।
ভজন-প্রভাব তিনি দেখান সতত ॥
সুন্দর মধুর মৃদু কহিয়া বচন।
বিদায় দিলেন তিনি যত শিশুগণ ॥
সভয়ে সপ্রেমে অতি বিনীত হইয়া।
বসিলেন দুই ভাই সসঙ্কোচে গিয়া ॥
শ্রীগুরু-চরণ-পদ্মে প্রণাম করিয়া।
বসিলেন দুই ভাই আদেশ লইয়া ॥
সন্ধ্যাকাল জানি মুনি আদেশ করিল।
সন্ধ্যাবন্দনাদি তবে সবে সমাপিল ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা কহিতে লাগিল।
শুরু নিশা দ্বিপ্রহর বিগত হইল ॥
মুনিবর তবে গিয়া করিল শয়ন।
দুই ভাই লাগে তবে চাপিতে চরণ ॥
যাঁহার চরণপদ্ম পাইবার লাগি।
করে নানাবিধ জপ, যোগী ও বিরাগী ॥
সেই দুই ভাই হ'য়ে প্রেমের অধীন।
গুরুপদ-সরসিজ চাপে প্রীতিমন ॥
পুনঃ পুনঃ মুনিবর আজ্ঞা প্রদানিল।
তবে রঘুবর গিয়া শয়ন করিল ॥
লক্ষ্মণ চরণ চাপে লইয়া হৃদয়ে।
প্রেমে ধীরি চুপে চাপে ভয়যুত হ'য়ে ॥
পুনঃ পুনঃ কহে প্রভু তাত! শোও গিয়া।
পাদপদ্ম বক্ষে ধরি রহিল পড়িয়া ॥
নিশা গত হৈল জানি উঠিল লক্ষ্মণ।
মোরগের ধ্বনি কর্ণে করিয়া শ্রবণ ॥
গুরু জাগিবার পূর্ব্বে জগতের পতি।
জাগিলেন জ্ঞানবান রাম হৃষ্টমতি ॥
শৌচাদি সকলে করি করিলেন স্নান।
নিত্যকৃত্য করি করে মুনিরে প্রণাম ॥

——:*:——

শ্রীরাম লক্ষ্মণের পুষ্পবাটীকা গমন এবং সীতার সহিত মিলন

সময় বুঝিয়া গুরু আদেশ লইয়া।
পুষ্প তুলিবারে দোঁহে গেলেন চলিয়া ॥
নৃপের বাগিচা শ্রেষ্ঠ দেখিলেন গিয়া।
যথায় বসন্ত ঋতু রহে লুব্ধ হৈয়া ॥
নানারূপ মনোহর বৃক্ষের সোপান।
বিবিধ রঙের দেখে লতার বিতান ॥
নব কিসলয়, ফল, কুসুম সুন্দর।
লজ্জিত সে শোভা হেরি সুরতরুবর ॥
চাতক, কোকিল, শুক কূজিছে চকোর।
নাচিছে ময়ূর পক্ষী আনন্দে বিভোর ॥
বাগিচার মধ্যে সরোবর সুশোভিত।
বিবিধ চিত্রিত মণি-সোপান-খচিত ॥
সুনির্ম্মল জল, নানা রঙের কমল।
কূজনিছে জলখগ গুঞ্জে ভৃঙ্গদল ॥
বাগ, সরোবর প্রভু করি বিলোকন।
অনুজ সহিত হ'ন হরষিত মন ॥
অতি রমণীয় এই আছিল বাগান।
রামচন্দ্রে সুখ যেহ করয়ে প্রদান ॥
চাহি চারিদিকে জিজ্ঞাসিয়া মালিগণ।
তুলসীর দল, ফুল তুলে হৃষ্টমন ॥
হেন অবসরে তথা আসিলেন সীতা।
পূজিতে গিরিজা দেবী পাঠাইলা মাতা ॥
চতুরা সুন্দরী সব সঙ্গে সখীগণ।
গান করে গীত পূর্ণ মধুর বচন ॥

সরোবর-পাশে শোভে গিরিজার গৃহ।
বরণে না যায়, দেখি মনে হয় মোহ॥
সখীগণ সঙ্গে করি তাহাতে মজ্জন।
গেলেন মুদিত-মন গৌরী-নিকেতন॥
এক সখী সীতাসঙ্গ করি পরিত্যাগ।
গিয়াছিল দেখিবারে কুসুমের বাগ॥
দেখিলেন গিয়া তিনি ভাই দুইজন।
প্রেমবশে সীতা পাশে করে আগমন॥
দেখিয়া তাঁহার ভাব যত সখীগণ।
পুলকিত দেহ জলে পূর্ণ দ্বিনয়ন॥
কহ সখি! তব নিজ হরষ কারণ।
জিজ্ঞাসে মধুর বাক্যে যত সখীগণ॥
দেখিতে বাগান দুই আসিল কুমার।
বয়সে কিশোর সব রূপে সুকুমার॥
শ্যাম গৌর দোঁহে কিবা করিব বর্ণন।
নেত্রহীন বাক্য, বাক্যবিহীন নয়ন॥
চতুরা-সখীরা শুনি হরষিত হৈল।
সীতার হৃদয়ে অতি উৎকণ্ঠা জন্মিল॥
এক কহে নৃপসুত হয় সখী সেই।
শুনি মুনি-সঙ্গে কল্য আসিলেন যেই॥
বিস্তারিয়া নিজরূপ, মায়া যেই জন।
স্ববশে আনিল যত পুরনারীগণ॥
যথা তথা সবে করে সে শোভা বর্ণন।
দেখিবার যোগ্য দেখা উচিত সে জন॥
ধরিল সীতার মনে তাহার বচন।
দরশন লাগি হৈল ব্যাকুল লোচন॥
প্রিয় সখী অগ্রে করি চলেন তখন।
লক্ষ্য কেহ নাহি করে প্রীতি পুরাতন॥

পড়িল সীতার মনে নারদ বচন *।
সুপবিত্র প্রেমে তিনি হ'ন নিমগন॥
সবদিকে সচকিতে করে বিলোকন।
মৃগীর তনয়া হয় সভীত যেমন॥
কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, নূপুরের ধ্বনি শুনি।
মনে চিন্তি লক্ষ্মণেরে ক'ন রঘুমণি॥
মনোভব বাজাইয়া দুন্দুভি মদন।
বিশ্বজয় করিবারে করিল মনন॥
এত কহি সেই দিকে মুখ ফিরাইল।
সীতামুখচন্দ্রে নেত্র চকোর হইল॥
অচঞ্চল চারুতর হইল লোচন।
সসঙ্কোচে নিমি † যেন ত্যজিল নয়ন॥
দেখিয়া সীতার শোভা অতি সুখী হ'ন।
মনেতে প্রশংসা করে না সরে বচন॥
ব্রহ্মা যেন নিজ সব রচনা-কৌশল।
বিরচিয়া বিশ্ব, শেষে দেখানি কেবল॥
যাঁর রূপে সুন্দরতা পরম সুন্দর।
ছবি গৃহে দীপ-শিখা যেন মনোহর॥
উচ্ছিষ্ট করিয়া কবি রেখেছে উপমা।
জানকীর সঙ্গে আর কি দিব তুলনা॥
সীতার সৌন্দর্য্য প্রভু বর্ণিয়া হৃদয়ে।
আপনার ভাব মনে মনে বিচারয়ে॥
বলেন পবিত্র মনে অনুজে তখন।
সময়ের অনুসারে সুন্দর বচন॥
জনক-তনয়া ভ্রাতঃ! হয় এই জন।
ধনুর্যজ্ঞ হয় হেথা যাহার কারণ॥
সখীগণ সঙ্গে আসে গিরিজা পূজিতে।
উদ্যান শোভিত করে ফিরিতে ফিরিতে॥

* সীতা কোন সময়ে পার্ব্বতীর পূজা করিতে আসিয়া এই স্থলে নারদের দর্শন পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করায় নারদ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে এই স্থলেই তোমার ভাবী পতির দর্শন হইবে। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে।

† নিমি রাজা নেত্রত্যাগ করিল অর্থাৎ নেত্র নিমেষ-হীন হইল।

অলৌকিক শোভা যার করি বিলোকন।
সহজে পবিত্র, মুগ্ধ হয় মম মন ॥
বিধাতা জানেন সব ইহাঁর কারণ।
শুন ভ্রাতঃ ? দক্ষিণাঙ্গ করিছে নর্ত্তন ॥
রঘুর বংশের এই স্বাভাবিক রীতি।
কুপথে মনের কভু নাহি হয় গতি ॥
বিশেষে বিশ্বাস এই আছে মম মনে।
পরনারী নাহি হেরি কখন স্বপনে ॥
শত্রুগণ যাঁর পৃষ্ঠ না করে দর্শন।
পরনারী প্রতি নাহি ধায় যাঁর মন ॥
ভিক্ষুক যাঁহার পাশে না হয় বিমুখী।
হেন নরবর বিশ্বে বহু কম দেখি ॥
আলাপ করেন হেন সহিত লক্ষ্মণ।
সীতার রূপেতে কিন্তু বিমোহিত মন ॥
মনোহর মুখ-পদ্ম-মকরন্দ-পান।
করেন মধুপ সম ক্ষুভিত পরাণ ॥
চারিদিকে চাহে সীতা সচকিতে ফিরি।
রাজেন্দ্র-কিশোর কোথা গেল মন হরি ॥
হরিণ-শাবক-নেত্রা চাহেন যে দিকে।
শুভ্র কমলের শোভা বরষে সে দিকে ॥
দেখাইল সখী তবে লতার মণ্ডপে।
সুন্দর কিশোর গৌর-শ্যামল স্বরূপে ॥
রূপ দেখি সুচঞ্চল লোচন হইল।
হর্ষে নিজ নিধি যেন চিনিতে পারিল ॥
স্তম্ভিত হইল নেত্র রাম ছবি দেখি।
না পড়ে পলক স্থির হৈল দুই আঁখি ॥
প্রেমাধিকা হেতু দেহ হৈল বিস্মরণ।
শারদ চন্দ্রমা হেরি চকোর যেমন ॥
লোচনের পথে রামে হৃদয়েতে আনি।
পলক-কবাট দিল চতুরা রমণী ॥

সীতা প্রেমাধীনা জানি সব সখীগণ।
কিছু না কহিতে পারে সঙ্কুচিত মন ॥
লতার ভবন হৈতে হৈল প্রকটিত।
হেন কালে দুই ভাই হ'য়ে আনন্দিত ॥
দুইটী বিমল বিধু বিকশিল যেন।
জলদ-পটল ত্বরা করি বিদীরণ ॥
শোভার চরম দুই ভাই মনোহর।
নীল পীত সরসিজ-সমান শরীর ॥
কাকপক্ষ * শোভে শিরে অতীব সুন্দর।
মধ্যে মধ্যে পুষ্পকলি গুচ্ছ মনোহর ॥
শ্রমবিন্দু সহ শোভে তিলক ভালেতে।
সুন্দর ভূষণ শোভে শ্রবণ যুগেতে ॥
বঙ্কিম ভ্রূকুটী চারু চিকুর কুঞ্চিত।
নব সরসিজ নেত্র ঈষৎ রকত ॥
চিবুক, কপোল চারু আর নাসা দ্বয়।
হাস্য বিলাসেতে চিত্ত যেন করে ক্রয় ॥
মুখকান্তি আমা হৈতে না হয় বর্ণিত।
যাহা হেরি বহু কাম হয় বিলজ্জিত ॥
বক্ষে নানা মণি শোভে গ্রীবা কম্বু সম।
হস্তী-শিশু-কর সম ভুজ অতুলন ॥
কুসুম-পূরিত-পাত্র-যুত বাম কর।
শ্যামল কুমার, সখি! বড়ই সুন্দর ॥
পশুরাজ-কটি তাহে শোভে পীতাম্বর।
শীলের নিধান আর শোভার আকর ॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব ভানুকুল-বিভূষণ।
পাসরে আপনা দেহ সব সখীগণ ॥
সুচতুরা সখী এক ধৈরয ধরিয়া।
সীতার ধরিয়া হাত বলেন হাসিয়া ॥
গিরিজার ধ্যান পুনঃ পশ্চাতে করিহ।
রাজ কুমারের রূপ এবে দেখি লহ ॥

* কাক পক্ষের ন্যায় উভয় গণ্ডে লম্বমান কেশের রচনাবিশেষ।

সঙ্কোচেতে সীতা তবে মিলিল নয়ন।
সম্মুখে দেখিল রঘু-সিংহ দুই জন॥
নখ হ'তে শিখাবধি রাম শোভা দেখি।
স্মরিয়া পিতার পণ মনে হৈল দুখী॥
সীতাকে পরের বশ দেখি সখীগণ।
কহে সবে হ'য়ে ভয়ে অতি উচাটন॥
তব এ সময় কল্য আসিবেক পুনঃ।
এত বলি এক সখি হাসে মনে মন॥
গূঢ় বাক্য শুনি সীতা সঙ্কুচিত হৈল।
মাতাকে হ'তেছে ভয় বিলম্ব হইল॥
ধরিয়া ধৈরয অতি রামে হৃদে আনি।
ফিরিলেন আপনাকে পিতৃবশ জানি॥
বিটপী, বিহঙ্গ, তরু দেখিবার ছলে।
পুনঃ পুনঃ ফিরি ফিরি চাহে পলে পলে॥
রঘুবীর-দেহ-শোভা দেখিতে দেখিতে।
প্রেম অতি বাড়ে ধৈর্য্য নাহি মানে চিতে॥
সুকঠিন শিবধনু করিয়া স্মরণ।
চলিলেন হৃদে রাখি শ্যামল বরণ॥
সুখ, স্নেহ, শোভা আর পূর্ণ সব গুণে।
যাইছে জানকী যবে প্রভু জানে মনে॥
শুদ্ধ প্রেমময় মসি প্রস্তুত করিয়া।
চারু চিত্তোপরি তাঁরে রাখেন লিখিয়া॥

——:※:——

জানকীর ভবানী-পূজা ও আশীর্ব্বাদ-লাভ।

ভবানী-ভবনে সীতা করেন গমন।
পদ বন্দি করযোড়ে বলেন বচন॥
জয় জয় জয় গিরিরাজার কিশোরী।
জয় মহেশ্বর-মুখ-চন্দ্রমা-চকোরী॥
জয় গজানন আর ষড়ানন মাতা।
জগত-জননী সৌদামিনী-কান্তিযুতা॥
নাহিক তোমার আদি, মধ্য, অবসান॥
অমিত প্রভাব বেদ না পায় সন্ধান॥
সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী।
বিশ্ববিমোহিনী নিজ বশে বিহারিণী॥
পতিব্রতা নারী যত জগত মাঝার।
হে মাতঃ! সবার আগে গণনা তোমার॥
অমিত মহিমা তব না পারে কহিতে।
সহস্র শারদা, ফণী অনন্ত মুখেতে॥
চতুর্ব্বর্গ সুলভেতে লভে সেবি তোমা।
বরপ্রদায়িনী ত্রিপুরারি-প্রিয়তমা॥
মনোরথ ভালরূপে জানহ আমার।
হৃদয় পুরেতে সদা বৈস সবাকার॥
সে কারণে আমি ইহা প্রকট না করি।
এত বলি নমে পদে জনক কুমারী॥
বিনয় প্রেমেতে বশ ভবানী হইল।
গল হৈতে মাল্য খসে, মূরতি হাসিল॥
সাদরে প্রসাদ সীতা মস্তকে ধরিল।
বলিলেন গৌরী হর্ষে, হৃদয় ভরিল॥
শুনহ জানকি! সত্য আশীষ আমার।
পুরিবেক মনস্কাম অবশ্য তোমার॥
নারদ বচন সদা শুদ্ধ সত্য হয়।
মিলিবে সে বর যেবা চিত্তে তব রয়॥
রাখিয়াছ মনে যাঁরে মিলিবে সে বর।
শ্যামল-বরণ তিনি সহজ সুন্দর॥
করুণানিধান জ্ঞানী অতীব সুজন।
তব প্রতি স্নেহশীল সব জ্ঞাত হ'ন॥
হেনরূপ গিরিজার আশীর্ব্বাদ শুনি।
হর্ষযুতা সখীসহ জনক-নন্দিনী॥
কহিছে তুলসী পুনঃ পূজি গিরিসুতা।
হৃষ্টমনে গেল ঘরে জনক-দুহিতা॥
জানিলেন সীতা অনুকূলা হৈল গৌরী।
কত যে আনন্দ হৃদে বর্ণিতে না পারি॥

সুকোমল আর সদা আনন্দ আধার।
নাচিতে লাগিল রাম অঙ্গ বারেবার॥

রামচন্দ্রের বিশ্বামিত্রের নিকট প্রত্যাগমন।

প্রশংসি হৃদয়ে সীতা-শোভা অতুলন।
গুরুপাশে দুই ভাই করেন গমন॥
বিশ্বামিত্র পাশে রাম সকল কহিল।
ছল-চতুরতা নাই স্বভাব সরল॥
পূজন করেন মুনি কুসুম পাইয়া।
ভ্রাতৃযুগ্মে আশীর্ব্বাদ দেন হৃষ্ট হৈয়া॥
মনোবাঞ্ছা তোমাদের হউক পূরণ।
শুনি সুখী হৈল মনে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মুনিবর করিয়া ভোজন।
কহিতে লাগিল কিছু কথা পুরাতন॥
দিবা শেষে গুরু আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
সন্ধ্যা করিবারে চলে ভাই দুইজন॥
পূর্ব্বদিকে সমুদিত শশী মনোহর।
সীতামুখ সম দেখি হরষ অন্তর॥
বিচার করেন পুনঃ মানস-মাঝারে।
চন্দ্র, সীতামুখ সম হইতে না পারে॥
সিন্ধুতে জনম হলাহল মিত্র হয়।
দিবসে মলিন সকলঙ্ক সদা রয়॥
সীতামুখ সং তার হয় কি তুলন।
শোভার দরিদ্র চন্দ্র জানে সর্ব্বজন॥
হ্রাস বৃদ্ধি হয় বিরহিনী-দুখকর।
গ্রাস করে রাহু পেয়ে নিজ অবসর॥
চক্রবাকযুগ্মে দুখ-প্রদ কমলারি।
কত অবগুণ চন্দ্র কহিব তোমারি॥
তুলনা করিলে বৈদেহীর মুখ সনে।
অধিক অন্যায় করি দোষ ভাবি মনে॥
সীতা-মুখ-ছবি বিধুছলে বাখানিয়া।
গুরুপাশে চলে রাত্রি অধিক জানিয়া॥
চরণসরোজে করি মুনির প্রণাম।
আদেশ লইয়া গিয়া করেন বিশ্রাম॥
রাত্রি শেষ জানি রঘুনায়ক জাগিল।
ভ্রাতারে বিলোকি হেন কহিতে লাগিল॥
উদিত অরুণ, ভ্রাতঃ! কর নিরীক্ষণ।
সুখী পদ্ম চক্রবাক আর বকগণ॥
বলেন লক্ষ্মণ তবে যুড়ি দুই পাণি।
প্রভুর প্রভাব-সংসূচক মৃদুবাণী॥
অরুণ উদয়ে সঙ্কুচিত কুমুদিনী।
জ্যোতিহীন বিমলিন হয় তারা-শ্রেণী॥
তব আগমন যথা করিয়া শ্রবণ।
বলহীন ভয়যুত হ'য় নৃপগণ॥
নক্ষত্রের সম সব উজ্জ্বল নৃপতি।
জগতম নাশিবারে নাহিক শকতি॥
চক্রবাক, পদ্ম, খগ মধুকরদল।
নিশা অবসান জানি হরষে সকল॥
হেনরূপে প্রভু তব সব ভক্তগণ।
ভাঙ্গিলে ধনুক হইবেক সুখী মন॥
উদিত তপন নাশে তম বিনাশ্রম।
বিশ্বেতে প্রকাশে তেজ ঢাকে তারাগণ॥
রবি নিজ উদয়ের ছলে রঘুরায়।
প্রভুর প্রতাপ সব রাজারে দেখায়॥
উদয় অচল সম তব ভুজ শোভে।
ধনুর্ভঙ্গ-রীতি শক্তি মহিমা ঘোষিবে॥
ভ্রাতৃবাক্য শুনি প্রভু হাসিতে লাগিল।
স্বভাব-পবিত্র স্নান করি শুচি হৈল॥
নিত্যক্রিয়া সমাপিয়া গুরু পাশে গেল।
চরণসরোজে পূত মস্তক রাখিল॥

শ্রীরামপ্রভৃতি সকলের ধনুর্যজ্ঞে গমন।

তবে শতানন্দে রাজা জনক ডাকিল।
কৌশিক মুনির পাশে শীঘ্র পাঠাইল ॥
জনক-বিনতি সেহ কৌশিকে কহিল।
হর্ষে মুনি ভ্রাতৃদ্বয়ে শীঘ্র ডাকাইল ॥
শতানন্দ-পদ প্রভু করিয়া বন্দন।
গুরুপাশে গিয়া বসিলেন হৃষ্টমন ॥
চল তাত ! কহিলেন তবে মুনিবর।
ডাকি পাঠাইল রাজা জনক সত্বর ॥
দেখিব যাইয়া চল সীতা-স্বয়ম্বর।
দেখিব কাহার মান বাড়ান শঙ্কর ॥
কহিলা লক্ষণ যশঃ-পাত্র হবে সেই।
প্রভুর করুণা-লাভ করিবেক যেই ॥
হর্ষে মুনিগণ শুনি সে শ্রেষ্ঠবচন।
দিলেন আশীষ সবে হ'য়ে সুখীমন ॥
পুনরায় মুনিবৃন্দ সহিত কৃপাল।
চলিলেন দেখিবারে ধনুর্যজ্ঞ-শাল ॥
রঙ্গভূমে আসিলেন ভাই দুই জন।
পাইলেন এ সংবাদ পুরবাসীগণ ॥
ভুলিয়া গৃহের কাজ চলিল সকল।
বালক, যুবক, বৃদ্ধ নরনারীদল ॥
হইল অধিক ভিড় জনক দেখিয়া।
পবিত্র সেবকগণে নিল ডাকাইয়া ॥
'সকল লোকের পাশে ত্বরা করি যাহ।
উচিত আসন দিয়া সবারে বসাহ ॥
বিনীত মধুর বাক্য কহি সবাকারে।
বসাইল নরনারীগণে সমাদরে ॥
উত্তম, মধ্যম, নীচ আর লঘু জাতি।
নিজ নিজ স্থানে বসাইল পাঁতি পাঁতি ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হেন সময়ে আসিল।
সুন্দরতা যেন তাঁর দেহ আচ্ছাদিল ॥
গুণের সাগর সুনাগর বীরবর।
পরম সুন্দর গৌর শ্যামল শরীর ॥
রাজার সমাজ মাঝে হ'ন বিরাজিত।
তারাগণ মধ্যে বিধু-যুগ্ম সমুদিত ॥
যাহার ভাবনা মনে আছিল যেমন।
প্রভুর মূরতি সেহ দেখিল তেমন ॥
দেখিলেন ভূপগণ মহারণবীর।
বীররসে পূর্ণ যেন তাঁহার শরীর ॥
হেরিয়া প্রভুরে ভীত কুটিল নৃপতি।
ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি তাঁর নিকটেতে অতি ॥
যে ছিল অসুর, ছলে রাজ-বেশ ধ'রে।
প্রকটিত কাল সম সে দেখে প্রভুরে ॥
পুরবাসীগণ দেখে ভাই দুই জন।
লোচনের সুখপ্রদ নরবর ভূষণ ॥
হর্ষিত হৃদয়ে নারীগণ বিলোকয়।
নিজ নিজ রুচি অনুরূপ যেবা হয় ॥
ধরিয়া মূরতি শোভে শৃঙ্গার যেমন।
অতি অনুপম রূপ না হয় তুলন ॥
বিরাট-স্বরূপ বিজ্ঞ করে দরশন।
বহু মুখ, কর, হস্ত, মস্তক, লোচন ॥
জনক-কুটুম্ব তাঁরে দেখয়ে কেমন।
অতি প্রিয় লাগে যেন বংশের আপন ॥
বিদেহ সহিত রাণী করেন দর্শন।
বালকের সম প্রীতি না হয় বর্ণন ॥
যোগিগণ পাশে শ্রেষ্ঠ-তত্ত্বের আভাস।
শান্ত, শুদ্ধ, একরস, সহজ-প্রকাশ ॥
হরিভক্তগণ দেখে ভ্রাতা দুই জন।
সর্ব্ব-সুখ-দাতা ইষ্টদেব সম হ'ন ॥
সীতা যেই ভাবে রামে করে নিরীক্ষণ।
সে প্রেম সুখের কথা না হয় বর্ণন'॥

সেহ হৃদে অনুভবে কহিতে না পারে।
কোন্ কবি কহিবেক কহ কি প্রকারে॥
যাহার হৃদয়ে ভাব যেরূপ আছিল।
শ্রীরামচন্দ্রেরে সেহ সেরূপ দেখিল॥
রাজার সমাজে রাজে রাজার কিশোর।
শ্যাম গৌর তনু বিশ্ববিলোচন চোর॥
স্বাভাবিক মনোহর সে মূরতি দ্বয়।
উপমা মদন কোটি সেহ লঘু হয়।
নিন্দিত শারদচন্দ্র-সুন্দর বদন॥
মন-প্রাণ-প্রিয় হয় কমল নয়ন॥
মদনের মদহারী সুচারু চাহনি।
হৃদয়ের অতি প্রিয় বর্ণিতে না জানি॥
সুগোল কপোলে দোলে শ্রবণকুণ্ডল।
সুন্দর চিবুকাধর বচন মৃদুল॥
কুমুদিনী-বন্ধু বিনিন্দক হাস্যবর।
বিকট ভ্রুকুটী নাসা-যুগ্ম মনোহর॥
ঝলকে তিলক সুবিশাল ভাল'পরে।
লজ্জিত বিলোকি কেশ অলি যায় দূরে॥
শিরোপরি পীত শিরস্ত্রাণ সুশোভিত।
কুসুমের কলি মধ্যে মধ্যে বিনির্ম্মিত॥
মনোহর কম্বুগ্রীবা রেখাত্রয় যুত।
ত্রিভুবন শোভা যেন তাহাতে জড়িত॥
কণ্ঠে গজমুক্তামালা শোভিছে সুন্দর।
তুলসীর মালী ভালে বক্ষের উপর॥
বৃষভের সম স্কন্ধ সিংহ সম গতি।
বলের আধার বাহু সুবিশাল অতি॥
কটিতে তূণীর পীতাম্বর বাঁধা তায়।
করে শর, ধনু বাম স্কন্ধে শোভা পায়॥
পীত যজ্ঞ উপবীত পরম সুন্দর।
নখ হৈতে শিখা শোভা ব্যাপ্ত দিগন্তর॥
দেখি সব লোক সুখী হৈল অতি চিতে।
নির্নিমেষ নেত্র নাহি পারে ফিরাইতে॥

জনক উভয়ে দেখি হর্ষিত হইল।
মুনি-পাদপদ্মে গিয়া তবে প্রণমিল॥
শুনাইল নিজ কথা বিনতি করিয়া।
রঙ্গভূমি সব মুনিবরে দেখাইয়া॥
যেখানে যেখানে যায় কুমার দুজন।
তথা তথা সচকিতে চাহে সর্ব্বজন॥
নিজ নিজ দিকে রামে সকলে দেখিল।
কোন জন তার মর্ম্ম কিছু না জানিল॥
সুন্দর রচনা, নৃপে ক'ন মুনিবর।
শুনি মহাসুখী রাজা প্রফুল্ল অন্তর॥
সব মঞ্চ মধ্যে এক মঞ্চ মনোহর।
সুবিশাল সুবিশদ পরম সুন্দর॥
মুনির সহিত তথা ভাই দুই জন।
বসাইল মহীপাল করিয়া যতন॥
রামে হেরি মনে ভীত সব নৃপগণ।
চন্দ্রমা উদয়ে সব তারকা যেমন॥
হইল বিশ্বাস সবাকার মনে এহ।
ধনু ভাঙ্গিবেন রাম নাহিক সন্দেহ॥
নাহি ভাঙ্গে যদি হর-ধনু সুবিশাল।
তবু রাম গলে সীতা দিবে জয় মাল॥
এরূপ বিচারি ভ্রাতঃ ? গৃহে যাই চল।
ত্যজিয়া প্রতাপ যশ তেজ আর বল॥
হাসিল অপর ভূপ শুনি সে বচন।
অবিবেকে অন্ধ অভিমানী যেই জন॥
বিবাহ কঠিন, ধনু ভাঙ্গে যদি কেহ।
না ভাঙ্গিয়া কে করিবে কুমারী বিবাহ॥
যদি হয় কাল তবু সমর করিব।
সীতা লাগি মোরা তারে অবশ্য জিনিব॥
হাসিতে লাগিল অন্য ভূপ ইহা শুনি।
সুচতুর হরিভক্ত ধর্ম্মশীল যিনি॥
বিবাহ করিবে রাম জনক-কুমারী।
নৃপগণ মদগর্ব্ব বিদূরিত করি॥

সংগ্রামে জিনিতে তাঁরে পারে কোন জন।
বলেতে বিকট, দশরথের নন্দন ॥
মর কেন সবে করি বৃথা বাক্য ব্যয়।
মন মোদকেতে * ক্ষুধা দূর নাহি হয় ॥
সুপবিত্র মম শিক্ষা করহ শ্রবণ।
হৃদয়ে জানিহ সীতা জগদম্বা হ'ন ॥
বিশ্বপিতা রঘুপতি, করি বিবেচন।
হের মনোহর ছবি ভরিয়া লোচন ॥
সুন্দর সুখদ গুণরাশি সমুদয়।
শঙ্কর-হৃদয়বাসী হয় ভ্রাতৃদ্বয় ॥
সুধার সমুদ্র পার্শ্বে পরিত্যাগ করি।
ধেয়ে কেন মর গিয়া মরীচিকা হেরি ॥
যাহার যে অভিলাষ করিবারে পার।
জনম সফল আজি হইল আমার ॥
এত কহি ভক্ত ভূপ অনুরাগ ভরে।
নিরুপম রূপরাশি বারবার হেরে ॥
আকাশে বিমানে চড়ি দেখে সুরগণ।
করি সুমধুর গান বরষে সুমন ॥
তবে শুভ অবসর জনক জানিয়া।
সীতারে পাঠায় ডাকি আদর করিয়া ॥
পরম সুন্দরী সুচতুরা সখীগণ।
সাদরে লইয়া সীতা করে আগমন ॥
সীতার অপূর্ব্ব শোভা না হয় বাখান।
জগতের মাতা রূপগুণের নিধান ॥
উপমা সকল মোরে লাগে ক্ষুদ্রতম।
প্রাকৃত নারীর অঙ্গে তাহার মিলন † ॥

সীতার বর্ণনে সেহ উপমান দিয়া।
কুকবি কহাবে কেবা অযশ লভিয়া ॥
হইবেক যার সহ সীতার তুলন।
সুন্দর যুবতী বিশ্বে হেন কোন্ জন ॥
শারদা মুখরা, গৌরী অর্দ্ধাঙ্গিনী হয়।
অনঙ্গ জানিয়া পতি রতি দুখী রয় ॥
হলাহল, মদ্য হয় প্রিয় ভ্রাতা যার।
হেন রমা সমতুল হয় কি সীতার ¶ ॥
লাবণ্য-সুধার যদি জলনিধি হয়।
কচ্ছপ তাহাতে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য নিচয় ॥
শোভারূপ রজ্জু হয় মন্দর শৃঙ্গার ‡।
নিজ পাণি পদ্মে তাহে মথে যদি মার § ॥
হেনরূপে সুখ আর সৌন্দর্য্য কারণ।
হয় যদি বিশ্বমাতা লক্ষ্মীর জনম ॥
তথাপি সঙ্কোচে অতি কহে কবিগণ।
হ'লেও হইতে পারে সীতার তুলন ॥
সুচতুরা সখী সঙ্গে লইয়া সীতারে।
গাহিয়া সুন্দর গীত চলে ধীরে ধীরে ॥
কিশোরী অঙ্গেতে সাড়ী সুন্দর শোভন।
জগত-জননী-শোভা বিশ্বে অতুলন ॥
যথাযথ স্থানে শোভে ভূষণ সকল।
প্রতি অঙ্গে রচি সখীগণ সাজাইল ॥
রঙ্গভূমি মধ্যে পাত্র যখন আসিল।
রূপ দেখি নরনারী মোহিত হইল ॥
হরষিত সুরগণ দুন্দুভি বাজায়।
কুসুম অপ্সরাগণ বরষিয়া গায় ॥

---

* মনে মনে মিঠাইয়ের কল্পনা।

† প্রচলিত উপমা সমূহের দ্বারা সাধারণ নরনারীর উপমা করা হইয়া থাকে, সুতরাং তাহা দ্বারা সীতার তুলনা করা কর্ত্তব্য নহে।

‡ শৃঙ্গার = বেশভূষা।

§ মার = কামদেব।

¶ হলাহল, মদ্য এবং লক্ষ্মী সকলই সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সে জন্য হলাহল এবং মদ্যকে লক্ষ্মীর ভ্রাতা বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে।

কোমল কমল-হস্তে শোভে বর মাল।
চমকিত চিত্তে চাহে যতেক ভূপাল ॥
সচকিত চিতে সীতা রাম পানে চাহে।
নরনাথগণ সব মোহ মুগ্ধ রহে ॥
বিশ্বামিত্র পাশে দেখি ভাই দুই জন।
নিধি লভি তৃষ্ণাকুল হইল লোচন ॥
গুরুজন লজ্জা, শ্রেষ্ঠ সমাজ দেখিয়া।
রহিলেন সীতা দেবী সঙ্কুচিত হৈয়া ॥
লাগিলেন সখীগণে করিতে দর্শন।
রঘুবীরে হৃদি মাঝে করিয়া ধারণ ॥
সীতা ছবি রামরূপ করি দরশন।
করিল নিমেষ ত্যাগ নরনারীগণ ॥
ভাবে সবে সঙ্কোচেতে বলিতে না পারে।
বিধিরে বিনয় করে মানস মাঝারে ॥
হে বিধে ! রাজার শীঘ্র অজ্ঞানতা হর।
আমাদের ন্যায় বুদ্ধি দেহত সুন্দর ॥
বিনা বিচারেতে রাজা ত্যজি নিজ পণ।
রাম করে সীতা দেবী করুন অর্পণ ॥
জগতে কহিবে ভাল সবা ইচ্ছা এহ।
হঠ কৈলে অবশেষে হ'বে অন্তর্দাহ ॥
হেন বাসনাতে মগ্ন সব লোকগণ।
জানকীর যোগ্যবর শ্যামলবরণ ॥

:

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক হরধনু ভঙ্গ।

তবে বন্দীজনে রাজ ঋষি ডাকাইল।
গাহিতে গাহিতে বংশ কীর্ত্তি সবে এল ॥
কহে নৃপ কহ গিয়া প্রতিজ্ঞা আমার।
চলে ভাটগণ হৃদে আনন্দ অপার ॥
বলিলেক বন্দী তবে সুন্দর বচন।
শুন মহীপাল সবে করহ শ্রবণ ॥

বিদেহ রাজার আমি কহিতেছি পণ।
সুবিশাল ভুজ মম করি উত্তোলন ॥
নৃপ-ভুজ-বল বিধু, রাহু হরচাপ।
সবার বিদিত গুরু কঠোর প্রতাপ ॥
লঙ্কাপতি বাণাসুর মহাযোদ্ধৃগণ।
পলায় গোপনে দেখি যেই শরাসন ॥
হরের কোদণ্ড সেই কঠোর ভীষণ।
রাজার সমাজে আজি যে করে ভঞ্জন ॥
ত্রিভুবন জয়লক্ষ্মী সহ রাজসুতা।
না করি বিচার বরিবেন ত্বরাণি তা ॥
পণ শুনি সব ভূপ উৎসুক হইল।
অভিমানী অতিশয় মনেতে রুষিল ॥
কসিয়া কোমর বাঁধি সত্বর উঠিল।
নিজ নিজ ইষ্টদেবে প্রণমি চলিল ॥
ক্রোধেতে উন্মত্ত হ'য়ে শিবধনু ধরে।
নাহি উঠে নানারূপে বহুশক্তি করে ॥
মন মধ্যে যার কিছু বিচার আছিল।
চাপের সমীপে সেই নৃপতি না গেল ॥
ক্রোধ বশে ধরে ধনু মূঢ় নরবর।
নাহি উঠে ফিরে আসে লজ্জিত অন্তর ॥
বীর-বাহু-বল যত পায় ধনুবর।
অধিক অধিক তত হয় গুরুতর ॥
সহস্রেক দশ ভূপ মিলি একেবারে।
লাগে উঠাইতে কিন্তু নড়াইতে নারে ॥
অচল হইয়া রহে শম্ভু শরাসন।
কামীর বচন শুনি যথা সতীমন ॥
উপহাস যোগ্য হইলেন নৃপগণ।
বিরাগ বিহনে হয় সন্ন্যাসী যেমন ॥
কীরতি জয়ের ইচ্ছা বীরতা আপন।
চাপে সমর্পিয়া হারি চলে রাজগণ ॥
তেজোহীন রাজগণ মনেতে মরিল।
নিজ নিজ সমাজেতে যাইয়া বসিল ॥

নৃপগণে হেরি রাজ-ঋষি ব্যাকুলিত।
বলিতে লাগিল বাক্য হ'য়ে রোষযুত॥
বহু দ্বীপ হৈতে নানা ভূপতির গণ।
আসিল শুনিয়া আমি করিনু যে পণ॥
দৈবদৈত্যগণ ধরি অনুজ শরীর।
মহামহাবীর আসে সমরেতে ধীর॥
সুন্দরী কুমারী অতি, অতুল বিজয়।
সর্ব্বজন-প্রার্থনীয় কীর্ত্তি কমনীয়॥
এ তিন পাবার জন্য ধনুর্ভঙ্গকারী।
রচে নাহি বুঝি বিশ্বে সৃষ্টি-অধিকারী॥
কহ দেখি হেন লাভ কেবা না বুঝিল।
কিন্তু কেহ চাপে নাহি গুণ চড়াইল॥
চড়ান, ভাঙ্গার কথা রহুক দূরেতে।
তিলমাত্র ভূমি কেহ না পারে ছাড়া'তে॥
কাহারো না রহে বীরত্বের অভিমান।
বীরহীন ধরা আজি হৈতে জানিলাম॥
আশা ত্যজি নিজ নিজ গৃহে সবে যাহ।
লিখে নাহি ধাতা মম তনয়া-বিবাহ॥
পুণ্য হয় নাশ যদি পণ পরিহরি।
কি আর করিব কন্যা থাকুক কুমারী॥
বীর-শূন্যা বসুন্ধরা যদি বা জানিব।
পণ করি তবে কেন লোক হাসাইব॥
নরনারী সবে শুনি জনক-বচন।
চাহি জানকীর দিকে হৈল দুখী মন॥
ক্রোধিত লক্ষ্মণ হৈল কুটিল ভ্রূকুটী।
নেত্রে বহ্নিস্ফুরে কড়মড়ে দন্তপাটি॥
রঘুবীর-ভয়ে কিছু না পারে কহিতে।
রাজবাক্য বাণ সম লাগে হৃদয়েতে॥
রামপদ-কমলেতে নত করি শির।
যথাযোগ্য বাক্য বলে লক্ষ্মণ সুধীর॥
রঘুবংশ মধ্যে যথা একজন হয়।
সে সমাজে হেন বাক্য কেহ না কহয়॥
কহিলা জনক অতি অনুচিত বাণী।
বিদ্যমান জানি হেথা রঘুকুলমণি॥
শুন ভানুকুল-সরসিজ-বিবস্বান *।
আপন স্বভাব কহি নহে অভিমান॥
আপনার আজ্ঞা, প্রভো! আমি যদি পাই।
কন্দুকের সম করি ব্রহ্মাণ্ড উঠাই॥
নব কুম্ভ সম ভাঙ্গি ফেলি দূর করি।
মূলকের সম মেরু ভাঙ্গিবারে পারি॥
প্রতাপ-প্রভাবে তব দেব জনার্দ্দন।
পুরাতন পিণাকের কোথায় গণন॥
হেন জানি, নাথ! আজ্ঞা করহ প্রদান।
করি যে কৌতুক তাহা দেখ ভগবান॥
পদ্মনাল সম চাপে গুণ চড়াইয়া।
শতেক যোজন পথ ধাইব লইয়া॥
ছত্রকের দণ্ড সম ভাঙ্গিব এখনি।
তোমার প্রতাপে, নাথ! কিছু নাহি গণি।
প্রভুপদ-দিব্য যদি ইহা না করিব।
হস্তে পুনরায় ধনু কভু না ধরিব॥
সকোপে লক্ষ্মণ যবে বলিল বচন।
কাঁপিলা ধরিত্রী, নড়ে দিক্‌হস্তীগণ॥
সর্ব্বলোক আর ভূপগণ হৈল ভীত।
হরষিতা সীতা, রাজ-ঋষি সঙ্কুচিত॥
বিশ্বামিত্র রঘুপতি আর মুনিগণ।
পুনঃ পুনঃ পুলকিত হরষিত মন॥
লক্ষ্মণে সঙ্কেত করি রাম নিবারিল।
সপ্রেমেতে আপনার কাছে বসাইল॥
শুভ অবসর তবে বিশ্বামিত্র জানি।
বলিলেন সুমধুর স্নেহময়ী বাণী॥

* সূর্য্যকুলরূপ কমলের সূর্য্যস্বরূপ রামচন্দ্র।

উঠিয়া ভঞ্জন কর, রাম ! হরচাপ।
দূর কর, তাত ! জনকের পরিতাপ॥
শুনি গুরুবাক্য, পদে মাথা নত কৈল।
হর্ষ বা বিষাদ কিছু হৃদে না গণিল॥
নিজ স্বাভাবিকরূপে উঠি দাণ্ডাইল।
যুবক মৃগেন্দ্রে শোভা লজ্জিত করিল॥
উদয় অচল সম শোভে মঞ্চবর।
উদে তাহে বালসূর্য্য প্রভু রঘুবর॥
সজ্জন-সরোজ সব হৈল বিকসিত।
লোচন-ভ্রমরগণ তাহে হরষিত॥
রাজেন্দ্রগণের আশা-নিশি পোহাইল।
বচন-নক্ষত্রাবলী প্রকাশ না হৈল॥
মানীভূপ-কুমুদিনী হৈল সঙ্কুচিত।
কপটী ভূপতিরূপ পেঁচা লুক্কায়িত॥
চক্রবাক, মুনি, শোকহীন দেবগণ।
সেবা প্রদর্শনে করে বরষি সুমন॥
সানুরাগে গুরুপদ শ্রীরাম বন্দিল।
মুনিগণ পাশে আজ্ঞা মাগিয়া লইল॥
চলে স্বাভাবিকরূপে জগতের স্বামী।
উন্মত্ত সুন্দর করিবর সমগামী॥
চলিলেন রাম, পুর-নরনারীদল।
হ'য়ে সুখী পুলকিত বলিতে লাগিল॥
বন্দি সুর, পিতৃগণ, স্মরি পুণ্যচয়।
পুণ্য-প্রভা যদি আমাদের কিছু হয়॥
শিবের ধনুক তবে মৃণালের সম;
শুন প্রভু গণপতি ভাঙ্গিবেন রাম॥
শ্রীরামে প্রেমেতে অতি করি নিরীক্ষণ।
ডাকিয়া আপন পাশে যত সখীগণ॥
স্নেহবশে ব্যাকুলিত জানকী-জননী।
কহিলেন দুখপূর্ণ সুমধুর বাণী॥
কৌতুক দেখিছে, সখি ! দেখ সর্ব্বজন।
আমাদের হিতকারী হয় যেইজন॥

নৃপবরে বুঝাইয়া কেহ নাহি কয়।
বালকের সনে হঠ ভাল নাহি হয়॥
যে ধনু রাবণ, বাণ স্পর্শ না করিল।
দর্প করি ভূপগণ যাহাতে হারিল॥
সেই ধনু দেয় রাজকুমারের করে।
বাল হংস তুলিবারে পারে কি মন্দরে॥
ধীরে ধীরে নষ্ট হয় রাজার চাতুরী।
বিধি ইচ্ছা, সখি ! কিছু বুঝিতে না পারি॥
বলিল চতুরা সখী অতি মৃদুবাণী।
বীর্য্যবানে মনে লঘু করিও না রাণী॥
কোথায় অগস্ত্য, কোথা সাগর অপার।
শুষিল সুযশ ভরে সকল সংসার॥
রবির মণ্ডল দেখিবারে লঘু হয়।
ত্রিভুবন তম নাশে তাহার উদয়॥
মন্ত্র অতি লঘু কিন্তু তার বশে হ'ন।
বিধি, হরি, হর আর সর্ব্বদেবগণ॥
কোথায় গজেন্দ্ররাজ মহামদে মত্ত।
অতি খর্ব্ব অঙ্কুশের সেহ করায়ত্ত॥
কুসুমের ধনু কাম করিয়া গ্রহণ।
আপনার বশ করে সকল ভুবন॥
ইহা জানি, দেবি ? ত্যাগ করহ সংশয়।
শুন রাণী ধনু রাম ভাঙ্গিবে নিশ্চয়॥
সখীর বচন শুনি বিশ্বাস জন্মিল।
ঘুচিল বিষাদ, প্রেম মনেতে বাড়িল॥
রামে হেরি, ভয়যুতা বৈদেহী তখন।
যারে দেখে সেই দেবে যাচে মনেমন॥
ব্যাকুলিত হৈয়া মনে করয়ে বিনতি।
হউন প্রসন্ন মোরে উমা উমাপতি॥
যে সেবা করিনু তাহা সফল করহ।
ধনুকের গুরুভার কৃপাতে হরহ॥
গণাধিনায়ক বর-প্রদায়ক স্বামী।
অদ্যাবধি তব সেবা করিতেছি আমি॥

কৃপার সাগর যবে সীতারে দেখিল।
বিশেষ ব্যাকুল ভবে তাহারে জানিল॥
দেখিলা বিকল অতি জানকী-হৃদয়।
নিমেষ কল্পের সম তার গত হয়॥
ত্যজে প্রাণ যেই তৃষাতুর বিনা জল।
মরিলে সুধার হ্রদে কিবা তার ফল॥
শুকাইলে কৃষিক্ষেত্র কি কাজ বর্ষাতে।
কালগত হ'লে বৃথা আক্ষেপ পশ্চাতে॥
হেন মনে জানি, হেরি জানকীর প্রতি।
পুলকিত প্রভু হেরি বিশেষতঃ প্রীতি॥
গুরুরে প্রণাম মনে মনেতে করিল।
বিনায়াসে উঠাইয়া ধনুক লইল॥
চমকে দামিনী ধনু ধরেন যখন।
পুনঃ আকাশেতে হৈল মণ্ডলের সম॥
তুলি পুনঃ, চড়াইল, আকর্ষিল কবে।
কেহ নাহি দেখে মাত্র চাহি রহে সবে॥
হেনকালে রাম, ধনু মধ্যেতে ভাঙ্গিল।
সুকঠিন ঘোর ধ্বনি ভুবনে ভরিল॥

ভরিল ভুবনে সব, ঘোর সুকঠোর রব,
রবিবাজি চলে সব, পথ ত্যজিয়ে।
নাদিল দিগ্‌গজগণ, কম্পে মহী ঘনে ঘন,
বরাহ নাগেন্দ্র কূর্ম্ম, কাঁপিল ভয়ে॥
সুরাসুর মুনিগণ, কানে করি করার্পণ,
সকলে বিকল মন, বিচার করে।
ভাঙ্গে হর-শরাসন, রাম বিশ্ব-প্রাণধন,
তুলসী আনন্দ মন, জয় উচারে॥
শঙ্করের শরাসন, হয় জাহাজের সম,
রাম বাহুবল যেন, সাগর তায়;
ডুবিল সকলে শেষে, পূর্ব্বে যারা মোহবশে,
চড়ে ছিল পার আশে, মিলিয়া হায়॥

প্রভু দুই চাপখণ্ড মহীতে ডারিল।
দেখি লোকগণ সব আনন্দ পাইল॥
কৌশিক-হৃদয়-পয়োনিধি মনোহর।
অগাধ প্রেমের বারি শোভিছে সুন্দর॥
রামরূপ রাকাশশী করি নিরীক্ষণ।
পুলক কদম্ব বীচি * বাড়ে অনুক্ষণ॥
আকাশে দুন্দুভি বাদ্য বাজিয়া উঠিল।
নাচি দেব-বধূগণ গাহিতে লাগিল॥
ব্রহ্মাদিক সুর মুনীশ্বর সিদ্ধগণ।
প্রভুরে প্রশংসি দেন আশীষ বচন॥
নানাবিধ পুষ্প মাল্য করে বরিষণ।
প্রেমপূর্ণ গীত গায় কিন্নরের গণ॥
জয় জয় রব উঠে ভরিয়া ভুবন।
ধনুর্ভঙ্গ ধ্বনি হেতু না হয় শ্রবণ॥
হর্ষে কহে যথা তথা নরনারীগণ।
ভাঙ্গিলেন রাম হর-ধনুক ভীষণ॥
বন্দী, মাগধেয় আর পৌরাণিকগণ।
ধীরভাবে কীর্ত্তি কথা করয়ে কীর্ত্তন॥
রাম প্রীতে হর্ষে দান করে লোকগণ।
অশ্ব, গজ, মণি, রত্ন, বসন, ভূষণ॥
শঙ্খ, ঝাঁঝ আর কত শানাই মৃদঙ্গ।
বাজিছে নাগাড়া, ঢোল, ভেরী কত রঙ্গ॥
বিবিধ বাজনা বাজে মনোহর অতি।
যথা তথা সুসঙ্গীত গাহিছে যুবতী॥
হরষিতা সব রাণী সহ সখীগণ।
শুষ্ক ধান্য-ক্ষেত্র জল লভিল যেমন॥
ত্যজি চিন্তা বহু, সুখ জনক লভিল।
সাঁতারে থকিত পদ যেন পায় স্থল॥
চাপ-ভঙ্গে শোভা-হীন যতেক নৃপতি।
দিবাগে দীপের শোভা মলিন যেমতি॥

---

* পুলক সমূহ রূপ তরঙ্গ।

সীতার স্বয়ম্বর।

সীতার হৃদয়-সুখ বর্ণিব কিরূপ।
স্বাতী-জল পেয়ে হয় চাতকী যেরূপ॥
লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রে দেখেন কেমন।
কিশোর চকোর শিশু শশীরে যেমন॥
শতানন্দ মুনি তবে আজ্ঞা প্রদানিল।
রাম পাশে সীতা দেবী গমন করিল॥
চতুরা সুন্দরী সখী সঙ্গেতে তাঁহার।
গাহিতে গাহিতে চলে মঙ্গল আচার॥
বাল-মরালের গতি চলিতে লাগিল।
অপূর্ব্ব অঙ্গের শোভা ছড়ায়ে পড়িল॥
সখীগণ মধ্যে সীতা শোভিছে কেমন।
ছবিগণ মধ্যে শোভে মহাছবি যেন॥
কর-সরোজেতে জয়-মালা সুশোভন।
বিশ্বজয়-শোভা যেন করেছে ধারণ॥
হৃদয়ে সঙ্কোচ, মনে পরম উৎসাহ।
লক্ষিবারে গূঢ় প্রেম নাহি পারে কেহ॥
যাইয়া নিকটে রামচন্দ্র-মূর্ত্তি হেরি।
চিত্রপুত্তলিকা মত হইল কুমারী॥
হেরিয়া চতুরা সখী কহে বুঝাইয়া।
মনোহর জয় মাল্য দেহ পরাইয়া॥
শুনিয়া যুগল করে মালা উঠাইল।
প্রেমেতে বিবশ পরাইতে না পারিল॥
শোভিল তখন যেন সনাল কমল।
শশী গলে সসঙ্কোচে দেয় জয়-মাল॥
গান করে সখীবৃন্দ সে ছবি হেরিয়া।
সীতা জয়মাল্য রামে দেন পরাইয়া॥
শ্রীরামের গলে জয়মাল নিরখিয়া।
বরষে কুসুম দেব হরষিত হিয়া॥
সঙ্কুচিত হৈল যত নরপতিগণ।
কুমুদ-নিচয় হেরি রবিরে যেমন॥
নগরে আকাশে বাজে বিবিধ বাজন।
খল স্নিমলিন হৈল সাধু হৃষ্ট-মন॥

সুর, নর, নাগ আর কিন্নর মুনীশ।
জয় জয় জয় কহি প্রদানে আশীষ॥
নাচিছে গাহিছে সুখে অপ্সরার গণ।
পুনঃ পুনঃ পুষ্পরাশি করি বরিষণ॥
যথা তথা বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে।
বন্দীগণ কীর্ত্তি কথা আনন্দে উচ্চারে॥
পৃথিবী, পাতাল, স্বর্গে সুযশ ব্যাপিল।
ধনুক ভাঙ্গিয়া রাম সীতারে বরিল॥
পুরনরনারীগণ করিল আরতি।
সাধ্যাতীত দান দেয় লাগি রাম প্রীতি॥
শ্রীরাম সীতার জোড় অপূর্ব্ব শোভিল।
শৃঙ্গারে, শোভাতে যেন একত্র হইল॥
সখী কহে প্রভুপদ কর পরশন।
সীতা সঙ্কুচিতা হয় স্পর্শিতে চরণ॥
গৌতম পত্নীর গতি করিয়া স্মরণ।
নিজ হস্তে প্রভুপদ না করে স্পর্শন॥
মনে মনে হাসিলেন রঘুবংশমণি।
সীতার অপূর্ব্ব অলৌকিক প্রেম জানি॥
সীতা দেখি ভূপগণ অভিলাষী হৈল।
ক্রূর, ভ্রষ্ট, মূঢ় রাজা মনে ক্রোধ কৈল॥
উঠি উঠি পরি বর্ম্ম মন্দমতিগণ।
যথা তথা দম্ভ করি বেড়ায় তখন॥
কেহ কহে ছাড়াইয়া লহত সীতারে।
ধরি বাঁধি রাখ দুই নৃপ বালকেরে॥
কেবল ভাঙ্গিলে ধনু কার্য্য না হইবে।
বাঁচিতে আমরা কেবা সীতারে বরিবে॥
সহায়তা কিছু যদি করে বা বিদেহ।
পরাজিব রণে তারে দুই ভাই সহ॥
শুনি সে বচন সাধু-ভূপতি বলিল।
রাজার সমাজে লজ্জা লজ্জিত হইল॥
বীরতা, প্রতাপ, বল, মর্য্যাদা সকল।
ধনুর সহিত সব বিনষ্ট হইল॥

সেইত বীরত্ব কিম্বা নূতন হইল।
হেন বুদ্ধি তাই বিধি মুখে কালি দিল ॥
দেখহ শ্রীরামে দুই নয়ন ভরিয়া।
ক্রোধ, অহঙ্কার আর শত্রুতা ত্যজিয়া ॥
প্রবল পাবক সম লক্ষ্মণের ক্রোধ।
জানিয়া পতঙ্গ সম হয়োনা অবোধ ॥
গরুড়ের বলি যেন ইচ্ছা করে কাগ।
ইচ্ছা করে শশ যেন পশুরাজ ভাগ ॥
বাণ ক্রোধকারী যথা চাহে স্বকুশল।
শিবদ্রোহী চাহে সুখ সম্পত্তি সকল ॥
লোভী ও চঞ্চল চিত্ত করে কীর্ত্তি-আশ ?।
থাকে কি অকলঙ্কতা ? কভু কামীপাশ ॥
হরিপদে রতি হীন চাহে শ্রেষ্ঠ গতি।
তোমা সবাকার নৃপ লালসা তেমতি ॥
ভয় ভীতা হৈল সীতা কোলাহল শুনি।
সখীগণ লয়ে যায় যথা আছে রাণী ॥
গুরু পাশে ধীরে রাম করেন গমন।
প্রশংসা করিয়া সীতা-প্রেম মনে মন ॥
রাণীগণ সহ সীতা চিন্তিত হইল।
বিধাতা আবার কিবা করিতে ইচ্ছিল ॥
নৃপগণ বাক্য শুনি চাহে চারি ধারে।
লক্ষ্মণ রামের ভয়ে বলিতে না পারে ॥
অরুণ নয়ন আর ভ্রুকুটী কুটিল।
নৃপগণ দিকে ক্রোধে চাহিতে লাগিল ॥
মদমত্ত গজগণে নিরখিয়া যেন।
হরষে প্রফুল্ল অতি কেশরী-নন্দন ॥
আন্দোলন দেখি পুরনারী ব্যাকুলিত।
গালি পাড়ে রাজাগণে হইয়া মিলিত ॥
কামান্ধ জনের সদা হয় মতিভ্রম।
রাধিকাপ্রসাদ কয় বিশ্বের নিয়ম ॥

—:*:—

পরশুরামের আগমন।

শুনি সেই অবসরে শিবধনু ভঙ্গ।
আসিলেন ভৃগুকুল-কমল-পতঙ্গ * ॥
দেখিয়া নৃপতি সবে অতি ভয় পায়।
বাজপক্ষী ভয়ে যথা টিট্টিভ লুকায় ॥
সুগৌর শরীর তাহে বিভূতি ভূষিত।
বিশাল ত্রিপুণ্ড্র ভালোপরি বিরাজিত ॥
মস্তকেতে জটা, চন্দ্র-সুন্দর-বদন।
ঈষৎ অরুণ বর্ণ ক্রোধের কারণ ॥
ভ্রুকুটী কুটিল ক্রোধে রক্তিম নয়ন।
স্বাভাবিক দৃষ্টি যেন ক্রোধেতে পূরণ ॥
বৃষস্কন্ধ, বক্ষ আর বাহু সুবিশাল।
সুপবিত্র উপবীত, মালা, মৃগছাল ॥
কটিতে বল্কল, দুই দিকেতে তূণীর।
কঠিন কুঠার কাঁধে, করে ধনুশর ॥
দেখিতে সাধুর বেশ কঠিন করম।
অপূর্ব্ব স্বরূপ তাঁর না হয় বর্ণন ॥
বীররস দেহ মুনি করিয়া ধারণ।
আইলেন যেন যথা সব নৃপগণ ॥
দেখিতে ভার্গব বেশ অতীব করাল।
ভয়ে দাণ্ডাইল সবে বিকল ভূপাল ॥
পিতার সহিত বলি নিজ নিজ নাম।
করিতে লাগিল সবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ॥
প্রেমী জানি যার পানে সহজে চাহিল।
আয়ুগত হৈল বলি সেজন জানিল ॥
মাথা নত কৈল পুনঃ জনক আসিয়া।
প্রণাম করায় জানকীকে ডাকাইয়া ॥
আশীর্ব্বাদ দেন মুনি, সখী হৃষ্ট হৈল।
সীতারে সমাজে নিজ লইয়া যাইল ॥
বিশ্বামিত্র পুনরায় আসিয়া মিলিল।
চরণ সরোজে দুই ভ্রাতা প্রণমিল ॥

* ভৃগুকুলরূপ কমলের সূর্য্যস্বরূপ পরশুরাম।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দশরথের নন্দনে।
দিলেন আশীষ দেখি অপূর্ব্ব মিলনে॥
নয়ন ভরিয়া রামে করে নিরীক্ষণ।
অপরূপ রূপ কাম-গর্ব্ব-বিমোচন॥
পুনঃ পুনঃ বিদেহেরে করি নিরীক্ষণ।
বলেন এতেক ভিড় কিসের কারণ॥
জেনেও অজ্ঞান সম পুছিতে লাগিল।
সর্ব্ব শরীরেতে ক্রোধ ব্যাপিয়া উঠিল॥
জনক সংবাদ সব কহি শুনাইল।
যে কারণে মহীপতি সকল আসিল॥
বাক্য শুনি মুখ ফিরি নিরীক্ষণ করে।
দেখিল দ্বিখণ্ড ধনু পৃথিবী উপরে॥
অতি ক্রোধে বলিলেন কঠোর বচন।
কহ মূর্খ! ধনু কেবা করিল ভঞ্জন॥
দেখাও সত্বর মূঢ়, নতুবা এখনি।
ফেলাইব উলটিয়া তব রাজধানী॥
অতি ভয়ে নাহি দিল জনক উত্তর।
কুটিল ভূপতিগণ হরষ অন্তর॥
সুর, মুনি, নাগ, পুরনরনারীগণ।
হৃদে ত্রাস অতি সবে করয়ে চিন্তন॥
সীতার জননী মনে করে হা হুতাশ।
কার্য্য সিদ্ধি করি বিধি শেষে করে নাশ॥
ভার্গব-স্বভাব সীতা যখন শুনিল।
অর্দ্ধপল কল্প সম গণিতে লাগিল॥
ভয়ে ভীত সবলোকে করিয়া দর্শন।
বিশেষে সীতারে জানি ব্যাকুলিত মন॥
হরষ বিষাদ কিছু নাহিক হৃদয়ে।
বলিলেন রঘুবীর অতি ধীর হ'য়ে॥
হে নাথ? শম্ভুর ধনু ভাঙ্গিল যে জন।
হইবে তোমার কেহ দাস সেই জন॥
কিবা আজ্ঞা মোরে প্রভো নাহি কহ কেন?।
শুনি অতি ক্রোধে মুনি বলেন বচন॥

সেবা করে যেবা হয় সেবক সেজন।
শত্রুতা যে করে যোগ্য তার সহ রণ॥
শুন রাম শিবধনু যে কৈল ভঞ্জন।
সহস্র বাহুর সম রিপু সেই জন॥
সমাজ পৃথক করি দেখাক তাহারে।
নতুবা নৃপতিগণে মারিব সবারে॥
মুনির বচন শুনি লক্ষ্মণ হাসিল।
ভার্গবে অবজ্ঞা করি বলিতে লাগিল॥
বহু ক্ষুদ্র ধনু ভাঙ্গি শৈশবের কালে।
কখন এরূপ ক্রোধ প্রভু না করিলে॥
এই ধনু তরে এত মায়া কিবা হেতু।
শুনিয়া ক্রোধেতে ক'ন ভৃগুকুল-কেতু॥
রাজার নন্দন অরে! হ'য়ে কাল বশ।
না বলিস বিচারিয়া এত কি সাহস॥
সংসার প্রসিদ্ধ ত্রিপুরারি শরাসন।
অন্য ধনু সহ তার হয় কি গণন॥
লক্ষ্মণ হাসিয়া কহে ইহা মম জ্ঞান।
শুন দেব! হয় সব ধনুক সমান॥
ভাঙ্গিলে কি ক্ষতি লাভ ধনু পুরাতন।
দেখিলেন রাম উহা ভাবিয়া নূতন॥
ছুইতে ভাঙ্গিল কিবা রঘুপতি-দোষ।
ব্যর্থ মুনিবর কেন কর এত রোষ॥
পরশুর দিকে চাহি বলিলেন স্বামী।
রে শঠ? স্বভাব মোর নাহি জান তুমি॥
বালক জানিয়া বধ নাহি করি তোরে।
জড় মুনি মাত্র তুমি জানহ আমারে॥
বালব্রহ্মচারী আমি ক্রোধী অতিশয়।
ক্ষত্রিয়কুলের দ্রোহী বিশ্বে খ্যাত হয়॥
ভূজবলে নৃপ-শূন্য করিয়া ধরারে।
কৈনু দান কতবার ব্রাহ্মণগণেরে॥
করিওনা নিজ মাতা পিতারে চিন্তিত।
হিত বাক্য শুন মম মহীপতি-সুত॥

গর্ভস্থিত শিশুগণে করিনু দলন।
পরশু আমার হয় অতীব ভীষণ॥
হাসিয়া লক্ষ্মণ বলে সুমধুর বাণী।
অহো মুনি হয় মহা যোদ্ধা অভিমানী॥
পুনঃ পুনঃ দেখাইছে কুঠার আমারে।
ফুক দিয়া গিরিবর চাহে উড়াবারে॥
হেথায় কুষ্মাণ্ড-শিশু নাহি কোন জন।
মরিবে যে দেখি তব তর্জ্জনী-হেলন॥
দেখিয়া কুঠার আর শরাসন বাণ।
আমিও বলিব কিছু সহ অভিমান॥
ভৃগুকুল জানি আর হেরি উপবীত।
যে কিছু কহিলে সহি না হ'য়ে ক্রোধিত॥
সুর, মহীসুর, গাভী, ভক্তগণ সহ।
মম কুলে স্পর্দ্ধা কভু নাহি করে কেহ॥
বধে পাপ, অপযশ যুদ্ধে যদি হারি।
মারিলে পড়িব তব দুই পদ ধরি॥
কোটি বজ্র সম হয় বচন তোমার।
বৃথা ধর ধনুর্ব্বাণ কঠিন কুঠার॥
যে কিছু কহিনু আমি অনুচিত বাণী।
ক্ষম মোরে তুমি প্রভু বীর মহামুনি॥
শুনি ভৃগুবংশমণি অতি ক্রোধ মন।
বলিলেন অতিশয় গম্ভীর বচন॥
শুনহ কৌশিক! মূর্খ হয় এ বালক।
কুটিল কালের বশে স্বকুল ঘাতক॥
সমুজ্জ্বল ভানুবংশ-চন্দ্রমা-কলঙ্ক।
অতিশয় নিরঙ্কুশ অবোধ অশঙ্ক॥
ক্ষণমধ্যে যাইবেক কাল কবলেতে।
কহি উচ্চৈঃস্বরে নাহি মম দোষ এতে॥
রক্ষিতে বাসনা যদি ইহাকে তোমার।
মম ক্রোধ, শক্তি, তেজ, কহিয়া নিবার॥
লক্ষ্মণ কহেন মুনি সুযশ তোমার।
তোমা বর্ত্তমানে বর্ণিবার সাধ্য কার॥

আপনার মুখে তুমি আপন করম।
নানাভাবে বহুবার করিলে বর্ণন॥
সন্তোষ না হয় তা'তে পুনঃ কিছু কহ।
ক্রোধে রুদ্ধ করি দুখ কেনই বা সহ॥
বীর-বৃত্তি তব, তুমি অক্ষোভ সুধীর।
গালি দাও, ইহা নাহি শোভে মহাবীর॥
শূরত্ব দেখায় শূর সমর মাঝারে।
নিজে না বেড়ায় কহি অন্য সবাকারে॥
সম্মুখেতে বর্ত্তমান শত্রু পেয়ে রণে।
প্রলাপ বচন কহে সদা ভীরু জনে॥
মৃত্যু বুঝি সঙ্গে করি এসেছ লইয়া।
ডাকিতেছ পুনঃ তাই আমার লাগিয়া॥
শুনি লক্ষ্মণের অতি বচন কঠোর।
পরশু তুলিয়া করে ধরে মহাঘোর॥
এবে যেন মম দোষ কেহ নাহি দেয়।
কটু ভাষী শিশু এই বধ যোগ্য হয়॥
বালক বলিয়া রক্ষা কৈনু বহুবার।
মরিতে নিতান্ত এবে বাসনা ইহার॥
কৌশিক বলেন অপরাধ ক্ষম্য হয়।
বালকের দোষগুণ সাধু নাহি লয়॥
করেতে কুঠার, আমি ক্রোধী অকারণ।
গুরুদ্রোহী অপরাধী সম্মুখে এ জন॥
দিতেছে উত্তর ছাড়ি আমি না মারিয়া।
কেবল কৌশিক! তোমা সঙ্কোচ করিয়া॥
কঠোর কুঠারে নহে কাটিয়া অবোধ।
স্বল্প শ্রমে গুরু-ঋণ করিতাম শোধ॥
হাসি মনে মনে কহে গাধির নন্দন।
ভগবানে শত্রু মুনি করে বিবেচন॥
ইক্ষুসম হরধনু যে জন ভাঙ্গিল।
বুঝেও তাঁহারে আজি বুঝিতে নারিল॥
লক্ষ্মণ কহেন মুনি স্বভাব তোমার।
কেবা নাহি জানে ইহা বিদিত সংসার॥

মাতৃ-পিতৃ ঋণ শোধ কৈলে ভালভাবে।
প্রাণে বড় চিন্তা গুরু-ঋণ বাকী এবে ॥
আমার মস্তকে বুঝি তাহা শোধ দিবে।
দিন গত হ'ল সুদ বহু যে বাড়িবে ॥
আন এবে সেই মহাজনেরে ডাকিয়া।
থলি খুলি শীঘ্র তাহা দিব মিটাইয়া ॥
শুনি কটুবাক্য ঊর্দ্ধে তুলিল কুঠার।
চারি দিকে লোক সব করে হাহাকার ॥
ভৃগুবর! দেখাইছ কুঠার আমারে।
বিপ্র বলি নৃপদ্রোহী! রক্ষি যে তোমারে ॥
সুযোদ্ধা ভীষণ রণে মিলে নাহি কভু।
দেবতা ব্রাহ্মণ হয় নিজ ঘরে প্রভু ॥
অনুচিত বলি সব লোক ফুকারিল।
ইঙ্গিতে লক্ষ্মণে রঘুপতি নিবারিল ॥
আহুতির সম হয় লক্ষ্মণ-উত্তর।
ভৃগুবর-ক্রোধানল হয় গুরুতর ॥
বাড়িতে দেখিয়া জ্বল সদৃশ বচন।
বলিতে লাগিল রঘুকুলের তপন ॥
হে নাথ! করহ কৃপা বালক উপর।
শুধু দুগ্ধ-পায়ী প্রতি ক্রোধ নাহি কর ॥
প্রভুর প্রভাব যদি কিছুই জানিত।
জ্ঞানহীন সম বরাবরি না করিত ॥
বালক যদ্যপি কিছু করে অনুচিত।
গুরু-পিতৃ মাতৃ-মন হয় প্রফুল্লিত ॥
কৃপাই করুন নিজ শিশু ভৃত্য জানি।
হও তুমি ধৈর্য্যশীল জ্ঞানবান মুনি ॥
রামের বচন শুনি কিছু জুড়াইল।
পুনরায় কিছু কহি লক্ষ্মণ হাসিল ॥
হাসি দেখি নখ-শিখ ক্রোধে পূর্ণ হয়।
শোন্ রাম, তোর ভ্রাতা বড় পাপাশয় ॥
গৌর অঙ্গ বটে কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ মন।
বিষমুখ, পয়োমুখ নহে কদাচন ॥

স্বভাবকুটিল, তব সদৃশ না হয়।
অতি নীচ! মৃত্যুসম মোরে না দেখয় ॥
লক্ষ্মণ হাসিয়া বলে, শুন মুনিবর।
সর্ব্বপাপমূল ক্রোধ হয় গুরুতর ॥
যার বশে অনুচিত করে সর্ব্বজন।
সংসার-বিরুদ্ধ কার্য্য করে আচরণ ॥
মুনিবর আমি তব হই অনুচর।
পরিহরি ক্রোধ, মমোপরি কৃপা কর ॥
ভাঙ্গা ধনু জোড়া নাহি লাগে কৈলে ক্রোধ।
বসুন এখানে পদে হয় পীড়া বোধ ॥
ধনু যদি অতি প্রিয় করিব উপায়।
ডাকাইয়া কারিকর জুড়াইব তায় ॥
বলিছে লক্ষ্মণ হৈল জনক সভীত।
হও মৌন ভাল নহে হেন অনুচিত ॥
থর থর কাঁপি বলে পুরনরনারী।
দ্বিতীয় কুমার হয় বড় দুরাচারী ॥
ভৃগুপতি শুনি শুনি বচন নির্ভয়।
ক্রোধে অঙ্গ জ্বরে আর শক্তি হয় ক্ষয় ॥
বলিতে লাগিল রামে শরীর নেহারি।
তবানুজ ভাবি আমি ইহারে না মারি ॥
মন বিমলিন, দেহ সুন্দর কেমন।
বিষরস-পূর্ণ স্বর্ণ-কলস যেমন ॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ পুনঃ হাসিতে লাগিল।
নয়ন ইঙ্গিতে রাম নিষেধ করিল ॥
গুরুর সমীপে গেল সঙ্কুচিত চিত।
পরিহরি ব্যঙ্গ বাণী মৃদু-হাসযুত ॥
অতি সবিনয়ে মৃদু সুশীতল বাণী।
বলিলেন রামচন্দ্র জুড়ি দুই পাণি ॥
শুন প্রভো! তুমি স্বাভাবিক জ্ঞানবান্।
বালকের বচনেতে নাহি দিও কান্ ॥
বালক-স্বভাব হয় পাগলের সম।
সাধুগণ সেহ দোষ না করে গ্রহণ ॥

সেই তব কোন কার্য্য নাহি করে হানি।
তব পাশে অপরাধী, নাথ! হই আমি॥
কৃপা, কোপ, বধ, প্রভো! অথবা বন্ধন।
করহ আমারে জানি তব দাসজন॥
কহ ত্বরা কিরূপেতে ক্রোধ শান্তি পায়।
মুনিবর, আমি সেই করিব উপায়॥
মুনি কহে ক্রোধ রাম যাইবে কেমনে।
কুদৃষ্টিতে তবানুজ চাহিছে এখনে॥
ইহার কণ্ঠেতে যদি কুঠার না দিনু।
তবে আমি ক্রোধ করি কিবা দেখাইনু॥
গর্ভস্রাব করে যত নৃপতি রমণী।
মম কুঠারের ভয়ঙ্কর শব্দ শুনি॥
সেই সে কুঠার মম থাকিতে এখন।
রয়েছে বাঁচিয়া শত্রু নৃপতি-নন্দন॥
হস্ত নাহি উঠে ক্রোধে দেহ জ্বলি গেল।
নৃপতি-নাশক ব্যর্থ কুঠার হইল॥
বিধি বাম হৈলে মম স্বভাব ফিরিবে।
কাহারো উপরে মম কৃপা কেন হ'বে॥
আজি দৈব দুখ মোরে বড় সহাইল।
শুনিয়া লক্ষ্মণ হাসি মাথা নোয়াইল॥
কৃপাবায়ু হয় তব মূর্ত্তি অনুকূল *।
বলিতে বচন যেন ঝরিতেছে ফুল॥
দেহ যদি জ্বলে কৃপা কৈলে প্রদর্শন।
ক্রোধ হৈলে দেব দেহ করিবে রক্ষণ ‡॥
দেখহ জনক এই দুষ্ট বালকেরে।
ঘর করিবারে মূর্খ চাহে যমপুরে॥
শীঘ্র কেন নাহি কর দৃষ্টির বাহির।
অতি দুরাচার ক্ষুদ্র দেখিতে শরীর॥

হাসিয়া লক্ষ্মণ বলে শুন মুনিবর।
নেত্র মুদি থাক কিছু না হবে গোচর॥
তখন পরশুরাম শ্রীরামের প্রতি।
বলিতে লাগিল বাক্য সক্রোধেতে অতি॥
রে মূর্খ! ভাঙ্গিয়া তুই শম্ভু শরাসন।
করিতে চাঁহিস্ মম পরিতুষ্ট মন॥
তব মত লয়ে ভ্রাতা কটু কথা কয়।
কর যুড়ি তুমি ছলে দেখাও বিনয়॥
পরিতুষ্ট কর মোরে করিয়া সংগ্রাম।
নতুবা কখন আমি ছাড়িবনা রাম॥
ছল ত্যজি শিবদ্রোহী করহ সমর।
নতুবা ভ্রাতার সহ যাবে যমঘর॥
কুঠার উঠায়ে মুনি যাহা তাহা ভাষে।
মাথা নত করি রাম মনে মনে হাসে॥
লক্ষ্মণ বচন কহে মম প্রতি রোষ।
সরল হ'লেই তারে সবে দেয় দোষ॥
কুটিলের কাছে হয় সকলের ত্রাস।
বক্র নিশাপতি রাহু নাহি করে গ্রাস॥
রাম বলিলেন ক্রোধ ত্যজ মুনি ধীর।
করেতে কুঠার আগে এই রাখি শির॥
যেরূপেতে ক্রোধ যায় তথা কর স্বামী।
আমারে জানিহ প্রভু তব অনুগামী॥
প্রভু সেবকেতে হবে কিরূপ সমর।
পরিহর রোষ, ক্ষমা কর বিপ্রবর॥
বলিয়াছে কিছু, বেশ করি বিলোকন।
নাহি দোষ তাহে হয় অতি শিশু জন॥
দেখিয়া পরশু, ধনুর্ব্বাণ শস্ত্রধারী।
বালকের হৈল ক্রোধ যোদ্ধামনে করি॥

* যেমন আপনার শরীর বিষের আধার, তদ্রূপ আপনার কৃপাও বিষপূর্ণ। আপনি যে বাক্য বলিতেছেন তাহা যেন বিষ ঝরিয়া পড়িতেছে।

‡ অর্থাৎ কৃপা প্রদর্শন করিলে যদি শরীর জ্বলিয়া যায়, তবে ক্রোধিত হইলে শরীর দেবগণই রক্ষা করিবেন অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যাইবে, অন্য কেহ রাখিতে পারিবে না।

নাম জানে কিন্তু তোমা চিনিতে নারিল।
বংশের স্বভাব-বশে প্রত্যুত্তর দিল॥
যদি প্রভু! আসিতেন মুনির মতন।
শিরে পদরজ শিশু করিত গ্রহণ॥
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ এবার।
ব্রাহ্মণ-হৃদয় হয় দয়ার আধার॥
তোমা সহ নাথ, মম হয় কি তুলন।
বল দেখি কোথা মাথা কোথায় চরণ॥
অতি ক্ষুদ্র নাম মম মাত্র হয় রাম।
পরশু সহিত তব অতি বড় নাম॥
ধনুর্বিবদ্যা এক গুণ হয়ত আমার।
পরম পুনীত নবগুণ যে তোমার॥
তোমাসনে হারি মম সকল প্রকার।
অপরাধ বিপ্রবর! ক্ষমহ আমার॥
মুনি, বিপ্রবর আদি শব্দ বারে বার।
পরশুরামেরে ক'ন দয়ার আধার॥
ভৃগুপতি অতি ক্রোধে বলিতে লাগিল।
তুমিও ভ্রাতার সম অত্যন্ত কুটিল॥
কেবল ব্রাহ্মণ বলি জানহ আমারে।
আমি যে ব্রাহ্মণ তাহা শুনাই তোমারে॥
বাণ হয় শ্রুব, শরে জানিও আহুতি।
ক্রোধ মম বহ্নিসম সুভীষণ অতি॥
যজ্ঞের সমিধ চতুরঙ্গ সেনাগণ।
মহামহীপতিগণ পশুতে গণন॥
এই কুঠারেতে কাটি করি বলিদান।
কোটিকোটি রণ-যজ্ঞ কৈনু সমাধান॥
আমার প্রভাব নহে বিদিত তোমার।
বিপ্রভাবি নিরাদর করহ আমার॥
ভাঙ্গি চাপ হইয়াছে বড় অহঙ্কার।
"আমি" বিশ্বজয়ী ভাব সংসার মাঝার॥
রাম ক'ন বিচারিয়া বল মুনিবর।
অতি ক্রোধ তব, মম দোষ ক্ষুদ্রতর॥

ছুইতে টুটিল ধনু অতি পুরাতন।
আমি অভিমান করি কিসের কারণ॥
বিপ্র বলি যদি আমি করি নিরাদর।
সত্য কথা বলি আমি শুন ভৃগুবর॥
কেবা হেন বড় যোধা সংসার মাঝেতে।
ভয়-বশে নমি মাথা যাঁর নিকটেতে॥
দেবতা, দনুজ, ভূপ আদি যোদ্ধৃগণ।
বলেতে সমান কিম্বা হ'ক শূরতম॥
যে কেহ আমার সহ ইচ্ছিবেক রণ।
যুঝিব সুখেতে কালে না করি গণন॥
ধরিয়া ক্ষত্রিয় দেহ সমরেতে ভয়।
কুলের কলঙ্ক সেহ পামর নিশ্চয়॥
কহিছি স্বভাব নহে কুল-প্রশংসন।
কালেরে না ডরে রণে রঘুবংশীগণ॥
ব্রাহ্মণবংশের হেন প্রভুত্ব নিশ্চয়।
যে ডরে তোমারে তার নাহি কোন ভয়॥
রামের মৃদুল গূঢ় বচন শুনিয়া।
ভার্গবের গেল জ্ঞান-নয়ন খুলিয়া॥
রমাপতি-ধনু রাম করহ গ্রহণ।
আকর্ষি সন্দেহ মম কর নিবারণ॥
দিতে দিতে চাপে গুণ সংযোজিত হৈল।
পরশুরামের মনে বিস্ময় জন্মিল॥
রামের প্রভাব তত্ত্ব বুঝিতে পারিল।
পুলকে পুরিত সর্ব্ব শরীর হইল॥
দুই কর যুড়ি বাক্য বলিতে লাগিল।
হৃদয়েতে প্রেমসিন্ধু উছলি উঠিল॥
জয় রঘুবংশ-সরসিজ-বন-ভানু।
গহন-দনুজ-কুলদহন-কৃশানু॥
জয় জয় মদমোহ ক্রোধ-ভ্রমহারী॥
জয় ধেনু বিপ্রসুরগণ হিতকারী।
বিনয় করুণাশীল গুণের সাগর।
বচনরচনাদক্ষ জয় সুনাগর॥

সেবক সুখদ সর্ব্ব অঙ্গ সুখময়।
কোটি কাম শোভাযুত শরীরের জয়॥
কি করি প্রশংসা মম এক মুখ হয়।
শিব-মন-মানসরোবর-হংস জয়॥
না জানিয়া কহিলাম অযোগ্য বচন।
ক্ষম মোরে ক্ষমাধার ভাই দুইজন॥
কহি জয় জয় জয় রঘুকুল কেতু।
ভৃগুপতি গেল বনে তপস্যার হেতু॥
নিজ কর্ম্ম ভয়ে ভীত দুষ্ট রাজগণ।
প্রাণ ভয়ে যথা তথা করে পলায়ন॥
বাজায়ে দুন্দুভি বাদ্য অমরনিকর।
বরষে কুসুমরাশি প্রভুর উপর॥
হরষিত হৈল পুরনরনারীচয়।
দূরিত হইল দুখ মোহ আর ভয়॥
তুলসীসঞ্চিতরস অমৃতের স্বাদ।
শ্রীগুরু প্রসাদে কয় রাধিকাপ্রসাদ॥

—:•:—

বিবাহের আয়োজন।

(অযোধ্যা নগরে দূত প্রেরণ ও সবাকার আনন্দ।)

...খন ঘোর বাদ্য বাজিতে লাগিল।
মঙ্গল সাজে সকলে সাজিল॥
...নয়না মিলি যূথে যূথে।
কোকিলের পঞ্চম তানেতে॥
...যত কে করে বর্ণন।
...মহানিধি পায় ...॥
...ী জানকী সুন্দরী।
...চকোর-কুমারী॥
...করিল প্রণাম।
...ইলেন রাম॥

মোরে কৃতকৃত্য করিলেক দুই ভাই।
এবে যে উচিত তাহা বলহ গোসাঁই॥
কহিলেন মুনি, শুন নৃপ বিজ্ঞতম।
বিবাহ নিশ্চিত ছিল চাপের অধীন॥
ধনুক টুটিতে হৈল বিবাহ ঘটন।
সুর, নর, নাগ আদি জানে সর্ব্বজন॥
তথাপি যাইয়া তুমি করহ এখন।
বংশব্যবহার তব আছয়ে যেমন॥
বিপ্র, কুল-বৃদ্ধ, গুরুগণে জিজ্ঞাসিয়া।
বেদের বিহিতাচার তুমি কর গিয়া॥
অযোধ্যা নগরে দূত করহ প্রেরণ।
দশরথ-নৃপে আন করি নিমন্ত্রণ॥
হৃষ্টচিত্তে রাজা কহে 'ভাল' কৃপাময়।
পাঠাইল বিজ্ঞদূতে ডাকি সে সময়॥
পুনঃ শ্রেষ্ঠজনগণে ডাকি পাঠাইল।
সাদরে আসিয়া তারা শির নোয়াইল॥
বাজার, মন্দির, পথ আর দেবগৃহ।
নগরের চারি পাশ সজ্জিত করহ॥
হর্ষি সবে নিজ নিজ গৃহেতে ফিরিল।
সেবকগণেরে পুনঃ ডাকি পাঠাইল॥
বলেন মণ্ডপ সবে করহ রচন।
মৌন হ'য়ে গেল তারা মানিয়া বচন॥
ডাকি পাঠাইল সেহ নানাবিধ গুণী।
মণ্ডপ রচনে যারা সুচতুর জ্ঞানী॥
বন্দি বিধাতারে তারা করিল আরম্ভ।
বিরচিল স্বর্ণময় কদলির স্তম্ভ॥
হরিত বর্ণের মণি দিয়া পত্র ফল।
পদ্মরাগ মণি কাটি বিরচিল ফুল॥
অতীব বিচিত্র সেহ দেখিয়া রচন।
হইলেক ভ্রমযুত বিরিঞ্চির মন॥
হরিত মণির বংশ-বৃক্ষ বিরচিল।
সরল সপত্র কেহ চিনিতে নারিল॥

সুবর্ণের পান গাছ সপত্র সুন্দর।
চিনিতে না পারে কেহ রচে মনোহর॥
বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া তাহে জড়াইল।
মুকুতা ঝালর মধ্যে মধ্যেতে রাখিল॥
বিদ্রুম, হীরক, মণি আর মরকত।
চিরিয়া খুদিয়া পদ্ম হইল রচিত॥
রচে নানা ভৃঙ্গ বহু রঙ্গের বিহঙ্গ।
গুঞ্জরে, কূজনে পেয়ে পবন প্রসঙ্গ॥
স্তম্ভের উপরে রচে মূর্ত্তি দেবতার।
হস্তে করি মাঙ্গলিক দ্রব্যের সম্ভার॥
নানাবিধ গজমুক্তা সহজ সুন্দর।
তাই দিয়া গৃহাঙ্গন রচে মনোহর॥
আম্রের পল্লব-শোভা সর্ব্বোত্তম হৈল।
নীলমণি খুদি যাহা রচনা করিল॥
সুবর্ণের কলি, গুচ্ছা মরকত তায়।
রেশম সূত্রেতে গাঁথা অতি শোভা পায়॥
সুন্দর ময়ূর আহা মরি! কি রচিল।
কামদেব যেন ফাঁদ তথায় পাতিল॥
সুমঙ্গল ঘট বহুবিধ নিরমিল।
অন্নাগার, বস্ত্র, ধ্বজ, পতাকা হইল॥
মণিময় মনোহর বিবিধ প্রদীপ।
বর্ণন না হয় কত বিচিত্র মণ্ডপ॥
সীতার মণ্ডপ শোভা কে বর্ণিতে পারে।
হেন বুদ্ধিমান কবি কে আছে সংসারে॥
বর রামচন্দ্র রূপ-গুণের সাগর।
তাঁহার মণ্ডপ তিন লোক প্রভাকর॥
যেরূপে শোভিত হয় জনক ভবন।
প্রতি গৃহে সেই শোভা করি নিরীক্ষণ॥
সেকালে অযোধ্যা শোভা যেবা নিরখিল।
চতুর্দ্দশ লোকে ক্ষুদ্র সেজন গণিল॥
যে সম্পত্তি নীচজন গৃহে শোভা পায়।
দেবেন্দ্র বিলোকি তাহা মুগ্ধ হ'য়ে যায়॥

কপটেতে নারীবেশ ধারণ করিয়া।
লক্ষ্মী যে নগরে বাস করেন আসিয়া॥
সেই নগরের শোভা করিতে বর্ণন।
শারদা, অনন্ত নাগ, সঙ্কুচিত হ'ন॥
অযোধ্যা নগরে গিয়া দূত পহুঁছিল।
সুন্দর নগর হেরি হরষিত হৈল॥
রাজদ্বারে গিয়া সেহ সংবাদ প্রেরিল।
দশরথ নৃপ শুনি ডাকিয়া লইল॥
পত্র প্রদানিল সেহ করিয়া প্রণতি।
গ্রহণ করিল হর্ষে উঠি নরপতি॥
পড়িতে পড়িতে জলে নয়ন ভরিল।
পুলক শরীর হৃদে প্রেম উথলিল॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হৃদে ভরিয়া আছিল।
স্থির রহে নাহি বলে মন্দ কিম্বা ভাল॥
পুনঃ ধীরে ধীরে পত্র পড়ি শুনাইল।
সভাসদগণ শুনি হর্ষিত হইল॥
শুনিয়া সংবাদ তথা খেলিতে খেলিতে।
আসিল ভরত নিজ ভ্রাতার সহিতে॥
স্নেহ সঙ্কোচেতে পূর্ণ লাগিল পুছিতে।
হে তাত! এ পত্র আসিলেক কোথা হৈতে॥
সকুশল প্রাণ প্রিয় ভ্রাতা দুইজন।
আরো বল কোন্ দেশে আছে বা এখন॥
স্নেহেতে পূরিত বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পুনরায় পত্র নৃপ করেন পঠন॥
পত্র শুনি দুই ভাই পুলকিত হন।
সমধিক প্রেম নাহি হয় সম্বরণ॥
পবিত্র ভরত প্রেম করি নিরীক্ষণ।
হইল বিশেষ সুখী সভাসদগণ॥
তবে নৃপ দূতে নিকটেতে বসাইল।
মধুর সুন্দর বাক্য কহিতে লাগিল॥
বল ভ্রাতঃ? কুশলেতো আছে দুই জনে।
দেখেছ তাদেরে তুমি আপন নয়নে॥

ধনুক তূণীরধারী শ্যামল, সুগৌর।
কৌশিক মুনির সাথে বয়সে কিশোর॥
চিন যদি বল তুমি স্বভাব কেমন।
প্রেমেতে বিবশ রাজা কহে পুনঃ পুনঃ॥
যে দিন হইতে লয়ে গিয়াছেন মুনি।
সেই হ'তে আজি সত্য সমাচার জানি॥
জনক তাদেরে কহ কেমনে চিনিল।
প্রিয় বাক্য শুনি দূত হাসিতে লাগিল॥
শুন মহীপতিগণ-মুকুটের মণি।
তোমা সম ধন্য কেবা আছয়ে ধরণী॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হ'ন যাঁহার নন্দন।
দুই ভ্রাতৃবর হয় বিশ্ব বিভূষণ॥
জিজ্ঞাসিতে নাহি হয় তোমার বালকে।
পুরুষের সিংহ আলো করে তিন লোকে॥
যাঁহার প্রতাপ আর সুযশের আগে।
রবি সুশীতল, শশী বিমলীন লাগে॥
তাঁদেরে কহিছ নাথ! চিনিলে কেমনে।
প্রদীপ লইয়া কেহ দেখে কি তপনে॥
সীতা স্বয়ম্বরে ভূপ অনেক আসিল।
এক হৈতে শ্রেষ্ঠ এক একত্র হইল॥
শম্ভু-শরাসন কেহ নাড়িতে নারিল।
বলবান নৃপগণ সকলে হারিল॥
ত্রিলোকে শূর, অভিমানী যেবা হয়।
সবাকার শক্তি ধনু করে পরাজয়॥
বাণাসুর যেবা মেরু উঠাইতে পারে।
সেহ মানি পরাজয় চলি গেল ফিরে॥
কৌতুকে কৈলাস যেবা কৈল উত্তোলন।
সভা মধ্যে সেহ হারি মানিল রাবণ॥
হেন সভা মধ্যে রাম রঘু-বংশ-মণি।
শুন মহা মহীপাল অপূর্ব্ব কাহিনী॥
ভাঙ্গিলেন ধনু রাম না করি প্রয়াস।
পঙ্কজের নাল যেন গজ করে নাশ॥
শুনিয়া সক্রোধে ভৃগু-নায়ক আসিল।
সেহত অনেকরূপে ক্রোধ প্রকাশিল॥
দেখিয়া রামের শক্তি নিজ ধনু দিয়া।
বনেতে গেলেন বহু বিনয় করিয়া॥
অতুলিত বল নৃপ! রামের যেমন।
তেজের নিধান হ'ন লক্ষ্মণ তেমন॥
দেখি মাত্র কাঁপি উঠে যত রাজগণ।
গজ যূথা সিংহ শিশু করে নিরীক্ষণ॥
হে দেব! দেখিয়া তব বালক দুজন।
অন্য রাজা নাহি দেখি এখন তেমন॥
লাগিলেক প্রিয় দূতবাক্য চতুরতা।
প্রেমের প্রভাব বীর-রসেতে পূরিতা॥
সভাসহ রাজা অনুরাগেতে মগন।
দূতে পুরস্কার দিতে করিল মনন॥
অনুচিত বলি সেহ কানে হাত দিল *।
ধর্ম্মের বিচারে সুখ সকলে মানিল॥
তবে উঠি ভূপ বশিষ্ঠের নিকটেতে।
দিলেন সে পত্র গিয়া আনন্দিত চিতে॥
সাদরেতে দূতবরে নিকটে ডাকিয়া।
গুরুদেবে শুনাইল সকল কহিয়া॥
শুনি বলিলেন গুরু অতি সুখী হ'য়ে।
পুণ্যবান তরে সুখ আছে বিশ্বছেয়ে॥
যদিবা কামনা নাহি সাগরের মনে।
তথাপি যেমন নদী মিলে তার সনে॥
তেমতি সম্পত্তি, সুখ ইচ্ছা না করিলে।
ধর্ম্মশীল সাথে শ্রিয়া স্বভাবতঃ মিলে॥
তুমি গুরু, বিপ্র, ধেনু, দেব সেবা কর।
তেমতি কৌশল্যা দেবী পবিত্র অন্তর॥

* বরপক্ষ হৈতে কন্যাপক্ষের কোনরূপ দান গ্রহণ করা অসঙ্গত।

তোমার সমান পুণ্য আছয়ে কাহার।
হয় নাই হ'বে নাই জগত মাঝার ॥
তোমা হৈতে সমধিক পুণ্য হ'বে কার।
হে নৃপ! রামের সম তনয় যাঁহার ॥
সুবিনীত ধীর আর ধর্ম্মব্রতধারী।
গুণের সাগর শ্রেষ্ঠ হয় শিশু চারি ॥
সর্ব্বকালে হইবেক তোমার মঙ্গল।
সাজাও বাজায়ে বাদ্য বরযাত্রী দল ॥
চলিলেন ত্বরা গুরু বচন শুনিয়া।
"ভাল নাথ" বলি গুরু পদে প্রণমিয়া ॥
ভূপতি গেলেন তবে আপন মহল।
প্রদানিয়া দূতে যথা যোগ্য বাসস্থল ॥
নরপতি সব রাণীগণে ডাকাইল।
জনক রাজার পত্র পড়ি শুনাইল ॥
শুনি সমাচার সবে হর্ষিত হইল।
বাখানিল নৃপ দূত-মুখে যে শুনিল ॥
প্রেমে প্রফুল্লিত হৈল রাজরাণীগণ।
ময়ূরী শুনিয়া যেন জলদগর্জ্জন ॥
গুরুপত্নী হৃষ্ট হ'য়ে আশীর্ব্বাদ দিল।
মাতৃগণ আনন্দেতে অতি মগ্ন হৈল ॥
অতি প্রিয় পত্র সবে পরস্পর লয়ে।
বক্ষঃস্থল জুড়াইতে লাগায় হৃদয়ে ॥
রাম লক্ষ্মণের শুভ কীর্ত্তির কথন।
পুনঃ পুনঃ ভূপবর করেন বর্ণন ॥
'মুনি কৃপা' বলি রাজা সভাতে আসিল।
রাণীগণ তবে সব বিপ্রে ডাকাইল ॥
প্রদানিল বহু দান আনন্দে মগন।
আশীর্ব্বাদ দিয়া চলিলেন বিপ্রগণ ॥
ডাকাইল তবে যত ভিক্ষুকের দল।
নানাবিধ সবাকারে বহু দান দিল ॥
চক্রবর্ত্তী দশরথ সুত চারি জন।
"হোক চিরজীবী" কহি সব ভিক্ষুগণ ॥

নানা বস্ত্র পরি চলে হরষিত হৈয়া।
ঘোর ঘন রবে বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া ॥
সব লোকগণ পাইলেক সমাচার।
হইলেক ঘরে ঘরে মঙ্গল আচার ॥
চৌদ্দ ভুবনেতে হেন হইল উৎসাহ।
জানকীর সহ হ'বে রামের বিবাহ ॥
শুনি শুভ কথা, লোক অনুরাগ ভরে।
পথ, গলি, গৃহ সব পরিষ্কার করে ॥
যদ্যপি অযোধ্যা হয় সতত সুন্দর।
পবিত্র মঙ্গলময় রামের নগর ॥
তথাপি প্রীতির রীতি হয় মনোহর।
মঙ্গল রচনা রচে করিয়া সুন্দর ॥
বস্ত্রের পতাকা ধ্বজ, সুচারু চামরে।
অতীব বিচিত্র করি সাজায় বাজারে ॥
তোরণে সুবর্ণ ঘট মণিময় জাল।
হরিদ্রা, অক্ষত, দুর্ব্বা, দধি, পুষ্প-মাল ॥
ভবন মঙ্গলময় আপন আপনি।
রচিয়া নির্ম্মিত কৈল সর্ব্ব লোকগণ ॥
সিঞ্চিয়া সকল পথ চৌকোণ করিল।
পূরণের দ্রব্য দিয়া তাহা পুরাইল ॥
যথা তথা দলে দলে সাজিয়া ভামিনী।
ষোড়শ শৃঙ্গারে সাজে যেন সৌদামিনী ॥
সুধাংশু-বদনা মৃগশাবক-লোচনা।
আপন স্বরূপে রতি-গর্ব্ব বিমোচনা ॥
গান করে সুমঙ্গল মনোহর বাণী।
কোকিল লজ্জিত হৈল কলরব শুনি ॥
রাজার ভবন কিবা করিব বর্ণন।
মণ্ডপ রচিত হৈল বিশ্ব-বিমোহন ॥
শোভিছে মঙ্গল দ্রব্য বিবিধ সুন্দর।
বাজিছে কাঁপায়ে মহী বাদ্য ঘন ঘোর ॥
বংশকীর্ত্তি বন্দী কোথা করে উচ্চারণ।
কোথাও বা বেদধ্বনি করেন ব্রাহ্মণ ॥

সুন্দরী মঙ্গল গান বেড়ায় গাহিয়া।
সীতা আর রাম নাম রচিয়া রচিয়া॥
অধিক উৎসাহ ক্ষুদ্র রাজার ভবন।
চারি দিকে উছলিয়া পড়িতেছে যেন॥
দশরথ-ভবনের সুষমা অপার।
বর্ণিবে কে কবি হেন শকতি কাহার॥
যেখানে সকল দেব-মস্তকের মণি।
লইলেন অবতার রাম গুণমণি॥
ভরতেরে পুনঃ নৃপবর ডাকাইয়া।
কহিলা সাজাও হয়, গজ, রথ গিয়া॥
রামবরযাত্রী সবে চলহ সত্বর।
শুনি দুই ভ্রাতা হইল পুলক শরীর॥
সেনাপতিগণে তবে ভরত ডাকিয়া।
আজ্ঞা দিল, ধায় সবে অতি হৃস্ট হৈয়া॥
মনোহর জিন দিয়া ঘোটকে সাজায়।
বিবিধ রঙের ঘোড়া কত শোভা পায়॥
সুগোল শরীর সবে চঞ্চল গমন।
মহীর উপরে ধায় লোহাতে যেমন॥
নানাজাতি তাহাদের কে করে বর্ণন।
উড়িবারে চাহে যেন না গণি পবন॥
তাহাদের উপরেতে কৈল আরোহণ।
বয়সে ভরত সম, রাজার নন্দন॥
সুন্দর সকলে পরি বিবিধ ভূষণ।
করে শর চাপ তূণ কটিতে ভীষণ॥
অনুপম সবে সুসজ্জিত রূপবান।
বয়সে নবীন শূর আর জ্ঞানবান॥
দুই দুই পদাতিক আরোহির প্রতি।
অসি চালাইতে তারা সুপ্রবীণ অতি॥
সাজি সুপ্রসিদ্ধ বীর রণেতে কুশল।
নগর বাহিরে আসি সবে দাণ্ডাইল॥

নাচায় বিবিধ চালে অশ্ব সুশিক্ষিত।
নাগাড়া নিনাদ শুনি, শুনি হরষিত॥
সারথী বিচিত্র রথ সজ্জিত করিল।
পতাকা, ভূষণ, মণি, ধ্বজা তাহে দিল॥
সুচারু চামর, কিঙ্কিণীর ধ্বনি হয়।
সূর্য্যের রথের শোভা যেন কাড়ি লয়॥
অগণিত শ্যামবর্ণ অশ্ব যত ছিল।
সারথী রথেতে সেই সকলে জুড়িল॥
সকলে সুন্দর বহু ভূষণে ভূষিত।
দেখিয়া যাদেরে মুনি-মন বিমোহিত॥
স্থলের সমান যারা সলিলেতে ধায়।
নাপিড়ে পায়ের দাগ অতি বেগে যায়॥
অস্ত্র শস্ত্র বহুবিধ রথেতে তুলিল।
রথীরে সারথী তবে ডাকিয়া লইল॥
রথে চড়ি নগরের বাহিরেতে রয়।
সব বরযাত্রী আসি একত্রিত হয়॥
যেবা যেই কার্য্য-হেতু করিছে গমন।
মঙ্গল শকুন করে সেরূপ দর্শন॥
করিবর উপরেতে হাওদা সুন্দর।
কে পারে বর্ণিতে তাহা কত মনোহর॥
চলে মত্তগজ, ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।
শ্রাবণের মেঘ যেন গরজি উঠিল॥
বিবিধ প্রকার আরো অনেক বাহন।
সুন্দর শিবিকা কত যান সুখাসন॥
সে সবে চড়িয়া যায় যতেক ব্রাহ্মণ।
দেহ ধরি যায় যেন বেদ, শাস্ত্রগণ॥
ভাট পৌরাণিক বন্দী গুণগানকারী।
যথাযোগ্য যানে চড়ি যায় সারি সারি॥
বৃষভ, খচ্চর, উষ্ট্র বিবিধ প্রকার।
চলে অগণিত ল'য়ে দ্রব্যের সম্ভার॥
জাতিতে কাহার * কোটি কোটি সঙ্গে ধায়।
লইয়া বিবিধ বস্তু ভরিয়া ধামায়॥

* পশ্চিম প্রদেশে জলচলনীয় জাতিবিশেষকে কাহার বলে।

চলিল যতেক ছিল সেবকের দল।
নিজ নিজ সাজ সজ্জা করিয়া সকল ॥
ধরেনা আনন্দ আর হৃদয়ে সবার।
পুলকে পুরিত দেহ করয়ে বিচার ॥
দেখিব কখন্ গিয়া ভরি দ্বিনয়ন।
দুই ভ্রাতা বীর শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
গজের গর্জ্জন, ঘোর ঘণ্টা ধ্বনি হৈল।
রথ-শব্দে হ্রেষা-রবে ভুবন ভরিল ॥
মেঘে পরাজিয়া উঠে নাগাড়ার ধ্বনি।
আত্ম পর বাক্য কানে কিছু নাহি শুনি ॥
ভূপতির দরজাতে অতি ভীড় হৈল।
প্রস্তর হইয়া ধূলী উড়িতে লাগিল ॥
অট্টালিকা হৈতে নারীগণ দেখে চেয়ে।
মাঙ্গলিক দ্রব্য আর আরর্ত্তিক লয়ে ॥
মনোহর নানাবিধ গীত করে গান।
অত্যন্ত আনন্দ তার না হয় বাখান ॥
তবে ত সুমন্ত্র দুই রথ সাজাইল।
সূর্য্যাশ্বনিন্দিত ঘোড়া তাহাতে যুড়িল ॥
সুরুচির দুই রথ ভূপ পাশে আনে।
বর্ণিবারে যাহা সরস্বতী নাহি জানে ॥
রাজোচিত সাজে এক রথ সাজাইল।
দ্বিতীয় তেজের পুঞ্জরূপে প্রকাশিল ॥
দীপ্তিমান্ মনোহর রথে বশিষ্ঠেরে।
চড়াইল নরপতি হরষ অন্তরে ॥
আপুনি প্রথম রথে চড়িলেন গিয়া।
হর, গুরুদেব, গৌরী, গণেশে স্মরিয়া ॥

———:*:———

অযোধ্যাবাসীগণের জনক-পুরীতে যাত্রা।

বশিষ্ঠ সহিত নৃপ শোভিল কেমন।
সুরগুরু সঙ্গে শোভে দেবেন্দ্র যেমন ॥
বেদবিধি অনুসারে করি কুল-রীতি।
সকলে সজ্জিত নিরখিয়া নরপতি ॥
শ্রীরামে স্মরিয়া গুরু আদেশ লইয়া।
চলিলেন মহীপতি শঙ্খ বাজাইয়া ॥
বরযাত্রিগণে দেখি হৃষ্ট দেবগণ।
সুমঙ্গলপ্রদ শুভ বরষে সুমন ॥
অশ্ব গজ শব্দে হৈল মহা কোলাহল।
স্বরগে মরতে ঘোর বাজনা বাজিল ॥
গান করে সুমঙ্গল সুর, নর, নাগ।
সানাইতে বাজে কিবা মনোহর রাগ ॥
দীর্ঘ ক্ষুদ্র ঘণ্টানাদ বর্ণন না যায়।
ভৃত্যগণ হাতে দীর্ঘ ঝাণ্ডা শোভা পায় ॥
বিদূষকগণ করে কৌতুক প্রচুর।
হাস্যেতে কুশল কল গানে সুচতুর ॥
নাচায় তুরঙ্গগণ কুমার সকলে।
মৃদঙ্গ নাগাড়া ধ্বনি শুনি তালে তালে ॥
সুনাগর নটগণ দেখি সচকিত।
তালের বিধান তাহে না হয় বিস্মিত ॥
বরাতের শোভা কভু না হয় বর্ণন।
মঙ্গল শকুন সবে করে নিরীক্ষণ ॥
বামপার্শ্বে চরে নীলকণ্ঠ পক্ষিগণ।
সকল মঙ্গল যেন করয়ে সূচন ॥
দক্ষিণে সুন্দর ক্ষেত্রে শোভে কাকগণ।
করিলেন সবে নকুলের দরশন ॥
বহিলেক সানুকুল ত্রিবিধ পবন।
পূর্ণ ঘট শিশু সহ আনে নারীগণ ॥
ফিরি ফিরি শৃগালেরা দেয় দরশন।
সম্মুখে গোবৎসে দুগ্ধ দেয় গাভীগণ ॥
হরিণের পাল ফিরি ডাহিনে আসিল।
মঙ্গলসমূহ যেন দেখাইয়া দিল ॥
বিশেষে সূচিল শুভ, শুভ পক্ষিগণ।
বামে বৃক্ষোপরি শ্যামা পক্ষী দরশন ॥

দধি মৎস্য লয়ে অগ্রে আসে লোকগণ।
হস্তেতে পুস্তক লয়ে বিপ্র দুই জন॥
সুমঙ্গল এক আর সুকল্যাণময়।
অভিপ্সিত ফল লাভ যাহা হৈতে হয়॥
মঙ্গল শকুন সেই সব একেবারে।
একত্রিত যেন সত্য দেখাবার তরে॥
সহজে সকল শুভ-চিহ্ন হয় তাঁর।
সুন্দর সগুণ ব্রহ্ম তনয় যাঁহার॥
সীতা সম কন্যা আর রাম সম বর।
বৈবাহিক দশরথ জনক সুন্দর॥
শুনিয়া বিবাহ হেন শকুন নাচিল।
মোদের জনম এবে ধাতা সত্য কৈল॥
হেনরূপে বরযাত্রিগণ যাত্রা কৈল।
গরজিল হয়, গজ, দামামা বাজিল॥
সূর্য্যকুলমণি আসে জনক জানিল।
সকল নদীতে তবে সেতু বাঁধাইল॥
মধ্যে মধ্যে রচাইল রম্য বাসস্থান।
সুরপুর সম তাহা হৈল শোভমান॥
ভোজন, শয়ন, শ্রেষ্ঠ সুন্দর বসন।
পায় সবে ইচ্ছা হয় যাহার যেমন॥
নিত্য নব অনুকুল সুখ লাভ করি।
সব বরযাত্রী ভুলে আপনার পুরী॥
বরযাত্রিদল সব আসিতেছে জানি।
দ্বারপালের ঘন ঘোর বাদ্যধ্বনি শুনি॥
সাজায়ে পদাতি, রথ, গজ, অশ্বগণ।
আগুবাড়া লইবারে চলে সর্ব্বজন॥
কলস সুচূর্ণে পূর্ণ থালা বাটি আদি *।
বিবিধ সুন্দর পাত্র নাহিক অবধি॥
পক্কান্ন অমৃত সম ভরিল তাহাতে।
কতরূপ হয় তাহা কে পারে বর্ণিতে॥

বহুবিধ ফল শ্রেষ্ঠ বস্তু মনোহর।
পাঠাইল ভেট ভূপ হরষ অন্তর॥
নানাবিধ মহামণি বসন ভূষণ।
খগ, মৃগ, হয়, গজ বিবিধ বাহন॥
সুগন্ধি পদার্থ বহু মঙ্গল শকুন।
মহীপতি নানারূপ করেন প্রেরণ॥
দধি চিড়া রাশি রাশি লয়ে উপহার।
ঝাঁকা ভরি ভরি চলে জাতিতে কাহার॥
বরযাত্রিগণে যবে সকলে দেখিল।
হৃদয়ে আনন্দ দেহ পুলকে পুরিল॥
বরযাত্রী তাঁহাদিকে করি নিরীক্ষণ।
বাজায় দামামা জোরে হ'য়ে হৃষ্ট মন॥
মিলনের হেতু হরষিত পরস্পর।
কিছু কিছু লোক হইলেক অগ্রসর॥
মনে হয় যেন দুই আনন্দ জলধি।
ধাইছে মিলিতে ছাড়ি আপন অবধি॥
গান করি সুরনারী বরষে সুমন।
বাজায় দুন্দুভি দেব হ'য়ে হৃষ্ট-মন॥
উপহার দ্রব্য সব রাখি নৃপ আগে।
করিল বিনয় বহু অতি অনুরাগে॥
সপ্রেমেতে রাজা সব গ্রহণ করিল।
যাচকগণেরে বহু পুরস্কার দিল॥
পুনঃ করি পূজা আর বিবিধ সম্মান।
সবারে লইয়া গেল যথা বাসস্থান॥
বিচিত্র বসন ভূমিতলেতে পাতিল।
দেখিয়া কুবের ধন-মত্ততা ত্যজিল॥
অতি মনোরম সবে বাসস্থান দিল।
সকল প্রকার সুখ তথায় আছিল॥
জানিলেন সীতা, পুরে বরাত আসিল।
আপন মহিমা কিছু প্রকট করিল॥

* সুচূর্ণ– মঙ্গলকর চূর্ণদ্রব্য।

মনে স্মরি সর্ব্ব সিদ্ধিগণে ডাকাইয়া।
রাজার আতিথ্য হেতু দেন পাঠাইয়া॥
সীতার আদেশ লয়ে সর্ব্বসিদ্ধিগণ।
বরযাত্রিগণ যথা করিল গমন॥
সুরপুর ভোগ্য দ্রব্য যেবা কিছু হয়।
সকল সম্পত্তি সুখ সঙ্গে করি লয়॥
নিজ নিজ বাসে দেখে বরযাত্রিগণ।
সুলভে দেবের সুখ সকল রকম॥
ঐশ্বর্য্যের হেতু কেহ কিছু না জানিল।
জনক করিল বলি সবে বাখানিল॥
সীতার মহিমা রঘু-নায়ক জানিল।
উদ্দেশ্য বুঝিয়া মনে হরষিত হৈল॥
শুনিলেন দুই ভাই পিতৃ আগমন।
হৃদয়ে আনন্দ আর না ধরে তখন॥
সঙ্কোচে গুরুরে সব বলিতে না পারে।
পিতার দর্শন-বাঞ্ছা বাড়িল অন্তরে॥
এতেক নম্রতা বিশ্বামিত্র মুনি দেখি।
বিশেষ সন্তোষ আর মনে হ'ন সুখী॥
হরষেতে ভ্রাতৃদ্বয়ে হৃদয়ে লইল।
পুলকিত দেহ, নেত্র জলেতে ভরিল॥
চলিলেন দশরথ আছেন যেখানে।
পিপাসা ধাইল যেন সরোবর পানে॥
নরপতি যবে করিলেন নিরীক্ষণ।
আসিছে মুনির সহ পুত্র দুই জন॥
হরষে উঠিল, সুখ-সিন্ধু মধ্যে যেন।
থল লভিবার তরে করেন গমন॥
মুনিবরে দণ্ডবৎ ভূপতি করিল।
পুনঃ পুনঃ পদরজঃ মস্তকে ধরিল॥
কৌশিক রাজারে ধরি হৃদে লাগাইল।
দিয়া আশীর্ব্বাদ পুনঃ কুশল পুছিল॥
দণ্ডবৎ পুনরায় দুই ভাই করে।
দেখিয়া নৃপতি-হৃদে সুখ নাহি ধরে॥

পুত্রগণে হৃদে ধরি দুখ ঘুচাইল।
মৃতের শরীরে যেন প্রাণ ফিরি এল॥
বশিষ্ঠচরণে দোঁহে প্রণাম করিল।
প্রেমেতে মুদিত মুনি হৃদয়ে ধরিল॥
দুই ভাই বিপ্রবৃন্দ-চরণ বন্দিল।
অভিলাষ অনুসারে আশীষ পাইল॥
ভরত অনুজ সহ প্রণাম করিল।
তুলিয়া শ্রীরামচন্দ্র হৃদয়ে লইল॥
হরষে লক্ষ্মণ দুই ভা'য়ে নিরখিয়া।
প্রেমেতে পূরিত গাত্র মিলিলেন গিয়া॥
পুরজন পরিজন আর জ্ঞাতিগণ।
যাচক, সচিব, মন্ত্রী যত মিত্রগণ॥
মিলিলেন যথাবিধি সবাকার সনে।
পরম দয়াল প্রভু বিনম্র বচনে॥
রামে হেরি জুড়াইল বরযাত্রিগণ।
প্রেম রীতি কিরূপেতে করিব বর্ণন॥
রাজার নিকটে শোভে চারিটী তনয়।
যেন ধন, ধর্ম্ম আদি দেহ ধরি রয়॥
দেখি দশরথ সহ পুত্র চারিজন।
নগরের নরনারী হৈল হৃষ্ট মন॥
বরষি কুসুম সুর দুন্দুভি বাজায়।
স্বর্গেতে অপ্সরা নাচে আর গান গায়॥
শতানন্দ মুনি তবে বিপ্র, মন্ত্রীগণ।
মাগধ, পণ্ডিত, সুত আর বন্দীজন॥
বরযাত্রিগণে সবে করিয়া সম্মান।
আদেশ লইয়া ফিরিলেন নিজস্থান॥
লগন তিথির পূর্ব্বে বরাত আসিল।
তাহাতে নগরে অতি আনন্দ বাড়িল॥
ব্রহ্মানন্দ সুখ-ভোগ করে সর্ব্বজন।
যাচে বিধি পাশে দিবারাত্রি বাড়ে যেন॥
শোভার অবধি হয় জানকী শ্রীরাম।
উভয় ভূপতি হ'ন সুকৃতির ধাম॥

যথা তথা পুরবাসী কহিতেছে হেন।
একত্রে মিলিয়া যত নরনারীগণ ॥
জনক-পুণ্যের মূর্ত্তি বিদেহ-নন্দিনী।
দশরথ-পুণ্য-মূর্ত্তি রাম রঘুমণি ॥
ইঁহাদের সম কেহ শিবে না ভজিল।
কোথাও এরূপ ফল কেহ না পাইল ॥
মোরা সবে জন্ম লভি জনকপুরেতে।
হইলাম পুণ্যাগার জগত মাঝেতে ॥
জানকী রামের ছবি দেখিল যে জন।
পুণ্যবান্ আমাদের সম কোন্ জন ॥
শ্রীরাম-বিবাহ পুনঃ করিয়া দর্শন।
লোচন সার্থক মোরা করিব এখন ॥
মৃগনেত্রা সুবদনী কহে পরস্পর।
এই বিবাহেতে লাভ হইবে বিস্তর ॥
বড় ভাগ্যে এ বিধান করে বিশ্বপতি।
সদা দুই ভাই হ'বে নয়ন অতিথি ॥
স্নেহের অধীন হ'য়ে জনক ভূপতি।
আনাবেন পুনঃ পুনঃ জানকী শ্রীমতী ॥
আসিবেন লইবারে ভাই দুইজন।
কোটি-কাম-কমনীয় অপূর্ব্ব দর্শন ॥
বিধিমতে তাঁহাদের হ'বে সমাদর।
ভাল কার নাহি লাগে শ্বশুরের ঘর ॥
সে সব সময়ে হেরি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
হইবেন অতি সুখী পুরবাসিগণ ॥
যেরূপেতে জোড় সখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তথা ভূপ সঙ্গে আর পুত্র দুই জন ॥
এক জন গৌর অন্য সুন্দর শ্যামল।
কহিছে তাহারা যারা দেখিয়া আসিল ॥
এক সখী কহে আমি আজি দেখিয়াছি।
আপনার হস্তে যেন গড়েছে বিরিঞ্চি ॥
ভরত হয়েন ঠিক রাম অনুকারী।
সহসা চিনিতে নাহি পারে নরনারী ॥

লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন দোঁহে হয় একরূপ।
নখ, শিখা, সব অঙ্গ নহে ভিন্নরূপ ॥
মনে চিন্তি, মুখে কিন্তু বর্ণন না হয়।
ত্রিভুবনে উপমার যোগ্য কেহ নয় ॥

কহিছে তুলসী, ভাই? উপমার যোগ্য নাই,
কহিয়াছে কবি বুধগণ।
বিদ্যা শীল বল আদি, সৌন্দর্য্য বিনয় অতি,
ইঁহাদের সমানে গণন ॥
যত পুরনারী তবে, পসারি অঞ্চল সবে,
শুনাইছে বিধিরে বচন।
চারি ভাই পরিণয়, এই পুরে যদি হয়,
গাহি সুমঙ্গল সব জন ॥
পরস্পর কহে নারী, নয়নে পূরিত বারি,
পুলকে পূরিত দেহ হয়।
সখি মম বাক্য ধর, করিবে সকল হর,
পুণ্য-পয়োনিধি নৃপদ্বয় ॥
আশা সবাকার হয়, সেহ যদি পূর্ণ হয়,
ঘুচে তবে সব অবসাদ।
ধৈর্য্য সবে ধর মন, হ'বে শুভ এ মিলন,
কহিতেছে রাধিকা প্রসাদ ॥

হেনরূপে অভিলাষ সকলে করিল।
উছলি আনন্দরাশি হৃদয়ে ভরিল ॥
সীতা স্বয়ম্বরে যেই নৃপতি আসিল।
ভ্রাতৃগণে দেখি সুখ সকলে পাইল ॥
বর্ণিতে বর্ণিতে রামযশ সুবিশাল।
নিজ নিজ গৃহে সব গেল মহীপাল ॥
হেনরূপে কিছু দিন বিগত হইল।
পুরজন, বরযাত্রী, মুদিত সকল ॥
মঙ্গলের মূল আসে লগন সময়।
শীত ঋতু, মাস অগ্রহায়ণ নিশ্চয় ॥

গ্রহ, তিথি, সুনক্ষত্র, শ্রেষ্ঠ যোগ বার।
লগ্ন শুদ্ধ করি বিধি করিল বিচার ॥
নারদের হাতে তাহা পাঠাইয়া দিল।
জনক-গণক যাহা গণি রেখে ছিল ॥
শুনিয়া সকল লোক কহে এই কথা।
মোদের জ্যোতিষী দেখ হইল বিধাতা ॥

——:*:——

বিবাহোৎসব।

গোধুলী লগন বেলা হয় সুবিমল।
বিশ্বচরাচরে যত মঙ্গলের মূল ॥
অনুকুল সুসময় বিদেহ জানিয়া।
সব বিপ্রগণে তবে কহেন ডাকিয়া ॥
পুরোহিত শতানন্দে কহে নরবর।
কোন্ কার্য্য হেতু সবে এত দেরী কর ॥
শতানন্দ তবে ডাকিলেন মন্ত্রিগণ।
মাঙ্গলিক দ্রব্য সব করে আনয়ন ॥
শঙ্খ, ঢোল, ঢাক বহু বাজিতে লাগিল।
মঙ্গল কলস শুভ চিহ্ন সাজাইল ॥
গান করে সুভাষিণী সুভগা রমণী।
সুপবিত্র বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি ॥
সাদরে লইতে হেন করিল গমন।
বাস করে যথা সব বরযাত্রিগণ ॥
অযোধ্যাপতির সভা করি দরশন।
ইন্দ্র সভা তুচ্ছ বলি করয়ে গণন ॥
হইল সময় সবে আসুন এখন।
ইহা শুনি বাদ্যধ্বনি হইল তখন ॥
গুরুরে জিজ্ঞাসি রাজা করে কুলাচার।
সঙ্গে মুনি সাধুগণ চলিল অপার ॥
দশরথ নৃপতির সৌভাগ্য বৈভব।
দেখিয়া চকিত ব্রহ্মা আদি দেব সব ॥

সহস্র মুখেতে লাগে প্রশংসা করিতে।
নিজ নিজ জন্ম ব্যর্থ জানিয়া মনেতে ॥
শুভ অবসর জানি দেব সমুদয়।
বাজাইয়া বাদ্য, বর্ষে কুসুম নিচয় ॥
শিব ব্রহ্মা আদি যত দেবতার গণ।
দলে দলে বিমানেতে করে আরোহণ ॥
প্রেমে পুলকিত দেহ, হৃদয়ে উৎসাহ।
চলিলেন দেখিবারে শ্রীরাম-বিবাহ ॥
জনকের পুর দেখি বিমুগ্ধ হইল।
নিজ নিজ লোকে ক্ষুদ্র ভাবিতে লাগিল ॥
বিচিত্র মণ্ডপ দেখি হৈল চমকিত।
বহু অলৌকিকভাবে সকল রচিত ॥
নগরের নরনারী রূপের নিধান।
চতুর, ধার্ম্মিক, জ্ঞানী আর শীলবান্ ॥
সে সব দেখিয়া সব সুরনারীগণ।
তেজোহীন চন্দ্রোদয়ে যেন তারাগণ ॥
ব্রহ্মা মনে মনে বড় আশ্চর্য্য হইল।
নিজের রচনা সেহ কিছু না দেখিল ॥
শিব বুঝাইল তবে সর্ব্ব দেবগণে।
বিস্ময়ে বিস্মৃত সবে হও কি কারণে ॥
ধৈরয ধরিয়া কর হৃদয়ে বিচার।
বিবাহ হইবে রাম সহিত সীতার ॥
বিশ্ব মধ্যে যাঁর নাম করিলে গ্রহণ।
অমঙ্গল-মূল সব হয় বিনাশন ॥
করতলগত হয় পদারথ চারি।
সেই সীতারাম হ'ন কহিলা কামারি ॥
হেনরূপে হর দেবগণে বুঝাইল।
আপন বাহন সবে আগে চালাইল ॥
দেখিলেন দেবগণ যা'ন দশরথ।
প্রমুদিত মন আর দেহ পুলকিত ॥
সঙ্গে চলে সাধু আর মহীদেবগণ।
সুখ যেন দেহ ধরি করিছে সেবন ॥

শোভিতেছে মনোহর সঙ্গে সুত চারি।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যেন দেহধারী॥
মরকত, সুবর্ণের বর্ণ জোড়াদ্বয়।
দেখি দেবগণ মনে স্বল্প প্রীতি নয়॥
পুনঃ রামে বিলোকিয়া হৃদয় হরষে।
প্রশংসি নৃপেরে সবে কুসুম বরষে॥
নখ হৈতে শিখা রামরূপ মনোহর।
দেখিয়া উমার সহ মুদিত শঙ্কর॥
পুনঃ পুনঃ সেইরূপ করি নিরীক্ষণ।
পুলকিত গাত্র বারিপূর্ণিত লোচন॥
ময়ূরের কণ্ঠদ্যুতি শ্যামল বরণ।
তড়িত নিন্দিত নানা রঙের বসন॥
বিবাহের যোগ্য নানা ভূষণে ভূষিত।
সর্ব্বরূপে মনোহর সুমঙ্গলযুত॥
শারদ-বিমল-বিধু-সুন্দর-বদন।
লজ্জা পায় নব পদ্ম হেরি দ্বিনয়ন॥
অলৌকিক সুন্দরতা সকল রকম।
বর্ণিতে না পারি সদা চিন্তি মনেমন॥
সঙ্গেতে শোভিছে মনোহর ভ্রাতৃগণ।
চপল তুরঙ্গগণে করায় নর্ত্তন॥
শ্রেষ্ঠ ঘোড়া নাচাইয়া রাজার নন্দন।
বংশের উজ্জ্বল কীর্ত্তি করেন কীর্ত্তন॥
যেই অশ্বোপরি রাম ফিরেন বিরাজ।
হেরি তার গতি খগরাজ পায় লাজ॥
সর্ব্ব রূপে মনোহর না যায় বর্ণন।
বাজিবেশ যেন কাম করিল গ্রহণ॥

।

যেন বাজিবেশ ধরি মদন,
রামচন্দ্র তরে শোভিত হ'ন,
সুন্দর নিজ বল রূপ গুণ,
গতিতে ভুবন মোহে রে।
মনোহর মণি মাণিক মোতি,
জ্যোতিতে জড়িত জিনের জ্যোতি,
কিঙ্কিনী লাগাম ললিত অতি,
মুগ্ধ করিছে সুরাসুরে॥
প্রভু-মনে লীন করিয়া মন,
নাচিছে তুরগ শোভিছে হেন,
চপলা তারকা ভূষিত ঘন,
ময়ূরে নাচায় যেন রে।
চড়েছেন রাম যে বাজি'পরে,
বেদমাতা তাহা বর্ণিতে নারে,
পঞ্চদশ নেত্র * মনে না ধরে,
রামরূপ মোহে শঙ্করে॥
অশ্বসহ রামে দেখি মোহিত,
রমানাথ হরি রমা সহিত,
রাম ছবি হেরি বিধি হর্ষিত,
অষ্ট নেত্র বলি দুখ রে।
ষড়ানন অতি সুখে মগন,
বিধি দেড় গুণ † তাঁর নয়ন,
রামেরে ইন্দ্র করি দরশন,
গৌতম-শাপে বর ধরে ‡॥
প্রশংসে ইন্দ্রেরে দেবতাগণ,
কেহ নাহি আজি তাহার সম,
রামে হেরি দেব মুদিত মন,
নৃপের সমাজে হর্ষ রে।

* বেদমাতা গায়ত্রীদেবীর পঞ্চমুখ। প্রতি মুখে তিনটী করিয়া নেত্র থাকায় তাঁহার পনরটী নেত্র।
† বিধাতার দেড়গুণ নেত্র অর্থাৎ বারটী নেত্র।
‡ গৌতমের শাপের প্রভাবেই ইন্দ্র সহস্র ভগ ও সহস্র লোচন হইয়াছেন।

রাজার সমাজে হরষ অতি,
দুদিকে বাজনা বিবিধ ভাতি, *
বরষে পুষ্প কহি শচীপতি,
জয় রঘুকুলমণি রে ॥
বরাত আসিছে এরূপ জানি,
গরজি উঠিল বাদ্যের ধ্বনি,
কন্যাগণে ডাকি বলিল রাণী,
বরণের ডালা সাজা রে।
শুভদ্রব্য ল'য়ে যতেক বালা,
রাখিল সাজা'য়ে বরণডালা,
উখিবার তরে বরমহিলা,
চলিল গজগমনে রে ॥
চন্দ্রমুখী মৃগশিশু-লোচনা,
নিজরূপে রতিমান-মোচনা, ‡
পরিহিত বিচিত্রিত-বসনা,
ভূষণ শরীরে সাজে রে।
মাঙ্গলিক দ্রব্য অঙ্গেতে সাজে,
গীত গায়, শুনি কোকিল লাজে,
কঙ্কন কিঙ্কিনী নূপুর বাজে,
গতিতে গজেন্দ্র লাজে রে ॥
বাজিছে বাজনা নানাপ্রকার,
আকাশে নগরে মঙ্গলাচার,
শচী, গৌরী, রমা শারদা আর,
দেবনারী সুচতুরা রে।
কপটে নারীর বেশ ধরিয়া
মিলিল সকলে সেখানে গিয়া,
সুমধুর স্বরে গান গাহিয়া,
হরষে বিবশ হৈল রে ॥

আনন্দে মগন কে চিনে কায়,
ব্রহ্মরূপ বরে উখিতে ধায়,
সুমধুর গীতি বাজনা তায়,
বরষে কুসুম সুর রে ॥।
আনন্দের কন্দ বিলোকি বরে,
হরষিত হৈল সবে অন্তরে,
কমল নয়নে সলিল ঝরে,
পুলকাবলী শরীরে রে ॥
বরবেশ রামে করি দর্শন,
সীতার জননী সুখী যেমন,
শতকল্পে নারে তার বর্ণন,
সহস্র সারদা নাগ রে।
শুভ কাল জানি অশ্রু মুছিল
হর্ষিত রাণী বরে উখিল,
কুলাচার বেদে যথা লিখিল,
করে তথা সব বিধি রে ॥
শুনি পঞ্চ শব্দ মঙ্গল গান, ¶
বিবিধ বসন পথে বিছা'ন,
করিলে আরতি অর্ঘ্য প্রদান,
যাইল মণ্ডপে রাম রে।
দশরথ সাথে সমাজ রাজে,
লোকপতি হেরি বিভবে লাজে,
বরষে কুসুম দেবতা মাঝে,
শান্তি পাঠ করে দ্বিজ রে ॥
হৈল কোলাহল পুরে গগনে,
আত্ম পর কেহ কিছু না শুনে,
হেনরূপে রামে মণ্ডপে আনে,
বসাইয়া অর্ঘ্য দিল রে।

* ইন্দ্র সহস্রলোচন বলিয়া দেবতাগণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

† উভয়দিকে অর্থাৎ উভয় রাজদলে বিবিধ বাজনা বাজিতেছে।

‡ রতির দর্প বিনাশকারিণী।

¶ পঞ্চ শব্দ—জয়ধ্বনি, বন্দিধ্বনি, বেদধ্বনি, বাদ্যধ্বনি ও তোপধ্বনি।

বসা'য়ে আসনে আরতি করে,
সুখ পায় সবে নিরখি বরে,
ভূষণ বস্ত্র বহুদান করে,
গাহিল মঙ্গল নারী রে ॥
ব্রহ্মাদি দেবতা বিপ্ররূপেতে,
দেখিছে কৌতুক চারি ধারেতে,
হেরি রঘুকুলকমলনাথে,
জীবন সফল করে রে।
নাপিত, বন্দী, নট, দাস জন,
রামপাশে পেয়ে বিবিধ ধন,
প্রণমে, আশীষে হরষি মন,
হর্ষ হৃদয়ে নাহি ধরে ॥

দশরথ নৃপমনে, রাজঋষি প্রীতি মনে,
মিলে করে বেদ লোকাচার।
মিলে মহারাজদ্বয়, উপমা নাহিক হয়,
লাজে কবি মানিলেক হার ॥
উপমা না পেয়ে মনে, হৃদয়েতে হার মানে,
এঁদের উপমা এঁরা হ'ন।
উভয়ে দেখিয়া তবে, অনুরাগে সব দেবে,
পায় যশ বরষি সুমন ॥
বিরিঞ্চি যেদিন হৈতে, রচিলেন এ জগতে,
অনেক বিবাহ দেখি শুনি।
সর্ব্বরূপে সম সাজ, কেবল দেখিনু আজ,
সম মিত্র দুই নৃপমনি ॥
সুমধুর সত্যবাণী, দেবতাগণের শুনি,
দুই দিকে অলৌকিক প্রীতি।
বসন বিছা'য়ে পথে, অর্ঘ্য দিয়া দশরথে,
মণ্ডপেতে আনে নরপতি ॥
মণ্ডপের সুন্দরতা, নানা কারুকার্য্যযুতা,
বিলোকিয়া মুনি মন হরে।
জনক আপন হাতে, সিংহাসন আনি পাতে,
জ্ঞানীবর সবাকার তরে ॥
কুল ইষ্টদেব সম, বশিষ্ঠে করি পূজন,
বিনয়েতে আশীর্ব্বাদ লয়।
বিশ্বামিত্রে প্রীতিভরে, যেরূপেতে পূজা করে
সে রীতির বর্ণন না হয় ॥
বামদেব আদি ঋষি, পূজিলেন রাজঋষি,
হৃষ্ট মনে দিব্যাসন দিল।
বসা'য়ে আসনে সবে, সবাকার কাছে তবে,
আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল ॥
দশরথ নৃপমণি, ঈশ্বরের সম জানি,
করে পূজা অন্য ভাব নয়।
বিনয়েতে যুড়ি কর, কহিলেন নরবর,
মম ভাগ্য ধন্য আজি হয় ॥
সব বরযাত্রিগণে, বৈবাহিক সম জ্ঞানে,
পূজে নৃপ অতীব যতনে।
প্রদানিয়া যোগ্যাসন, কত যে আনন্দ মন,
এক মুখে বর্ণিব কেমনে ॥
বরযাত্রী যত ছিল, রাজর্ষি সম্মান কৈল,
দান মান বিনয় বচনে।
দিক্‌পতিগণ, হর, বিধি, হরি, দিনকর,
রামশক্তি জানে যেবা মনে ॥
ছলে বিপ্রবর বেশে, কৌতুক দেখিতে আসে,
রহে সবে অতি সংগোপনে।
জনক পূজিলা সবে, দেবতা সমান ভেবে,
প্রদানে আসন বিনা জ্ঞানে ॥
কেবা জানে কোন্ জনে, কাহারে বা কেবা চিনে,
সর্ব্ব জনে আপনা ভূলিল।
বর আনন্দের মূলে, বিলোকিয়া দুই দলে,
আনন্দের প্রবাহ ছুটিল ॥
জ্ঞানী রামদেবে হেরি, হৃদয় আসনোপরি,
তাঁহাদের করিল পূজন।

প্রভুর চরিত্র পূত, অবলোকি দেব যূথ,
হইলেন আনন্দিত মন ॥
রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র, শোভা-আনন্দের কন্দ,
লোচন চকোর মনোহর।
সাদরেতে করে পান, সব দেব সুখ পান,
প্রেম-প্রমোদেতে হ'য়ে ভোর ॥

——:*:——

বিবাহ মণ্ডপে সীতাদেবীর আগমন।

বশিষ্ঠ সময় শুভ হেরি ডাকাইল।
শুনি শতানন্দ তাহা সত্বর আসিল ॥
দ্রুতগতি কুমারীরে আনহ এখন।
আদেশ পাইয়া মুনি চলিল তখন ॥
পুরোহিত বাক্য রাণী করিয়া শ্রবণ।
চতুরা সখীর সহ হন হৃষ্ট মন ॥
কুল-বৃদ্ধ বিপ্রবধূগণে ডাকাইল।
সুমঙ্গল গাহি কুলরীতি করাইল ॥
নারীবেশে ছিল যেই অমরের নারী।
শ্যামল-বরণা সবে স্বভাব-সুন্দরী ॥
তাঁহাদিকে দেখি সুখ পায় নারীগণ।
নাহি চিনে তবু হয় প্রাণ-প্রিয়তম ॥
বার বার সুসম্মান করিলেন রাণী।
সরস্বতী, উমা আর রমা সম জানি ॥
সীতারে সাজা'য়ে নারী সমাজ করিয়া।
হৃষ্ট মনে মণ্ডপেতে চলিল লইয়া ॥
সুমঙ্গল সাজে সাজি যতেক ভামিনী।
সাদরে লইয়া চলে জনকনন্দিনী ॥
ষোড়শ শৃঙ্গারে সাজি যতেক কামিনী*।
চলিলেন সবে মত্ত কুঞ্জরগামিনী ॥
কলগান শুনি ধ্যান ত্যজিলেন মুনি।
উন্মত্ত কোকিল লাজে স্তব্ধ হৈল শুনি ॥
মঞ্জীর, নূপুর আর কঙ্কণ সকল।
লয়, তান অনুসারে বাজিতে লাগিল ॥
স্বভাব-সুন্দরী সীতা, রমণীর মণি।
নারীগণ মাঝে শোভে জনকনন্দিনী ॥
চিত্রময়ী নারীগণ মধ্যে শোভে যেন।
পরমা সুন্দরী, শোভা বিশ্বে অতুলন ॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী সীতা না হয় বর্ণন।
সৌন্দর্য্য অধিক, ক্ষুদ্র বুদ্ধি হয় মম ॥
দেখে বরযাত্রিগণ, আসিছেন সীতা।
সর্ব্বরূপে রূপবতী পরম পুনীতা ॥
মনে মনে সর্ব্বজনে করিল প্রণাম।
রামচন্দ্র দেখি হইলেন পূর্ণকাম ॥
পুত্রগণ সহ দশরথ নৃপবর।
বর্ণিতে না পারি যত আনন্দ অন্তর ॥
প্রণমিয়া দেব, করে পুষ্প বরিষণ।
আশীর্ব্বাদ দেন মুনি মঙ্গল-কারণ ॥
গীতবাদ্য কোলাহল হইলেক ভারি।
আমোদ প্রমোদে মগ্ন হৈল নরনারী ॥
হেনরূপে আসে সীতা মণ্ডপ মাঝারে।
হৃষ্টচিতে শান্তি পাঠ মুনিগণ করে ॥
হেন অবসরে পদ্ধতির অনুসার।
করিলেন দুই গুরু সকল আচার ॥

——:*:——

* দেহ পবিত্রতা, স্নান, বস্ত্র পরিধান, সিন্দুর, আলতা, কেশপ্রসাধনা, তিলকধারণ, চিবুকে তিলধারণ, অলঙ্কার, দাঁতে মিশি, অঞ্জন, লালরঙ, গন্ধ দ্রব্য, পান, কাঁচলি, পুষ্পধারণ, ইহাই ষোড়শ শৃঙ্গার।

সীতার সহিত রামের এবং অন্যান্য কন্যাগণের সহিত ভরত ও লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিবাহ।

সকল আচার করি, গণপতি গুরু-গৌরী,
হর্ষে পূজা করে বিপ্রগণ।
প্রকটিয়া দেবগণ, হৃষ্ট মনে পূজা ল'ন,
আশীর্ব্বাদ দেন সুখীমন ॥
মধুপর্ক সুমঙ্গল, দ্রব্য আদি যে সকল,
মুনি মনে করেন চিন্তন।
কনক কলস থালি, ভরি রাখে সে সকলি,
নিকটেতে সব ভৃত্যগণ ॥
প্রেমভরে কুলরীতি, বলিলেন দিবাপতি,
সাদরেতে করে সর্ব্বজন।
হেন পূজি দেবগণে, সীতারে আনন্দ মনে
বসাইল দিয়া সিংহাসন ॥
সীতারাম পরস্পর, প্রেম দৃষ্টি মনোহর,
বুঝিতে না পারে অন্য জনে।
মন, বুদ্ধি, বাক্যে যাহা, গোচর না হয় তাহা,
কবিজন বর্ণিবে কেমনে ॥
হোমকালে হুতাশন, করি দেহ বিধারণ,
সুখে করে আহুতি গ্রহণ।
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি, করিলেন বেদ চারি,
বিবাহের বিধান কীর্ত্তন ॥
জনকের পট্টরাণী, সীতার জননী যিনি,
বিশ্বে খ্যাত কে বর্ণিতে পারে।
যশ, পুণ্য, সুন্দরতা, সুখ মিলাইয়া ধাতা,
করিলেন রচনা তাঁহারে ॥
তবে সুসময় জানি, ডাকাইলা তাঁরে মুনি,
আসিলেন সুভাষিণী শুনি।
জনকের বাম পাশে, বসিলেন মৃদু হেসে,
যথা গিরি-পাশে গিরিরাণী ॥
থালি মণি বিজড়িত, কনক কলসে পূত,
সুগন্ধিত শুভ জল ভরে।
নিজ হস্তে হর্ষে অতি, রাণী আর নরপতি,
রামের সম্মুখে আনি ধরে ॥
বেদপাঠ করে মুনি, শুভ অবসর জানি,
গগন হইতে ফুল ঝরে।
দম্পতী বিলোকি বরে, অতি অনুরাগ ভরে,
সুপবিত্র পদ ধৌত করে ॥
করিলেন প্রক্ষালন, পাদপদ্ম নিরুপম,
প্রেমে দেহ হয় পুলকিত।
আকাশ, নগরে গীত, বাদ্য জয়-ধ্বনি যুত,
উছলিয়া চলে চারি ভিত ॥
যেই পদ-সরসিজ, সতত করে বিরাজ,
কামারি হৃদয়-সরোবরে।
স্মরি যাহা সাধুজন, সুনির্ম্মল করে মন,
কলি মল সব করি দূরে ॥
মুনিপত্নী* পাপমতি, লভে পতিলোকে গতি
করি সুখে যাহা পরশন।
যার দ্রব মকরন্দ, ধরে শিরে সদানন্দ,
পূতত্তম কহে দেবগণ ॥
মুনি-যোগী-মধুকর, করি পান নিরন্তর,
করে লাভ অভিমত ফল।
সেই পদ ধৌত করে, জনক সৌভাগ্য ভরে,
জয় জয় গাহিল সকল ॥
বাঁধি বরকন্যা হাত, শাস্ত্রের বিধান মত,
পড়ে মন্ত্র কুলগুরুদ্বয়।
হইল গ্রহণ পাণি, বিধি, সুর, নর, মুনি,
নিরখিয়া সুখী অতিশয় ॥

* অহল্যা।

সুখ-মূল বরে হেরে, দম্পতী পুলকভরে,
উল্লসিত হইল হৃদয়।
ব্রহ্মাসুখে নিমগন, হইল দোঁহার মন,
মেমের প্রবাহ যেন বয়॥
লোক বেদ সুবিধান, করিলেন কন্যাদান,
নরপতি-কুল-মহানিধি।
যথা গিরি হিমবান্, হরে করে গৌরী দান,
বিষ্ণু করে লক্ষ্মী জলনিধি॥
তেমতি জানকী-পিতা, রামে সমর্পিলা সীতা,
লভিলেন নবীন কীরতি।
বিনয় কিরূপে করে, শ্যাম মূর্ত্তি, বিদেহেরে,
করিলেক বিদেহ মূরতি *॥
করি হোম যথাবিধি, উভয়ের গ্রন্থি বাঁধি,
বেদী প্রদক্ষিণ করাইল।
বন্দি করে জয়ধ্বনি, সুমঙ্গল বেদধ্বনি,
গীত বাদ্য হইতে লাগিল॥
শুনি হৈল হরষিত, জ্ঞানী দেবগণ যত,
পারিজাত পুষ্প বরষিল।
করে ধীরে পরিক্রম, বর কন্যা দুইজন,
নেত্রে তৃপ্তি সকলে পাইল॥
বর্ণন না হয় তার, রম্য জোড়া দোঁহাকার,
সকল উপমা ক্ষুদ্রতম।
রামসীতা প্রতিবিম্ব, উজলিল মণিস্তম্ভ,
অতীব সুন্দর মনোরম॥
মদন রতির সহ, যেন ধরি বহু দেহ,
দেখে রাম-বিবাহ বিহিত।
দরশ-লালসা রহে, অধিক সঙ্কোচ তাহে,
প্রকটিয়া পুনঃ লুকায়িত॥
সকল দর্শকগণ, জনক নৃপতি সম,
আপনা ভুলিয়া নিমগন।

প্রমুদিত মুনিগণ, করাইল প্রদক্ষিণ,
সমাপিল সব আচরণ॥
শ্রীরাম সীতার শিরে, সিন্দুর প্রদান করে,
শোভা কেবা বর্ণিবারে পারে।
সুধা তরে নাগরাজে, অরুণ কমল রজে,
চন্দ্রে যেন বিভূষিত করে॥
বশিষ্ঠ আদেশে পুনঃ, বসে দোঁহে একাসন,
বরকন্যা হ'য়ে সুখী মন।
বসিলেন বরাসনে, রামসীতা হৃষ্ট মনে,
দশরথ আনন্দে মগন॥
নিজ পুণ্য সুরতরু, দেখি নব ফল চারু,
পুনঃ পুনঃ দেহ পুলকিত।
বিশ্বে হৈল মহোৎসাহ, হৈল রামের বিবাহ,
সর্ব্বজন কহে হৃষ্ট চিত॥
কিরূপে বর্ণন করি, রসনা সন্তুষ্ট করি,
এক জিহবা বহু সুমঙ্গল।
বশিষ্ঠ আদেশে রাজা, করিল বিবাহ সজ্জা,
পুনঃ বাকী ছিল যে সকল॥
শ্রুতকীর্ত্তি ও মাণ্ডবী, কুমারী উর্ম্মিলা দেবী,
সর্ব্বজনে কৈল আবাহন।
কুশকেতু রাজ-কন্যা, গুণে শীলে রূপে ধন্যা,
মাণ্ডবী নামেতে খ্যাত হ'ন॥
ভরতের সহ তারে, দেন বিয়া প্রেম ভরে,
আচরিয়া যতেক আচার।
জানকী-কনিষ্ঠা ভগ্নী, সৌন্দর্য্যের শিরোমণি,
জানি রাজা করিয়া বিচার॥
সম্মানিয়া বিধিমতে, বিবাহ লক্ষ্মণ সাথে,
প্রদানিল আপন কুমারী।
শ্রুতকীর্ত্তি নাম যার, সর্ব্ববিধ গুণাগার,
সুলোচনী সুমুখী সুন্দরী॥

* দেহবিস্মৃতি।

তাহারে শত্রুঘ্ন করে, মিথিলেশ দান করে,
রূপে শীলে হয় অতুলন।
বরকন্যা অনুরূপ, পরস্পর দেখি রূপ,
সঙ্কুচিত, হরষিত মন॥
হৃষ্ট হ'য়ে সর্ব্বজন, করে শোভা প্রশংসন,
কুসুম বরষে দেবগণ।
সুন্দরী কুমারীগণ, বর সব নিরুপম,
সে শোভার না হয় বর্ণন॥
এক মণ্ডপের মাঝে, সকলে অপূর্ব্ব সাজে,
সাজ হেরি দেবরাজ লাজে।
চারিটি অবস্থা * যেন, আর সর্ব্ব জীবগণ,
নিজ নিজ প্রভুসহ রাজে॥
মুদিত অযোধ্যানাথ, পুত্রগণে বধূ সাথ,
নিরখিয়া আনন্দে মগন।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভূপবর, চারিফল শ্রেষ্ঠতর,
ক্রিয়ার সহিত লভে যেন † ॥

রামের বিবাহ হৈল যেরূপ বিধিতে।
সর্ব্ব কুমারের হৈল বিবাহ সেমতে॥
যৌতুক কত যে দিল না হয় বর্ণন।
কনক মণিতে সভা হইল পূরণ॥
রঞ্জিত রেশম আর পশম বসন।
বহু মূল্যবান্ কত কে করে গণন॥
গজ, রথ, তুরঙ্গম, দাস, দাসীগণ।
কামদুহা ধেনুসহ বিবিধ ভূষণ॥
নানাবিধ দ্রব্য তার কে করে গণন।
না হয় বর্ণন, জানে দেখে যেই জন॥
লোকপালগণ হেরি সন্তুষ্ট হইল।
সাদরেতে দশরথ গ্রহণ করিল॥
যাচকেরে দিল যাহা যে জন ইচ্ছিল।
অবশিষ্ট নিজাবাসে পাঠাইয়া দিল॥
তবে রাজা যোড়করে মধুর বচনে।
সম্মানি বলিল সব বরযাত্রিগণে॥

——:*:——

রাজা দশরথ ও বরযাত্রিগণের প্রতি জনকরাজার বিনয়।

আদর, বিনয়, দানে, তুষি বরযাত্রিগণে,
রাজঋষি সম্মান করিলা।
অতি হরষিত মনে, বড় বড় মুনিগণে,
বন্দি প্রেমে চরণ পূজিলা॥
পুনঃ শির করি নত, সন্তোষিয়া দেব যত,
করপুটে কহিতে লাগিল।
প্রেম লয় সুর সাধু, তুষ্ট কভু নহে সিন্ধু,
অঞ্জলি ভরিয়া দিলে জল॥

---

* চারি অবস্থা—(১) জাগ্রত, (২) স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি, (৪) তুরীয়।

তৎস্থানীয়—	ঊর্ম্মিলা,—	শ্রুতকীর্ত্তি,—	মাণ্ডব',—	সীত।
প্রভু—	বিশ্ব,—	তৈজস,—	প্রাজ্ঞ,—	অন্তর্য্যামী।
	লক্ষ্মণ,—	শত্রুঘ্ন,—	ভরত,—	রাম।

† ক্রিয়া—		ফল।	
সেবা—	ঊর্ম্মিলা—	ধর্ম্ম—	লক্ষ্মণ।
শ্রদ্ধা—	শ্রুতকীর্ত্তি—	অর্থ—	শত্রুঘ্ন।
তপস্যা—	মাণ্ডবী—	কাম—	ভরত।
ভক্তি—	সীতা—	মোক্ষ—	রাম

ভ্রাতাসহ যুড়িকর, পুনঃ রাজ-ঋষিবর,
লক্ষ্য করি অযোধ্যার নাথে।
মনোহর বাক্যচয়, স্নেহযুত প্রেমময়,
স্বাভাবিক লাগিল বলিতে॥
হইলাম বড় সবে, সম্বন্ধ স্থাপিয়া এবে,
শুন নৃপ আপন সহিত।
রাজ্যৈশ্বর্য্যসহ আমি, হইনু সেবক, স্বামী,
বিনামূল্যে হইয়া বিক্রীত॥
করুণানিধান তুমি, সবারে সেবিকা জানি,
কন্যাগণে করিও পালন।
বড় অপরাধ কৈনু, দূত দ্বারা ডাকাইনু,
ক্ষমা কর সব দোষ মম॥
ভানুকুল-বিভূষণ, করিল সম্মান পুনঃ,
আপনার বৈবাহিকগণে।
বিনয় করিতে নারে, প্রেমে পূর্ণ পরস্পরে,
হৃদয় উছলি উঠে ক্ষণে॥
যতেক দেবতাগণ, করে পুষ্প বরিষণ,
দশরথ চলে নিজবাস।
বাদ্যধ্বনি, জয়ধ্বনি, স্বর্গে মর্ত্ত্যে বেদধ্বনি,
কৌতুহল হয় চারিপাশ॥
তবে যত সখীগণ, গাহিয়া মঙ্গল গান,
মুনিবরে আদেশ পাইয়া।
বর আর কন্যাগণে, রাজগৃহে সুখীমনে,
সঙ্গে করি চলিল লইয়া॥
সঙ্কুচিতা সীতাদেবী, পুনঃ পুনঃ রাম ছবি,
দেখে মনে সঙ্কোচ না হয়।
যুগ্মনেত্র প্রেমলোভী, মনোহর মীন ছবি
হরণ করিয়া যেন লয়॥

—:*:—

সীতার রাম-মূর্ত্তি দর্শন ও সখীগণ কর্ত্তৃক বরকন্যাগণকে গৃহে আনয়ন।

শ্যামল শরীর শোভা স্বভাব-সুন্দর।
কোটি কামদেব হেরি লজ্জিত অন্তর॥
অলক্তশোভিত পদ কমল সুন্দর।
মগ্ন রহে যথা মুনি-মন-মধুকর॥
সুপবিত্র পীতবস্ত্র অতি মনোহর।
বালরবি, সৌদামিনী-কিরণ সুন্দর॥
সুচারু কিঙ্কিনী কটি-সূত্র মনোহর।
সুবিশাল বাহু বিভূষণ মুগ্ধকর॥
পীত উপবীত শোভা আহা কিবা হয়।
করমুদ্রা যেন চিত্ত চুরাইয়া লয়॥
বিবাহের যোগ্য সাজে হয় সুশোভিত।
বিস্তীর্ণ হৃদয় নানা ভূষণে ভূষিত॥
পীত উত্তরীয় শোভে যেন উপবীত।
উভয় অঞ্চল মুক্তা মণিতে জড়িত॥
কমল-নয়ন-যুগ্ম শ্রবণে কুণ্ডল।
সকল শোভার নিধি বদনমণ্ডল॥
শোভে মনোহর 'মোড়' মস্তক উপর।
মুকুতা মাণিকে গাঁথা অতি চারুতর॥

'মোড়ে' মহামণিগণ, অঙ্গ সব সুচিক্কণ,
চিত্ত যেন চুরাইয়া লয়।
পুরনারী, দেবনারী, অপূর্ব্ব বরেরে হেরি,
দন্তে দন্তে কাটে তৃণচয়॥
বসন ভূষণ মুণি, আরতি করয়ে দানি,
সুমঙ্গল গীত্ত করি গান।
বর্ষে পুষ্প দেবগণ, সুত ভাট বন্দি জন,
করযোড়ে সুযশ শুনান॥

সুভাষিণী ভাগ্যবতী, সীতা সহ সীতাপতি,
সঙ্গে লয়ে মন্দিরে আসিল।
বৈদিক লৌকিক রীতি, করিলেন সহ প্রীতি,
গান করি আনন্দ মঙ্গল ॥
গৌরী ক'ন রঘুনাথে, সীতামুখে খাদ্য দিতে,
সরস্বতী সীতারে বলিল।
হাস, পরিহাস হেন, করে যত নারীগণ,
জন্মলাভ সার্থক মানিল ॥
হাতে যেই বিভূষণ, তাহে যেবা মণিগণ,
হেরি তাহে রামের মূরতি *।
বিরহ ভয়েতে সীতা, নাহি নাড়ে ভুজলতা,
অচঞ্চলা হেরে প্রতিকৃতি ॥
প্রমোদ কৌতুক কত, বর্ণন না হয় তত,
জানে মাত্র সব সখীগণ।
পুনঃ বরকন্যাগণে, লয়ে গেল সখীগণে,
যথা ছিল বরযাত্রিগণ ॥
নগর আকাশ হৈতে, আনন্দেতে সে কালেতে,
শ্রুত হৈল আশীষ বচন।
চিরজীবী হও সবে, চারি যোড় † এই ভবে,
কহিলেন সবে হৃষ্টমন ॥
যোগী, মুনি, সিদ্ধগণ, করি প্রভু বিলোকন,
বাজাইল দুন্দুভি বাদন।
বর্ষি হর্ষে পুষ্প দলে, নিজ নিজ লোকে চলে,
জয় জয় করি উচ্চারণ ॥
বধূগণে সঙ্গে করি, তখন কুমার চারি,
আইলেন পিতৃদেব পাশ।
সুমঙ্গল শোভা যেন, আনন্দে করিয়া পূর্ণ,
উছলিত সকল নিবাস ॥
অপূর্ব্ব আনন্দ গাথা, বর্ণিতে শকতি কোথা,
স্মরি ঘুচে সব অবসাদ।
তুলসীপ্রসাদ পেয়ে, অতি আনন্দিত হ'য়ে,
বিরচিল রাধিকাপ্রসাদ ॥

—:*:—

বরযাত্রিগণের ভোজনোৎসব ও বিদায় প্রার্থনা।

হৈল বহুরূপ তবে প্রস্তুত ভোজন।
রাজঋষি ডাকাইল বরযাত্রিগণ ॥
বহুমূল্য বস্ত্র সব পথেতে পাতিল।
সুতগণ সহ ভূপ গমন করিল ॥
সাদরেতে সবাকার পদ ধোয়াইল।
যথাযোগ্য পীড়ি'পরে সবে বসাইল ॥
অযোধ্যাপতির পদ জনক ধুইল।
শীলতা কতবা প্রেম বর্ণন নহিল ॥
পুনরায় রামপদকমল ধুইল।
হৃদয় কমলে হর যাহা লুকাইল ॥
অন্য তিন ভা'য়ে জানি শ্রীরামের সম।
নিজ হস্তে রাজঋষি ধোয়ান চরণ ॥
উচিত আসন নৃপ দেন সবাকারে।
লইয়া আসিতে বলিলেন সূপকারে ॥
সাদরেতে পত্র সবে প্রদান করয়।
সুবর্ণ খড়িকাযুত পত্র মণিময় ॥
পরিবেষ করে ভাত ডাল গব্যঘৃত।
সুন্দর সুস্বাদু যাহা অতীব পুনীত ॥
চতুর পাচকগণ পরম বিনীত।
ক্ষণ মধ্যে পরিবেষ করয়ে ত্বরিত ॥

* সীতাদেবীর হাতে যে সমস্ত অলঙ্কারাদি ছিল, তাহাতে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়াছিল, রামপ্রাণা সীতাদেবী পাছে রামমূর্ত্তি দর্শনে বিঘ্ন উপস্থিত হয় সেই ভয়ে হস্ত সঞ্চালন না করিয়া স্থির দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছিলেন।

† রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন পরস্পর নিজ নিজ পত্নীর সহিত।

পঞ্চগ্রাস করি লাগে ভোজন করিতে।
গালিপূর্ণ গান শুনি প্রেম বাড়ে চিতে *॥
পক্কান্ন বিবিধরূপ পরিবেষ করে।
সুধার সদৃশ সেহ কে বর্ণিতে পারে॥
পরিবেষ করে যত বিজ্ঞ সূপকার।
বিবিধ ব্যঞ্জন কেবা নাম জানে তার॥
চারি প্রকারের হয় ভোজন বিহিত।
এক প্রকারও তার না হয় বর্ণিত॥
মনোহর ছয় রস বিবিধ ব্যঞ্জন।
প্রত্যেক রসের ভেদ হয় অগণন॥
ভোজন সময়ে গালি দেয় মনোরম।
পুরুষ নারীর নাম করিয়া গ্রহণ॥
সাময়িক গানে অতি সুন্দর লাগিল।
সমাজ সহিত রাজা হাঁসিতে লাগিল॥
হেনরূপে সমাপিয়া সকলে ভোজন।
অতি সমাদরে করিলেন আচমন॥
রাজ-ঋষি পান দিয়া সবারে পূজিল।
দশরথ আর যাঁরা ভোজন করিল॥
রাজেন্দ্র-মুকুটমণি রাজা দশরথ।
নিজ বাসস্থানে গেল হ'য়ে প্রমোদিত॥
নিত্য নব মহোৎসব পুর মধ্যে হয়।
নিমেষ সমান দিবারাত্রি গত হয়॥

জাগিলেন দশরথ অতি প্রাতঃকালে।
দেখে গুণগান করে যাচক সকলে॥
দেখিয়া কুমারগণে বধূর সহিত।
কিরূপে কহিব, রাজা কত আনন্দিত॥
গুরুপাশে গেল প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া।
অত্যন্ত প্রমোদ প্রেমে হৃদয় ভরিয়া॥
প্রণাম করিয়া পূজা করযোড় করি।
বলিলেন বাক্য যেন অমৃতেতে ভরি॥
তোমার কৃপার গুণে শুন মুনিরাজ।
হইলেক পূর্ণ আজি সব মম কাজ॥
এবে সব বিপ্রগণে গোসাঞী ডাকিয়া।
ধেনুদান দেহ সবে বাছিয়া বাছিয়া॥
শুনি গুরু নৃপতির প্রশংসা করিল।
মুনিগণে পুনরায় ডাকি পাঠাইল॥
বামদেব আর যত দেবঋষিগণ।
বাল্মীকি, জাবালি কৌশিকাদি যত জন॥
ডাক শুনি সকলেতে আসিল সত্বর।
তপস্বী যতেক তথা ছিল মুনিবর॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নৃপ করিয়া সকল।
পূজি প্রেমে শ্রেষ্ঠাসন প্রদান করিল॥
আনাইল চারি লক্ষ শ্রেষ্ঠ ধেনুগণ।
কামধেনু সম শীল অতি মনোরম॥

* পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় অনেকস্থলেই বিবাহরাত্রে বরযাত্রিগণের ভোজন সময়ে স্ত্রীলোকেরা বিদ্রূপপূর্ণ গান গাহিয়া থাকে। গানের একটী নমুনা অনুবাদ করিয়া দিলাম। যথা :—

সত্য কথা বল রাম রে।
অযোধ্যা-রমণী, হয় ব্যভিচারিণী,
মোরা সবে শুনি ভ্রম রে।
শান্তা নাম শুনি, তোমার ভগিনী,
ল'য়ে কোন মুনি যায় রে।
এক কথা এবে, জিজ্ঞাসিব তবে,
সত্য বল, ভেবে মরি রে।
জননী গৌরাঙ্গ, তুমি শ্যাম অঙ্গ,
সংশয় না ভঙ্গ হয় রে॥

আর এক শুনি, অদ্ভুত কাহিনী,
নৃপের রমণী বহু রে।
করি ক্ষীর-পান, জন্মায় সন্তান,
কিবা অনুমান হয় রে॥
রাজা বৃদ্ধ অতি, নাহিক শকতি,
[illegible]তে যুবতী নারী রে।
জন[illegible], পাঠাও সকলে,
থাকিবে কুশলে সবে রে॥

সর্ব্বরূপে সকলেরে করি সালঙ্কৃত।
মহাদেবগণে নৃপ দেন স্বস্টচিত ॥
বহুবিধ নরনাথ বিনয় করিল।
বিশ্বে জন্মলাভ মম সার্থক হইল ॥
আশীর্ব্বাদ লভি ভূপ হরষিত হৈল।
ভিক্ষু দলে পুনরায় ডাকি পাঠাইল ॥
কনক, বসন, মণি, হয়, গজ, রথ।
যেবা যাহা চাহে তাহা দেয় দশরথ ॥
চলিতে চলিতে পাঠ করে গুণগান।
জয় জয় দিনকর-কুল-বিবস্বান * ॥
হেনরূপে শ্রীরামের বিবাহ কথন।
বর্ণিতে না পারে যার সহস্র বদন ॥
পুনঃ পুনঃ নরপতি কৌশিক চরণে।
মাথা নত করি বলে বিনীত বচনে ॥
এই সব সুখ মম, তব মুনিরাজ।
কৃপা কটাক্ষের প্রভাবেতে হৈল আজ ॥
জনকের স্নেহশীল, কার্য্যের পদ্ধতি।
ঐশ্বর্য্য আদির করে প্রশংসা ভূপতি ॥
প্রত্যহ বিদায় উঠি চাহে নরপতি।
রাখে প্রেমে যত্ন করি মিথিলার পতি ॥
নিত্য নব সমাদর সমধিক হয়।
আতিথ্য বিবিধরূপে প্রত্যহ করয় ॥
হেনরূপে বহুদিন বিগত হইল।
স্নেহরজ্জু যেন বরযাত্রিরে বাঁধিল ॥
তবে বিশ্বামিত্র আর শতানন্দ গিয়া।
মিথিলাপতিরে কহিলেন বুঝাইয়া ॥
এবে আজ্ঞা কর দশরথেরে যাইতে।
যদিও প্রেমের বশে না পার ছাড়িতে ॥
ভাল নাথ বলি, মন্ত্রিগণে ডাকাইল।
জয় জয় বলি তাঁরা মাথা নামাইল ॥
যাইতে চাহেন এবে অযোধ্যা-নৃপতি।
অন্দরে সংবাদ গিয়া দেহ শীঘ্রগতি ॥
শুনি প্রেমবশে মগ্ন হৈল সর্ব্বজন।
বিপ্র রাজসভাসদ ছিল যত জন ॥

———*———

বরযাত্রিগণের বিদায়।

বরাত যাইছে শুনি পুরবাসিগণ।
জিজ্ঞাসে বিকল হ'য়ে একে অন্যজন ॥
যাওয়া সুনিশ্চিত জানি সবে দুঃখীমন।
সন্ধ্যাকালে সরসিজ মলিন যেমন ॥
পথেতে করিবে যথা বরাতী বিশ্রাম।
নানাবিধ দ্রব্য রাখিলেন সেই স্থান ॥
বিবিধ পক্বান্ন নানারূপ ফল কত।
ভোজনের সজ্জা কভু না হয় বর্ণিত ॥
বৃষ পৃষ্ঠে দ্রব্য রাখি সঙ্গেতে কাহার।
পাঠায় জনক কত আর সূপকার ॥
লক্ষ তুরঙ্গম রথ পঁচিশ হাজার।
নখ-শিখা বিভূষিত ভূষণে সবার ॥
উন্মত্ত সহস্র-দশ, হস্তী সুসজ্জিত।
যাহা দেখি দিগ্‌গজগণ বিলজ্জিত ॥
শকট ভরিয়া স্বর্ণথালি, বস্ত্র, মণি।
গো, মহিষ, নানাবস্তু সংখ্যা নাহি গণি ॥
কত যে যৌতুক তাহা না হয় বর্ণিত।
প্রদানিল পুনরায় বিদেহের নাথ ॥
নিরীক্ষণ করি তাহা লোকপতিগণ।
আপন বৈভব তুচ্ছ বলি ভাবে মন ॥
হেনরূপে সর্ব্বদ্রব্য সজ্জিত করিয়া।
জনক অবধপুরে দিল পাঠাইয়া ॥
যাইছে বরাত শুনি সব রাণীগণ।
বিকল, অত্যল্প জলে যথা মীনগণ ॥

* সূর্য্য কুলের সূর্য্য।

পুনঃ পুনঃ ক্রোড়ে করি সীতারে লইল।
আশীর্ব্বাদ দিয়া বহু শিক্ষা প্রদানিল॥
পতি চিরদিন প্রিয় হউন তোমার।
চিরায়ুষ্মতী হও এই আশীষ সবার॥
গুরু শ্বশ্রূ শ্বশুরের সেবন করিবে।
পতি-চিত্ত অনুসারে আদেশ পালিবে॥
সুচতুরা সখী অতি স্নেহের কারণে।
শিখাইল নারীধর্ম্ম মধুর বচনে॥
সমাদরে কন্যাগণে বুঝা'য়ে সকল।
পুনঃ পুনঃ রাণীগণ হৃদয়ে লইল॥
বার বার মাতৃগণ আসিয়া মিলিল।
কহিল বিধাতা কেন রমণী স্বজিল॥
হেন অবসরে সঙ্গে করি ভ্রাতৃগণ।
সুশ্যামল রাম ভানুকুল-বিভূষণ॥
জনক মন্দিরে চলে হরষিত চিতে।
বিদায় লইতে সর্ব্ব জন নিকটেতে॥
চারি ভ্রাতৃবর হয় স্বভাবে সুশীল।
নগরের নরনারী দেখিতে ধাইল॥
কেহ বলে সবে আজি ইচ্ছে যাইবারে।
বিদেহ বিদায় দিল সাজা'য়ে সবারে॥
নয়ন ভরিয়া রূপ কর নিরীক্ষণ।
পরম অতিথি প্রিয় সুত চারিজন॥
শুনহ চতুরে কিবা পুণ্যেতে না জানি।
নয়ন অতিথি করিলেন বিধি আনি॥
মুমূর্ষু করিয়া লাভ যেমন অমৃত।
কল্পবৃক্ষ লভি জন্ম-দরিদ্র যেমত॥
নারকী হরির পদ লভিয়া যেমন।
সেরূপ মোদের হয় ইঁহার দর্শন॥
নিরখিয়া রাম শোভা হৃদয়েতে ভর।
মানস ফণীর'পরে মূর্ত্তি-মণি ধর*॥

হেনরূপে নেত্রফল প্রদানি সবারে।
সব ভ্রাতৃগণ যা'ন নৃপতির ঘরে॥
রূপসুধাসিন্ধু বন্ধুগণেরে হেরিয়া।
রাণীগণ হর্ষে উঠিলেন দাঁড়াইয়া॥
শাশুড়ী সকলে বহু ধন লুঠাইয়া।
করিল আরতি অতি হর্ষিত হইয়া॥
রাম ছবি হেরি অতি অনুরাগ বাড়ে।
প্রেমেতে বিবশ পুনঃ পুনঃ পদে পড়ে॥
নাহি রহে লাজ, প্রেমে ভরিল হৃদয়।
স্বাভাবিক স্নেহ তাহা বর্ণন না হয়॥
মাখা'য়ে হরিদ্রা তৈল স্নান করাইল।
ভ্রাতৃগণে ছয় রস খাইবারে দিল॥
বলিলেন রাম শুভ অবসর জানি।
স্নেহশীলময় আর সঙ্কুচিত বাণী॥
অযোধ্যা নগরে রাজা যাইতে ইচ্ছিল।
বিদায় লইতে আমাদেরে পাঠাইল॥
আজ্ঞা দেহ, মাতঃ? সবে হরষিত চিত।
বালক জানিয়া স্নেহ করিবে নিয়ত॥
শুনিয়া বচন ব্যাকুলিত রাণীগণ।
শাশুড়ীগণের মুখে না সরে বচন॥
সকল কুমারীগণে হৃদয়ে লইল।
জামাতৃগণেরে সঁপি বিনয় করিল॥
জননী শ্রীরামে সীতা করি সমর্পণ।
পুনঃ পুনঃ যোড়করে বলেন বচন॥
বালাই তোমার, তাত? তুমি জ্ঞানবান।
সবার অবস্থা তুমি ভালরূপে জান॥
পরিবার পরিজন আমা সবাকার।
পুরাণের সম সীতা সেরূপ রাজার॥
কহিছে তুলসী স্নেহশীলতা সীতার।
হেরিয়া কিঙ্করী জানি করিও স্বীকার॥

* চিত্তরূপ সর্পের উপরে রামচন্দ্রের মূর্ত্তিরূপ মণি ধারণ কর।

সর্ব্ব বাসনাতে পরিপূর্ণকাম তুমি।
প্রেমের ভিখারী আর জ্ঞানী শিরোমণি॥
ভকত জনের অনুগ্রাহক শ্রীরাম।
পাপরাশি-নাশী প্রভু করুণা-নিধান॥
এত বলি রাণী পদ ধরিয়া পড়িল।
প্রেমপঙ্কে যেন বাক্য ডুবিয়া রহিল॥
স্নেহপূর্ণ শ্রেষ্ঠ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সম্মানি প্রবোধে রাম নিজ শ্বশ্রূগণ॥
কর যুড়ি রামচন্দ্র বিদায় মাগিল।
পুনঃ পুনঃ রাণীগণে প্রণাম করিল॥
লভিয়া আশীষ পুনঃ প্রণাম করিয়া।
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে রাম গেলেন চলিয়া॥
মধুর মূরতি হৃদে করিয়া ধারণ।
স্নেহে ব্যাকুলিত হইলেন রাণীগণ॥
ধৈর্য্য ধরি পুনরায় ডাকি কন্যাগণে।
মিলিতে লাগিল পুনঃ পুনঃ মাতৃগণে॥
পাঠাইয়া কন্যাগণে ভেট করে পুনঃ।
স্বল্প প্রীতি পরস্পর না হয় বর্দ্ধন॥
পুনশ্চ পৃথক হৈয়া মিলে সখীসনে।
নূতন প্রসূতা গাভী যথা বৎসসনে॥
সকল পুরুষ নারী প্রেমেতে মগন।
সখীগণ আর ছিল যত রাণীগণ॥
মনে হয় এবে বুঝি বিদেহ নগরে।
বিরহ, করুণ রস আসি বাস করে॥
শুক সারি দুই পক্ষী জানকী যাদেরে।
পড়াইত নিত্য রাখি সোনার পিঞ্জরে॥
বৈদেহী কোথায় বলি ব্যাকুল হইল।
সেহ শুনি কার নাহি ধৈরয টুটিল॥
হইল ব্যাকুল হেন খগ মৃগগণ।
মনুষ্যের দশা কিবা কে করে বর্ণন॥
জনক ভ্রাতার সহ আসিল সে কালে।
উথলিল প্রেম, নেত্র ভরিলেক জলে॥

সীতারে হেরিয়া তাঁর ধৈরয ভাঙ্গিল।
যদিও বিরাগী বলি আখ্যা তাঁর ছিল॥
জানকীরে নরপতি হৃদয়ে তুলিল।
জ্ঞানের মর্য্যাদা আর কিছু না রহিল॥
সুচতুর মন্ত্রীগণ কত বুঝাইল।
সময়ের গুণে সব বিফল হইল॥
পুনঃ পুনঃ জানকীরে হৃদয়ে লইল।
সাজাইয়া চতুর্দ্দল আনিতে কহিল॥
প্রেমেতে বিবশ যত পরিবারগণ।
জানি নরপতি তবে মঙ্গল লগন॥
সিদ্ধ গণেশেরে মনে করিয়া স্মরণ।
চড়াইল চতুর্দ্দলে সব কন্যাগণ॥
বহুরূপে নৃপ কন্যাগণে বুঝাইল।
কুলরীতি, নারীধর্ম্ম সব শিখাইল॥
প্রদান করিল বহু দাস দাসীগণ।
পবিত্র সেবক প্রিয় সীতার যে জন॥
চলিলেন সীতা ব্যাকুলিত পুরবাসী।
হইল শকুন শুভ সুমঙ্গল রাশি॥
ব্রাহ্মণ সচিব আর সমাজ সহিতে।
চলিলেন নরপতি পঁহুছায়ে দিতে॥
শুভ অবসর দেখি বাজনা বাজিল।
রথ, গজ, বাজি, বরযাত্রীরা সাজিল॥
দশরথ তবে বিপ্রগণে ডাকাইল।
দান মানে পরিপূর্ণ সবারে করিল॥
চরণ-সরোজ-ধূলি মস্তকে ধরিয়া।
হৃষ্টমতি মহীপতি আশীষ লভিয়া॥
স্মরিয়া শ্রীগজাননে প্রস্থান করিল।
শকুন মঙ্গলময় বিবিধ হইল॥
হরষে কুসুম সুর করে বরিষণ।
গান করে মনোহর অপ্সরারগণ॥
অবধ পুরেতে চলে অবধের পতি।
করাইয়া বাদ্যধ্বনি অতি হৃষ্ট মতি॥

সবিনয়ে দশরথ সবে ফিরাইল।
সাদরে সকল ভিক্ষুগণে ডাকাইল ॥
ভূষণ, বসন, গজ, বাজি, সবে দিল।
সপ্রেমে সন্তোষি সবে বিদায় করিল ॥
পুনঃ পুনঃ বংশাবলী কীর্ত্তন করিয়া।
ফিরিল সকলে রামে হৃদয়ে লইয়া ॥
অযোধ্যার পতি পুনঃ পুনঃ কত কহে।
জনক প্রেমের বসে ফিরিতে না চাহে ॥
পুনঃ কহিলেন ভূপ বচন সুন্দর।
ফিরে যাও নৃপ আসা হৈল বহুদূর ॥
চতুর্দ্দল হৈতে রাজা নামি দাঁড়াইল।
প্রেমের প্রবাহ দুই নেত্রেতে বাড়িল ॥
বলিল বিদেহরাজ যুড়ি কর দ্বয়।
সুধাতে মগন যেন বচন নিচয় ॥
কিরূপেতে পারি আমি করিতে বিনয়।
আমার গৌরব মহারাজ হৈতে হয় ॥
বৈবাহিক তথা আপনার নিজ জেনে।
করিল সম্মান দশরথ হৃষ্টমনে ॥
মিলিল বিনতি তথা প্রেম পরস্পর।
হৃদয়ে না ধরে পূর্ণ হৈল কলেবর ॥
রাজঋষি মুনিগণে প্রণাম করিল।
সবার নিকট হৈতে আশীষ লভিল ॥
সাদরে মিলিল পুনঃ সহিত জামাতা।
রূপশীলগুণনিধি হয় সব ভ্রাতা ॥
মনোহর করপদ্মযুগ যোড় করি।
বলিল বচন হেন যেন প্রেম ভরি ॥
হে রাম, কেমনে আমি তোমারে প্রশংসি।
তুমি মুনি-মহেশ্বর-মন-রাজহংসী ॥
যোগীগণ করে যোগ যাঁহার লাগিয়া।
ক্রোধ, মোহ, মদ আর মমতা ত্যজিয়া ॥
অলক্ষ্য ব্যাপক ব্রহ্ম নিত্য অবিনাশী।
চিদানন্দ নিরগুণ সর্ব্ব গুণরাশি ॥
মন সহ বাক্য যার না পায় সন্ধান।
অনুমান গণে নাহি হয় অনুমান ॥
নেতি নেতি বলি বেদ গুণ যাঁর গায়।
তিনকালে যিনি একরূপ বর্ত্তমান ॥
সমস্ত সুখের মূল সেই প্রভু তুমি।
নয়ন গোচর মম হইলেন স্বামী ॥
সংসারে জীবের লভ্য যাহা কিছু সব।
ঈশ অনুকূল হ'লে হয়ত সুলভ ॥
সকল রূপেতে মোরে প্রভুত্ব দিয়াছ।
নিজ জন জানি আপনার করিয়াছ ॥
নাগেন্দ্র, শারদা দশ সহস্রেক হয়।
কোটি কল্পে ধরি যদি গণনা করয় ॥
মম ভাগ্য আর গুণগান আপনার।
নাহি পারে রঘুনাথ করিতে বিচার ॥
যাহা কিছু বলি আমি এক মাত্র বল।
স্বল্প প্রেমে তুষ্ট তুমি, ইহাই সম্বল ॥
বার বার করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই।
ভ্রমেও ওপদ যেন ভূলিয়া না যাই ॥
প্রীতি-পূর্ণ হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পূর্ণকাম রাম হইলেন তুষ্ট মন ॥
করিল বিনয় বহু শ্বশুরে সম্মানে।
কৌশিক বশিষ্ঠ আর পিতৃসম জেনে ॥
জনক ভরতে বহু বিনয় করিল।
সপ্রেমে মিলিয়া পুনঃ আশীর্ব্বাদ দিল ॥
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন সহ পুনশ্চ মিলিয়া।
আশীর্ব্বাদ দিল নৃপ হরষিত হৈয়া ॥
হইয়া প্রেমেতে মগ্ন সবে পরস্পর।
নমঃ প্রতি নমস্কার করে নিরন্তর ॥
পুনঃ পুনঃ সবিনয়ে প্রশংসা করিয়া।
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে রাম গেলেন চলিয়া ॥
জনক কৌশিক পদে গিয়া প্রণমিল।
চরণের রেণু, শির নয়নে লইল।

শুন মুনিবর শুভ দর্শনে তোমার।
না হয় দুর্ল্লভ কিছু বিশ্বাস আমার॥
যে সুখ সুযশ লোকপতিগণ চাহে।
লভিবার ইচ্ছা করি সঙ্কুচিত রহে॥
সে সুখ সুযশ মম সুলভ সকল।
সর্ব্ব সিদ্ধ হয় তব দর্শনে কেবল॥
পুনশ্চ বিনয় করি প্রণাম করিল।
আশীর্ব্বাদ লভি রাজা ফিরিয়া আসিল॥
বাদ্য বাজাইয়া চলে বরযাত্রিগণ।
ছোট বড় সবে হইলেন হৃষ্ট মন॥
শ্রীরামে নিরখি অন্য গ্রামবাসীগণ।
হইলেন সুখী তৃপ্ত করিল নয়ন॥
পথি মধ্যে স্থানে স্থানে নিবাস করিল।
দর্শকগণেরে বহু সুখ প্রদানিল॥
অযোধ্যা সমীপে শুভ সুপবিত্র দিনে।
আসি উপস্থিত হৈল বরযাত্রিগণে॥
শ্রীতুলসী দাস, পাশে পাইয়া প্রসাদ।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে কহে রাধিকাপ্রসাদ॥

——:*:——

বরযাত্রিগণের অযোধ্যাপুরিতে প্রত্যাগমন।

বাজিল দামামা ঢোল উত্তম বাজন।
ভেরী, শঙ্খধ্বনি, অশ্ব, গজের গর্জ্জন॥
মৃদঙ্গ, ডিণ্ডিম, ঝাঁঝ অতীব সুন্দর।
সানাই সরস রাগে বাজে মনোহর॥
বরযাত্রী আসিলেক শুনি পুরজন।
পুলকে পুরিল দেহ সবে হৃষ্ট মন॥
রম্য গৃহ সবে সাজাইল আপনার।
হাট, বাট, চতুষ্পথ নগরের দ্বার॥
সুগন্ধিত জলে গলি সকল সিঞ্চিল।
যথা তথা চতুষ্কোণ করি পুরাইল॥
বাজার নির্ম্মাণ কৈল না হয় বাখান।
তোরণ পতাকা ধ্বজা বিবিধ বিতান॥
সফল সুপারী বৃক্ষ, কদলী, রসাল।
রোপিল বকুল আর কদম্ব তমাল॥
মঙ্গল কলস নানারূপ স্তরে স্তরে।
রাখিলেন সাজাইয়া প্রতি গৃহদ্বারে॥
রঘুবর পুরশোভা করি নিরীক্ষণ।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অতি হৃষ্ট হ'ন॥
রাজপুরী শোভা সেইকালে হেন হৈল।
রচনা হেরি কাম-মন মুগ্ধ হৈল॥
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সুন্দরতা, শকুন মঙ্গল।
ঋদ্ধি, সিদ্ধি, সুখ আর সম্পত্তি সকল॥
স্বভাব সুন্দর, যেন সকল উৎসাহ।
দশরথ গৃহে আসিলেক ধরি দেহ॥
রামচন্দ্র-বৈদেহীরে দেখিবার তরে।
কাহার লালসা বল না হয় অন্তরে॥
দলে দলে মিলি চলে যত সুভাষিণী।
শোভা হেরি লজ্জা পায় মদন-রমণী॥
গৃহে সবে সুমঙ্গল সাজা'য়ে আরতি।
ধরিলেন বহু বেশ যেন সরস্বতী॥
কোলাহল হৈল ভরি নৃপতি ভবন।
সেকালের সুখ কভু না হয় বর্ণন॥
কৌশল্যা প্রভৃতি যত রামমাতৃগণ।
প্রেম বশে দেহ নিজ ভুলিল তখন॥
শিব-গণপতি-পূজা করি সমাধান।
বিপ্রগণে বহু ধন করিলেন দান॥
প্রমোদিত হৈল সবে দরিদ্র যেমন।
ধর্ম্মাদি পদার্থ চারি পেয়ে সুখী হ'ন॥
বিবশ আনন্দে প্রেমে সব মাতৃগণ।
শিথিল হইল অঙ্গ না চলে চরণ॥
রামের দরশ তরে অনুরাগ চিতে।
আরতির দ্রব্য সবে লাগে সাজাইতে॥

বিবিধ বিধানে বাদ্য বাজিতে লাগিল।
আনন্দে সুমিত্রা শুভ দ্রব্য সাজাইল॥
হরিদ্রা, পল্লব, দধি, দুগ্ধ আর ফুল।
সুপারী, পানাদি যাহা মঙ্গলের মূল॥
যবাঙ্কুর, লাজ, আর রোচনা, অক্ষত।
তুলসী মাঞ্জরী পৃত করে একত্রিত॥
স্বর্ণবর্ণ পূর্ণ ঘট স্বভাব সুন্দর।
যেন কামদেব-পক্ষী নীড় মনোহর॥
শুভ সুগন্ধিত দ্রব্য কিরূপে বাখানি।
সকল মঙ্গল সাজে, সাজে সব রাণী॥
বিবিধ বিধানে রচি আরতি সুন্দর।
হরষে মঙ্গল গান করে সুমধুর॥
কনকের থালি শুভ দ্রব্যেতে পূরিয়া।
কমল করেতে মাতৃগণ চলে ল'য়া॥
আরতি করিতে চলে হইয়া মুদিত।
পুলক কদম্বে গাত্র হয় পল্লবিত॥
ধূপ-ধূমে শ্যামবর্ণ হইল গগন।
শ্রাবণের মেঘ যেন করে আচ্ছাদন॥
পারিজাত পুষ্প মালা বর্ষে দেবগণ।
বকশ্রেণী যেন আকর্ষণ করে মন॥
মনোহর মণিময় সজ্জিত তোরণ।
ইন্দ্রধনু শোভা যেন করিছে হরণ॥
গবাক্ষ হইতে উঁকি মারিছে ভামিনী।
চঞ্চলা চমকে যেন চারু সৌদামিনী॥
দুন্দুভির ধ্বনি ঘোর মেঘের গর্জ্জন।
যাচক চাতক ভেক ময়ূরের গণ॥
সুগন্ধি পবিত্র জল বর্ষে দেবগণ।
ক্ষেত্ররূপ নরনারী সবে সুখী হ'ন॥
সুসময় জানি, গুরু করিলে আদেশ।
রঘুকুলমণি পুরে করেন প্রবেশ॥
স্মরিয়া গিরিজা, শম্ভু আর গণরাজ।
[illegible] সমাজ॥

শুভ চিহ্ন চারি দিকে করে নিরীক্ষণ।
বাজা'য়ে দুন্দুভি, পুষ্প বর্ষে দেবগণ॥
নাচিছে অপ্সরাগণ হ'য়ে হরষিত।
গাহিতেছে মনোহর সুমঙ্গল গীত॥
মাগধ, চতুর নট, সুত বন্দিগণ।
তিন লোকে খ্যাত কীর্ত্তি করয়ে কীর্ত্তন॥
সুমঙ্গলময় জয়ধ্বনি সুবিমল।
বেদধ্বনি দশ দিক হৈতে শ্রুত হৈল॥
ঘোর রবে বাদ্য সব বাজিতে লাগিল।
গগনে দেবতা, নর নগরে মাতিল॥
বরযাত্রিগণ শোভা না হয় বর্ণন।
সুখ নাহি ধরে অতি হরষিত মন।
পুরবাসী দশরথে প্রণাম করিল।
শ্রীরামে নিরখি অতি আনন্দ লভিল॥
কৌতুকে লুঠায় বস্ত্র আর মণিগণ।
শরীরে পুলক, জলে পূরিত লোচন॥
করিল আরতি প্রমোদিত পুরনারী।
নিরখে হরষে সুকুমার বর চারি॥
শিবিকার পর্দ্দা সবে করি উত্তোলন।
কন্যাগণে দেখি অতি হৃষ্ট হৈল মন॥
হেনরূপে সুখ প্রদানিয়া সবাকারে।
আসিলেন সর্ব্বজন রাজার দুয়ারে॥
আরতি করয়ে মাতৃগণ হর্ষ মনে।
কুমারগণের সহ সব বধূগণে॥
আরতি করিতে লাগিলেন বারে বারে।
আনন্দ প্রবাহ কত কে বর্ণিতে পারে॥
বস্ত্র নানাজাতি, মণি, বিবিধ ভূষণ।
কৌতুকে প্রদানে কত কে করে গণন॥
বধূগণ সহ দেখি পুত্র চারিজন।
পরম আনন্দে মগ্ন হৈল মাতৃগণ॥
পুনঃ পুনঃ সীতারাম-ছবি নিরখিয়া।
হরষিত বিশ্বে জন্ম সার্থক জানিয়া॥

সীতামূর্ত্তি পুনঃ পুনঃ দেখি সখীগণ।
গান করে নিজ পুণ্য করিয়া স্মরণ॥
ক্ষণে ক্ষণে বরিষয়ে পুষ্প দেবগণ।
নাচি গাহি নিজ সেবা করায় দর্শন॥
মনোহর জোড় চারি করি নিরীক্ষণ।
শারদা উপমা সব করে অন্বেষণ॥
দিতে নাহি পারে সব লঘু বোধ হৈল।
অনুরাগে রূপ হেরি চাহিয়া রহিল॥
বেদনীতি অনুসারে করি কুলরীতি।
রাস্তার উপরে বহুমূল্য বস্ত্র পাতি॥
অর্ঘ্য দিয়া বধূগণ সহ সুত চারি।
লইয়া চলিল সবে গৃহের মাঝারি॥
স্বভাব-সুন্দর ছিল চারি সিংহাসন।
নির্ম্মাণ করিল যেন স্বয়ং মদন॥
কুমার কুমারী তদুপরি বসাইল।
সমাদরে সুপবিত্র পদ ধোয়াইল॥
ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি বেদের বিধানে।
মঙ্গলের নিধি পূজে বরকন্যাগণে॥
পুনঃ পুনঃ বহুবার আরতি করিল।
ব্যজন, চামর চারু শিরে ঢুলাইল॥
কৌতুকে বিবিধ বস্তু করিল প্রদান।
মাতৃগণ পূর্ণানন্দে পূর্ণ শোভাপান॥
পাইল পরম তত্ত্ব যেন মহাযোগী।
লভিল অমৃত যেন সদা রোগভোগী॥
জনমদরিদ্র স্পর্শমণি পায় যেন।
সুখী যথা অন্ধজন পাইয়া লোচন॥
মূক জনে যেন দেবী শারদা পাইল।
সমরেতে শূর যেন বিজয়ী হইল॥
রঘুকুল-চন্দ্র যবে সহ ভ্রাতৃগণ।
বিবাহ করিয়া আইলেন নিকেতন॥
এই সব সুখ হৈতে শতকোটী গুণ।
লভিল আনন্দ মাতৃগণ অনুক্ষণ॥

লোকাচার সব কিছু করে মাতৃগণ।
বরবধূগণ তাহে সঙ্কুচিত হ'ন॥
হেনরূপে সকলের দেখিয়া আনন্দ।
হাসিতে লাগিল মনে মনে রামচন্দ্র॥
মনের বাসনা সব পূরণ হইল।
সেই হেতু দেব-পিতৃগণেরে পূজিল॥
সকলে বন্দনা করি চাহে বরদান।
সহ ভ্রাতৃগণ হৌক রামের কল্যাণ॥
অদৃশ্যে থাকিয়া দেব আশীর্ব্বাদ দিল।
অঞ্চল ভরিয়া হর্ষে মাতৃগণ নিল॥
বরযাত্রিগণে নরপতি ডাকাইল।
বসন, ভূষণ, মণি, যানাদি অর্পিল॥
আদেশ লইয়া হৃদে চিন্তিয়া রামেরে।
হৃষ্ট মনে গেল সবে নিজ নিজ ঘরে॥
পুরনরনারীগণে বস্ত্রাদি দানিল।
মঙ্গল বাজনা প্রতি ঘরে ঘরে হৈল॥
ভিক্ষুগণে যাহা যাহা যাচিঞা করিল।
প্রমোদিত নরপতি তাহা তাহা দিল॥
বহু বাদ্যকর তথা সেবক সকল।
সাদরে প্রদানি ধন সবে তুষ্ট কৈল॥
জয় জয় বলি সবে আশীর্ব্বাদ দিল।
গুণের কীর্ত্তন বহু করিতে লাগিল॥
সঙ্গে করি তবে গুরু ব্রাহ্মণের গণ।
আপন ভবনে নৃপ করিল গমন॥
যেরূপ বশিষ্ঠ গুরুদেব আদেশিল।
লোক বেদ অনুসারে সকল করিল॥
ব্রাহ্মণগণের ভীড় দেখি সব রাণী।
উঠিলেন সম্মাদরে বড় ভাগ্য জানি॥
পদ ধৌত করি সবে স্নান করাইল।
পূজিয়া উত্তমরূপে নৃপ ভুঞ্জাইল॥
সম্মাদরে দান করি প্রেমে তুষ্ট কৈল।
আশীর্ব্বাদ দিতে দিতে তাঁরা চলি গেল॥

গাধির নন্দনে পূজে বিবিধ বিধানে॥
মম সম ধন্য নাথ হয় কোন্ জনে॥
বহুরূপে নরপতি প্রশংসা করিল।
রাণীগণ সহ প্রেমে পদধূলি লৈল॥
ভবন ভিতরে দিল রহিবারে স্থান।
রাণীগণ সহ মন নৃপতি যোগান॥
গুরুপাদপদ্ম পুনঃ করিল পূজন।
করিয়া বিনতি প্রেমে হৃদয় পূরণ॥
যতেক কুমার সর্ব্ব বধূর সহিত।
সর্ব্ব রাণীগণ সহ রাজা দশরথ॥
পুনঃ পুনঃ গুরুদেবচরণ বন্দিল।
মুনিবর হৃষ্ট মনে আশীর্ব্বাদ দিল॥
প্রেমেতে গদগদ নৃপ করিল বিনয়।
ধন, জন, পুত্র, প্রভু? সব তব হয়॥
নিজ প্রাপ্য দান মুনি মাগিয়া লইল।
সকলেরে বহুবিধ আশীর্ব্বাদ দিল॥
সীতা সহ রামে হৃদে করিয়া ধারণ।
হরষে গেলেন গুরু আপন ভবন॥
বিপ্রবধূগণে ভূপ করি আমন্ত্রণ।
সুচারু বসন আর দিল বিভূষণ॥
সুভগা রমণীগণে পুনঃ ডাকাইল।
রুচি অনুসারে বস্ত্র ভূষণাদি দিল॥
যে যাহা পাবার যোগ্য সে তাহা পাইল।
রুচি অনুরূপ নৃপ সবাকারে দিল॥
প্রিয় পূজাযোগ্য যেই অতিথিরে জানে।
ভালরূপে নরপতি তারেও সম্মানে॥
শ্রীরামবিবাহ দেখি যত দেবগণ।
প্রশংসি আনন্দে করে পুষ্প বরিষণ॥
নানাবিধ বাদ্য বাজাইয়া যত সুর।
সুখী মনে চলিলেন নিজ নিজ পুর॥
সর্ব্বরূপে সবে ভূপ সমাদর করি।
রহিল হৃদয়ে মহা মহোৎসব ভরি॥

অন্দর মহলে পুনঃ করিয়া গমন।
কুমারগণেরে দেখে সহ বধূগণ॥
অতীব আনন্দে কোলে তুলিয়া লইল।
কে কহিতে পারে তাহে কত সুখ হৈল॥
বধূগণে তুলি প্রেমে কোলের উপরে।
হরষিত মনে পুনঃ পুনঃ স্নেহ করে॥
হরষিত রাণীগণ সে শোভা দেখিয়া।
সুখ যেন হৃদে বাস করিল আসিয়া॥
কহিলেন ভূপ যথা বিবাহ ঘটিল।
শুনি শুনি সবে অতি হরষিত হৈল॥
জনকের গুণশীল প্রভুত্ব প্রভৃতি।
সুন্দর বৈভব আর কিবা প্রীতি রীতি॥
ভাট সহ বহুবিধ বর্ণিল নৃপতি।
শুনিয়া সে সব রাণীগণ হৃষ্ট মতি॥
স্নান করি নরপতি সহ পুত্রগণ।
বিপ্র, গুরু, জ্ঞাতিগণে করি আবাহন॥
বহুবিধ ভোগ্য দ্রব্য ভোজন করিল।
পাঁচ ঘণ্টা রাত্রি হেনরূপে গত হৈল॥
সুন্দরী রমণী করে সুমঙ্গল গান।
মনোহর রাত্রি হৈল সুখের নিধান॥
আচমন করি করে তাম্বুল সেবন।
সুগন্ধ মাল্যেতে করে অঙ্গ বিভূষণ॥
রামে নিরীক্ষণ করি আদেশ লইয়া।
নিজ নিজ ঘরে গেল প্রণাম করিয়া॥
বিনোদ প্রমোদ প্রেম অধিক প্রভুতা।
সেকালীন সমাজের যেবা সুন্দরতা॥
কহিতে না পারে শত শারদা, নাগেশ।
পদ্মযোনি ব্রহ্মা, বেদ, মহেশ, গণেশ॥
করিব বর্ণন আমি তাহা কিরূপেতে।
ভূমিনাগ* শিরে পৃথ্বী পারে কি ধরিতে।
সম্মানি সকলে নৃপ সকল রূপেতে।
রাণীগণে মৃদু বাক্য লাগিল কহিতে॥

* ভূমিনাগ—কেঁচো।

আসিল বালিকা বধূগণ পরঘরে।
নেত্রের পলক সম রাখিও সবারে ॥
নিদ্রাবিষ্ট পরিশ্রান্ত সব পুত্রগণ।
এখন সকলে গিয়া করহ শয়ন ॥
বিশ্রাম গৃহেতে গেল এতেক কহিয়া।
শ্রীরামচরণে চিত্ত অর্পণ করিয়া ॥
ভূপের বচন শুনি প্রেমেতে পূরিত।
বিছায় পালঙ্ক মণি-কনক জড়িত ॥
গাভী-দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যা সুকোমল।
উপরে চাদর তাহে স্বচ্ছ সুনির্ম্মল ॥
উপাধান শোভা কভু না হয় বর্ণিত।
মণির মন্দিরে মাল্য-গন্ধে আমোদিত ॥
মনোহর চন্দ্রাতপ দীপ রত্নময়।
যে দেখেছে সেই জানে বর্ণন না হয় ॥
সুরুচির শয্যা রচি উঠায়ে রামেরে।
শয়ন করায় লয়ে পালঙ্ক উপরে ॥
পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা তবে ভ্রাতৃগণে দিল।
নিজ নিজ স্থানে সবে শয়ন করিল ॥
শ্যাম মৃদু মঞ্জু গাত্র করি নিরীক্ষণ।
সপ্রেমে বলেন বাক্য সব মাতৃগণ ॥
অতি ভয়ঙ্করা, তাত ! পথ মধ্যে যেতে।
তাড়কা রাক্ষসী বধ কর কিরূপেতে ॥
ঘোর নিশাচর যোদ্ধা অতীব ভীষণ।
যুদ্ধস্থলে কাহাকেও না করে গণন ॥
মারীচ সুবাহু খলে সহ সৈন্যগণ।
কিরূপেতে তাত ! তুমি করিলে নিধন ॥
মুনির প্রসাদে তাত ! বালাই তোমার।
বহু বিঘ্ন করে দূর ভব কর্ণধার ॥
যজ্ঞের রক্ষণ করি ভাই দুই জন।
গুরুর প্রসাদে পাও সব বিদ্যাধন ॥

পদধূলি পেয়ে তরে গৌতমের নারী।
রহিল কিরতী তব ত্রিভুবন ভরি ॥
কমঠের পৃষ্ঠ বজ্র সদৃশ কঠোর।
শিবধনু ভাঙ্গ রাজসমাজ ভিতর ॥
বিশ্বের বিজয়, যশ, জানকী লভিয়া।
আসিলে ভবনে, দিয়া ভ্রাতৃগণ বিয়া ॥
অলৌকিক হয় তব সকল করম।
কেবল কৌশিক কৃপা ইহার কারণ ॥
সার্থক হইল আজি মোদের জনম।
দেখিলাম তাত ! তব সুধাংশু বদন ॥
না দেখি তোমারে যেই গত হৈল দিন।
সে সব বিরিঞ্চি যেন না করে গণন ॥
বিনয় মাধুর্য্যপূর্ণ কহিয়া বচন।
তুষিলা শ্রীরামচন্দ্র সব মাতৃগণ ॥
শম্ভু, গুরু, বিপ্রপদ করিয়া স্মরণ।
নিদ্রার অধীন হ'য়ে করেন শয়ন ॥
নিদ্রিত বদন শোভা হইল কেমন।
সন্ধ্যাকালে প্রস্ফুটিত কমল যেমন ॥
নারীগণ জাগরণ করি ঘরে ঘরে।
সুমঙ্গল গালি * সবে দেয় পরস্পরে ॥
রাণীগণ কহে, ওগো, দেখগো সজনী।
পুরশোভা হেতু কিবা সেজেছে রজনী ॥
শাশুড়ী শয়ন করে নিজ বধূ লয়ে।
ফণি যেন মণি রাখে হৃদয়ে লুকায়ে ॥
সুপবিত্র কালে প্রাতে শ্রীরাম জাগিল।
মোরগের দল উচ্চে ডাকিতে লাগিল ॥
গুণাবলী গান করে ভাট বন্দীগণ।
প্রতীক্ষা করয়ে আসি দ্বারে পুরজন ॥
বন্দি বিপ্র, গুরু, সুরগণ, পিতা, মাতা।
লভি আশীর্ব্বাদ হরষিত সব ভ্রাতা ॥

* গালি—বিবাহের সময় কৌতুকপূর্ণ গান বিশেষ।

সাদরে জননীগণ বদন নেহারে।
ভূপতির সঙ্গে পরে আসিলেন দ্বারে॥
স্বাভাবিক শুচি সবে শৌচাদি করিল।
পবিত্র নদীতে গিয়া স্নান সমাপিল॥
তবে প্রাতঃকৃত্য যত করি সমাপন।
পিতার নিকটে আসে ভাই চারি জন॥
নিরখিয়া নরপতি হৃদে লাগাইল।
আদেশ লইয়া সবে হরষে বসিল॥
রামে হেরি সভাসদ সবে তুষ্ট হৈল।
লোচন সার্থক বলি অনুমান কৈল॥
কৌশিক বশিষ্ঠ মুনি পুনশ্চ আসিল।
পবিত্র আসন দোঁহে বসিবারে দিল॥
পুত্রগণ সহ পূজি চরণ ছুঁইল।
রামে হেরি গুরুদ্বয় মগন হইল॥
কহেন বশিষ্ঠ ধর্ম্মকথা পুরাতন।
শুনিতে লাগিল নৃপ সহ রাণীগণ॥
মুনিমন অগোচর কৌশিক করম।
হরষে বশিষ্ঠ বহু করেন বর্ণন॥
বলিলেন বামদেব সব সত্য হয়।
যেহেতু ত্রিলোকে কীর্ত্তি ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়॥
ইহা শুনি আনন্দিত হইলেন সব।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-হৃদে অধিক উৎসব॥
মঙ্গল আনন্দ আর মহোৎসব নিত।
হেনরূপে বহুদিন হইলেক গত॥
আনন্দে অযোধ্যাপুরী উছলি উঠিল।
দিন প্রতিদিন তাহা বাড়িতে লাগিল॥
কঙ্কণ খুলিল শুভ লগ্নে শুভ কালে।
হাস্য পরিহাস বহু হইল সে কালে॥
নিত্য নব সুখ হেরি সুখী দেবগণ।
বিধি পাশে যাচে তথা লভিতে জনম॥
প্রতিদিন বিশ্বামিত্র যাইবারে চাহে।
রামের বিনয়-স্নেহবশে তথা রহে॥
নৃপ-প্রেম প্রতিদিন বাড়ে শতগুণ।
মুনিরাজ দেখি তাহা করে প্রশংসন॥
মাগিলে বিদায়, শেষে রাজা অনুরাগে।
পুত্রগণ সহ দাণ্ডাইল গিয়া আগে॥
সকল সম্পত্তি তব, যে কিছু আমার।
নারী পুত্র সহ আমি সেবক তোমার॥
সতত করিও কৃপা প্রতি শিশুগণ।
মধ্যে মধ্যে আমাকেও দিও দরশন॥
এত কহি রাজা সহ পুত্রগণ রাণী।
পড়িল চরণে মুখে নাহি সরে বাণী॥
চলে বিপ্র আশীষিয়া বিবিধ প্রকার।
বর্ণন না হয় প্রেমরীতি তথাকার॥
সপ্রেমে শ্রীরাম সঙ্গে ভ্রাতৃগণে লৈয়া।
পহুঁছায়ে ফিরিলেন আদেশ লইয়া॥
শ্রীরামের রূপ আর ভকতি রাজার।
বিবাহের মহোৎসব আনন্দ অপার॥
প্রশংসিয়া মনে মনে করেন গমন।
গাধিকুলচন্দ্র হ'য়ে হরষিত মন॥
রঘুকুলগুরু বামদেব জ্ঞানীবর।
গাধিনন্দনের করে প্রশংসা বিস্তর॥
মুনির সুযশ শুনি রাজা মনে মন।
আপন পুণ্যের প্রভা করেন চিন্তন॥
রাজাদেশ পেয়ে সবে গৃহেতে ফিরিল।
পুত্রগণ সহ নৃপ নিজ গৃহে গেল॥
রামের বিবাহ-গাথা যথা তথা গায়।
স্বচ্ছ সুপবিত্র যশ তিনলোকে ছায়॥
বিবাহ করিয়া রাম আসে যে সময়।
সে অবধি আনন্দের বাস তথা হয়॥
প্রভুর বিবাহে হইল উৎসব যেমতি।
বর্ণিতে না পারে ফণী আর সরস্বতী॥
শ্রীরাম-জানকী-কীর্ত্তি মঙ্গলের খনি।
কবিকুল-প্রাণ আর সুপবিত্র জানি॥

সেহেতু কহিনু কিছু করিয়া বর্ণন।
সুপবিত্র করিবারে আপন বচন॥
আপন বচনচয় করিতে পাবন।
তুলসী শ্রীরামযশ করিল কীর্ত্তন॥
শ্রীরাম চরিত্র হয় জলধি অপার।
হেন কবি কেবা যেবা পায় তার পার॥
উপবীত বিবাহাদি উৎসব মঙ্গল।
গান করে যেবা এই শুনিয়া সকল॥
সুখী সেহ লভি সীতা রামের প্রসাদ।
তুলসী প্রসাদে কহে রাধিকাপ্রসাদ॥
জানকী-রামের বিয়া সপ্রেমে যে জন।
গান করে কিম্বা প্রেমে করয়ে শ্রবণ॥
সতত আনন্দ তাঁর হৃদয় মাঝার।
শ্রীরামের যশ সর্ব্ব আনন্দ আগার॥

—:*:—

—:*:—

ইতি গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস-কৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদে বালকাণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস-কৃত

রামায়ণ।

অযোধ্যা কাণ্ড।

(১)

বামাঙ্কে চ বিভাতি ভূধরসুতা দেবাপগা মস্তকে।
ভালে বালবিধুর্গলে চ গরলং যস্যোরসি ব্যালরাট্॥
সোঽয়ং ভূতিবিভূষণঃ সুরবরঃ সর্ব্বাধিপঃ সর্ব্বদা।
শর্ব্বঃ সর্ব্বগতঃ শিবঃ শশিনিভঃ শ্রীশঙ্করঃ পাতু মাম্॥
প্রসন্নতাং যা ন গতাভিষেকতস্তথা ন মম্লৌ বনবাসদুঃখতঃ।
মুখাম্বুজশ্রী রঘুনন্দনস্য মে সদাঽস্তু সা মঞ্জুলমঙ্গলপ্রদা॥
নীলাম্বুজ-শ্যামল-কোমলাঙ্গং, সীতাসমারোপিতবামভাগং।
পাণৌ মহাশায়ক চারু চাপং, নমামি রামং রঘুবংশনাথম্॥

বামাঙ্কে ভূধর-সুতা, মস্তকে জাহ্নবী পূতা,
বাল নিশাপতি শোভে ভালে।
বক্ষে শোভে ফণীবর, বিভূতি-ভূষণধর,
নীলকণ্ঠ পূর্ণ হলাহলে॥
সকলের অধীশ্বর, সেই সর্ব্ব সুরবর,
সদা মোরে করুন রক্ষণ।
সর্ব্বগত সদাশিব, শ্রীশঙ্কর শশিনিভ,
সর্ব্বভজন-বিনাশ-কারণ॥
অভিষেক হৈল যবে, প্রসন্নতা হয় তবে,
বনবাসে বিমলিন নয়

হেন মনোহর প্রভা, শ্রীরামের মুখ শোভা,
শুভকর যেন মম হয়॥
সুনীল অম্বুজ সম, সুকোমল অঙ্গ শ্যাম,
বামভাগে শোভে সীতা সতী।
করে মহা ধনুর্ব্বান, রঘুবংশ-নাথ রাম,
করি তাঁরে সাদরে প্রণতি॥
গুরুপাদপদ্মরজে, মানস-মুকুর নিজে,
সুনির্ম্মল করিয়া যতনে।
রাম-কীর্ত্তি সুবিমল, দেয় যেহ চারি ফল,
বরণিব প্রীতিযুত মনে॥

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক প্রস্তাব।

বিবাহ করিয়া রাম আসে যেই হৈতে।
নিত্য নব সুমঙ্গল লাগিল হইতে॥
হইল ভুবন চৌদ্দ মহীধরগণ।
পুণ্য-মেঘ সুখবারি করে বরিষণ॥
ঋদ্ধি সিদ্ধি যোগৈশ্বর্য্য তটিনী সকল।
অযোধ্যা-অম্বুধি সাথে আসিয়া মিলিল *॥
মুনিগণ সদাচারী পুরনারীনর।
পবিত্র অমূল্য সর্ব্বরূপেতে সুন্দর॥
পুরের ঐশ্বর্য্য কিছু না হয় বর্ণন।
এইখানে শেষ যেন ব্রহ্মার রচন॥
সর্ব্বরূপে সর্ব্ব পুরলোক সুখীমন।
রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ॥
হরষিত মাতৃগণ সখীর সহিত।
মনোরথ লতিকারে হেরি ফলযুত॥
চরিত্র স্বভাব আর রামরূপ-গুণ।
দেখি শুনি নরপতি আনন্দিত হ'ন॥
সকলের হৃদয়েতে অভিলাষ হেন।
মহেশে মানত করি বলে সর্ব্বজন॥
যুবরাজ-পদ রাজা আপনি থাকিতে।
রামে দেয় ভাল তবে হয় সবমতে॥
কোন একদিন সব সহিত সমাজ।
রাজসভা মাঝে নৃপ করেন বিরাজ॥
নরনাথ হ'ন সর্ব্ব পুণ্যের মূরতি।
রামের সুযশ শুনি আনন্দিত অতি॥
কৃপা অভিলাষে সর্ব্ব নৃপগণ রয়।
সর্ব্বলোকপালগণ প্রেমাকাঙ্ক্ষী হয়॥
ত্রিভুবনে তিনকালে জগৎ মাঝার।
দশরথ সম ভাগ্য নাহিক কাহার॥
মঙ্গলের মূল রাম তনয় যাঁহার।
যাহা কিছু কহি স্বল্প সকল তাঁহার॥
সহজেতে নৃপ করে দর্পণ লইয়া।
মুকুটে করিল ঠিক বদন হেরিয়া॥
শ্রবণ সমীপে শুভ্র কেশরাশি হৈল।
বৃদ্ধাবস্থা যেন এই উপদেশ দিল॥
রামে যুবরাজ নৃপ করহ এখন।
সফল করিয়া লহ জনম জীবন॥
হেন সুবিচার নৃপ হৃদয়েতে আনি।
শুভদিন আর শুভ অবসর জানি॥
দেহ পুলকিত অতি আনন্দিত মন।
গুরুর নিকটে গিয়া করান শ্রবণ॥
কহিলেন নরপতি শুন মুনিবর।
হইল শ্রীরাম সর্ব্বরূপে গুণধর॥
সেবক সচিব সর্ব্ব নগরনিবাসী।
যে আছে আমার শত্রু মিত্র বা উদাসী॥
সকলের প্রিয় রাম যথা হয় মম।
প্রভু আশীর্ব্বাদ দেহ ধরিলেক যেন॥
পরিবার সহ স্বামী সব বিপ্রগণ।
সকলে করয়ে স্নেহ আপনার সম॥
শ্রীগুরু-চরণ-রেণু যেবা ধরে শিরে।
সকল বিভব যেন সেহ বশ করে॥
আমার সমান আর কেহ না হইল।
প্রভুপদরজ পূজি পাইনু সকল॥
এক অভিলাষ প্রভু মম মনে রয়।
তব অনুগ্রহ হৈলে তাহা পূর্ণ হয়॥

* অর্থাৎ মেঘসমূহ পর্ব্বত উপরে জলবর্ষণ করে, সেই জল ক্রমে নদীরূপে পরিণত হইয়া অবশেষে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, তদ্রূপ মেঘরূপ পুণ্য সমূহ পর্ব্বততুল্য চতুর্দ্দশ ভুবনে জলরূপ সুখ বর্ষণ করিতে লাগিল, সেই সুখ নদী তুল্য ঋদ্ধি, সিদ্ধি ও যোগৈশ্বর্য্যরূপে পরিণত হইয়া অবশেষে সমুদ্ররূপ অযোধ্যানগরীতে আসিয়া মিলিতে লাগিল। অর্থাৎ সেই সময়ে অযোধ্যা সমস্ত সুখের ও ঐশ্বর্য্যের আকররূপে পরিণত হইয়া গেল।

মুনিরে প্রসন্ন নৃপ হেরিয়া তখন।
বলেন আদেশ হৈলে করি প্রকটন ॥
হে নৃপ! তোমার নাম কীর্ত্তির প্রভাবে।
অভিমত ফললাভ হইতেছে ভবে ॥
তব মনে অভিলাষ যখন যা হয়।
ফল সব অনুগামী পিছে পিছে রয় ॥
সর্ব্বরূপে তুষ্ট গুরু মনেতে জানিয়া।
বলিলেন মৃদুবাণী নৃপতি হাসিয়া ॥
হে নাথ! শ্রীরামচন্দ্রে কর যুবরাজ।
কৃপা করি আজ্ঞা দিলে করি যে সমাজ ॥
থাকিতে থাকিতে আমি হৈলে মহোৎসব।
নয়ন করিবে তৃপ্ত পুরবাসী সব ॥
প্রভুর প্রসাদে শিব সব পূর্ণ কৈল।
মনমাঝে রহে এই বাসনা কেবল ॥
পুনঃ চিন্তা নাহি রহে যায় বা শরীর।
না হয় পশ্চাত্তাপ যেন প্রভু ধীর ॥
শুনি মুনি নৃপতির সুন্দর বচন।
মঙ্গল আনন্দমূল ভাবে মনে মন ॥
শুন নৃপ যাঁর শত্রুগণ দুখ পায়।
যাঁহার ভজন বিনা চিন্তা নাহি যায় ॥
তোমার তনয় হইলেন সেই স্বামী।
পবিত্র প্রেমের রাম হ'ন অনুগামী ॥
বিলম্ব না কর, বাক্য শুন নরপতি।
সমাজে ডাকিয়া সজ্জা কর দ্রুতগতি ॥
শুভ দিন সুমঙ্গল হইবে তখন।
রামচন্দ্র যুবরাজ হ'বেন যখন ॥
হরষিত মহীপতি মন্দিরে আসিল।
সেবক, সচিব সুমন্ত্ররে ডাকাইল ॥
জয় জয় কহি সবে মাথা নোয়াইল।
সুমঙ্গল বাক্য নরপতি শুনাইল ॥
হৃষ্টচিত্তে গুরু মোরে কহিলেন আজ।
রামচন্দ্রে নরপতি কর যুবরাজ ॥

ভাল যদি লাগে তোমা সব পঞ্চজনে।
আনন্দে শ্রীরামে টীকা দেহ সর্ব্বজনে ॥
শুনি প্রিয় বাণী মন্ত্রীগণ হরষিত।
বৃক্ষমূলে দিল যেন জল অভিমত ॥
সচিব বিনতি করে যুড়ি দুই কর।
আয়ু হ'ক নৃপতির কোটি সম্বৎসর ॥
ভাল বিচারিলে কার্য্য বিশ্ব-শুভকর।
না করি বিলম্ব ইহা করহ সত্বর ॥
মন্ত্রীবাক্য শুনি নৃপ মোদিত হইল।
বর্দ্ধমান বৃক্ষে যেন শাখা বাহিরিল ॥
কহিলেন নরবর হরষিত মন।
শ্রীরামের রাজ্য অভিষেকের কারণ ॥
যেই যেই আজ্ঞা করিবেন মুনিবর।
তাহা তাহা কর সবে হইয়া সত্বর ॥
কহিলেন মুনিবর মধুর বচন।
সর্ব্ব তীর্থজল সবে কর আহরণ ॥
বিবিধ ঔষধি ফল মূল পত্রফল।
কহে নাম অগণিত যাহা সুমঙ্গল ॥
চামর মৃগের চর্ম্ম বিবিধ বসন।
নানাজাতি রেশমের বস্ত্র অগণন ॥
নানাবিধ মণি সুমঙ্গল বস্তু কত।
রাজ-অভিষেক তরে প্রয়োজন যত ॥
বেদ অনুসারে কহি সকল বিধান।
নগরে রচিতে ক'ন বিবিধ বিতান ॥
সুপারি, কাঁঠাল, কলা, আম্রবৃক্ষ আর।
রোপণ করহ নগরের চারি ধার ॥
মণিতে রচনা কর চারু চতুষ্পথ।
বলহ বাজার যেন হয় সুনির্ম্মিত ॥
গুরু, কুলদেব, আর পূজ গজানন।
সকলরূপেতে কর ব্রাহ্মণ সেবন ॥
তোরণ, পতাকা, ধ্বজ, কলস সুন্দর।
সাজাও তুরগ, রথ আর করিবর ॥

মস্তকে ধরিয়া মুনিবরের বচন।
নিজ নিজ কাজে মন দেয় সর্ব্বজন॥
যাহারে মুনীন্দ্র যেই আজ্ঞা প্রদানিল।
সেই জন সেই কাজ প্রথমে করিল॥
বিপ্র, সাধু, দেবে রাজা করেন পূজন।
শুভকার্য্য করে রাম-মঙ্গল কারণ॥
শ্রীরামের অভিষেক শুনিয়া সুন্দর।
অযোধ্যা নগরে বাদ্য বাজে ঘনঘোর॥
রাম-সীতা দেহে হয় শকুন মঙ্গল।
উভয়ের শুভ অঙ্গ নাচিতে লাগিল॥
প্রেমে পুলকিত হ'য়ে পরস্পর কয়।
ভরতের আগমনসূচক এ হয়॥
অতিশয় চিন্তা হয়, গেছে বহু দিন।
শকুনে বিশ্বাস, হবে প্রিয়ের মিলন॥
বিশ্বমাঝে ভরতের সম কেবা প্রিয়।
ইহাই শকুন-ফল অন্য কিছু নয়॥
ভরতের চিন্তা রাম করে দিবারাতি।
ডিম লাগি কচ্ছপের যথা হয় মতি॥
হেনকালে শুভ বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
হরষিত হৈল মহলের সর্ব্ব জন॥
বারিধি-তরঙ্গোচ্ছ্বাস চন্দ্রের বর্দ্ধন।
দেখি উচ্ছ্বসিত যথা শোভিল তেমন॥
প্রথমে ধাইয়া যেবা বাক্য শুনাইল।
ভূষণ-বসন ভূরি সে জন পাইল॥
প্রেমেতে পুলক দেহ অনুরাগ চিতে।
মঙ্গলের সাজে সবে লাগিল সাজিতে॥
কত চারু চতুষ্পথ সুমিত্রা পূরিল।
মণি দিয়া নানারূপ সুন্দর করিল॥
রামের জননী হৈল আনন্দে মগন।
দিলেন বিবিধ দান ডাকি বিপ্রগণ॥
পূজা করে গ্রাম্যদেবী, সুর, নাগগণ।
বলে পুনঃ কার্য্যশেষে করিব পূজন॥

গাহিছে কোকিল-কণ্ঠে গান সুমঙ্গল।
বিধুমুখী মৃগশিশু-নেত্রা বামাদল॥
রাম-রাজ্য অভিষেক করিয়া শ্রবণ।
হৃদয়ে হর্ষিত অতি নরনারীগণ॥
সুমঙ্গল সাজে সবে সাজিতে লাগিল।
বিধি অনুকুল বলি মনে বিচারিল॥
বশিষ্ঠে অযোধ্যাপতি ভবে ডাকাইয়া।
শিক্ষা দিতে রামে গৃহে দেন পাঠাইয়া॥
রঘুকুলনাথ শুনি গুরু আগমন।
দ্বারে আসি পদযুগে করিল বন্দন॥
সেবকের গৃহে আজি প্রভু আগমন।
অমঙ্গল-নাশ-কর মঙ্গল-কারণ॥
প্রয়োজন ছিল যদি বলেন প্রেমেতে।
ইহাই উচিত ছিল, ডাকা'য়ে লইতে॥
প্রভুতা তাজিয়া কৈলে স্নেহ প্রদর্শন।
হইল পবিত্র আজি এই নিকেতন॥
যে আদেশ হয় তাহা করহ এখন।
প্রভুসেবা-কার্য্য ভৃত্য করিবে গ্রহণ॥
স্নেহমাখা সুমধুর শুনিয়া বচন।
মুনিবর শ্রীরামের করে প্রশংসন॥
না বলিবে কেন রাম এ হেন বচন।
তুমি হও দিনকরবংশের ভূষণ॥
রামের স্বভাব, শীল, বরণিয়া গুণ।
প্রেমে পুলকতি মুনি বলেন বচন॥
সুসজ্জিত করে নৃপ অভিষেক তরে।
ইচ্ছা, যুবরাজ এবে করেন তোমারে॥
সংযম করহ রাম সবে মিলি আজ।
ধাতা যেন সকুশল সিদ্ধ করে কাজ॥
হেন শিক্ষা দিয়া গুরু নৃপপাশে গেল।
রামের হৃদয়ে কিন্তু সংশয় জন্মিল॥
জনম হইতে এক সঙ্গে ভ্রাতাগণ।
শিশুকালে করিলাম শয়ন ভোজন॥

কর্ণবেধ, উপবীত, বিবাহ মঙ্গল।
এক সঙ্গে সকলের হইল সকল ॥
বিমল বংশেতে হয় অনুচিত এক।
অনুজে ত্যজিয়া জ্যেষ্ঠে হয় অভিষেক ॥
সপ্রেমে প্রভুর এই সুন্দর চিন্তন।
ভক্ত-মন-কুটীলতা করুক হরণ ॥
হেন অবসরে তথা আসিল লক্ষ্মণ।
প্রেমেতে আনন্দ রসে সতত মগন ॥
সম্মানিল কহি তারে সুমিষ্ট বচন।
রঘুকুলকুমুদিনী-শীতল-কিরণ ॥
বাজিতে লাগিল বাদ্য বিবিধ বিধান।
পুরের আনন্দ কত না হয় বাখান ॥
সবে বাঞ্ছা করে ভরতের আগমন।
আসিলে সত্বর তৃপ্ত হইবে নয়ন ॥
গঙ্গানারায়ণ সুত রাধিকাপ্রসাদ।
কহিছে, আনন্দে এবে পড়িল প্রমাদ ॥

——::*::——

দেবগণ কর্ত্তৃক দুষ্টা সরস্বতী প্রেরণ ও কৈকয়ী-মন্থরা সংবাদ।

হাট, বাট, ঘর, গলি বৈঠকাদি স্থানে।
স্ত্রীপুরুষ পরস্পর কহে সর্ব্ব জনে ॥
কল্য হইবেক কোন্ সময়ে লগন।
আমাদের ইচ্ছা ধাতা করিবে পূরণ ॥
স্বর্ণ-সিংহাসনে রাম সীতার সহিত।
বসিলে মোদের চিত্ত হ'বে সমাহিত ॥
সকলে ভাবিছে কল্য হইবে কখন্।
দেবগণ করে মনে বিঘ্নের চিন্তন ॥
অযোধ্যার গান বাদ্য না লাগে শোভন।
জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি হেরি যুথা চোরগণ ॥

শারদারে দেবগণ করয়ে বিনতি।
পায়ে ধরি পুনঃ পুনঃ করে বহু নতি ॥
মোদের বিপদ অতি করি বিবেচন।
হেনরূপ মাতঃ? আজি কর আচরণ ॥
যাহে রামচন্দ্র রাজ্য ত্যজি যায় বন।
তাহা হৈলে দেবকার্য্য হইবে সাধন ॥
চিন্তিতে লাগিল দেবী দেববাক্য শুনি।
পদ্মবনে হ'ব আমি শীতের রজনী ॥
চিন্তিতা দেখিয়া তাঁরে দেবগণ কয়।
ইহাতে তোমার কিছু দোষ নাহি হয় ॥
রামচন্দ্র হ'ন হর্ষ-বিস্ময় রহিত।
রামের স্বভাব তুমি জান ভাল মত ॥
কর্ম্মবশে জীবগণ সুখ-দুখভাগী।
অযোধ্যা নগরে যাও দেবহিত লাগি ॥
পুনঃ পুনঃ পদে নমে, সঙ্কোচ হইল।
দেব-বুদ্ধিভ্রষ্ট ইহা বিচারি চলিল ॥
উচ্চ স্থানে বাস, কার্য্য নীচ সম করে।
অন্যের বিভূতি সবে দেখিতে না পারে ॥
পরে ভাল হ'বে ইহা করি বিচারণ।
করিবে প্রশংসা সুচতুর কবিগণ ॥
হর্ষ মনে দশরথ নগরে আসিল।
দুখদ কুগ্রহ-দশা কেন বা হইল ॥
নামেতে মন্থরা অতি মন্দমতি তার।
কৈকয়ীর সখী সেহ বিখ্যাত সংসার ॥
করিয়া তাহারে অপযশের ভাণ্ডার।
বুদ্ধি ফিরাইয়া দেবী গেল নিজাগার ॥
দেখিল মন্থরা করে নগর নির্ম্মাণ।
মঙ্গল বাজনা বাজে বিবিধ বিধান ॥
কিসের উৎসব লোকগণে জিজ্ঞাসিল।
রামের তিলক শুনি অন্তর্দাহ হৈল ॥
হীনজাতি মন্দমতি বিচারিল মনে।
রাত্রি মধ্যে বিঘ্ন আমি করিব কেমনে ॥

দুষ্টমতি কিরাতিনী মধু নিরখিয়া।
শুভ অবসর যেন বেড়ায় খুঁজিয়া॥
কৈকয়ীর পাশে যায় দুখিত পরাণ।
হাসি হাসি বলে রাণী মন কেন আন॥
না দেয় উত্তর, শ্বাস ফেলিতে লাগিল।
নারীর স্বভাব চক্ষু অশ্রুতে ভরিল॥
বড় মুখ জোর তোর হাসি রাণী কয়।
লক্ষ্মণ দিয়াছে কিছু শিক্ষা মনে লয়॥
তবুও না বলে চেড়ী বড়ই পাপিনী।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন গর্জ্জয়ে নাগিনী॥
ভয়ে ভীতা রাণী বলে নাহি বল কেন।
সকুশল মহীপতি আর রাম ধন?॥
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ ভরতের তো কুশল।
শুনি কুবুজার হৃদে বিঁধে যেন শেল॥
কেন গো জননী অন্যে শিক্ষা দিবে মোরে।
মুখ-জোর করিব বা আমি কার জোরে॥
কুশল রামের ভিন্ন কার্ হ'বে আজ।
নরপতি যাঁরে করি'ছেন যুবরাজ॥
ধাতা সুপ্রসন্ন আজি কৌশল্যার প্রতি।
হৃদয়ে না ধরে গর্ব্ব ফুলিয়াছে ছাতি॥
নগরের শোভা কেন নাহি দেখ গিয়া।
মম মন ক্ষুব্ধ হয় যাহা নিরখিয়া॥
পুত্র বিদেশেতে চিন্তা নাহিক তোমার।
মনে ভাব পতি হয় অধীন আমার॥
নিদ্রা অতি প্রিয়, শয্যা, পালঙ্কে মমতা।
নাহি দেখ নৃপতির ছল চতুরতা॥
হিতবাক্য শুনি, মন মলিন জানিয়া।
বৈস, চুপকর রাণী বলেন ঝুঁকিয়া॥
মরভেদী বাক্য যদি বল আর বার।
টানিয়া বাহির জিহ্বা করিব তোমার॥
অত্যন্ত কুটীল অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ হয়।
ততোধিক দুরাচারী ইহা সুনিশ্চয়॥
পুরুষ অপেক্ষা হয় রমণী কুটীল।
ততোধিক দাসী, বলি জননী হাসিল॥
শিক্ষা দিনু তোরে শুন মধুরভাষিণি!।
স্বপনেও তবোপরি ক্রোধ নাহি জানি॥
শুভ সুমঙ্গল-প্রদ সে দিন হইবে।
তব বাক্য যেই দিন যথার্থ ফলিবে॥
জ্যেষ্ঠ স্বামী, ছোট ভ্রাতা সেবক তাহার।
দিবাকরকুল রীতি বিদিত সংসার॥
রামের তিলক কল্য যদি সত্য হয়।
যাহা চাহ সখি! তাহা দিব সুনিশ্চয়॥
কৌশল্যা সমান করি জননীর গণে।
সরল স্বভাব রাম ভালবাসে মনে॥
বিশেষ করয়ে স্নেহ আমার উপরি।
প্রেমের পরীক্ষা আমি দেখিয়াছি করি॥
দয়া করি দেয় যদি বিধাতা জনম।
হয় যেন রাম পুত্র, সীতা বধূ মম॥
প্রাণাধিক প্রিয়তম রাম হয় মোর!
তাহার তিলকে ক্ষোভ কেন হয় তোর॥
কুটীলতা কপটতা পরিত্যাগ ক'রে।
সত্য করি কহ ভরতের দিব্য তোরে॥
হর্ষের সময়ে দুখ কিসের কারণ।
শুনাও আমারে তুমি তাহার কারণ॥
মিটিল সকল আশা কহি একবার।
অন্য জিহ্বা লভি তবে কহিব আবার॥
ভাঙ্গিবার যোগ্য হয় কপাল আমার।
কহিলেও ভাল, মন্দ লাগিল তোমার॥
মিথ্যা কহে যেবা বাক্য করিয়া রচন।
সেহ তব প্রিয় মাতঃ! আমি মন্দ জন॥
বিদুষক সম বাক্য আমিও বলিব।
কিম্বা দিবারাতি মৌন হইয়া রহিব॥
কুরূপ করিয়া বিধি পরাধীন কৈল।
যাহা বুনে তাহা কাটে, পায় যাহা দিল॥

যে কেহ হউক রাজা মম কিবা হানি।
চেড়ী ভিন্ন আমি কভু হইব কি রাণী? ॥
পোড়াবার যোগ্য হয় স্বভাব আমার।
না পারি দেখিতে মন্দ কখনো তোমার ॥
সেই হেতু বাক্য কিছু বলিলাম আমি।
বড় দোষ হৈল দেবী? ক্ষমা কর তুমি ॥
গূঢ় সকপট তার প্রিয়বাক্য শুনি।
ক্ষুদ্রমতি নারী জাতি ভুলিলেন রাণী ॥
দেবের মায়াতে বশীভূত হৈল মন।
শত্রুরে আপন মিত্র করে বিবেচন ॥
সমাদরে পুনঃ পুনঃ পুছিতে লাগিল।
কিরাতিনী-গানে যথা হরিণী ভুলিল ॥
ভবিতব্য অনুসারে বুদ্ধি ফিরি গেল।
চেড়ীর কপটাঘাত মরমে পশিল ॥
বলিতে ডরাই আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
ঘর ভেদী বলি তুমি বলিলে আমারে ॥
বহুবিধ ছল করি প্রতীতি জন্মায়।
শনিবে অযোধ্যাপুরে যেন লয়ে যায় ॥
সীতারাম প্রিয় তব কহিতেছ রাণী।
তুমিও রামের প্রিয় তাহা সত্যবাণী ॥
প্রথমে আছিল, এবে গিয়াছে সে দিন।
প্রিয়তম হয় রিপু আসিলে কুদিন ॥
কমলনিচয় রবি করেন পোষণ।
বিনা জলে কিন্তু তাহে করয়ে দহন ॥
সপত্নী চাহিছে তব মূল উৎপাটিতে।
রোধ কর জলরূপ উপায়ে তাহাতে ॥
পতি-প্রেম হেতু তুমি চিন্তা নাহি কর।
আপনার বশ রাজা করিয়াছ স্থির ॥
মনেতে মলিন মুখে মধু নরপতি।
সরল স্বভাব তব নহে ছল মতি ॥
চতুরা গম্ভীরা রামমাতা অতিশয়।
সাধিলেন নিজ কাজ পাইয়া সময় ॥
ভরতে পাঠান নৃপ মাতামহালয়।
কৌশল্যার যুক্তি মতে জানিহ নিশ্চয় ॥
মনে ভাবে সপত্নীরা করিছে সেবন।
গর্ব্বিতা ভরতমাতা পতির কারণ ॥
শুন মাতঃ? সে কৌশল্যা কণ্টক তোমার।
বুঝিতে না পার ছল চতুরতা তার ॥
রাজার বিশেষ প্রীতি তোমার উপরে।
সপত্নী স্বভাবে তাহা দেখিতে না পারে ॥
রচি মায়াজাল নৃপে করিল আপন।
রামের তিলক হেতু ধরায় লগন ॥
শ্রীরামের অভিষেক হয় কুলোচিত।
মম প্রীতিকর, ইহা সবার বাঞ্ছিত ॥
ভবিষ্যৎ ভাবি ভয় আমার কেবল।
দৈব যেন উলটিয়া দেয় তারে ফল ॥
আপন কুটিলপনা নানারূপ করি।
বুঝাইল ছন্দে বন্দে কপটেতে ভরি ॥
সপত্নীর কথা নানা করিয়া রচন।
কহিল যাহাতে হয় বিরোধ বর্দ্ধন ॥
ভবিতব্য হেতু হৈল বিশ্বাস হৃদয়ে।
পুছে কৈকয়ীরে আপনার দিব্য দিয়ে ॥
কিবা জিজ্ঞাসহ আজি বুঝিতে না পার।
পশুতেও হিতাহিত বুঝে আপনার ॥
পনর দিবস হৈতে সবে সজ্জা করে।
আমা হৈতে আজি তুমি পার জানিবারে ॥
খাই, পরি নানারূপ সতত তোমার।
নাহি দোষ সত্য কথা বলিতে আমার ॥
অসত্য যদি বা কিছু কহি সাজাইয়া।
তবে বিধি দণ্ড মোরে দিবে বিচারিয়া ॥
রাম-অভিষেক কল্য হৈলে সংঘটন।
রোপিত হইবে তব বিঘ্নের কারণ ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি বলিনু বচন।
হ'তেছ ভামিনি? দুগ্ধে মক্ষিকা যেমন ॥

দাসী হ'য়ে থাক যদি পুত্রের সহিত ।
তাহ'লে থাকিবে ঘরে নহে অনুচিত ॥
যেইরূপ দুখ কদ্রু দিল বিনতারে * ।
দিবে গো সেরূপ দুখ কৌশল্যা তোমারে ॥
কারাগৃহে বাসস্থান ভরতের হ'বে ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিজ মন্ত্রী করি ল'বে ॥
শুনি সে কঠোর বাণী কেকয়-নন্দিনী ।
কহিতে না পারে কিছু শুখায় পরাণী ॥
ঘর্ম্মে সিক্ত দেহ কাঁপে কদলী যেমন ।
কুবুজা দশনে জিহ্বা চাপিল তখন ॥
কোটি কোটি বলি কত কপট কাহিনী ।
ধৈরয ধরহ বলি প্রবোধিলা রাণী ॥
কঠিন করিল অতি পড়ায়ে কুপাঠ ।
পুনঃ নত নাহি হয় যেন শুষ্ক কাঠ ॥
কুচাল লাগিল ভাল করমের ফেরে ।
বকীর প্রশংসা যেন রাজহংসী করে ॥
শুনহ মন্থরে ? সত্য তোমার বচন ।
নাচিছে প্রত্যহ মম দক্ষিণ নয়ন ॥
প্রতিদিন রাত্রিকালে দেখি কুস্বপন ।
তোরে নাহি কহি নিজ মোহের কারণ ॥
কি করিব সখি ? মম স্বভাব সরল ।
ভাল মন্দ কিছু নাহি জানি সে সকল ॥
অদ্যাবধি যাহা জানি আপন সাধ্যেতে ।
অন্যের অহিত নাহি করি কোন মতে ॥
কিবা অপরাধে ধাতা আজি একেবারে ।
এরূপ অসহ্য দুখ দিলেন আমারে ॥
জননীর ঘরে প্রাণ বরং ত্যজিব ।
জীবিতে সপত্নী সেবা করিতে নারিব ॥
শত্রুবশে দৈব যারে করেন রক্ষণ ।
বাঁচা চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয় তাহার মরণ ॥
বহুবিধ কহে রাণী কাতর বচন ।
শুনি কুব্জা নারী-মায়া করিল রচন ॥
এরূপ কহিছ কেন মনে মানি হীন ।
দ্বিগুণ সোহাগ সুখ হ'ক দিন দিন ॥
যে চাহে তোমার এইরূপ অমঙ্গল ।
পাইবেক সেহ তার পরিণাম ফল ॥
শুনেছি কুবার্ত্তা এই যখন হইতে ।
দিবসে নাহিক ক্ষুধা নিদ্রা রজনীতে ॥
পুছিলে জ্যোতিষী ইহা করিল গণন ।
ভরত হইবে রাজা সত্য এ বচন ॥
কর যদি তাহে দেবি ? কহি যে উপায় ।
বশীভূত হ'ন রাজা তোমার সেবায় ॥
তোমার বচনে আমি কূপেতে পড়িব ।
পতিপুত্রে অনায়াসে ত্যজিতে পারিব ॥
মম দুখ দেখি তুমি কহিতেছ হেন ।
নিজ হিতে আমি তাহা না করিব কেন ॥
মন্থরা বচন-বদ্ধ করি কৈকয়ীরে ।
কপট ছুরিকা হানে পাষাণ অন্তরে ॥

* কদ্রু এবং বিনতা উভয়েই মহর্ষি কশ্যপের পত্নী ছিলেন। কদ্রু নাগ-মাতা এবং বিনতা পক্ষীগণের মাতা ছিলেন। এক সময়ে ইন্দ্রের ঘোটকের পুচ্ছ কোন্ বর্ণের ইহা লইয়া তর্ক হয়। বিনতা শ্বেতবর্ণ বলিলেন। কদ্রু বলিলেন কৃষ্ণবর্ণ। উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে পরাজিত হইবে তাহাকেই দাসী হইতে হইবে। কদ্রু নিজের পুত্রগণকে আদেশ করিয়া তাহাদের দ্বারা পুচ্ছ আবৃত করাইলেন, এবং কপটতা দ্বারা কদ্রুকে পরাজিত করিয়া নিজের দাসী করিয়া নানারূপ কষ্ট দিতে লাগিলেন। বিনতানন্দন গরুড় মাতার কষ্ট দেখিয়া, ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিয়া বরলাভ করিলেন যে সর্পগণ যেন আমার ভক্ষ্য হয়, তাহাদের বিষ যেন কিছু না করিতে পারে। সেই হইতে গরুড় নিজ মাতৃ-শত্রুর প্রতিশোধ লইয়া থাকে। (মহাভারত আদিপর্ব্ব)

আসন্ন বিপদ রাণী নাহি দেখে হেন।
হরিৎ তৃণেতে বন্যপশু চরে যেন ॥
শুনিতে বচন মৃদু অন্তেতে ভীষণ।
বিষে মিলাইয়া মধু দান করে যেন ॥
দাসী কহে মনে তব আছে কি না আছে।
কহিয়াছ যাহা এক দিন মম কাছে ॥
নৃপপাশে দুই বর তব প্রাপ্য হয়।
আজি মাগি লয়ে তাহা যুড়াও হৃদয় ॥
তনয়েরে রাজ্য, রামে দিয়া বনবাস।
হরণ করিয়া লহ সপত্নী উল্লাস ॥
রামের শপথ নৃপ করিবে যখন।
তখন মাগিবে যাহে না টলে বচন ॥
রাত্রি গত হৈলে হ'বে অশুভ ঘটন।
প্রাণাধিক প্রিয় ভাব আমার বচন ॥
ভালরূপে শিক্ষা দিয়া কহে পাতকিনী।
ক্রোধের আগারে ত্বরা করি যাহ রাণী ॥
সাবধান হৈয়া কর কার্য্যের সাধন।
সহসা বিশ্বাস নাহি করিও কখন ॥
মন্থরারে জানি রাণী পরাণ সমান।
পুনঃ পুনঃ বুদ্ধি তার করেন বাখান ॥
তোমার সমান মিত্র নাহিক সংসারে।
বহিয়া যাইতেছিনু রাখিলে আমারে ॥
বিধি যদি কল্য মনোরথ পূর্ণ করে।
চক্ষের পুতুলী সখি ? করিব তোমারে ॥
দাসীরে বিবিধরূপে আদর করিয়া।
কোপের আগারে রাণী পড়িলেন গিয়া ॥

—:*:—

কৈকয়ীর কোপগৃহে গমন, দশরথের নিকট বরগ্রহণ ও দশরথের খেদ।

দাসী-বর্ষা-ঋতু বীজ বিপত্তি হইল।
কৈকয়ী-কুমতি-ভূমিমধ্যেতে পড়িল ॥
পেয়ে কপটতা-জল অঙ্কুর জন্মিল।
বরদ্বয় পত্রদ্বয় শেষে দুখ-ফল ॥
ক্রোধের সামগ্রী ল'য়ে সেহত সাজিল।
কুমতি তাহার রাজ্য-সুখ নাশ কৈল ॥
মহা কোলাহল হয় রাজার নগরে।
এ সব কুচাল কেহ জানিতে না পারে ॥
প্রমোদিত নগরের সব নরনারী।
সুমঙ্গল সাজে সবে সাজে বেশ করি ॥
কেহবা প্রবেশ করে কেহ বাহিরায়।
অতি বড় ভীড় হয় রাজার সভায় ॥
বাল্য সখাগণ শুনি হর্ষিত হৃদয়।
দশ পাঁচ মিলি রামসন্নিধানে যায় ॥
আদর করেন প্রভু সুবা প্রেম জানি।
জিজ্ঞাসে কুশল প্রশ্ন কহি মৃদুবাণী ॥
প্রভুর আদেশ ল'য়ে ফিরি যায় ঘরে।
রামের মহিমা গাহি পথে পরস্পরে ॥
কে আছে সংসারে হেন রামের সমান।
স্নেহশীল আর সর্ব্ব গুণের নিদান ॥
কর্ম্মবশে যে যোনিতে করিব ভ্রমণ।
তথায় মোদেরে ঈশ ইহা যেন দেন ॥
আমরা সেবক, স্বামী শ্রীরঘুনন্দন।
এ সম্বাদ আমাদের থাকুক চিরন্তন ॥
হেন বাঞ্ছা করে নগরের সর্ব্বজন।
কৈকয়ী-হৃদয়-দাহ হয় নিদারুণ ॥
কুসঙ্গতি ফলে কেবা নষ্ট নাহি হয়।
নীচের চাতুর্য্য কভু স্থির নাহি রয় ॥
সন্ধ্যার সময় নৃপ আনন্দিত মন।
উপনীত হইলেন কৈকয়ী ভবন ॥
স্নেহ যেন রম্যমূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
নিষ্ঠুরতা নিকটেতে করিল গমন ॥
রাণী কোপাগারে শুনি সঙ্কুচিত মন।
ভয়েতে রাজার আগে না চলে চরণ ॥

সুরপতি করে বাস যাঁর ভুজ বলে।
যাঁর মুখ চাহি রহে নৃপতি সকলে ॥
নারী রোষ শুনি সেহ বিষণ্ণ বদন।
কামের প্রভাব শক্তি দেখহ কেমন ॥
ত্রিশূল, কুলীশ, অসি যে করে সহন।
সেহ কাম-পুষ্প-শরে হয় অচেতন ॥
ভয়ে ভীত নরপতি প্রিয়া পাশে গেল।
দশা দেখি নিদারুণ দুখ উপজিল ॥
জীর্ণবস্ত্র পরিধান, ভূমিতে শয়ন।
দেহের ভূষণ দূরে করেছে ক্ষেপণ ॥
কুবুদ্ধিতে হীন বেশ শোভিছে কেমন।
সূচনা করিছে ভাবী বৈধব্য লক্ষণ ॥
পাশে গিয়া কহে নৃপ মধুর বচন।
প্রাণ-প্রিয়ে? ক্রোধ কহ কিসের কারণ ॥

কেন রাণি? ক্রোধ কর, বলি পরশিলে কর,
পতিকে করয়ে নিবারণ।
সরোষে ভূজঙ্গ যেন, নারী বেশ ধরি হেন,
রুক্ষ ভাবে চাহে ঘনে ঘন ॥
রসনা, বাসনা দ্বয়, কর দ্বয় দন্ত হয়,
মর্ম্মস্থল করে অন্বেষণ।
কহিছে তুলসীদাস, নৃপ ভবিতব্য দাস,
কাম কৌতুক ভাবে মন ॥
কহে নৃপ বারে বারে, সম্বোধন করি তারে,
সুমুখি? সুকণ্ঠে? সুলোচনে?।
কুঞ্জরগামিনি? তব, ক্রোধের কারণ সব,
আমারে শুনাও হৃষ্ট মনে ॥

প্রিয়ে? অপকার তব কেবা করিয়াছে।
দুই মাথা কার, যম কারে চাহিয়াছে ॥
বল কোন্ দরিদ্রেরে নরেশ করিব।
দেশ হৈতে কোন্ নৃপে তাড়াইয়া দিব ॥
তব অরি অমরেও বিনাশিতে পারি।
কোথা লাগে কীট সম তুচ্ছ নরনারী ॥
বরোরু? জানহ তুমি স্বভাব যে মোর।
তব মুখচন্দ্র মম মানস-চকোর ॥
হে প্রিয়ে? পরাণ, পুত্র, সর্ব্বস্ব আমার।
প্রজা, পরিজন সবে অধীন তোমার ॥
যদি কিছু কহি, করি কপট তোমায়।
ভামিনি? রামের শত শপথ আমায় ॥
হাস্যমুখে মাগি লহ মনোমত বর।
ভূষণে সজ্জিত কর দেহ মনোহর ॥
সুসময় কুসময় মনে বিচারিয়া।
হীনবেশ পরিহর শীঘ্র প্রাণ-প্রিয়া ॥
ইহা শুনি মনে শ্রেষ্ঠ শপথ গণিয়া।
মনে মনে মন্দমতি উঠিল হাসিয়া ॥
সাজায় ভূষণ অঙ্গে, মৃগ বিলোকিয়া।
কিরাতিনী পাতে ফাঁদ যেন উল্লাসিয়া ॥
পুনঃ রাজা কহে তারে সহৃদয়া জানি।
প্রেমে পুলকিত মৃদু মনোহর বাণী ॥
ভামিনি? তোমার ইচ্ছা পূরণ হইল।
পুরে ঘরে ঘরে হয় আনন্দ মঙ্গল ॥
করিব শ্রীরামচন্দ্রে কালি যুবরাজ।
সুলোচনে? পরিধান কর শুভ্র সাজ ॥
কঠোর বচন শুনি চমকি উঠিল।
পাকা লোম-ফোঁড়া যেন পরশ করিল ॥
হাসি হৃদয়ের দুখ লুকাইল হেন।
চোর-স্ত্রী না করে যেন প্রকট ক্রন্দন ॥
কপট-চাতুর্য্য ভূপ লক্ষিতে না পারে।
কোটি কুটিলতা গুরু শিখাইল তারে ॥
যদিও নীতিতে সুনিপুণ নরনাথ।
অগাধ সমুদ্র তবু রমণী-চরিত ॥
কপটেতে প্রেম-সিন্ধু বাড়াইল পুনঃ।
হাসিয়া কটাক্ষ করি বলিল বচন ॥

চাহ চাহ বলি প্রিয় বলহ বচন।
দেওয়া লওয়া অদ্যাবধি না হয় কখন ॥
দিব বলি বলিয়াছ দুই বর দান।
তাহাও পাইব কিনা সন্দেহের স্থান ॥
মর্ম্ম বুঝি হাসি রাজা বলেন বচন।
ক্রোধ অতিশয় তব হয় প্রিয়তম ॥
গচ্ছিত রেখেছ তাহা নাহি চাও কেন।
ভোলা-মন আমি হইয়াছি বিস্মরণ ॥
অকারণ বৃথা দোষ মোরে কেন দেহ।
দুই কেন, চারি বর যাচ্ঞা করি লহ ॥
চিরন্তন হয় এই রঘুকুল প্রথা।
প্রাণ যায় বাক্য তবু না হয় অন্যথা ॥
অসত্যের সম আর নাহি পাপরাশি।
পর্ব্বতের সম কিবা হয় গুঞ্জারাশি ॥
সত্য হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যের নিধান।
বিদিত পুরাণে বেদে মুনি করে গান ॥
রায়ের শপথ করি তাহার উপর।
পুণ্য ও স্নেহের সীমা রাম রঘুবর ॥
বাক্য দৃঢ় বুঝি হাসি কুমতি বলিল।
দুর্ম্মতি-বাজের যেন ঠুলি খুলি দিল * ॥
ভূপতির মনোরথ মনোহর বন।
সুখ বিহঙ্গম তাহে করে বিচরণ ॥
কিরাতিনী সম রাণী তাহে ছাড়ে যেন।
ভয়ঙ্কর বাজরূপী কঠোর বচন ॥
প্রাণনাথ ? অভিলাষ শ্রবণ করহ।
এক বরে ভরতেরে রাজাপদ দেহ ॥
অন্য বর চাহি আমি যুড়ি দুই কর।
মম মনোরথ নাথ ? পুরাও সত্বর ॥
তাপসের বেশ ধরি বিশেষে উদাসী।
চতুর্দ্দশ বর্ষ রাম হৌক বনবাসী ॥

শুনিয়া বচন মৃদু নৃপ শোকাকুল।
চন্দ্রকরস্পর্শে যথা চকোর বিকল ॥
রুদ্ধশ্বাস নরপতি না সরে বচন।
বাজের ঝাপটে বনে তিত্তির যেমন ॥
বিবর্ণ হইল একেবারে নরবর।
বজ্রের আঘাতে যেন তাল তরুবর ॥
শিরে হাত দিয়া মুদিলেন দ্বিনয়ন।
শরীর ধরিয়া শোক শোকাকুল যেন ॥
মম মনোরথরূপ সুরতরু ফুল।
করিণী, ফলের কালে করিল নির্ম্মূল ॥
কৈকয়ী অযোধ্যা এবে শ্মশান করিল।
অচল বিপত্তি মূল তাহাতে স্থাপিল ॥
কোন্ অবসরে হায় কিরূপ হইল।
নারীরে বিশ্বাস করি সকল ঘুচিল ॥
যোগসিদ্ধি ফল যোগী লভয়ে যখন।
অবিদ্যা তাহারে নাশ করয়ে যেমন ॥
হেনরূপে রাজা মনে মনেতে দুখিত।
দেখিয়া কুগতি মনে পাপিনী কুপিত ॥
রাজার নন্দন বুঝি ভরত না হয়।
এনেছ আমারে কিগো মূল্যে করি ক্রয় ॥
শর সম লাগে যদি আমার বচন।
কেন না বলিলে বাক্য করি বিচারণ ॥
দিব নাহি বলি কেন দাও না উত্তর।
রঘুকুলে তুমি সত্যসন্ধ ধুরন্ধর ॥
বর দিব বলে ছিলে এবে নাহি দিবে।
সত্য ত্যজি বিশ্বমাঝে অযশ লভিবে ॥
সত্য করি বলেছিলে বর দিবে, রাজা।
ভেবেছিলে মাগি লবে বুঝি ছোলাভাজা ॥
শিবি ও দধিচী, বলি যা কিছু কহিল।
তনু ধন ত্যজি নিজ বচন রাখিল ॥

* দুর্ম্মতিরূপ বাজ পক্ষী। শিকারীগণ বাজ পক্ষীর চক্ষু ঠুলী দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখে। কি জানি কখন অন্য পক্ষীকে আক্রমণ করে, কিন্তু যখন পক্ষী শিকার করে তখন তাহার চক্ষের ঠুলি খুলিয়া দেয়।

বলিল কৈকয়ী অতি কঠোর বচন।
ঠিক যেন পোড়া ঘায়ে ছিটায় লবণ ॥
ধর্ম্মধুরন্ধর করি ধৈর্য্য আলম্বন।
উন্মীলন করিলেন যুগল লোচন ॥
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস শিরে করি করাঘাত।
বলেন কৈকয়ী বড় করিল আঘাত ॥
দেখেন সম্মুখে জ্বলে রোষানল ভারি।
রোষ যেন হৈল নিষ্কাশিত তরবারি ॥
কুবুদ্ধি তাহার মুষ্টি, নিষ্ঠুরতা ধার।
ধরিয়া কুবুজা যেন শান দেয় তার ॥
দেখি মহীপতি সেই করাল কঠোর।
ভাবেন লইবে সত্য জীবন কি মোর ॥
হৃদয় কঠিন করি নৃপতি বলিল।
বিনীত বচন তাহে শোভা নাহি দিল ॥
কেন প্রিয়ে? কহ হেন অযোগ্য বচন।
প্রীতি ও প্রতীতি রীতি করিয়া হনন ॥
রাম ও ভরত মম হয় দু-নয়ন।
শিবে সাক্ষী করি বলি যথার্থ বচন ॥
প্রাতে আমি পাঠাইব অবশ্যই দূত।
ইহা শুনি দুই ভাই আসিবে ত্বরিত ॥
সুদিন দেখিয়া করি সাজসজ্জা সব।
দিব ভরতেরে রাজ্য অতুল বৈভব ॥
রাজ্যতরে রামচন্দ্র লোভ নাহি করে।
বহু স্নেহ করে স্নেহ ভ্রাতার উপরে ॥
রাম জ্যেষ্ঠ ইহা আমি করিয়া বিচার।
করিতে চাহিনু রাজনীতি অনুসার ॥
রামের শতেক দিব্য করি কহি আমি।
মোরে কিছু নাহি বলে রামের জননী ॥
করিলাম তোমা নাহি করি জিজ্ঞাসন।
সেই হেতু মনোরথ না হয় পূরণ? ॥
ক্রোধ পরিহরি এবে কর শুভ সাজ।
সত্বর করিব ভরতেরে যুবরাজ ॥

একবাক্য মোর মনে দুখ বড় দিল।
অন্য বর চাহা তব উচিত নহিল ॥
অদ্যাপি উত্তাপে মম দহিছে পরাণ।
সত্য, সত্য, কিম্বা ক্রোধ পরিহাস ভাণ ॥
রামের কি অপরাধ কহ ত্যজি রোষ।
সকলেই কহে রামে নাহি কোন দোষ ॥
তুমিও প্রশংসা আর কর কত স্নেহ।
এখন এসব শুনি হ'তেছে সন্দেহ ॥
শত্রুরও অনুকুল স্বভাব যাহার।
সে কিরূপে প্রতিকুল হইবে মাতার ॥
হাস পরিহাস প্রিয়ে করি পরিহার।
পুনরায় বর চাহ করিয়া বিচার ॥
যাহিয়া দেখহ এবে নয়ন ভরিয়া।
ভরতের যুবরাজ অভিষেক ক্রিয়া ॥
বরঞ্চ সলিল বিনা বাঁচে কভু মীন।
মণি বিনা ফণী বাঁচে হৈয়ে অতি দীন ॥
সত্য করি কহি, ছল নাহি মম মনে।
না রবে জীবন মম রামের বিহনে ॥
প্রবীণা প্রেয়সি? দেখ করি বিবেচন।
রামদরশনাধীন আমার জীবন ॥
মৃদুবাক্য শুনি দুষ্টা জ্বলিয়া উঠিল।
প্রচণ্ড অনলে যেন ঘৃতাহুতি দিল ॥
কহিল, করহ কোটি তুমিহ উপায়।
না চলিবে তব মায়া কদাচ হেথায় ॥
দাও কিম্বা নাহি দিয়া লহ অপকীর্ত্তি।
ভাল নাহি লাগে মম তব অন্য যুক্তি ॥
রাম সাধু, তুমি সাধু, সুচতুর আর।
রামের মাতাও ভাল বিদিত সবার ॥
কৌশল্যা আমার ভাল দেখয়ে যেমন।
তার প্রতিফল তারে করিব অর্পণ ॥
প্রাতঃকালে মুনিবেশ করিয়া ধারণ।
রামচন্দ্র যদি বনে না করে গমন ॥

আমার মরণ ধ্রুব, অযশ তোমার।
আপনার মনে নৃপ করহ বিচার॥
এত বলি ক্রূর মতি উঠি দাঁড়াইল।
রোষ-তরঙ্গিনী যেন বাড়িয়া উঠিল॥
পাপাচল হৈতে সেই মহাবেগে ধায়।
ক্রোধ-জলে পূর্ণ তাহা দেখা নাহি যায়॥
কঠিন হঠতা ধারা, কুল বরদ্বয়।
কুবুজার শিক্ষা তাহে ঘূর্ণাবর্ত্ত হয়॥
ভূপরূপ তরুমূল করি উৎপাটন।
বিপত্তি সমুদ্র দিকে করিছে গমন॥
ভবিতব্য সব নৃপ প্রত্যক্ষ দেখিছে।
পত্নীছলে মৃত্যু যেন শিয়রে নাচিছে॥
পদে ধরি বসাইয়া কহে বার বার।
নাহি হও দিনকরকুলের কুঠার॥
মাথা চাও, তাহা আমি প্রদানি তোমারে।
রামের বিরহে বধ করিওনা মোরে॥
রাখহ রামেরে হেথা যেরূপেতে হয়।
নতুবা জনম ভরি জ্বলিবে হৃদয়॥
অসাধ্য যখন ব্যাধি নৃপতি জানিল।
ভূমিতে লুটায়ে শির খুঁড়িতে লাগিল॥
অতীব কাতর স্বরে কহেন বচন।
রাম, রাম, রঘুনাথ পরাণের ধন॥
ব্যাকুলিত নৃপ অঙ্গ সকল শিথিল।
করিণী যেমন কল্পতরু নিপাতিল॥
শুষ্ক হৈল কণ্ঠ, মুখে না সরে বচন।
জলের বিহনে দুখ সফরীর যেন॥
কৈকয়ী কঠোর কটু পুনশ্চ কহিল।
পোড়া ঘায়ে কেহ যেন বিষ ঢালি দিল॥
ভেবেছিলে শেষে যদি করিবে এমন।
কার বলে লহ লহ বলিলে তখন॥
উভয় কি হয় এক সময়ে রাজন।
উচ্চ হাসি আর গাল-ফুলান কখন॥

দাতা কি হইতে পারে করি কৃপণতা।
সুখেতে যাপিবে কাল দেখায়ে শূরতা॥
প্রতিজ্ঞা ছাড়হ কিম্বা ধৈরয ধরহ।
অবলার ন্যায় কেন ক্রন্দন করহ॥
দেহ, গেহ, নারী, পুত্র আর ভূমি ধন।
সত্যশীল তৃণসম করয়ে গণন॥
কহিলেন নরপতি শুনি মর্ম্ম বাণী।
ইহাতে তোমার দোষ কিছুই না গণি॥
পিশাচের সম তোমা যে করে প্রেরণ।
সুনিশ্চিত মম কাল হয় সেই জন॥
ভ্রমেও ভরত নাহি করে রাজ্য-আশ।
বিধিমতে তব হৃদে কুমতির বাস॥
সেই সব হয় মম পাপ পরিণাম।
অসময়ে হয় বিধি মম প্রতি বাম॥
পুনশ্চ অযোধ্যাপুরী সুরম্য হইবে।
সর্ব্বত্র রামের গুণ প্রভুত্ব ঘোষিবে॥
সেবকতা করিবেক সব ভ্রাতৃগণ।
তিন লোকে রামকীর্ত্তি হইবে খ্যাপন॥
আমার পশ্চাত্তাপ, কলঙ্ক তোমার!
মরিলেও কোনরূপে নহে মিটিবার॥
যাহা ভাল লাগে এবে তাহা কর গিয়া।
চক্ষুর আড়ালে বৈস মুখ লুকাইয়া॥
করযোড়ে কহি প্রাণ রহে যত দিন।
পুনঃ আর কিছু নাহি বলো তত দিন॥
পিছনে পশ্চাত্তাপ পাবে অভাগিনি।
তস্কর নিমিত্ত গাভি মারিলি আপনি॥
বংশধ্বংস কর কেন? কত বুঝাইয়া।
অবশেষে নরপতি পড়িল লুটিয়া॥
কপটে প্রবীণা সেই কিছু নাহি কহে।
সিদ্ধি হেতু শ্মশানেতে মৌন যেন রহে॥
রাম রাম বলি রাজা বিকল হইল।
পক্ষের বিহনে যথা বিহগ বিহ্বল॥

মনে মনে ভাবে যেন ভোর নাহি হয়।
রামে গিয়া হেন কথা কেহ নাহি কয়॥
রঘুকুলগুরু রবি না হ'ন উদয়।
অযোধ্যা হেরিয়া হবে ব্যথিত হৃদয়॥
কৈকয়ীর কঠোরতা নৃপতির প্রীতি।
উভয়ের শেষ করি রচে বিশ্বপতি॥

——ঃঃ*ঃঃ——

সুমন্ত্রের দশরথের নিকট গমন ও রাম-দশরথ সংবাদ।

বিলাপ করিতে হেন প্রভাত হইল।
দ্বারে বীণা, বেণু, শঙ্খ বাজিয়া উঠিল॥
ভাট পড়ে গুণ, গান গাহিছে গায়ক।
শুনি নৃপ-হৃদে যেন বিন্ধিছে শায়ক॥
ভাল নাহি লাগে নৃপে মঙ্গল করণ।
সহমৃতা সতীদেহে ভূষণ যেমন॥
সে রাত্রে নিদ্রিত নাহি হয় কোন জন।
উৎসাহ লালসা হ'বে রাম দরশন॥
সচিব, সেবকে ভীড় দ্বারেতে হইল।
রবির উদয় দেখি কহিতে লাগিল॥
অদ্যাপিও নরনাথ কেননা জাগিল।
বিশেষ কারণ বুঝি কিছুবা হইল॥
নিশা-শেষ-যামে সদা জাগে নরপতি।
আশ্চর্য্য লাগিছে আজি আমাদের অতি॥
ত্বরায় সুমন্ত্র গিয়া জাগাও রাজারে।
কার্য্য সম্পাদন কর আদেশানুসারে॥
গেলেন সুমন্ত্র তবে নৃপের মন্দিরে।
দেখি ভয়ঙ্কর দৃশ্য হৃদয়েতে ডরে॥
গ্রাসিতে ধাইছে যেন দেখা নাহি যায়।
বিপত্তি বিষাদ বাসা বাঁধিয়াছে তায়॥
জিজ্ঞাসিলে কেহ কিছু না দেয় উত্তর।
কৈকয়ী-ভবনে গেল যথা নৃপবর॥
জয়, জীব' বলি বৈসে শির নোয়াইয়া।
ভূপের অবস্থা দেখি গেল শুখাইয়া॥
বিবর্ণ, বিকল শোকে ভূমিতে লুঠায়।
ছিন্নমূল কমলের ন্যায় শোভা পায়॥
জিজ্ঞাসিতে নারে ভীত সচিব হইল।
কৈকয়ী অশুভ বাণী বলিতে লাগিল॥
সারারাত্রি জাগে রাজা নিদ্রা নাহি হয়।
ইহার কারণ কিবা ঈশ্বর জানয়॥
রাম, রাম, শব্দ করি নিশি পোহাইল।
মর্ম্মকথা নরপতি কিছু না কহিল॥
সত্বর শ্রীরামে হেথা আনহ,ডাকিয়া।
জিজ্ঞাসিবে পরে সব সংবাদ আসিয়া॥
নৃপ অনুমতি জানি সুমন্ত্র চলিল।
রাণী কিছু ঘটাইল বুঝিতে পারিল॥
শোকেতে বিকল, পদ না পড়ে ধরায়।
কি কহিবে রামে রাজা ডাকিয়া হেথায়॥
হৃদে ধৈর্য্য ধরি দ্বারে করেন গমন।
চিন্তান্বিত দেখি সবে করে জিজ্ঞাসন॥
বুঝাইয়া সবাকারে গেলেন তথায়।
দিনকর-কুলমণি আছেন যথায়॥
আসিছে সুমন্ত্র তাহা দেখি রঘুবর।
পিতার সমান ভাবি করিল আদর॥
মুখ হেরি নৃপ-আজ্ঞা করি নিবেদন।
রঘুকুলদীপে লয়ে করেন গমন॥
হেনভাবে মন্ত্রী সঙ্গে রামের গমন।
দেখি যথা তথা লোক করে বিলাপন॥
রঘুবংশমণি-তথা দেখেন যাইয়া।
হীন বেশে নরপতি আছেন পড়িয়া॥
অকস্মাৎ সিংহিনীরে করি নিরীক্ষণ।
ভয়ে বৃদ্ধ গজরাজ পতিত যেমন॥
নৃপের অধর শুষ্ক মসীবর্ণ অঙ্গ।
দুখিত যেমন মণি-বিহীন ভুজঙ্গ॥

সমীপে কৈকয়ী ক্রুদ্ধা দেখা যায় হেন।
প্রতি পল নৃপ-মৃত্যু করিছে গণন ॥
মধুর স্বভাব রাম করুণ-লোচন।
নাহি জানে দুখ কভু না করে শ্রবণ ॥
সময় বিচারি করি ধৈরয ধারণ।
শিষ্ট বাক্যে মায়ে তবু করে জিজ্ঞাসন ॥
কহ মোরে মাতঃ? তাত-দুখের কারণ।
করিব যতন যাহে হয় নিবারণ ॥
শুন রাম তার হেতু কহিব এবারে।
অত্যধিক স্নেহ রাজা করেন তোমারে ॥
দিবেন দুইটী বর মোরে কথা ছিল।
চাহিলাম যাহা মম মনেতে লাগিল ॥
তাহা শুনি নৃপ দুখ পাইল অন্তরে।
তব স্নেহ নরপতি ছাড়িতে না পারে ॥
এক দিকে পুত্রস্নেহ বাক্য অন্য প্রতি।
ভীষণ সঙ্কটে এবে পড়েছে নৃপতি ॥
শক্তি থাকে নৃপ-আজ্ঞা মস্তকেতে ধর।
নিদারুণ মনক্লেশ বিদূরিত কর ॥
নির্ভয়ে বসিয়া কটুবাক্য বলে হেন।
নিষ্ঠুরতা ব্যাকুলিত হৈল শুনি যেন ॥
রসনা-কামান তার বাক্যাবলী বাণ।
কোমল নৃপতি-মন লক্ষ্যের সমান ॥
কঠোরতা ধরিয়াছে যেমন শরীর।
শিক্ষা করে ধনুর্বিদ্যা হ'য়ে মহাবীর ॥
মনে মৃদু হাসে ভানুকুল-প্রভাকর।
সহজে আনন্দ-কন্দ রাম রঘুবর ॥
সর্ব্ব দোষশূন্য বাক্য বলে সুমধুর।
শারদা-নিন্দিত মৃদু অতি মনোহর ॥
শুনহ জননি? সেহ ভাগ্যবান্ সুত।
পিতৃ মাতৃ বাক্যে যেহ হয় অনুরত ॥
পিতা ও মাতাকে তুষ্ট করে যে তনয়।
সকল সংসারে মাতঃ? দুর্লভ সে হয় ॥

হ'বে মম সর্ব্বরূপে হিতকর বন।
বিশেষে হইবে মুনিগণের মিলন ॥
পিতার আদেশ হয় তাহাতে আবার।
পুনরায় অনুমতি জননি? তোমার ॥
ভরত হইবে রাজা প্রাণ প্রিয়তম।
সর্ব্বরূপে বিধি আজি অনুকূল মম ॥
হেন কার্য্যে যদি আমি নাহি যাই বন।
মূঢ় মধ্যে হ'বে মম প্রথমে গণন ॥
কল্পতরু ছাড়ি করে এরণ্ড সেবন।
সুধা ছাড়ি যেহ বিষ করয়ে গ্রহণ ॥
হেন কালি পেয়ে সেই না দেয় ছাড়িয়া।
মনোমাঝে জননী গো? দেখ বিচারিয়া ॥
হে মাতঃ? বিশেষ দুখ এক মম হয়।
নরনাথে ব্যাকুলিত দেখি অতিশয় ॥
সামান্য বিষয়ে দুখ অতীব পিতার।
প্রতীতি না হয় মনে জননি? আমার ॥
ধৈর্য্যগুণে নরনাথ জলধি অগাধ।
হইয়াছে কিবা মম বড় অপরাধ ॥
সেই হেতু রাজা কিছু না বলে আমায়।
মম দিব্য তোরে, সত্য বলগো ত্বরায় ॥
সহজ সরল রঘুবরের বচন।
কুমতি কুটিল ভাবে করিল গ্রহণ ॥
সমভাবে সলিলের হইলেও স্থিতি।
যথা হয় জলৌকার সদা বক্রগতি ॥
হরষিতা রাণী পেয়ে রামের সম্মতি।
বলিলা কপট স্নেহ জানাইয়া অতি ॥
ভরতের আর তব দিব্য করি কহি।
অন্য হেতু আমি কিছু অবগত নহি ॥
অপরাধ যোগ্য, তাত? তুমি নাহি হও।
পিতা, মাতা বন্ধুগণে সদা সুখ দাও ॥
সব সত্য হয় রাম যাহা কিছু কও।
পিতৃ মাতৃ বাক্যে তুমি সদা রত রও ॥

বালাই তোমার, কহ পিতারে বুঝায়ে।
না হয় অযশ যেন অন্তিম সময়ে ॥
তব সম পুত্ররত্ন যেই পুণ্যে হয়।
তার অনাদর করা উচিত না হয় ॥
কুমুখে মঙ্গল বাক্য লাগয়ে কেমন।
মগধে গয়াদি তীর্থ শোভিত যেমন ॥
রাম-মনে মাতৃ বাক্য শোভিল কেমন।
গঙ্গাগত অন্য জল পবিত্র যেমন ॥
মূর্চ্ছা ভঙ্গ হৈল, রামে করিয়া স্মরণ।
পাশ ফিরি নৃপ পুনঃ করিল শয়ন ॥
রাম আগমন মন্ত্রী কৈল নিবেদন।
কালোচিত করি বহু নম্র সম্ভাষণ ॥
রাম আগমন নৃপ করিয়া শ্রবণ।
ধৈরজ ধরিয়া নেত্র করে উন্মীলন ॥
সচিব সযত্নে নৃপে তুলি বসাইল।
চরণে পতিত রামে নৃপতি হেরিল ॥
প্রেমেতে বিবশ নৃপ হৃদে লাগাইল।
ফণী যেন হারামণি ফিরিয়া পাইল ॥
তাকাইয়া অনিমিষে রহে রাম পানে।
অশ্রুর প্রবাহ বহে যুগল লোচনে ॥
শোকে বশীভূত কিছু কহিতে না পারে।
হৃদয়ে লাগান রামে ধরি বারে বারে ॥
বিধিকে মানান নৃপ করে মনে মন।
যাতে শ্রাম রঘুনাথ না যান কানন ॥
স্মরি মহাদেবে কহে করি অনুনয়।
সদাশিব ? শুন এই আমার বিনয় ॥
আশুতোষ আর তুমি দানে শিরোমণি।
দুখ দূর কর প্রভু দীন জন জানি ॥
সবার হৃদয়ে তুমি প্রেরণা করহ।
হেনরূপ বুদ্ধি প্রভো ? রামচন্দ্রে দেহ ॥
ঘরে রহে মম বাক্য করিয়া লঙ্ঘন।
পরিহরি স্নেহ আর শীলতাদি গুণ ॥

হো'ক অপযশ কিম্বা সুকীর্ত্তি বিনাশ।
নরকেতে যাই কিম্বা সুরপুরে বাস ॥
সকল দুঃসহ দুখ সহাও আমায়।
চক্ষুর আড়ালে যেন রাম নাহি যায় ॥
মনে হেন ভাবে রাজা না বলে বচন।
অশ্বত্থের পত্রসম সচঞ্চল মন ॥
পিতারে শ্রীরাম অতি প্রেমাধীন জানি।
পাছে মাতা পুনঃ কিছু কহে অনুমানি ॥
দেশ, পাত্র, সময়ের করি বিবেচন।
বিচারি বলেন রাম বিনীত বচন ॥
আমি কিছু কহি তাত ? করি আবদার।
বালক ভাবিয়া দোষ ক্ষমিবে আমার ॥
সামান্য বিষয় হৈতে যাতনা পাইলে।
কেন নাহি কহি মোরে আগে জানাইলে ॥
প্রভুরে দেখিয়া মাকে করি জিজ্ঞাসন।
জুড়াইল গাত্র শুনি চিত্ত বিনোদন ॥
স্নেহ-বশ নাহি হ'য়ে মঙ্গল-সময়।
চিন্তা দূর করা তাত ? সমুচিত হয় ॥
আদেশ প্রদান কর হ'য়ে হরষিত।
কহিতে প্রভুর গাত্র হয় পুলকিত ॥
ভূতলে অতীব ধন্য জনম তাহার।
পিতা আনন্দিত শুনি চরিত যাহার ॥
পিতা মাতা প্রাণ সম প্রিয় হয় যার।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ করতলে তার ॥
আজ্ঞা পালি জন্মফল লভিয়া অশেষ।
ত্বরায় আসিব, প্রভো ? হউক আদেশ ॥
আসিতেছি মাতৃপাশে লইয়া বিদায়।
কাননে যাইব পদ বন্দি পুনরায় ॥
এত বলি রামচন্দ্র গমন করিল।
শোকবশে ভূপ কিছু উত্তর না দিল ॥

——:*:——

পুরবাসীগণের আক্ষেপ।

রটিল বারতা নগরেতে সেইক্ষণ।
পরশে বিছুটী সর্ব্ব গাত্রে ব্যাপি যেন ॥
শুনি সব নরনারী বিকল হইল।
ঘেরিলেক তরু লতা যেন দাবানল ॥
মাথা খোঁড়ে সেহ ইহা শুনে যেই জন।
ধৈরয না বাঁধে সবে বিষাদিত মন ॥
মুখ শুষ্ক হৈল লোচনেতে জল ঝরে।
শোকের প্রবাহ নাহি হৃদয়েতে ধরে ॥
মনে হয় করুণ রসের সেনাগণ।
অযোধ্যা নগরে আসি বাজায় বাজন ॥
মিলাইয়া রাজ্য বিধি তাহা নাশ কৈল।
যথা তথা কৈকয়ীকে সবে গালি দিল ॥
না জানি পাপিনী ইহা মনে কি বুঝিল।
নির্ম্মিত ভবনে কেন অগ্নি লাগাইল ॥
চাহে দেখিবারে চক্ষু উপাড়ি আপন।
সুধা ফেলি ইচ্ছা করে বিষ আস্বাদন ॥
অভাগিনী, অল্পবুদ্ধি, কঠোর কুটিল।
রঘুবংশ-বেণুবনে অগ্নি সম হৈল ॥
ডালেতে বসিয়া বৃক্ষ ছেদন করিল।
সুখের মাঝারে শোক-সজ্জা সাজাইল ॥
প্রাণের সমান এঁর রাম প্রিয় হ'ন।
করিল এ কুটিলত্ব কিসের কারণ ॥
রমণী-স্বভাব, কবিগণ সত্য কয়।
অগম্য অগাধ অতি কপটতাময় ॥
আপনার প্রতিবিম্ব ধরিবারে পারে।
কদাপি রমণী-গতি নারে জানিবারে ॥
হুতাশন কোন্ দ্রব্য দগ্ধ নাহি করে।
কিবা না প্রবিষ্ট হয় সমুদ্র ভিতরে ॥
প্রবল অবলাকুল কিবা নাহি করে।
কাল নাহি করে গ্রাস কাহারে সংসারে ॥
কিবা শুনাইয়া বিধি কিবা শুনাইল।
কিবা দেখাইতে ইচ্ছি কিবা দেখাইল ॥
একজন কহে নৃপ ভাল না করিল।
না করি বিচার বর কৈকয়ীরে দিল ॥
যাহার হঠেতে নৃপ সর্ব্ব দুখ পান।
অবলাবশেতে গেল গুণ আর জ্ঞান ॥
সুচতুর, ধরমের মর্য্যাদা যে জানে।
সেহ কহে নৃপ-দোষ কহিব কেমনে ॥
শিবি ও দধিচি, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী।
কেহ কেহ পরস্পর কহয়ে বাখানি ॥
ভরত সুম্মতি আছে কহে কোন জন।
অন্যে চুপ করি রহে হ'য়ে উদাসীন ॥
কান মুদি, দন্তে চাপি রসনা আপন।
এ কথা অলীক হয় কহে কোন জন ॥
পুণ্য নাশ হ'বে তব কহিলে এমন।
রাম ভরতের প্রিয় প্রাণের মতন ॥
চন্দ্র হৈতে হ'তে পারে অগ্নি বরিষণ।
সুধা হলাহল সম সম্ভবে কখন ॥
স্বপনেও কভু কিন্তু সম্ভাবিত নয়।
ভরত শ্রীরামচন্দ্রে প্রতিকুল হয় ॥
দেয় বিধাতারে দোষ পুরবাসী কেহ।
সুধা দেখাইয়া বিষ দান করে সেহ ॥
নগরেতে গোলমাল, সবে শোক করে।
ঘুচিল উৎসাহ, দাহ দুঃসহ অন্তরে ॥
কুলে মাননীয়া জ্যেষ্ঠা বিপ্রবধূগণ।
কৈকয়ীর আছিল যাহারা প্রিয়তম ॥
স্বভাবে প্রশংসি কৈকয়ীরে শিক্ষা দিল।
সেই সব বাক্য তার শেল সম হৈল ॥
রামের সমান প্রিয় না হয় ভরত।
কহিতে সতত ইহা জগতে বিদিত ॥
রামের উপরে কর স্বাভাবিক স্নেহ।
কিবা অপরাধে আজি বনে তারে দেহ ॥

সপত্নী বিদ্বেষ তুমি না কর কখন।
দোঁহাকার প্রীতিভাব জানে সর্ব্বজন॥
কিবা হানি কৈল তব কৌশল্যা এখন।
যে হেতু নগরে বজ্র করিলে ক্ষেপন॥
প্রিয়সঙ্গ পরিত্যাগ সীতা কি করিবে।
লক্ষ্মণ রামেরে ত্যজি গৃহে কি থাকিবে॥
নগরে ভরত রাজ্য ভোগ কি করিবে।
রাম বিনা নরপতি প্রাণে কি বাঁচিবে॥
এরূপ বিচারি ক্রোধ কর পরিহার।
হ'য়ো না কলঙ্ক আর শোকের আধার॥
ভরতে অবশ্য তুমি কর যুবরাজ।
কাননে পাঠা'য়ে রামে হ'বে কোন্ কাজ॥
রাজার বাসনা নাহি করে রঘুবর।
বিষয় বাসনাহীন ধর্ম্ম-ধুরন্ধর॥
গুরুগৃহে করে বাস রাম ত্যজি গেহ।
হেনরূপ অম্বর নৃপ পাশে লহ॥
যদি না শুনহ তুমি মোদের বচন।
তাহে তব লাভ কিছু না হ'বে তেমন॥
যদি কহিয়াছ ইহা করি পরিহাস।
তাহা'রে জানাও তাহা করিয়া প্রকাশ॥
বনযোগ্য হয় কিবা রাম সম সুত।
শুনিয়া তোমারে কিবা কবে লোক যত॥
উঠহ সত্বরে হেন করহ উপায়।
যাহাতে কলঙ্ক শোক সব নাশ পায়॥

যাহে শোক নাশ পায়, তোমার কলঙ্ক যায়,
তাহা করি কুল রক্ষা কর।
রামে ফিরাইয়া আন, যেন নাহি যায় বন,
করিও না কুচাল অপর॥
ভানু বিরহিত দিন, দেহ যেন প্রাণ বিন,
চন্দ্র বিনা যেমন যামিনী।
অযোধ্যা নগর হেন, তুলসীর প্রভুহীন,
মনে বুঝি দেখহ, ভামিনি?॥
শুনিতে মধুর আর, পরিণামে হিতকর,
শিক্ষা প্রদানিল সখীগণ।
কুবুজা কুটিল মতি, কুশিক্ষা দিয়েছে অতি,
সেহ কিছু না করে শ্রবণ॥

উত্তর না দেয় ক্রোধে করে নিরীক্ষণ।
ক্ষুধিতা বাঘিনী মৃগে হেরিছে যেমন॥
অসাধ্য জানিয়া ব্যাধি তাহারা ত্যজিল।
'মন্দমতি,' 'অভাগিনী' বলিয়া চলিল॥
রাজত্ব করিতেছিল দৈব বিনাশিল।
কেহ নাহি করে যাহা তাহাই করিল॥
হেনরূপে পুরনারী বিলাপ করিল।
কুচালিনী কৈকয়ীরে কোটি গালি দিল॥
জ্বরিছে বিষম জ্বরে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
রাম বিনা কিরূপেতে জীবনের আশ॥
বিচ্ছেদের ভয়ে প্রজা ব্যাকুল হইল।
জলচরগণ যথা শুকাইলে জল॥

শ্রীরামচন্দ্রের মাতার নিকটে বিদায় লইতে গমন।

অতীব বিষাদে মগ্ন নরনারী গণ।
জননীর পাশে রাম করিল গমন॥
চতুগুণোৎসাহ চিত্তে প্রসন্ন বদন।
রাজা পুনঃ রাখে মোরে ইহাই চিন্তন॥
নব করিবর সম রঘুবংশমণি।
বন্ধন-শৃঙ্খল সম রাজ্যভার গণি॥
শৃঙ্খল-মোচন সম বনবাস হয়।
অধিক আনন্দে পূর্ণ সে হেতু হৃদয়॥

করযোড় করি রঘুকুলের ভূষণ।
হরষিতে মাতৃপদ করেন বন্দন॥
দিলেন আশীষ করি হৃদয়ে ধারণ।
বসন ভূষণ বহু করে বিতরণ॥
পুনঃ পুনঃ করে মাতা বদন চুম্বন।
পুলকিত গাত্র, স্নেহে সজল নয়ন॥
কোলেতে লইয়া পুনঃ হৃদে লাগাইল।
সুশোভন প্রেমরস স্তনেতে ঝরিল॥
প্রেমেতে আনন্দ কিছু বর্ণন নহিল।
ধনীর পদবী যেন দরিদ্র পাইল॥
সাদরে দর্শন করি সুন্দর বদন।
বলিতে লাগিল মাতা মধুর বচন॥
মায়ের দুলাল তাত ? কহনা এখন।
আনন্দ-মঙ্গল-কর লগন কখন্॥
পুণ্য, শীল আর সুখ সীমা যাহা হয়।
জনম লাভের ফলরূপ সুনিশ্চয়॥
নরনারী সকলেতে যাহা ইচ্ছা করে।
নানারূপে অতিশয় কাতর অন্তরে॥
চাতক চাতকী তৃষাতুর হয়ে যেন।
শরতে স্বাতীর বৃষ্টি করয়ে যাচন॥
বালাই তোমার তাত ? ত্বরা কর স্নান।
যাহা ভাল লাগে মনে করহ ভোজন॥
পিতার নিকটে পুনঃ করিও গমন।
হইল বিলম্ব অতি শুন বাছা ধন॥
মাতার বচন শুনি অতি অনুকুল।
স্নেহ-সুরতরু যেন পুষ্পিত হইল॥
সুখ-মকরন্দে পূর্ণ রাজলক্ষ্মী-মূল।
রাম-মন-অলি হেরি তাহা না ভূলিল॥
ধর্ম্ম-ধূরন্ধর ধরমের গতি জানি।
মাতার নিকটে কন অতি মৃদুবাণী॥

পিতা মোরে দিল রাজ্য করিতে কানন।
সর্ব্ব-প্রকারেতে যথা মম প্রয়োজন॥
আদেশ করহ মাতঃ ? হরষিত মনে।
আনন্দ, কল্যাণ যাহে রয় মম বনে॥
প্রেমবশে ভয়-ভীতা তুমি না হইবে।
তব অনুগ্রহে মাতঃ ? আনন্দ হইবে॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে করিয়া ভ্রমণ।
পিতার বচন মাতঃ ? করিয়া পালন॥
আসিয়া করিব পুনঃ চরণ দর্শন।
করিওনা তুমি যেন বিমলিন মন॥
রামের মধুর আর বিনীত বচন।
মাতৃ-হৃদে বাণ সম বিঁধিল তখন॥
শুনিয়া শীতল বাণী ভয়ে শুকাইল।
বরষার জল যেন জবাসে * পড়িল॥
কহা নাহি যায় কিছু মনের বিষাদ।
হরিণী শুনিল যেন ঘোর সিংহনাদ॥
থর থর কাঁপে দেহ সজল নয়ন।
ফেন জল খেয়ে মীন ব্যাকুল যেমন॥
ধৈরয ধরিয়া হেরি পুত্রের বদন।
কহিতে লাগিল মাতা গদ্‌গদ বচন॥
পিতার পরাণ প্রিয় তুমি হও, তাত ?।
তোমার চরিত্র হেরি নিত্য হরষিত॥
রাজ্যদান হেতু করি দিন নিরূপণ।
কহেন কি অপরাধে যাইতে কানন॥
শুনাও আমারে তাত ? সে সব কারণ।
দিনকর-কুলে কেবা হৈল হুতাশন॥
রাম-মনোভাব হেরি সচিব-নন্দন।
বুঝাইয়া কহিলেন সকল কারণ॥
শুনি সে প্রসঙ্গ, রাণী রহে মূক সম।
সে কালের দশা কভু না হয় বর্ণন॥

* জবাস—একরূপ ঘাস, বর্ষার জল পাইলেই উহা শুষ্ক হইয়া যায়।

যাইতে বলিতে নারে, না পারে রাখিতে।
হৃদয়ে দারুণ দাহ উভয় রূপেতে॥
লিখিতে লিখিতে শশী রাহু যে লিখিল।
সকলের প্রতি বিধি বিরূপ হইল॥
ধর্ম্ম, স্নেহ উভয়েতে বুদ্ধি আচ্ছাদিল।
ফণী যেন ছুঁচা ধরি সঙ্কটে পড়িল॥
রাখিলে তনয়ে ঘরে করি অনুরোধ।
ধর্ম্ম হানি হয় আর বান্ধব বিরোধ॥
কহিলে যাইতে বন তাহে হয় হানি।
সঙ্কটে পড়িয়া শোকাতুরা হৈল রাণী॥
চতুরা রমণীধর্ম্ম পুনঃ বিচারিল।
দুই পুত্র সম রাম-ভরতে জানিল॥
সরল স্বভাবা হয় রামের জননী।
ধৈরয ধরিয়া অতি বলে মৃদুবাণী॥
বলাই তোমার তাত? করেছ উত্তম।
পিতৃ আজ্ঞা হয় সর্ব্ব ধর্ম্মের চরম॥
রাজা দিব বলি তোমা বনবাসে দিল।
দুখলেশ মাত্র তাহে মম না হইল॥
নৃপতি, ভরত আর যত প্রজাগণ।
তোমা বিনা দুখ কিন্তু পাইবে দারুণ॥
কেবল যদ্যপি পিতা তোমা আদেশিল।
যাইওনা, মাতৃ আজ্ঞা তা হ'তে প্রবল॥
পিতা, মাতা যদি কহে তবে যাও বন।
শতেক অযোধ্যা সম হইবে কানন॥
বনদেব হ'বে পিতা, মাতা বনদেবী।
খগ, মৃগ সবে হবে পাদপদ্ম-সেবী॥
বৃদ্ধকালে বনবাস নৃপ যোগ্য হয়।
বয়স ভাবিয়া তব দুখিত হৃদয়॥
অযোধ্যা অভাগা বড়, ভাগ্যবান বন।
ত্যজ তুমি যারে রঘুবংশের রতন॥
যদি কহি পুত্র? মোরে সঙ্গে করি লহ।
তোমার হৃদয়ে তবে হইবে সন্দেহ॥
সবার অধিক পুত্র তুমি প্রিয়তম।
প্রাণের পরাণ আর জীবের জীবন॥
হেন তুমি কহ মাতঃ? আমি যাই বন।
অনুতাপ মাত্র করি শুনি সে বচন॥
হঠ না করিব ইহা কৈনু বিচারণ।
কিবা ফল বৃথা স্নেহ করি প্রদর্শন॥
আমি তব মাতা ইহা মনেতে জানিয়া।
দেখো বাছা, চির তরে থেকোনা ভুলিয়া॥
হে পুত্র? তোমারে যত দেব-পিতৃগণ।
করিবেন রক্ষা যথা পলক নয়ন॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ জল, পরিজন মীন।
করুণা আকর তুমি ধরম ধুরীণ॥
বিচারিয়া হেন কর যেরূপ উপায়।
বেঁচে থাকে সবে আসি দেখো সবাকায়॥
মহাসুখে বনে তুমি করহ গমন।
অনাথ করিয়া পুর, জন, পরিজন॥
পুণ্য-ফল আজি সবাকার হৈল গত।
হইল করাল কাল অতি বিপরীত॥
নানারূপ বিলাপিয়া পড়িল চরণে।
আপনারে অতি অভাগিনী জানি মনে॥
দুঃসহ দারুণ দাহ হৃদয়ে হইল।
না হয় বর্ণন যত বিলাপ করিল॥
মাতারে তুলিয়া রাম হৃদয়ে ধরিল।
মধুর বচন বলি বহু বুঝাইল॥

সীতা ও রামের কথোপকথন ও বনগমনে আদেশ প্রাপ্তি।

হেন কালে সমাচার করিয়া শ্রবণ।
ব্যাকুল হইয়া উঠে সীতাদেবী-মন॥
দ্রুত গিয়া শাশুড়ীর চরণ যুগল।
বন্দিয়া মস্তক নত করিয়া বসিল॥

শাশুড়ী মধুর বাক্যে আশীর্ব্বাদ দিল।
অতি সুকুমারী হেরি ব্যাকুল হইল ॥
অধোমুখে বসি ভাবে জনক-দুহিতা।
অতি রূপবতী পতি-প্রেমে হয়ে পূতা ॥
বনেতে যাইতে চাহে জীবনের নাথ।
কোন্ পুণ্যফলে আমি যাব তাঁর সাথ ॥
প্রাণ সহ দেহ যায় কিম্বা প্রাণ যায়।
বিধির কর্ত্তব্য কিছু বুঝা নাহি যায় ॥
সুচারু চরণ-নখে লিখিছে ধরণী।
কবি বর্ণিয়াছে রমা নুপুরের ধ্বনি ॥
প্রেমবশে যেন কত সুবিনতি করে।
সীতাপদ যেন ত্যাগ নাহি করে মোরে ॥
মনোহর নেত্র করে অশ্রু বিমোচন।
রামের জননী দেখি বলেন বচন ॥
সুকুমারী সীতা তাত ? করহ শ্রবণ।
শ্বশুর শাশুড়ী প্রিয়তম পরিজন ॥
জনক জনক হয় নৃপগণ মণি।
শ্বশুর উদার রবিকুল-দিনমণি ॥
রবিকুল কুমুদিনী চন্দ্রমা সমান।
পতি হয় সর্ব্ব গুণ রূপের নিধান ॥
আমি পুনঃ পুত্রবধু পেয়ে প্রিয়তম।
রূপরাশি গুণে শীলে অতি মনোরম ॥
নয়ন পুতলী করি প্রীতি বাড়াইয়া।
জীবন ধারণ করি জানকী লইয়া ॥
কল্পলতা সম করি করিয়া পোষণ।
স্নেহজলে সিঞ্চি নিত করেছি পালন ॥
পুষ্পিত-ফলিত কালে বিধি হৈল বাম।
বুঝিতে না পারি কিবা হ'বে পরিণাম ॥
ত্যাজয়া পালঙ্ক, দোলা, ক্রোড়, সিংহাসন।
কঠিন ভূমিতে সীতা না রাখে চরণ ॥
জীবন ঔষধ সম করেছি রক্ষণ।
উস্কাইতে নাহি কহি প্রদীপ কখন ॥

সেই সীতা চাহে সঙ্গে যাইতে কানন।
কিবা আজ্ঞা হয় তব শ্রীরঘুনন্দন ॥
চকোরী যে চন্দ্র-সুধারস পান করে।
রবি আগে দৃষ্টি সে কি রাখিবারে পারে ॥
সিংহ, গজ, নিশাচর হিংস্র জন্তুগণ।
কাননে অসংখ্য কত করে বিচরণ ॥
বিষবৃক্ষ-বনে কভু হ'য় কিবা সুত ?।
মনোহর সঞ্জীবনী লতা সুশোভিত ॥
ভোগরস হীনা কোন কিরাতের সুতা।
বনে বাস হেতু সৃষ্টি করেছে বিধাতা ॥
সর্পাদি কীটের ন্যায় স্বভাব যাহার।
কাননেতে কষ্ট কভু না হয় তাহার ॥
অথবা তাপস নারী কাননের যোগ্য।
ত্যজিয়াছে তপ হেতু যারা সব ভোগ্য।
কিরূপে করিবে তাত ? সীতা বাস বনে।
চিত্রে কপি হেরি যেবা ভয় পায় মনে ॥
মানস সায়র-পদ্ম-বন বিহরিণী।
বিচরিবে পল্বলে কি মরাল নন্দিনী ॥
ইহা বিচারিয়া তব যে হয় আদেশ।
জানকীরে সেইরূপ দিব উপদেশ ॥
মাতা ক'ন যদি সীতা থাকয়ে ভবনে।
হ'বে অবলম্ব মম জীবন ধারণে ॥
স্নেহশীল আর যেন অমৃত মিশ্রিত।
শুনি রঘুবীর প্রিয় মাতার বচন ॥
কহি প্রিয় জ্ঞানযুত মধুর বচন।
করিলেন জননীর সন্তোষ সাধন ॥
পুনঃ বন-গুণ দোষ করিয়া বর্ণন।
বুঝাইতে জানকীরে করেন যতন ॥
কহিতে মাতার পাশে অতি সঙ্কুচিত।
মনোমাঝে বিচারিয়া বলে কালোচিত ॥
শুনহ আমার শিক্ষা, রাজার কুমারি !।
মনে অন্যরূপ কিছু বিচার না করি ॥

নিজ আর মম যদি ভাল তুমি চাহ।
আমার বচন মানি গৃহ মাঝে রহ॥
শাশুড়ীর সেবা আর আমার আদেশ।
ভামিনি? গৃহেতে শুভ হইবে অশেষ॥
ধরম অধিক ইহা হৈতে নাহি অন্য।
শ্বশুর-শাশুড়ী-পদ পূজা সর্ব্ব ধন্য॥
আমারে জননী যবে করিবে স্মরণ।
প্রেমেতে বিভোর ব্যাকুলিত হ'বে মন॥
সেই কালে কহি তুমি কথা পুরাতন।
সুন্দরি? মধুর বাক্যে করিবে সান্ত্বন॥
স্বভাবতঃ কহি আমি শত দিব্য ক'রে।
রাখি তোমা সুবদনি? জননীর তরে॥
করি গুরু বেদমতে ধর্ম্মের সাধন।
ধর্ম্মের ফল পায় না করি যতন॥
গালব, নহুষ আদি নৃপতি সকল।
হঠবশে মহাঘোর সঙ্কটে পড়িল॥
আমিও পিতার বাক্য পালন করিয়া।
আসিব এখানে অতি সত্বর ফিরিয়া॥
অবিলম্বে সেই কাল হইবেক শেষ।
ধরহ সুন্দরি? মম এই উপদেশ॥
প্রেমবশে যদি তুমি তাহে হঠ কর।
শেষেতে পাইবে দুখ তবে গুরুতর॥
সুকঠিন বন সুবিপুল ভয়ঙ্কর।
ভয়ানক হিম, জল, রৌদ্র খরতর॥
বিবিধ কঙ্কর, কুশ, কণ্টক পথেতে।
পাদুকা বিহনে পদব্রজে হ'বে যেতে॥
মৃদুল মঞ্জুল তব কমল চরণ।
মারগ দুর্গম অতি পর্ব্বত কারণ॥
গিরি গুহা নদনদী নালা আদি তায়।
অগণ্য অগাধ অতি দেখা নাহি যায়॥
ভল্লুক, কেশরী, ব্যাঘ্র, বৃক, নাগচয়।
করয়ে গর্জ্জন শুনি ধৈরয না রয়॥

ভূমি শয্যা, পরিধানে বল্কল বসন।
কন্দ মূল ফল হ'বে করিতে ভোজন॥
সর্ব্ব দিন সর্ব্ব কালে তাহা না মিলিবে।
সময়ে সময়ে কভু উপস্থিত হ'বে॥
নিশাচরগণ করে মানব আহার।
ধরিয়া কপট বেশ বিবিধ প্রকার॥
পর্ব্বতের জলধারা শরীরে লাগিবে।
বনের বিপত্তি কত কেবা বরণিবে॥
বিকরাল সর্প ভয়ঙ্কর পক্ষী বনে।
নরনারী চুরি করে নিশাচরগণে॥
বনের নামেতে ধীর মনে পায় ভয়।
মৃগাক্ষি? সহজে তুমি ভীরু অতিশয়॥
বনযোগ্যা নহ তুমি মরালগামিনী।
লোকে দোষ দিবে মোরে শুনি একাকিনী।
মানসরোবর-জল-সুধা-বিহরিণী।
লবণ-পয়োধি জলে বাঁচে কি হংসিনী॥
নবীন আম্রের বনে বিহরণশীল।
কণ্টক-কাননে কভু শোভে কি কোকিল॥
বিচারি হৃদয়ে হেন থাকহ ভবনে।
চন্দ্রমুখি? দুখ অতি পাইবে কাননে॥
স্বাভাবিক মিত্র গুরু স্বামীর বচন।
হিতকর ভাবি যেবা না করে পালন॥
অতিশয় অনুতাপ শেষেতে লভিবে।
মঙ্গলের হানি তায় অবশ্য হইবে॥
শুনি মৃদু মনোহর পতির বচন।
অশ্রুপূর্ণ জানকীর কমল-লোচন॥
সুশীতল উপদেশ দহে তারে হেন।
শারদ জ্যোছনা রাতি চক্রবাকে যেন॥
বিকলা বৈদেহী মুখে উত্তর না সরে।
প্রিয়পতি ত্যজিবারে চাহিতেছে মোরে॥
অতি কষ্টে রোধ করি নয়নের বারি।
ধৈরয ধরিল হৃদে পৃথিবী কুমারী॥

শ্বশ্রূপদে পড়ি কহে জুড়ি দুই কর।
অতীব ধৃষ্টতা মম, দেবি ? ক্ষমা কর ॥
দিয়াছেন সেই শিক্ষা মোরে প্রাণপতি।
যাহাতে আমার শুভ হইবেক অতি ॥
আমি কিন্তু দেখিয়াছি করি অনুমান।
পতির বিয়োগ সম দুখ নাহি আন ॥
এত কহি, ধরি সীতা রামের চরণ।
বলিতে লাগিল প্রেম পূরিত বচন ॥
প্রাণের ঈশ্বর, প্রভু, করুণা-নিদান।
পরম সুন্দর, সুখদায়ী ভগবান ॥
রঘুকুল-কুমুদের তুমি হে চন্দ্রমা।
সুরপুর-নরকের সম তোমা বিনা ॥
মাতা, পিতা, প্রিয় ভ্রাতা, ভগিনীরগণ।
সুহৃদ সকল, প্রিয়তম পরিজন ॥
শ্বশুর, শাশুড়ী, গুরু, কুটুম্ব, সজ্জন।
সুচরিত সুখদায়ী সুন্দর নন্দন ॥
যত আছে স্নেহশীল সম্বন্ধীরগণ।
প্রিয় বিনা সূর্য্য সম করয়ে দহন ॥
দেহ, ধন, গৃহ, রাজ্য, পৃথিবী, নগর।
পতির বিহনে সব শোকের সাগর ॥
ভোগ হয় রোগ সম, অলঙ্কার ভার।
যমের যাতনা সম সকল সংসার ॥
প্রাণনাথ ? তোমা বিনা জগত মাঝার।
কোথাও সুখদ কিছু নাহিক আমার ॥
দেহ বিনা প্রাণ, জল বিহীন তটিনী।
পুরুষ বিহনে নাথ ? তেমতি রমণী ॥
তোমার সহিত নাথ সর্ব্ব সুখ মম।
শারদ-বিমল-বিধু হেরিয়া বদন ॥
কানন নগর, খগ, মৃগ, পরিজন।
বিমল দুকুল সম বল্কল গণন ॥
হে নাথ ? তোমার সঙ্গে সুখের কারণ।
পর্ণশালা হবে মম স্বরগের সম ॥

স্নেহশীল বনদেব বনদেবীগণ।
শ্বশুর শাশুড়ী সম করিবে রক্ষণ ॥
কুশ কিশলয় শয্যা পরম সুন্দর।
প্রভু সঙ্গে হবে রম্য তোষক দোসর ॥
অমৃতের সম হবে কন্দ, মূল, ফল।
পর্ব্বত নিচয় রাজ-প্রাসাদ সকল ॥
প্রভুপদ-সরসিজ হেরি ক্ষণে ক্ষণে।
দিবা-চক্রবাকী সম রব হর্ষ মনে ॥
কহিলেন, নাথ ? বন-দুখ নানামত।
ভয়, শোক, পরিতাপ আছে শত শত ॥
প্রভুর বিয়োগ-দুখ শেলের সমান।
সবে মিলে না হইবে, কৃপার নিধান ? ॥
জ্ঞানি-শিরোমণি ? ইহা বুঝিয়া অন্তরে।
সঙ্গে লহ, পরিত্যাগ করোনা আমারে ॥
অধিক বিনতি আর কি করিব, স্বামি ?।
করুণা-সাগর তুমি হও অন্তর্য্যামী ॥
রাখ মোরে অযোধ্যায় যদি জান মনে।
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি বাঁচিব পরাণে ॥
দীনবন্ধু তুমি প্রভো ? সুখদ, সুন্দর।
স্নেহ, সুশীলতা আদি গুণের সাগর ॥
পথেতে চলিতে আমি শ্রান্ত নাহি হ'ব।
ক্ষণে ক্ষণে তব পাদ-পদ্ম নিরখিব ॥
করিব সকল রূপে তোমারে সেবন।
তাহাতে হইবে দূর পথ-পরিশ্রম ॥
বসিয়া তরুর ছায়ে পদ ধোয়াইব।
হরষিত মনে ধীরে বীজন করিব ॥
শ্রমবিন্দুযুত হেরি শ্যাম কলেবর।
তব দরশনে কোথা দুখ অবসর ॥
সমভূমি'পরে তৃণ পল্লব পাতিয়া।
সেবিবে চরণ, দাসী রজনী ব্যাপিয়া ॥
হেরিলে মুরতি মৃদু তব বারে বারে।
গরম বাতাস নাহি লাগিবেক মোরে ॥

প্রভু সঙ্গে থাকিলে কে হেরিবে আমারে।
সিংহীরে শৃগাল, শশ, হেরিতে কি পারে॥
সুকুমারী আমি নাথ? বন-যোগ্য তুমি।
তপস্বী হইবে তুমি বিলাসিনী আমি॥
শুনিয়া কঠোর হেন নিঠুর বচন।
না ফাটে হৃদয় যদি, শুন প্রাণধন?।
বিষম বিয়োগ-দুখ কিরূপেতে তবে।
পামর পরাণ প্রভো? সহন করিবে॥
এত বলি হৈল অতি ব্যাকুলিতা সীতা।
সহ্য নাহি হয় তার বিয়োগের কথা॥
দশা দেখি রঘুপতি করে অনুমান।
জেদ করি রাখিলে, না রাখিবে পরাণ॥
কহিলেন কৃপাযুত ভানুকুল-নাথ।
শোক পরিহরি বনে চল মম সাথ॥
দুখ করিবার অবসর নহে আজ।
ত্বরায় করহ বনগমনের সাজ॥
প্রিয়ারে মধুর বাক্যে শ্রীরাম তুষিল।
মাতার চরণে নমি আশীষ লভিল॥
প্রজা-দুখ দূর কর ত্বরায় আসিয়া।
নিঠুরা মাতারে যেন যেওনা ভুলিয়া॥
পালটিবে দশা কিবা পুনঃ বিশ্বপতি।
দেখিব নয়নে আর দোঁহার মূরতি॥
শুভদিনক্ষণ তাত? কখন হইবে।
তব মুখচন্দ্র মাতা জীবিতে দেখিবে॥
রঘুপতি, রঘুবর তাত? বাছাধন।
প্রাণের দুলাল কহি ডাকি পুনঃ পুনঃ॥
নিকটে আনিয়া কবে লাগাব হৃদয়ে।
নিরখিব রম্য দেহ হরষিত হ'য়ে॥
জননী ব্যাকুলা স্নেহে করি বিলোকন।
হইল বিকল অতি না সরে বচন॥
প্রবোধিলা নানা মতে শ্রীরঘুনন্দন।
সে কালের স্নেহ নারি করিতে বর্ণন॥
ধরেন জানকী তবে শ্বশ্রূর চরণ।
অভাগিনী আমি মাতঃ? করহ শ্রবণ॥
তব সেবাকালে দৈব দিল মোরে বন।
মনোরথ মম নাহি হইল পূরণ॥
মোর স্নেহ নাহি ছাড় ক্ষোভ দূর কর।
করম কঠিন কিছু দোষ নাহি মোর॥
ব্যাকুলা কৌশল্যা শুনি সীতার বচন।
কিরূপেতে সেহ দশা করিব বর্ণন॥
পুনঃ পুনঃ লয়ে তারে হৃদে লাগাইল।
ধৈরয ধরিয়া শিক্ষা আশীর্ব্বাদ দিল॥
অচল হউক এই সোহাগ তোমার।
যদবধি বহে বারি গঙ্গা যমুনার॥
কৌশল্যা সীতারে শিক্ষা বিবিধ প্রকার।
প্রদানিয়া আশীর্ব্বাদ দিলা বার বার॥
পুনঃ পুনঃ পাদপদ্ম করিয়া ধারণ।
তথা হৈতে সীতাদেবী করেন গমন॥

——:*:——

লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্রের কথোপকথন ও বনগমনে অনুমতি দান।

লক্ষ্মণ যখন এই সমাচার পায়।
ব্যাকুল হৃদয়ে বিলাপিয়া উঠি ধায়॥
শরীরে পুলক কম্প সজল নয়ন।
প্রেমেতে অধীর অতি পড়িল চরণ॥
দাঁড়াইয়া দেখে কিছু কহিতে না পারে।
মীন যেন দীন হয় জলের উপরে॥
অন্তরেতে শোক বিধি এবে কি করিল।
মম পুণ্য সুখ সব কিবা ফুরাইল॥
কি আদেশ রঘুনাথ করিবেন মোরে।
সঙ্গে লইবেন কিম্বা রাখিবেন ঘরে॥

রাম দেখিলেন ভ্রাতা করযোড়ে স্থিত।
দেহ গেহ তৃণ সম করি উপেক্ষিত॥
বলেন বচন রাম নীতির সাগর।
স্নেহশীল সরলতা সুখের সাগর।
প্রেমবশে ভ্রাতঃ? কিছু না করিহ ভয়।
হৃদয়ে ভাবিও পরিণাম সুখময়॥
মাতা, পিতা, গুরু, স্বামী যেই শিক্ষা দিবে।
মাথা পাতি লয়ে তাহা অবশ্য পালিবে॥
তাহা হৈলে জন্ম লাভ সার্থক হইবে।
নতুবা জগতে জন্ম নিরর্থক হ'বে॥
ইহা মনে জানি ভাই শুনহ বচন।
জনক-জননী-পদ করহ সেবন॥
ভরত শত্রুঘ্ন কেহ নাহিক ভবনে।
বৃদ্ধ হৈল রাজা ক্রমে দুখ হয় মনে॥
আমি যদি বনে যাই তোমা ল'য়ে সাথে।
অযোধ্যা অনাথ হ'বে সকল রূপেতে॥
গুরু, পিতা, মাতা, প্রজা আর পরিবার।
পড়িবে সবার মাথে অতি দুখ ভার॥
ঘরে থাকি কর সবাকার পরিতোষ।
নতুবা হইবে ভ্রাতঃ? অতি বড় দোষ॥
যে রাজার রাজ্যে দুখী প্রিয় প্রজাগণ।
সে নৃপ অবশ্য হয় নরকভাজন॥
রহ ভ্রাতঃ? এই নীতি করিয়া পালন।
শুনিয়া ব্যাকুল অতি হইল লক্ষ্মণ॥
সুশীতল বাণী শুনি গেল শুখাইয়া।
শুখায় কমল যেন হিম পরশিয়া॥
প্রেমেতে বিবশ মুখে না সরে উত্তর।
ব্যাকুলিত হ'য়ে পড়ে চরণ উপর॥
তুমি নাথ আমি দাস সেবক তোমার।
ত্যজিলে তাহাতে সাধ্য কি আছে আমার॥
ভাল শিক্ষা মোরে প্রভু দিলা সুবিচারি।
নিজ অক্ষমতা হেতু বুঝিতে না পারি॥
ধর্ম্মধুরন্ধর ধীর নরবর যিনি।
বেদ আর নীতিশাস্ত্রে অধিকারী তিনি॥
আমি হই শিশু, প্রভু-স্নেহেতে পালিত।
মরাল কি বহে মেরু মন্দার পর্ব্বত॥
গুরু, পিতা, মাতা কাহাকেও নাহি জানি।
বিশ্বাস করহ নাথ? যথার্থ বাখানি॥
প্রেমের সম্বন্ধ বিশ্বে যত মম রয়।
বেদেতে যতেক প্রীতি বিশ্বাস বা হয়॥
সকলি আমার তুমি একা হও প্রভু।
সকলের অন্তর্যামী দীনবন্ধু বিভু॥
ধর্ম্ম আর নীতিশিক্ষা দিবেন তাহারে।
ঐশ্বর্য্য, সুগতি, কীর্ত্তি প্রিয় লাগে যারে॥
কায়মনবাক্যে শ্রীচরণে রতি যার।
কৃপাসিন্ধো? করিবে কি তারে পরিহার॥
করুণারসিন্ধু রাম ভ্রাতার বচন।
সুবিনীত সুমধুর করিয়া শ্রবণ॥
জানিয়া তাহারে প্রেম-ভয়ে ভীত অতি।
বুঝাইয়া হৃদে তুলি লন শীঘ্রগতি॥
মাতার নিকট গিয়া লইয়া বিদাই।
আইস সত্বর ভাই? চল বনে যাই॥

——:*:——

সুমিত্রার নিকট হইতে লক্ষ্মণের বিদায় গ্রহণ।

রামের বচন শুনি হৈল হরষিত।
মানিল বিশেষ লাভ, দুখ দূরগত॥
হরষে মাতার পাশে করিল গমন।
মনে হয় অন্ধ যেন পাইল লোচন॥
যাইয়া জননী-পদে মাথা নোয়াইল।
মন কিন্তু রামসীতা-চরণে রহিল॥
দেখিয়া মলিন মন মাতা জিজ্ঞাসিল।
লক্ষ্মণ সকল কথা কহি শুনাইল॥

কঠোর বচন শুনি পাইলেন ভয়।
চারি পাশে বহ্নি হেরি মৃগী যেন হয়॥
লক্ষ্মণ ভাবেন আজি অনর্থ হইবে।
স্নেহের বশেতে মাতা যাইতে না দিবে॥
লইতে বিদায়, সঙ্কুচিত, মনে ভয়।
হে ধাতঃ? যাইতে সাথে পাছে নাহি কয়॥
ভাবিয়া সুমিত্রা রামসীতার মূরতি।
উত্তম স্বভাব, রূপ, সুশীলতা মতি॥
নৃপ প্রীতি হেরি মাথা খুঁড়িতে লাগিল।
পাপিনী কৈকয়ী বড় অনর্থ করিল॥
কুসময় জানি করি ধৈরয ধারণ।
স্বাভাবিক স্নেহে বলে মধুর বচন॥
হে তাত? তোমার মাতা জনক-নন্দিনী।
সর্ব্বরূপ স্নেহে রামে পিতা সম জানি॥
তথায় অযোধ্যা যথা রামের নিবাস।
তাহাই দিবস যথা ভানুর প্রকাশ॥
শ্রীরাম জানকী যদি যাইতেছে বন।
অযোধ্যাতে নাহি তব কোন প্রয়োজন॥
গুরু, পিতা, মাতা, বন্ধু, স্বামী দেবগণ।
প্রাণের সমান সবে করিবে সেবন॥
সংসারেতে প্রিয় আর পূজ্য যেই জন।
রামের সম্বন্ধে সবে করিও গণন॥
ইহা মনে বিচারিয়া সঙ্গে যাহ বন।
ভুবনে সফল তাত? করহ জীবন॥
বালাই তোমার আমি লই বারে বার।
অতি ভাগ্যবান তুমি সহিত আমার॥
কপটতা পরিহরি সদা তব মন।
রামের চরণপদ্মে রত অনুক্ষণ॥
পুত্রবতী সে রমণী জগমাঝে হয়।
শ্রীরামের ভক্ত হয় যাহার তনয়॥
নতুবা প্রসব বৃথা, বন্ধ্যা থাকা ভাল।
শ্রীরাম-বিমুখ পুত্রে হয় অমঙ্গল॥
তব ভাগ্য হেতু বনে রামের গমন।
হে তাত? নাহিক কিছু অপর কারণ॥
সকল পুণ্যের বাঞ্ছা এই ফল হয়।
রামসীতা পদে স্বাভাবিক প্রেম রয়॥
রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা, মদ, মোহ আদি যত।
স্বপনেও না হইও কভু বশীভূত॥
অন্যান্য বিকার সর্ব্বরূপেতে বর্জ্জিবে।
কায়মনবাক্যে তাঁর দাসত্ব করিবে॥
বনে সর্ব্বরূপ সুখ হইবে নিশ্চয়।
পিতামাতা সম রামসীতা সঙ্গে রয়॥
রাম যাহে কোন ক্লেশ নাহি পান বনে।
মম উপদেশ তাহা, পালিও যতনে॥

উপদেশ এই মম, তোমা হ'তে সীতারাম,
যাহে তাত? সদা সুখ পান।
পিতা, মাতা, পরিবার, নগরের সুখ আর,
বনে গিয়া যেন ভুলি যান॥
তুলসী কহিছে হেন, শিক্ষা, আজ্ঞা দিয়া পুনঃ,
পুত্রে মাতা আশীর্ব্বাদ দিল।
সীতারাম-শ্রীচরণে, নিত্য নব ক্ষণে ক্ষণে,
রতি যেন হয় নিরমল॥
রাধিকাপ্রসাদ কয়, হেন মাতা যার হয়,
সেই ধন্য এ তিন ভুবনে।
বিনা স্তুতি, প্রীতি, নতি, তুষ্ট সীতা সীতাপতি,
স্থান দেন আপন চরণে॥
মাতার চরণে শির, নত করি মহাবীর,
ভীত মনে লক্ষ্মণ চলিল।
মনে লয় ভাগ্যবশে, ছিন্ন করি দৃঢ়পাশে,
আনন্দেতে মৃগ পলাইল॥

—:*:—

শ্রীরামের লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনগমন।

যথায় জানকীনাথ, গেলেন লক্ষ্মণ।
প্রিয় সঙ্গ পেয়ে অতি হরষিত মন॥
বন্দি রাম জানকীর চরণ সুন্দর।
চলিলেন সঙ্গে নৃপ-মন্দির ভিতর॥
নগরের নরনারী কহিতে লাগিল।
ভাল করি শেষে বিধি সব বিগাড়িল॥
দেহ ক্ষীণ দুখী মন মলিন বদন।
মধুহীন হ'লে মাছি বিকল যেমন॥
হাত ঘষি মাথা খুঁড়ি অনুতাপ করে।
পাখা বিনা পাখী যেন ব্যাকুল অন্তরে॥
অতি বড় ভীড় রাজদরবারে হয়।
সকলে বিষাদে মগ্ন বর্ণন না হয়॥
নৃপে উঠাইয়া মন্ত্রী বসান তখন।
মধুর বচনে কহে রাম আগমন॥
সীতা সহ দুই সুতে করি দরশন।
ব্যাকুল হইল অতি ভূপতির মন॥
সীতার সহিত দুই সুন্দর নন্দন।
দেখি দেখি নরপতি ব্যাকুলিত হ'ন॥
স্নেহের কারণ পুনঃপুনঃ নরপতি।
লাগায় সবারে বক্ষে চিন্তাযুত মতি॥
বলিতে না পারে, নরপতি ব্যাকুলিত।
হৃদয়ে দারুণ দাহ, শোকে প্রপীড়িত॥
অতি অনুরাগে পদে মাথা নোয়াইয়া।
মাগেন বিদায় রঘুপতি দাণ্ডাইয়া॥
আশীর্ব্বাদ করি পিতঃ? আজ্ঞা মোরে দেহ।
হরষের কালে কেন বিস্ময় করহ॥
প্রিয় প্রতি প্রেম তাত? মোহের কারণ।
অপবাদ হয় লোকে যশ বিনাশন॥

শুনিয়া স্নেহের বশে নৃপতি উঠিয়া।
বসাইল শ্রীরামেরে বাহুতে ধরিয়া॥
শুন তাত? মুনিগণ কহেন তোমারে।
চরাচর নেতা রাম বিদিত সংসারে॥
শুভ বা অশুভ করমের অনুসারে।
ঈশ ফল দেন সবে বিচারি অন্তরে॥
যে যেরূপ করে কর্ম্মফল পায় তেন।
বেদ, নীতি আদি শাস্ত্রে সবে কহে হেন॥
একে যদি কোনরূপ অপরাধ করে।
অন্যজনে সেই ফল হয় ভুঞ্জিবারে॥
শ্রীহরির লীলা হয় সুবিচিত্র অতি।
জগতে জানিতে তাহা কাহার শকতি॥
নরপতি রঘুনাথে রাখিতে তথায়।
অকপটে করিলেন বিবিধ উপায়॥
রামে নিরখিয়া জানে না রহিবে আর।
ধর্ম্ম-ধুরন্ধর ধীর চতুর উদার॥
তবে জানকীরে নৃপ হৃদে লাগাইল।
অতি হিতকর বহু উপদেশ দিল॥
বনের দুঃসহ দুখ কহি শুনাইল।
শ্বশ্রূ, পিতা, শ্বশুরের সুখ জানাইল॥
রামপদে অনুরক্ত সীতাদেবী-মন।
সে হেতু না বোঝে ঘর ভাল, মন্দ বন॥
আর আর সকলেই সীতারে কহিল।
বনের বিপত্তি যত কহি বুঝাইল॥
গুরুপত্নী আর যত মন্ত্রীপত্নীগণ।
স্নেহের সহিত বলে মধুর বচন॥
তোমাকেত বনবাস নাহি দেয় কেহ।
শাশুড়ী, শ্বশুর, গুরু যা কহে করহ॥
মৃদুল মধুর হিতকর সুশীতল।
উপদেশ জানকীর ভাল না লাগিল॥
শারদীয় শশীকর লাগিলে যেমন।
ব্যাকুলিত হয় সদা চক্রবাকী-মন॥

সঙ্কোচে জানকী কিছু উত্তর না দিল।
তাহা শুনি চমকিয়া কৈকয়ী উঠিল ॥
মালা কমণ্ডলু আর বল্কল আনিয়া।
বলিল মধুর বাক্য আগেতে রাখিয়া ॥
নৃপতির প্রাণপ্রিয় তুমি রঘুবর।
স্নেহ শীলতাদি নাহি ছাড়ে ভীরু নর ॥
পুণ্য, যশ, পরলোক যদি নাশ পায়।
রাজা না কহিবে বনে যাইতে তোমায় ॥
যাহা ভাবিয়াছ কর বিচারিয়া হেন।
জননীর শিক্ষা শুনি রাম সুখী মন ॥
বাণসম লাগে বাক্য রাজার অন্তরে।
অভাগা পরাণ তবু প্রয়াণ না করে ॥
শোকেতে বিকল নরনাথ মূরছিত।
না পারে বুঝিতে কেহ কি করা উচিত ॥
চলিলেন ত্বরা রাম মুনিবেশ ধরি।
জনক-জননী-পদে মাথা নত করি ॥
সমুদয় বনসাজে হইয়া সজ্জিত।
শ্রীরাম, বনিতা আর ভ্রাতার সহিত ॥
বিপ্র গুরুজন পদ করিয়া বন্দন।
চলিলেন সবাকারে করি অচেতন ॥
বাহিরিয়া বশিষ্ঠের দ্বারে দাণ্ডাইল।
দেখিলা সকল লোক বিরহ ব্যাকুল ॥
প্রিয়বাক্য বলি সব স্বারে বুঝাইল।
ব্রাহ্মণগণেরে রঘুবীর ডাকাইল ॥
গুরুরে কহিয়া বর্ষভোগ্য দ্রব্য দিল।
বিনয় আদর দানে সবে বশ কৈল ॥
যাচকে সমান দান দিয়া সন্তোষিল।
প্রিয় মিত্রে পূতপ্রেমে পরিতুষ্ট কৈল ॥
পুনঃ নিজ দাসদাসীগণে ডাকাইয়া।
বলিলেন করযোড়ে গুরুরে অর্পিয়া ॥
সকলের গুণ প্রভো? করিয়া গ্রহণ।
জনক জননী সম করুন পালন ॥

আমার বিরহে মম জননী সকল।
নাহি যেন হ'ন ঘোর দুখেতে ব্যাকুল ॥
করিও উপায় হেন তোমরা সকলে।
পরম প্রবীণ পুরজন সবে মিলে ॥
হেনরূপে রামচন্দ্র সবে বুঝাইল।
হর্ষে গুরুপাদপদ্মে মাথা নত কৈল ॥
গণপতি, গৌরী, শিবে মানান করিয়া।
চলিলেন রঘুনাথ আশীষ লভিয়া ॥
রামের গমনে অতি হইল বিষাদ।
কহা নাহি যায় পুরবাসী আর্ত্তনাদ ॥
কুশকুন লঙ্কা মাঝে শোক অযোধ্যায়।
হরষ বিষাদে মগ্ন সুরলোক তায়।
মূর্চ্ছা গত হৈল, তবে নৃপতি জাগিল।
সুমন্ত্রে ডাকিয়া হেন বলিতে লাগিল।
না যায় পরাণ, রাম যাইল কানন।
দেহ মাঝে রহে উহা কিসের কারণ ॥
ইহা হৈতে কোন্ ব্যথা অতি বলবান।
যে দুখ লভিয়া দেহ ত্যজিবে পরাণ ॥
পুনঃ নরনাথ কহে ধৈরয ধরিয়া।
যাহ তুমি রথ, সখা সঙ্গেতে লইয়া ॥
কুমার দুজন হয় সুকুমার অতি।
জনক-তনয়া সুকুমারী শিশুমতি ॥
দেখাইও বন সবে রথে চড়াইয়া।
আনিও দিনেক চারি গতে ফিরাইয়া ॥
যদি নাহি ফিরে ধৈর্য্যবান্ ভ্রাতৃদ্বয়।
সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত রাম অতিশয় ॥
তবে তুমি করযোড়ে বিনয় করিয়া।
কহিও সীতারে প্রভো? দেহ ফিরাইয়া ॥
ডরিবে যখন সীতা দেখিয়া কানন।
মম উপদেশ তুমি কহিও তখন ॥
শ্বশুর-শাশুড়ী-আজ্ঞা এই মত হয়।
ফিরে চল পুত্রি? বনে বড় ক্লেশ হয় ॥

শ্রীরামের বনগমন।

গণপতি, গৌরী, শিবে মানান করিয়া। চলিলেন রঘুনাথ আশীষ লভিয়া॥

(১৬৬ পৃঃ)

B. B. Press, Benares.

শ্বশ্রূ-গৃহে কভু, কভু পিতৃ-গৃহে আর।
রহিবে যথায় রুচি হইবে তোমার॥
এরূপে করিবে তুমি উপায় নিচয়।
ফিরিলে হইবে সেহ প্রাণের আশ্রয়॥
নতুবা মরণ মোর হ'বে পরিণাম।
সাধ্য নাহি কিছু, বিধি হইয়াছে বাম॥
এত বলি পড়ে নৃপ মূরছিত হৈয়া।
সীতারাম লক্ষ্মণেরে দেখাও আনিয়া॥
রাজার আদেশ লভি মাথা নত কৈল।
অতি ত্বরা গিয়া রথ প্রস্তুত করিল॥
নগর বাহিরে গিয়া হৈল উপনীত।
আছেন দু ভাই যথা সীতার সহিত॥
সুমন্ত্র নৃপের বাক্য তবে শুনাইল।
বিনতি করিয়া রামে রথে চড়াইল॥
সীতা সহ দুই ভাই রথেতে চড়িয়া।
চলে, মনে অযোধ্যারে প্রণাম করিয়া॥
রাম গেলে অযোধ্যারে অনাথ দেখিয়া।
সঙ্গে সব লোক ধায় ব্যাকুল হইয়া॥
কৃপাসিন্ধু বহুরূপে সবে বুঝাইল।
চলি গিয়া পুনঃ প্রেমে ফিরিয়া আসিল॥
দেখিতে অযোধ্যা লাগে ভয়ঙ্কর অতি।
মনে হয় যেন অন্ধকার কালরাতি॥
পুরনরনারীগণ ঘোর জন্তু সম।
একেরে নিহারি অন্যে হয় ভীত মন॥
শ্মশানের সম গৃহ পুরজন ভূত।
হিতকর পুত্র, মিত্র যেন যমদূত॥
বাগানের বৃক্ষ লতা হৈল শুষ্কপ্রায়।
নদী সরোবর যেন দেখা নাহি যায়॥
হয় গজ কোটি কোটি ক্রীড়া মৃগযূথ।
চাতক ময়ুর আর গ্রাম্য পশু যূত॥
চক্রবাক শুক সারি পিক অগণন।
সারস, চকোর, হংস আদি পক্ষীগণ॥

রামের বিয়োগে সবে ব্যাকুলিত হৈল।
চিত্রলিপি সম যথা তথা দাণ্ডাইল॥
নগর সকল যেন গহন কানন।
নরনারী তাহে যেন খগ মৃগগণ॥
কৈকয়ীকে তাহে বিধি কিরাতিনী কৈল।
দুঃসহ অনল যেন চারিদিকে দিল॥
রামের বিরহানল সহিতে না পারে।
পলায় সকল লোক ব্যাকুল অন্তরে॥
সকলেই মনে মনে করিল বিচার।
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা বিনা সুখ কার॥
যথায় শ্রীরাম তথা সকল সমাজ।
রঘুবর বিনা অযোধ্যায় কিবা কাজ॥
সঙ্গে সঙ্গে চলে ইহা নিশ্চয় করিয়া।
দেবের দুর্লভ সুখসদন ত্যজিয়া॥
রামের চরণপদ্ম প্রিয় যার হয়।
বিষয়ের ভোগে বশ সেহ কিবা রয়॥
গৃহেতে রাখিয়া বৃদ্ধ বালক সকল।
সঙ্গে সঙ্গে ধায় সঙ্গে হইয়া বিকল॥
প্রথম দিবস গিয়া তমসার কূলে।
নিবাস করেন রঘুনাথ সবে মিলে॥
প্রজাগণে প্রেমবশ হেরি রঘুপতি।
সদয় হৃদয়ে দুখ পাইলেন অতি॥
করুণাসাগর হ'ন প্রভু রঘুপতি।
পরদুখ দেখি ত্বরা দুখ পান অতি॥
কহিয়া সপ্রেমে মৃদু বচন সুন্দর।
বুঝান সকলে বহুবিধ রঘুবর॥
দিলেন সবারে বহু ধর্ম্ম উপদেশ।
ফিরেও ফিরে না লোক তবু প্রেমবশ॥
সুশীলতা স্নেহ কভু ছাড়া নাহি যায়।
উভয় সঙ্কটে পড়িলেন রঘুরায়॥
শোক-শ্রমবশে কেহ শয়ন করিল।
দেবমায়া বশে কেহ অচেতন হৈল॥

দ্বিপ্রহর রাত্রি যবে বিগত হইল।
মন্ত্রীবরে রামচন্দ্র সপ্রেমে কহিল ॥
এরূপে চালাও রথ না মিলে সন্ধান।
কার্য্যসিদ্ধি হেতু সদুপায় নাহি আন ॥
প্রণাম করিয়া তবে শশুর চরণে।
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা আরোহিল যানে ॥
এ দিকে সে দিকে রথ সুমন্ত্র চালায়।
সত্বর চালায় যেন খোঁজ নাহি পায় ॥
জানিল সকল লোক প্রভাত হইল।
চলিয়া গিয়াছে রাম প্রচার হইল ॥
রথের সন্ধান কেহ কোথাও না পায়।
রাম রাম কহি সবে চারিদিকে ধায় ॥
মনে হয় জলধিতে জাহাজ ডুবিল।
বণিকসমাজ অতি ব্যাকুল হইল ॥
উপদেশ দেয় পরস্পর পরস্পরে।
ক্লেশকর জানি রাম ত্যজিলা মোদেরে ॥
প্রশংসিয়া মীনে * নিন্দা করে আপনারে।
শ্রীরাম বিহনে শত ধিক্ জীবনেরে ॥
প্রিয়ের বিয়োগ যদি বিধাতা করিল।
যাচিলেও তবে কেন মরণ না দিল ॥
হেনরূপে করি কত বিবিধ প্রলাপ।
আসিল অযোধ্যা ফিরি পেয়ে পরিতাপ ॥
বিষম বিরহ দুখ না হয় বর্ণন।
অবধির আশে সবে রাখিল জীবন ॥
রাম দরশন লাগি ব্রত ও নিয়ম।
করিতে লাগিল যত নরনারীগণ ॥
চক্রবাক চক্রবাকী কমল যেমন।
তপ করে রাত্রে আশে সূর্য্য দরশন ॥
সীতা ও সচিব সহ ভাই দুইজন।
শৃঙ্গবের পুরে গিয়া উপস্থিত হ'ন ॥

ভাগিরথী দেখি রাম তথা উতরিল।
বিশেষ হরষ হয়ে দণ্ডবৎ কৈল ॥
লক্ষ্মণ সচিব সীতা করেন প্রণাম।
সবার সহিত সুখী হইলেন রাম ॥
সকল মঙ্গলমূলা জহ্নুর নন্দিনী।
সর্ব্বসুখকরা, সর্ব্ব দুখবিনাশিনী ॥
প্রাসঙ্গিক বহু কথা করিয়া বর্ণন।
গঙ্গার তরঙ্গ রাম করেন দর্শন ॥
মন্ত্রী, ভ্রাতা, প্রেয়সীরে করাণ শ্রবণ।
গঙ্গার মহিমা বহু করিয়া বর্ণন ॥
মার্জ্জন করিতে পথশ্রম দূরে গেল।
সুপবিত্র জল পানে হরষিত হৈল ॥
স্মরণে যাঁহার নাম মিটে ভবভার।
তাঁর শ্রম হয় ইহা লোক-ব্যবহার ॥
পবিত্র সচ্চিদানন্দ জগতকারণ।
সূর্য্যবংশচূড়ামণি সদানন্দঘন ॥
সংসার-সাগর-সেতু বিশ্বের আধার।
মনুষ্যের ন্যায় করে লোক-ব্যবহার ॥

—:*:—

গুহক চণ্ডালের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিলন ও মিত্রতা স্থাপন।

গুহক চণ্ডাল যবে সম্বাদ পাইল।
হরষে আপন মিত্রগণে ডাকাইল ॥
ফল মূল উপহারে পূর্ণ করি ভার।
মিলিতে চলিল মনে হরষ অপার ॥
করি দণ্ডবৎ ভেট করি সমর্পণ।
অতি অনুরাগে করে প্রভু দরশন ॥

* মৎস্যের প্রশংসা করিবার তাৎপর্য্য এই যে জল বিহনে মৎস্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, আর আমরা এমনি হতভাগ্য যে শ্রীরামের বিরহে এখনও জীবন ধারণ করিয়া আছি।

স্বাভাবিক স্নেহে রাম হইয়া বিকল।
বসাইয়া নিজপাশে পুছেন কুশল ॥
হেরি পাদপদ্ম নাথ ? কুশল সকল।
দাস গণনায়, ভাগ্য হইল সফল ॥
ধরা, ধাম, ধন, দেব ? সকলি তোমার।
আমি নীচ দাস তব সহ পরিবার ॥
কৃপা করি নগরেতে কর পদার্পণ।
রাখি দাসে করিবেক সবে প্রশংসন ॥
কহিলে যথার্থ কথা জ্ঞানী মিত্রবর।
দিয়াছেন পিতা কিন্তু আদেশ অপর ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ মুনি-ব্রত বনবাস।
মুনির আহার, বেশ, নহে গ্রাম-বাস ॥
শ্রীরামের মুখে শুনি নিদারুণ কথা।
গুহক মনেতে বড় পাইলেক ব্যথা ॥
সীতা-রাম-লক্ষ্মণের রম্য রূপ হেরি।
কহিতে লাগিল প্রেমে পুরনরনারী ॥
বল সখি ? পিতা মাতা কিরূপ তাঁহারা।
এরূপ বালকে বনে পাঠাইল যাঁরা ॥
কেহ কহে নরপতি করিয়াছে ভাল।
মোদের নয়ন আজি সফল করিল ॥
নিষাদের পতি তবে মনে অনুমানি।
শিংশপা বৃক্ষকে অতি মনোহর জানি ॥
শ্রীরামে লইয়া সেই স্থান দেখাইল।
পরম সুন্দর স্থান শ্রীরাম কহিল ॥
প্রণমিয়া পুরজন ঘরেতে ফিরিল।
সন্ধ্যা হেতু রঘুবর গমন করিল ॥
কুশ-কিশ লয়ময় কোমল শোভন।
নিরমি, পাতিল শয্যা গুহক তখন ॥
সুপবিত্র ফল মূল কোমল মধুর।
ডোঙ্গা ভরি ভরি আনি রাখিল প্রচুর ॥
সুমন্ত্র, লক্ষ্মণ আর সীতার সহিত।
কন্দ, মূল, ফল খান হয়ে হরষিত ॥

রঘুবংশমণি গিয়া করেন শয়ন।
লক্ষ্মণ লাগিল ধীরে সেবিতে চরণ ॥
প্রভুরে নিদ্রিত বুঝি উঠিল লক্ষ্মণ।
মন্ত্রীরে শুইতে বলি মধুর বচন ॥
কিছু দূরে সজ্জিত হইয়া ধনুর্ব্বাণে।
জাগিবার তরে বসিলেন বীরাসনে ॥
বিশ্বাসী প্রহরী গুহ করি আবাহন।
প্রেমভরে স্থানে স্থানে করে নিয়োজন ॥
স্বয়ং লক্ষ্মণ পাশে বসিলেন গিয়া।
কটিদেশে তূণ, চাপে শর চড়াইয়া ॥
প্রভুরে নিদ্রিত হেরি গুহক চণ্ডাল।
প্রেমবশে হৃদয়েতে বিষাদিত হৈল ॥
দেহ পুলকিত জলে লোচন ভরিল।
সপ্রেমে লক্ষ্মণে বাক্য বলিতে লাগিল ॥
ভূপতি-ভবন হয় স্বভাব সুন্দর।
ইন্দ্রপুরী নাহি হয় তথা মনোহর ॥
মণিতে রচিত চারু দ্বার শোভমান।
স্বকরে করেছে যেন কাম নিরমাণ ॥
সুপবিত্র সুচিত্রিত সুবিলাসময়।
সুগন্ধি কুসুমে সদা আমোদিত রয় ॥
সুন্দর পালঙ্ক, জ্বলে দীপ মণিময়।
সর্ব্বরূপে সেই স্থান হিতকর হয় ॥
বিবিধ বসন শয্যা উপাধানবর।
দুগ্ধফেননিভ মৃদু নির্ম্মল সুন্দর ॥
সীতারাম করিতেন তথায় শয়ন।
রতি মদনের গর্ব্ব করিয়া হরণ ॥
সেই সীতারাম কুশ-শয্যাতে লোটায়।
শ্রমযুত বস্ত্রহীন দেখা নাহি যায় ॥
মাতা পিতা পরিজন সব পুরবাসী।
সুশীল বয়স্যগণ দাস আর দাসী ॥
রক্ষা করিতেন যাঁরে পরাণ সমান।
সেই প্রভু রাম ভূমে গড়াগড়ি যান ॥

যাঁহার পিতার প্রভা জগতে বিদিত।
শ্বশুর যাঁহার ইন্দ্র-সখা দশরথ ॥
পতি যাঁর রাম সেই সীতা ভূশায়িতা।
কাহার উপরে বাম না হ'ন বিধাতা ॥
কাননের যোগ্য কিবা হ'ন সীতারাম।
যথার্থই কহে লোকে করম প্রধান ॥
কেকয়-নন্দিনী দুষ্টা হয় মন্দমতি।
সুকঠিন কুটিলতা দেখাইল অতি ॥
জনক-নন্দিনী আর রঘুনন্দনেরে।
দুখ প্রদানিল ঘোর সুখ অবসরে ॥
রবিকুলরূপ বৃক্ষে হ'য়া কুঠার।
কুমতি করিল দুখী সকল সংসার ॥
হইল নিষাদপতি অতি বিষাদিত।
মহীতলে সীতারামে হেরিয়া শায়িত ॥
মধুর মৃদুল বাক্য বলিল লক্ষ্মণ।
ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্যের রসেতে মিশ্রণ ॥
সুখ-দুখপ্রদ কেহ কাহারও নয়।
নিজকৃত-কর্ম্ম ভ্রাতঃ ? ভোগে জীবচয় ॥
সংযোগ, বিয়োগ, ভোগ, ভাল মন্দ ফল।
শত্রু, মিত্র, উদাসীন সবে ভ্রমমূল ॥
জন্ম হ'তে মৃত্যুতক যত বিশ্বজাল।
সম্পত্তি, বিপত্তি সব আর কর্ম্ম কাল ॥
ধরা, ধাম, ধন, পুর, পরিবার আর।
স্বরগ, নরক, যদবধি ব্যবহার ॥
দেখিবে শুনিবে মনে করিবে বিচার।
পরমার্থ নহে সব, মোহের বিকার ॥
স্বপনে দরিদ্র যদি হয় নরপতি।
কিম্বা সুরপতি হ'য় ভিক্ষুক যেমতি ॥
স্বপ্ন-ভঙ্গে লাভ হানি কিছু নাহি হয়।
তেমতি প্রপঞ্চ মনে জানিহ নিশ্চয় ॥
হেন বিচারিয়া মনে নাহি কর রোষ।
কাহাকেও বৃথা নাহি দিও কোন দোষ ॥
মোহ রজনীতে সবে হইয়া শয়ান।
দেখিতেছে স্বপ্ন কত বিবিধ বিধান ॥
এই ভব-রজনীতে জাগিতেছে যোগী।
পরমার্থ-সেবী আর সংসার বিরাগী ॥
জানিও জগতে জীব তখন জাগিবে।
বিষয় বিলাসে যবে বিরাগ হইবে ॥
হইলে বিবেক, মোহ ভ্রম পলাইবে।
রাম-পদে অনুরাগ তখন জন্মিবে ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থ সখে ? হয় এহ।
কায়মনবাক্যে রাম চরণেতে স্নেহ ॥
পরব্রহ্ম পরমার্থরূপে রঘুবর।
অনাদি অলক্ষ্য অনুপম অনশ্বর ॥
সকল বিকারহীন বিগত বিভেদ।
নেতি নেতি কহি নিত্য নিরূপয়ে বেদ ॥
নিজ ভক্তজন, ধেনু, ধরণী, ব্রাহ্মণ।
দেবগণ হিত লাগি কৃপা নিকেতন ॥
লীলা করে নরতনু করিয়া ধারণ।
শুনিলে সংসার জাল হয় বিনাশন ॥
হেন বিবেচিয়া সখে ? মোহ কর ত্যাগ।
সীতারামপদে বৃদ্ধি কর অনুরাগ ॥
গাহিতে শ্রীরাম-গুণ প্রভাত হইল।
জগন্মঙ্গল-দাতা শ্রীরাম জাগিল ॥
শৌচ ক্রিয়া করি রাম করিলেন স্নান।
কহেন আনিতে বটক্ষীর জ্ঞানবান্ ॥
অনুজ সহিত শিবে জটা বানাইল।
হেরিয়া সুমন্ত্র-নেত্র জলেতে ভরিল ॥
হৃদয়েতে দাহ অতি মলিন বদন।
করযোড়ে সকাতরে বলিল বচন ॥
দিয়াছেন আজ্ঞা প্রভো ? কোশলের নাথ।
রথ লয়ে যাহ তুমি শ্রীরামের সাথ ॥
গঙ্গাস্নান করাইয়া দেখাইয়া বন।
ভ্রাতৃদ্বয়ে ত্বরা করি ফিরাইয়া আন ॥

সীতারামলক্ষ্মণেরে ফিরিয়া আনিবে।
সকল সংশয় আর সঙ্কোচ ত্যজিবে॥
শুন প্রভো? কহিলাম নৃপের বচন।
যেবা আজ্ঞা হয় তাহা করিব পালন॥
বিনতি করিয়া পদে পতিত হইয়া।
দীন বালকের ন্যায় কাঁদে ফুকারিয়া॥
কৃপা করি কর তাত? তাহাই এখন।
অনাথ না হয় যাহে অযোধ্যা-ভুবন॥
প্রবোধিয়া মন্ত্রীবরে রাম উঠাইল।
ধর্ম্মমার্গ তুমি তাত? জানহ সকল॥
শিবি, হরিশ্চন্দ্র আর দধীচি নরেশ।
ধর্ম্মহেতু সহিয়াছে কত শত ক্লেশ॥
রন্তিদেব, বলি আদি সুবিজ্ঞ ভূপতি।
রাখিয়াছে ধর্ম্ম, সহি কতেক বিপত্তি॥
ধরম নাহিক অন্য সত্যের সমান।
বেদতন্ত্র পুরাণাদি করিছে বাখান॥
পাইয়াছি সেই ধর্ম্ম সুলভে এক্ষণে।
ত্যজিলে হইবে অপযশ ত্রিভুবনে॥
সম্মানী ব্যক্তির যদি অপযশ হয়।
কোটি মৃত্যুসম ঘোর দাহ উপজয়॥
পিতৃপদ ধরি করি বিবিধ বিনয়।
মম পক্ষে করযুড়ি কহিবে নিশ্চয়॥
আমার নিমিত্ত করি চিন্তা কোনরূপ।
না করেন কভু যেন অযোধ্যার ভূপ॥
তুমি পুনঃ পিতৃসম মম হিতকর।
করি এ বিনতি আমি যুড়ি দুই কর॥
কর্ত্তব্য সকলরূপে ইহাই তোমার।
শোক নাহি পান পিতা যাহাতে আমার॥
রামসহ সচিবের শুনিয়া কথন।
হইল বিকল গুহ সহ পরিজন॥
পুনঃ কিছু কটু বাণী লক্ষ্মণ কহিল।
অতি অনুচিত বুঝি প্রভু নিষেধিল॥

সঙ্কোচে শ্রীরাম আপনার দিব্য দিল।
লক্ষ্মণের কথা কহিবারে নিষেধিল॥
সুমন্ত্র কহিল পুনঃ নৃপতি সন্দেশ।
সীতা না সহিতে পারিবেক বন-ক্লেশ॥
যেরূপেতে সীতা পুনঃ ফিরে অযোধ্যায়।
সেইরূপ রঘুনাথ করহ উপায়॥
নতুবা হইয়া আমি অবলম্ব হীন।
বাঁচিবনা প্রাণে যেন জল বিনা মীন॥
মাতা বা শ্বশুর গৃহ সর্ব্ব সুখ-মূল।
যেখানে যখন যেথা হয় অনুকূল॥
তখন সেখানে থেকো সুখে অতিশয়।
যত দিন এ বিপত্তি দূর নাহি হয়॥
যেরূপেতে নরপতি করেছে বিনতি।
কহিতে না পারি সেই কাতরতা প্রীতি॥
পিতার আদেশ শুনি করুণা-নিধান।
দিলেন সীতারে শিক্ষা বিবিধ বিধান॥
শ্বশুর, শাশুড়ী, গুরু, প্রিয় পরিবার।
ফিরে যদি যাও দুখ মিটিবে সবার॥
বলিলা জানকী শুনি পতির বচন।
স্নেহময় প্রাণ-পতি করহ শ্রবণ॥
জ্ঞানবান তুমি প্রভো? কৃপাময় ধীর।
ছায়া কি থাকয়ে কভু ত্যজিয়া শরীর॥
দিনকরে ত্যজি প্রভা যাইবে কোথায়।
চন্দ্রিকা চন্দ্রমা ত্যজি বল কোথা যায়॥
পতিদেবে প্রেমযুত শুনায়ে বিনয়।
কহেন সচিবে বাক্য প্রিয় অতিশয়॥
হিতকারী তুমি পিতা-শ্বশুরের সম।
প্রত্যুত্তর তব সনে না হয় শোভন॥
হইলাম সম্মুখীন বিপদে পড়িয়া।
অন্য না ভাবিহ তাত? আমারে চাহিয়া॥
বিনা আর্য্যসুত রাম-চরণকমল।
আর যত বন্ধু আছে বৃথাই সকল॥

বিভব বিলাস সব দেখেছি পিতার।
রাজেন্দ্র-মুকুট বিলুণ্ঠিত পদে তাঁর ॥
সুখের আধার ছিল পিতার ভবন।
ভুলিয়াও পতি ভিন্ন নাহি ভাবে মন ॥
শ্বশুর কৌশলরাজ রাজচক্রবর্ত্তী।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে খ্যাত তাঁর কীর্ত্তি ॥
আগুবাড়ি ইন্দ্র যাঁর করেন সম্মান।
অর্দ্ধ সিংহাসনে দেন বসিবারে স্থান ॥
অযোধ্যা নিবাসী হয় শ্বশুর এমন।
শাশুড়ী মাতার সম প্রিয় পরিজন ॥
রঘুপতি-পাদপদ্ম-পরাগ বিহনে।
সুখদ না হয় মোর কেহই স্বপনে ॥
সুদুর্গম পথ, বন, ভূমি, গিরি আর।
হস্তী, সিংহ, সরোবর, তটিনী অপার ॥
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ, কোল, কিরাতের দল।
প্রাণপতি সাথে মোর সুখদ সকল ॥
শ্বশুর শাশুড়ী পাশে মম পক্ষ হ'তে।
করিবে বিনয় বহু পড়িয়া পদেতে ॥
মোর চিন্তা কেহ যেন কিছু নাহি করে।
স্বাভাবিক সুখী আমি বনের ভিতরে ॥
সঙ্গে প্রাণনাথ, প্রিয় দেবর লক্ষ্মণ।
বীরশ্রেষ্ঠ ধনুর্ব্বাণ করিয়া ধারণ ॥
মার্গশ্রম হেতু দুঃখ নাহি মম মনে।
চিন্তা যেন নাহি করে আমার কারণে ॥
সুমন্ত্র সীতার শুনি বাণী সুশীতল।
মণিহীন ফণী সম হইল বিকল ॥
নয়নে না দেখে কিছু না শুনে শ্রবণে।
কহিতে না পারে কিছু ব্যাকুলিত মনে ॥
রামচন্দ্র নানারূপে প্রবোধ করিল।
তথাপি তাহার বক্ষ শীতল না হৈল ॥
সঙ্গেতে যাইতে মন্ত্রী যতন করিল।
উচিত উত্তর তার রাম প্রদানিল ॥

রামের আদেশ কভু না হয় খণ্ডন।
কারো বশ নয়, কর্ম্মগতি সুগহন ॥
সীতারামলক্ষ্মণের পদে প্রণমিয়া।
ফিরিল, বণিক যেন বিত্ত হারাইয়া ॥
রথ চালাইল মন্ত্রী, রথ-অশ্বগণ।
রাম-দেহ হেরি হেরি হ্রেষে ঘনেঘন ॥
দেখিয়া নিষাদ অতি বিষাদিত হৈল।
মাথা খুঁড়ি অনুতাপ করিতে লাগিল ॥
যাঁহার বিয়োগে পশু বিকল এমন।
বাঁচিবে কেমনে মাতা পিতা প্রজাগণ ॥
জেদ করি সুমন্ত্রকে করিয়া প্রেরণ।
গঙ্গাতীরে আসি রাম উপনীত হ'ন ॥
মাগিলেও তরি নাহি পাটনী আনিল।
"তব মর্ম্ম জানি আমি" কহিতে লাগিল ॥
তব পাদপদ্মরেণু কহিতেছে সবে।
মানুষকারক জড়ি সম কিছু হ'বে ॥
শিলা পরশিতে নারী সুন্দরী যে হয়।
পাষাণের সম কাঠ—কঠিন না হয় ॥
তরণী যদ্যপি হয় মুনির গৃহিণী।
নৌকা নষ্ট হৈলে মোর প্রাণে হ'বে হানি ॥
ইহা হৈতে পালি আমি সব পরিবার।
অন্য মার্গ নাহি জানি জীবিকার আর ॥
অবশ্য যাইতে পারে যদি প্রভু চাহ।
পাদপদ্ম ধোয়াইতে আজ্ঞা মোরে দেহ ॥

পাদপদ্ম ধৌতকরি, চড়াইব নৌকাপরি,
শুল্ক নাথ ! নাহি চাহি তায়।
দিব্য করি আপনার, দশরথ দিব্য আর,
সত্য করি কহিনু তোমায় ॥
অথবা মারুন তীর, ইহাতে লক্ষ্মণ, বীর
যদবধি পদ না ধোয়াব।

কৃপালু তুলসীনাথে, নৈকাতে করিয়া সাথে,
ভাবিত না পারে লয়ে যাব ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, যেই পদ অনুক্ষণ,
চিন্তা করে হৃদয়-কমলে।
রাধিকাপ্রসাদ কয়, ধন্য সে ধীবর হয়,
পাইলেক তাহা অবহেলে ॥
ভাব-পূর্ণ-প্রেমময়, ধীবরের বাণীচয়;
শ্রবণ করিয়া দয়াময়।
জানকী-লক্ষ্মণ প্রতি, তাকাইয়া রঘুপতি,
হাসিলেন কৃপার নিলয় ॥

হাসিয়া করুণাসিন্ধু বলেন তাহায়।
তাহাই করহ যাহে তরণী না যায় ॥
পাদ-প্রক্ষালন কর ত্বরা আনি জল।
বিলম্ব অধিক হয় পারে লয়ে চল ॥
স্মরণ করিয়া নাম যাঁর একবার।
পার হয় নর ভব-সাগর অপার ॥
সেই কৃপাবান করে ধীবরে বিনয়।
ত্রিপদ প্রমাণ যাঁর বিশ্ব নাহি হয় ॥
পদনখ হেরি গঙ্গা হরষিত হৈল *।
প্রভুর বচন শুনি মোহ দূরে গেল ॥
তবেত রামের আজ্ঞা ধীবর পাইয়া।
ভাণ্ডেতে ভরিয়া জল আসিল লইয়া ॥
অতীব আনন্দে অনুরাগ উথলিল।
চরণকমল ধৌত করিতে লাগিল ॥
বরষি কুসুম প্রশংসয়ে দেবগণ।
ইঁহার সমান পুণ্য করে কোন্ জন ॥
পাদ-প্রক্ষালন জল করিয়া গ্রহণ।
পান করে নিজে তাহা সহ পরিজন ॥
হেনরূপে পিতৃকুলে উদ্ধার করিয়া।
প্রভুরে করিল পার হরষিত হিয়া ॥
উতরি গঙ্গার তটে দাঁড়াইলে পর।
সীতা, গুহ, লক্ষ্মণের সহ রঘুবর ॥
উতরি ধীবর তবে করে দণ্ডবত।
'কিছু নাহি দিনু' ভাবি প্রভু সঙ্কুচিত ॥
পতি-মনভাব সীতা বুঝিতে পারিয়া।
মণির অঙ্গুরী খুলে হরষিত হৈয়া ॥
বলেন কৃপালু ? শুল্ক করহ গ্রহণ।
ব্যাকুল ধীবর অতি ধরিল চরণ।
আজি আমি কিবা নাথ ? না পেয়েছি, বল।
দারিদ্র্য অনল দুখ পাপ দূরে গেল ॥
করিনু দাসত্ব আমি বহুকাল হ'তে।
বিধাতা পূরিল বাঞ্ছা আজি ভালমতে ॥
নাহি কিছু নাথ ? আর চাহিতে আমার।
পাইনু তোমার কৃপা দীন দয়াধার ॥
ফিরিবার কালে যাহা করিবে অর্পণ।
সে প্রসাদ শিরে ধরি করিব গ্রহণ ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা অনেক কহিল।
তথাপি ধীবর শুল্ক কিছু না লইল ॥
বিদাই করেন প্রভু করুণাসাগর।
প্রদান করিয়া সুবিমল ভক্তি-বর ॥
তবে রঘুকুলনাথ মজ্জন করিয়া।
পূজেন পার্থিব শিব মাথা নোয়াইয়া ॥
গঙ্গারে কহেন সীতা যুড়ি করদ্বয়।
মম মনোরথ মাতা ? পূর্ণ যেন হয় ॥
পতি ও দেবর সাথে কুশলে আবার।
ফিরে আসি করি যেন পূজন তোমার ॥
প্রেমরসযুত শুনি সীতার বিনয়।
বিমল সলিলে শুদ্ধ বাণী এই হয় ॥

---

* নিজের জন্মস্থান পদনখ দর্শন করিয়া গঙ্গা আনন্দিত হইলেন। গঙ্গার সন্দেহ হইতেছিল যে আমি কি চরণ স্পর্শ করিতে পাইব না! প্রভুর কথা শুনিয়া সে ভ্রম বিদূরিত হইয়া গেল।

বৈদেহী, রাঘবপ্রিয়া ? শুনহ বচন।
তব শক্তি বিশ্বে অবিদিত কোন্ জন॥
লোকপাল হয় তুমি কটাক্ষ করিলে।
সর্ব্বসিদ্ধি করযোড়ে তোমারে সেবিলে॥
তুমি যে আমারে এত বিনয় করিলে।
করুণা করিয়া মোরে বাড়াইয়া দিলে॥
তথাপি কহিব দেবি ? আশীষ বচন।
সার্থক করিতে মাত্র বচন আপন॥
প্রাণনাথ আর নিজ দেবরের সহ।
সকুশল অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিহ॥
সিদ্ধ হ'বে মনস্কাম সকলে পূজিবে।
সুন্দর সুযশ তব জগতে ছাইবে॥
গঙ্গার বচন শুনি সুমঙ্গল-মূল।
সুখী সীতা জাহ্নবীকে জানি অনুকূল॥
তবে প্রভু গুহকে কহেন যাহ ঘর।
শুনিয়া শুকাল মুখ দহিল অন্তর॥
কাতর বচন গুহ কহে যুড়ি কর।
বিনতি শুনহ রঘুকুলমণি মোর॥
সঙ্গে থাকি পথ নাথ ? করাব দর্শন।
করিব দিনেক চারি চরণ সেবন॥
যে বনেতে গিয়া থাকিবেন রঘুবর।
বিরচিব পর্ণকুটী তথায় সুন্দর॥
আদেশ আমারে তথা দিবেন যেমন।
শপথ তোমার তাহা করিব তখন॥
স্বাভাবিক স্নেহ তার করি দরশন।
সঙ্গে লইলেন রাম হরষিত মন॥
পুনশ্চ গুহক জ্ঞাতিগণে ডাকাইল।
পরিতোষ করি সবে বিদায় করিল॥
তবে গণপতি শিবে করিয়া স্মরণ।
ভাগিরথী জলে প্রভু করেন মজ্জন॥

তারপরে রঘুনাথ করেন গমন।
জানকী, অনুজ সখা সহিত কানন॥
বৃক্ষ মূলে সেই দিন নিবাস হইল।
গুহক, লক্ষ্মণ সবে সেবন করিল॥
প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য করি সমাপন।
তীর্থরাজ দেখিবারে করেন গমন *॥
সত্য নিজে মন্ত্রী তথা শ্রদ্ধা প্রিয়নারী।
মাধবের ন্যায় যাঁর মিত্র হিতকারী॥
ধর্ম্ম আদি চারি দ্রব্যে পূর্ণ কোষাগার।
পবিত্র প্রদেশ দেশে রাজ্যের বিস্তার॥
অগম্য অভেদ্য গড় ক্ষেত্র মনোহর।
স্বপনেও নারে বৈরী যাইতে ভিতর॥
সেনানী সকল শ্রেষ্ঠবীর তীর্থগণ।
সর্ব্ব পাপ-নাশকারী রণেতে ভীষণ॥
সুসঙ্গম সিংহাসন অতীব সুন্দর।
সুছত্র অক্ষয় বট মুনি-মনোহর॥
গঙ্গা যমুনার ঢেউ চামর শোভন।
হেরিলে দারিদ্র্য দুখ হয় বিনাশন॥
সেবিয়া পবিত্র পুণ্যবান্ সাধুগণ।
নিজ নিজ মনবাঞ্ছা করেন পূরণ॥
বন্দী সম বেদ আর পুরাণ নিচয়।
গান করে সুবিমল গুণ সমুদয়॥
প্রয়াগ-প্রভাব কেবা করিবে বর্ণন।
পাপ-হস্তী বিনাশনে মৃগরাজ যেন॥
অবলোকি হেন তীর্থরাজে মনোহর।
সুখ পাইলেন সুখসিন্ধু রঘুবর॥
সীতা, সখা, লক্ষ্মণেরে কহি রঘুপতি।
শুনান শ্রীমুখে তীর্থরাজের শকতি॥
প্রণমি দেখেন তথা বন উপবন।
কহেন মাহাত্ম্য অতি অনুরাগী মন॥

* প্রয়াগ।

এরূপে করেন আসি ত্রিবেণী দর্শন।
সকল মঙ্গল যাঁর করিলে স্মরণ ॥
সেহ স্নান করি কৈল শিবের পূজন।
যথাবিধি পূজিলেন তীর্থদেবগণ ॥
ভরদ্বাজ পাশে প্রভু আসেন তখন।
প্রণমিলে, মুনি হৃদে করেন ধারণ ॥
মুনি মনে যে আনন্দ না হয় বর্ণন।
রাশি রাশি ব্রহ্মানন্দ পাইলেন যেন ॥
মনে মনে মুনিবর আশীর্ব্বাদ দিয়া।
হ'ন আনন্দিত ইহা হৃদয়ে বুঝিয়া ॥
সুপুণ্যের ফল আনি নয়ন গোচর।
করিলেন আজি বুঝি সৃষ্টির ঈশ্বর ॥
জিজ্ঞাসি কুশল প্রশ্ন দিলেন আসন।
প্রেমে পূজি করিলেন তুষ্টি সম্পাদন ॥
সুন্দর অঙ্কুর, কন্দ, ফল, মূলচয়।
আনিয়া দিলেন মুনি সুধা সম হয় ॥
সীতা, সখা, লক্ষ্মণের সহ রঘুবর।
খাইলেন সুখে ফল মূল মনোহর ॥
শ্রম দূরে গেল রাম আনন্দিত মন।
ভরদ্বাজ বলিলেন মধুর বচন ॥
সফল হইল আজি তপ, তীর্থ, যাগ।
সফল হইল আজি যোগ ও বিরাগ ॥
সফল হইল সব পবিত্র সাধন।
হে রাম? তোমারে আজি করি দরশন ॥
লাভ ও সুখের নাহি শেষ সীমা আর।
তব দরশন আশে পূর্ণ সবার ॥
এবে কৃপা করি মোরে এই বর দেহ।
তব পাদপদ্মে হয় স্বাভাবিক স্নেহ ॥
কায়মনবাক্যে ছল করি পরিহার।
যে পর্য্যন্ত জীব দাস না হয় তোমার ॥
ততদিন স্বপনেও সুখ নাই পায়।
করিলেও কোটি কোটি বিবিধ উপায় ॥
মুনিবাক্য শুনি রাম সঙ্কুচিত হৈল।
ভাবভক্তি দেখি অতি আনন্দ বাড়িল ॥
মুনির সুরম্য কীর্ত্তি রাম কুতুহলে।
বর্ণিয়া বিবিধরূপে শুনান সকলে ॥
সেই বড় সেই সব গুণের আকর।
যাঁরে মুনিবর? তুমি করহ আদর ॥
মুনি-রাম পরস্পরে করেন প্রণাম।
বচনের অগোচর দোঁহে সুখ পান ॥
পাইয়া সম্বাদ এই প্রয়াগ নিবাসী।
সিদ্ধ, মুনি, ব্রহ্মচারী, তাপস, উদাসী ॥
ভরদ্বাজ আশ্রমেতে সকলেতে আসে।
রম্য দশরথ-সুতে দেখিবার আশে ॥
প্রণাম করেন রামচন্দ্র সবাকারে।
নেত্র-ফল লভি সবে হরষ অন্তরে ॥
পাইয়া পরম সুখ আশীর্ব্বাদ দিল।
পুনঃ পুনঃ সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিল ॥
সেই নিশি রাম তথা করিয়া বিশ্রাম।
প্রাতঃকালে প্রয়াগেতে করিলেন স্নান ॥
তারপর সীতা, ভ্রাতা, মিত্রের সহিত।
মুনিরে প্রণমি চলিলেন হরষিত ॥
সপ্রেমে মুনিরে রাম করে জিজ্ঞাসন।
কহ প্রভু? কোন্ পথে করিব গমন ॥
মনে মনে হাসি মুনি রাম প্রতি কয়।
সুগম সকল মার্গ তব নামে হয় ॥
সঙ্গেতে যাইতে মুনি ডাকে শিষ্যগণে।
শুনিয়া পঞ্চাশ জন আসে হর্ষ মনে ॥
চারিজন সঙ্গে মুনি দিলেন ব্রাহ্মণ।
বহু জন্মে কৈল যাঁরা সুকৃত অর্জ্জন ॥
ঋষিরে প্রণাম করি আদেশ লইয়া।
চলিলেন রঘুনাথ হরষিত হিয়া ॥
গ্রামের নিকটে যবে করেন গমন।
ধেয়ে আসি নরনারী করে দরশন ॥

জনম সফল করে সার্থক জীবন।
দুখী হ'য়ে ফিরে সঙ্গে পাঠাইয়া মন ॥
বিনয়ে বিদায় সঙ্গীগণে দেন রাম।
ফিরিলেন সবে সিদ্ধ করি মনস্কাম ॥
আপন শরীর সম শ্যামলবরণ।
যমুনার জলে রাম করেন মজ্জন ॥
তীরবাসী নরনারী শুনিতে পাইয়া।
নিজ নিজ কাজ ত্যজি চলিল ধাইয়া ॥
হেরি সুন্দরতা রামসীতা-লক্ষ্মণের।
সকলে প্রশংসা করে আপন ভাগ্যের ॥
সকলের মনে মনে লালসা প্রবল।
নাম, ধাম পুছিবারে সাহস নহিল ॥
তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধ সুচতুর যিনি।
যুক্তি করি রামচন্দ্রে চিনিলেন তিনি ॥
সেহ শুনাইল সবে কহি বিবরণ।
পিতার আদেশে এই যাইতেছে বন ॥
শুনিয়া বিষাদে সবে শোক করে অতি।
ভাল না করিল ইহা রাণী নরপতি ॥
সেই পিতা মাতা সখি ? কহগো কেমন।
এরূপ বালকে যাঁরা পাঠাইল বন ॥
সীতারাম লক্ষ্মণের রূপ নিহারিয়া।
শোকে স্নেহে নরনারী ব্যাকুলিত হিয়া ॥
তবে বুঝাইয়া বহুবিধ রঘুবর।
সখা গুহকেরে শিক্ষা দিলেন বিস্তর ॥
রাম উপদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
গমন করেন তিনি আপন ভবন ॥
করযোড়ে পুনঃ সীতা-লক্ষ্মণ-শ্রীরাম।
যমুনারে পুনঃ পুনঃ করেন প্রণাম ॥
চলিলেন সীতা সহ ভাই দুই জন।
রবি-তনয়ার করি গৌরব কথন ॥
পথেতে যাইতে বহু পথিক মিলিল।
ভ্রাতৃদ্বয়ে দেখি প্রেমে কহিতে লাগিল ॥
রাজার লক্ষণ হয় অঙ্গে তোমাদের।
দেখিয়া হ'তেছে দুখ হৃদয়ে মোদের ॥
অনাবৃত পদে পথে করিছ গমন।
জ্যোতিষ হইল মিথ্যা বুঝিবা এখন ॥
একেত কানন, গিরি, সুদুর্গম পথ।
তাহে সুকুমারী নারী রহিয়াছে সাথ ॥
হস্তী, সিংহ আদি কত বনেতে ভীষণ।
আজ্ঞা হৈলে মোরা সঙ্গে করিব গমন ॥
হেনরূপে প্রেমবশে করে জিজ্ঞাসন।
পুলকিত দেহ অশ্রু পূর্ণিত লোচন ॥
কৃপাসিন্ধু ফিরাইয়া দেন সবাকারে।
কহিয়া বিনীত মৃদু বাক্য বারে বারে ॥
গ্রাম ও নগর যেবা পথ মাঝে ছিল।
সুরলোক নাগলোক তাহে প্রশংসিল ॥
কোন্‌ক্ষণে বসাইল কেবা পুণ্যবান্।
পরম সুন্দর ধন্য পুণ্যময় স্থান ॥
পায়েতে হাঁটিয়া রাম যথা যথা যান।
ইন্দ্রপুরী নাহি হয় তাহার সমান ॥
পুণ্যবান্ তাঁরা যাঁরা পথ-পার্শ্ববাসী।
তাঁদের প্রশংসা করে সুরপুরবাসী ॥
নেত্র ভরি রামে যেই করে বিলোকন।
লক্ষ্মণ সীতার সহ শ্যামলবরণ ॥
যেই নদী সরোবরে রাম করে স্নান।
মানসরোবর গঙ্গা তাঁর গুণ গান ॥
যেই তরুতলে প্রভু করেন বিশ্রাম।
করে কল্পতরু কত তাহার বাখান ॥
পরশি রামের পাদ-পদ্ম-রেণুচয়।
ধরা আপনাকে মানে সৌভাগ্য নিলয় ॥
উপরেতে ছায়া দান করে জলধর।
প্রশংসি কুসুম বর্ষে যতেক অমর ॥
হেনরূপে খগ, মৃগ, পর্ব্বত, কানন।
দেখিতে দেখিতে রাম করেন গমন ॥

সীতা লক্ষ্মণের সহ শ্রীরাম যখন।
গ্রামের নিকটে গিয়া বহির্গত হ'ন॥
শিশু, বৃদ্ধ, নরনারী শুনিয়া সকলে।
গৃহ-কর্ম্ম ত্যজি সবে ত্বরা করি চলে॥
সীতা রাম-লক্ষ্মণের রূপ দরশনে।
নেত্রফল লভি সবে সুখী হয় মনে॥
পুলকিত দেহ অশ্রু পূর্ণিত লোচন।
দুই বীরে হেরি প্রেমে হইল মগন॥
তাহাদের দশা কিবা না হয় বর্ণন।
পাইলে অমূল্য মণি দরিদ্র যেমন॥
শিক্ষা দেয় একে অন্যে করি সম্বোধন।
লোচনের ফল লাভ করহ এখন॥
রামে হেরি অতি অনুরাগে কোন জন।
দেখিতে দেখিতে সঙ্গে করিল গমন॥
কেহ নেত্রপথে শোভা হৃদয়ে আনিল।
কায়মনবাক্যে অতি সুস্থির হইল॥
কোন জন বটচ্ছায়া সুন্দর দেখিয়া।
কোমল তৃণের শয্যা তথায় পাতিয়া॥
কহেন ক্ষণেক হেথা দূর কর শ্রম।
পরে অদ্য কিম্বা প্রাতে করিও গমন॥
কেহ ঘট ভরি জল করি আনয়ন।
মৃদুবাক্যে কহে নাথ! কর আচমন॥
প্রিয়বাণী শুনি প্রীতি হেরি অতি অতিশয়।
বিশেষ সুশীল রাম অতি দয়াময়॥
শ্রমযুত জানকীকে ভাবি মনে মন।
বিশ্রাম করিলা বটমূলে কিছুক্ষণ॥
হরষে হেরয়ে শোভা নরনারীগণ।
অনুপম রূপে মুগ্ধ হইল নয়ন॥
অনিমেষ চকোরের সম চারিধারে।
রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র-সুধা পান করে।
সুশোভন তনু নব তমালবরণ।
হেরিলে মোহিত কোটি মদনের মন॥

বিদ্যুৎ-বরণ অতি সুন্দর লক্ষ্মণ।
আপাদমস্তক রম্য মনবিমোহন॥
কটিতে তূণীর বাঁধা বল্কল বসন।
করপদ্মে ধনুর্ব্বাণ অতি সুশোভন॥
জটার মুকুট শোভে মস্তক উপর।
বিশাল নয়ন ভুজ বক্ষ দীর্ঘতর॥
শারদপূর্ণিমা-বিধু সুন্দর বদন।
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম তাহে হয় সুশোভন॥
ভ্রাতৃযুগলের শোভা না হয় বর্ণন।
অমিত সৌন্দর্য্য, মম বুদ্ধি ক্ষুদ্রতম॥
সীতা-রাম-লক্ষ্মণের সৌন্দর্য্য অসীম।
মন বুদ্ধি চিত্ত দিয়া হেরে সর্ব্বজন॥
রূপ হেরি নরনারী প্রেমাতুর হেন।
মরীচিকা হেরি খগ মৃগী হয় যেন॥
সীতার সমীপে গিয়া গ্রাম্য নারীগণ।
জিজ্ঞাসিতে প্রেমে অতি সঙ্কুচিত মন॥
পুনঃ পুনঃ সকলেতে চরণে পড়িল।
সরল মধুর মৃদু বচন কহিল॥
হে রাজকুমারি? মোরা করি যে বিনয়।
রমণী-স্বভাব পুছিবারে ভয় হয়॥
স্বামিনি? করহ ক্ষমা মোদের ধৃষ্টতা।
অজ্ঞ ভাবি মনে কিছু না কর অন্যথা॥
রাজার কুমারদ্বয় সহজ শোভন।
যাঁহা হৈতে লভে কান্তি মণি ও কাঞ্চন॥
শ্যামল কিশোর আর গৌর বরণ।
পরম সুন্দর দোঁহে সুখ নিকেতন॥
শরতের নিশানাথ-সদৃশ বদন।
শারদ কমল সম সুন্দর নয়ন॥
যে রূপ হেরিয়া কোটি লজ্জিত মদন।
কহ সুবদনি? এঁরা কেবা তব হ'ন॥
শুনি সমাদরপূর্ণ মধুর বচন।
মনে মৃদু হাসি সীতা সঙ্কুচিত হ'ন॥

রমণীগণেরে হেরি ধরাপানে চায়।
সুন্দরী উভয় দিকে সঙ্কুচিত তায়॥
প্রেমে সঙ্কুচিতা মৃগশাবক-নয়নী।
কহিলা কোকিলকণ্ঠা সুমধুর বাণী॥
স্বভাব সরল গৌর দেহ সুশোভন।
আমার দেবর হ'ন নাম শ্রীলক্ষ্মণ॥
পুনশ্চ অঞ্চলে ঢাকি সুধাংশু বদনে।
কুটিল কটাক্ষ করি চা'ন প্রিয় পানে॥
মঞ্জুল মঞ্জন আঁখি করি বক্রাকার।
ইঙ্গিতে কহেন রামে পতি আপনার॥
হইল হরষ চিত্ত গ্রাম্য বধূগণ।
লুঠিয়া রতনরাশি দরিদ্র যেমন॥
অতি প্রেমভরে ধরি সীতার চরণ।
বহুবিধ আশীর্ব্বাদ করেন প্রদান॥
সোহাগিনী হ'য়ে তুমি থাক চিরতরে।
যতদিন থাকে মহী অনন্তের শিরে॥
পতিপ্রিয়া হও অতি পার্ব্বতীর সম।
আমাদের প্রতি দেবি? ছাড়িও না প্রেম॥
পুনঃ পুনঃ করযোড়ে করয়ে বিনয়।
ফিরিতে এ পথে যদি আগমন হয়॥
নিজ দাসী ভাবি তবে দিবে দরশন।
দেখিয়া জানকী প্রেমাকুল সর্ব্বজন॥
মধুর বচনে সবে কৈল পরিতোষ।
কৌমুদী লভিয়া যথা কুমুদিনী-তোষ॥
তবেত লক্ষ্মণ রাম অভিপ্রায় জানি।
পথ জিজ্ঞাসেন সবে কহি মৃদু বাণী॥
শুনিয়া সকলে দুখী হয় নারীনর।
নেত্রে বহে বারি রোমাঞ্চিত কলেবর॥
ঘুচিল হরষ মন মলিন হইল।
নিধি দিয়া বিধি যেন হরিয়া লইল॥
কর্ম্মগতি বুঝি সবে ধৈরয ধরিল।
সহজ সুগম পথ দেখাইয়া দিল॥

তবেত জানকী আর সহিত লক্ষ্মণ।
করিলেন রঘুনাথ কাননে গমন॥
মধুর বচন বলি সবে ফিরাইল।
সকলের মন কিন্তু সঙ্গেতে লইল॥
অনুতাপ করি ফিরে নরনারীগণে।
দিয়ে বিধাতারে দোষ নিন্দে মনে মনে॥
পরস্পর কহে সবে হ'য়ে বিষাদিত।
বিধির কর্ত্তব্য সব হয় বিপরীত॥
অতি নিরঙ্কুশ বিধি নিষ্ঠুর নিঃশঙ্ক।
শশীরে করিল যেহ রোগী সকলঙ্ক॥
কল্পবৃক্ষ কৈল শুষ্ক, সাগরে লবণ।
রাজার কুমারে সেহ পাঠাইল বন॥
যেই বিধি ইঁহাদেরে দিল বনবাস।
বৃথাই সৃজিল তাহে ভোগ ও বিলাস॥
পাদুকা বিহনে এঁরা করে বিচরণ।
বৃথাই রচিল বিধি বিবিধ বাহন॥
এঁরা ধরাশায়ী কুশপত্রের উপরে।
মনোহর শয্যা ধাতা রচে কার্ তরে॥
তরুতলে বাস বিধি ইঁহাদেরে দিল।
সুনির্ম্মল হর্ম্ম্য রচি শ্রম কেন কৈল॥
সুকুমার মনোহর সুন্দর বরণ।
এঁরা জটাধারী যদি বল্কল ধারণ॥
তবে নানাবিধরূপ বসন ভূষণ।
করিল বিধাতা বিশ্বে বৃথাই সৃজন॥
কন্দ, মূল, ফলাহার যদি এঁরা করে।
বৃথা সুধাসম ভোজ্য জগৎ মাঝারে॥
কেহ কহে এঁরা হ'ন সহজ সুন্দর।
বিধি না রচিল নিজে হ'ন অবতার॥
বেদেতে বিধির কার্য্য বর্ণিত যে সব।
শ্রবণ, নয়ন, মন, গোচর সে সব॥
দেখ খোঁজি চতুর্দ্দশ ভুবন ভিতর।
কোথায় এরূপ নারী কোথা হেন নর॥

ইঁহাদিগে দেখি বিধি অনুরাগী মন।
সমতুল নিরমিতে করিল যতন॥
করিল অনেক শ্রম একো না হইল।
ঈর্ষাতে বনেতে আনি তাই লুকাইল॥
একজন কহে আমি বস্তুৎ না জানি।
আপনাকে অতিশয় ধন্য বলি মানি॥
মম মতে পুণ্যবান হয়ত তাহারা।
দেখিয়াছে দেখিতেছে দেখিবে যাহারা॥
হেনরূপে সুমধুর বলিতে বচন।
অশ্রুজলে পূর্ণ হৈল তাদের লোচন॥
হেন সুকোমল অঙ্গ অতি সুশোভন।
কেমনে দুর্গম পথে করিবে গমন॥
স্নেহ ভরে ব্যাকুলিত হৈল নারীগণ।
সন্ধ্যাকালে চক্রবাকী মলিন যেমন॥
মৃদু পাদপদ্ম সুদুর্গম পথ জানি।
গদ্‌গদ হৃদয়ে বলে সুমধুর বাণী॥
পরশিতে সুকোমল অরুণ চরণে।
মম হিয়া সম মহী শঙ্কা করে মনে॥
যদি বিধি ইঁহাদিকে বনবাস দিল।
কুসুম কোমল পথ কেন না করিল॥
যাহা মাগি তাহা যদি বিধি দেয় বর।
ইঁহাদিকে রাখি সখি ? আঁখির উপর॥
সে সময়ে যেই জন না ছিল তথায়।
সীতারামে দেখিবারে তাহারা না পায়॥
সৌন্দর্য্য শুনিয়া পুছে ব্যাকুল বচনে।
কতদূর গেল ভাই, বল এতক্ষণে॥
সক্ষম দৌড়িয়া গিয়া বিলোকন করে।
নেত্রফল লভি অতি হৃষ্টা হ'য়ে ফিরে॥
অবলা, বালক আর যত বৃদ্ধগণ।
অনুতাপ করে, করি কর বিমর্দ্দন॥
প্রেমবশ হ'য়ে হেনরূপে সব লোক।
যথা যান রঘুবর করে মহা শোক॥

প্রতি গ্রামে গ্রামে হয় এরূপ আনন্দ।
হেরি রামে ভানুকুল-কুমুদিনী-চন্দ্র॥
সমাচার শুনিবারে পায় কিছু যারা।
দশরথ কৈকয়ীকে দোষ দেয় তারা॥
কেহ কহে অতি ভাল নৃপতি করিল।
নয়নের ফল আমাদিকে আনি দিল॥
পরস্পর কহে সব নরনারীগণ।
সুমধুর স্নেহময় সরল বচন॥
সেই পিতা মাতা ধন্য যাঁরা জন্ম দিল।
ধন্য সে নগর যথা হইতে আসিল॥
ধন্য সে পর্ব্বত, দেশ, ধন্য বন, গ্রাম।
ধন্য সেই স্থান যথা যথা যান রাম॥
তাহারে রচিয়া সুখ হয় বিধাতার।
সকল প্রকারে প্রিয় রাম হ'ন যার॥
রাম-সীতা-লক্ষ্মণের কথা সুশোভন।
রহিল সকল পথ ছাঁইয়া কানন॥
হেনরূপে রঘুকুল-কমল-ভাস্কর।
পথেতে সকলে সুখ প্রদানে বিস্তর॥
বন প্রতি লক্ষ্য করি করেন গমন।
সঙ্গেতে জানকী আর সুমিত্রানন্দন॥
আগেতে শ্রীরাম আর পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
তপস্বীর বেশে কিবা হ'য়ে সুশোভন॥
উভয়ের মধ্যে সীতা শোভিছে কেমন।
ব্রহ্ম-জীব মধ্যে মায়া শোভয়ে যেমন॥
পুনঃ কহি সেই শোভা যথা মনে লয়।
মদন-বসন্ত মাঝে রতি যেন রয়॥
মনেতে বিচারি পুনঃ করি উপমিত।
বুধ, বিধু মাঝে যেন রোহিণী শোভিত॥
প্রভু-পদচিহ্ন মাঝে মাঝে রাখি সীতা।
ফেলিয়া চরণ নিজ যান ভয়ে ভীতা॥
সীতারাম পদচিহ্ন করি সুরক্ষণ।
ডাহিনে বামেতে করি চলেন লক্ষ্মণ॥

সীতা-রাম-লক্ষ্মণের প্রীতি মনোহর।
কেমনে কহিব, বচনের অগোচর॥
সে ছবি নিরখি মুগ্ধ খগ মৃগপাল।
শ্রীরাম পথিক-চিত্ত করিল হরণ॥
পথিকের প্রিয় সীতা সহ ভ্রাতৃদ্বয়ে।
দেখে যেই যেই জন হরষিত হ'য়ে॥
সংসার-দুর্গম-পথ সদানন্দে অতি।
বিনা শ্রমে পার হ'য়ে যায় শীঘ্রগতি॥
আজিও স্বপনে যার হৃদয় মন্দিরে।
পথিক—লক্ষ্মণ রাম সীতা বাস করে॥
অনায়াসে বৈকুণ্ঠের পথ পায় সেহ।
মুনিগণ মধ্যে যাহা কভু পায় কেহ॥
সীতারে জানিয়া শ্রান্ত তবে রঘুবীর।
পাশে হেরি বটবৃক্ষ সুশীতল নীর॥
খাইল তথায় বসি কন্দ মূল ফল।
প্রাতে স্নান করি রাম পুনশ্চ চলিল॥
দেখিতে দেখিতে শৈল বন সরোবর।
বাল্মীকি আশ্রমে প্রভু আসেন সত্বর॥
মুনির আশ্রম রাম দেখি মনোরম।
সুন্দর কানন, গিরি, জল পূততম॥
বনে বৃক্ষ কুসুমিত সরসে কমল।
গুঞ্জে মঞ্জু মধুলুব্ধ মধুকর দল॥
খগ মৃগ ঘোরতর কোলাহল করে।
বৈরিতাবিহীন সবে হৃষ্টমনে চরে॥
নিরখি সুন্দর অতি মুনির আশ্রম।
হরষিত হইলেন রাজীবলোচন॥
শ্রীরামের আগমন করিয়া শ্রবণ।
আগুবাড়ী লইবারে করেন গমন॥
রামচন্দ্র মুনিবরে দণ্ডবৎ কৈল।
বিপ্রবর সমাদরে আশীর্ব্বাদ দিল॥
দেখিয়া রামের কান্তি নেত্র জুড়াইল।
সম্মান করিয়া সবে আশ্রমে আনিল॥

দিলেন আসন তবে অতি মনোহর।
পাইয়া অতিথি প্রাণপ্রিয় মুনিবর॥
আনাইল সুমধুর কন্দ, মূল, ফল।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতা খাইল সকল॥
বাল্মীকি হইল মনে আনন্দিত অতি।
নেত্রযুগে নিহারিয়া মঙ্গল মুরতি॥
যুড়িয়া কমল কর তবে রঘুবর।
বলেন বচন শ্রবণের সুখকর॥
তিন কালদর্শী তুমি মুনি জ্ঞানবান।
তব করে স্থিত বিশ্ব বদরী সমান॥
ইহা কহি প্রভু সব কথা বরণিল।
যে হেতু যেরূপে রাণী বনবাসে দিল॥
জননীর হিত, পুনঃ পিতার বচন।
ভরত সদৃশ ভাই পাবে রাজ্যধন॥
মম ভাগ্যে পুনঃ প্রভো? তব দরশন।
এহ সব হয় মম পুণ্যের কারণ॥
দেখি মুনিবর তব চরণ কমল।
সুকৃত সকল মম হইল সফল॥
এখন যথায় তব আদেশ হইবে।
থাকিব তথায় কেহ উদ্বেগ না পাবে॥
তপস্বী ও মুনি যাহা হৈতে ক্লেশযুত।
বিনানলে সে নরেশ হয় দগ্ধীভূত॥
মঙ্গলের মূল, ব্রাহ্মণের পরিতোষ।
দগ্ধকরে কোটি কুল ব্রাহ্মণের রোষ॥
হেন মনে বিচারিয়া কহিবে যথায়।
সীতা সৌমিত্রের সহ যাইব তথায়॥
মনোহর পর্ণশালা করিয়া রচন।
কিছু কাল তথা দেব? করিব যাপন॥
সহজ সরল শ্রীরামের বাণী শুনি।
সাধু সাধু বলিলেন মুনিবর জ্ঞানী॥
কেন না কহিবে হেন রঘুকুল কেতু।
পালন করহ তুমি সদা শ্রুতি সেতু॥

শ্রুতি সেতু রক্ষাকারী, তুমি জগদীশ হরি;
মায়া হৈল জনকনন্দিনী।
বিশ্ব সৃষ্টি স্থিতি লয়, সেহ করে সমুদয়,
হয়ে তব আজ্ঞানুবর্ত্তিনী॥
সহস্র মস্তকোপরে, যে নাগেশ মহী ধরে,
বিশ্বেশ্বর তিনিই লক্ষ্মণ।
সাধিতে সুরের কাজ, যাও সাজি নররাজ,
খলদল করিতে দলন॥
বচনের অগোচর, মানব বুদ্ধির পর,
রঘুবর স্বরূপ তোমার।
নেতি নেতি কহি নিত, নিগমে তুমি হে গীত,
বাক্যাতীত অগম অপার॥

জগৎ প্রপঞ্চ তুমি কর দরশন।
নাচাইছে যাহে বিধি, হরি, পঞ্চানন॥
নাহি জানে তাঁহারাও মহিমা তোমার।
তোমারে জানিতে প্রভো? সাধ্য আছে কার॥
যাহারে জানাও তুমি সে পারে জানিতে।
তোমাকে জানিলে যায় মিলিয়া তোমাতে॥
ভক্তজন জানে তোমা তোমারি কৃপায়।
চন্দন স্বরূপ তুমি ভকত হিয়ায়॥
চিদানন্দময় দেহ, বিহীন বিকার।
সেহ জানে যার দাসত্বের অধিকার॥
সাধুদের হিত তরে নরদেহ ধর।
প্রাকৃত নৃপতি সম কহ আর কর॥
দেখিয়া শুনিয়া রাম তোমার চরিত।
মূর্খ বিমোহিত, বুধ হয় হরষিত॥
যাহা কহ তাহা তুমি সব সত্য কর।
সেই আচরণ কর, যেই রূপ ধর॥
জিজ্ঞাসিলে মোরে তুমি রহিবে কোথায়।
পুছিতে সঙ্কোচ মর্ম হ'তেছে হিয়ায়॥
কহ আগে কোন্ স্থানে নাহি হও তুমি।
পশ্চাতে তোমায় স্থান দেখাইব আমি॥

প্রেমরসযুত শুনি মুনির বচন।
মৃদু মৃদু হাসি রাম সঙ্কুচিত হ'ন॥
হাঁসিয়া বাল্মীকি মুনি কহিলেন পুনঃ।
অমৃত রসেতে পূর্ণ মধুর বচন॥
শুন রাম? কহি এবে তব নিকেতন।
থাকিবে যথায় সীতা সহিত লক্ষ্মণ॥
সমুদ্র সমান হয় যাহার শ্রবণ।
নদ নদী সম তব কথা সুশোভন॥
প্রবেশিলে নিরন্তর না হয় পূরণ।
তাহার হৃদয় তব শ্রেষ্ঠ নিকেতন॥
রেখেছে লোচনে যেবা চাতকের মত।
তব দরশন-মেঘ আশেতে সতত॥
নিন্দা করি সিন্ধু, নদী, সরোবর-জল।
তব রূপ স্বাতীবিন্দু যার মুখস্থল॥
তাহার হৃদয় তব সুখের সদন।
বাস কর প্রভো? সীতা সহিত লক্ষ্মণ॥
সুবিমল যশ তব মানসরোবর।
তাহাতে যাহার জিহ্বা হ'য়ে হংসীবর॥
তব গুণ-মুক্তা-ফল করয়ে গ্রন্থন।
তাহার হৃদয়-বাস তব সুশোভন॥
প্রভুর প্রসাদ শুচি সুবাস শোভন।
নিত্য যার নাসা করে সাদরে গ্রহণ॥
তোমা নিবেদিত অন্ন ভুঞ্জে যেই জন।
প্রসাদী ভূষণ বস্ত্র যে করে ধারণ॥
সুর, গুরু, দ্বিজ হেরি নত যেবা হয়।
প্রেমের সহিত করে বিশেষ বিনয়॥
রামপদ পূজা করে নিত্য যার কর।
রামের ভরসা হৃদে, নাহিক অপর॥
করয়ে গমন রাম-তীর্থে পদ যার।
শ্রীরাম? করহ বাস অন্তরে তাহার॥
তব মন্ত্ররাজ নিত্য জপে যেই জন।
পরিবার সহ করে তোমার পূজন॥

হবন তর্পণ করে বিবিধ বিধান।
ভোজন করায় বিপ্রে, দেয় বহু দান॥
তোমা হ'তে অধিক গুরুকে করি জ্ঞান।
সকল প্রকারে পূজে করিয়া সম্মান॥
হেনরূপে আচরণ করি এ সকল।
"রাম পদে রতি" মাত্র মাগে এক ফল॥
মানস মন্দিরে তার বসহ সতত।
রঘুনাথ? দুই ভাই সীতার সহিত॥
কাম, ক্রোধ, মদ, মান নাহি মোহ লেশ।
নাহি লোভ, ক্ষোভ, রাগ কোনরূপ দ্বেষ॥
কপটতা, দম্ভ, মায়া নাহিক যাহার।
রঘুরাজ? কর বাস হৃদয়ে তাহার॥
সকলের প্রিয়, হিতকারী সবাকার।
স্তুতি, নিন্দা, সুখ, দুখ সমান যাহার॥
কহে সত্য প্রিয় অতি বিচারি বচন।
স্বপ্নে জাগরণে লয় তোমার শরণ॥
তোমা বিনা অন্য গতি নাহিক যাহার।
শ্রীরাম? করহ বাস হৃদয়ে তাহার॥
জননীর সমভাবে পরনারীগণে।
বিষ চেয়ে বিষময় ভাবে পরধনে॥
পরের সম্পত্তি হেরি সুখী যেই জন।
পরের বিপদে হ'য়ে অতি দুখীমন॥
প্রাণসম প্রিয়, রাম? তুমি হও তার।
তাহার হৃদয় শুভ ভবন তোমার॥
স্বামী, সখা, পিতা, মাতা আদি গুরুজন।
যাহার তুমিই তাত? হও সব জন॥
মানস-মন্দির মাঝে তাহার সতত।
বাস কর দুই ভ্রাতা সীতার সহিত॥
দোষ ত্যজি করে গুণ সবার গ্রহণ।
বিপ্র ধেনু হেতু করে বিপদে বরণ॥
নীতিতে নিপুণ যেই জগৎ মাঝার।
তোমার আলয় মনোহর মনে তার॥
তব গুণ, নিজ দোষ বুঝিবারে পারে।
তুমিই ভরসা যার সকল প্রকারে॥
রাম-ভক্ত-জন অতি প্রিয় লাগে যার।
বৈদেহীর সহ বাস কর হৃদে তার॥
জাতি ও সমাজ, ধন, ধরম, গৌরব।
প্রিয়তম পরিবার ভবনাদি সব॥
সকল ত্যজিয়া তোমাতেই লীন হয়।
তাহার হৃদয়ে বাস কর দয়াময়॥
স্বরগে, নরকে, মোক্ষে সম বোধকারী।
যথা তথা হেরে রূপ ধনুর্ব্বাণধারী॥
কায়মনবাক্যে যেই হয় তব দাস।
তাহার হৃদয়ে রাম? করহ নিবাস॥
যেই জন কভু কিছু ইচ্ছা নাহি করে।
স্বাভাবিক প্রেম রাখে তোমার উপরে॥
তাহার হৃদয়ে বাস কর সর্ব্বক্ষণ।
তাহাই প্রভুর হয় নিজ নিকেতন॥
মুনি বলে, শুন ভানুকুলের প্রধান।
সময়ের অনুকুল কোথা সুখ স্থান॥
চিত্রকূট গিরিবরে গিয়া বাস কর।
তাহাই তোমার সর্ব্বরূপে সুখকর॥
সুচারু কানন, শৈল, অতি সুশোভন।
করী, সিংহ, খগ, মৃগ করে বিচরণ॥
পুরাণে বর্ণিত অতি পবিত্রা তটিনী।
নিজ তপোবলে আনে অত্রির গৃহিণী॥
জাহ্নবীর ধারা উহা নাম মন্দাকিনী।
ডাকিনীর মত পাপ-শিশু বিনাশিনী॥
বহু বাস করে অত্রি আদি মুনিবর।
যোগে, জপে, তপে দেহ করি কৃশতর॥
সবাকার শ্রম গিয়া করহ সফল।
গিরিবরে দেহ রাম' গৌরব অচল॥
চিত্রকূট পর্ব্বতের অপার মহিমা।
বর্ণিলেন মহামুনি নাহি তার সীমা॥

তবে ভ্রাতৃবরদ্বয় সীতারে লইয়া।
মন্দাকিনী জলে স্নান করিলেন গিয়া॥
লক্ষ্মণে বলিলা রাম ঘাট ভাল হয়।
থাকিবার স্থান এক করহ নিশ্চয়॥
লক্ষ্মণ দেখিল নামি নদীর মাঝারে।
চারিদিকে ফিরে নদী ধনুর আকারে॥
নদী—ধনুছিলা ; শম, দম, দান—শর।
কলির কলুষ সব শীকার বিস্তর॥
অটল শীকারী চিত্রকূট তাহে হয়।
নিকটে হানিছে লক্ষ্য ভ্রষ্ট নাহি হয়॥
এত বলি বাসস্থান দেখান লক্ষ্মণ।
রম্য স্থান হেরি রাম অতি সুখী হ'ন॥
প্রসন্ন রামের মন বুঝি দেবগণ।
দেবেন্দ্রেরে আগে করি করেন গমন॥
কোল কিরাতের বেশ ধরিয়া আসিল।
মনোহর তৃণপর্ণশালা বিরচিল॥
বর্ণন না হয় দুই কুটী মনোহর।
সুললিত রম্য এক, বিশাল অপর॥
জনকতনয়া আর লক্ষ্মণের সনে।
বিরাজেন প্রভু সেই রম্য নিকেতনে॥
মুনিবেশ ধরি যেন নিজে রতিপতি।
শোভিছে বসন্ত আর রতির সংহতি॥
অমর, কিন্নর, নাগ, দিক্‌পালগণ।
চিত্রকূটে সে সময়ে করে আগমন॥
প্রণাম করেন রাম সবার চরণে।
হরষিত দেব লভি নয়নের ধনে॥
বরষি কুসুম কহে দেবের সমাজ।
আমরা সনাথ নাথ? হইলাম আজ॥
সবিনয়ে স্বদুঃসহ দুখ শুনাইয়া।
হর্ষে নিজ নিজ গৃহে আসিল ফিরিয়া॥

চিত্রকূটে বিরাজিত শ্রীরঘুনন্দন।
সমাচার শুনি আসিলেন মুনিগণ॥
সমাগত মুনিবৃন্দে দেখিয়া আনন্দ।
দণ্ডবৎ করিলেন রঘুকুল চন্দ্র॥
মুনিগণ রামচন্দ্রে হৃদয়ে ধরিল।
সফল করিতে বাক্য আশীর্ব্বাদ দিল॥
সীতারাম লক্ষ্মণের ছবি দরশনে।
সফল সাধনা সব ভাবে সবে মনে॥
যথাযোগ্য সবাকারে করিয়া সম্মান।
বিদায় দিলেন মুনিগণেরে শ্রীরাম॥
যোগ, যজ্ঞ, জপ, তপ করে সর্ব্বজন।
নিজ নিজ আশ্রমেতে করিয়া গমন॥
পাইয়া এ সমাচার কোন ব্যাধগণ।
সুখী যেন ঘরে এলে নূতন রতন॥
ভরি নানাবিধ ঠোঙ্গা কন্দ, মূল, ফলে।
লুঠিতে কাঞ্চন যেন চলে ভিক্ষুদলে॥
তার মধ্যে ভ্রাতৃদ্বয়ে যেই জন হেরে।
পথেতে যাইতে পুছে অন্য জনে তারে॥
রামের মহিমা পথে শুনিয়া কহিয়া।
ভাই দুই জনে সবে দেখিল আসিয়া॥
প্রণাম করেন উপহার ধরি আগে।
প্রভুরে হেরয়ে সবে অতি অনুরাগে॥
চিত্রলিপিমত যথা তথা দাণ্ডাইল।
পুলকিত দেহ নেত্র জলেতে ভরিল॥
স্নেহেতে মগন সবে বুঝি রঘুবর।
করিয়া সম্মান ক'ন বচন মধুর॥
পুনঃ পুনঃ প্রণমিয়া প্রভুরে সকলে।
বিনীত বচন দুই কর যুড়ি বলে॥
সনাথ এবারে নাথ? হইনু সকলে।
নিরখিয়া প্রভো? তব চরণকমলে॥

সারাংশ—মন্দাকিনী নদীতট চিত্রকূট পর্ব্বতে তপ, দান আদি করিলে সম্পূর্ণ পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

আমাদের ভাগ্য হেতু তব আগমন।
হইয়াছে বনস্থলে কৌশলরাজন ? ॥
ধন্য সেই ভূমি, পথ, পর্ব্বত, কানন।
যথা যথা কর নাথ ? চরণ ক্ষেপণ ॥
ধন্য বনচারী, মৃগ, বিহঙ্গমগণ।
সার্থক জীবন, করি তোমা দরশন ॥
হইলাম ধন্য মোরা সহ পরিবার।
নয়ন ভরিয়া লভি দর্শন তোমার।
বিচারিয়া ভাল স্থানে করিয়াছ বাস।
সদা সুখী রহিবেন হেথা বার মাস ॥
আমরা সকলরূপে করিব সেবন।
করী, সিংহ, সর্প, ব্যাঘ্রে করিয়া তাড়ন ॥
বনভূমি, গিরি, গুহা, খাল বিল যত।
তিল তিল আছে প্রভো ? মোদের বিদিত ॥
যথা তথা করাইব শীকার খেলন।
পুকুর অরণ্য আদি করাব দর্শন ॥
সেবক আমরা পরিবারের সহিতে।
সঙ্কোচ না কর প্রভো ? আদেশ করিতে ॥
বেদবাক্য আর মুনি-মন-অগোচর।
সেই প্রভু দয়াময় করুণা সাগর ॥
কিরাতগণের বাক্য করেন শ্রবণ।
পিতা যথা শুনে নিজ বালক বচন ॥
প্রেমের ভিখারী মাত্র শ্রীরঘুনন্দন।
জানিয়া লইবে সেই, জ্ঞাতা যেই জন ॥
তুষিলেন রাম তবে বনচরগণে।
প্রেমপরিতুষ্ট কহি মধুর বচনে ॥
বিদায় করিলে, নমি সবে চলি গেল।
গাহিয়া প্রভুর গুণ ঘরেতে ফিরিল ॥
হেনরূপে সীতা সহ ভাই দুই জনে।
সুরমুনিগণে সুখ দিয়া বৈসে বনে ॥

যদবধি আসি রহে শ্রীরঘুনায়ক।
তদবধি হয় বন মঙ্গল দায়ক ॥
পুষ্পিত ফলিত তরু বিবিধ বিধান।
ললিত মঞ্জুল অতি লতার বিতান ॥
কল্পতরু সম কিবা স্বভাব শোভন।
ত্যজিয়া এসেছে যেন নন্দন কানন ॥
গুঞ্জরিছে মনোহর মধুকরগণ।
শীতল সুগন্ধি মন্দ বহিছে পবন ॥
শুক, পিকবর আর ময়ূরী ময়ুর।
চক্রবাক, চক্রবাকী, চাতক, চকোর ॥
নানাবিধ শব্দ করে বিহঙ্গমগণ।
শ্রবণ সুখদ অতি চিত্তবিমোহন ॥
গজ, পশুরাজ, কপি, শূকর, কুরঙ্গ।
শক্রতা ত্যজিয়া বিচরয়ে এক সঙ্গ ॥
মৃগয়ার বেশে রাম-ছবি নিরখিয়া।
মৃগযূথ হরষিত হৈল বিশেষিয়া ॥
বিশ্বমাঝে যথা যথা আছে দেব বন।
চিত্রকূটে হেরি সবে করে প্রশংসন ॥
দিনকরসুতা, ভাগিরথী, সরস্বতী।
পবিত্রা নর্ম্মদা গোদাবরী ধন্যা অতি ॥
সব সরোবর, সিন্ধু, নদনদীগণ।
ধন্যা মন্দাকিনী বলি করে প্রশংসন ॥
উদয়াস্ত গিরিবর কৈলাস অচল।
সুমেরু মন্দর আদি দেব বাসস্থল ॥
হিমালয় আদি যত পর্ব্বত নিচয়।
চিত্রকূট-যশগান করে সমুদয় ॥
হরষিত বিন্ধ্য সুখ নাহি ধরে মনে।
লভিলা বিপুল মান পরিশ্রম বিনে ॥
চিত্রকূটে আছে যত খগ মৃগগণ।
নানাজাতি তৃণ লতা বৃক্ষ অগণন ॥

* চিত্রকূট বিন্ধ্যাচলেরই অংশ, সেইজন্য চিত্রকূটের সম্মানে বিন্ধ্যাচলেরও সম্মান।

পুণ্যের মূরতি সবে কৃতার্থ হইল।
দিবারাত্রি দেবগণ কহিতে লাগিল॥
নিরখিয়া রামচন্দ্রে নেত্রযুত জন।
লভি জন্ম-ফল শোক-বিরহিত হ'ন॥
পদরজঃ স্পর্শি পদহীন সুখী অতি।
পরম পদের হইলেক অধিপতি॥
স্বভাবতঃ শোভে কিবা পর্ব্বত কানন।
পরম মঙ্গলময় পবিত্র পাবন॥
কিরূপে কহিব বল মহিমা তাহার।
বাস করিলেন যথা সুখ-পারাবার॥
ত্যজি ক্ষীরনিধি পরে অযোধ্যা ছাড়িয়া।
যথা বাস সীতারাম করেন আসিয়া॥
বর্ণিতে কানন-সুখ নহে শক্তিধর
হইলেও একলক্ষ শেষ ফণীবর॥
তাহা আমি বরণিব কহ কি প্রকারে।
ডোবায় কচ্ছপ ধরে কিরূপে মন্দরে॥
কায়মনবাক্যে সেবা করেন লক্ষ্মণ।
সুশীলতা স্নেহ তার না যায় কথন॥
ক্ষণে ক্ষণে সীতারাম-পদ নিরখিয়া।
আপনার প্রতি প্রেম তাঁদের জানিয়া॥
স্বপনেও কভু মনে না করে লক্ষ্মণ।
বন্ধু, মাতা, পিতা আর গৃহ, ধন, জন॥
রাম সঙ্গে সীতা দেবী রহে সুখী মন।
ভুলিয়া অযোধ্যাপুরী, গৃহ, পরিজন॥
পতির বদনবিধু হেরি প্রতিক্ষণ।
চকোর-কুমারী হয় প্রমোদিত যেন॥
স্বামী-স্নেহ প্রতিদিন হেরিয়া বর্দ্ধিত।
চক্রবাকী দিনে যেন রহে হরষিত॥
রামের চরণে রতা জানকীর মনে।
সহস্র অযোধ্যা সম প্রিয় লাগে বনে॥
প্রিয়তম সঙ্গে প্রিয় কুটীর পাতার।
কুরঙ্গ বিহঙ্গ হয় প্রিয় পরিবার॥

শ্বশুর, শাশুড়ী, মুনিপত্নী, মুনিবর।
কন্দ, মূল, ফল ভোজ্য সুধা সুমধুর॥
নাথ সাথে কুশ-শয্যা কিবা মনোহর।
শত মদনের শয্যা সম সুখকর॥
লোকপাল সৃষ্ট হয় কটাক্ষে যাঁহার।
বিষয়-বিলাসে মোহ হয় কি তাঁহার॥
ত্যজে জীবগণ রামে করিয়া স্মরণ।
বিষয় বিলাসে মনে ভাবি তৃণসম॥
রামপ্রিয়া সীতা হ'ন জগৎ-জননী।
তাঁহার সম্বন্ধে কিছু আশ্চর্য্য না মানি॥
যেরূপেতে সুখ পান জানকী, লক্ষ্মণ।
কহেন, করেন রাম তাহা অনুক্ষণ॥
বাখানি কহেন তিনি কথা পুরাতন।
শুনেন লক্ষ্মণ-সীতা অতি সুখীমন॥
অযোধ্যারে যবে রাম করেন স্মরণ।
অশ্রু-পরিপূর্ণ হয় তখন লোচন॥
স্মরিয়া জননী, পিতা, ভ্রাতা, পরিজনে।
ভরতের সুশীলতা, স্নেহ ও সেবনে॥
কৃপাসিন্ধু প্রভু হ'ন অতি দুখীমন।
কুসময় জানি ধৈর্য্য করেন ধারণ॥
জানকী, লক্ষ্মণ হেরি হইল বিকল।
কায়া অনুরূপ ছায়া যেন সচঞ্চল॥
প্রিয়া ও ভ্রাতার ভাব করি দরশন।
কৃপালু শ্রীরাম ভক্ত-হৃদয়-চন্দন॥
সুপবিত্র কথা কিছু বলিতে লাগিল।
জানকী, লক্ষ্মণ শুনি আনন্দিত হৈল॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর সীতার সহিত।
পর্ণের কুটিরে হইলেন সুশোভিত॥
সুরপুরে যথা বাস করে সুরপতি।
শচী ও জয়ন্ত সহ আনন্দিত মতি॥
রক্ষা করে প্রভু সীতা-লক্ষ্মণে কেমন।
নেত্রগোলকেরে রাখে পলক যেমন॥

রাম-সেবা করে সীতা-লক্ষ্মণ কেমন।
অবিবেকী সেবে যেন শরীর আপন ॥
এরূপে করেন প্রভু সুখে বাস বনে।
খগ, মৃগ, সুর, মুনি হিতের কারণে ॥
কহিলাম রম্য রাম কাননে গমন;
যেরূপে সুমন্ত্র ফিরে করহ শ্রবণ ॥

——৹৹৹——

সুমন্ত্রের অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন।

গুহক প্রভুরে রাখি ফিরিয়া আসিল।
রথসহ সুমন্ত্রকে আসিয়া হেরিল ॥
মন্ত্রীরে নিষাদ হেরি অতীব বিকল।
কহিতে না পারি কথা বিষাদিত হৈল ॥
রাম রাম সীতারাম লক্ষ্মণ বলিয়া।
পতিত ধরণীতলে ব্যাকুল হইয়া ॥
হিঁ হিঁ রব করে অশ্ব দক্ষিণে দেখিল।
পক্ষহীন পক্ষী যেন হ'য়েছে ব্যাকুল ॥
নাহি খায় তৃণ নাহি জল পান করে।
অবিরত নয়নেতে জলধারা ঝরে ॥
ব্যাকুলিত হৈল অতি নিষাদের পতি।
হেরিয়া রামের অশ্বগণের দুর্গতি ॥
ধৈরয ধরিয়া তবে বলিল নিষাদ।
এখন, সুমন্ত্র? ত্যাগ করহ বিষাদ ॥
সুপণ্ডিত হও তুমি পরমার্থ জ্ঞাতা।
ধৈর্য্য ধর বিবেচিয়া বিমুখ বিধাতা ॥
মধুর বচনে নানা উপদেশ দিয়া।
জোর করি বসাইল রথেতে লইয়া ॥
শোকেতে ব্যাকুল রথ না পারে চালাতে।
রামের বিরহ ব্যথা দারুণ হিয়াতে ॥
ধড়ফড় করে অশ্ব নাহি চলে পথে।
বন্য পশু আনি যেন যুড়িয়াছে রথে ॥
কিছু দূরে আসি চায় ফিরিয়া পিছনে।
রাম-বিরহের দুখে ব্যাকুল পরাণে ॥
সীতা, রাম, লক্ষ্মণের নাম যেই লয়।
হিঁ হিঁ রবে অশ্বগণ তাহাকে হেরয় ॥
অশ্বের বিরহ ভাব বর্ণিব কেমনে।
ব্যাকুল যেমতি হয় ফণী মণি বিনে ॥
হইল বিষাদবশ নিষাদের পতি।
দেখিয়া সচিব আর তুরঙ্গের গতি ॥
আপন সেবক ডাকাইয়া চারিজনে।
সারথীর সঙ্গে করি দিলেন যতনে ॥
সারথীরে রাখি গুহ ফিরিল যখন।
বিরহ বিষাদ কত না হয় বর্ণন ॥
রথ চালাইয়া যায় নিষাদের গণ।
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে হয় বিষাদে মগন ॥
দুখেতে ব্যাকুল মন্ত্রী ভাবিতে লাগিল।
রাম বিনে এ জীবন বৃথাই হইল ॥
অধম শরীর শেষে বিনষ্ট হইবে।
রামে ত্যজি মরি কেন যশ না লভিবে ॥
অপকীর্ত্তি পাপভাগী হইলেক প্রাণ।
এখনো কিসের তরে না করে প্রয়াণ ॥
হায় হায় মন্দমতি? ত্যজিছ সময়।
আজিও দ্বিখণ্ড কেন না হয় হৃদয় ॥
তাপ করে মাথা খুঁড়ি কর বিমর্দ্দিয়া।
কৃপণ যেমতি ধনরাশি হারাইয়া ॥
রণসাজে সাজি শ্রেষ্ঠ বীর কহাইয়া।
সুযোধা দুখিত যেন সমর ত্যজিয়া ॥
বেদজ্ঞ সদ্বংশজাত বিপ্র জ্ঞানবান।
সাধুর সেবক যথা আর নিষ্ঠাবান্ ॥
চিন্তাকুল ভ্রমবশে করি মদ্যপান।
সেইরূপ মন্ত্রীবর অতি দুখ পান ॥
যেমন কুলীনা সাধ্বী চতুরা ললনা।
কায়মনবাক্যে সদা পতিপরায়ণা ॥

করমের বশে রহে পরিহরি পতি।
সচিব হৃদয়ে দাহ সেইরূপ অতি॥
দৃষ্টিশক্তিহীন হৈল সজল লোচন।
বিকল হইল মতি না শুনে শ্রবণ॥
অধরোষ্ঠ শুষ্ক হৈল মুখ শুষ্ক প্রায়।
অবধি-কপাট হেতু প্রাণ নাহি যায় * ॥
দেখা নাহি যায় অতি বিবর্ণ হইল।
মনে হয় বুঝি পিতা, মাতা বধ কৈল॥
অতিশয় দুখ খেদ ব্যাপিল অন্তরে।
যমপুর-পথে পাপী যেন ভয় করে॥
হৃদে অনুতাপ, মুখে না সরে বচন।
অযোধ্যাতে গিয়া কিবা দেখিব এখন॥
রামহীন রথ দেখিবেক যেইজন।
সেহ দুখী হ'বে করি মোরে দরশন॥
দৌড়িয়া পুছিবে সবে আসিয়া যখন।
ব্যাকুলিত নগরের নরনারীগণ॥
সকলে উত্তর আমি দিব যে তখন।
বজ্রের সমান করি হৃদয় আপন॥
দুখিতা জননীগণ আসি জিজ্ঞাসিলে।
কি কহিব, হে বিধাতঃ? আমি সে সকলে॥
লক্ষ্মণ-জননী আসি জিজ্ঞাসিবে যবে।
কি সুখের কথা আমি শুনাইব তবে॥
রামের জননী যবে আসিবে ধাইয়া।
ধেনুগণ ধায় যথা বাছুরে স্মরিয়া॥
পুছিলে উত্তর আমি দিব যে তখন।
গিয়াছেন বনে সীতা, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ॥
জিজ্ঞাসিবে যেবা তারে ইহাই কহিব।
অযোধ্যায় গিয়া এবে কি সুখ লভিব॥
দুখে বিমলীন রাজা পুছিবে যখন।
রামের অধীন হয় যাঁহার জীবন॥
কোন্ মুখে সে সময়ে কহিব তাঁহারে।
এসেছি কাননে রেখে কুশলে কুমারে॥
সীতারাম লক্ষ্মণের সমাচার শুনি।
তৃণসম দেহত্যাগ করিবে নৃমণি॥
জল শূন্য হলে পঙ্ক ফাটয়ে যেমন।
তেমতি বিদীর্ণ বক্ষ না হয় যখন॥
জানিনু তখনি ধাতা মোরে প্রদানিল।
শরীরে যমের ঘোর যাতনা প্রবল॥
হেনরূপে অনুতাপ করি পথে যায়।
তমসার তীরে রথ আসিল ত্বরায়॥
বিনয়ে নিষাদগণে করিল বিদায়।
বিষাদে বিকল, পায়ে ধরি সবে যায়॥
পুরে প্রবেশিতে মন্ত্রী হয় সঙ্কুচিত।
বধিয়াছে যেন গাভী, গুরু, দ্বিজ কত॥
তরুতলে বসি দিবা যাপন করিল।
সন্ধ্যার সময়ে তবে সুযোগ পাইল॥
প্রবেশিল অযোধ্যায় আঁধারে আঁধারে।
দ্বারে রথ রাখি গেল গৃহের ভিতরে॥
যারা যারা সমাচার শুনিতে পাইল।
রাজার দ্বারেতে রথ দেখিতে আসিল॥
রথ চিনি ব্যাকুলিত হেরি অশ্বগণ।
ঘামে সিক্ত হিমশীলা তাপে গলে যেন॥
নগরের নরনারী ব্যাকুল কেমন।
শুষ্ক হৈলে জল যথা খিন্ন মীনগণ॥
সচিবের আগমন করিয়া শ্রবণ।
ব্যাকুলিত হৈল মহলের নারীগণ॥
গৃহ সব তাহাদের ভয়ঙ্কর হয়।
প্রেতের নিবাসস্থল বলি মনে লয়॥
সকাতরে জিজ্ঞাসেন যত রাজরাণী।
উত্তর না ফুটে মুখে গদ্‌গদবাণী॥

* চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যাগমনরূপ অবধিই কপাটস্বরূপ হইয়া প্রাণকে রক্ষা করিতেছে।

না শুনে শ্রবণ তার, না দেখে নয়ন।
যারে তারে পুছে—"বল কোথায় রাজন" ॥
মন্ত্রীবরে ব্যাকুলিত হেরি দাসীগণ।
ধরিয়া লইয়া গেল কৌশল্যা-ভবন ॥
রাজারে দেখিল গিয়া সুমন্ত্র কেমন।
সুধাবিরহিত শোভে সুধাংশু যেমন ॥
নাহি রাজবেশ, নাহি শয্যা বা আসন।
পতিত ধরণী তলে বেশ বিমলিন ॥
ছাড়ে ঘন ঘন শ্বাস শোক করে অতি।
সুরপুর হৈতে যেন পড়েছে যযাতি ॥
হৃদয় হ'তেছে পূর্ণ শোকে ক্ষণেক্ষণ।
দগ্ধ-পক্ষ নিপতিত সম্পাতী যেমন ॥
কোথা প্রিয়তম রাম: রাম রাম কহি।
পুনঃ কহে কোথা রাম-লক্ষ্মণ বৈদেহী ॥
দেখিয়া সচিব 'জয়' জীব উচ্চারিয়া।
দণ্ডবৎ প্রণমিলা বিনয় করিয়া ॥
শুনিয়া উঠিল, ব্যাকুলিত নৃপমণি।
বলহ সুমন্ত্র ? কোথা রাম গুণমণি ॥
নরপতি সুমন্ত্ররে বক্ষেতে লইল।
জল-মগ্ন ব্যক্তি যেন আশ্রয় পাইল ॥
নিকটেতে বসাইয়া স্নেহের সহিত।
জিজ্ঞাসেন নৃপ নেত্র জলেতে পূর্ণিত ॥
রামের কুশল কহ প্রিয় মিত্রবর।
কোথায় লক্ষণ সীতা আর রঘুবর ॥
আনিলে কি ফিরাইয়া কিম্বা বনে গেল।
শুনিয়া মন্ত্রীর চক্ষু জলেতে ভরিল ॥
শোকেতে বিকল পুনঃ কহেন নরেশ।
সীতা-রাম-লক্ষ্মণের বলহ সন্দেশ ॥
রাম রূপ-গুণশীল স্বভাব-সুন্দর।
স্মরি স্মরি মনে শোক করে নরবর ॥
রাজ্য দিব বলি পুনঃ পাঠাইনু বনে।
শুনি দুখ হর্ষ তার না হইল মনে ॥
হেন সুত ত্যজি গেল নাহি গেল প্রাণ।
কেবা পাপী আছে বল আমার সমান ॥
শুন সখে ? রাম সীতা লক্ষ্মণ যেখানে।
আমারে লইয়া তুমি চলহ সেখানে ॥
নতুবা নিশ্চয় সখে ? জানিহ মনেতে।
দেহ ছাড়ি প্রাণ মোর চাহে বাহিরিতে ॥
পুনঃ পুনঃ নরপতি জিজ্ঞাসে মন্ত্রীরে।
প্রিয় পুত্র-সমাচার শুনাও আমারে ॥
কর সখে ? সেইরূপ উপায় এক্ষণে।
সীতা-রাম-লক্ষ্মণেরে দেখাও নয়নে ॥
ধৈরয ধরিয়া মন্ত্রী বলে মৃদু বাণী।
মহারাজ ? তুমি হও সুপণ্ডিত জ্ঞানী ॥
শূর, ধীর, ধুরন্ধর, সম দেবগণ।
সাধুর সমাজে সদা করহ সেবন ॥
জন্ম, কর্ম্ম আর সব সুখ-দুখ ভোগ।
হানি, লাভ, প্রিয়তম মিলন, বিয়োগ ॥
হয় প্রভো ? সকলই কাল-কর্ম্ম বশ।
পরবশে হয় যথা রজনী দিবস ॥
দুখে সন্তাপিত মূর্খ, সুখে হর্ষবান।
ধীর জন ভাবে কিন্তু উভয়ে সমান ॥
হেনরূপে বিবেচন করি ধৈর্য্য ধর।
সর্ব্ব হিতকর তুমি শোক ত্যাগ কর ॥
তমসা নদীর তীরে প্রথম দিবস।
সুরধনী তীরে পরদিন কৈল বাস ॥
স্নান আর সুখে তথা করি জলপান।
সীতার সহিত দোঁহে করে অবস্থান ॥
গুহক করিল বহু প্রকারে সেবন।
শৃঙ্গবের পুরে রাতি করেন যাপন ॥
প্রাতঃকালে বটক্ষীর করি আনয়ন।
জটার মুকুট শিরে করেন রচন ॥
গুহক নিষাদ তবে নৌকা আনাইল।
সীতারে চড়া'য়ে রাম আপনি চড়িল ॥

সামালিয়া ধনুর্ব্বাণ তবেত লক্ষ্মণ।
রামের আদেশ লয়ে করে আরোহণ॥
শ্রীরাম আমারে অতি বিকল হেরিয়া।
বলেন মধুর বাক্য ধৈরয ধরিয়া॥
কহিবে পিতারে তাত? প্রণাম আমার।
ধারণ করিয়া পাদপদ্ম বারে বার॥
করিবে বিনয় পায়ে পড়ি পুনর্ব্বার।
না করেন পিতা যেন চিন্তন আমার॥
কুশল-মঙ্গল বন-মার্গেতে আমার।
কৃপা ও পুণ্যেতে পিতঃ? কেবল তোমার॥

তাত? তব কৃপা গুণে, যাইতে যাইতে বনে,
পাইব কেবল সুখ রাশি।
আদেশ পালিয়া পুনঃ, কুশলে হেরিব শুন,
তব শ্রীচরণ ফিরে আসি॥
মাতৃগণে তুষ্ট করি, পড়িয়া চরণোপরি,
অতিশয় করিবে মিনতি।
কহিছে তুলসী হেন, যতন করিও যেন,
সুখে রহে কৌশলের পতি॥
রাধিকাপ্রসাদ কয়, বিশ্বে সেই ধন্য হয়,
শুনে যেবা অপূর্ব্ব কথন।
তুলসী সঞ্চিত মধু, অমৃত অধিক স্বাদু,
পানে ঘুচে সংসার বন্ধন॥

গুরুদেবে বলিবেন মম সমাচার।
পাদপদ্মযুগে তাঁর পড়ি বারে বার॥
হেন উপদেশ যেন করেন রাজারে।
যাহাতে অযোধ্যাপতি শোক নাহি করে॥
আসিলে ভরত, বলো বারতা আমার।
ত্যজে নাহি যেন ন্যায়-প্রাপ্ত রাজ্যভার॥
কায়মনোবাক্যে প্রজা করিবে পালন।
সমভাবে সেবিবেক সব মাতৃগণ॥
মম ভ্রাতৃযোগ্য কার্য্য করি সম্পাদন।
পিতামাতা নিজ জনে করিবে সেবন॥
রাখিবে রাজারে করি এরূপ যতন।
মম তরে যেন কোন না করে চিন্তন॥
লক্ষ্মণ বলিল কিছু কঠোর বচন।
আমারে চাহিয়া রাম করিল বারণ॥
পুনঃ পুনঃ বলিলেন নিজ দিব্য দিয়া।
লক্ষ্মণের কথা তাত? বলিওনা গিয়া॥
প্রণমিয়া সীতা কিছু বলিতে চাহিল।
বলিতে না পারে স্নেহে হইল ব্যাকুল॥
না সরে বচন নেত্র হইল সজল।
পুলক-কদম্বে দেহ পূরিত হইল॥
হেনকালে শ্রীরামের আদেশ পাইয়া।
ধীবর তরণী বেগে দিল চালাইয়া॥
হেনরূপে রঘুমণি করিল প্রয়াণ।
দেখিনু হৃদয় করি বজ্রের সমান॥
কেমনে কহিব আমি নিজ দুখ কথা।
ফিরিয়া আসিনু লয়ে রামের বারতা॥
এত বলি সচিবের বাক্য রুদ্ধ হৈল।
হানি, গ্লানি আর শোক মাঝারে ডুবিল॥
সুমন্ত্র-বচন শুনি অযোধ্যার পতি।
পড়িল ধরণী'পরে পেয়ে ব্যথা অতি॥
ছট্‌ফট্ করে অতি মোহে মুগ্ধ মন।
নব বর্ষাজল পেয়ে যথা মৎস্যগণ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে সব রাণীগণ।
বিষম বিপত্তি কত করিব বর্ণন॥
দুখেরও হৈল দুখ বিলাপ শুনিয়া।
ধৈর্য্য ছাড়ি ধৈর্য্য যেন যায় পলাইয়া॥
শুনি রাজমহলের ক্রন্দনের রোল।
অযোধ্যানগরে হৈল মহা কোলাহল॥
সুকঠোর বজ্র যেন ঘোর নিশাকালে।
পড়িলেক মহাশব্দে বিহঙ্গম দলে॥

কণ্ঠগত প্রাণ হইলেন নৃপমণি।
ব্যাকুলিত হয় যেন মণিহীন ফণী॥
হইল বিকল অতি ইন্দ্রিয় নিচয়।
জল বিনা পদ্মবন যথা জলাশয়॥
কৌশল্যা দেখিল নৃপে মলিন তখন।
অস্তপ্রায় যেন সূর্য্য-কুলের তপন॥
রামের জননী ধৈর্য্য করিয়া ধারণ।
সময়ের অনুসারে বলিল বচন॥
মনে বুঝি নাথ? এবে করহ বিচার।
রামের বিয়োগ-সিন্ধু অতীব অপার॥
তুমি কর্ণধার তাহে অবধি * জাহাজ।
চড়িয়াছে প্রিয় জ্ঞাতি-বণিক-সমাজ॥
ধৈরয ধরিলে তুমি সবে হয় পার।
নতুবা হইবে মগ্ন সব পরিবার॥
শুন যদি প্রিয়তম? আমার বচন।
মিলিবে পুনশ্চ সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
শুনি যুক্তিযুক্ত মৃদু প্রিয়ার বচন।
দেখিতে লাগিল রাজা মেলিয়া নয়ন॥
জলহীন মীন যেন ছট্‌ফট্‌ করে।
সিঞ্চন করিলে বারি তাহার উপরে॥
ধৈরয ধরিয়া উঠি বসিল ভূপাল।
বলহ সুমন্ত্র? কোথা শ্রীরাম কৃপাল॥
কোথা প্রিয়তম রাম, কোথায় লক্ষ্মণ।
কোথা প্রিয় পুত্রবধূ বৈদেহী এখন॥
বিবিধ বিলাপে রাজা হ'য়ে ব্যাকুলিত।
হয় যুগসম রাত্রি নাহি হয় গত॥
অন্ধমুনি-অভিশাপ মনে পড়ি গেল।
কৌশল্যারে সব কথা কহিতে লাগিল॥
হইল ব্যাকুল বরণিতে ইতিহাস।
রাম বিনা ধিক্ মম জীবনের আশ॥
কি হেতু করিব আমি সে দেহ রক্ষণ।
যাহা হৈতে নাহি হয় প্রেমের পূরণ॥
হায়! মম প্রাণ-প্রিয় শ্রীরঘুনন্দন।
তোমা বিনা বহু দিন ধরিনু জীবন॥
হা জানকী! হা লক্ষ্মণ! হায় রঘুবর!।
পিতৃচিত্ত-চাতকের প্রিয় জলধর॥
রাম রাম রাম বলি রাম রাম রাম।
পুনঃ পুনঃ উচ্চারিয়া কোথা রাম রাম॥
রঘুবর-বিরহেতে ত্যজিয়া পরাণ।
সুরলোকে নরপতি করিল প্রয়াণ॥
জীবনে মরণে ফল নৃপতি পাইল।
সুবিমল যশ বহু ব্রহ্মাণ্ডে ছাইল॥
জীবিতে রামের বিধুবদন হেরিল।
রামের বিরহে মরি অন্তে সুখ হৈল॥
শোকেতে বিকল অতি কান্দে রাণীগণ।
রূপ, শীল, বল, তেজ, করিয়া বর্ণন॥
বিলাপ করেন সবে বিবিধ প্রকার।
আছাড়িয়া পড়ি ভূমিতলে বার বার॥
করয়ে বিলাপ ব্যাকুলিত দাসদাসী।
ঘরে ঘরে কান্দে ইহা বলি পুরবাসী॥
অস্তমিত হৈল সূর্য্যকুল-বিবস্বান্।
ধরমের সীমা গুণরূপের নিধান॥
কৈকয়ীকে সবে গালি পাড়িতে লাগিল।
নয়ন-বিহীন সেহ জগতে করিল॥
হেনরূপে বিলাপিতে প্রভাত হইল।
জ্ঞানী মহামুনিগণ সকলে আসিল॥
তবেত বশিষ্ঠ মুনি সময় বুঝিয়া।
নানাবিধ ইতিহাস বুঝান কহিয়া॥
করিলেন নিবারণ শোক সবাকার।
বিজ্ঞান-বিভব নিজ করিয়া বিস্তার॥

* চতুর্দ্দশবর্ষরূপ অবধি।

নৌকা-পূর্ণ-তৈলে নৃপ-শরীর রাখিল।
দূতে ডাকি পুনঃ হেন কহিতে লাগিল॥
ভরতের নিকটেতে ত্বরা করি যাহ।
নৃপের বারতা কিন্তু কোথাও না কহ॥
এরূপ কহিবে গিয়া ভরতের সনে।
ডাকি পাঠাইল গুরু, ভাই দুইজনে॥
মুনির আদেশ শুনি সত্বর ধাইল।
গতি হেরি, শ্রেষ্ঠ অশ্ব লজ্জিত হইল॥
যদবধি অযোধ্যাতে অনর্থ হইল।
সেই হৈতে কুশকুন ভরত দেখিল॥
রাত্রিকালে দেখে ভয়ানক কুস্বপ্ন।
জাগি উঠি করে কত শত কুচিন্তন॥
ভোজন করায় বিপ্রে দেয় নানা দান।
শিব অভিষেক করে বিবিধ বিধান॥
যাচে মনে মনে করি মহেশে মানন।
কুশলেতে থাকে মাতা, পিতা, ভ্রাতৃগণ॥
হেনরূপে মনে চিন্তা করয়ে ভরত।
দূত গিয়া হেনকালে হয় উপনীত॥
গুরুর আদেশ পুনঃ করিয়া শ্রবণ।
গণেশে স্মরণ করি চলে সেইক্ষণ॥
চলিল সত্বর অতি ঘোড়া হাঁকাইয়া।
নদী, শৈল, বন আদি লঙ্ঘন করিয়া॥
ভাল নাহি লাগে কিছু শোক নিদারুণ।
উড়িয়া যাইব বলি ভাবে মনে মন॥
বরষের সম এক পল গত হৈল।
ভরত অযোধ্যা পাশে হেনরূপে গেল॥
অশকুন হয় বহু পশিতে নগরে।
কাল কাক মন্দ স্থানে মন্দ রব করে॥
শৃগাল গর্দ্দভ রব করে প্রতিকুল।
তাহা শুনি ভরতের হৃদে হয় শূল॥
শোভাহীন নদী, বাগ, বন, সরোবর।
বিশেষে নগর লাগে অতি ভয়ঙ্কর॥

খগ, মৃগ, হয়, গজ দেখা নাহি যায়।
রামের বিরহ-রোগে সবে মৃতপ্রায়॥
অতীব দুখিত পুরনরনারীগণ।
হারায়েছে যেন সবে নিজ নিজ ধন॥
কিছু নাহি কহে পথে মিলে পুরজন।
প্রণাম করিয়া তারা করয়ে গমন॥
পুছিতে কুশল প্রশ্ন না পারে ভরত।
মনে মনে হয়, অতি ভয়ে বিষাদিত॥
হাট, বাট আদি কিছু দেখিতে না পারে।
দশদিকে দাবানল দহে যেন পুরে॥
রবিকুলাম্বুজশশী কৈকয়ী তখন।
শুনি হরষিতা অতি সুত আগমন॥
হরষে আরতি সাজি উঠিয়া ধাইল।
দ্বারদেশে মিলি গৃহে লইয়া আসিল॥
ভরত দুখিত দেখিলেন পরিবার।
পদ্মবন নাশ যেন করেছে তুষার॥
হেনরূপ হরষিতা কেকয়নন্দিনী।
বনে বহ্নি দিয়া সুখী যথা কিরাতিনী॥
হেরি পুত্রে শোকাতুর আর দুখী মন।
বাপের ঘরের শুভ করে জিজ্ঞাসন॥
শুনা'য়ে কুশল বার্ত্তা ভরত সবার।
জিজ্ঞাসেন নিজকুল শুভ সমাচার॥
কহ কোথা পিতা আর অন্য মাতৃগণ।
কোথা সীতা প্রিয় ভ্রাতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
প্রেমপূর্ণ শুনি তবে পুত্রের বচন।
কপট অশ্রুতে পূর্ণ করি দ্বিনয়ন॥
বলিলা পাপিনী হেন কঠোর বচন।
ভরতের কানে মনে লাগে শূলসম॥
হে তাত? সকল কাজ করিয়াছি সারা।
সহায় করিল তাহে বেচারী মন্থরা॥
মধ্যে কিছু কার্য্য বিধি বিনষ্ট করিল।
সুরপুরে নরপতি গমন করিল॥

শুনি ভরতের হৈল অতীব বিষাদ।
ভীত হয় করী যথা শুনি সিংহনাদ ॥
হা তাত! হা তাত! বলি রোদন করিয়া।
পড়ে ভূমিতলে অতি ব্যাকুলিত হৈয়া ॥
মরণ সময়ে নাহি পাইনু দেখিতে।
সঁপিয়া না গেলে মোরে রামের করেতে ॥
সামালিয়া উঠি, ধৈর্য্য করিয়া ধারণ।
কহ মাতঃ? কিবা হেতু পিতার মরণ ॥
পুত্রের বচন শুনি কৈকয়ী কহিল।
মর্ম্ম বিদারিয়া যেন বিষ ঢালি দিল ॥
প্রথম হইতে সব আপন করম:
কুটিলা, কঠোরা বলে হরষিত মন ॥
ভরত বিস্মৃত হৈল পিতার মরণ।
শুনিল যখন বনে রামের গমন ॥
আপনাকে হেতু তার মনে বিচারিয়া।
নীরবে নিস্তব্ধ রহে স্তম্ভিত হইয়া ॥
পুত্রেরে ব্যাকুল হেরি বুঝায় তখন।
লাগাইছে পোড়া ঘায়ে যেমন লবণ ॥
শোক-যোগ্য তাত? নাহি হ'ন নরপতি।
পুণ্যবলে যশ ভোগ করিলেন অতি ॥
জনমের ফল সব লভিয়া জীবনে।
অন্তে গিয়াছেন সুরপতির সদনে ॥
হেন বিচারিয়া মনে চিন্তা পরিহর।
সমীক্ষ সহিত রাজ্য নগরেতে কর ॥
শুনিয়া দুখিত অতি রাজার কুমার।
পাকা ঘায়ে লাগে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার ॥
ধৈরয ধরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল।
পাপিনী সকলরূপে কুল বিনাশিল ॥
যদ্যপি তোমার হেন কুমতি আছিল।
মারিলেনা কেন মোরে যবে জন্ম হৈল ॥
তরু কাটি' কর তুমি পল্লবে সেচন।
মৎস্য রক্ষা হেতু জল কর নিঃসারণ ॥

সূর্য্যবংশে জন্ম মম দশরথ পিতা।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর হয় মম ভ্রাতা ॥
তুমি মাত্র হৈলে মাতঃ? জননী আমার।
কি কহিব বিধি বশীভূত নহে কার ॥
কুবুদ্ধে? কুভাব মনে উদিল যখন।
খণ্ড খণ্ড নাহি হ'ল হৃদয় তখন ॥
যাচিতে সে বর মনে ব্যথা না হইল।
জিহ্বা না পুড়িল, মুখে কীট না জন্মিল ॥
কিরূপে বিশ্বাস তোরে করিল ভূপতি।
মরণ সময়ে বিধি হরি নিল মতি ॥
নারী-মনোভাব নাহি জানে পদ্মযোনি।
কপটতা-পাপ সুর্ব্ব দুর্গুণের খনি ॥
সুশীল ধরম-রত সরল নৃপতি।
বুঝিবেন কিরূপেতে নারীর প্রকৃতি ॥
হেন জীব জন্তু কেবা জগৎ ভিতর।
প্রাণ-প্রিয় যার নাহি হ'ন রঘুবর ॥
হেন রাম হইলেন অপ্রিয় তোমায়।
কে তুই, যথার্থ করি বলহ আমায় ॥
যে হও সে হও মুখে কালী লাগাইয়া।
আঁখির আড়ালে উঠি বৈসহ যাইয়া ॥
রামের বিরোধী হয় হৃদয় তোমার।
তব গর্ভে জন্ম বিধি দিলেন আমার ॥
আমার সমান পাপী কেহ নাহি রয়।
তোমারে অধিক বলা নিরর্থক হয় ॥
জননীর কুটীলতা শত্রুঘ্ন শুনিল।
না পারে করিতে কিছু রোষেতে জ্বলিল ॥
হেন অবসরে কুব্জী আসিল সেখানে।
সজ্জিত করিয়া বহু বসন ভূষণে ॥
হেরিয়া শত্রুঘ্ন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।
ঘৃতাহুতি পেয়ে যেন অনল জ্বলিল ॥
হুঙ্কারি, মারিল লাথি কুব্জের উপরে।
ভূমে মুখ গুঁজি, পড়ি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥

ভাঙ্গিলেক কুজ্ তার কপাল ফাটিল।
দশন ভাঙ্গিয়া মুখে রুধির বহিল ॥
হায় বিধে ? আমি কিবা করিলাম ক্ষতি।
কেন হেন ফল পাই ভাল করি অতি ॥
আগাগোড়া দোষী বুঝি শুনিয়া বচন।
ঝুটী ধরি টানি ভূমে করে ঘরষণ ॥
ভরত দয়ার নিধি করিল মোচন।
কৌশল্যার পাশে যান ভাই দুইজন ॥
মলিন বসন, বর্ণ অতীব বিকল।
নিদারুণ দুখ-ভারে শরীর দুর্ব্বল ॥
স্বর্ণময় মনোহর কল্প লতা বন।
শীতল তুষার যেন করিল দহন ॥
ভরতে হেরিয়া মাতা উঠিয়া ধাইল।
ব্যাকুলা মূর্চ্ছিতা হয়ে ভূমিতে পড়িল ॥
দেখিয়া ভরত অতি ব্যাকুলিত মনে।
দেহদশা পাসরিয়া পড়িল চরণে ॥
হে মাতঃ ? কোথায় পিতা করাও দর্শন।
কোথায় জানকী কোথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
কৈকয়ী সংসারে কেন জনম লভিল।
যদি জনমিল কেন বন্ধ্যা না হইল ॥
কুলের কলঙ্ক, মোরে জনম যে দিল।
প্রিয়-দ্রোহী অপযশ-ভাজন করিল ॥
ত্রিভুবনে মম সম দুর্ভাগ্য কাহার।
যার লাগি মাতঃ ! হেন দুর্গতি তোমার ॥
সুরপুরে পিতা, বনে রঘুকুল-কেতু।
আমিই কেবল সব অনর্থের হেতু ॥
ধিক্ মোরে, হইলাম বহ্নি বংশ-বনে।
দুঃসহ উত্তাপে দুখ দিবার কারণে ॥
শুনিয়া জননী মৃদু ভরত বচন।
সামলিয়া আপনারে উঠিলেন পুনঃ ॥
উঠাইয়া ভরতেরে হৃদে লাগাইল।
নেত্রযুগে অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল ॥

সরল স্বভাব মাতা হৃদয়ে লইল।
প্রিয়তম রাম যেন ফিরিয়া আসিল ॥
লক্ষ্মণ অনুজ সাথে পুনশ্চ মিলিল।
শোক, স্নেহ হৃদে যেন উথলি উঠিল ॥
স্বভাব দেখিয়া পরস্পর কহে সবে।
রাম-মাতা হেনরূপ কেন না হইবে ॥
ক্রোড়ে বসাইয়া মাতা ভরতে তখন।
অশ্রু মুছি বলিলেন মধুর বচন ॥
বালাই তোমার বাছা এবে ধৈর্য্য ধর।
কুসময় বিবেচিয়া শোক পরিহর ॥
দুখ নাহি কর মনে বিচারিয়া হানি।
কাল ও কার্য্যের গতি অনিশ্চিত জানি ॥
কাহারেও দোষ তাত ? না কর প্রদান।
সর্ব্বরূপে হইয়াছে বিধি মোর বাম ॥
এত দুখে যেহ প্রাণ রেখেছে আমার।
না জানি এখন মনে কি আছে তাঁহার ॥
পিতার আদেশ মত বসন ভূষণ।
ত্যজিয়াছে সব তাত ! শ্রীরঘুনন্দন ॥
বিস্ময়, আনন্দ কিছু হৃদে না হইল।
অনায়াসে পরিধান করিল বল্কল ॥
বদন প্রসন্ন, মনে নাহি রাগ দ্বেষ।
সর্ব্বরূপে সর্ব্বজনে করিল সন্তোষ ॥
রাম বনে যান শুনি সীতা সঙ্গ লৈল।
রামপদে অনুরতা গৃহে না রহিল ॥
শুনিয়া সঙ্গেতে উঠে চলিল লক্ষ্মণ।
না রহিল করিলেও শ্রীরাম যতন ॥
তবে রঘুপতি নোয়াইয়া সবে মাথা।
চলিলা অনুজ আর সঙ্গে লয়ে সীতা ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা যাইল কাননে।
সঙ্গে না যাইনু নাহি পাঠাইনু প্রাণে ॥
নেত্রপথে এই সব যদ্যপি ঘটিল।
অভাগা পরাণ তবু দেহ না ত্যজিল ॥

নিজ স্নেহে ভাবি লজ্জা না হয় আমার।
রামের সমান সুত আমি মাতা তার ॥
নৃপতি বুঝিল ভাল জীবন মরণ।
আমার হৃদয় শত বজ্রের মতন ॥
কৌশল্যাদেবীর বাক্য করিয়া শ্রবণ,
ভরতের সহ আর যত রাণীগণ ॥
ঘরে ঘরে ব্যাকুলিত বিলাপে সকল।
মনে হয় যেন হৈল শোকের মহল ॥
বিলাপেন দুই ভাই ব্যাকুলিত হ'য়ে।
কৌশল্যা তুলিয়া লৈল উভয়ে হৃদয়ে ॥
বিবিধ প্রকার ভরতেরে বুঝাইল।
জ্ঞান পূর্ণ বাক্য কত কহি শুনাইল ॥
ভরতো জননীগণে বহু বুঝাইল।
প্রভৃতি পুরাণের কথা কহি শুনাইল ॥
অকপট সুপবিত্র সরল সুন্দর।
ভরত বলিল বাক্য যুড়ি দুই কর ॥
মাতা, পিতা, গুরু বধে যেই পাপ হয়।
গোশালা, ব্রাহ্মণ-গৃহ দহিলে যে হয় ॥
সেই পাপ হয় শিশু, রমণী বধিলে।
প্রজা কিম্বা মিত্রজনে বিষ প্রদানিলে ॥
গুরু পাপ লঘু পাপ আদি হয় যত।
কায়মনোবাক্য-জাত কবির বর্ণিত ॥
সে সব পাপ মোর হউক বিধাতঃ।
[illegible] যদি মম জ্ঞাতসারে মাতঃ ॥
শ্রীহরি চরণে রতি করিয়া বর্জ্জন।
ভূতগণে যেই জন করয়ে ভজন ॥
দিউন আমারে বিধি গতি যেবা তার।
যদি মাতঃ ? হয় ইহা মম জ্ঞাতসার ॥
বিক্রয় করয়ে যেবা বেদ ও ধরম।
[illegible] পরের পাপ খল যেই জন ॥
কপটী কলহ-প্রিয় কুটীল ও ক্রোধী।
বেদের নিন্দুক যেবা বিশ্বের বিরোধী ॥

লম্পট, চঞ্চল, লোভী, মিথ্যাবাদী জন।
দৃষ্টি করে যেবা পরদারা পরধন ॥
পাইব আমিহ তাহাদের ঘোর গতি।
যদি মাতঃ ? হয় এতে আমার সম্মতি ॥
সাধু সঙ্গে অনুরাগী নহে যেই জন।
পরমার্থ-পথে কভু না করে গমন ॥
নরদেহ লভি' যেবা হরি নাহি ভজে।
হরিহর কথারঙ্গে যেহ নাহি মজে ॥
শ্রুতি-পথ ত্যজি যেবা বক্র পথে চলে।
রচিয়া বঞ্চকবেশ বিশ্বজনে ছলে ॥
তাহাদের গতি মোরে দিবেন শঙ্কর।
ইহাতে সম্মতি মাতঃ ? যদি আছে মোর ॥
স্বভাব সরল শুদ্ধ ভরত বচন।
শ্রীরাম-জননী হর্ষে করিয়া শ্রবণ ॥
কহিলেন তাত ? তুমি রাম-প্রিয়তম।
কায়মনোবাক্যে সদা জানি চিরন্তন ॥
রামের জীবনাধীন পরাণ তোমার।
প্রাণ চেয়ে প্রিয়তম তুমি হও তার ॥
চন্দ্র হৈতে বিষ, হিম হৈতে অগ্নি ঝরে।
জলেতে বিরাগী যদি হয় জলচরে ॥
জ্ঞান হৈলে যদি মোহ না হয় নির্ম্মূল।
তথাপি না হ'বে তুমি রাম প্রতিকুল ॥
তব মতে হৈল ইহা বিশ্বে যে কহিবে।
স্বপনেও সুখ, ভাল গতি না লভিবে ॥
এত বলি মাতা তারে হৃদয়ে লইল।
স্তনযুগ ক্ষরে, নেত্র জলেতে ভরিল ॥
হেনরূপে অতিশয় বিলাপ করিয়া।
সমস্ত রজনী গেলে জাগিল বসিয়া ॥
বশিষ্ঠ ও বামদেব আসিয়া তখন।
ডাকাইল সব মন্ত্রী আর শ্রেষ্ঠজন ॥
বহু উপদেশ মুনি দেন ভরতেরে।
কহি জ্ঞানময় বাক্য বিবিধ প্রকারে।

হে তাত ? হৃদয়ে ধৈর্য্য করহ ধারণ।
সময়ের অনুসারে করহ করম ॥
বেদমতে নৃপদেহ স্নান করাইল।
পরম বিচিত্র যান প্রস্তুত করিল ॥
পায়ে ধরি মাতৃগণে ভরত রাখিল * ।
রাম-দরশন আশে সকলে রহিল ॥
আনাইল বহু ভার অগরু চন্দন।
অমিত অনেকবিধ সুগন্ধ শোভন ॥
সরযুর তীরে চিতা করিল নির্ম্মাণ।
মনোহর যেন সুরপুরের সোপান ॥
হেনরূপে দেহক্রিয়া সবে সমাপিল।
স্নান করি যথাবিধি তর্পণ করিল ॥
শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণের অনুসার-মত।
পুরক পিণ্ডের ক্রিয়া করিল ভরত ॥
যে সময়ে মুনিগণ যাহা আজ্ঞা দিল।
তাহার সহস্র গুণ ভরত করিল ॥
বহুবিধ দান দিয়া বিশুদ্ধ হইল।
ধেনু, গজ, বাজি আর বাহন সকল ॥
বসন ভূষণ আর রত্ন সিংহাসন।
ভূমি, গৃহ, অন্ন আর বহুবিধ ধন ॥
দিলেন ভরত, পেয়ে যতেক ব্রাহ্মণ।
পূর্ণ মনোরথ হৈল আনন্দিত মন ॥
ভরত করিল যাহা পিতার কারণ।
লক্ষ মুখে নাহি হয় তাহার বর্ণন ॥
আসিলেন মুনিবর সুদিন জানিয়া।
মন্ত্রী ও প্রধানগণে আনান ডাকিয়া ॥
রাজ সভা মধ্যে গিয়া সকলে বসিল।
ভরত শত্রুঘ্ন দুই ভ্রাতাকে ডাকিল ॥
ভরতে বশিষ্ঠ মুনি-পাশে বসাইয়া।
নীতি ধর্ম্মকথা বহু ক'ন বুঝাইয়া ॥

প্রথমের কথা মুনি করিল বর্ণন।
কুটিলা কৈকয়ী যাহা করিল করম ॥
নৃপতির সত্যধর্ম্ম প্রভৃতি প্রশংসিল।
প্রেমের নিমিত্ত যেহ শরীর ত্যজিল ॥
শ্রীরামের গুণশীল স্বভাব বর্ণিতে।
পুলকিত মুনি নেত্র পুরিল জলেতে ॥
সীতা লক্ষ্মণের প্রীতি করিয়া বর্ণন।
শোকে, স্নেহে জ্ঞানী মুনি হইল মগন ॥
শুনহ ভরত ? ভাবী হয় বলবান।
শোকাকুল, কহিলেন মুনি জ্ঞানবান ॥
হানি কিম্বা লাভ আর যশ অপযশ।
জীবন মরণ সব হয় বিধি বশ ॥
হেন বিচারিয়া দোষ কাহারে বা দিব।
ব্যর্থ কাহার প্রতি রোষ প্রকাশিব ॥
দেখ তাত ? মনোমাঝে করিয়া বিচার।
নৃপতি নহেন যোগ্য শোক করিবার ॥
বেদ-হীন বিপ্র সদা শোকযোগ্য হয়।
নিজ ধর্ম্ম ত্যজি বিষয়েতে লীন রয় ॥
শোকযোগ্য নৃপ যার নাহি নীতি-জ্ঞান।
প্রজা প্রিয় নহে যার পরাণ সমান ॥
শোকযোগ্য বৈশ্য, ব্যয়কুণ্ঠ ধনবান।
অতিথি, শিবের প্রতি নহে ভক্তিমান ॥
শোকযোগ্য শূদ্র, বিপ্রে অপমানকারী।
মুখর, সম্মানপ্রিয়, জ্ঞানগর্ব্বধারী ॥
শোকযোগ্য পুনঃ পতি-বঞ্চকা রমণী।
কুটিলা কলহ-প্রিয়া স্বেচ্ছানুচারিণী ॥
শোকযোগ্য ব্রহ্মচারী ত্যজে নিজ ব্রত।
নাহি চলে যেবা গুরু-উপদেশ মত ॥
শোকযোগ্য গৃহী যেবা মোহের বশেতে।
কর্ম্মপথ ত্যাগ করে আপন ইচ্ছাতে ॥

* তাঁহারা সহমরণে যাইতে ছিলেন।

শোকযোগ্য যতি রত সংসার-মায়াতে।
বিবেক বিরাগ যার গিয়াছে দূরেতে॥
শোকযোগ্য হয় সেই দানপ্রস্থীগণ।
তপ ত্যজি করে যারা ভোগের সাধন॥
শোকযোগ্য হয় খল, অকারণ ক্রোধী।
জননী, জনক, গুরু, বন্ধুর বিরোধী॥
সর্ব্বরূপে শোকযোগ্য পর মন্দকারী।
নির্দ্দয়, কেবল নিজ দেহ পুষ্টকারী॥
সর্ব্বভাবে শোকযোগ্য সেই জন হয়।
অকপটে যেই জন হরিদাস নয়॥
শোকযোগ্য নাহি হন কৌশলের পতি।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে প্রকট শকতি॥
হয় নাহি, হ'বে নাহি, নাহি বিদ্যমান।
ভরত ? ভূপতি তব পিতার সমান॥
বিধি, হরি, হর, ইন্দ্র, দিক্‌পালগণ।
দশরথ-গুণগাথা করেন কীর্ত্তন॥
কহ তাত ? কিরূপেতে করিব বর্ণন।
নৃপের প্রশংসা হয় অপূর্ব্ব কথন॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর তুমি শত্রুঘন।
সুপবিত্র হেন চারি কাহার নন্দন॥
সকল প্রকারে নৃপ ভাগ্যবান্ হয়।
তাঁর তরে বৃথা শোক সমুচিত নয়॥
ইহা শুনি বিবেচিয়া শোক ত্যাগ কর।
রাজার আদেশ নিজ মস্তকেতে ধর॥
রাজা রাজ্যপদ তোমা করিল প্রদান।
পিতার বচন তুমি করহ পালন॥
ত্যজিলেন রামে সেই বচনের তরে।
রামের বিরহানলে তনু পরিহরে॥
রাজার বচন প্রিয়, নহে প্রিয় প্রাণ।
কর তাত ? পিতৃবাক্য তুমিও প্রমাণ॥
শিরে ধরি নৃপাদেশ তুমি যদি পাল।
সকল প্রকারে তব হইবেক ভাল॥

পালিয়া পরশুরাম পিতার আদেশ।
মারিল মাতাকে সবে জানে সবিশেষ॥
পুরু যযাতিরে নিজ যৌবন দানিল।
পিত্রাদেশে পাপ অপযশ না হইল॥
যোগ্য বা অযোগ্য করি বিচার বর্জ্জন।
পিতার আদেশ যেবা করয়ে পালন॥
সুখ সুযশের ভাগী হয় সেইজন।
অবশেষে সুরলোকে করেন গমন॥
অবশ্য রাজার বাক্য করিয়া পূরণ।
শোক পরিহর, প্রজা করহ পালন॥
সুরপুরে নৃপ পাইবেন পরিতোষ।
লাভ হ'বে পুণ্য, যশ, নাহি হ'বে দোষ॥
সবার সম্মতি ইহা বেদের বিধান।
পিতা যারে টীকা দেন তিনি রাজ্য পান॥
দুখ পরিহরি রাজ্য করহ শাসন।
হিতকর মম বাক্য করহ পালন॥
শুনি সুখ পাইবেন সীতারাম বনে।
কহিবেন অনুচিত সুপণ্ডিতগণে॥
কৌশল্যা প্রভৃতি যত জননীর গণ।
প্রজামুখ হেরি হইবেন সুখীমন॥
সকলে জানেন তব শ্রীরামের প্রীতি।
সে হেতু করিবে প্রীতি সবে তোমা প্রতি॥
আসিলে শ্রীরাম রাজ্য করিয়া অর্পণ।
সুমধুর প্রেম দিয়া করিবে সেবন॥
অবশ্য গুরুর আজ্ঞা করহ পালন।
করযোড়ে বলিলেন মন্ত্রী শ্রেষ্ঠজন॥
রঘুপতি করিবেন যবে আগমন।
যেরূপ উচিত হয় করিবে তখন॥
ধৈরজ ধরিয়া তবে কৌশল্যা বলিল।
গুরু আজ্ঞা হয় তাত ? মঙ্গলের মূল॥
হিতকর মানি উহা কর সমাদর।
কাল গতি বিবেচিয়া শোক ত্যাগ কর॥

নরনাথ সুরপুরে, শ্রীরাম কাননে।
তুমিও এরূপ তাত ? দুখ কর মনে ॥
প্রজা, পরিজন, মন্ত্রী, মাতৃগণ আর।
তুমি অবলার পুত্র হও সবাকার ॥
মাতা ক'ন ধৈর্য্য ধর বালাই তোমারি।
কাল সুকঠিন বক্র বিধিগত হেরি ॥
শিরে ধরি গুরু আজ্ঞা সেইমত কর।
প্রজাগণে পালি পুরজন-দুখ হর ॥
গুরুর আদেশ, সচিবের অনুনয়।
জুড়ায় চন্দন সম ভরত হৃদয় ॥
শুনি পুনঃ জননীর মধুর বচন।
শীল, স্নেহ, সরলতা রসেতে মিশ্রণ ॥

সরলতারসযুত, মাতার বচন পূত,
শুনি হৈল ভরত ব্যাকুল।
কমল লোচন জল, ভিজাইল বক্ষঃস্থল,
বিরহ-অঙ্কুর উপজিল ॥
সে দশা দেখিয়া তার, সে সময়ে আপনার,
দেহ জ্ঞান সবে হারাইল।
তুলসী কহিছে বাণী, সেই প্রেমে ধন্য মানি,
সীমা যার ভরত হইল ॥
রাধিকাপ্রসাদ কয়, সে জন সামান্য নয়,
রাম-প্রেমে মগ্ন যেই জন।
জনম জনম আশ, হই যেন তাঁর দাস,
ভক্তপদে বাঁধা যাঁর মন ॥
ভরত কমলকর, যুড়ি ধর্ম্ম-ধুরন্ধর,
ধৈরয ধারণ করি তবে।
বচন অমৃতময়, যার যোগ্য যেবা হয়,
বলিয়া উত্তর দেন সবে ॥

আমারে দিলেন গুরু ভাল শিক্ষা যাহা।
প্রজা মন্ত্রী সবাকার সুসম্মত তাহা ॥
দিলেন জননী পুনঃ আজ্ঞা সমুচিত।
শিরে ধরি অবশ্যই করা সুবিহিত ॥
গুরু, পিতা, মাতা আর স্বামীর বচন।
শুনি, ভাল ভাবি হর্ষে করিবে পালন ॥
উচিত কি অনুচিত করিলে বিচার।
ধর্ম্ম নষ্ট হয় শিরে পাতকের ভার ॥
ভাল শিক্ষা যাহা মোরে দিতেছ সকলে।
হইবে আমার হিত যাহা আচরিলে ॥
যদ্যপি উত্তম ইহা বুঝিতেছি মনে।
তথাপি সন্তোষ নাহি হ'তেছে জীবনে ॥
সম্প্রতি বিনতি মম তোমরা শুনহ।
সমুচিত শিক্ষা যাহা তাহা মোরে দেহ ॥
ক্ষম অপরাধ মম দিতেছি উত্তর।
না লয় দুখীর দোষগুণ সাধুবর ॥
পিতা সুরপুরে, রাম গেলেন কাননে।
আমারে করিতে রাজা কহ সর্ব্বজনে ॥
ইহাতে মঙ্গল অতি হইবে আমার।
ভাবিতেছ শ্রেষ্ঠ কার্য্য সিদ্ধ আপনার ॥
সীতাপতি-সেবনেতে মম হিত হয়।
জননীর কুটিলতা তাহা হরি লয়।
মনে মনে আমি দেখিলাম অনুমানি।
অপর উপায়ে মম হিত নহে জানি ॥
শোকের সমাজ সম রাজ্যের গণন।
বিনা সীতা রাম আর লক্ষ্মণ চরণ ॥
বসন বিহনে বৃথা ভূষণের ভার।
বিরতি বিহনে বৃথা ব্রহ্মের বিচার ॥
শরীর হইলে রুগ্ন বৃথা হয় ভোগ।
হরি-ভক্তি বিনা বৃথা হয় জপ যোগ ॥
জীবের বিহনে বৃথা শরীর সুন্দর।
মম সব ব্যর্থ তথা বিনা রঘুবর ॥
আদেশ করহ, যাই রামের গোচর।
সুনিশ্চিত হয় মম ইহা হিতকর ॥

মোরে রাজা করি যাহা নিজ ভাল চাহ।
স্নেহে বিজড়িত হয়ে সেইরূপ কহ ॥
অত্যন্ত কুটিল-মতি কৈকয়ী-নন্দন।
নির্লজ্জ বিমুখ রামে হয় সেই জন ॥
হেন অধমের রাজ্যে তোমরা সকল।
মোহের কারণে সুখ চাহিছ কেবল ॥
কহিতেছি সত্য, শুনি করহ প্রত্যয়।
চাহি নরপতি ধর্ম্মশীল অতিশয় ॥
হঠবশে মোরে রাজ্য সমর্পিবে যবে।
সুনিশ্চিত ধরা রসাতলে যাবে তবে ॥
পাপাশয় কেবা হয় আমার সমান।
সীতারাম যার লাগি বনবাসে যান ॥
নরপতি, রামচন্দ্রে পাঠায়ে কানন।
বিরহে অমরপুরে করেন গমন ॥
আমি শঠ সমুদয় অনর্থ-কারণ।
বসি সব কথা শুনি হ'য়ে সচেতন ॥
বিনা রঘুকুলপতি হেরিয়া আবাস।
রহে প্রাণ সহ্য করি বিশ্ব উপহাস ॥
শ্রীরাম-বিষয়রসে হ'য়ে রুচিহীন।
রাজ্যের লোলুপ নরপতি আমি দীন ॥
হৃদয়ের কঠিনতা কহি কি করিয়া।
গৌরব লভিল যেহ বজ্রেরে জিনিয়া ॥
কার্য্য হয় সুকঠিন হইতে কারণ।
সে হেতু না হই আমি দোষের ভাজন ॥
অস্থি হইতে হইলেক বজ্রের জনম।
প্রস্তর হইতে লৌহ অতীব ভীষণ ॥
কৈকয়ীর জাত দেহে অনুরক্ত প্রাণ।
অভাগা পামর নাহি করিছে প্রয়াণ ॥
প্রিয়ের বিরহ প্রাণে প্রিয় লাগে যবে।
দেখিব শুনিব বহু অতঃপর তবে ॥
লক্ষ্মণ জানকী রামে পাঠাইয়া বন।
সুরপুরে পাঠাইল পতিকে আপন ॥
বিধবা হইল নিজে অপযশ আর।
প্রজাগণে দিল শোক সন্তাপের ভার ॥
সুযশ সুরাজ্য সুখ আমারে দানিল।
সকলের হিতকার্য্য কৈকয়ী করিল ॥
ইহা হৈতে মম কিবা ভাল আছে আর।
তাহাতে তিলক দিতে ইচ্ছা সবাকার ॥
কৈকয়ী-জঠরে বিশ্বে লভিয়া জনম।
অনুচিত নহে কিছু এই সব মম ॥
মম সব কার্য্য বিধি করেন সাধন।
কি হেতু সাহায্য কর প্রজা পঞ্চজন ॥
সন্নিপাতী রোগী যার দুষ্ট গ্রহগণ।
তদুপরি করিয়াছে বৃশ্চিকে দংশন ॥
তাহারে যদ্যপি মদ্য করায় সেবন।
বল কিরূপেতে তার থাকিবে জীবন ॥
বিশ্বমাঝে যেবা যোগ্য কৈকয়ী-নন্দন।
সেইরূপে ধাতা মোরে করিল রচন ॥
রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দশরথ সুত।
বৃথা মোরে করে বিধি এ গৌরবযুত ॥
রাজ টীকা দিতে ইচ্ছা তোমা সবাকার।
সবে বল माननीয় রাজাজ্ঞা আমার ॥
কাহারে উত্তর আমি দিব কি প্রকার।
বল সুখে অভিরুচি হয় যথা যার ॥
কুমাতা সহিত মোরে করিয়া বর্জ্জন।
বল কে বলিবে ইহা উচিত করণ ॥
আমি বিনা চরাচর মাঝে কেবা হয়।
সীতারাম পরাণের প্রিয় যার নয় ॥
সবে কহ লাভ, হানি পরম আমার।
দুর্দ্দিন আমার, দোষ নাহিক কাহার ॥
সংশয় প্রেমের যশে শীলতা সহিত।
যাহা কিছু বল সবে হয় সমুচিত ॥
রামের জননী শুদ্ধ সরল হৃদয়।
বিশেষতঃ মমোপরি প্রেম অতিশয় ॥

স্বাভাবিক স্নেহবশে কহিছেন হেন।
আমার দীনতা অতি করি দরশন ॥
বিশ্বে সবে জানে গুরু অতি জ্ঞানবান্।
যাঁর করতলে বিশ্ব বদরী সমান ॥
তিনিও সাজান মোরে তিলকের সাজ।
বিধাতা বিমুখ তাই সবে বাম আজ ॥
সীতারাম ছাড়ি বিশ্বে কেবা হেন হয়।
বলিবেনা যেবা রাজ্যে মম মত নয় ॥
শুনিব, সহিব তাহা অতি সুখ মানি।
অবশ্য তথায় পঙ্ক যথা হয় পানি ॥
জগৎ কহিবে মন্দ তাহে নাহি ভয়।
পরলোকহেতু কোন দুখ নাহি হয় ॥
দুঃসহ সন্তাপ এক অতীব অন্তরে।
মম হেতু সীতারাম দুখ ভোগ করে ॥
জীবনের ফল লাভ করিল লক্ষ্মণ।
সব ত্যজি রামপদে সমর্পিল মন ॥
রামবনবাস তরে জনম আমার।
হতভাগা বৃথা কেন শোক করি আর ॥
দারুণ দীনতা আমি কহি আপনার।
চরণ বন্দনা করি সাদরে সবার ॥
না দেখিয়া শ্রীরামের কমলচরণ।
দূর নাহি হয় মম প্রাণের জ্বলন ॥
অপর উপায় ভাল না লাগে আমার।
রাম বিনা কে বুঝিবে সন্তাপ হিয়ার ॥
ইহাই কেবল এক করেছি মনন।
প্রাতঃকালে প্রভু পাশে করিব গমন ॥
যদ্যপিও অপরাধী মন্দ সবাকার।
আমার নিমিত্ত হৈল সকল ব্যাপার ॥
তথাপি আশ্রিত মোরে সম্মুখে দেখিয়া।
ক্ষমিবেন বিশেষতঃ করুণা করিয়া ॥
সরল সুন্দর শুদ্ধ প্রভুর হৃদয়।
প্রভু রঘুনাথ কৃপা-স্নেহের নিলয় ॥
শত্রুরও অপকার না করেন তিনি।
হইলেও প্রতিকুল শিশু-দাস আমি ॥
মম হিত তরে তোমরাও পাঁচজনে।
আজ্ঞা আশীর্ব্বাদ দেহ মধুর বচনে ॥
শুনিয়া বিনতি যাহে মোরে দাস জানি।
আসেন ফিরিয়া রাম পুনঃ রাজধানী ॥
যদ্যপি জনম মম কুমাতা-জঠরে।
আমি সর্ব্ব অপরাধী সতত অন্তরে।
নাহি করিবেন ত্যাগ জানি নিজ জন।
কেবল ভরসা মম শ্রীরঘুনন্দন ॥
গঙ্গানারায়ণ-সুত রাধিকাপ্রসাদ।
রচিল অমৃত সম তুলসীপ্রসাদ ॥

ভরতের সহিত অযোধ্যাবাসীগণের চিত্রকূটে গমন।

সকলের প্রিয় লাগে ভরতবচন।
রামপ্রেম-সুধা যাহে হ'য়েছে মিশ্রণ ॥
বিষম বিয়োগ-বিষে দগ্ধ লোকগণ।
সঞ্জীবনী মন্ত্র শুনি জাগিল যেমন ॥
মাতা, মন্ত্রী, গুরু, পুরনরনারীগণ।
সকলেতে অতি স্নেহে ব্যাকুলিত হ'ন ॥
কহেন ভরতে সবে প্রশংসিয়া অতি।
হ'ন ইনি শ্রীরামের প্রেমের মূরতি ॥
কেন না কহিবে তাত ? ভরত এমন।
প্রাণের সমান প্রিয় রামচন্দ্র হ'ন ॥
আপন জড়তাবশে যে জন পামর।
মাতৃদোষ সমর্পিবে তোমার উপর ॥
সেই সর্ব্ব নিজকুল কোটীর সহিত।
নরকেতে করিবেক বাস কল্পশত ॥

সর্পের কলুষদোষ মণিতে না হয়।
দুখ দরিদ্রতা-দোষ গরল নাশয়॥
অবশ্য চলহ বনে শ্রীরাম যেখানে।
ভরত সুযুক্তি তুমি বিচারিলে মনে॥
সকলে ডুবিতেছিল শোকের সাগরে।
আশ্রয় হইয়া তুমি রক্ষিলে সবারে॥
হইল সবার মনে হরষ প্রচুর।
মেঘশব্দ শুনি যথা চাতক-ময়ূর॥
যাইবে প্রভাতে শুনি সঙ্কল্প নিশ্চয়।
ভরত হইল সবাকার প্রাণপ্রিয়॥
মুনিরে প্রণাম করি ভরতে বন্দিয়া।
গেল সবে নিজ ঘরে বিদায় লইয়া॥
ভরতজীবন ধন্য জগৎ মাঝার।
প্রশংসে চরিত্র, প্রেমে গিয়া বারে বার॥
হইল উত্তম কাজ কহে পরস্পরে।
যাইবার সাজ সজ্জা সকলেই করে॥
ঘর রক্ষা কর বলি ঘরে রাখে যারে।
সেই ভাবে প্রাণে নাশ করিল আমারে॥
কেহ কহে নাহি বল থাকিতে কাহারে।
জীবনের ফল কে না চাহে চরাচরে॥
দগ্ধীভূত হয় সেহ গৃহ, সুখ, ধন।
জনক, জননী, মিত্র আর ভ্রাতৃগণ॥
শ্রীরামচন্দ্রের পদ করিতে দর্শন।
স্বাভাবিক সহায়তা না করে যে জন॥
ঘরে ঘরে সাজিতেছে বিবিধ বাহন।
প্রভাতে যাইবে বলি হরষিত মন॥
ভরত যাইয়া ঘরে করেন বিচার।
নগর, ভবন, গজ, তুরঙ্গ, ভাণ্ডার॥
এ সকল হয় রঘুনন্দনের ধন।
ফেলি অযতনে যদি করিব গমন॥
তাহ'লে না হবে ভাল পরিণাম মোর।
পাপীশিরোমণি হ'ব স্বামীদ্রোহী ঘোর॥

যে করে স্বামীর হিত যোগ্য দাস সেহ।
কোটী কোটী দোষ তাহে দিউক যে কেহ॥
হেন বিচারিয়া ডাকিলেন ভৃত্য দলে।
স্বপনেও যারা নাহি ধর্ম্ম হৈতে টলে॥
ধরম মরম সবে কহি শুনাইল।
যে যথার যোগ্য তারে তথায় রাখিল॥
রাখিয়া রক্ষকে সব করিয়া যতন।
ভরত কৌশল্যা পাশে করিল গমন॥
শোকেতে কাতর জানি সব মাতৃগণ।
জ্ঞানবান্ স্নেহশীল ভরত তখন॥
সুখাসন সুসজ্জিত দিব্য চতুর্দ্দল।
নির্ম্মাণ করিতে ভৃত্যগণে আদেশিল॥
চক্রবাকী চক্রবাক সম নারীনর।
প্রভাতের পানে চাহি আছে শোকাতুর॥
সারানিশি জাগি যবে প্রভাত হইল।
জ্ঞানবান্ মন্ত্রীগণে ভরত ডাকিল॥
বলিলেন লহ সবে তিলকের সাজ।
বনেতে দিবেন রাজ্য রামে মুনিরাজ॥
ত্বরা চল, শুনি মন্ত্রী মাথা নোয়াইল।
হয়, রথ গজে ত্বরা করি সাজাইল॥
হবনের দ্রব্য আর অরুন্ধতী সাথে।
অগ্রে চলে মুনিরাজ আরোহিয়া রথে॥
চড়িয়া বাহনে চলে বিবিধ বিধান।
বিপ্রবৃন্দ সবে তপ তেজের নিধান॥
নগরের সব লোক সাজাইয়া যান।
চিত্রকূট অভিমুখে করিল প্রয়াণ॥
শিবিকা সুন্দর কত না হয় বর্ণন।
আরোহিয়া চলে তাহে সব রাণীগণ॥
পবিত্র সেবকগণে সঁপিয়া নগর।
চালাইয়া সর্ব্বজনে করি সমাদর॥
স্মরণ করিয়া রাম সীতার চরণ।
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে চলিল তখন॥

রাম দরশন হেতু নরনারীগণ।
জল লক্ষ্যে চলে করী করিণী যেমন ॥
বনে সীতারাম, ধ্যান করি, মনোমাঝে।
সানুজ ভরত চলিলেন পদব্রজে ॥
ভরতের প্রেম হেরি লোক অনুরাগে।
উতরি চলিল অশ্ব, রথ, গজ ত্যাগে ॥
নিকটে যাইয়া রাখি নিজ চতুর্দ্দল।
রামের জননী মৃদু বচন বলিল ॥
রথেতে চড়হ বাছা দুলাল মাতার।
নতুবা হইবে দুখী প্রিয় পরিবার ॥
তুমি পদব্রজে গেলে যাবে সব লোকে।
চলিতে অক্ষম পথে কৃশ হবে শোকে ॥
আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি বন্দিয়া চরণ।
রথে চড়ি চলিলেন ভাই দুইজন ॥
প্রথম দিবসে তমসার তীরে বাস।
দ্বিতীয়ে গোমতী তীরে করিল নিবাস ॥
মাত্র একবার রাত্রিকালে সর্ব্বজন।
দুগ্ধ, ফল আদি দ্রব্য করয়ে ভোজন ॥
শ্রীরাম-উদ্দেশে করে ব্রত ও নিয়ম।
পরিহার করি ভোগ আর বিভূষণ ॥
রাত্রি যাপি এই নদীতীরে প্রাতঃকালে।
শৃঙ্গবের পুর পাশে চলিল সকলে ॥
শুনিয়া নিষাদপতি সব সমাচার।
বিষাদিত হৃদয়েতে করিল বিচার ॥
কি কারণে যাইতেছে ভরত কাননে।
নিশ্চয় কপট ভাব আছে কিছু মনে ॥
যদি কুটীলতা তার না থাকিবে মনে।
এতেক কটক কেন লয়ে যায় সনে ॥
বুঝিয়াছে সহানুজ মারি রঘুপতি।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিবেক সুখে অতি ॥
ভরত না বিচারিল মনে রাজনীতি।
ইহাতে কণ্টক আর জীবনের ক্ষতি ॥
যুঝিলেও সকলেতে মিলি সুরাসুরে।
না পারিবে রণে জিনিবারে রঘুবীরে ॥
ভরত করিবে হেন কি আশ্চর্য্য তায়।
সুধা ফল না ফলিবে বিষের লতায় ॥
হেন বিচারিয়া গুহ ডাকি জ্ঞাতিগণ।
কহিলেন সবে হ'য়ে থাক সচেতন ॥
ডুবাও তরণী দাঁড় পাইলের সহ।
ঘাট অবরুদ্ধ সবে মিলিয়া করহ ॥
ঘাট অবরোধ কর হ'য়ে সাবধান।
মরণের তরে সজ্জা করিয়া বিধান ॥
সম্মুখ সমর কর ভরতের সনে।
গঙ্গাপার নহে যেন থাকিতে জীবনে ॥
সম্মুখ সমরে মৃত্যু তাহে গঙ্গাতীর।
শ্রীরামের কার্য্য, ক্ষণভঙ্গু এ শরীর ॥
ভরত রামের ভ্রাতা, মোরা নীচ জন।
বড় ভাগ্যে লাভ হ'বে এমন মরণ ॥
স্বামী কার্য্য হেতু ঘোর সমর করিব।
চতুর্দ্দশলোকে অতি সুযশ লভিব ॥
পরাণ ত্যজিলে দেখ রামের কারণ।
হইবেক দুই হস্ত মোদকে পূরণ * ॥
সাধুর সমাজ যেবা গণনা না করে।
রামভক্তি রেখা যার না আছে অন্তরে ॥
বৃথায় জনম তার সেহ মহীভার।
জননী-যৌবন-তরু ছেদিতে কুঠার ॥
বিষাদ ত্যজিয়া তবে নিষাদের পতি।
উৎসাহ বর্দ্ধন করি সবাকার অতি ॥
স্মরিয়া শ্রীরামচন্দ্রে আনায় সত্বর।
কবচ, তূণীর, আপনার ধনুঃশর ॥

* অর্থাৎ যুদ্ধ জয় হইলে সুযশ আর মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠ লাভ হইবে।

ভাই সব, রণসজ্জা করহ সত্বর।
আদেশ শুনিয়া কেহ ভয় নাহি কর॥
হর্ষে ভাল ভাল বলি বলে সর্ব্বজন।
একের উৎসাহ অন্যে করয়ে বর্দ্ধন॥
গুহকে প্রণাম করি বলে সেনাচয়।
মহাবীর সবে রণে রুচি অতিশয়॥
রামের চরণপদ্ম করিয়া স্মরণ।
তূণীর বাঁধিয়া ধনুকেতে দিল গুণ॥
বর্ম্ম পরিধান করে লৌহ-টোপ শিরে।
কুঠার, বাসুয, বর্শা ক্ষুরধার করে॥
ঢাল তরবারি যুদ্ধ জানে যেই জন।
ধরা ছাড়ি লাফ দিয়া উঠিল গগন॥
সজ্জিত হইয়া সবে নিজ নিজ সাজে।
দণ্ডবৎ করিবারে যায় গুহরাজে॥
দেখি সব যোদ্ধাগণে যোগ্য বিবেচিয়া।
সসম্মানে নাম ধরি বলেন ডাকিয়া॥
কপটতা কর ত্যাগ শুন ভাইগণ।
আছয়ে বিশেষ আজি মম প্রয়োজন॥
শুনি রোষে একবাক্যে বলে বীরগণ।
অধীর না হও বীর হইবে সাধন॥
রামের প্রতাপ আর তোমার বলেতে।
অশ্ব আর যোদ্ধা হীন হ'বে সকলেতে॥
জীবিতে পশ্চাৎপদ কভু না হইব।
শত্রুর কবন্ধে মুণ্ডে মেদিনী ছাইব॥
নিরখি নিষাদপতি শ্রেষ্ঠ সৈন্যগণ।
বলিল বাজাও ঢোল, যুদ্ধের ঘোষণ।
কহিতে কহিতে ইহা বামে হাঁচি হয়।
শুভস্থানে হৈল বলি চিহ্নবিদ্ কয়॥
বিচারি শকুন কহে বৃদ্ধ একজন।
মিলন ভরত সনে, না হইবে রণ॥
রামে ফিরাইতে যায় ভরত কানন।
শকুন কহিছে ইহা নাহি হ'বে রণ॥

শুনিয়া কহিছে গুহ বৃদ্ধ ভাল কয়।
সহসা করিয়া পিছে অনুতাপ হয়॥
ভরত স্বভাব শীল না বুঝি নিশ্চয়।
যুঝিলে হইবে অমঙ্গল অতিশয়॥
সকলে মিলিয়া ঘাট করহ রক্ষণ।
সংবাদ লইব আমি মিলি ততক্ষণ॥
উদাসীন, মিত্র কিম্বা মম শত্রু হয়।
বুঝিয়া যেরূপ হয় করিব নিশ্চয়॥
বুঝিতে পারিব প্রেম স্বভাব দেখিয়া।
শত্রুভাব রাখিতে না পারে লুকাইয়া॥
এত বলি সাজাইতে লাগে উপহার।
কন্দ, মূল, ফল, খগ, মৃগ আনে আর॥
বড় বড় বোয়ালাদি মৎস্য ধরি ধরি।
আনিল বাহকগণ ভারে ভরি ভরি॥
মিলিতে চলিল সাজি নানাবিধ সাজে।
শকুন মঙ্গলময় চারিদিকে রাজে॥
দেখি দূর হ'তে কহি আপনার নাম।
মুনিবরে করে দণ্ডবৎ পরণাম॥
জানিয়া রামের প্রিয় আশীর্ব্বাদ দিল।
ভরতে কহিয়া মুনি সব বুঝাইল॥
শুনিয়া রামের সখা রথ করি ত্যাগ।
উতরিয়া চলে উথলিল অনুরাগ॥
গ্রাম, জাতি, নাম, গুহ কহি শুনাইল।
মাথা লুটাইয়া ভূমে প্রণাম করিল॥
দণ্ডবৎ করে গুহ দেখিয়া ভরত।
তুলি লইলেন বক্ষে সাদরে ত্বরিত॥
লক্ষ্মণের সহ যেন দরশ হইল।
হৃদয়ে না ধরে প্রেম-সিন্ধু উথলিল॥
অতি প্রেমে ভরত মিলিল তার সনে।
করেন প্রশংসা প্রেমরীতি সর্ব্বজনে॥
ধন্য ধন্য ধ্বনি হয় মঙ্গল কারণ।
বরষে কুসুম প্রশংসিয়া দেবগণ॥

লোকে বেদে সর্ব্বরূপে অধম সবার ॥
স্নান করে লোকে ছায়া পরশি যাহার ॥
রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারে লয়ে কোলে।
পুলকে পুরিত দেহ ভাসে প্রেম জলে ॥
রাম রাম কহি যেবা করয়ে জৃম্ভন।
তাহার সম্মুখে পাপ না করে গমন ॥
ইহাঁকেত রাম বক্ষে করিয়া ধারণ।
বিশ্বমাঝে কুলসহ করিলা পাবন ॥
পড়িলে জাহ্নবী স্রোতে কর্ম্মনাশা বারি।
কহ তারে কে না ধরে মস্তক উপরি ॥
উল্টা নাম জপ করি জানে বিশ্বজনে।
ব্রহ্মের সমান হৈল বাল্মিকী ভুবনে ॥
শ্বপচ, শবর, মূর্খ, কপটী যবন।
পাপিষ্ঠ, কিরাত, কোল আদি জাতিগণ ॥
রাম রাম কহি হয় পরম পাবন।
গীত হয় গুণগান ভরিয়া ভুবন ॥
নাহিক আশ্চর্য্য যুগে যুগে ইহা হয়।
কাহারে গৌরব রঘুবীর নাহি দেয় ॥
নামের মহিমা হেন সুরগণ গায়।
শুনিয়া অযোধ্যাবাসী সবে সুখ পায় ॥
সপ্রেমে ভরত মিলে রাম মিত্র সনে।
কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসেন হর্ষমনে ॥
দেখি ভরতের শুদ্ধ চরিত্র ও স্নেহ।
ভুলিল নিষাদপতি আপনার দেহ ॥
সঙ্কোচ, আনন্দ, প্রেম মনেতে বাড়িল।
দাঁড়াইয়া অনিমিষে চাহিয়া রহিল ॥
ধৈরয ধরিয়া পুনঃ বন্দি পদদ্বয়।
যুক্তকরে প্রেমসহ করয়ে বিনয় ॥
মঙ্গলের মূল হেরি চরণ কমলে।
আপন কুশল আমি মানি তিন কালে।
এবে প্রভো ? আপনার লভি অনুগ্রহ ॥
হইবে মঙ্গল মোর কোটিকুল সহ।
আমার কুলের কার্য্য করিয়া চিন্তন।
প্রভুর মহিমা বিচারিয়া নিজ মন ॥
রামের চরণ যেবা না করে ভজন।
বিধির বঞ্চিত বিশ্বে হয় সেই জন ॥
কপটী, কুবুদ্ধি, ভীরু, মন্দ, হীন অতি।
লোক বেদ বহির্ভূত হয় যেই জাতি ॥
যেই দিন হৈতে রাম করিল আপন।
হৈল সেই দিন হৈতে ভুবনভূষণ ॥
সুন্দর বিনয় আর সুপ্রেম হেরিয়া।
শত্রুঘন পুনঃ পুনঃ মিলিল আসিয়া ॥
নিজ নাম কহি গুহ মধুর বচনে।
করিল প্রণাম সমাদরে রাণীগণে ॥
ভাবি লক্ষ্মণের সম দিলেন আশীষ।
বেঁচে থাক সুখে লক্ষ শতেক বরষ ॥
নিরখি নিষাদে পুরনরনারীগণে।
হয় সবে সুখী যেন হেরিয়া লক্ষ্মণে ॥
কহিল সকলে ধন্য ইহার জীবন।
ভরত ভরিয়া বাহু দিল আলিঙ্গন ॥
শুনিয়া নিষাদ নিজ ভাগ্য প্রশংসন।
লইয়া চলিল সবে প্রমোদিত মন ॥
ঘাট অবরোধকারী সেবকের গণ।
প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে যাইয়া তখন ॥
গৃহে, তরুতলে আর সরোবর তীরে।
উপবনে গিয়া নিজ বাসস্থান করে ॥
শৃঙ্গবের পুর দেখে ভরত যখন।
প্রেমবশে অঙ্গ হৈল শিথিল তখন ॥
গুহকের স্কন্ধে হস্ত ভরত রাখিল।
অনুরাগ সহ যেন বিনয় মিলিল ॥
এরূপে ভরত সঙ্গে লয়ে সৈন্যগণ।
জগৎ পাবনী গঙ্গা করেন দর্শন ॥
শ্রীরামচন্দ্রের ঘাটে করিলা প্রণাম।
হইল মগন যেন মিলিলেন রাম ॥

প্রণাম করিল পুরনরনারীগণ।
ব্রহ্মময় বারি হেরি হরষিত মন॥
অবগাহি করযোড়ে যাচে সবে বর।
রামপদে যেন প্রীতি হয় নিরন্তর॥
ভরত বলেন গঙ্গে ? তব পদ রেণু।
সকল সুখদ সেবকের কামধেনু॥
যুড়ি দুই কর আমি যাচি বর এহ।
সীতারাম-পদে হৌক স্বাভাবিক স্নেহ॥
হেনরূপে শ্রীভরত স্নানাদি করিয়া।
গুরু বশিষ্ঠের কাছে আদেশ লইয়া॥
জননীগণেরে করাইয়া স্নান দান।
লইয়া গেলেন যথা ছিল বাসস্থান॥
যথা তথা লোকগণ নিবাস করিল।
ভরত সবার তত্ত্বাবধান লইল॥
গুরু সেবা করি আজ্ঞা পাইয়া তখন।
কৌশল্যার পাশে যান ভাই দুই জন॥
কহি কহি মৃদু বাণী সেবিয়া চরণ।
সম্মানিল মাতৃগণে ভরত তখন॥
ভ্রাতার উপরে সঁপি জননী-সেবন।
ডাকাইল নিষাদেরে কৈকয়ীনন্দন॥
মিত্র করে কর দিয়া করিল গমন।
প্রেমেতে বিকল অঙ্গ কাঁপে ঘনেঘন॥
দেখাও সে স্থান কহিলেন মিত্রবরে।
নয়নমনের জ্বালা হৌক মম দূরে॥
যথা নিশি সীতারাম লক্ষ্মণ যাপিত।
বলিতে বলিতে নেত্র জলেতে পূরিত॥
ভরত বচন শুনি বিষাদিত অতি।
ত্বরা তথা লয়ে গেল নিষাদের পতি॥
যথায় শিংশপা সুপবিত্র তরুবর।
সুখেতে বিশ্রাম করিলেন রঘুবর॥

ভরত বিকল প্রেমে অতি সমাদরে।
করিলেন দণ্ডবৎ প্রণাম তাহারে॥
হেরিয়া কুশের শয্যা অতি সুশোভন।
করিল প্রণাম গিয়া করি প্রদক্ষিণ॥
চরণ রেখার ধূলি লাগায়ে নয়নে।
বাড়িল কতেক প্রীতি না যায় লিখনে॥
দুই চারি স্বর্ণকণা করি দরশন *।
সীতা সম গণি শিরে করেন ধারণ॥
অন্তরেতে খেদ অতি সজল লোচন।
কহিলেন মিত্রবরে মধুর বচন॥
সীতার বিরহে উহা দ্যুতিহীন যেন।
অযোধ্যার নরনারী মলিন যেমন॥
জনক রাজার সহ উপমা কাহার।
করতলে ভোগ, যোগ জগতে যাঁহার॥
শ্বশুর যাঁহার ভানুকুল-ভানু ভূপ।
প্রশংসা করেন যাঁরে দেবগণাধিপ॥
জানকীর প্রাণনাথ রাম দয়াময়।
যাঁহারে বাড়ান তিনি সেই বড় হয়॥
পতিব্রতা রমণীর মস্তকের মণি।
দেখিয়া সীতার শয্যা পতিত ধরণী॥
দুখেতে বিদীর্ণ মম না হয় হৃদয়।
বজ্র হৈতে হয় ইহাঁ কঠিন নিশ্চয়॥
স্নেহাধার হয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ যেমন।
হয় নাই হবে নাই না আছে এমন॥
পুরজন প্রিয়, প্রিয় পিতা ও মাতার।
সীতারামচন্দ্র প্রাণাধিক হয় তাঁর॥
স্বভাব মূরতি মৃদু সুকুমার কায়।
গরম বাতাস কভু নাহি লাগে গায়॥
সেহ বনে দুখ সহে কতেক প্রকার।
কোটি বজ্র জিনি বক্ষ কঠিন আমার॥

* সীতার বস্ত্রাঞ্চলচ্যুত স্বর্ণকণা।

জনমিয়া রাম বিশ্বে করিল ভাস্বর।
রূপ শীল সুখ সর্ব্ব গুণের সাগর ॥
পুরজন, পরিজন, গুরু, পিতামাতা।
স্বাভাবিক রাম সকলের সুখদাতা ॥
শত্রুও রামের অতি করে প্রশংসন।
মিলন, বিনয়, বাণী হরে সর্ব্বমন ॥
শারদা, অনন্ত নাগ কোটি কোটি শত।
গণিতে না পারে প্রভু গুণগণ যত ॥
সুখের স্বরূপ হ'ন রঘুবংশমণি।
সকল মঙ্গল আর আনন্দের খনি ॥
ধরাতলে কুশ পাতি শয়ন তাঁহার।
বলবতী বিধিগতি জগৎ মাঝার ॥
শুনে নাহি কোন দুখ শ্রীরাম শ্রবণে।
প্রাণতরু সম রাজা রাখিত যতনে ॥
নয়ন-পলকে ফণী মণি রাখে যেন।
রাখিতেন দিবানিশি তেন মাতৃগণ ॥
পদব্রজে সেহ এবে ভ্রমে বনে বন।
কন্দ, মূল, ফল, ফুল করিয়া ভক্ষণ ॥
কৈকয়ীকে ধিক্, অমঙ্গলের কারণ।
প্রাণপ্রিয় রাম প্রতি হেন আচরণ ॥
পাপের সমুদ্র মোরে ধিক্ অভাজনে।
সব উৎপাত হয় যাহার কারণে ॥
কুলের কলঙ্ক করি সৃজিল বিধাতা।
স্বামীদ্রোহী করিলেক আমারে কুমাতা ॥
শুনিয়া সপ্রেমে অতি বুঝায় নিষাদ।
হে নাথ ? করহ কেন বৃথাই বিষাদ ॥
তুমি হও রামপ্রিয়, তব প্রিয় রাম।
দোষ কারো নাহি, দোষ বিধি অতি বাম ॥

বাম হ'লে বিধিরাজ, করে সুকঠিন কাজ,
কৈল তব মাতাকে পাগল।
সে নিশিতে পুনঃ পুনঃ, প্রভুবর, তব গুণ,
সমাদরে কত প্রশংসিল ॥
নিষাদ কহিল হেন, রাম-প্রিয় তোমা সম,
কেহ নহে কহি সত্য করি।
পরিণামে সুমঙ্গল, ভাবি নিজ শুভফল,
ধৈরয ধরহ হিয়া'পরি ॥
অন্তর্য্যামী রঘুপতি, প্রেমে সঙ্কুচিত অতি,
হ'ন সদা কৃপার আধার।
যাইয়া বিশ্রাম কর, মন করি স্থিরতর,
এই সব করিয়া বিচার ॥

চিত্তে ধৈর্য্য ধরি শুনি সখার বচন।
স্মরিয়া শ্রীরামে চলে আবাস ভবন ॥
সংবাদ পাইয়া পুরনরনারীগণ।
ব্যাকুলিত চলে করিবারে দরশন ॥
প্রণমিয়া সেই স্থানে করে প্রদক্ষিণ।
কৈকয়ীরে বহু দোষ দিয়া সর্ব্বজন ॥
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ করিয়া লোচন।
বাম বিধাতারে দোষ দেয় পুনঃ পুনঃ ॥
ভরতের স্নেহে কেহ করে প্রশংসন।
কেহ বলে নরপতি প্রেমের চরম ॥
নিষাদে প্রশংসি কেহ নিন্দে আপনারে।
মোহ বা বিষাদ কত কে বর্ণিতে পারে ॥
হেনরূপে সারারাত্রি জাগি কাটাইল।
প্রাতঃকালে গঙ্গা পার হইতে লাগিল ॥
গুরুরে সুদৃশ্য নৌকা'পরে চড়াইল।
নব নৌকা'পরে মাতৃগণ আরোহিল ॥
চারি দণ্ড মধ্যে পার হইলেক সবে।
ভরত উতরি শ্রেণীবদ্ধ কৈল তবে ॥
প্রাতঃক্রিয়া করি বন্দি মাতার চরণ।
গুরুগণে যথাযোগ্য করিয়া বন্দন ॥
অগ্রেতে করিয়া যত নিষাদেরগণ।
চালাইল সৈন্যগণে ভরত তখন ॥
অগ্রেতে নিষাদনাথ করেন গমন।
পশ্চাতে শিবিকা চড়ি চলে মাতৃগণ ॥

কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকি সঙ্গে করি দিল।
বিপ্রগণ সহ গুরু গমন করিল ॥
নিজে জাহ্নবীরে করিলেন পরণাম।
স্মরিলা লক্ষ্মণ সহ জানকী শ্রীরাম ॥
পদব্রজে শ্রীভরত গমন করিল।
সহিস পশ্চাতে ঘোড়া লইয়া চলিল ॥
সুশীল সেবকগণ কহে পুনঃ পুনঃ।
হে নাথ ? অশ্বের পৃষ্ঠে কর আরোহন ॥
রঘুকুলকেতু যবে পায়ে হাঁটি যায়।
রথ, গজ, বাজি মোরে শোভা নাহি পায় ॥
শিরে ভর দিয়া যাই সমুচিত মোর।
সর্ব্বাপেক্ষা সেবকের ধরম কঠোর ॥
দেখি ভরতের গতি শুনি মৃদুবাণী।
লজ্জিত সেবকগণ আপনা আপনি ॥
তৃতীয় প্রহর বেলা যখন হইল।
ভরত প্রয়াগে গিয়া প্রবেশ করিল ॥
বলিতে বলিতে সীতারাম সীতারাম।
অনুরাগে উথলিয়া উঠে অবিরাম ॥
স্ফোটক ভরত পায়ে শোভিছে কেমন।
কমল কলিতে শোভে হিমকলা যেন ॥
আসিছে শ্রীরামানুজ পদব্রজে আজ।
শুনিয়া দুখিত হৈল সকল সমাজ ॥
জানিল ভরত সবে করিলেন স্নান।
আসিয়া করিল ত্রিবেণীরে পরণাম ॥
শুভ্রনীল জলে যথাবিধি করি স্নান।
সম্মানি ব্রাহ্মণগণে দিল বহু দান ॥
হেরিয়া শ্যামল শুভ্র ত্রিবেণী-তরঙ্গে।
করযোড় করি যত্নে পুলকিত অঙ্গে ॥
সকল কামনাপ্রদ তুমি তীর্থবর।
বেদে, বিশ্বে প্রভা প্রকটিত নিরন্তর ॥
ভিক্ষা মাগিতেছি ত্যাগ করি নিজ ধর্ম্ম।
দুখিজন কিবা নাহি করয়ে কুকর্ম্ম ॥
হেন মনে বুঝি তুমি সুবিজ্ঞ সুদানী।
সফল করহ বিশ্বে যাচকের বাণী ॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, নাহি অভিলাষ মম।
নির্ব্বাণ মোক্ষেতে কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
জন্ম জন্ম রামপদে রতি যেন পাই।
এই বর দিন অন্য কিছু নাহি চাই ॥
কুটিল বলিয়া রাম ভাবুন আমায়।
বলুক সকলে গুরু-স্বামীদ্রোহী তায় ॥
সীতারামপদে রতি হউক আমার।
বাড়ে যেন প্রতিদিন কৃপায় তোমার ॥
জলদ জনম ভরি চাতকে পাসরে।
সলিল চাহিলে বজ্র শিলাপাত করে ॥
চাতকের মনে প্রীতি কমে নাহি তায়।
সর্ব্বরূপে তার প্রেম তাহে বেড়ে যায় ॥
কনকের শোভা যথা বহ্নির দাহনে।
প্রিয়পদে প্রেম তথা হয় নির্য্যাতনে ॥
ভরত-বচন শুনি ত্রিবেণী ভিতর।
উঠিল মধুর বাক্য সুমঙ্গল কর ॥
ভরত ? তুমিহ সর্ব্বরূপে সাধুমতি।
রামের চরণে তব অনুরাগ অতি ॥
বৃথা দুখ কেন কর মনে আপনার।
নহে কেহ রামপ্রিয় সমান তোমার ॥
হইল আনন্দ হৃদে পুলকিত হিয়া।
ত্রিবেণীর অনুকুল বচন শুনিয়া ॥
ভরতেরে ধন্য ধন্য বলি দেবদল।
আকাশ হইতে নানা ফুল বরষিল ॥
প্রমোদিত হৈল সব তীর্থরাজবাসী।
বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, উদাসী ॥
দশ পাঁচ জনে মিলি কহে পরস্পর।
স্নেহ, শীল, পূত, শুদ্ধ হয় ভরতের ॥
রম্য রামগুণগ্রাম শুনিতে শুনিতে।
ভরত গেলেন ভরদ্বাজ আশ্রমেতে ॥

ভরতেরে দেখি মুনি করিতে প্রণাম।
বিচারেন মনে নিজ ভাগ্য মূর্ত্তিমান ॥
ধাইয়া ধারণ করি বক্ষে উঠাইয়া।
দিলেন আশীষ বহু কৃতার্থ হইয়া ॥
আসন দানিলে বসি শির নত কৈল।
সঙ্কোচ ভবনে যেন গিয়া লুকাইল ॥
মুনি কিছু পুছে সেই হেতু দুখী মন।
সঙ্কুচিত হেরি মুনি বলেন বচন ॥
শুনহ ভরত ? পাইয়াছি সমাচার।
বিধির বিধানে বাধা দেয় সাধ্য কার ॥
না করিও দুখ মনে তুমি অকারণ।
বিবেচিয়া ভালরূপে মাতার করম ॥
তাত ? কৈকয়ীর দোষ কিছু না হইল।
সরস্বতী তার বুদ্ধি হরণ করিল ॥
ইহাও না ভাল বলিবেক কোন জন।
লোকি, বেদ দুইমত বেদের গণন * ॥
তোমার বিমল যশ যে জন গাহিবে।
লোকে বেদে উভে সেই গৌরব পাইবে ॥
লোক বেদ সুসম্মত সবে ইহা কহে।
যাঁরে রাজ্য দেন পিতা সেই উহা লহে ॥
তোমারে ডাকিয়া যদি রাজা সত্যব্রত।
রাজ্য দিলে সুখ-ধর্ম্ম বৰ্দ্ধিত হইত ॥
রামের গমন বনে অনর্থের মূল।
যাহা শুনি হয় দুখী জগতে সকল ॥
অজ্ঞানে অন্যায় করি ভবিতব্য বশে।
রাণীও নিশ্চয় দুখ পাবে অবশেষে ॥
তাহে তব কণামাত্র দোষ কহে যেহ।
অধম, অসাধু, অজ্ঞ অতিশয় সেহ ॥
করিলেও রাজা তোমা না হইত দোষ।
রামেরও হৈত উহা শুনি পরিতোষ ॥

অতি ভাল কৈলে তুমি ভরত এখন।
ইহা সমুচিত তব যোগ্য বিবেচন ॥
বিশ্বমাঝে সর্ব্ববিধ মঙ্গলকারণ।
রঘুবর চরণেতে অকপট প্রেম ॥
তাহাতে তোমার হয় জীবন আধার।
তোমার সমান বল এত ভাগ্য কার ॥
তাত ? ইহা নহে কিছু তব অদ্ভুত।
রামপ্রিয় ভ্রাতা তুমি দশরথ-সুত ॥
শুনহ ভরত ? শ্রীরামের মনে আন।
কেহ নাহি প্রেমপাত্র তোমার সমান ॥
তব প্রতি অতি প্রেমী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তোমারে প্রশংসি নিশি করিল যাপন ॥
জানিলাম যবে করে প্রয়াগে মজ্জন।
তব অনুরাগে অতি হইয়া মগন ॥
হেন স্নেহ রঘুবর করে তব'পরে।
বিশ্বে যথা মূর্খ নর প্রাণে স্নেহ করে ॥
রামের গৌরব ইহা নহে বড় অতি।
প্রণত কুটুম্বে সদা পালে রঘুপতি ॥
তুমিত ভরত মম হয় বিবেচন।
রাম-প্রেম মূর্ত্তি যেন করেছ ধারণ ॥
তুমিত কলঙ্ক ভাব ভরত ইহারে।
উপদেশ দেয় ইহা আমা সবাকারে ॥
শ্রীরামের ভক্তিরস প্রকট কারণ।
এই কালে হইলেক এহ আরম্ভন ॥
তাত ! তব যশ নব বিধু নিরমল।
কুমুদ, চকোর রাম-কিঙ্কর সকল ॥
সতত উদিত কভু নহে অস্তমিত।
বিশ্বাকাশে দিন দিন হবে দ্বিগুণিত ॥
কুমুদিনী সম প্রীতি ত্রিলোকেতে করে।
প্রভুর প্রতাপ-রবি শোভা নাহি হরে ॥

* অর্থাৎ আমি যে কেবল সরস্বতীর দোষ কহিতেছি, তাহাও কেহ ভাল বলিবেনা, কারণ লোকের মতে কৈকয়ীর দোষ ও বেদের মতে সরস্বতীর দোষ, এই দুই মতই বেদ সম্মত।

দিবা নিশি সুখ দান করে সবাকারে।
কৈকয়ীর কর্ম্ম-রাহু গ্রাসিতে না পারে ॥
সতত রামের প্রেম সুধাতে পূরিত।
গুরু অপমান দোষে না হয় দূষিত ॥
শ্রীরামের ভক্তিসুধা দুর্লভ জগতে।
করিলে সুলভ-লভ্য তুমি বসুধাতে ॥
আনিল জাহ্নবী ভগীরথ নৃপমণি।
যাঁহার স্মরণ সর্ব্ব মঙ্গলের খনি ॥
দশরথগুণগণ বর্ণন না হয়।
অধিক দূরের কথা সম কেহ নয় ॥
যাঁর স্নেহ দীনতার হ'য়ে বশীভূত।
হইলেন রামচন্দ্র আসি প্রকটিত ॥
যাঁহারে নিরখি হর হৃদয়-নেত্রেতে।
কভু নাহি পরিতুষ্ট হ'ন অন্তরেতে ॥
করিলে সুকীর্ত্তি-বিধু তুমি অনুপম।
মৃগরূপে বসে যাহে শ্রীরামের প্রেম ॥
তাত ? বৃথা কর গ্লানি মনে অতিশয়।
পাইয়া পরশ মণি দরিদ্রেরে ভয় ॥
শুনহ ভরত ? আমি মিথ্যা নাহি কহি।
উদাসী তপস্বী সদা বনে বসি রহি ॥
সর্ব্ব সাধনার ফল হইল শোভন।
সীতা রাম লক্ষ্মণেরে করি দরশন ॥
সেই পুণ্য ফলে পুনঃ দর্শন তোমার।
প্রয়াগ সহিত মহা সৌভাগ্য আমার ॥
ধন্য হে ভরত ? তুমি লভিলে সুযশ।
এত কহি প্রেমে মগ্ন হইল তাপস ॥
হরষিত সভাসদ শুনিয়া বচন।
সাধু সাধু বলি পুষ্প বর্ষে দেবগণ ॥
ধন্য ধন্য ধ্বনি হৈল গগনে প্রয়াগে।
শুনিয়া ভরত মগ্ন হৈল অনুরাগে ॥
হৃদে সীতারাম, দেহ হৈল পুলকিত।
কমল নয়ন যুগ জলেতে পূরিত ॥
সাদরেতে মুনিগণে প্রণাম করিয়া।
বলিল মধুর বাক্য গদগদ হইয়া ॥
একে তীর্থরাজ তাহে মুনির সমাজ।
সত্য দিব্য করিলেও হয় পাপ কাজ ॥
কপটতা করি যদি কিছু বলা যায়।
ততোধিক নাহি পাপ নীচতা ধরায় ॥
সর্ব্বজ্ঞ তোমরা সত্যভাবে কহি তায়।
জানেন অন্তর, অন্তর্য্যামী রঘুরায় ॥
নাহি শোক করি আমি মাতার কারণে।
জগৎ ভাবিবে নীচ, নাহি দুখ মনে ॥
পরলোকে মন্দ হ'বে তাহে নাহি ভয়।
পিতার মরণে মনে শোক নাহি হয় ॥
পুণ্য যশ শোভে তাঁর ভুবন ভরিয়া।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সম তনয় লভিয়া ॥
ক্ষণস্থায়ী দেহ ত্যজী রামের বিরহে।
শোকের বিষয় কভু নরপতি নহে ॥
বিনা পাদুকায় সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মুনিবেশ করি ফিরিতেছে বনে বন ॥
পরিধানে মৃগচর্ম্ম ফলাদি ভোজন।
কুশ পাতি মহীতলে করেন শয়ন ॥
তরুতলে বসি নিত্য করেন সহন।
আতপ, বরষা, বাত, হিম নিদারুণ ॥
এই দুখ দাবানলে দহে নিত্য ছাতি।
দিবসে নাহিক ক্ষুধা নিদ্রা নাহি রাতি ॥
এই কুরোগের কিছু নাহি প্রতীকার।
খুঁজিলাম মনে মনে সকল সংসার ॥
বিপদের মূল হয় কুমতি মাতার।
মম হিত সাধিবারে হইল কুঠার ॥
কলহ-কলুষ কাঠে রচিয়া কুযন্ত্র।
গাড়ে অযোধ্যায় পড়ি কঠিন কুমন্ত্র ॥
মম তরে সেহ এই কুচক্র রচিল।
দ্বাদশ মার্গেতে বিশ্ব বিনাশ করিল * ॥

* দ্বাদশ মার্গ কথা—মোহং দৈন্যং ভয়ং হ্রাসং হানিং গ্লানিং ক্ষুধা তৃষা। মৃত্যুং ক্ষোভং ব্যথা কীর্ত্তিং বাটাহেতেহি দ্বাদশা ॥

ফিরিয়া আসিলে রাম কুযোগ মিটিবে।
অন্যোপায়ে অযোধ্যায় বাস না ঘটিবে ॥
সুখ পান শুনি মুনি ভরত বচন।
সকলেই বহুরূপে করে প্রশংসন ॥
শোক না করিহ তাত ? বিশেষে এখন।
মিটিবেক দুখ হেরি রামের চরণ ॥
প্রবোধ করিয়া কহিলেন মুনিরাজ।
অতিথি-পরাণপ্রিয় তুমি হ'ও আজ ॥
কন্দ, মূল, ফল, ফুল যাহা কিছু আমি।
দিতেছি করিয়া কৃপা লহ তাহা তুমি ॥
মুনির বচন শুনি ভরত দুখিত।
কুসময় বিবেচিয়া অতি সঙ্কুচিত ॥
পুনঃ গুরু-বাক্য গুরু করি বিচারণ।
বলিলেন করযোড়ে বন্দিয়া চরণ ॥
শিরেতে ধরিয়া আজ্ঞা পালিব তোমার।
পরম ধরম প্রভো ? ইহাত আমার ॥
ভরতের বাক্যে মুনি অতি সুখী মন।
ডাকিলেন শিষ্যগণে করি সম্বোধন ॥
ভরত-আতিথ্য করা হয় সমুচিত।
কন্দ, মূল, ফল, গিয়া আনহ ত্বরিত ॥
ভাল নাথ ? কহি তারা করিয়া প্রণতি।
নিজ নিজ কার্য্যে যায় হরষিত অতি ॥
নিমন্ত্রিয়া অতিথিরে মুনি মনে ভাবে।
যেন দেব তেন পূজা করা চাই এবে ॥
শুনি আসি কহে ঋদ্ধি সিদ্ধি আদি সবে।
করিব তাহাই প্রভো ? যাহা আজ্ঞা হবে ॥
রামের বিরহে অতি ব্যাকুল ভরত।
সকল সমাজ আর অনুজ সহিত ॥
আতিথ্য সৎকার করি শ্রম দূর কর।
কহিলেন হরষিত হ'য়ে মুনিবর ॥
ঋদ্ধি সিদ্ধি শিরে ধরি মুনিবর বাণী।
আপনার বহু ভাগ্য মনে অনুমানি ॥
কহিতে লাগিল পরস্পরে সিদ্ধি যত।
রামের অনুজ অসামান্য অভ্যাগত ॥
বন্দিয়া মুনির পদ তাহা কর আজ।
যাহে সুখী হয় সব রাজার সমাজ ॥
এত বলি রচে রম্য বিবিধ ভবন।
দেবগণ যাহা হেরি হইল বিমন ॥
ভোগ ও ঐশ্বর্য্য বহু করিল পূরণ।
অভিলাষী যাহা হেরি হয় দেবগণ ॥
লইয়া সমস্ত দ্রব্য দাসদাসীগণে।
যোগাইছে যাহা বাঞ্ছা করে প্রভু মনে ॥
করিল সকল সজ্জা সিদ্ধি এককণে।
সুরপুরে যেহ সুখ না মিলে স্বপনে ॥
প্রথমে সকলে দিল বাসের আগার।
সুন্দর সুখদ যাহা রুচি হয় যার ॥
পুনশ্চ ভরতে মুনি সহ পরিজন।
বিশ্রাম করিতে আজ্ঞা দিলেন তখন ॥
বিধির বিস্ময়প্রদ বিভব সকল।
তপোবলে মুনিবর সৃজন করিল ॥
মুনির প্রভাব যবে ভরত দেখিল।
লোকসহ লোকপতি তুচ্ছ মনে কৈল ॥
সুখের সামগ্রী কত না হয় বর্ণন।
পাসরে বিরতি যাহা হেরি জ্ঞানীগণ ॥
শয্যা, চন্দ্রাতপ, রম্য বসন, আসন।
কানন বাটিকা নানা মৃগ পক্ষীগণ ॥
সুগন্ধি কুসুম ফল অমৃত সমান।
সুবিমল জলাশয় বিবিধ বিধান ॥
অমৃত মধুর ভোজ্য পেয় সুললিত।
সংযমীও যাহা হেরি হয় সঙ্কুচিত ॥
কামধেনু কল্পতরু পায় সর্ব্ব জনে।
সুরেন্দ্র শচীর হেরি লোভ হয় মনে ॥
বিরাজে বসন্ত ঋতু ত্রিবিধ পবন।
মোক্ষাদি পদার্থ চারি সুলভে মিলন ॥

চন্দন, বনিতা, মাল্য আদি ভোগ যত।
দেখিয়া হরষে সবে হইল বিস্মিত॥
ভোগ চক্রবাকী, চক্রবাক শ্রীভরত *।
মুনির আদেশ তাহে আজ্ঞাকারী মত॥
আশ্রম পিঞ্জরে সারা নিশি রাখে ভরি।
যাবৎ না হইলেক প্রভাতা শর্ব্বরী॥
তীর্থরাজ প্রয়াগেতে করি নিমজ্জন।
সমাজ সহিত বন্দে মুনির চরণ॥
ঋষির আশীষ আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় করিয়া।
সঙ্গেতে লইয়া মার্গপ্রদর্শকগণে।
চিত্রকূট অভিমুখে চলে এক মনে
গুহকের স্কন্ধে কর করিয়া অর্পণ।
যায় অনুরাগ দেহ ধরিয়া যেমন॥
নাহিক পাদুকা, ছত্র নাহি শিরোপরে।
নিষ্কাম ধরমব্রত প্রেম সহ করে॥
সীতা রাম লক্ষ্মণের পথের কাহিনী।
পুছেন মিত্রেরে কহি সুমধুর বাণী॥
রাম বাসস্থল তরুতল বিলোকনে।
হৃদে জাগে অনুরাগ নহে সম্বরণে॥
দেখিয়া সে দশা, পুষ্প বর্ষে দেবগণ।
মহী হৈল মৃদু, পথ মঙ্গল কারণ॥
গগন আবরি ছায়া করিল জলদ।
শ্রেষ্ঠ সমীরণ বহে হইয়া সুখদ॥
রামের গমনে পথ সেরূপ নহিল।
ভরত গমনকালে যেরূপ হইল॥
জড় ও চেতন জীব যত চরাচরে।
রামে হেরে যারা, রাম হেরিল যাদেরে॥
পরম পদের যোগ্য তারা সবে হয়।
ভরত দর্শনে ভবরোগ হয় লয়॥

ভরতের পক্ষে ইহা বেশী কিছু নয়।
প্রিয়ভাবে ল'ন যাঁরে রাম দয়াময়॥
বিশ্বে যেবা একবার রামনাম করে।
তরে সেহ নিজে, আর তরায় অপরে॥
ভরত শ্রীরামপ্রিয় তাহাতে সোদর।
কেন না হইবে পথ সুমঙ্গলকর॥
কহে ইহা মুনিশ্রেষ্ঠ সাধু সিদ্ধগণ।
ভরতে নিরখি সবে হরষিত মন॥
প্রভাব দেখিয়া ইন্দ্র চিন্তাযুত মন।
বিশ্বে ভাল দেখে ভাল, মন্দে মন্দ জন॥
গুরুরে বলেন ইন্দ্র কর সে উপায়।
ভরত রামের যাহে দেখা নাহি পায়॥
প্রেমবশে রামচন্দ্র সঙ্কুচিত হ'ন।
প্রেমের জলধি হ'ন কৈকয়ীনন্দন॥
সুসিদ্ধ করম নষ্ট করিবারে চায়।
ছলেতে করহ গুরু তাহার উপায়॥
বাক্য শুনি সুরগুরু হাসে মনে মনে।
চক্ষুহীন বলি ভাবে সহস্রলোচনে॥
কহে গুরু ছাড় বৃথা ছল ক্ষোভ যত।
হেথা কপটতা কৈলে হইবে বঞ্চিত॥
মায়া কৈলে মায়াপতি সেবকের সনে।
হবে ফল বিপরীত জেনে রেখো মনে॥
আগে কিছু করিয়াছ রাম ইচ্ছা জানি।
এখন কুচাল কৈলে হইবেক হানি॥
রামের স্বভাব ইহা শুন সুরপতি।
না করেন রোষ নিজ অপরাধী প্রতি॥
ভকতের অপরাধ করে যেই জন।
রামরোষানলে দগ্ধ হয় সেই জন॥
এই ইতিহাস লোকে বেদেতে প্রচার।
দুর্ব্বাসা জানেন মাত্র মহিমা ইহার॥

* চক্রবাক চক্রবাকী রাত্রিকালে একত্রে থাকিলেও যেমন তাহাদের মিল হয় না, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও ভরত ঐশ্বর্য্যে নির্লিপ্ত রহিলেন।

ভরত সমান কেবা রামপ্রিয় আর।
বিশ্ব জপে রামে, রাম জপ করে যাঁর॥
সুরপতে ? কভু ইহা না ভাব মনেতে।
শ্রীরামভক্তের হয় অহিত যাহাতে॥
অযশ সংসারে, পরলোকে দুখ শত।
দিন দিন শোকরাশি হইবে বর্দ্ধিত॥
শুন সুরপতে ? মম এই উপদেশ।
সেবক রামের প্রিয় হয়ত বিশেষ॥
দাসের পূজনে রাম অতি সুখী হ'ন।
দাসের বৈরীকে বৈরী ভাবে অতি মন॥
যদ্যপিও সমভাব নাহি রাগ দ্বেষ।
না ধরেন পাপ পুণ্য গুণ আর দোষ॥
করম প্রধান বিশ্বে করিয়া রাখিল।
যে যেমন করে সেইরূপ পায় ফল॥
তথাপি করেন সম বিষম বিহার।
ভক্ত অভক্তের হৃদয়ের অনুসার॥
নির্গুণ অলেখ্য মানহীন একরূপ।
ভক্তপ্রেমবশে রাম সগুণ স্বরূপ॥
ভক্ত-অভিলাষ রাম করেন পূরণ।
বেদ ও পুরাণ সাধু সাক্ষী সুরগণ॥
ত্যাগ কর কুটীলতা ইহা ভাবি মনে।
পিরীতি করহ সদা ভরত-চরণে॥
পরম দয়ালু পর হিতে সদা রত।
পরদুখে দুখী হয় রামের ভকত॥
কৈকয়ীনন্দন হ'ন ভক্তশিরোমণি।
তাঁহা হৈতে ভয় তব নাহি সুরমণি॥
সুরহিতকারী প্রভু সত্যসন্ধ হ'ন।
ভরত রামের আজ্ঞা করেন পালন॥
হ'য়েছ বিকল তুমি স্বার্থের বশেতে।
অজ্ঞানতা তব, দোষ নাহিক ভরতে॥
শুনি সুরবর সুরগুরুবরবাণী।
প্রবোধ পাইল মনে মিটিলেক গ্লানি॥
বরষি কুসুম সুরপতি হরষিত।
করিল প্রশংসা বহু ভরতচরিত॥
এরূপে ভরত পথে করেন গমন।
দশা হেরি প্রশংসয়ে সিদ্ধ মুনিগণ॥
রাম রাম কহি যবে ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস।
উথলিয়া পড়ে যেন প্রেম চারি পাশ॥
দ্রব হয় বাণী শুনি কুলিশ, পাষাণ।
পুরবাসী-প্রেম নারি করিতে বাখান॥
বাসা করি পথে আসে যমুনার তীরে।
লোচন পুরিল নীরে নিরখিয়া নীরে॥
রামের চরণ সম যমুনাজীবন।
ভরত সমাজসহ করি বিলোকন॥
বিরহ সাগরে যবে মগ্নপ্রায় হৈল।
বিবেক জাহাজে গিয়া সকলে চড়িল॥
সে দিন যমুনাতীরে বসতি করিল।
সময় উচিত সবে বিরাম লভিল॥
রাত্রিকালে ঘাটে ঘাটে আসে তরিগণ।
অগণিত সংখ্যা তার কে করে গণন॥
প্রাতঃকালে সবে পার হ'ন একেবারে।
গুহক করিয়া সেবা সবে তুষ্ট করে॥
প্রণমিয়া যমুনারে করিয়া মজ্জন।
গুহকের সাথে চলে ভাই দুই জন॥
মুনির শিবিকা অগ্রে করিল গমন।
পশ্চাতে চলিল রাজপরিবারগণ॥
তার পিছে পদব্রজে দুই ভ্রাতৃবর।
বসন ভূষণে সজ্জা করিয়া সুন্দর॥
সঙ্গে চলে ভৃত্য, মিত্র, মন্ত্রীসুতগণ।
স্মরণ করিয়া সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
যেখানে যেখানে রাম করিল বিশ্রাম।
সেই সেই স্থানে প্রেমে করয়ে প্রণাম॥
পথের সমীপবাসী নরনারীগণ।
ধাম কাম ছাড়ি ধায় করিয়া শ্রবণ॥

স্নেহবশে সেহ শোভা করি নিরীক্ষণ।
জন্মফল লভি সবে হরষিত মন ॥
অন্য পাশে গিয়া এঁকে সপ্রেমেতে কয়।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সখি? হয় কিনা হয় ॥
সেই দেহ, বয়ঃ, বর্ণ সেইরূপ সখি?
স্নেহশীল সেইরূপ সেই গতি দেখি ॥
সেই বেশ নহে সখি? সীতা নাহি সঙ্গে।
আগেতে সৈন্যের দল চলে চতুরঙ্গে ॥
নহে সে প্রসন্ন মুখ, মানস সখেদ।
সে হেতু সংশয় সখি? এই মাত্র ভেদ ॥
নারীগণ ঠিক কথা বলি মানে তার।
কহে বুদ্ধিমতী নাহি সমান তোমার ॥
তার কথা সত্য মানি করি প্রশংসন।
অন্য এক নারী বলে মধুর বচন ॥
কহিল সপ্রেমে সব কথার প্রসঙ্গ।
যেরূপে রামের রাজ্যভোগ হৈল ভঙ্গ ॥
ভরতের পুনঃ পুনঃ করে প্রশংসন।
স্নেহশীল আর কিবা স্বভাব শোভন ॥
পদব্রজে যায়, ফল করয়ে ভক্ষণ।
ত্যজিলেন পিতৃদত্ত রাজ্যৈশ্বর্য্য ধন ॥
ফিরাইতে রঘুবরে যায় এইক্ষণে।
ভরত সদৃশ কেবা আছয়ে ভুবনে ॥
ভ্রাতৃ প্রতি ভক্তি ভরতের আচরণ।
কহিলে শুনিলে দুখ হয় বিদূরণ ॥
অল্পই হইবে সখি? যা কিছু কহিবে।
শ্রীরামের ভ্রাতা কেন হেন না হইবে ॥
সানুজ ভরতে হেরি আমরা সকলে।
হইলাম ধন্য সবে যুবতীমণ্ডলে ॥
শুনি গুণ, ভাব দেখি, দুখ করি কহে।
কৈকয়ী-জননী-যোগ্য পুত্র এহ নহে ॥
রাণীর নাহিক দোষ কহে কোন জন।
বিধি হৈল আমাদের প্রতি তুষ্ট মন ॥

কোথা মোরা সবে দেখ বেদবিধি হীন।
নীচ-কুলোদ্ভবা নারী করম মলিন ॥
কুরমণী মোরা, বাস কুগ্রামে কুস্থলে।
হেন দরশন পাই কোন্ পুণ্যফলে ॥
প্রতি গ্রামে হেনরূপ আনন্দ হইল।
মরুমাঝে যেন কল্পতরু জনমিল ॥
ভরত দরশমাত্রে হেন মনে লয়।
পথিকগণের ভাগ্য হইল উদয় ॥
করিলেক যেন সিংহলের বাসীগণ।
বিধিবশে সুলভেতে প্রয়াগ দর্শন ॥
আপনার গুণসহ রামগুণগান।
শুনিতে শুনিতে যান স্মরিয়া শ্রীরাম ॥
মুনির আশ্রম, দেবালয়, তীর্থগণ।
হেরি পরণাম আর করে নিমজ্জন ॥
বর ভিক্ষা করে আপনার মনে মন।
সীতারামপাদপদ্মে প্রেম হয় যেন ॥
মিলয়ে আসিয়া কোন ব্যাধ বনবাসী।
বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী, যতি ও উদাসী ॥
জিজ্ঞাসেন প্রণমিয়া যার তার সনে।
আছেন লক্ষ্মণ সীতারাম কোন্ বনে ॥
প্রভুর সংবাদ কহে তাহারা সকল।
ভরতে হেরিয়া কহি জনম সুফল ॥
কুশলে দেখেছি আমি কহে যেই জনে।
রামলক্ষ্মণের সম প্রিয় তাহে গণে ॥
হেনরূপ পুছি সবে মধুর বচনে।
রামবনবাস কথা শুনেন শ্রবণে ॥
সে দিন সকলে তথা নিবাস করিল।
প্রাতঃকালে রঘুনাথে স্মরিয়া চলিল ॥
রাম-দরশন আশা ভরতে যেমন।
সেরূপ সবার মনে যড সাথাগণ ॥
মঙ্গল শকুন সবে দেখিতে লাগিল।
সুখকর নেত্র, বাহু স্ফুরিত হইল ॥

ভরতের সহ সবাকার উৎসাহ।
মিলিবেন রাম মিটিবেক দুখ দাহ॥
মনে যার যাহা হয় সেরূপ করিল।
প্রেমমদে মত্ত হয়ে সকলে চলিল॥
শিথিলাঙ্গ টলমল করিছে চরণ।
প্রেমবশে বলিতেছে বিহ্বল বচন॥
দেখাইল হেনকালে গুহক নৃমণি।
স্বভাব সুন্দর রম্য শৈল-শিরোমণি॥
যাহার সমীপে পয়স্বিনী নদীতীরে।
সীতার সহিত বসিতেন দুই বীরে॥
দণ্ডবৎ করে সবে করি দরশন।
বলি জয় জয় রাম জানকীজীবন॥
প্রেমেতে মগন হেন ভরত-সমাজ।
অযোধ্যায় ফিরি যেন যান রঘুরাজ॥
সেকালে যেরূপ প্রেমে ভরত মগন।
শেষ শতমুখে নারে করিতে বর্ণন॥
অহঙ্কার পাশে বদ্ধ যথা কবিগণ।
নাহি পারে ব্রহ্মসুখ করিতে বর্ণন॥
রঘুবরপ্রেমে সবে বিকল অন্তর।
গেল দুই ক্রোশ, অস্ত গেলে দিবাকর॥
জল স্থল হেরি বসি নিশি পোহাইল।
রামপ্রেমে মত্ত সবে গমন করিল॥
হেথা নিশি শেষে রাম জাগেন যখন।
সেকালে দেখেন সীতা এরূপ স্বপন॥
সমাজ সহিত যেন ভরত আসিল।
নাথের বিয়োগতাপে দেহ দগ্ধ হৈল॥
দীন দুখী চিত্ত সবে বিমলিন মন।
অন্যরূপ বেশে দেখিলেন শ্বশ্রূগণ॥
শুনিয়া সীতার স্বপ্ন সজল লোচন।
সর্ব্ব শোকহারী হৈল শোকেতে মগন॥
শুনহ লক্ষ্মণ? এই স্বপ্ন ভাল নয়।
মন্দ বার্ত্তা আসি কেহ শুনাবে নিশ্চয়॥
এত বলি ভ্রাতাসহ করিলেন স্নান।
শিবে পূজি করিলেন সাধুর সম্মান॥

সম্মানিয়া সুর-মুনি, বন্দি বৈসে রঘুমণি,
দেখেন উত্তর দিকে চেয়ে।
গগনে ধূলির রাশি, খগ, মৃগ ভয়ে আসি,
প্রভুর আশ্রমে পশে ধেয়ে॥
জানিবারে সে কারণ, দাঁড়াইয়া দরশন,
করিয়া চকিত মনে রহে।
হেনকালে সমাচার, কোল ও কিরাত আর,
বিবরিয়া আসি সবে কহে॥
অতিশয় শুভকর, শুনি বাণী রঘুবর,
পুলকিত তনু হৃষ্ট মন।
শারদীয় পদ্ম সম, নেত্রদ্বয় মনোরম,
স্নেহজলে হইল পূরণ॥

পুনঃ চিন্তাকুল হৈল জানকীর মন।
কিবা হেতু ভরতের হয় আগমন॥
এক জন আসি পুনঃ হেনরূপ কয়।
স্বল্প নহে সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্যচয়॥
তাহা শুনি হ'ন রাম চিন্তিত অপার।
একে পিতৃবাক্য তাহে সঙ্কোচ ভ্রাতার॥
ভরত-স্বভাব বুঝি মানস মাঝারে।
কিং কর্ত্তব্য, প্রভু স্থির করিবারে নারে॥
সমাধান হয় তবে ইহা ভাবি মনে।
ভরত চতুর সাধু আদেশ পালনে॥
প্রভুর চঞ্চল চিত্ত হেরিয়া লক্ষ্মণ।
কালোচিত নীতিপূর্ণ বলেন বচন॥
কিছু বলিতেছি প্রভো? বিনা জিজ্ঞাসনে।
দাসের ধৃষ্টতা প্রভু মনে নাহি গণে॥
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি হও প্রভু তুমি।
নিজ বুদ্ধি অনুসারে কহি কিছু আমি॥

হে নাথ? হৃদয় তব সরল সুন্দর।
স্নেহশীল আদি যত গুণের সাগর॥
সবাকার প্রতি তব বিশ্বাস অপার।
আপনার সম মনে করহ বিচার॥
প্রভুত্ব পাইয়া বৈষয়িক জীবগণ।
মোহবশে অভিমানী হয় জ্ঞানহীন॥
ভরত সুবিজ্ঞ সাধু নীতি-রত আর।
জগতে বিদিত প্রভুপদে প্রেম তার॥
সেহ আজি রাজ্যপদ পাইয়া এখন।
ধরমের সীমা লঙ্ঘি করে আগমন॥
কুটীল কুভ্রাতা মন্দ সময় পাইয়া।
বনবাসে রঘুবরে একাকী জানিয়া॥
কুমন্ত্রণা করি মনে সহ সৈন্যগণ।
রাজ্য নিষ্কণ্টক হেতু করে আগমন॥
কোটি কোটি কুটীলতা কল্পনা করিয়া।
আসিয়াছে দুই ভাই সদলে সাজিয়া॥
কপটতা মন্দ ভাব যদি না হইত।
রথ, গজ, বাজি ল'য়ে কেন বা আসিত॥
বৃথা ভরতেরে দোষ দিবে কোন্ জন।
রাজ্যপদ পেয়ে মত্ত হয় সর্ব্ব জন॥
শশাঙ্ক, গুরুর পত্নী তারাতে মজিল।
ব্রাহ্মণ-বাহিত যানে নহুষ চড়িল॥
বেণের সমান কেবা অধম সংসারে।
লোক বেদ বহির্ম্মুখ আচরণ করে॥
কার্ত্ত্যবীর্য্য, দেবরাজ, ত্রিশঙ্কু নৃপতি।
রাজ্যমদে কলঙ্কিত নহে কা'র মতি॥
ভরত করিল ইহা উচিত উপায়।
শত্রু ও ঋণের বিন্দু রাখা যোগ্য নয়॥
ভরত না এক কার্য্য তাহে কৈল ভাল।
অসহায় বুঝি রামে নিরাদর কৈল॥
আজি সবিশেষ তাহা বুঝিতে পারিবে।
যবে রণে রুষ্ট মুখে রামেরে দেখিবে॥

বলিতে বলিতে নীতিপথ পাসরিল।
রণরসে মত্ত ফুলি বৃক্ষসম হৈল॥
বন্দি প্রভুপদ, রজঃ মস্তকে লইল।
স্বাভাবিক শক্তি নিজ বর্ণিতে লাগিল॥
অপরাধ নাথ? কিছু না লহ আমার।
ভরত না কৈল কিছু কম অত্যাচার॥
কতেক সহিব মনে করিয়া দমিত।
ধনুর্হস্তে মম প্রভু আছেন সহিত॥
জাতিতে ক্ষত্রিয়, রঘুকুলেতে জনম।
রামের অনুজ, বিশ্বে জানে সর্ব্ব জন॥
পদাঘাত কৈলে উঠে মস্তক উপরে।
ধূলির সমান নীচ কে আছে সংসারে॥
উঠি করযোড়ে তবে আদেশ মাগিল।
মনে লয় বীর রস জাগিয়া উঠিল॥
শিরে বাঁধি জটা, তূণ কষিয়া কটিতে।
ধনুর্ব্বাণ করে ধরি লাগিল সাজিতে॥
রামদাস আজি এই সুযশ লভিব।
রণস্থলে ভরতেরে ভাল শিক্ষা দিব॥
রামে নিরাদর করে ফল তার পাবে।
সমর-শয্যাতে দোঁহে শয়ন করিবে॥
ভাল হৈল আসিয়েছে সকল সমাজ।
পূর্ব্ব ক্রোধ ভানুরূপে প্রকাশিবু আজ॥
করীদলে নাশে যেন একা মৃগরাজ।
ঝাপটি তিত্তিরে যেন ধরে পক্ষীরাজ॥
সেইরূপে ভরতেরে সেনার সহিত।
সানুজ হেলায় রণে করিব পাতিত॥
সাহায্য করেন যদি আসিয়া শঙ্করে।
রামের দোহাই তবু বধিব সমরে॥
সদর্পে লক্ষ্মণ হেন বলে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
হেরি তারে, আর তার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া॥
ভয়ে ভীত লোক সব লোকপতিগণ।
পলাইতে চতুর্দ্দিকে করিল মনন॥

বিশ্ববাসী ভয়ে মগ্ন, হৈল দৈববাণী।
লক্ষ্মণের বাহুবলে বিস্তর বাখানি॥
প্রভাব প্রতাপ তাত? কহত তোমার॥
কে কহিতে পারে, জানে সাধ্য আছে কার॥
উচিত বা অনুচিত যাহা কিছু হয়।
বুঝিয়া করিলে ভাল সর্ব্ব জনে কয়॥
সহসা করিয়া যেবা পাছে করে খেদ।
বুদ্ধিমান্ নহে সেই কহে বুধ, বেদ॥
দৈববাণী শুনি বীর লজ্জিত হইল।
সমাদরে সীতারাম সম্মান করিল॥
কহিলে উত্তম্ তাত? মনোহর নীতি।
সব চেয়ে রাজ্যমদ সুকঠিন অতি॥
রাজ্যমদে মত্ত হয় সেই নৃপগণ।
নাহি করে যেবা সাধু সভার সেবন॥
ভরত সমান শ্রেষ্ঠ শুনহ লক্ষ্মণ।
বিশ্বমাঝে নাহি দেখি না করি শ্রবণ॥
ভরতের কভু নাহি হ'বে রাজ্যমদ।
পাইলেও বিধি হরি কিম্বা হরপদ॥
বিন্দুমাত্র লেবুরস কহ কি কখন।
করিবারে পারে ক্ষীরসিন্ধু বিনাশন॥
অন্ধকার নাশে যদি তরুণ তপনে।
গগন মিলিত হয় যদি মেঘ সনে॥
অগস্ত্য গোষ্পদ-জলে যদি মগ্ন হয়।
স্বাভাবিক ক্ষমা যদি পৃথিবী ত্যজয়॥
মশকের ফুঁকে মেরু বরঞ্চ উড়িবে।
রাজ্যমদে মত্ত কভু ভরত না হ'বে॥
লক্ষ্মণ তোমার দিব্য, পিতৃ দিব্য আর।
ভরত সমান ভ্রাতা নাহিক আমার॥
শ্রেষ্ঠ গুণ দুগ্ধ, মন্দ গুণ হয় জল।
মিলিত করিয়া বিধি প্রপঞ্চ রচিল॥
রবিবংশ সরোবরে শ্রীভরত হংস।
জনমিয়া বিভজন কৈল গুণ দোষ॥

গুণ দুগ্ধ ল'য়ে দোষ বারি ত্যাগ কৈল।
আপনার যশ বিশ্বে উজ্জ্বল করিল॥
ভরতের গুণ শীল স্বভাব বর্ণিতে।
শ্রীরাম মগন হ'ন প্রেম-সাগরেতে॥
ভরতের প্রতি প্রেম দেখি অতিশয়।
শুনি শ্রীরামের বাণী দেবতা নিচয়॥
রামের প্রশংসা সবে করে বারে বার।
প্রভুসম কৃপাময় কেবা আছে আর॥
ভরতের যদি জন্ম না হ'ত জগতে।
ধরমের ভার কেবা ধরিত মহীতে॥
কবির অগম্য ভরতের গুণগ্রাম।
তোমা ভিন্ন অন্যজনে কেবা জানে, রাম॥
সুরবাণী শুনি সীতারাম ও লক্ষ্মণ।
অতি সুখ পা'ন তাহা না যায় কথন॥
এ দিকে ভরত সর্ব্ব জনের সহিতে।
স্নান করে পূত মন্দাকিনীর জলেতে॥
নদীর সমীপে সর্ব্ব জনেরে রাখিয়া।
মন্ত্রী, গুরু, জননীর আদেশ লইয়া॥
চলিল ভরত যথা সীতা রঘুনাথ।
সঙ্গেতে অনুজ আর নিষাদের নাথ॥
স্মরিয়া মাতার কীর্ত্তি সঙ্কোচ অন্তরে।
করয়ে কুতর্ক কোটি মানস-মাঝারে॥
মম নাম শুনি সীতা রাম ও লক্ষ্মণ।
উঠিয়া অন্যত্র পাছে করেন গমন॥
মাতৃ অনুকুল মোরে জানিয়া নিশ্চয়।
যা' কিছু করেন তাহা অতি অল্প হয়॥
পাপ মন্দগুণ মম ক্ষমি রঘুবর।
করিবেন নিজ গুণে মম সমাদর॥
জানিয়া দূষিত মন যদি ত্যজি যা'ন।
সেবক ভাবিয়া কিম্বা করেন সম্মান॥
রামের পাদুকা মাত্র আমার আশ্রয়।
শ্রীরাম সুস্বামী, দোষ সব মম হয়॥

মীন ও চাতক বিশ্বে যশের ভাজন।
আপন নিয়মে প্রেমে নিপুণ নূতন * ॥
হেন মনে বিচারিয়া চলি যা'ন পথ।
শিথিল সকল দেহ প্রেমে সঙ্কুচিত ॥
মনে লয় মাতৃদোষ পশ্চাতে ফিরায়।
ভক্তিবলে ধৈর্য্য ধরি পুনঃ চলি যায় ॥
রামের স্বভাব তার মনে হয় যবে।
পথেতে পড়য়ে পদ দ্রুতবেগে তবে ॥
সে কালে ভরতদশা হইল কেমন।
জলের প্রবাহে জলপোক গতি যেন ॥
শোক-প্রেম ভরতের করি দরশন।
হইল নিষাদ নিজ দেহ বিস্মরণ ॥
হইতে লাগিল অতি মঙ্গল শকুন।
শুনিয়া নিষাদ বলে করিয়া গণন ॥
হইবে আনন্দ অতি শোক দূরে যাবে।
পুনঃ পরিণামে অতি বিষাদ হইবে ॥
গুহকের বাক্য সত্য বুঝিয়া নিশ্চিত।
আশ্রম নিকটে গিয়া সবে উপস্থিত ॥
পর্ব্বতের শ্রেণী, বন হেরিয়া ভরত।
ক্ষুধাতুর খাদ্য পেয়ে যেন হরষিত ॥
ইতি ভীতি, † ত্রয় তাপ, ‡ গ্রহ প্রপীড়িত।
যেন সব প্রজাগণ অতীব দুখিত ॥
সুরাজ্যে সুদেশে গিয়া হয় সুখী মন।
ভরতের দশা আজি হইল তেমন ॥
রামবাস হেতু অতি প্রফুল্ল কানন।
সুরাজ্য পাইয়া সুখী যথা প্রজাগণ ॥

সচিব বিরাগ তাহে বিবেক নরেশ।
বিপিন সুন্দর অতি সুপবিত্র দেশ ॥
সংযম, নিয়ম, যোদ্ধা শৈলরাজধানী।
সুমতি সুচিন্তা শান্তি রূপবতী রাণী ॥
সকল অঙ্গেতে পরিপূর্ণ মহীপতি।
রামের চরণাশ্রয়ে সুপ্রসন্ন মতি ॥
সৈন্যসহ জয় করি মোহ-মহীপাল।
সতত করয়ে বাস বিবেক-ভূপাল ॥
নিষ্কণ্টক রাজ্য করে করি পুরে বাস।
সর্ব্ব কালে লভি সুখ সম্পত্তি বিলাস ॥
কানন প্রদেশে বহু মুনির আলয়।
শোভে যেন পুর, গ্রাম আর পল্লীচয় ॥
বিবিধ বিচিত্র মৃগ বিহঙ্গমগণ।
প্রজার সমাজ কিবা না হয় বর্ণন ॥
বরাহ, গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র, গজরাজ।
প্রশংসার যোগ্য বৃক মহিষ সমাজ ॥
শত্রুতা ত্যজিয়া সবে চরে একসঙ্গে।
যেখানে সেখানে যেন সৈন্য চতুরঙ্গে ॥
গরজে মাতঙ্গ মত্ত, ঝরিছে ঝরণা।
বাজিছে বিবিধ যেন নিশান বাজনা ॥
চক্রবাক, শুক, পিক, চাতক, চকোর।
কূজনিছে মঞ্জু হংস হরষে বিভোর ॥
নাচিছে ময়ূর, গান করে অলিগণ।
চারিদিকে সুমঙ্গল সুরাজ্যে যেমন ॥
শোভে তৃণ, তরু, লতা সহ ফুল ফল।
আনন্দ মঙ্গলময় সমাজ সকল ॥

---

* চাতকের নিয়ম এই যে, সে স্বাতীজল ভিন্ন গঙ্গাজলও পান করে না। মাছের সহিত জলের প্রেম এ রূপ যে, মাছকে কাটিলেও জলের প্রয়োজন হয়, খাইলেও জলের প্রয়োজন হয়। সকল অবস্থাতেই জলের সহিত মাছের সম্বন্ধ থাকে।

† ইতি—অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, মুষিক, খগ, রাজার প্রত্যাগমন জন্য ভয় ॥

‡ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।

রম্য রামগিরি-শোভা করি নিরীক্ষণ।
ভরত হৃদয়ে অতি প্রেমেতে মগন॥
তপস্যার ফল লভি তাপস যেমন।
হরষে নিয়ম ব্রত করে সমাপন॥
তবে উচ্চ স্থানে চড়ি নিষাদের পতি।
বাহু উঠাইয়া বলে ভরতের প্রতি॥
হের নাথ? চারি তরু অতি সুবিশাল।
পাকুড়, রসাল, জম্বু, সুন্দর তমাল॥
তার মাঝে তরুবর বট সুশোভন।
সুন্দর বিশাল হেরি বিমোহিত মন॥
সুনীল, সঘন, কিশলয়, রক্ত ফল।
সর্ব্ব কালে সুখপ্রদ ছায়া অবিকল॥
অন্ধকার প্রভারাশি দিয়া মনে লয়।
রচিয়াছে বিধি যেন সুষমা নিচয়॥
নদীর নিকট প্রভো? ঐ তরুমূলে।
শ্রীরামের পর্ণ-কুটি শোভে নদী-কূলে॥
বিবিধ তুলসী তরুবর সুশোভন।
লাগাইল যাহা সীতা, কোথাও লক্ষ্মণ॥
বটের ছায়াতে এক বেদিকা শোভন।
করেছেন সীতা কর-কমলে আপন।
যথায় বসিয়া মুনিগণের সহিত।
জ্ঞানবান রামচন্দ্র জানকী সমেত॥
শুনিতেন ইতিহাস বিবিধ বিধান।
আগম নিগম আর যতেক পুরাণ॥
শুনিয়া সখার বাক্য তরু দরশনে।
উথলিয়া উঠে অশ্রু ভরত-নয়নে॥
প্রণাম করিয়া চলে ভাই দুই জন।
শারদা বর্ণিতে প্রেম সঙ্কুচিত হ'ন॥
রামপদ-চিহ্ন হেরি হরষিত হৈল।
দরিদ্র পরশমণি যেমন লভিল॥
লাগান নয়নে বক্ষে রজঃ শিরে ধরি।
রামের মিলন-সুখ অনুভব করি॥
হেরি অনির্ব্বাচ্য সেই ভরতের গতি।
প্রেমে নিমগন খগ, মৃগ, জড়মতি॥
প্রেমেতে বিবশ গুহ পথ ভুলি গেল।
পথ জানাইতে দেব-পুষ্প বরষিল॥
নিরখি সাধক সিদ্ধ অনুরাগ ভরে।
স্বাভাবিক স্নেহে তার যশ গান করে॥
যদি নাহি জনমিত ভূতলে ভরত।
অচল সচল চরাচরে কে করিত *॥
প্রেম অমৃতের সম, বিরহ মন্দর।
ভরত হৃদয় হয় গভীর সাগর॥
সাধু, সুর হিততরে করিয়া মন্থন।
কৃপাসিন্ধু রঘুবীর করে উত্তোলন॥
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে গুহের সহিত।
না হেরে লক্ষ্মণ, ঘন বন-মধ্যে স্থিত॥
ভরত দেখিল পূত প্রভুর আশ্রম।
সকল মঙ্গলালয় অতি সুশোভন॥
প্রবেশ করিতে মিটে দুখদাবানল।
যোগিবর পরমার্থ যেন বা পাইল॥
লক্ষ্মণেরে প্রভু আগে দেখিল ভরত।
পুছে যেন কিছু, রাম উত্তরে ত্বরিত॥
শিরে জটা, কটীদেশে চীর পরিধান॥
তাহে তূণ বাঁধা, কাঁধে ধনু, করে বাণ॥
বেদীর উপরে মুনি সাধুর সমাজ।
সীতার সহিত মধ্যে শোভে রঘুরাজ॥
বল্কল বসন, জটাজুট, তনু শ্যাম।
যেন মুনিবেশ ধরিলেন রতিকাম॥
কর-কমলেতে ধনুর্ব্বাণ ঘুরাইয়া।
প্রাণ শান্ত করে সবা হাসি নিরখিয়া॥

* ধরণীতলে যদি ভরতের প্রেম না থাকিত, তাহা হইলে জড় জীবগণকে চেতনের ন্যায় আর চেতন প্রাণীগণকে জড়ের ন্যায় কে করিত।

চতুর্দ্দিকে শোভমান যত মুনিবৃন্দ।
তার মধ্যে বিরাজেন সীতা রামচন্দ্র॥
জ্ঞান-সভামধ্যে যেন আছেন বসিয়া।
ভক্তি ও সচ্চিদানন্দ শরীর ধরিয়া॥
সানুজ গুহক সহ প্রেমেতে মগন।
হর্ষ, শোক, সুখ, দুখ হ'ন বিস্মরণ॥
রক্ষা কর, রক্ষা কর, কহি ঘনে ঘন।
ভূতলে ভরত পড়ে দণ্ডের মতন॥
সপ্রেম বচন শুনি লক্ষ্মণ চিনিল।
ভরত প্রণাম করে বুঝিতে পারিল॥
এক দিকে ভ্রাতৃস্নেহ-রসে প্লুত মন।
অন্য দিকে প্রভুসেবা করে আকর্ষণ॥
মিলিতে না পারে, সেবা ত্যাগে শক্তি নহে।
লক্ষ্মণের মনোবৃত্তি কবি হেন কহে॥
গুরু-সেবা ভার তাঁরে করে আকর্ষণ।
উড্ডীন ঘুড়িকে টানে ক্রীড়ক যেমন॥
সপ্রেমে কহেন মাথা করি অবনত।
হেরহ প্রণাম, নাথ? করেন ভরত॥
শুনি রাম উঠিলেন স্নেহেতে অধীর।
খসিল বল্কল, কোথা তূণ, ধনু, তীর॥
জোর করি ভরতেরে হৃদয় উপর।
উঠাইয়া লইলেন কৃপার সাগর॥
হেরিয়া সকলে রাম-ভরতে মিলন।
আপনা আপনে হয় সব বিস্মরণ॥
উভয় মিলন প্রীতি বর্ণিব কেমনে।
কবির অগম্য হয় কর্ম্ম, বাক্য, মনে॥
পরম প্রেমেতে পূর্ণ উভয়ের হিয়া।
মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার পাসরিয়া॥
বল হেন প্রেম কেবা করিবে বর্ণন।
কবি-বুদ্ধি কার ছায়া করিবে গ্রহণ॥
অক্ষরের অর্থমাত্র কবির আধার।
নাচে নট, যথা তাল গতি অনুসার॥

রাম-ভরতের প্রেম অপরূপ হয়।
যথা বিধি, হরি, হর চিত্ত-গতি নয়॥
মন্দমতি আমি তাহা বর্ণিব কেমন।
মেষতন্তু ভাল রাগে বাজে কি কখন॥
বিলোকিয়া রাম-ভরতের সম্মিলন।
ভয়ে ধক্ ধক্ করে যত সুরগণ॥
বুঝাইল সুরগুরু, ভ্রম দূরে গেল।
প্রশংসিয়া দেবগণ পুষ্প বরষিল॥
সপ্রেমেতে শত্রুঘ্নের সহিত মিলিয়া।
গুহকের সহ রাম মিলিলেন গিয়া॥
লক্ষ্মণ সুমিত্রাসুত অতি ভাগ্যবান্।
মিলি ভরতের সনে করিল প্রণাম॥
সপ্রেমে শত্রুঘ্ন সহ মিলিয়া লক্ষ্মণ।
পুনশ্চ গুহকে বক্ষে করিল ধারণ॥
মুনিগণে বন্দিলেন শত্রুঘ্ন ভরত।
হৈল সুখী আশীর্ব্বাদ পেয়ে অভিপ্রেত॥
সানুজ ভরত প্রেমরঙ্গে উথলিল।
সীতা-পাদপদ্ম-রেণু মস্তকে ধরিল॥
বার বার প্রণমিতে তাঁরে উঠাইল।
মস্তকেতে হস্ত দিয়া তাঁরে বসাইল॥
মনে মনে সীতা কত আশীর্ব্বাদ দিল।
স্নেহেতে মগন নিজ দেহ পাসরিল॥
সর্ব্বরূপে অনুকূল হেরিয়া সীতারে।
ভরতের ভয়-শোক সব গেল দূরে॥
কাহাকেও কেহ কিছু জিজ্ঞাসা না করে।
প্রেমে পূর্ণ মন সবে আপনা পাসরে॥
হেনকালে ধৈর্য্য ধরি নিষাদের পতি।
করযোড়ে প্রণমিয়া করিল বিনতি॥
মুনিবর সঙ্গে নাথ জননীরগণ।
আইলেন আর যত পুরবাসী জন॥
ভৃত্যগণ, সেনাপতি, সচিব সকল।
আসিলেন বিয়োগেতে হইয়া বিকল॥

করুণাসাগর শুনি গুরু আগমন।
সীতাপাশে শত্রুঘ্নেরে করিয়া রক্ষণ॥
ধাইলেন রামচন্দ্র অতি দ্রুতগতি।
ধর্ম্ম-ধুরন্ধর প্রভু দীনজন-পতি॥
গুরুরে নিরখি অনুরাগে রঘুপতি।
দণ্ডবৎ প্রণমিলা ভ্রাতার সংহতি॥
দ্রুত ধেয়ে মুনিবর হৃদয়ে লইল।
প্রেমরঙ্গে ভ্রাতৃদ্বয় সহিত মিলিল॥
প্রেমে পুলকিত গুহ কহি নিজ নাম।
দূর হৈতে দণ্ডবৎ করিল প্রণাম॥
রাম-সখা জানি ঋষি হৃদয়ে লইল।
ধরা বিলুণ্ঠিত প্রেমে যেন বা তুলিল॥
শ্রীরামের ভক্তি হয় মঙ্গলের মূল।
আকাশে প্রশংসি দেব বরিষয়ে ফুল॥
ইহার সমান নীচ কে আছে জগতে।
বশিষ্ঠের সম শ্রেষ্ঠ কেবা পৃথিবীতে॥
যাহারে লক্ষ্মণ চেয়ে অধিক ভাবিয়া।
মিলিলেন মুনিবর হরষিত হৈয়া॥
রামের ভজন-প্রভা জগতে অতুল।
বিশ্বে প্রকটিত কিবা তার সমতুল॥
সকলে কাতর অতি শ্রীরাম জানিল।
করুণাসাগর ভগবান দয়াশীল॥
যাহার যেরূপ ছিল মন-অভিলাষ।
তাহার সেরূপ পূর্ণ করিলেন আশ॥
সানুজ সবার সনে নিমিষে মিলিল।
নিদারুণ দুখ সবাকার দূর কৈল॥
শ্রীরামের পক্ষে ইহা বেশী কিছু নয়।
এক রবি কোটি ঘটে যেন ব্যাপ্ত হয়॥
প্রেমের তরঙ্গে মিলি গুহকের সনে।
ভাগ্যের প্রশংসা করে যত পুরজনে॥

মাতারে দুখিত হেন শ্রীরাম দেখিল।
বকুলের ফুলে যেন হিম পরশিল॥
প্রথমে শ্রীরাম মিলি কৈকয়ীর সনে।
সরল স্বভাবে তুষিলেন সযতনে॥
পায়ে ধরি পুনঃ বহুরূপ বুঝাইল।
তব নাহি দোষ, হেন বিধাতা করিল॥
সব মাতৃগণ সনে মিলিয়া শ্রীরাম।
প্রবোধিয়া সবে শান্তি করেন প্রদান॥
ঈশ্বর অধীন মাতঃ? হয় এ জগৎ।
কাহারেও দোষ দেওয়া নহে সমুচিত॥
বন্দে দুই ভাই গুরুপত্নীর চরণ।
সঙ্গে এল আর যেই বিপ্রপত্নীগণ॥
গঙ্গা-গৌরী সম সবাকারে সম্মানিল।
হর্ষে মিষ্ট বাক্যে সবে আশীর্ব্বাদ দিল॥
চরণে ধরিয়া সুমিত্রারে প্রণমিল।
চির ভিক্ষু যেন বহু সম্পত্তি পাইল॥
পুনঃ দুই ভ্রাতা বন্দে কৌশল্যা চরণ।
প্রেমে পুলকিত আর ব্যাকুলিত মন॥
অতি অনুরাগে মাতা হৃদয়ে লইল।
নয়নের স্নেহজলে স্নান করাইল॥
সে কালের হর্ষ আর বিষাদ কেমন।
কেমনে বর্ণিবে কবি বোবা-স্বাদ যেন *॥
মাতৃগণ সহ মিলি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গুরুরে বলেন প্রভু কর আগমন॥
মুনির আদেশ লভি যত পুরজন।
নদীর সমীপে গিয়া বসিল তখন॥
ব্রাহ্মণ, সচিব, গুরু আর মাতৃগণ।
বাছিয়া বাছিয়া সঙ্গে লইয়া আপন॥
সুপবিত্র আশ্রমেতে করেন গমন।
ভরত, লক্ষ্মণ আর শ্রীরঘুনন্দন॥

* বোবা যেমন কোন বিষয়ের আস্বাদ বর্ণন করিতে অসমর্থ, কবিও তদ্রূপ।

মুনিবরে আসি সীতা প্রণাম করিল।
নিজ মনোমত বহু আশীষ লভিল ॥
গুরুপত্নী সাথে যত মুনিপত্নীগণ।
মিলিল সপ্রেমে, তাহা না হয় বর্ণন ॥
বন্দনা করিয়া পদ সীতা সবাকার।
আশীষ লভিল যাহা প্রিয় আপনার ॥
শাশুড়ীগণেরে সীতা যখন হেরিল।
দুখে সুকুমারী নিজ নয়ন মুদিল ॥
ব্যাধের বশেতে যেন পড়িল মরাল।
হায় বিধে ? কেন হেন করিলি কুচাল ॥
তাঁরাও সীতারে হেরি অতি দুখী হয়।
দৈব যাহা করে তাহা কিবা সহ্য নয় ॥
জনকনন্দিনী ধৈর্য্য করিল ধারণ।
জলেতে ভরিল নীল নলিনী-লোচন ॥
শাশুড়ীগণের সাথে যাইয়া মিলিল।
করুণার রস যেন পৃথিবী ছাইল ॥
জানকী প্রণাম করি পদে সবাকার।
অতি অনুরাগে মিলিলেন বারবার ॥
সকলে আশীষ দিল অতি প্রেমভরে।
হইয়া সৌভাগ্যবতী রহ চিরতরে ॥
স্নেহেতে বিকল সীতা আর সব রাণী।
দেখি বসিবারে কহিলেন গুরুজ্ঞানী ॥
মায়ার রচিত বিশ্ব কহি মুনিবর।
পরমার্থ তত্ত্ব বলিলেন সবিস্তর ॥
রাজা গেল সুরপুরে কহি শুনাইল।
শুনিয়া দুঃসহ দুখ শ্রীরাম পাইল ॥
নিজ প্রতি স্নেহ ভাবি, মৃত্যুর কারণ।
ধৈর্য্যশীল রাম অতি ব্যাকুলিত হ'ন ॥
কুলিশ-কঠোর শুনি অপ্রিয় বচন।
লক্ষ্মণ, জানকী বিলাপেন রাণীগণ ॥
শোকেতে ব্যাকুল হৈল সকল সমাজ।
মনে হয় রাজা যেন্থ মরিলেক আজ ॥

মুনিবর পুনঃ পুনঃ রামে বুঝাইল।
নদীতে নামিয়া স্নান সকলে করিল ॥
করিল নিরম্বু-ব্রত প্রভু সেই দিন।
মুনি কহিলেও জল না করে গ্রহণ ॥
শ্রীরঘুনন্দন তবে হইলে সকাল।
যে আদেশ মুনিবর প্রদান করিল ॥
শ্রদ্ধা ভকতির সহ সুব রঘুবর।
সমাপিল সমাদরে হইয়া তৎপর ॥
করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ বেদের বিধান।
পাপ-তম কৈল দূর ভাস্কর-শ্রীরাম ॥
শুনি যাঁর নাম পাপ হয়ত দহন।
স্মরণ মাত্রেতে সর্ব্ব মঙ্গলকারণ ॥
শুদ্ধ হইলেন তিনি শাস্ত্রের বিধানে।
গঙ্গা যথা পূত হয় তীর্থ-আবাহনে ॥
শুদ্ধ দেহে যবে দুই দিন গত হৈল।
প্রীতিভরে রামচন্দ্র গুরুরে কহিল ॥
হে নাথ ? সকল লোক দুখিত অপার।
কন্দ, মূল, ফল, জল, করিয়া আহার ॥
ভরত, শত্রুঘ্ন, মন্ত্রী, জননী নিচয়।
হেরি, প্রতি পল যুগ সম গত হয় ॥
সবার সহিত পুরে করহ গমন।
আপনারা হেথা, স্বর্গে অমরা নন্দন ॥
হইল ধৃষ্টতা বলিলাম কত মত।
করহ সে রূপ প্রভো ? যাহা সমুচিত ॥
ধরমের সেতু তুমি করুণা-নিধান।
কেন হেন তুমি নাহি হইবে শ্রীরাম ॥
দুখিত সকল লোক করি দরশন।
করুক বিশ্রাম রহি দুই এক দিন ॥
রামের বচন শুনি সভয় সমাজ।
জলনিধি মধ্যে যেন ব্যাকুল জাহাজ ॥
শুনিয়া গুরুর বাক্য মঙ্গলকারণ।
অনুকূল হইলেক যেন বা পবন ॥

হেন পূত জলে স্নান করে তিন কাল।
যাহারে হেরিলে পাপ নাশে সেই কাল ॥
পরাণ ভরিয়া হেরি মঙ্গল মূরতি।
প্রণমিয়া সবে হরষিত হয় অতি ॥
রাম-শৈল রাম বন দেখিবারে যায়।
যথা তথা হয় সুখী দুখ নাহি পায় ॥
ঝরণা ঝরিছে জল অমৃতের সম।
ত্রিতাপ বিনাশকারী ত্রিবিধ পবন * ॥
অগণিত বৃক্ষশ্রেণী, লতা, তৃণচয়।
বহুবিধ ফল, পুষ্প, বহু কিশলয় ॥
সুন্দর প্রস্তর, তরু-ছায়া মনরম।
বন-শোভা বর্ণিবারে পারে কোন্ জন ॥
কূজনিছে সরোবরে বিহঙ্গমগণ।
গুঞ্জরিছে পদ্মে ভৃঙ্গ মধুর গুঞ্জন ॥
কোল ও কিরাত, ভীল বনবাসীগণ।
সুপবিত্র, মধু, রম্য, স্বাদু সুধা সম ॥
ঠোঙ্গাতে করিয়া পূর্ণ করিয়া সজ্জিত।
কন্দ, মূল, ফল আদি দ্রব্য নানামত ॥
দেয় সবাকারে করি বিনয়ে প্রণাম।
বাখানি দ্রব্যের গুণভেদ, স্বাদ, নাম ॥
সবে মূল্য দিতে চাহে তাহারা না লয়।
না লৈলে, রামের দিব্য সর্ব্ব জনে কয় ॥
পুণ্যতমা তোমরা, মোরা অধম নিষাদ।
পাইলাম দরশন রামের প্রসাদ ॥
মোদের দুর্লভ দরশন সবাকার।
জাহ্নবীর ধারা যথা মরুর মাঝার ॥
নিষাদেরে কৈল কৃপা রাম কৃপাময়।
যথা রাজা তথা প্রজা সমুচিত হয় ॥
সঙ্কোচ ত্যজিয়া ইহা বিচারিয়া মনে।
প্রেমবশে দয়া কর আমাদের সনে ॥
করিতে কৃতার্থ আমা সবাকার মন।
ফল তৃণাঙ্কুর আদি করহ গ্রহণ ॥
বনেতে আসিলে সবে, মোদের অতিথি।
সেবা যোগ্য নহে ভাগ্য, নাহিক শকতি ॥
আমরা তোমারে প্রভো? কিবা পারি দিতে।
কাঠ, পাতা, মিলে কিরাতের মিত্রতাতে ॥
ইহাই মোদের হয় ভৃত্যতা পরম।
নাহি লই চুরি করি বসন ভুষণ ॥
মূর্খ জীব মোরা সবে হই জীব-ঘাতী।
কুটিল কুচালী, আর কুমতি, কুজাতি ॥
পাপকার্য্যে দিবারাত্রি করি যে যাপন।
পেটে তবু অন্ন নাই কটিতে বসন ॥
স্বপনেও ধর্ম্ম বুদ্ধি কভু কারো হয়।
তব দরশন প্রভাবেতে এহ হয় ॥
যবে হৈতে প্রভুপদ কৈনু দরশন।
দুখ, দোষ আমাদের হৈল নিবারণ ॥
শুনিয়া বচন, তুষ্ট হ'য়ে পুরজন।
তাহাদের ভাগ্য বহু করে প্রশংসন ॥

ভাগ্যের প্রশংসা তবে, অনুরাগে করি সবে,
প্রেমপূর্ণ বলিল বচন।
মিষ্টালাপ সম্মিলন, সীতারামপদে প্রেম,
হেরি সুখী হ'ন সর্ব্ব জন।
যত নরনারীগণ, নিন্দা করে নিজ প্রেম,
কোল, ভীল বচন শুনিয়া।
তুলসী কহিছে বাণী, কৃপাময় রঘুমণি,
লৌহ ভাসে † নৌকায় চড়িয়া ॥

---

* শীতল, মন্দ ও সুগন্ধ।

† লৌহ যেমন নৌকার সাহায্যে অনায়াসে জলের উপর ভাসিতে পারে, তদ্রূপ নীচ তুচ্ছ ব্যক্তিও শ্রীরামের অনুগ্রহে ভবসাগর পার হইতে সমর্থ হয়।

তুলসী-প্রসাদ লভি, নিজ ইষ্টদেব সেবি,
রাধিকাপ্রসাদ হেন কয়।
ভবে যাহা অসম্ভব, সকলি হয় সম্ভব,
রামপদে মতি যার রয়॥
কাননের চারিধারে, আনন্দে সবে বিহরে,
প্রতিদিন হ'য়ে প্রমোদিত।
বরষার সমাগমে, ভেক ও ময়ূরগণে
যথা হয় অতি হরষিত॥

পুরনরনারীগণ প্রেমেতে মগন।
দিবা যেন গত হয় পলকের সম॥
নানা দেহ সীতা দেবী করিয়া ধারণ।
সাদরে শাশুড়ীগণে করেন সেবন॥
রাম বিনা কেহ নাহি জানিল মরম।
সীতা হন সর্ব মায়া, সীতা-স্বামী রাম॥
শ্বশ্রূগণে সীতা দেবী সেবাতে তুষিল।
তাঁহারা লভিয়া সুখ আশীর্ব্বাদ দিল॥
দুই-ভা'য়ে নিরখিয়া জানকী সহিত।
কুটিলা কৈকয়ী অনুতাপ করে কত।
কৈকয়ী প্রার্থনা করে মনেতে আপন।
মহী নাহি ফাটে, মম না হয় মরণ॥
লোকে বেদে খ্যাত কবিজন হেন কয়।
রাম-বিমুখীর স্থান নরকেও নয়॥
সংশয় আছিল ইহা সবাকার মনে।
হবে কি রামের গতি অযোধ্যা ভুবনে॥
দিনে নাহি ক্ষুধা, রাত্রে নিদ্রা নাহি হয়।
ভরত ব্যাকুল, অতি চিন্তাযুত রয়॥
কর্দ্দমের নীচে মীন হইয়া পতিত।
সলিল স্বল্পতা হেতু যথা সঙ্কুচিত॥
জননীর ছলে কাল কুচাল করিল।
লোকেশে যেন ইতি-ভীতি উপজিল॥

কিরূপেতে হইবেক রাম অভিষেক।
এখনো উপায় আমি নাহি দেখি এক॥
গুরুর আদেশ মানি অবশ্য ফিরিবে।
মুনি পুনঃ রাম ইচ্ছা জানিয়া কহিবে॥
জননী কহিলে রাম অবশ্য ফিরিবে।
রামের জননী কিন্তু হঠ না করিবে॥
আমিত সেবক মোর কি আছে গণন।
একে কুসময় তাহে বিধি হৈল বাম॥
যদি হঠ করি তবে হবে কুকরম।
কৈলাস হইতে গুরু সেবক ধরম *॥
কোনরূপ যুক্তি মনে স্থির না হইল।
ভাবিয়া ভরত সারারাত্রি পোহাইল॥
প্রাতঃস্নান করি রামে প্রণাম করিল।
বসিবার কালে, মুনি ডাকি পাঠাইল॥
গুরু-পদ-কমলেতে প্রণাম করিয়া।
বসিল গুরুর পাশে আদেশ লইয়া॥
বিপ্র, মহাজন আর সব মন্ত্রীগণ।
সভাসদ্ সবে আসি বসিল তখন॥
সময়ের অনুসারে বলিলেন মুনি।
শুন সভাসদ্গণ ভরত সুজ্ঞানী॥
সেচ্ছাবশ ভগবান্ ধর্ম্ম-ধূরন্ধর।
রাজা রামচন্দ্র ভানুকুল দিবাকর॥
সত্যসন্ধ শ্রুতি-সেতু করেন পালন।
রাম-জন্ম বিশ্ব মাঝে মঙ্গলকারণ॥
গুরু, পিতা, মাতা বচনের অনুসারী।
দুষ্টের দমনকারী দেব-হিতকারী॥
নীতি বা পিরীতি, স্বার্থ আর পরমার্থ।
রামের সমান কেহ না জানে যথার্থ॥
বিধি, হরি, হর, শশী, রবি, দিক্পাল।
মায়া, জীব, কর্ম্ম আর সর্ব্ববিধ কাল॥

মগন হয় রাজ।

* সেবকের ধর্ম্ম কৈলাস পর্ব্বত হইতেও গুরু ভার।

নাগেন্দ্র বা মহীন্দ্রের যে প্রভুত্ব হয়।
বেদে তন্ত্রে যোগ-সিদ্ধি যেইরূপ রয়॥
বিচার করিয়া মনে দেখ ভাল করি।
রামের আদেশ সবাকার শিরোপরি॥
রামের আদেশ ইচ্ছা করিয়া বিচার।
যাহাতে কল্যাণ হয় আমা সবাকার॥
বুদ্ধিমান্ সবে তাহা কর বিবেচন।
সবার সম্মতি যাহা হইবে এখন॥
সবাকার সুখকর রাম অভিষেক।
মঙ্গল কল্যাণ হেতু এই মাত্র এক॥
কিরূপেতে রামচন্দ্র যা'বে অযোধ্যায়।
বলহ বিচারি হেন করিব উপায়॥
মুনির বচন যবে শুনে প্রীতিযুত।
পরমার্থ স্বার্থ আর নীতিতে মিশ্রিত॥
হইল চিন্তিত সরে না সরে উত্তর।
নমিয়া ভরত তবে বলে যুড়ি কর॥
ভানুবংশে জনমিল অনেক ভূপতি।
এক হৈতে বড় হইলেন এক অতি॥
সবে বলে জন্ম হেতু হ'ন পিতা মাতা।
শুভাশুভ ফল দান করেন বিধাতা॥
সকল কল্যাণপ্রদ দুঃখ বিনাশন।
তব আশীর্বাদ প্রভো? জানে জগজ্জন॥
রোধিবারে পার তুমি বিধাতার গতি।
তোমার অন্যথা করে কাহার শকতি॥
হেন তুমি জিজ্ঞাসহ উপায় আমারে।
সে সব দুর্ভাগ্য মম সকল প্রকারে॥
শুনি স্নেহময় সেই সুন্দর বচন।
গুরুর হৃদয় হৈল প্রেমেতে পূরণ॥
রামের কৃপাতে তাত? বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়।
রাম-বিমুখের সিদ্ধি স্বপনে না হয়॥
বলিতে সঙ্কোচ হয় একটি বচন।
সর্ব্বস্ব যাইলে অর্দ্ধ ত্যজে বুধগণ॥

তোমরা দু ভাই বনে করহ গমন।
ফিরুন নগরে সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
শুনি শুভ বাক্য দুই ভ্রাতা হরষিত।
শরীর হইল অতি আমোদে পূরিত॥
চিত্ত প্রফুল্লিত, দেহে তেজের প্রকাশ।
রাম যেন হৈল রাজা হইল বিশ্বাস॥
সর্ব্বলোকে বহু লাভ, বুঝে স্বল্প হানি।
সম সুখদুখে কাঁদিতেছে যত রাণী॥
কহিল ভরত, মুনি মত অনুসার।
করিলে বাঞ্ছিত ফল লভিবে সংসার॥
কাননে করিব বাস যাবৎ জীবন।
ইহা হৈতে আছে কিবা অধিক শোভন॥
অন্তর্য্যামী হ'ন সীতা রাম রঘুবর।
তুমিও সর্ব্বজ্ঞ হও জ্ঞানী মুনিবর॥
যদি সত্য বলিতেছ বচন আপন।
তা'হলে সেরূপ কার্য্য করহ এখন॥
প্রেম দেখি আর শুনি ভরত বচন।
সভা সহ মুনি দেহ হৈল বিস্মরণ॥
ভরত মহিমা হয় অগাধ জলধি।
অবলার মত তীরে স্থিত মুনিবুদ্ধি॥
পারে যাইবার চেষ্টা বিবিধ করিল।
নৌকা বা জাহাজ ডিঙ্গী কিছু না মিলিল॥
ভরত-মহত্ত্ব বলি শকতি কাহার?
সমুদ্র কি ঢুকে কভু ঝিনুক-মাঝার॥
ভরত মুনির মন সকলি বুঝিল।
সমাজ সহিত রাম সমীপে আসিল॥
গুরুরে প্রণমি প্রভু দিলেন আসন।
বৈসে সবে মুনি আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ॥
বিচারিয়া মুনিগণ বলেন বচন।
দেশ, কাল, সময়ের উচিত যেমন॥
শুন রাম সর্ব্বজান তুমি জ্ঞানবান।
ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান আর গুণের বিধান॥

হৃদয়ের মাঝে বাস কর সবাকার।
সব জান তুমি কুবিচার সুবিচার ॥
পুরবাসী মাতা আর ভরত-কল্যাণ।
যেরূপেতে হয় তাহা কর কৃপাবান ॥
বিচারিয়া নাহি বলে কাতর যে জন।
জুয়ারু আপন দান দেখে সর্ব্বক্ষণ ॥
মুনির বচন শুনি রঘুনাথ কয়।
হে নাথ ? তোমার হাতে উপায়ত হয় ॥
পালিলে তোমার আজ্ঞা হিত সবাকার।
আজ্ঞা কর হর্ষে যাহা উচিত আমার ॥
প্রথমে যে আজ্ঞা প্রভু দিবেন আমারে।
অবশ্য লইব তাহা মস্তক উপরে ॥
প্রভুবর যে আদেশ করিবেন পুনঃ।
সর্ব্বরূপে ভৃত্য তাহা করিবে পালন ॥
মুনি বলিলেন রাম যথার্থ কহিলে।
ভরতের স্নেহে বুদ্ধি পড়িলেক গোলে ॥
পুনঃ পুনঃ আমি কহিতেছি সে কারণ।
ভরতের প্রেমে বশীভূত বুদ্ধি মম ॥
মম মতে ভরতের ইচ্ছা অনুসার।
যা করিবে তাই শুভ শিব সাক্ষী তার ॥
সাদরে ভরত-কথা শুন দিয়া মন।
পুনশ্চ হৃদয়ে নিজ ... র বিচারন ॥
সাধুমত লোকমত করিয়া বিচার।
কর রাজনীতি আর বেদ অনুসার ॥
দেখিয়া গুরুর প্রেম ভরত উপর।
রামের হৃদয় হৈল আনন্দে বিভোর ॥
জানিলেন ভরতেরে ধর্ম্ম ধূরন্ধর।
কায়মনোবাক্যে নিজ ভক্ত অনুচর ॥
গুরু-বাক্য অনুকূল বলেন বচন।
মৃদুল মঞ্জুল আর মঙ্গলকারণ ॥
তোমার শপথ, দিব্য পিতার চরণে।
ভরত সমান ভাই না হয় ভুবনে ॥
গুরুপাদপদ্মে যেবা অনুরাগী হয়।
লোকেতে বেদেতে তার বহু ভাগ্য কয় ॥
প্রভুর যাহার প্রতি অনুরাগ এত।
কে বর্ণিবে কত ভাগ্য করিল ভরত ॥
ছোট ভ্রাতা হেরি বুদ্ধি হয় সঙ্কুচিত।
বিশেষে প্রশংসা করে সম্মুখে ভরত ॥
ভাল হ'বে তাহা যাহা কহিবে ভরত।
এত বলি চুপ রহিলেন রঘুনাথ ॥
তবে মুনি বলিলেন ভরতের প্রতি।
সকল সঙ্কোচ তাত ? ত্যজি শীঘ্র গতি ॥
প্রিয়তম বন্ধু কৃপাসিন্ধুর নিকটে।
হৃদয়ের কথা খুলি বল অকপটে ॥
মুনিবাক্য শুনি, রাম আদেশ লভিয়া।
গুরু আর প্রভুবর সন্তুষ্ট জানিয়া ॥
দেখিয়া সকল ভার আপনার শিরে।
বিচারয়ে মনে কিছু বলিতে না পারে ॥
দেহ পুলকিত সভাস্থলে দাঁড়াইল।
কমল নয়নে জল ঝরিতে লাগিল ॥
আমার বক্তব্য কহিলেন সব মুনি।
ইহার অধিক আমি কি বলিতে জানি ॥
প্রভুর স্বভাব আমি জানি ভালমতে।
অপরাধী প্রতি ক্রোধ না [illegible]তে ॥
বিশেষতঃ মম প্রতি স্নেহ অতিশয়।
খেলিতেও ক্রোধ কভু মনে নাহি হয় ॥
বাল্যকাল হৈতে মম সঙ্গ না ছাড়িল।
কখনও মোর মনে দুঃখ নাহি দিল ॥
প্রভুর কৃপার রীতি আমি ভাল জানি।
খেলায় হারিয়া নিজে জিতাতেন তিনি ॥
আমিও সঙ্কোচ আর স্নেহের বশেতে।
নাহি বলি বাক্য কভু রামের আগেতে ॥
অদ্যাপিও তৃপ্ত নহি করি দরশন।
প্রেমে পিপাসিত সদা যুগল নয়ন ॥

উভয়ের প্রেম বিধি সহিতে নারিল।
জননীর ছলে দোঁহে পৃথক করিল ॥
এ কথাও বলা মোর শোভা নাহি পায়।
আপন বুদ্ধিতে সাধু, শুদ্ধ কে ধরায় ॥
মাতা মন্দ, আমি সাধু অতীব সজ্জন।
হৃদয়ে ভাবাও কোটি পাপের করম ॥
কোদো গাছ হৈতে কিবা শালি ধান্য হয়।
শম্বুক মাঝারে কিবা মুক্তা জনমায় ॥
স্বপনেও দোষলেশ নাহিক কাহার।
আমার দুর্ভাগ্য হয় মহাপারাবার ॥
মনে না বিচারি নিজ পাপ পরিণাম।
ব্যঙ্গবাক্যে জননীরে যাতনা দিলাম ॥
পরাজিত হৈনু হৃদি করি অন্বেষণ।
একমাত্র ভাল কার্য্য হয় বিবেচন ॥
পৃথিবীর পতি, গুরু, প্রভু, সীতারাম।
দোঁহার আশ্রয়ে মোর ভাল পরিণাম ॥
সাধুসভা, গুরু আর প্রভুর নিকটে।
সত্য কথা বলিতেছি বসি চিত্রকূটে ॥
প্রেমসহ সত্য কিম্বা মিথ্যা ছলযুত।
যাহা বলি, জানে তাহা মুনি, রঘুনাথ ॥
ভূপতি মরিয়া প্রেম-প্রতিজ্ঞা রাখিল।
মাতার কুবুদ্ধি বিশ্বে সকলে জানিল ॥
মাতৃগণে ব্যাকুলতা দেখা নাহি যায়।
পুরনরনারীগণ মহা দুখ পায় ॥
আমিই সবার হই অনর্থকারণ।
শুনি, বুঝি সব দুখ করি যে সহন ॥
শুনিলাম কাননেতে গেল রঘুনাথ।
মুনিবেশ ধরি সীতা লক্ষ্মণের সাথ ॥
পদব্রজে গেল বিনা পাদুকায় বন।
রহিল মর্ম্মেতে ব্যথা সাক্ষী পঞ্চানন ॥
পুনশ্চ নিষাদ-প্রেমে করি দরশন।
না ফাটিল বক্ষ মম কুলিশ-কঠিন ॥

নিজ চক্ষে সব আমি দেখিনু এখন।
জড় প্রাণ রহে সব করিয়া সহন ॥
যাঁহারে হেরিয়া পথে বিছা সর্পগণ।
ত্যাগ করে ঘোর বিষ, ক্রোধ নিদারুণ ॥
হেন সীতারামচন্দ্র সুমিত্রানন্দনে।
অপ্রিয় ভাবিয়া যেবা সদা ভাবে মনে ॥
তাঁহার তনয়ে ত্যজি কমল-আসন।
কাহারে দিবেন দুখ অতীব ভীষণ ॥
শুনি ভরতের বাণী অতি ব্যাকুলিত।
কাতরতা, প্রীতি, নীতি, বিনতি মিশ্রিত ॥
শোকমগ্ন সভা মধ্যে হৈল কোলাহল।
কমলের বনে যথা তুষার হানিল ॥
কহিয়া অনেকবিধ কথা পুরাতন।
জ্ঞানী মুনি প্রবোধিল ভরতে তখন ॥
উচিত বচন বলিলেন রামচন্দ্র।
দিনকরকুল-কুমুদিনী-বনচন্দ্র ॥
নাহি কর দুখ তাত? আপন হৃদয়ে।
ঈশ্বর অধীন জীব মনে বিচারিয়ে ॥
পুণ্যাত্মা যতেক তিনকালে ত্রিভুবনে।
কেহ নহে তব সম আমার গণনে ॥
তোমারে কুটিল বলিবেক যেই জন।
ইহপরলোক তার হইবে নাশন ॥
জননীর প্রতি দোষ আরোপিবে সেহ।
গুরু-সাধু-সভা সেবা নাহি করে কেহ ॥
ঘুচিবেক সংসারের যত পাপ হয়।
আর অসঙ্গত যত বিশ্বমাঝে রয় ॥
ইহলোকে যশ পরলোকে সুখ তার।
স্মরণ করিবে নাম যে জন তোমার ॥
স্বাভাবিক সত্য বলি শিব সাক্ষী তায়।
ধরারে পালিলে তুমি তবে শোভা পায় ॥
হে তাত? কুতর্ক মনে নাহি কর বৃথা।
ছাপা নাহি রয় কভু প্রেম ও শত্রুতা ॥

মুনিগণ পাশে যায় খগ, মৃগগণ।
ব্যাধেরে দেখিয়া পুনঃ করে পলায়ন ॥
পশু, পক্ষী জানে নিজ হিত অনহিত।
মানবের দেহ গুণ-জ্ঞানেতে পূরিত ॥
আমি তো তোমারে তাত? জানি ভাল মতে।
কি করিব পড়িয়াছি ঘোর সংশয়েতে ॥
সত্য রাখিলেন রাজা আমারে ত্যজিয়া।
দেহত্যাগ করে প্রেম-প্রতিজ্ঞা লাগিয়া ॥
অন্যথা করিতে তাঁর বাক্যে হয় ভয়।
ততোধিক চিন্তা মম তব তরে হয় ॥
তদুপরি আজ্ঞা মোরে দিল গুরুদেবে।
যা কহ অবশ্য তাহা করিতে হইবে ॥
সঙ্কোচ ত্যজিয়া সুপ্রসন্ন করি মন।
যা বলিবে তাহা আজি করিব পূরণ ॥
সত্যসন্ধ রঘুবর রামের বচন।
শুনিয়া সকলে অতি হৈল হৃষ্টমন ॥
সুরগণ সহ ইন্দ্র হইল সভয়।
মনে ভাবে এবে কার্য্য বুঝি নষ্ট হয় ॥
বিচার করিল বহু কিছু না হইল।
মনে মনে রামপদে আশ্রয় লইল ॥
পুনঃ বিচারিয়া সবে বলে পরস্পর।
ভকতের ভক্তি বশ হন রঘুবর ॥
অম্বরীষ, দুর্ব্বাসারে করিয়া স্মরণ।
সুর সুরপতি হৈল নিরাশে মগন ॥
পূর্ব্বে বহু দুখ সহিলেক দেবগণ।
প্রহ্লাদ করিল নরসিংহে প্রকটন ॥
মস্তক খুঁড়িয়া সবে কহে পরস্পরে।
দেবতার কার্য্য এবে ভরতের করে ॥
অপর উপায় নাহি দেখে দেবগণ।
শ্রীরাম ভক্তের সেবা করেন গ্রহণ ॥
সপ্রেম হৃদয়ে কর ভরতে সেবন।
রামে বশ কৈল নিজ স্বভাবে যে জন ॥

দেববাক্য শুনি বলিলেন বৃহস্পতি।
বড় ভাগ্য তোমাদের, কৈলে ভাল মতি ॥
সর্ব্ব সুমঙ্গল মূল বিশ্বমাঝে হয়।
ভরতচরণে অনুরাগ অতিশয় ॥
সীতাপতি শ্রীরামের ভক্তের সেবন।
হয়ত সুন্দর শত কামধেনু সম ॥
যদি ভক্তি কর সবে ভরতের প্রতি।
চিন্তা ছাড় কার্য্য সিদ্ধি হ'বে শীঘ্রগতি ॥
ভরত-প্রভাব কিবা দেখ সুরপতি।
যাঁহার স্বভাবে বশীভূত রঘুপতি ॥
মন স্থির কর সবে নাহি কর ভয়।
ভরতে রামের মূর্ত্তি জানিহ নিশ্চয় ॥
শুনি দেবতার বাক্য, গুরুর সম্মতি।
জানি প্রভু রামচন্দ্রে সচিন্তিত অতি ॥
ভরত আপন শিরে জানি সব ভার।
নিজ মনে বহুবিধ করেন বিচার ॥
বিচার করিয়া মনে নিশ্চয় করিল।
রামের আদেশ হয় সর্ব্বরূপে ভাল ॥
নিজ পণ ছাড়ি রাখিলেন পণ মম।
ক্ষমা, স্নেহ তাহে কিছু না করিল কম ॥
করিলেন অনুগ্রহ অত্যধিক মোরে।
সীতানাথ রামচন্দ্র সকল প্রকারে ॥
ভরত প্রণাম করি বলিল বচন।
যুগল কমল কর যুড়িয়া তখন ॥
কি বলিব, বলাইব, তুমি প্রভু স্বামী।
দয়ার জলধি তুমি হও অন্তর্য্যামী ॥
সুপ্রসন্ন গুরুদেব, প্রভু অনুকূল।
তথাপি না মিটে দুখ মানসের শূল ॥
মিথ্যা ভয়ে ভীত নাহি চিন্তার কারণ।
দিগ্‌ভ্রান্ত সূর্য্যে দোষ না দেয় কখন ॥
আমার অভাগ্য, জননীর কুটিলতা।
ধাতার বিষম গতি কাল কঠিনতা ॥

প্রাণপণে সবে মিলি নাগিতে চাহিলে।
প্রণতপালক নিজ প্রতিজ্ঞা রাখিলে ॥
এহ তো প্রভুর রীতি না হয় নূতন।
লোকে বেদে খ্যাত কভু না হয় গোপন ॥
তুমি মাত্র ভাল, মন্দ সকল সংসার।
কার্ ভাল হৈল ভাল বল সবাকার ॥
তোমার স্বভাব প্রভো ? কল্পবৃক্ষসম।
সম্মুখে বিমুখ কেহ না হয় কখন ॥
কল্পবৃক্ষ জানি যেবা নিকটেতে যায়।
ছায়াপাশে গেলে চিন্তা সকল পলায় ॥
রাজা বা দরিদ্র কিম্বা ভাল মন্দ যেহ।
মাগি অভীপ্সিত ফল লাভ করে সেহ ॥
হেরি সর্ব্বরূপে গুরু আর প্রভু স্নেহ।
মিটে মনক্ষোভ আর সকল সন্দেহ ॥
করুণা করিয়া এবে করহ তেমন।
জনহিতকর ক্ষুব্ধ নহে প্রভুমন ॥
যে সেবক প্রভুবরে করি সঙ্কুচিত।
নিজ হিত চাহে সেহ ক্ষুদ্র বুদ্ধিযুত ॥
সেবকের হিতকর প্রভুর সেবন।
করে যদি সুখ, লোভ করি বিসর্জ্জন ॥
ফির যদি নাথ ? স্বার্থসিদ্ধি সবাকার।
আদেশ করিলে ভাল সকল প্রকার ॥
ইহা হয় স্বার্থ সর্ব্ব পরমার্থ সার।
সকল সুকৃত-ফল সুগতি আধার ॥
হে দেব ? বিনতি এক শুনিয়া আমার।
উচিত কি অনুচিত করহ বিচার ॥
তিলকের দ্রব্য সব মম সঙ্গে রয়।
সফল করহ প্রভো ? যদি মনে লয় ॥
শত্রুঘ্নের সহ মোরে পাঠা'য়ে কানন।
সনাথ করহ নাথ ? সবারে এখন ॥
নতুবা ফিরুক দোঁহে শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
প্রভু সঙ্গে দাস আমি করিব গমন ॥
কিম্বা তিন ভ্রাতা মোরা যাইব কানন।
সীতাসহ প্রভু ফিরি যা'ন নিকেতন ॥
যেরূপেতে সুপ্রসন্ন হয় প্রভুমন।
সেরূপ করহ দেব কৃপানিকেতন ॥
আমার উপরে প্রভো ? দিলে সব ভার।
আমি নাহি জানি নীতি-ধর্ম্মের বিচার ॥
স্বার্থ হেতু আমি সব বলি যে বচন।
না থাকে বিচার বুদ্ধি কাতর যে জন ॥
উত্তর যে দেয় শুনি স্বামীর বচন।
লজ্জিত সে ভৃত্যে হেরি নিজে লজ্জা পান ॥
অগাধ জলধি সম আমার দুর্গুণ।
সাধুজন প্রভুপ্রেম করে প্রশংসন ॥
সেইমত শ্রেষ্ঠ মম হয় কৃপাময়।
যাহাতে প্রভুর মনে সঙ্কোচ না হয় ॥
সত্য কথা বলি প্রভুপদে দিব্য করি।
একটী উপায় জগতের হিতকারী ॥
সঙ্কোচ ত্যজিয়া প্রভু সুপ্রসন্ন মনে।
প্রদান করিবে যেই আজ্ঞা যেই জনে ॥
সেহ সেই আজ্ঞা শিরে করিয়া ধারণ।
পালিলে সকল দুখ হ'বে নিবারণ ॥
পবিত্র ভরতবাক্য শুনি হরষিত।
পুষ্পবর্ষে দেব, প্রশংসয়ে সাধু যত ॥
বিষম সঙ্কটে পড়ে অযোধ্যানিবাসী।
প্রমোদিত মন সুতাপস বনবাসী ॥
নিস্তব্ধ রহেন রাম হ'ন সঙ্কুচিত।
প্রভুদশা দেখি সবে হৈল চিন্তাযুত ॥
হেনকালে তথা আসে জনকের দূত।
শুনিয়া বশিষ্ঠ মুনি ডাকান ত্বরিত ॥
প্রণাম করিয়া সেহ রামেরে হেরিল।
দেখিয়া সে বেশ অতি দুখিত হইল ॥
দূতে দেখি মুনিবর প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল।
বিদেহ রাজার কহ কুশল মঙ্গল ॥

শুনি সঙ্কুচিত ভূমে নোয়াইয়া শির।
বলিলেন দূতবর যুড়ি দুই কর॥
সাদরে প্রভুর শুভ প্রশ্ন জিজ্ঞাসন।
হয় নৃপতির কুশল কারণ॥
নতুবা কৌশলনাথ দশরথ সাথ।
সকল কুশল গত হইয়াছে নাথ॥
নিখিল জগৎ হইলেক হীনপতি।
বিশেষ অযোধ্যা আর মিথিলাবসতি॥
জনকের পুরবাসী, দশরথ গতি।
শুনিয়া সকলে হৈল শোকে মগ্ন অতি॥
সে সময়ে যেই জন দেখিল বিদেহ *।
নাম সত্য ইহা নাহি বলিলেক কেহ॥
কৈকয়ীর কুটিলতা নরপতি শুনি।
জ্ঞানহারা হৈল যেন মণিহারা ফণী॥
ভরতের রাজ্য, শ্রীরামের বনবাস।
শুনিয়া হৃদয়ে দুখী হৈল মিথিলেশ॥
নৃপ ডাকাইয়া বুধ মন্ত্রীর সমাজ।
বলেন বিচারি বল উচিত কি আজ॥
অযোধ্যায় যাই কিবা নাহি যাই তথা।
থাক কিম্বা চল, কেহ নাহি কহে কথা॥
ধৈরয ধরিয়া নৃপ করি বিচারণ।
পাঠাইল অযোধ্যায় দূত চারি জন॥
ভরতের ভাল মন্দ ভাব বিচারিয়া।
নাহি জানে কেহ, এস সত্বর ফিরিয়া॥
অযোধ্যায় গিয়া দূত ভরতের গতি।
দেখিয়া বুঝিয়া ভরতের কার্য্য রীতি॥
চিত্রকূট যাইতেছে কৈকয়ীনন্দন।
জানিয়া মিথিলা দূত করেন গমন॥
দূতগণ আসি যত ভরত করম।
যথাবুদ্ধি জনকেরে করায় শ্রবণ॥

শুনি গুরু, পুরজন, সচিব, নৃপতি।
শোকে স্নেহে সবে হৈল ব্যাকুলিত অতি॥
ধৈর্য্য ধরি ভরতের করি প্রশংসন।
যোদ্ধা সেনাপতিগণে ডাকিল তখন॥
নগরে, মণ্ডলে, দেশে রক্ষক রাখিয়া।
অশ্ব, গজ, রথ, বহু যান সাজাইয়া॥
শুভ লগ্ন দেখি চলিলেন সেই কাল।
পথেতে বিশ্রাম নাহি করে মহীপাল॥
আজি প্রাতঃকালে স্নান করি প্রয়াগেতে।
হয় যমুনার পার সকল লোকেতে॥
পাঠাইল মোরে প্রভো? সংবাদ লইতে।
এত বলি নোয়াইল মস্তক ভূমিতে॥
সঙ্গে ছয় সাত জন কিরাতেরে দিল।
মুনিবর দূতে ত্বরা বিদায় করিল॥
জনকের আগমন করিয়া শ্রবণ।
অযোধ্যানিবাসী সবে আনন্দিত হ'ন॥
সঙ্কুচিত হ'ন অতি শ্রীরঘুনন্দন।
শোকেতে বিবশ হৈল নমূচিসূদন॥
লজ্জা, দুখ হৈল অতি ভরতমাতার।
কারে কি বলিবে, দোষ দিবে বা কাহার॥
হেন মনে জানি হরষিত নরনারী।
আবার রহিব সবে দিন দুই চারি॥
হেনরূপে সে দিবস বিগত হইল।
প্রাতঃকালে সর্ব্বলোকে স্নানাদি করিল॥
স্নান করি করে পূজা যত নরনারী।
গণপতি, গৌরী আর পুরারী, তমারী॥
রমারমণের পদ করিয়া বন্দন।
সাঞ্জল অঞ্জলি যুড়ি করে নিবেদন॥
রাজা রামচন্দ্র, রাণী জনকনন্দিনী।
অযোধ্যা আনন্দসিন্ধু হ'বে রাজধানী॥

* অর্থাৎ বিদেহ শরীরবিহীন ইহা সকলেই বিবেচনা করিলেন। বিদেহ জনকরাজার নাম।

অযোধ্যায় বসিবেক সকল সমাজ।
ভরতে শ্রীরাম করিবেন যুবরাজ॥
এইরূপ সুখ-সুধা করিয়া সিঞ্চন।
কর দেব? সবাকার সার্থক জীবন॥
নহে যত গুরুগণ ভ্রাতৃগণ সনে।
করুন রাজত্ব রাম অযোধ্যা ভুবনে॥
অযোধ্যায় রাম রাজ্য করিতে করিতে।
মরি সবে এ বাসনা সবাকার চিতে॥
শুনি স্নেহময় পুরবাসীর বচন।
যোগ ও বিরাগে নিন্দা করে জ্ঞানীগণ॥
হেনরূপে নিত্যকর্ম্ম করি পুরজন।
প্রণমিল রামচন্দ্রে হরষিত মন॥
উত্তম, মধ্যম, নীচ নরনারী যত।
করেন দর্শন নিজ নিজ ইচ্ছামত॥
সাবধানে সবাকারে রাম সম্মানিল।
দয়াধারে সবে বহু প্রশংসা করিল॥
রামের শৈশব হৈতে ছিল এই পণ।
যথা ন্যায় বিবেচিয়া করেন পালন॥
শীলতা-সঙ্কোচ-সিন্ধু হ'ন রঘুবর।
সুমুখ সুনেত্র আর স্বভাবসুন্দর॥
কহিতে কহিতে অনুরাগে রামগুণ।
নিজ নিজ ভাগ্য সবে করে প্রশংসন॥
আমাদের সম পূত বিশ্বে হয় কম।
যাদিগে ভাবেন রাম বলিয়া আপন॥
প্রেমমগ্ন সে সময়ে হৈল সর্ব্বজন।
শ্রবণ করিয়া জনকের আগমন॥
যথাক্রমে উঠিলেন সহ সর্ব্বজন।
পূত দিনকর-কুল-কমল-তপন॥
ভ্রাতা, পুরজন, মন্ত্রী, গুরুদেব সাথ।
অগ্রেতে গমন করিলেন রঘুনাথ॥
চিত্রকূটে দেখি তবে জনক নৃপতি।
প্রণাম করেন রাম ত্যজি দ্রুতগতি॥

উৎসাহে শ্রীরাম-দরশন বাসনায়।
পথশ্রম ক্লেশ লেশ না হয় কাহার॥
শ্রীরামজানকী যথা তথা মন রয়।
বিনা মনে দেহে কোথা সুখ দুখ হয়॥
আসিছে চলিয়া হেন জনক নৃপতি।
স্বভাবের বশে যেন প্রেমমদে মাতি॥
নিকটে আসিয়া হেরি অনুরাগ ভরে।
মিলিতে লাগিল পরস্পর সমাদরে॥
বন্দিল জনক মুনিগণের চরণ।
প্রণমিল ঋষিগণে শ্রীরঘুনন্দন॥
জনকের সাথে রাম সহ ভ্রাতৃগণ।
মিলিয়া সঙ্গেতে ল'য়ে করেন গমন॥
সাগর সদৃশ হয় রামের আশ্রম।
শ্বশুর স্বরূপ জলে হয় ত পূরণ॥
করুণারসের নদী জনকের সৈন্য।
সঙ্গে লয়ে যান রাম জগৎ-বরেণ্য॥
বিজ্ঞান বিরাগরূপ ডুবাইল তীর।
সশোক বচনরূপ মিলে নদনীর॥
শোকের নিশ্বাসরূপ বায়ুর তরঙ্গ।
তটস্থিত ধৈর্য্য তরুবরে করে ভঙ্গ॥
বিষম বিষাদ তাহে অতি খরধার।
ভয় ভ্রম হয় যেন আবর্ত্ত অপার॥
নাবিক বশিষ্ঠ আদি শ্রেষ্ঠবিপ্র তরি।
পারে না লইতে পারে যুকতি পাসরি॥
বনচর, কোল আর কিরাতের দল।
পথিকে হেরিয়া স্তব্ধ, হৃদয়ে হারিল॥
আশ্রম-সাগরে গিয়া যখন মিশিল।
মনে হয় জলনিধি উথলি উঠিল॥
শোকেতে বিকল দুই রাজার সমাজ।
না রহিল জ্ঞান আর নাহি ধৈর্য্য লাজ॥
দশরথ-রূপ-গুণ-শীলে প্রশংসিয়া।
শোক করে সবে শোক সাগরে ডুবিয়া॥

মগ্ন হৈয়া শোকার্ণবে, বিলাপ করয়ে সবে,
নরনারী ব্যাকুলিত মতি।
সকলেই দিয়া দোষ, বাক্য বলে করি রোষ,
কি করিল বিধি বাম অতি ॥
সুর, সিদ্ধ, যোগীজন, তপস্বী ও মুনিগণ,
জনকের দশা দরশনে।
স্নেহনদী পরপারে, অনায়াসে যাইবারে,
সমর্থ না হয় কোন জনে ॥
উপদেশ অগণন, করে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ,
যেখানে সেখানে লোকগণে।
ধৈর্য্য ধর নৃপমণি, বলেন বশিষ্ঠ মুনি,
জনকের প্রতি সযতনে ॥

যাঁর জ্ঞান-রবি ভবনিশি করে নাশ।
বচনকিরণে মুনিপদ্মের বিকাশ ॥
মোহ কি মমতা যায় নিকটে তাহার।
সীতারাম প্রীতি স্নেহ ইহাতে প্রচার ॥
বিষয়ী, সাধক, সুচতুর সিদ্ধগণ।
জগতে ত্রিবিধ জীব বেদের বর্ণন ॥
রামের প্রেমেতে মন মগন যাহার।
সাধুগণ সমাদর করেন তাহার ॥
রামপ্রেম বিনা জ্ঞান শোভা নাহি পায়।
[illegible]ার বিনা জলযান যথা ধায় ॥
বিদেহরাজারে মুনি বহু বুঝাইল।
রামঘাটে সর্ব্বজনে সনান করিল ॥
নরনারীগণ সবে শোকেতে ব্যাকুল।
বিনা জলপানে সেই দিবস কাটিল ॥
খগ, মৃগ, পশুগণ না করে আহার।
প্রিয় পরিজনের কি তাহাতে বিচার ॥
উভয় রাজার সর্ব্ব লোকজনগণ।
প্রাতঃকালে স্নান কার্য্য করি সমাপন ॥
বসিলেন সবে গিয়া বটবৃক্ষ মূলে।
বিমলিন মন, কৃশ শরীর, সকলে ॥

দশরথ-পুরবাসী যতেক ব্রাহ্মণ।
মিথিলানগরবাসী ছিল যত জন ॥
সূর্য্যবংশ গুরু, জনকের পুরোহিত।
বিশ্বমার্গে পরমার্থ যাঁদের বিদিত ॥
লাগিলেন উপদেশ কহিতে অনেক।
সহধর্ম্মনীতি আর বিরতি বিবেক ॥
বিশ্বামিত্র বলি বহু কথা পুরাতন।
বুঝান সকলে কহি মধুর বচন ॥
বিশ্বামিত্রে তবে বলিলেন রঘুনাথ।
অনশনে দুই দিন সবে আছে নাথ? ॥
মুনি বলে রামচন্দ্র বলেন উচিত।
আড়াই প্রহর দিবা হইলেক গত ॥
ঋষি রুচি হেরি ক'ন মিথিলার পতি।
অন্নাদি ভোজন হেথা না হয় যুকতি ॥
ভূপতির কথা ভাল লাগিল সকলে।
আদেশ পাইয়া স্নান করিবারে চলে ॥
হেন অবসরে তথা বহু ফল ফুল।
বিবিধ প্রকার কত নানাজাতি মূল ॥
লইয়া আনিল তথা বনচরগণ।
ঝুড়ীতে ঝুড়ীতে ভার করি অগণন ॥
কামদাতা হৈল গিরি রামের প্রসাদে।
দৃষ্টিমাত্রে করে দূর সকল বিষাদে ॥
ভূপ্রদেশ, সরোবর নদী আর বন।
আনন্দ ও প্রেম যেন করে উদগীরণ ॥
লতা বৃক্ষে পরিপূর্ণ হৈল ফল ফুল।
খগ, মৃগ, অলি রব করে অনুকূল ॥
সেই অবসরে বনে অধিক উৎসব।
ত্রিবিধ সমীরে সুখী হয় লোক সব ॥
সে মাধুর্য্য বরণিব কি সাধ্য আমার।
মহী যেন করে নিজে জনক-সৎকার ॥
প্রেমেতে সকলে হেরি সব তরুবরে।
যথা তথা পুরজন অবস্থান করে ॥

ফল, ফুল-দল, কন্দ, বিবিধ বিধান।
পবিত্র সুন্দর, স্বাদু, সুধার সমান॥
সাদরে সবার পাশে বশিষ্ঠ তখন।
ভারে ভারে সাজাইয়া করেন প্রেরণ॥
পূজি পিতৃ, সুর, গুরু, অতিথিরগণ।
করিতে লাগিল ফলাহার সর্ব্বজন॥
হেনরূপে চারি দিন হইলেক গত।
রামে নিরখিয়া সুখী নরনারী যত॥
উভয় সমাজ হেন বাঞ্ছা করে মনে।
ফিরা ভাল নহে সীতারামের বিহনে॥
সীতারাম সঙ্গে বনে বাস নিরন্তর।
কোটি সুরপুর সম বাস সুখকর॥
জানকী, লক্ষ্মণ, রামে করি পরিহার।
নিজ গৃহ ভাবে যেহ, বিধি বাম তার॥
বিধি অনুকূল হ'বে সবারে যখন।
রাম সঙ্গে বনে বাস ঘটিবে তখন॥
তিন কালে মন্দাকিনী-জলেতে মজ্জন।
আনন্দ-মঙ্গলকর রাম দরশন॥
তপস্বী-আশ্রম, রাম-গিরিতে ভ্রমণ।
সুধাসম কন্দ, মূল, ফলাদি ভোজন॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ হ'বে হরষে যাপন।
বুঝি [illegible] গত হ'বে পল সম॥
হেন সুখযোগ্য মোরা না হই কখন।
কোথা পাব হেন ভাগ্য কহে সর্ব্বজন॥
হেনরূপে স্বাভাবিক সহজ প্রেমেতে।
উভয় সমাজ মগ্ন রামচরণেতে॥
এইরূপ মনোরথ সর্ব্বজনে করে।
প্রেমযুক্ত বাক্য শুনি শ্রোতৃমন হরে॥
পাঠায় কৌশল্যাপাশে সীতার জননী।
দাসী একজন, সেহ ফিরি এল জানি॥
সীতার শ্বশ্রূর অবকাশ আছে শুনি।
আইল তথায় রাজা জনকের রাণী॥

সমাদরে সম্মানিয়া কৌশল্যা তখন।
সময়ের অনুসার দিলেন আসন॥
উভয় পক্ষের প্রেম স্বভাব সুন্দর।
দেখি শুনি দ্রবীভূত কুলিশ কঠোর॥
পুলকে শিথিল দেহ, চক্ষে বহে জল।
নখে লিখি মহী সবে ভাবিতে লাগিল॥
সীতারাম প্রেমমূর্ত্তিহীন রাণীগণ।
ধরিয়াছে নানারূপ করুণা যেমন॥
সীতার জননী বলে বিধাতা কুটিল।
দুগ্ধফেণে সেহ ঘোর বজ্রেতে কাটিল॥
শুনিতে অমৃত হেরি গরলের সম।
বিধাতার সব কার্য্য হয়ত ভীষণ॥
যথা তথা হয় কাক, পেঁচা, বক-দল।
মানসরোবর-হংস অতীব বিরল॥
শুনিয়া সুমিত্রাদেবী বলে দুখে অতি।
অতীব বিচিত্র বিপরীত বিধিগতি॥
সৃষ্টি করি পালি সেহ বিনাশে আবার।
বালমতি সম ভ্রান্ত বুদ্ধি বিধাতার॥
কৌশল্যা বলেন নাহি হয় কারো দোষ।
দুখ সুখ ক্ষতি লাভ হয় কর্ম্মবশ॥
কঠিন কর্ম্মের গতি জানেন বিধাতা।
হ'ন তিনি শুভাশুভ কর্ম্মফলদাতা॥
শিরে ধরি ঈশ্বরাজ্ঞা পালেন সকল।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—অমৃত গরল॥
মোহবশে শোক দেবি? করহ বিফল।
বিধির প্রপঞ্চ হেন অনাদি অচল॥
ভূপতির জন্ম-মৃত্যু হৃদয়েতে আনি।
শোক করি মাত্র সখি? বুঝি নিজ হানি॥
বলেন সীতার মাতা সত্য হয় বাণী।
তুমি পুণ্য-পুঞ্জ দশরথের গৃহিণী॥
যাইতেছে বন সীতা; লক্ষ্মণ, শ্রীরাম।
ভাল হ'বে, মন্দ নাহি হ'বে পরিণাম॥

বলেন কৌশল্যাদেবী বচন করুণ।
ভরতের তরে মম চিন্তা নিদারুণ ॥
ঈশ্বরপ্রসাদে তব আশীর্ব্বাদে আর।
গঙ্গাজল সম বধূ-তনয় আমার ॥
রামের শপথ আমি কভু নাহি করি।
সত্য কহিতেছি সখি ? এবে তাহা করি ॥
ভরতের শীল, গুণ, নম্রভাব অতি।
ভ্রাতৃপ্রীতি সুনির্ম্মল বিশ্বাস ভকতি ॥
বর্ণিতে কুণ্ঠিত তাহা শারদার মন।
হয় কি ঝিনুকে কভু সাগর সিঞ্চন ॥
ভরতে জানিবে সদা কুলের প্রদীপ।
পুনঃ পুনঃ মোরে বলিলেন নরাধিপ ॥
সোনা চিনে কষি, মণি পরীক্ষা করিয়া।
পুরুষে চিনিতে পারে সময় বুঝিয়া ॥
আজি হেন কহা মম অনুচিত হয়।
শোকে, স্নেহে, চতুরতা অতি অল্প হয় * ॥
শুনি গঙ্গাজল সম সুপবিত্র বাণী।
শোকে ব্যাকুলিত হইলেন সব রাণী ॥
পুনশ্চ কৌশল্যা বলিলেন ধৈর্য্য ধরি।
শ্রবণ করহ দেবি ? মিথিলাধিশ্বরী ॥
জ্ঞানের জলধি হ'ন বল্লভ তোমার।
তোমা উপদেশ দিতে সাধ্য আছে কার ॥
রাজার নিকটে রাণি ? সময় বুঝিয়া।
নিজপক্ষ হৈতে বলিবেন বুঝাইয়া ॥
লক্ষ্মণ থাকুক, বনে যাউক ভরত।
রাজা মনে যদি ইহা বুঝে ভাল মত ॥
তাহ'লে বিচারি ভাল করিবে যতন।
ভরতের তরে মম চিন্তা নিদারুণ ॥
রাম প্রতি ভরতের মনে গাঢ় স্নেহ।
ভাল নাহি লাগে মনে যদি রহে এহ ॥

হেরিয়া স্বভাব শুনি সরল বচন।
করুণারসেতে সবে হইল মগন ॥
গগনেতে ধন্য রব কুসুম ঝরিল।
সিদ্ধ, যোগী, মুনি প্রেমে শিথিল হইল ॥
সব রাণীগণ স্তব্ধ চাহিয়া রহিল।
ধৈরয ধরিয়া তবে সুমিত্রা বলিল ॥
দ্বিতীয় প্রহর দেবি ? অতীত রজনী।
সপ্রেমে উঠেন শুনি রামের জননী ॥
ত্বরা করি সবে এবে নিজ স্থানে যাহ।
কহিলেন শুদ্ধভাবে করি কত স্নেহ ॥
এখন আমার মাত্র শঙ্কর উপায়।
অথবা মিথিলাপতি হ'বেন সহায় ॥
হেরি স্নেহ আর শুনি বিনীত বচন।
জনকের জায়া ধরি পবিত্র চরণ ॥
বলে, হেন যোগ্য দেবি ? বিনয় তোমার।
রামের জননী, দশরথরাণী আর ॥
উচ্চ, নীচ জনে সদা সমাদর করে।
অগ্নি শিরে ধরে ধূম, গিরি তৃণ ধরে ॥
কায়মনোবাক্যে ভৃত্য মিথিলার পতি।
তাহাতে সহায় তব গৌরী গৌরীপতি ॥
তোমার সহায় যোগ্য বিশ্বে কেবা হয়।
দিনকর-সহায়ক দীপ কভু নয় ॥
সুরকার্য্য সাধি রাম কাননেতে গিয়া।
করিবে অচল রাজ্য অযোধ্যা ফিরিয়া ॥
রাম বাহুবলে দেব, নাগ, নর সবে।
নিজ নিজ স্থানে সবে বসতি করিবে ॥
যাজ্ঞবল্ক্য এহ সব করেন নিশ্চয়।
মুনিবাক্য দেবি ? কভু মিথ্যা নাহি হয় ॥
এত বলি প্রেমে অতি চরণে পড়িয়া।
সীতারে লইতে সঙ্গে প্রার্থনা করিয়া ॥

* রাজার মৃত্যু ও রামের বনবাসাদি কারণে আমার মধ্যে শোক ও স্নেহের প্রাবল্য থাকায় যদিও ভরতের প্রশংসা করা আমার উচিত নহে, তথাপি ভরতের স্বভাব এবং গুণের জন্যই এ কথা বলিতে হইতেছে।

সীতার জননী তবে সীতারে লইয়া।
চলিলেন নিজ স্থানে আদেশ পাইয়া ॥
মিলেন বৈদেহী নিজ প্রিয় পরিজনে।
যে যেরূপ যোগ্য, সেইরূপ তার সনে ॥
দেখি জানকীর সেই তপস্বিনী বেশ।
হইল বিকল সবে বিষণ্ণ বিশেষ ॥
বশিষ্ঠের আজ্ঞা পেয়ে মিথিলার রাজা।
চলিলেন গৃহে, গিয়া দেখেন তনুজা ॥
জনক সীতারে বক্ষে করেন ধারণ।
প্রেম ও প্রাণের প্রিয় অতিথি যেমন ॥
অনুরাগ-জলনিধি হৃদে উথলিল।
ভূপমন তাহে যেন প্রয়াগ হইল ॥
সীতা প্রতি প্রেম-বট বাড়িতে লাগিল।
রামপ্রেম-শিশু তাহে শোভিত হইল * ॥
মুনিজ্ঞান ব্যাকুলিত মুনি মার্কণ্ডেয় †।
ডুবিতে পাইল যেন শিশুর আশ্রয় ॥
না হয় জনক-বুদ্ধি মোহেতে মগন।
সীতারঘুবর-প্রেম-মহিমা এমন ॥
সীতা নিজ পিতৃমাতৃ স্নেহের বশেতে।
ঘোর ব্যাকুলতা নাহি পারে সামলিতে ॥
ধরণীনন্দিনী বলি ধৈর্য্য ধরিল।
সময় সুধর্ম্ম মনে বিচার করিল ॥
জনক সীতার হেরি তপস্বিনী-বেশ।
প্রেমে পরিতুষ্ট হইলেন সুবিশেষ ॥
পুত্রি? দুই কুলে তুমি পবিত্র করিলে।
জগতে সুযশ তব গাহিবে সকলে ॥
গঙ্গা-কীর্ত্তি করি জয় তব কীর্ত্তি নদী।
গমন করিল কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবধি ॥
পৃথিবীতে তিন স্থান ‡ গঙ্গার প্রধান।
সাধুর সমাজে ইহা করিবে মহান্ ॥
পিতা কহিলেন প্রেমে যথার্থ বচন।
সঙ্কোচে জানকী ধরা প্রবেশে যেমন ॥
পুনঃ পিতামাতা হৃদে তুলিয়া লইল।
আশীর্ব্বাদ হিতকর শিক্ষা বহু দিল ॥
কহিতে না পারে সীতা সঙ্কুচিত মন।
রজনীতে বাস হেথা নহে সুশোভন ॥
সীতা-ভাব হেরি রাণী নৃপে জানাইল।
মনে মনে রাজা বহু প্রশংসা করিল ॥
সাক্ষাৎ করিয়া সীতা সহ ঘন ঘন।
বিদায় করিল করি বিবিধ সম্মান ॥
সময়ের অনুসারে ভরতের গতি।
মিষ্টবাক্যে বলে রাণী সুচতুরা অতি ॥
শুনি নরপতি ভরতের ব্যবহার।
সুবর্ণে সুগন্ধ, যেন সুধা শশীসার ॥

* প্রলয়কালে যখন সমস্ত জলমগ্ন হইয়া এক সমুদ্রে পরিণত হয়, তখন এক বটবৃক্ষে ভগবান্ শিশুরূপে শয়ন করিয়া থাকেন। কবি বলিতেছেন যে, জনকের অনুরাগ সাগরের সমান, তাহার মন যেন প্রয়াগ, সীতার প্রতি প্রেম যেন অক্ষয়বট এবং সেই বটবৃক্ষে রামপ্রেম যেন শিশুরূপে শয়ন করিয়া আছেন অর্থাৎ মহামোহমগ্ন জনকরাজ সীতা ও রামের স্নেহ ভুলেন নাই।

† অঙ্গিরা মুনির বংশোৎপন্ন মার্কণ্ডেয় মুনি বহু দিন তপস্যা করিলে পর ভগবান্ তুষ্ট হইয়া দর্শন দান করেন। তখন মুনি তাঁহার মায়া দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইলেন সমস্ত সংসার যেন এক সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। তিনি তন্মধ্যে সাঁতার দিতে লাগিলেন। সাঁতার দিতে দিতে বটবৃক্ষের উপরে একটী শিশু দেখিতে পাইলেন। মুনি সেই শিশুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিলেন, পূর্ব্ববৎ সমস্ত সংসার দেখিতে পাইলেন, পুনরায় যখন বাহিরে আসিলেন তখন ভগবানকে দেখিতে পাইলেন।

‡ হরিদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর।

মুদিল সজল নেত্র, তনু পুলকিত।
বাখানিতে লাগে বশ, মন হরষিত॥
সুমুখি? সুনেত্রে? শুন হ'য়ে সাবধান।
ভববন্ধন মুক্তকারী ভরত আখ্যান॥
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, বুদ্ধির বিচার।
এই সবে যথা মম বুদ্ধির প্রচার॥
সেই বুদ্ধি মম ভরতের মহিমাতে।
কি বলিব, ছল করি নারে পরশিতে॥
শঙ্কর, শারদা, শেষ, বিধি, গণপতি।
কবি, জ্ঞানী, বুধশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্ অতি॥
ভরত-চরিত্র, কার্য্য, পবিত্র কীরতি।
ধর্ম্ম, শীল, গুণ আর বিমল বিভূতি॥
শুনিয়া বুঝিলে সবাকার সুখকর।
গঙ্গাসম পূত সুধা করি নিরাদর॥
নিরবধি গুণ, নিরুপম সুপুরুষ।
ভরতে ভরত সম জানি সবিশেষ॥
কহে যদি সের সম সুমেরু পর্ব্বত।
কবিকুল বুদ্ধি জেনো হইয়াছে হত॥
বর্ণিতে ভরত-গুণ সবে শক্তিহীন।
জলহীন ধরাতলে যথা হয় মীন॥
শুন রাণি? ভরতের মহিমা অমিত।
না পারে বর্ণিতে রাম হইয়াও জ্ঞাত॥
বরণি সপ্রেমে ভরতের সাধু গতি।
হেরিয়া রাণীর রুচি বলে নরপতি॥
ফিরেন লক্ষ্মণ, যা'ন ভরত কাননে।
সবাকার ভাল সবে বাঞ্ছা করে মনে॥
কিন্তু দেবি? রাম ও ভরত পরস্পরে।
প্রীতি ও বিশ্বাস্ কেহ বর্ণিতে না পারে॥
ভরত মমতা তাঁর স্নেহের অবধি।
যদ্যপিও রাম সমতার জলনিধি॥
স্বার্থ-পরমার্থরূপ শ্রেষ্ঠ সুখ দ্বয়।
স্বপনেও মনে কভু ভরত না লয়॥

সাধনার সিদ্ধি, রামচন্দ্রপদে স্নেহ।
আমি বুঝি ভরতের মত হয় এহ॥
স্বপনেও রাম আজ্ঞা ভরত কখন।
মনেতেও নাহি পারে করিতে লঙ্ঘন॥
নাহি কর শোক রাণি? স্নেহের বশেতে।
বলিলেন নরপতি ব্যাকুলিত চিতে॥
গাহিতে গাহিতে রাম-ভরতের গান।
পলকের সম নিশি হয় অবসান॥
উভয় রাজার দল প্রভাতে জাগিল।
স্নান করি সুরগণে পূজিতে লাগিল॥
গুরুপাশে গেল রাম স্নান সমাপিয়া।
নমি পদে, বলিলেন, আদেশ লভিয়া॥
ভরত, জননীগণ, নাথ? পুরজন।
বনবাসে ক্লিষ্ট, শোক-ব্যাকুলিত মন॥
সমাজ সহিত নিজে মিথিলার পতি।
বহুদিন হ'তে ক্লেশ সহ্য করে অতি॥
কর প্রভো? এবে যাহা হয় সমুচিত।
প্রভুর আজ্ঞাতে হয় সবাকার হিত॥
এত বলি রামচন্দ্র হ'ন সঙ্কুচিত।
শীল ও স্বভাব হেরি মুনি পুলকিত॥
সব সুখ-শয্যা রাম? তোমার বিহনে।
দুই নৃপদল ভাবে নরক সমানে॥
পরাণের প্রাণ তুমি জীবের জীবন।
সুখেরও সুখ তুমি কমললোচন॥
তোমা ত্যজি তাত? গৃহ ভাল লাগে যার।
নিশ্চয় জানিও বিধি প্রতিকূল তার॥
দগ্ধ হোক ধর্ম্মকর্ম্ম সেই সুখ আর।
রামপদপঙ্কজেতে প্রেম নাহি যার॥
সে যোগ কুযোগ, জ্ঞান হয়ত অজ্ঞান।
শ্রীরামের প্রেম যথা না হয় প্রধান॥
তোমা বিনা দুখী, সুখী তব তরে হয়।
জান তুমি কার্ প্রাণে কোন্ কথা রয়॥

সকলের শিরোধার্য্য আজ্ঞা আপনার।
কৃপালো ? জানাই কিসে মঙ্গল সবার॥
আপনি আশ্রমে নিজ করহ গমন।
এত বলি মুনি হৈল স্নেহেতে মগন॥
প্রণাম করিয়া রাম নিজ স্থানে গেল।
ধৈর্য্য ধরি ঋষি জনকের পাশে গেল॥
নৃপকে শুনান গুরু রামের বচন।
স্বাভাবিক স্নেহে-শীলে অতি সুশোভন॥
কর মহারাজ ? এবে সেরূপ বিধান।
ধর্ম্ম রহে সবাকার হয়ত কল্যাণ॥
পরম পবিত্র তুমি জ্ঞানের নিধান।
ধার্ম্মিক সুধীর নরপতি বুদ্ধিমান্॥
তোমা বিনা অন্যে কেবা শক্তিশালী হয়।
উচিত বিধান কর এই দুঃসময়॥
মুনির বচন শুনি নৃপ অনুরাগী।
দশা হেরি হয় জ্ঞান, বিরাগ, বিরাগী॥
স্নেহেতে শিথিল চিন্তা করে মনে মনে।
হেথা আসি ভাল কার্য্য না করি এ ক্ষণে॥
রাজা রামে বলি বনে করিতে প্রয়াণ।
প্রাণ ত্যজি কৈল প্রিয় প্রেম সপ্রমাণ॥
পাঠাইয়া বন হৈতে এবে দূর বনে।
[illegible] ফিরি বাধ হৃষ্ট মনে॥
হেরি সেই গতি মুনি তাপস ব্রাহ্মণ।
প্রেমবশে হৈল অতি ব্যাকুলিত মন॥
ধৈর্য্য ধরি নরপতি সময় বুঝিয়া।
চলিল ভরতপাশে সকলে লইয়া॥
আগুবাড়ি আসি তবে ভরত লইল।
আসন সময়মত প্রদান করিল॥
মিথিলাধিপতি তবে কহেন ভরতে।
রামের স্বভাব তাত ? জান ভালমতে॥
সত্যব্রত রামচন্দ্র সদা ধর্ম্মে রত।
সবাকার শীল-স্নেহ বুঝি ভালমত॥

সঙ্কোচবশেতে বহু সহেন সঙ্কট।
যা বল সেরূপ বলি তাঁহার নিকট॥
শুনি দেহ পুলকিত নেত্রে বহে বারি।
বলেন ভরত বহু কষ্টে ধৈর্য্য ধরি॥
রাম প্রভু প্রিয় পূজ্য, তুমি পিতৃসম।
মাতা, পিতা, নহে হেন হিতকর মম॥
কৌশিকাদি মুনি সহ সচিব সমাজ।
জ্ঞানাম্বুধি নিজে প্রভু উপস্থিত আজ॥
বালক সেবক মোরে আজ্ঞা অনুগামী।
বুঝিয়া উচিত শিক্ষা দেহ মোরে স্বামী॥
এই সভাস্থলে প্রভু কৈলে জিজ্ঞাসন।
বলিব বাতুল সম বিমলিন মন॥
ছোট মুখে বলিতেছি বড় কথা অতি।
ক্ষম তাত ? বিধি বাম জানি মোর প্রতি॥
আগম নিগম আর প্রসিদ্ধ পুরাণে।
সুকঠিন সেবাধর্ম্ম বিশ্বে সবে জানে॥
স্বামীধর্ম্ম সহ হয় স্বার্থের বিরোধ।
শত্রুতায় অন্ধজনে নহে প্রেমবোধ॥
রক্ষা করি রাম-অভিলাষ ধর্ম্মব্রত।
পরাধীন আমারে জানিয়া ভালমত॥
সর্ব্বজন হিতকর সবার সম্মতি।
বুঝিয়া সবার প্রেম কর সেইমতি॥
স্বভাব দেখিয়া শুনি ভরত বচন।
সমাজ সহিত রাজা করে প্রশংসন॥
সুগম দুর্গম মৃদু কঠোর মধুর।
বহু অর্থ প্রকাশক স্বলপ অক্ষর॥
করেতে দর্পণ মুখ মুকুর ভিতর।
ধরা নাহি যায় তবু হেন বাক্যবর॥
ভূপতি, ভরত, মুনি সাধুর সমাজ।
যা'ন যথা দেব-কুমুদের দ্বিজরাজ॥
শুনি ইহা ব্যাকুলিত হৈল সর্ব্বজন।
বরষার জল পেয়ে যথা মীনগণ॥

প্রথমে বশিষ্ঠ-ভাব হেরি দেবগণ।
বিশেষ বিদেহ-স্নেহ করি বিলোকন ॥
পুনঃ রামভক্তিময় হেরিয়া ভরত।
স্বার্থে হায়! হায়! করি মানে পরাজিত ॥
সবে রামপ্রেমে মগ্ন করি নিরীক্ষণ।
হেন শোকাতুর দেব? না হয় বর্ণন ॥
শোকাতুর হ'য়ে বলে স্বর্গের ঈশ্বর।
প্রেম-সঙ্কোচের বশ হ'ন রঘুবর ॥
কর মায়া বিরচন মিলি পাঁচ জনে।
নতুবা অনর্থ বড় হ'বে এইক্ষণে ॥
স্মরি শারদারে স্তুতি করে দেবগণ।
আশ্রিত দেবেরে দেবি? করহ রক্ষণ ॥
ফিরাও ভরত-মতি, নিজ মায়া করি।
রক্ষ দেবকুলে করি ছলনা চাতুরী ॥
দেবের বিনয় দেবী করিয়া শ্রবণ।
স্বার্থে জড় জানি দেবে বলেন বচন ॥
মোরে কহ ভরতের মন ফিরাইতে।
সুমেরু সহস্রনেত্রে না পাও দেখিতে ॥
বিধি-হরি-হর-মায়া শ্রেষ্ঠতমা হয়।
ভরতের মতি হেরে তারো শক্তি নয় ॥
আমারে কহিছ সেই মতি পালটিতে।
চন্দ্রিকা চন্দ্রেরে চুরি পারে কি করিতে ॥
ভরত-হৃদয়ে সীতারামের নিবাস।
তথা কি তিমির যথা রবির প্রকাশ ॥
এত বলি সরস্বতী ব্রহ্মলোকে গেল।
নিশি চক্রবাক যথা দেবতা বিকল ॥
স্বার্থী দেবগণ তাহে বিমলীন মন।
করে উপদ্রব করি কুমন্ত্র রচন ॥
রচিল প্রপঞ্চমায়া সবাকার মন।
ভয়ে ভ্রমে নানারূপ হৈল উচাটন ॥
করিয়া কুচাল চিন্তা করে সুররাজ।
ভরতের হাতে সব ভাল মন্দ আজ ॥
যাইল জনক রঘুনাথের সমীপ।
সম্মান করিয়া সবে রঘুকুলদীপ ॥
সমাজ, ধরম, আর কালের উচিত।
বলিলেন তবে রঘুবংশ-পুরোহিত ॥
জনক ও ভরতের কথোপকথন।
শুনা'য়ে ভরত-কথা করান শ্রবণ ॥
যে আজ্ঞা প্রদান তাত? করিবে সবারে।
করিবে সকলে তাহা মম মনে ধরে ॥
শুনি রঘুনাথ তবে যুড়ি দুই কর।
বলিলেন সত্য বাক্য সরল সুন্দর ॥
আপনি ও মিথিলেশ যথা বিরাজিত।
তথা মোর কিছু বলা না হয় উচিত ॥
নৃপ ও আপনি মোরে আজ্ঞা কর যাহা।
আপনার দিব্য, মোর শিরোধার্য্য তাহা ॥
জনক, বশিষ্ঠ শুনি রামের শপথ।
হইলেন সঙ্কুচিত সভার সহিত ॥
সকলে ভরত মুখ করে নিরীক্ষণ।
কারো মুখে কোনরূপ না সরে বচন ॥
ভরত সভারে হেরি সঙ্কুচিত অতি।
ধৈরয ধরিল আপনার মনে অতি ॥
কুসময় বুঝি প্রেম করে সম্বরণ।
যথা বিন্ধ্য বৃদ্ধি করে অগস্ত্য বারণ * ॥
গুণরাশি রূপ ব্রহ্মা হৈতে মতি ক্ষিতি।
হরে শোক হিরণ্যাক্ষ অতি দুষ্টমতি ॥

* কোন সময়ে সূর্য্যের তেজে বিন্ধ্যাচলের লতাবৃক্ষসমূহ শুষ্কপ্রায় হইয়া গেলে বিন্ধ্যগিরি রাগান্বিত হইয়া স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিয়া সূর্য্যের গতি রোধ করেন। দেবগণ ভীত হইয়া অগস্ত্যঋষিকে পর্ব্বতরাজের নিকট প্রেরণ করেন, বিন্ধ্য তেজস্বী মুনিকে সমাগত দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলে মুনি আশীর্ব্বাদচ্ছলে বলিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত আমি দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাগত না হই, ততদিন তুমি এইরূপেই থাক, সেই হইতে মুনি আর ফিরিলেন না; কৌশলে পর্ব্বতরাজকে আবদ্ধ করিলেন।

ভরত বিবেকরূপ বরাহ বিশাল।
উদ্ধার করেন অনায়াসে সেই কাল॥
করযোড়ে বলে সবে করিয়া প্রণাম।
রাজা, সাধু. গুরুগণে হেরিয়া শ্রীরাম॥
ক্ষমা কর আজি অতি অনুচিত মোর।
বলেন মুখেতে মৃদু বচন কঠোর॥
হৃদয়েতে শারদারে করিতে স্মরণ।
মন হৈতে মুখপদ্মে করে আগমন॥
সুবিমল জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, মুক্তা সম।
হংসিনী ভরতবাণী বাছি লয় যেন॥
প্রেমেতে বিহ্বল যত সভাসদগণ।
বিবেক নেত্রেতে তাহা করি বিলোকন॥
বলেন ভরত তবে করিয়া প্রণাম।
স্মরণ করিয়া মনে জানকী-শ্রীরাম॥
তুমি প্রভো? পিতা, মাতা, বন্ধু, গুরু, স্বামী।
পরম কল্যাণকর পূজ্য অন্তর্য্যামী॥
সরল-পালনকর্ত্তা শীলের নিধান।
প্রণতপালক সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানবান্॥
সমর্থ, শরণাগত জন হিতকারী।
গুণের গ্রাহক, মন্দ-গুণ পাপহারী॥
প্রভুসম জীতেন্দ্রিয় প্রভু মাত্র হ'ন।
আমার তুলনা স্বামীদ্রোহী মম সম॥
মোহবশে প্রভু-পিতৃবাক্য উল্লঙ্ঘিয়া।
আসিয়াছি হেথা আমি সমাজ লইয়া॥
বিশ্বে ভাল, মন্দ, উচ্চ, নীচ সব হয়।
সুধা দেয় অমরত্ব, বিষে মৃত্যুভয়॥
রামের আদেশ অবহেলা করে মনে।
নাহি দেখি নাহি শুনি হেন কোন জনে॥
তাহা আমি সর্ব্বরূপে করিনু হেলন।
তবু প্রভু স্নেহ করি ভাবেন আপন॥

দয়ালুতা সজ্জনতা কত আপনার।
করিলে আমার নাথ? কত উপকার॥
দূষণ সকল হৈল ভূষণ আকার।
চতুর্দ্দিকে চারু কীর্ত্তি হইল প্রচার॥
প্রভুর রহস্য, নীতি, মহিমা অপার।
নিগমে আগমে গীত বিদিত সংসার॥
কুটিল, কুমতি, খল ক্রূর, কলঙ্কিত।
নাস্তিক, শীলতাহীন, নীচ নিঃশঙ্কিত॥
শুনিয়াছি তাহারাও লইলে শরণ।
প্রণমিলে একবার, করেন পালন॥
দোষ দেখি কভু তাহা না ভাবেন মনে।
গুণ শুনি প্রশংসেন সাধুগণ সনে॥
কোন্ স্বামী দাসে হেন করেন রক্ষণ।
সাজাইয়া সব সাজে আপন আপন* ॥
আপনার কার্য্য নাহি ভাবেন স্বপনে।
সেবকের দুখ চিন্তা সদা ভাবে মনে॥
হেন প্রভু সম কেহ নাহিক অপর।
সুনিশ্চিত কহিতেছি তুলি দুই কর॥
পশু নাচে, হয় শুক পাঠেতে প্রবীন।
গুণগতি হয় নট গায়ক অধীন॥
দোষ করি সংশোধন, করিয়া সম্মান।
দিলেন আমারে সাধুগণশ্রেষ্ঠ স্থান॥
কৃপাময় বিনা কেবা করিবে পালন।
সুকঠিন হয় যাহা বেদের বচন॥
শোক, স্নেহ কিম্বা শিশু-স্বভাবের বশ।
আসিয়াছি না মানিয়া প্রভুর আদেশ॥
তথাপি কৃপালু কৃপাগুণে আপনার।
ভাল বলি সব কার্য্য মানেন আমার॥
দেখিলাম পাদপদ্ম সুমঙ্গল মূল।
জানিলাম স্বামী স্বভাবতঃ অনুকূল॥

* অর্থাৎ তিনি ভক্তকে নিজের ন্যায় চতুর্ভুজধারী, শ্যামবর্ণ, পীতবসন আদি প্রদান, করিয়া সারূপ্য মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রেষ্ঠ সমাজেতে হেরি ভাগ্যের উদয়।
বড় দোষী, তবু প্রভু অনুরাগী হয়॥
কৃপা-অনুগ্রহে দেহ পূরিত হইল।
দয়ার সাগর সব অধিক করিল॥
শ্রেষ্ঠশীল আর ভাল স্বভাবে আপন।
মম আব্দার প্রভু করেন রক্ষণ॥
প্রভুর সমাজে নাথ? সঙ্কোচ ত্যজিয়া।
ধৃষ্টতা করিনু নানা নির্ল্লজ্জ হইয়া॥
কহিলাম ইচ্ছামত নানারূপ বাণী।
ক্ষমা কর দেব? মোরে সকাতর জানি॥
প্রভু নিজে জ্ঞানবান্, প্রেমী অতিশয়।
বেশী কিছু বলা মোর অনুচিত হয়॥
আদেশ আমারে দেব? করহ এখন।
করহ আমার সব কার্য্য সমাপন॥
দিব্য করি প্রভুপাদপদ্ম পরাগের।
শেষ যাহা হয় সত্য, পুণ্য ও সুখের।
আপন হৃদয়-অভিলাষ বলিতেছি।
জাগিতে, শুইতে যাহা স্বপ্নে দেখিতেছি॥
স্বাভাবিক স্নেহে করি প্রভুর সেবন।
স্বার্থ, ছল, চতুর্ব্বর্গ করিয়া বর্জ্জন॥
আদেশ পালন সম নাহিক সেবন।
প্রভো? সে প্রসাদ যেন পায় দাসজন॥
এত বলি হ'ন অতি প্রেমেতে মগন।
পুলকে পূরিত অঙ্গ সজল নয়ন॥
ব্যাকুলিত হৈয়া ধরে প্রভুর চরণ।
সে কালের প্রেমভাব না হয় বর্ণন॥
সম্মানিয়া কৃপাসিন্ধু মধুর বচনে।
করে ধরি নিজপাশে বসান যতনে॥
দেখিয়া স্বভাব, শুনি ভরত-বিনতি।
স্নেহেতে শিথিল সভাসহ রঘুপতি॥

মিথিলার পতি, আর রঘুপতি,
ব্যাকুলিত অতি, প্রেমে সাধুগণ।
মানস মাঝারে, সবে ভরতেরে,
অশেষ প্রকারে, করে প্রশংসন॥
ভরতে প্রশংসে, দেবতা আকাশে,
কুসুম বরষে, বিমলিন মন॥
সবে ব্যাকুলিত, যেন সঙ্কুচিত,
যামিনী আগত, জানি পদ্মবন।
দেখিয়া দুখিত, নরনারী যত,
বিমলিন চিত, উভয় দলে।
স্বর্গেয় রাজন, হয় দুখী মন,
মারি মৃত যেন, চাহিছে মঙ্গলে॥

ছলতা, কুমতিসীমা হ'ন সুররাজ।
পরমাদ ভাবে প্রিয় আপনার কাজ॥
বাসবের রীতি হয় কাকের সদৃশ।
কপটী, মলিন, নাহি কিছুতে বিশ্বাস॥
প্রথমে কুমতি করি মায়ার সৃজন।
মায়াবশীভূত করে সকলের মন॥
দেবের মায়ায় সবে হৈল বিমোহিত।
তবু নাহি রামপ্রেম হয় দূরগত॥
উচাটনবশে কারো স্থির নহে মন।
ক্ষণে গৃহ লাগে ভাল, ক্ষণে লাগে বন॥
দ্বিবিধ মনের গতি দুখী প্রজাগণ।
সাগরসঙ্গমে নদী-সলিল যেমন॥
দু টানে পড়িয়া কেহ পরিতুষ্ট নয়।
পরস্পর মর্ম্ম কথা কেহ নাহি কয়॥
হেরি মনে হাসি বলে করুণানিধান।
কুকুর, বাসব, যুবা, হয়ত সমান॥
ভরত, জনক, মন্ত্রী ছাড়ি মুনিগণ।
আর উপস্থিত যত ছিল সাধুগণ॥
দেবমায়া সকলেরে কৈল অধিকার।
যে যেমন যোগ্য তথা সেরূপ বিস্তার॥

হেরিলেন প্রভু সবে দুখিত অপার।
নিজ প্রেমে মগ্ন তাহে দেবমায়া ভার ॥
সভাসদ্, রাজা, গুরু, সচিব, ব্রাহ্মণ।
ভরতের ভক্তি-বদ্ধ সবাকার মন ॥
চিত্রার্পিত সম রামে করে নিরীক্ষণ।
কহিতে কুণ্ঠিত যেন শিক্ষিতে বচন ॥
ভরতের প্রীতি, নতি, অতীব বিনতি।
শুনিতে সুখদ বলা সুকঠিন অতি ॥
যাহার ভকতি-কণা করি বিলোকন।
মুনিগণ, মিথিলেশ প্রেমে নিমগন ॥
তুলসী, মহিমা তার বর্ণিবে কেমন।
ভক্তির প্রভাবে কহে হরষিত-মন ॥
ভরত-মহিমা শ্রেষ্ঠ, নিজে ক্ষুদ্র অতি।
কবিকুল ভীত জানি সঙ্কুচিত-মতি ॥
বর্ণিতে না পারে গুণ-অভিলাষ অতি।
বালক বচন সম হয় বুদ্ধি গতি ॥
ভরতের যশ, সুনির্ম্মল নিশাপতি।
চকোর-কুমারী সম হয় কবিমতি ॥
উদিত সুধাংশু সর্ব্বলোক-হৃদাকাশে।
চকোরী চাহিয়া হেরে তাহা নির্ণিমিষে ॥
না পারে বর্ণিতে বেদ ভরত-স্বভাব।
ক্ষম কবিগণ ? মম চপলতা ভাব ॥
ভরতের শুদ্ধভাব কহিতে শুনিতে।
সীতারামপদে রত কেবা না জগতে ॥
স্মরিতে ভরতে যাঁর রাম প্রতি প্রেম।
নাহি হয় তার সম কে আছে অধম ॥
সবাকার দশা দেখি দয়ালু শ্রীরাম।
জানি পরাণের কথা প্রভু জ্ঞানবান্ ॥
নীতি-সুনিপুণ, ধীর, ধর্ম্মধুরন্ধর।
সত্য, স্নেহ, শীল আর সুখের সাগর ॥
লক্ষ্য করি দেশ, কাল, সময়, সমাজ।
নীতি ও প্রীতির সুপালক রঘুরাজ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন বচন সুন্দর।
শুনিতে অমৃত পরিণামে হিতকর ॥
হে ভ্রাতঃ ? ভরত তুমি ধরমধুরীণ।
লোক, বেদ, বিধি, তত্বে পরম প্রবীণ ॥
করম, বচন, মন হয় সুনির্ম্মল।
তোমার সমান তুমি জগতে কেবল ॥
গুরুর সমাজে আর এ হেন সময়।
কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুণ বলা যোগ্য নয় ॥
সূর্য্যকুলরীতি তুমি জান ভালমতে।
সত্যসন্ধ, পিতৃকীর্ত্তি বিদিত জগতে ॥
সময়, সমাজ, লজ্জা, গুরুজন প্রতি।
উদাসীন, মিত্র, শত্রুগণ মনোগতি ॥
তুমি তো বিদিত আছ সবাকার মর্ম্ম।
ধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ হিত আপনার আর মম ॥
আমার ভরসা তুমি সকল প্রকারে।
তথাপিও কহি কিছু কাল অনুসারে ॥
পিতার বিহনে তাত ? বচন আমায়।
স্ফুরিছে কেবল কুলগুরুর কৃপায় ॥
নহে প্রজাগণ পরিবার, পুরজন।
হইত আমার সহ দুখেতে মগন ॥
অসময়ে অস্ত যদি হন দিনকর।
বিশ্বমাঝে কার্ তাহা নহে ক্লেশকর ॥
হেন উপদ্রব ভ্রাতঃ ? বিধাতা করিল।
মুনি মিথিলেশ তাহা রক্ষণ করিল ॥
রাজকার্য্য, ধন, ধান, লজ্জা সবাকার।
প্রতিষ্ঠা, ধরণী, ধর্ম্ম, আদি যত আর ॥
গুরুর প্রতাপ সবে করিবে পালন।
অচিরে হইবে তার ভাল পরিণাম ॥
তোমার আমার এবে সমাজ সহিত।
ঘরে, বনে, গুরুকৃপা করিবেক হিত ॥
পিতা, মাতা, গুরু আর প্রভুর নির্দেশ।
ধরম, ধরণীধর, যেন ফণী শেষ ॥

তাহাই করহ তুমি, করাও আমায়।
হও তাত ? রবিকুলপালক তাহায় ॥
সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা এক ইহাই সাধন।
পুণ্যকীর্ত্তি ভূতিময় ত্রিবেণীর সম ॥
সঙ্কট সহিয়া ইহা করিয়া বিচার।
কর সুখী প্রজাগণ আর পরিবার ॥
সবে মিলি ভ্রাতঃ ? দুখ লহ ভাগ করি।
অতি সুকঠিন চতুর্দ্দশ বর্ষ ভরি ॥
তোমা মৃদু জানি কহি বচন কঠোর।
কুসময় তাত ? নহে অনুচিত মোর ॥
অকালে সুভ্রাতা হয় সহায় এমন।
বজ্রের আঘাতে করে কর আচ্ছাদন ॥
হস্ত, পদ, নেত্র সম হয় দাসজন।
সুখ সম তার মধ্যে প্রভুর গণন ॥
কহিছে তুলসী, শুনি পিরিতীর রীতি।
প্রশংসা করেন কবিগণ তাহে অতি ॥
শুনি সভাসদ্ রঘুবরের বচন।
প্রেমের সাগরে যেন অমৃত মিশ্রণ ॥
প্রেমসমাধিতে সবে হইল মগন।
শারদা সে দশা দেখি হইলেন মৌন ॥
ভরত হইল মনে পরম সন্তোষ।
প্রভু অনুকূল বুঝি গেল দুখ দোষ ॥
প্রফুল্ল বদন, ঘুচে মনের বিষাদ।
মূক যেন পাইলেক বাণীর প্রসাদ ॥
সপ্রেমে প্রণাম পুনঃ করিয়া তখন।
যুড়িয়া কমল কর বলেন বচন ॥
পাইলাম সুখ নাথ ? সঙ্গে যাইবার।
হইল সকল বিশ্বে জনম আমার ॥
যেরূপ আদেশ প্রভো ? হইবে এখন।
সাদরে পালিব শিরে করিয়া ধারণ ॥
এক অবলম্ব এবে দাও দেব ? হেন।
যাহা সেবি চৌদ্দ বর্ষ করিব যাপন ॥

দেবদেব ? প্রভো ? তব অভিষেক তরে
গুরুদেব বশিষ্ঠের আজ্ঞা অনুসারে ॥
সর্ব্ব তীর্থজল আনিয়াছি সঙ্গে করি।
কি করিব, তাহা আজ্ঞা দেহ মমোপরি ॥
এক অভিলাষ বড় মনোমাঝে হয়।
কহা নাহি যায় সসঙ্কোচে হয় ভয় ॥
"বল তাত" ? হেন প্রভু আদেশ লভিয়া।
বলেন বচন স্নেহরসেতে ভরিয়া ॥
মুনির আশ্রম, চিত্রকূট তীর্থ বন।
পুকুর, নির্ঝর, খগ, মৃগ, গিরিগণ ॥
প্রভু-পদাঙ্কিত বিশেষতঃ ধরাতল।
হইলে আদেশ, দেখি আসিব সকল ॥
অবশ্য, অত্রির আজ্ঞা শিরেতে ধরিয়া।
বনেতে বিহর তাত ? নির্ভয় হইয়া ॥
মুনির প্রসাদে অতি শুভকর বন।
পরম পাবন ভ্রাতঃ ? কিবা সুশোভন ॥
আজ্ঞা দেন অত্রি মুনি রাখিবারে যথা।
রক্ষা কর তীর্থজল স্থান হয় তথা ॥
ভরত মুনির বাক্য শুনি হৃষ্ট মন।
মুনিপাদপদ্মে গিয়া করেন বন্দন ॥
ভরত-রামের এই রম্য আলাপন।
সর্ব্ব সুমঙ্গল মূল করিয়া শ্রবণ ॥
প্রশংসা করিল স্বার্থপর দেবকুল।
হরষেতে বরষণ করি নানা ফুল ॥
জয় প্রভু রাম ! ধন্য ধন্য শ্রীভরত।
বলিতে বলিতে দেবগণ হরষিত ॥
বশিষ্ঠ, জনক আর সভাসদ্ যত।
ভরত-বচন শুনি হয় আনন্দিত ॥
রাম-ভরতের গুণগ্রাম, স্নেহ, প্রীতি।
প্রশংসে পুলক চিত্তে মিথিলার পতি ॥
সেবক-স্বামীর কিবা স্বভাব, শোভন।
পবিত্র হইতে পূত প্রেম ও নিয়ম ॥

বুদ্ধি অনুসারে সবে করে প্রশংসন।
অনুরাগে সভাসদ্ আর মন্ত্রীগণ ॥
শুনিয়া শুনিয়া রাম-ভরত সংবাদ।
উভয় সমাজ হৃদে হরষ-বিষাদ ॥
রামের জননী দুখ, সুখ সম জ্ঞানে।
কহি গুণ-দোষ প্রবোধিলা রাণীগণে ॥
রামের মহত্ত্ব কেহ করেন বর্ণন।
কেহবা ভরতে করে অতি প্রশংসন ॥
অত্রি মুনি ভরতেরে বলেন তখন।
পর্ব্বতের পাশে হয় কূপ মনোরম ॥
ভরতের কূপ এবে ঘোষিবে সকলে।
পরিপূর্ণ অতি পূত তীরথের জলে ॥
যথাবিধি প্রেমে স্নান করি জীবদল।
কায়মনোবাক্যে সবে হ'বে নিরমল ॥
কহিতে কহিতে কূপ-মহিমা সকল।
যথা রঘুনাথ তথা গমন করিল ॥
রঘুনাথে শুনাইল অত্রি মুনিবর।
ভরত-তীর্থের পুণ্য প্রভাব বিস্তর ॥
আলাপ করিতে প্রেমে ধর্ম্মের কাহিনী।
হইল প্রভাত, সুখে বিগত যামিনী ॥
ভরত-শত্রুঘ্ন দোঁহে নিত্য কর্ম্ম সারি।
রাম, অত্রি, বশিষ্ঠের আজ্ঞা অনুসারি ॥
সমাজ সহিত সজ্জা সকলে করিয়া।
রাম-বন পর্য্যটনে চলেন হাঁটিয়া ॥
পাদুকাবিহীন চলে কোমল চরণে।
হইল ধরণী মৃদু সঙ্কুচিত মনে ॥
কুশ ও কণ্টক কঙ্করাদি আবর্জ্জন।
সুতীক্ষ্ণ কঠিন বস্তু করিয়া গোপন ॥
মৃদু সুখকর পথ ধরণী করিল।
ত্রিবিধ পবন রম্য বহিতে লাগিল ॥
বরষে কুসুম সুর, মেঘ ছায়া করে।
মৃদু ফুলফলচয় শোভে তরু'পরে ॥

মৃগে হেরি খগ বলে মধুর বচন।
রামপ্রিয় জানি সবে করয়ে সেবন ॥
হাই তুলিবার কালে কহি রাম রাম।
অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করে জীবগণ ॥
ভরত রামের হয় পরাণের প্রিয়।
এরূপ হইবে তাহে কি আছে বিস্ময় ॥
এরূপে ভ্রমিয়া বনে ভরত বেড়ায়।
প্রেম ও নিয়ম হেরি মুনি লজ্জা পায় ॥
পুণ্যময় জলাশয়, ভূমির বিভাগ।
খগ, মৃগ, তরু, তৃণ, গিরি, বন, বাগ ॥
সুচারু, বিচিত্র আর বিশেষতঃ পূত।
হেরি দিব্য স্থল রম্য পুছেন ভরত ॥
শুনি হৃষ্টমনে মুনি বলে সবিস্তার।
হেতু নাম, গুণ, পুণ্য-প্রভাব সবার ॥
কোথাও প্রণাম করে কোথাও মজ্জন।
কোথাও বা হৃষ্ট মনে করে বিলোকন ॥
কোথাও বসেন মুনি-আদেশ পাইয়া।
সীতাসহ ভ্রাতৃদ্বয়ে স্মরণ করিয়া ॥
দেখিয়া স্বভাব, প্রেম আর সুসেবন।
আশীর্ব্বাদ দেন হর্ষে বনদেবগণ ॥
আড়াই প্রহর দিবা করিয়া ভ্রমণ।
প্রভুপাদপদ্ম আসি করে দরশন ॥
দেখিলেন চিত্রকূটে তীর্থরাজগণ।
পাঁচ দিন মধ্যে করি ভরত ভ্রমণ ॥
বলিতে শুনিতে হরিহর গুণগান।
সন্ধ্যা সমাগত দিবা হৈল অবসান ॥
হইলে প্রভাত সবে একত্র হইল।
ভরত, মিথিলাপতি, ব্রাহ্মণ সকল ॥
আজি ভাল দিন ইহা জানি মনে মন।
কহিতে কৃপালু রাম সঙ্কুচিত হ'ন ॥
গুরু, নৃপ, সভাসদ্ ভরতে হেরিয়া।
নিহারেন রাম ধরা সঙ্কোচে ডুবিয়া ॥

শীলতা প্রশংসি সবে শোকে বলে অতি।
কোথা প্রভু রাম-সম সঙ্কুচিত মতি॥
সুবিজ্ঞ ভরত রাম-রুচি নিরখিয়া।
বিশেষে ধৈরয ধরি সপ্রেমে উঠিয়া॥
করি দণ্ডবৎ, কহিলেন যুড়ি কর।
পুরালে বাসনা মম সব, রঘুবর॥
সহিলে সন্তাপ সব লাগিয়া আমার।
পাইলেন দুখ নিজে বিবিধ প্রকার॥
এবে আজ্ঞা দান, প্রভো ? করহ আমায়।
চতুর্দ্দশ বর্ষ সেবি গিয়া অযোধ্যায়॥
এহ দাস পুনঃ প্রভো ? করি যে উপায়।
হে দীনদয়াল ? তব দরশন পায়॥
সেই শিক্ষা দেহ চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে।
কৌশল-পালক কৃপামিয় কৃপা করে॥
পুরজন, পরিজন, প্রজাগণ আর।
পবিত্র সরস প্রেমে সম্বন্ধ সবার॥
ভব-দুখ-দাহ ভাল তোমার অধীন।
বিফল পরমপদ-লাভ প্রভুহীন॥
জ্ঞানবান্ তুমি প্রভো ? জান সবাকার।
দাসের বাসনা-রুচি হয় কিবা কার॥
প্রণত-পালক দেব সকলে পালহ।
ঘর, বন দুই দিক করহ নির্ব্বাহ॥
প্রভুর ভরসা এবে হৃদয়ে আমার।
শোকে বিন্দুমাত্র নাহি করি যে বিচার॥
মম কাতরতা আর স্নেহ আপনার।
উভয়ে মিলিয়া মোরে করায় আব্দার॥
ক্ষমা করি এই মম দোষ গুরুতর।
সঙ্কোচ ত্যজিয়া দাসে শিক্ষা দান কর॥
ক্ষীর-নীরে হংসরূপ ভরত-বিনতি।
শুনিয়া প্রশংসা সবে করিলেন অতি॥
ছলহীন-সবিনয় ভ্রাতার বচন।
দীনবন্ধু, দীননাথ করিয়া শ্রবণ॥

দেশ, কাল, সময়ের করি বিবেচন।
প্রবীণ শ্রীরামচন্দ্র বলেন বচন॥
তাত ? তুমি, আমি, ঘর, বন, পরিজন।
গুরু, মিথিলেশ করে সবার চিন্তন॥
বশিষ্ঠ, বিদেহরাজ উপরে মাথার।
স্বপনেও নাহি ক্লেশ তোমার আমার॥
তোমার আমার হয় শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।
স্বধর্ম্ম, যশ আর পরমার্থরূপ স্বার্থ॥
পিতার আদেশ যদি পালি উভয়েতে।
ভূপের গৌরব, ভাল লোক বেদমতে॥
গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী-শিক্ষা যেবা পালে
চলিলে কুমার্গে পদ নাহি পড়ে খালে॥
বিচারিয়া হেন শোক সকল ত্যজিয়া।
চতুর্দ্দশ বর্ষ অযোধ্যায় পাল গিয়া॥
দেশ, কোষ, পরিজন আর পরিবার।
গুরুপদরজে লাগিবেক সব ভার॥
তুমি, মুনি, মাতা, সচিবের শিক্ষা মানি।
পালহ পৃথিবী, প্রজাগণ, রাজধানী॥
বদন সমান হয় প্রধান যে জন।
এক স্থানে করে সদা পান ও ভোজন॥
সর্ব্ব অঙ্গে করে কিন্তু পালন পোষণ।
কহিছে তুলসীদাস করি বিবেচন॥
ইহা রাজনীতি সার কহে জ্ঞানীগণ।
মনোমাঝে মনোরথ যেমন গোপন॥
ভ্রাতারে বিবিধরূপে কহি ভুলাইল।
অবলম্ব বিনা মন তুষ্ট না হইল॥
ভরতের শীল, গুণ, মন্ত্রী, প্রজাগতি।
হেরি স্নেহে রঘুরাজ সঙ্কুচিত অতি॥
দিলেন পাদুকা প্রভু অনুগ্রহ করি।
সাদরে ভরত লইলেন শিরে ধরি॥
করুণানিধির দুই পাদুকা অতুল।
রক্ষিতে প্রজার প্রাণ প্রহরী যুগল॥

গৃহসম ভরতের প্রেম রতনের।
রামনাম সম রক্ষা করিতে জীবের॥
কুলের কপাট কর শুভ করমের।
বিমল নয়ন, সেবারূপ সুধর্ম্মের॥
অবলম্ব লভি শ্রীভরত হরষিত।
হেন সুখী, সীতারাম রহিলে যেমত॥
বিদায় মাগিল তবে প্রণাম করিয়া।
লইলেন রামচন্দ্র হৃদয়ে তুলিয়া॥
কুটিল কু অবসর পেয়ে সুরপতি।
সর্ব্বজনে উচাটন করিলেন অতি॥
করিল সবার ভাল সেই উচাটন।
চতুর্দ্দশ বর্ষ আশে রাখিল জীবন॥
নতুবা লক্ষ্মণ-সীতারামের বিয়োগে।
হাহাকার করি লোক মরিত কুরোগে॥
মন্দ কার্য্য হৈল ভাল রামের কৃপায়।
দৈবমায়া হৈল অতি গুণকারী তায়॥
মিলিতে কোলেতে চাপি ভরতের সনে।
রামপ্রেমরস কত না যায় লিখনে॥
কায়মনোবাক্যে উথলিল অনুরাগ।
হেরি ধৈর্য্য ধুরন্ধর ধৈর্য্য করে ত্যাগ॥
বারিধারা বহে দুই পঙ্কজলোচনে।
দেখি দশা বিচলিত হ'ন দেবগণে॥
জনক, বশিষ্ঠদেব, ধীর মুনিগণ।
জ্ঞানানলে কষে যারা মানস-কাঞ্চন॥
নির্লিপ্ত করিয়া বিধি সৃজিল যাদেরে।
জলজাত পদ্মপত্র যেবা জলোপরে॥
তাহারাও হেরি রাম-ভরতের প্রেম।
তুলনা নাহিক যার বিশ্বে নিরুপম॥
কায়মনোবাক্যে হয় প্রেমে নিমগন।
সহিত বিচার আর বিরাগ আপন॥
জনক, বশিষ্ঠ যেই প্রেমেতে মগন।
বড় দোষ, তাহা যদি কহি সাধারণ॥

রাম-ভরতের এই বিয়োগ বর্ণন।
শুনি বলিবেক লোক কবি সুকঠিন॥
সেই সঙ্কোচেতে মম বচন কুণ্ঠিত।
সে কালের প্রেম স্মরি হয় সঙ্কুচিত॥
মিলি ভরতের সনে রাম বুঝাইল।
শত্রুঘ্নেরে পুনঃ হর্ষে হৃদয়ে লইল॥
ভৃত্য, মন্ত্রীগণ ভরতের আজ্ঞা পেয়ে।
নিজ নিজ কাজে সবে লাগিলেক গিয়ে॥
শুনি নিদারুণ দুখী উভয় সমাজ।
করিতে লাগিল সবে গমনের সাজ॥
দুই ভ্রাতা প্রভুপদ করিয়া বন্দন।
শিরে ধরি রাম-আজ্ঞা করেন গমন॥
নেহারিয়া মুনি, সিদ্ধ, বনদেবীগণ।
সবার সম্মান করিলেন পুনঃ পুনঃ॥
তবে গিয়া লক্ষ্মণের সহিত মিলিল।
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণে প্রেমে প্রণাম করিল॥
সীতাপদধূলি প্রেমে করিয়া ধারণ।
আশীষ লভিয়া দোঁহে চলিল তখন॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ করে জনকে প্রণতি।
করিয়া বিবিধবিধ সম্মান বিনতি॥
দয়া হেতু দেব ? দুখ পাইয়াছ মনে।
সমাজ সহিত আসি এই দূর বনে॥
আশীর্ব্বাদ দান করি যাহ নিজ পুরে,।
করিল গমন নরপতি ধৈর্য্য ধরে॥
মুনি, মহীদেব, সাধুগণেরে সম্মানি।
বিদায় করিল হরিহর সম জানি॥
শাশুড়ী সমীপে দুই ভ্রাতা তবে গেল।
পদ বন্দি আশীর্ব্বাদ লভিয়া ফিরিল॥
জাবালী, কৌশিক, বামদেব শ্রেষ্ঠগণ।
পরিবারগণ আর মন্ত্রী, পুরজন॥
যথাযোগ্য করি সবে বিনয়ে প্রণাম।
করেন বিদায় সহ অনুজ শ্রীরাম॥

নীচ, মধ্য, উচ্চতম নরনারীগণে।
সম্মানিয়া প্রভু ফিরাইল জনে জনে॥
ভরত জননীপদ করিল বন্দন।
সুপবিত্র প্রেমে মিলি শ্রীরঘুনন্দন॥
পাল্‌কী সাজায়ে তাঁরে বিদায় করিল।
শোক ও সঙ্কোচভাব সব দূরে গেল॥
পরিজন, পিতামাতা সহিত মিলিয়া।
প্রাণপ্রিয় প্রেম সাথে আসিল ফিরিয়া॥
মিলিয়া প্রণাম করে শাশুড়ীর গণে।
সে প্রেম বর্ণিতে কবি সুখী নহে মনে॥
শিক্ষা শুনি অভিমত আশীষ লভিয়া।
উভয় প্রেমেতে সীতা রহিল মজিয়া॥
পট্টাম্বর বিজড়িত পাল্কী আনাইয়া।
চড়ান জননীগণে রাম প্রবোধিয়া॥
পাল্কী ধরি উঁকি দিয়া মিলি পুনঃ পুনঃ।
সপ্রেমে বিদায় করিলেন মাতৃগণ॥
সাজাইয়া গজ, বাজী, বিবিধ বিধান।
জনক-ভরতদল করিল প্রয়াণ॥
জানকী-লক্ষ্মণ-রামে হৃদয়ে ভরিয়া।
চলি যায় লোক সব আপনা ভুলিয়া॥
যণ্ড, গজ, বাজী, পশু হৃদয়ে হারিয়া।
মনমরা পরবশে গেছে যে চলিয়া॥
গুরু, গুরুপত্নীপদ বন্দেন সাদর।
সীতালক্ষ্মণের সহ প্রভু রঘুবর॥
হরষে বিস্ময়ে পূর্ণ হইলেক মন।
আসিলেন ফিরি নিজ পর্ণ নিকেতন॥
মনে করি করিলেন বিদায় নিষাদে।
সেহ চলি যায় ভরি বিরহ বিষাদে॥
কোল, ভীল, কিরাতাদি বনবাসীগণ।
ফিরে সবে পুনঃ পুনঃ করিয়া বন্দন॥
বটছায়ে বসি প্রভু-জানকী-লক্ষ্মণ।
প্রিয় পরিজন দুখে করে বিলাপন॥
ভরতের প্রেমভাব সুন্দর বচন।
প্রিয়া-অনুজের পাশে করেন বর্ণন॥
কায়মনোবাক্যে প্রীতি প্রতীতি তাহার।
কহেন সপ্রেমে রাম মুখে আপনার॥
খগ, মৃগ, মীনগণ সেই অবসরে।
হইল মলিন চিত্রকূট চরাচরে॥
রামের সে দশা দেব করি বিলোকন।
পুষ্প বর্ষি নিজ দুখ করেন বর্ণন॥
সাহস দিলেন প্রভু হইয়া প্রণত।
চলিল হরষে, ভয় হৈল দূর গত॥
অনুজ লক্ষ্মণ আর সীতার সহিত।
পর্ণ কুটীরেতে প্রভু হয়েন শোভিত॥
ভকতি ও জ্ঞান আর বৈরাগ্য যেমন।
সুশোভিত হ'ন দেহ করিয়া ধারণ॥
জনক, ভরত, মুনি, বশিষ্ঠ, ব্রাহ্মণ।
ব্যাকুলিত সবে রাম বিরহকারণ॥
প্রভুগুণগ্রাম মনে করিয়া বিচার।
নিস্তব্ধে সকলে যায় পথের মাঝার॥
যমুনার পারে সবে করিল গমন।
সে দিবস হ'ল গত না করি ভোজন॥
দ্বিতীয় দিবসে হইলেন গঙ্গাপার।
করিল নিষাদপতি সৎকার সবার॥
সই * পার হ'য়ে গোমতীতে স্নান করে।
চতুর্থ দিবসে আসে অযোধ্যা নগরে॥
চারিদিন মাত্র তথা জনক থাকিয়া।
রাজকার্য্য ভালরূপে দিল সামালিয়া॥
মন্ত্রী-গুরু ভরতেরে রাজ্য সমর্পিয়া।
চলিলেন মিথিলায় সজ্জিত হইয়া॥

* নদী বিশেষ।

মানিয়া গুরুর শিক্ষা পুরনারীনরে।
রামরাজধানীমাঝে সুখে বাস করে॥
সর্ব্ব লোক জন লাগি রামের দরশ।
নিয়ম, সংযম আর করে উপবাস॥
ত্যাগ করি ভোগ, সুখ আর বিভূষণ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ আশে রাখয়ে জীবন॥
বুঝাইল মন্ত্রী-ভৃত্যগণেরে ভরত।
নিজ নিজ কাজে সবে লাগিল ত্বরিত॥
কনিষ্ঠ ভ্রাতারে ডাকি শিক্ষা দিল পুনঃ।
সঁপিল তাঁহারে সর্ব্ব মাতার সেবন॥
ভরত ব্রাহ্মণগণে যুড়ি করদ্বয়।
প্রণাম করিয়া হেন বলে সবিনয়॥
ভাল, মন্দ, উচ্চ, নীচ, কার্য্য সবিশেষ।
সঙ্কোচ না কর দেব ? করহ আদেশ॥
পুর, পরিজন, প্রজাগণে ডাকাইয়া।
সুখে বাস করিবারে দিলেন কহিয়া॥
গুরুগৃহে গেল পুনঃ অনুজ সহিত।
বলিলেন যুড়ি কর করি দণ্ডবৎ॥
আজ্ঞা হৈলে করি কিছু ধারণ নিয়ম।
শুনি পুলকিত মুনি বলিল সপ্রেম॥
তুমি বিবেচিয়া তাহা কহিবে করিবে।
ধরমের সার যাহা জগতে হইবে॥
মুনির আশীষ শ্রেষ্ঠ আদেশ লভিয়া।
করি শুভ দিনস্থির গণকে ডাকিয়া॥
প্রভুর পাদুকাযুগ সিংহাসনোপরে।
বসাইল নির্ব্বিঘ্নেতে সানন্দ অন্তরে॥
গুরু, রাম, মাতৃপদে প্রণাম করিয়া।
প্রভুপদপাদুকার আদেশ লইয়া॥
নন্দীগ্রামে করি তবে পাতার কুটীর।
নিবাস করেন ধর্ম্মধুরন্ধর বীর॥
পরিল বল্কল, জটাজূট ধরে শিরে।
মাটী খুঁড়ি কুশশয্যা পাতে তদুপরে॥
আসন, ভোজন, বস্ত্র, সুদৃঢ় নিয়ম।
করিল কঠিন ব্রত সপ্রেমে ধরম॥
বসন, ভূষণ, সুখ, ভোগ্যাদি প্রচুর।
কায়মনোবাক্যে তৃণ সম করে দূর॥
প্রশংসা করিত ইন্দ্র অযোধ্যারাজারে।
কুবের লজ্জিত দশরথ-ধন হেরে॥
বিরাগী ভরত বাস করে সেই পুরে।
ভ্রমর, চম্পক বনে যথা বাস করে॥
বিষয়, বিলাস ত্যজে রাম ভক্তগণ।
ভাগ্যবান্ ত্যাগ করে যেমতি বসন॥
ভরত রামের হয় প্রেমের ভাজন।
বেশী কিছু নহে তার এরূপ করম॥
জন্মি পক্ষীকুলে হংস, চাতকের গণ।
রক্ষা করে জ্ঞান আর প্রতিজ্ঞা আপন॥
দিন দিন দেহ তার যদিও দুর্ব্বল।
তেজ, বল, সুখ শোভা অধিক বাড়িল॥
রামপ্রেমপণে নিত্য নব হয় তুষ্ট।
বাড়ে ধর্ম্মভাব, মন অতিশয় হৃষ্ট॥
আসিলে শরৎ যথা শুষ্ক হয় জল।
আকাশ শোভিত হয়, বিকশে কমল॥
শম, দম, উপবাস-নক্ষত্র তেমন।
ভরত-হৃদয়াকাশ করে সুশোভন॥
পৌর্ণমাসী চৌদ্দ বর্ষে সুদৃঢ় বিশ্বাস।
প্রভুর স্মরণ দেব-মার্গের বিকাশ॥
নিষ্কলঙ্ক বিধু-রামপ্রেম অচঞ্চল।
তারকাগণের সহ শোভে সমুজ্জ্বল॥
ভরতের স্থিতি, জ্ঞান, করম সকল।
ভকতি, বিরাগ, গুণ, বিভূতি বিমল॥
বর্ণিতে সকল কবি হ'ন সঙ্কুচিত।
ফণীপতি, গণপতি, বাণী আদি যত॥
প্রভুর পাদুকা নিত্য করয়ে পূজন।
হৃদয়েতে নাহি হয় প্রেমের পূরণ॥

পাদুকা সকাশে আজ্ঞা লয়ে বারে বারে।
করিতেন রাজকার্য্য বিবিধ প্রকারে ॥
পুলক শরীর, হৃদে সীতা রঘুবীর।
জিহ্বাতে জপেন নাম, নয়নেতে নীর ॥
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা আছেন কাননে।
তপে তনু করে কৃশ ভরত ভবনে ॥
দুদিক হেরিয়া বলিলেক লোক যত।
সর্ব্বরূপে প্রশংসার যোগ্য শ্রীভরত ॥
শুনিয়া নিয়ম ব্রত সাধু সঙ্কুচিত।
দশা হেরি মুনিরাজগণ সুলজ্জিত ॥
পরম পবিত্র ভরতের আচরণ।
মধুর, মঞ্জুল, মৃদু, মঙ্গলকারণ ॥
কলির কলুষ ক্লেশ করয়ে নাশন।
মহামোহনিশি দলে দিনেশ যেমন ॥
পাপপুঞ্জরূপ কুঞ্জরের মৃগরাজ।
শাসিত করয়ে সর্ব্ব সন্তাপ সমাজ ॥
জনমন-সুরঞ্জন ভঞ্জে ভবভার।
শ্রীরামের প্রেম হয় সুধাকরসার ॥
সে প্রেমের এক কণা রাধিকাপ্রসাদ।
তুলসী প্রসাদে রচে অমৃতের স্বাদ ॥

সীতারাম প্রেমামৃত, পূরিত কৈকয়ী-সুত,
নাহি জনমিত যদি ভবে।
মুনির মানসাগম, সংযম, নিয়ম, শম,
আচরিত দম কেবা তবে ॥
দরিদ্রতা দুখদাহ, অহঙ্কার দোষ কেহ,
সুযশের ছলে বা হরিত।
কলির কলুষ পাশে, কাটিয়া তুলসীদাসে,
শ্রীরামের পাশে বা আনিত ॥
ভরতের সুচরিত, করিয়া নিয়ম ব্রত,
সমাদরে শুনে যেইজন।
সীতারামপদে প্রেম, বিষয়ে বিরাগ মন,
হইবেক তার সেইক্ষণ ॥
ভরত-রামের প্রেম, বিশ্বমাঝে অতুলন,
চিরসুখ শান্তির আধার।
মহেশ্বর কবীবর, গান করি নিরন্তর,
নাহি পাইলেন তার পার ॥
সদা রামপদে আশ, রচিল তুলসী দাস,
প্রেমমত্ত সাধক সজ্জন।
রাধিকাপ্রসাদ দীন, সদা জ্ঞানশক্তিহীন,
বঙ্গে তাহা করে বিতরণ ॥
পক্ষনেত্র ত্রয়োদশে, বঙ্গ সনে মার্গশীর্ষে,
হইল অযোধ্যা কাণ্ড শেষ।
শুনে যেবা দিয়া মন, ধন্য সে সাধক জন,
খণ্ডে তার দুর্গতি অশেষ ॥

ইতি গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস কৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদে অযোধ্যা কাণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস কৃত

রামায়ণ।

অরণ্য কাণ্ড।

বন্দনা।

মূলংধর্ম্মতরোর্ব্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদম্,
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং হ্যঘহরং ধ্বান্তাপহং তাপহম্।
মোহাম্ভোধরপুঞ্জপাটনবিধৌ খে সম্ভবং শঙ্করম্,
বন্দে ব্রহ্মকুলং কলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্।
সান্দ্রানন্দপয়োদসৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরম্,
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসৎতূণীরভারম্বরম্।
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজূটেন সংশোভিতম্,
সীতালক্ষ্মণসংযুতং পথিগতং রামাভিরামং ভজে॥

মূল ধর্ম্ম-বিটপীর, জ্ঞানরূপ জলধির,
পূর্ণ শশধর সুখকারী।
বৈরাগ্য কমলচয়, তাহে দিনকর হয়,
পাপ, তাপ, তম নাশকারী॥
মহামোহ মেঘদল, বিনাশিতে যথানিল,
শ্রীশঙ্কর মঙ্গল স্বরূপ।
পরব্রহ্ম দেহধারী, কলঙ্ক বিনাশকারী,
বন্দি যাঁর প্রিয় রাম ভূপ॥
পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ, জলধর সম বর্ণ,
পরিধানে রম্য পীতাম্বর।
হস্তে শরাসন বাণ, কটিদেশে লম্বমান;
গুরুতর তূণীর সুন্দর॥
আয়ত লোচনদ্বয়, কমল সদৃশ হয়,
শিরে জটাজূট সুশোভিত।
জানকী-লক্ষ্মণ সাথে, মনোহর সীতানাথে,
করি যে ভজনা পথগত॥

জয়ন্তের মোহ।

কহিলেন মহেশ্বর শুনহ পার্ব্বতী।
শ্রীরামচন্দ্রের গুণ হয় গূঢ় অতি॥
শুনিয়া পণ্ডিত, মুনি লভয়ে বিরতি।
মূঢ় মোহমুগ্ধ হয় হীনধর্ম্মরতি॥
পুরবাসী, ভরতের প্রীতি অনুপম।
বুদ্ধি অনুসারে আমি করিনু বর্ণন॥

প্রভুর চরিত্র পূত শুনহ এখন।
কৈল যাহা দেব, মুনি তৃপ্তির কারণ॥
করি একবার রম্য কুসুম চয়ন।
রচিলেন রাম নিজ করে বিভূষণ॥
সমাদরে জানকীরে প্রভু পরাইয়া।
স্ফটিক শিলার পরে বসিলেন গিয়া॥
বায়সের বেশে শঠ ইন্দ্রের নন্দন।
রামশক্তি পরীক্ষিতে করিল মনন॥
মন্দমতি পিপীলিকা হইয়া চঞ্চল।
পাইতে ইচ্ছিল যেন সাগরের তল॥
মূঢ় মন্দমতি কাক সীতার চরণ।
চঞ্চু দিয়া চিরি দ্রুত করে পলায়ন॥
রুধির পড়িছে যবে শ্রীরাম জানিল।
ধনুকেতে তৃণ এক সন্ধান করিল॥
কৃপার সাগর হ'ন রাম রঘুবর।
সতত করেন স্নেহ দীনের উপর॥
তাঁহারো সহিত আসি করিল ছলন।
যত দুর্গুণের ঘর হয় মূর্খজন॥
মন্ত্রবলে সঞ্চালিত ব্রহ্মশর ধায়।
ভয়ে ভীত হ'য়ে কাক পলাইয়া যায়॥
ধরিয়া আপন রূপ পিতৃপাশে গেল।
শ্রীরামবিমুখ জানি স্নেহ না রাখিল॥
নিরাশ হইয়া হৃদে ভয় উপজিল।
সুদর্শন ভয়ে যথা দুর্ব্বাসা হইল *॥

ব্রহ্মধাম, শিবপুর আর সব লোকে।
ফিরি শ্রান্ত হৈল ব্যাকুলিত ভয়-শোকে॥
বসিতেও তারে নাহি বলে কোন জন।
রামদ্রোহী জনে কেবা করিবে রক্ষণ॥
মাতা হয় মৃত্যুসম, পিতা হয় যম।
শুনহ গরুড়! সুধা হয় বিষ সম॥
মিত্র শত রিপুসম করে ব্যবহার।
বৈতরণী সম গঙ্গানদী হয় তার॥
জগৎ তাহার হয় অনলের সম।
শ্রীরামবিমুখ ভ্রাতঃ! হয় যেই জন॥
দুখেতে কাতর অতি ব্যাকুল পরাণে।
ইন্দ্রের নন্দন যা'ন যেখানে যেখানে॥
ধাইলেক দ্রুত গতি সেখানে সেখানে।
সুতীক্ষ্ণ রামবাণ পিছনে পিছনে॥
জয়ন্তকে ব্যাকুলিত নারদ হেরিল।
সাধুর কোমল মনে দয়া উপজিল॥
রামের নিকটে ত্বরা করি পাঠাইল।
রক্ষা কর দাসে বলিবারে বলি দিল॥
ধরে গিয়া পদে ভয়ে সকাতরে অতি।
রক্ষ রক্ষ দয়াময় রঘুকুলপতি॥
অতুল প্রভুতা তব অতুলিত বল।
আমি মন্দমতি নাহি জানি যে কেবল॥
নিজকৃত কর্ম্মফল লভিনু এখন।
এবে রক্ষা কর প্রভো! লইনু শরণ॥

* অম্বরীষ নামে একজন বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি এক সময়ে একাদশী ব্রত করিয়া দ্বাদশীতে পারণ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহার অতিথি হইলেন। ঋষি, রাজাকে পরীক্ষা করিবার জন্য স্নান করিতে গমন করিয়া অনেক বিলম্ব করিলেন। এদিকে পারণের সময় গত হয় দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের পরামর্শ অনুসারে রাজা বিষ্ণুপাদোদক পান করিলেন। ঋষি সমাগত হইয়া তাহা জানিতে পারিলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য সুদর্শন চক্রকে প্রেরণ করিলেন। চক্রভয়ে ভীত হইয়া ঋষি ব্রহ্মলোক, শিবলোক ভ্রমণ করিয়া কোথাও স্থান পাইলেন না, অবশেষে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া বিষ্ণুর আদেশক্রমে রাজার নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পর তবে তিনি রক্ষা পাইলেন। এই কথাগুলী ভূশুণ্ডী গরুড়কে বলিয়াছিল।

জয়ন্ত-মোহ।

কাতরতাপূর্ণ বাক্য দয়াময় শুনি।
একচক্ষুহীন করি ত্যজিলা, ভবানি ? ॥
করিলেক দ্রোহ, হ'য়ে মোহে বশীভূত।
তারে বধ করা ছিল যদিও উচিত ॥
ছাড়িলেন প্রভু রাম হইয়া সদয়।
রঘুবীর সম কেবা হয় কৃপাময় ॥

—:*:—

অত্রিমুনির আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্রের গমন।

চিত্রকূটে করি বাস প্রভু রঘুবর।
করিলেন বহু লীলা শ্রুতি সুখকর ॥
মনে অনুমান করিলেন পুনরায়।
হইবে জনতা সবে জানিলে আমায় ॥
সর্ব্ব মুনিগণ পাশে বিদায় মাগিয়া।
চলিলেন দুই ভাই সীতারে লইয়া ॥
অত্রির আশ্রমে প্রভু গেলেন যখন।
শুনি হৈল মহামুনি হরষিত মন ॥
পুলকিত দেহে মুনি উঠি দাণ্ডাইল।
আর্ত্ত দেখি রামচন্দ্র আসি প্রণমিল ॥

প্রণমিতে দোঁহে মুনি হৃদয়ে ধরিল।
প্রেমজলে উভয়ের বসন তিতিল ॥
দেখিয়া রামের ছবি জুড়াল নয়ন।
সাদরে আশ্রমে নিজ আনেন তখন ॥
অর্চ্চনা করিয়া কহি মধুর বচনে।
দেন ফল, মূল নিজ মনের মতনে ॥
হইলে প্রভু রাম আসনে সমাসীন।
নয়ন ভরিয়া শোভা করে নিরীক্ষণ ॥
পরম প্রবীণ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মুনিবর।
লাগিল করিতে স্তুতি যুড়ি দুই কর * ॥

ভকতবৎসল, স্বভাব কোমল,
কৃপালো ? করি বন্দন।
কামহীন জনে, রাখ স্বভবনে,
ভজি হে তব চরণ ॥
সংসার-সাগর, মথিতে মন্দর,
সুন্দর শ্যামবরণ।
প্রফুল্ল কমল, লোচনযুগল,
মদাদি দোষ-মোচন ॥
বৈভবের সীমা, নাহিক উপমা,
অসীম বাহুবিক্রম।

* নমামি ভক্তবৎসলং কৃপালুশীল কোমলম্।
ভজামি তে পদাম্বুজম্, অকামিনাং স্বধাপদম্ ॥
নিকাম-শ্যামসুন্দরং, ভবাম্বুনাথ-মন্দরম্।
প্রফুল্লকঞ্জলোচনং, মদাদিদোষমোচনম্ ॥
প্রলম্ববাহুবিক্রমং, প্রভোঽপ্রমেয়বৈভবম্।
নিষঙ্গচাপশায়কং, ধরে ত্রিলোকনায়কম্ ॥
দিনেশবংশমণ্ডনং, মহেশচাপখণ্ডনম্।
মুনীন্দ্রসন্তরঞ্জনং, সুরারিবৃন্দভঞ্জনম্ ॥
মনোজবৈরি-বন্দিতং, অজাদিদেবসেবিতম্।
বিশুদ্ধবোধবিগ্রহং, সমস্তদূষণাপহম্ ॥
নমামি ইন্দিরাপতিং সুখাকরং সতাংগতিম্।
ভজে স্বশক্তিসানুজং, শচীপতি-প্রিয়ানুজম্ ॥

ত্বদঙ্ঘ্রিমূল যে নরাঃ, ভজন্তি হীনমৎসরাঃ।
পতন্তি নো ভবার্ণবে, বিতর্কবীচিসঙ্কুলে ॥
বিবিক্তবাসনা সদা, ভজন্তি মুক্তয়ে মুদা।
নিরস্য ইন্দ্রিয়াদিকং, প্রয়ান্তি তে গতিং স্বকাম্ ॥
ত্বমেকমদ্ভুতং প্রভুং, নিরীহমীশ্বরং বিভুম্।
জগদ্‌গুরুং চ শাশ্বতং, তুরীয়মেবকেবলম্ ॥
ভজামি ভাব-বল্লভং, কুযোগিনাং সুদুর্ল্লভম্।
স্বভক্তকল্পপাদপং, সমস্তসেব্যমন্বহম্ ॥
অনূপরূপ ভূপতিং, নতোঽহমুর্বিজাপতিম্।
প্রসীদ মে নমামি তে পদাব্জ-ভক্তি দেহি মে ॥
পঠন্তি যে স্তবং ইদং নরাদরেণ তে পদম্।
ব্রজন্তি নাত্রসংশয়ঃ, ত্বদীয় ভক্তসংযুতাঃ ॥

ত্রিলোকের নাথ, ধনুর্ব্বাণ হাত,
তূণীর শোভিছে ভীষণ॥
হর-শরাসন, করিলে ভঞ্জন,
দিনেশবংশভূষণ।
সুর-অরিগণ, কর বিনাশন,
মুনীশ, সাধু-রঞ্জন॥
অজ, আদি দেব, করে সেবা তব,
কামারি-বন্দ্য-চরণ।
শুদ্ধ জ্ঞানময়, রূপ তব হয়,
নিখিল দুখ দহন॥
কমলার পতি, সাধুগণ গতি,
বন্দি হে সুখ সাগর।
জানকী-লক্ষ্মণ, সহ ভজি রাম,
ইন্দ্রাণী-পতি-সোদর॥
তব পদতল, যে জীব সকল,
ভজয়ে হীন মৎসর।
কুতর্ক কল্লোল, তরঙ্গসঙ্কুল,
পড়েনা ভব-সাগর॥
বাসনা ছাড়িয়া, যেবা হর্ষ হৈয়া,
ভজয়ে মুক্তি লভিতে।
বিষয় ত্যজিয়া, অভীষ্ট লভিয়া,
হয় গো মগ্ন সুখেতে॥
তুমি এক রূপ, অদ্ভুত স্বরূপ,
বাসনাহীন ঈশ্বর।
তুরীয়ে কেবল, থাক চিরকাল,
হও হে গুরু বিশ্বের॥
ভাবেতে সুলভ, কুযোগী দুর্ল্লভ,
ভকত জনে মন্দার *।
প্রতি দিন দিন, করি যে ভজন,
সেব্য হে তুমি সবার॥
নৃপতি-স্বরূপ, কিবা অপরূপ,
প্রণমি সীতারমণে।
প্রণমি তোমায়, প্রসীদ আমায়,
দাও ভক্তি শ্রীচরণে॥
পড়ে যেই নর, করি সমাদর,
সপ্রেমে স্তব সুন্দর।
তব গতি পায়, সংশয় না তায়,
সে জন ভবে অমর॥
করিয়া বিনতি, মুনি করি নতি,
বলিলা যুড়ি দু'কর।
কমল চরণ, মল-বুদ্ধি যেন,
ছাড়েনা হে প্রভুবর॥
রাধিকাপ্রসাদ, করে মনে সাধ,
সেবিতে রাঙ্গা চরণ।
আপনা ভাবিয়া, করুণা করিয়া,
দিও হে শ্যামবরণ॥

—:*:—

সীতার প্রতি অত্রি মুনিপত্নী অনসূয়ার নারীধর্ম্ম কথন।

অনসূয়া-পদযুগ করিয়া বন্দন।
সুশীলা বিনীতা সীতা মিলিলেন পুনঃ॥
ঋষির পত্নীর মনে অতি সুখ হৈল।
আশীর্ব্বাদ দিয়া নিজ পাশে বসাইল॥
পরাইল মনোহর বসনভূষণ।
নির্ম্মল সুন্দর যাহা প্রত্যহ নূতন॥
ঋষিবর বলি মৃদু সরল বচন।
নারীধর্ম্মচ্ছলে কিছু করেন বর্ণন॥
মাতাপিতা, ভ্রাতা আদি যত হিতকারী।
পরিমিত সুখ দেয় রাজার কুমারি?॥

* কল্প বৃক্ষ।

পতিই অপরিমিত সুখদানকারী।
তাঁরে নাহি সেবে যেবা অধম সে নারী॥
ধীরজ, ধরম, বন্ধু, মিত্র কিম্বা নারী।
বিপদের কালে পরীক্ষিত হয় চারি॥
জরাগ্রস্থ, রোগী, জড় আর ধনহীন।
হয় যদি ক্রোধী, অন্ধ, বধির বা দীন॥
তথাপিও অপমান যে করে পতির।
যমপুরে নানা দুঃখ হয় সে নারীর॥
এক ধর্ম্ম, এক ব্রত, একই নিয়ম।
কায়মনোবাক্যে সদা পতিপদে প্রেম॥
চারিবিধ পতিব্রতা বিশ্বমাঝে হয়।
নিগম, পুরাণ, সাধু সকলেই কয়॥
উত্তম, মধ্যম, নীচ আর লঘু হয়।
সবিস্তার বুঝাইয়া কহি সমুদয়॥
হবে ভবপার যেবা করিবে শ্রবণ।
শুনহ জানকী তুমি নিবেশিয়া মন॥
উত্তমা—সতত ভাবে মানস মাঝারে।
স্বপ্নেও পুরুষ অন্য না হেরে সংসারে॥
মধ্যমা—পর পুরুষ দেখয়ে কেমন।
নিজ ভ্রাতা, পিতা, পুত্র হয়ত যেমন॥
ধর্ম্ম, কুল বিচারিয়া যেই নারী রহে।
নিকৃষ্টা—তাহারে সতী শ্রুতি হেন কহে॥
সময় অভাবে কিম্বা লোকে করি ভয়।
রহে যেহ সেহ হয় অধমা নিশ্চয়॥
পরপতিরতা, পতিপাশে ছলকারী।
রৌরব নরকে পচে কল্প শত ধরি॥
ক্ষণসুখ লাগি যেবা জন্ম কোটি শত।
দুখ ভোগ করে, দোষী কেবা তার মত॥
বিনা শ্রমে নারী শ্রেষ্ঠগতি লাভ করে।
ছল ছাড়ি যেবা পতিব্রতা-ধর্ম্ম ধরে॥
পতির অপ্রিয়া নারী যথা জনমিবে।
হইলে যৌবন কাল বিধবা হইবে॥

স্বভাবতঃ অপবিত্রা হয় নারীগণ।
লভে শুভ গতি করি পতির সেবন॥
পতিব্রতা যশগান করে বেদ চারি।
অদ্যাপি তুলসী প্রিয় হ'য়েন শ্রীহরি॥
শুন সীতা তব নাম করিয়া স্মরণ।
পতিব্রতা ধর্ম্ম নারী করয়ে পালন॥
তোমার পরাণপ্রিয় রাম রঘুনাথ।
কহিনু এ কথা ভাবি সংসারের হিত॥
শুনিয়া জানকী সুখ পাইলেন অতি।
সাদরে করেন তাঁর চরণে প্রণতি॥
বলিলেন কৃপানিধি তবে মুনিস্থানে।
আদেশ হইলে এবে যাই অন্য বনে॥
মম প্রতি কৃপা প্রভো? সতত করিও।
সেবক ভাবিয়া কভু স্নেহ না ত্যজিও॥
ধর্ম্মধুরন্ধর প্রভু রামের বচন।
শুনি জ্ঞানী মুনি প্রেমে বলেন বচন॥
যাঁর কৃপা ব্রহ্মা, মহেশ্বর, সনকাদি।
করেন কামনা আর পরমার্থবাদী॥
নিষ্কাম জীবের প্রিয় তুমি রাম হেন।
বলিতেছ দীনবন্ধু মধুর বচন॥
তব চতুরতা প্রভো? বুঝিনু এখন।
সর্ব্ব দেব ছাড়ি যোগ্য তোমার সেবন॥
নাহিক সমান কিম্বা অধিক যাঁহার।
কেন হেন শীল নাহি হইবে তাঁহার॥
কিরূপেতে বলি এবে চলে যাও স্বামী।
বলনা আমারে প্রভো? তুমি অন্তর্য্যামী॥
এত বলি প্রভু হেরি মুনি হৈল স্থির।
পুলকিত দেহ লোচনেতে বহে নীর॥

পুলকে পূরিত গাত্র, প্রেমেতে ভরতি নেত্র,
মুখপানে করে নিরীক্ষণ।
জ্ঞান-গুণ-অগোচর, প্রভু ইন্দ্রিয়ের পর,
হেরি তপঃ কি করি এমন॥

জপ, যোগ, ধর্ম্ম যত, পালিয়া বিবিধ মত,
নর অনুপম ভক্তি পায়।
রঘুবর-সুচরিত, সুপবিত্র সুমহত,
নিশি দিন শ্রীতুলসী গায়॥
কলিমল নাশ কর, সমুদায় দুখ হর,
রাম-কীর্ত্তি হয় সুখমূল।
শুনে যেবা সমাদরে, সতত তাহার পরে,
রহেন শ্রীরাম অনুকুল॥
নাহি ধর্ম্ম, নাহি জ্ঞান, যোগ, জপ আর ধ্যান,
সুকঠিন কাল পাপাগার।
যেবা ভজে রঘুবর, সে জন চতুর নর,
সব আশা করি পরিহার॥
রাধিকাপ্রসাদ হয়, জ্ঞানহীন অতিশয়,
না করিয়া প্রভুর সেবন।
বিষয় বিষম বিষ, পান করে অহর্নিশ,
রেখো প্রভো? দিয়া শ্রীচরণ॥

বিরাধ বধ ও শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গমন।

(শরভঙ্গের দেহত্যাগ)

মুনির চরণ পদ্মে মাথা করি নত।
চলিলেন বনে সুর-নর-মুনি-নাথ॥
আগে আগে চলে রাম পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
ধরি মুনিবেশ বনে অতি সুশোভন॥
উভয়ের মধ্যে সীতা শোভেন এরূপ।
ব্রহ্ম-জীব মধ্যে মায়া শোভিত যেরূপ॥
সুদুর্গম স্থান, নদী, কানন, পর্ব্বত।
নিজ পতি চিনি দেয় সুপ্রশস্ত পথ॥
যেখানে যেখানে রাম করেন গমন।
সেখানে সেখানে ছায়া করে মেঘগণ॥
বিরাধ অসুর মিলে পথের মাঝেতে।
বধিলেন রাম তারে আসিবা মাত্রেতে॥
ত্বরায় সুন্দর রূপ সে জন পাইল
দুখী দেখি প্রভু নিজ বাসে পাঠাইল॥
আসিলেন প্রভু যথা মুনি শরভঙ্গ।
সুন্দর অনুজ আর জানকীর সঙ্গ॥
রাম-মুখসরসিজ করি নিরীক্ষণ।
মুনির ভ্রমর সম যুগল নয়ন॥
সমাদরে মধুপান করিতে লাগিল।
শরভঙ্গ মুনি-জন্ম সার্থক হইল॥
কহে মুনি শুন কৃপাময় রঘুবর।
শঙ্করের মানসের রাজহংসবর॥
যাইতে ছিলাম যবে বিরিঞ্চির ধাম।
শুনিলাম আসিবেন এই বনে রাম॥
দিবানিশি পথ পানে রয়েছি চাহিয়া।
এখন প্রভুরে হেরি জুড়াইল হিয়া॥
নাথ! আমি হই সর্ব্ব সাধন বিহীন।
কৈলে কৃপা জানি মোরে নিজ দাস দীন॥
তাহা কিছু নহে প্রভো? অনুরোধে মোর
রাখিলে প্রতিজ্ঞা নিজ ভক্ত-মনচোর॥
দীন হিত তরে হেথা রহ ততক্ষণ।
দেহ ত্যজি তোমাতে না মিলি যতক্ষণ॥
যোগ, যজ্ঞ, ব্রত, জপ, তপ যা করিনু।
প্রভুরে প্রদানি ভক্তি বর মাগি লৈনু॥
হেনরূপে চিতা রচি মুনি শরভঙ্গ।
বসিলেন ছাড়ি মনে সবাকার সঙ্গ॥
সীতা-লক্ষ্মণের সহ প্রভু নারায়ণ।
নীলসরসিজ সম শ্যামলবরণ॥
আমার হৃদয়ে বাস কর নিরন্তর।
সগুণ, স্বরূপ, প্রভু রাম রঘুবর॥
এত বলি যোগাগ্নিতে দেহ দগ্ধ করে।
রামের কৃপাতে গেল বৈকুণ্ঠ নগরে॥

হরিতে বিলীন মুনি সে হেতু না হয়।
ভেদমূল ভক্তি-বর প্রথমেই লয়॥
হেরিয়া মুনির গতি অন্য ঋষিগণ।
মনে মনে সবিশেষ হরষিত হ'ন॥
করিতে লাগিল স্তব যত মুনিবৃন্দ।
জয় প্রণতের হিতকারী কৃপাকন্দ॥

—:*:—

সুতীক্ষ্ণ মুনির সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিলন।

পুনরায় অন্য বনে চলে রঘুনাথ।
দলে দলে মুনিবৃন্দ চলিলেন সাথ॥
পথ মাঝে অস্থিরাশি দেখি রঘুপতি।
জিজ্ঞাসিলা মুনিগণে সকরুণ অতি॥
জানিয়াও সব জিজ্ঞাসেন কেন স্বামী।
সর্ব্বদর্শী তুমি সকলের অন্তর্যামী॥
মুনিগণে খাইয়াছে নিশাচরগণ।
শুনিয়া ভরিল জলে রামের নয়ন॥
করিব রাক্ষসহীন এবে ধরাতল।
বাহু উঠাইয়া রাম প্রতিজ্ঞা করিল॥
সকল মুনির প্রভু আশ্রম মাঝারে।
যাইয়া যাইয়া সুখ দেন সবাকারে॥
অগস্ত্য মুনির শিষ্য জ্ঞানবান্ অতি।
নামেতে সুতীক্ষ্ণ সদা ভগবানে রতি॥
মন, কর্ম্ম, বচনেতে রামপদ-দাস।
স্বপনেও নাহি করে অন্য দেব আশ॥
আসিছেন প্রভু যবে শ্রবণে শুনিল।
করি মনোরথ হেন কাতরে দৌড়িল॥
হে বিধে ? দীনের বন্ধু প্রভু রঘুপতি।
করিবে কি কৃপা মম সম শঠপ্রতি॥
অনুজ সহিত প্রভু রাম মম সনে।
মিলিবেন কিবা নিজ ভৃত্য ভাবি মনে॥

সুদৃঢ় ভরসা কিছু না হয় পরাণে।
ভকতি, বিরতি, জ্ঞান কিছু নাহি মনে॥
নাহি করি সাধুসঙ্গ, যোগ, জপ, যাগ।
চরণকমলে নাহি দৃঢ় অনুরাগ॥
করুণানিধির হয় এক মাত্র রীতি।
তিনি প্রিয় তার যার নাহি অন্যগতি॥
হইবে সফল আজি আমার লোচন।
বদন-পঙ্কজ হেরি ভব-বিমোচন॥
নিষ্কাম প্রেমেতে মুনি এরূপ মগন।
ভবানি ? সে দশা নারি করিতে বর্ণন॥
দিগ্বিদিক জ্ঞান নাহি পথের সন্ধান।
কে আমি, কোথায় যাই, কিছু নাহি জ্ঞান॥
কখনো পশ্চাতে ফিরি করয়ে গমন।
কভু নাচে কভু গান করে প্রভু-গুণ॥
অবিরল প্রেম-ভক্তি লভে মুনিবর।
তরু আড়ে লুকাইয়া দেখে রঘুবর॥
অতিশয় প্রীতি তার দেখি রঘুনাথ।
ভব-ভয়-হর হ'ন হৃদে প্রকটিত॥
পথ মাঝে বসে মুনি হইয়া অচল।
পুলকিত দেহ যেন কাঁটালের ফল॥
আসিলেন রঘুনাথ নিকটে তখন।
ভক্তদশা দেখি প্রভু সুপ্রসন্ন হ'ন॥
নানা রূপে রাম মুনিবরে জাগাইল।
নাহি জাগে, ধ্যান-সুখে ডুবিয়া রহিল॥
নৃপরূপ তবে প্রভু গোপন করিল।
হৃদয়েতে চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশিল॥
ব্যাকুল হইয়া মুনি উঠিল তখন।
মণি বিনা দীন ফণী ব্যাকুল যেমন॥
সম্মুখে দেখিয়া রঘুবর তনুশ্যাম।
জানকী-লক্ষ্মণ সহ অতি-সুখধাম॥
পড়িল চরণে কাষ্ঠ-পুত্তলী যেমন।
বড় ভাগ্যবান্ মুনি প্রেমেতে মগন॥

সুবিশাল ভুজে ধরি ল'ন উঠাইয়া।
অতি প্রেমে রাখিলেন হৃদে লাগাইয়া॥
মুনির সহিত প্রভু এরূপ শোভিল।
স্বর্ণবৃক্ষ সহ যেন তমাল মিলিল॥
তবে মুনি হৃদে ধৈর্য্য করিয়া ধারণ।
স্পর্শ করি পুনঃ পুনঃ যুগল চরণ॥
আনিয়া প্রভুরে নিজ আশ্রম মাঝারে।
পূজিলেন সমাদরে বিবিধ প্রকারে॥
মুনি ক'ন শুন প্রভো? বিনয় আমার।
কিরূপে করিব স্তুতি আমিহ তোমার॥
অমিত মহিমা তব, মম স্বল্প মতি।
রবির সম্মুখে যেন খদ্যোতের জ্যোতি॥
রাধিকাপ্রসাদ কয় নাহি কোন ডর।
প্রভুর কৃপায় পঙ্গু চড়ে গিরি'পর॥

——:*:——

সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্তব ও বরলাভ *।

নীলসরোরুহ সম শ্যামল শরীর।
জটার মুকুট, পরিধানে মুনিচীর॥ (১)
করে ধনুর্ব্বাণ, কটি-লম্বিত তূণীর।
সতত প্রণাম করি প্রভু রঘুবীর॥
ঘন মোহরূপ বন দহিতে কৃশানু। (২)
সাধুসরোরুহ-বন-সুখদায়ী ভানু॥
নিশাচর-করিগণ নাশে মৃগরাজ। (৩)
সদা রক্ষা কর মোরে ভব-খগরাজ॥ (৪)
অরুণ নয়নপদ্ম, বেশ মনোহর।
সীতা-নেত্র-চকোরের তুমি নিশাকর॥
হর-মন-মানসরোবরের মরাল। (৫)
প্রণাম রামের বক্ষ বাহু সুবিশাল॥

* শ্যাম-তামরস দাম-শরীরম্।
জটামুকুট-পরিধান-মুনিচীরং॥
পাণি চাপ-শর-কটি তূণীরং।
নৌমি নিরন্তর শ্রীরঘুবীরং॥
মোহ-বিপিন-ঘন-দহন-কৃশানুঃ।
সন্তসরোরুহ-কানন-ভানুঃ॥
নিশিচর করি-বরূথ-মৃগরাজঃ।
ত্রাতু সদা নো ভব-খগরাজঃ॥
অরুণ-নয়ন-রাজীব-সুবেশং।
সীতা-নয়ন-চকোর-নিশেশং॥
হরহৃদ্মিমানসরাজমরালং।
নৌমি রাম-উর-বাহু-বিশালং॥
সংশয়-সর্প-গ্রসন-উরগাদঃ।
শমন-সকল-সন্তাপ-বিষাদঃ॥
ভবভঞ্জন-রঞ্জন-সুরযূথঃ।
ত্রাতু সদা নঃ কৃপাবরূথঃ॥
নির্গুণ-সগুণ-বিষম সমরূপং।
জ্ঞান-গিরা-গোতীতমনূপং॥
অমলমখিলমনবদ্যমপারং।
নৌমি রাম ভঞ্জনমহিভারং॥
ভক্ত-কল্পপাদপ-আরামঃ।
তর্জ্জনক্রোধ-লোভ-মদ-কামঃ॥
অতি-নাগর-ভব সাগর-সেতুঃ।
ত্রাতু সদা দিনকর-কুল-কেতুঃ॥
অতুলিত-ভুজ-প্রতাপবলধামা।
কলিমল-বিপুল-বিভঞ্জননামা॥
ধর্ম্ম-বর্ম্ম-নর্ম্মদ-গুণ-গ্রামঃ।
সন্তত শংতনোতু মম রামঃ॥

(১) মুনিবসন, বল্কল। (২) অগ্নি। (৩) সিংহ। (৪) সংসাররূপ পক্ষী বিনাশ করিতে বাজপক্ষী স্বরূপ।
(৫) রাজহংস।

গ্রাসিতে সংশয়-সর্প বিনতা-নন্দন। (১)
বিষাদ-সন্তাপ সব কর প্রশমন॥
সংসার ভঞ্জন কর, দেবতা-রঞ্জন।
রক্ষ আমাদিগে সদা কৃপা নিকেতন॥
নিগুর্ণ, সগুণ, সম, বিষম, স্বরূপ।
জ্ঞান, বাক্য, ইন্দ্রিয়ের অতীত, অনূপ॥ (২)
নিরমল, অনিন্দিত, অখিল, অপার।
প্রণমি শ্রীরাম, নাশ কর মহীভার॥
ভক্ত-কল্পপাদপের বাগান শোভন।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মদে করহ তর্জ্জন॥
সুন্দর নাগর, ভবসাগরের সেতু।
রক্ষা কর সদা দিনকর-কুল-কেতু॥
অতুল প্রতাপী ভুজযুগ বল-ধাম।
সুবিপুল কলিমল-বিনাশক নাম॥
ধর্ম্মের রক্ষক, সুখদায়ী গুণ-গ্রাম।
সতত মঙ্গল মম কর প্রভু রাম॥
যদিও ব্যাপক রজোহীন অবিনাশী।
নিরন্তর সকলের হৃদয়-নিবাসী॥
তথাপি অনুজ-সীতা সহিত মুরারি।
বৈস-মম মানসেতে কানন-বিহারী॥
জানুক সে জন, যেবা জানে তব স্বামী।
সগুণ-নির্গুণ-ভেদ, প্রভু, অন্তর্যামী॥
রাজীব-নয়ন যিনি কৌশলের পতি।
সেই রাম মম হৃদে করুন বসতি॥
হেন অভিমান যেন না যায় আমার।
মম পতি রঘুপতি, আমি দাস তাঁর॥
মুনি বাক্য শুনি রাম প্রসন্ন হইল।
হরষে হৃদয়ে তুলি মুনিরে বলিল॥
অতীব সন্তুষ্ট মুনে? জানিবে আমারে।
যে বর চাহিবে তাহা দিব হে তোমারে॥

মুনি বলে বর ভিক্ষা কভু নাহি করি।
সত্য মিথ্যা আমি কিছু বুঝিতে না পারি॥
তুমি যাহা ভাল মনে কর রঘুবর।
তাহা মোরে দেহ প্রভো? ভৃত্য-সুখকর॥
হোক অবিরল ভক্তি, বিরতি, বিজ্ঞান।
হও তুমি সর্ব্ব গুণ-জ্ঞানের নিধান॥
পাইলাম আমি প্রভো? দিলে যেই বর।
এবে তাহা দেহ যাহা ভাবি নিরন্তর॥
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ।
কর-যুগে ধনুর্ব্বাণ করিয়া ধারণ॥
আমার হৃদয়াকাশে শশধর সম।
করহ সতত বাস এই বাঞ্ছা মম॥
"তাহাই হউক" বলি প্রভু শ্রীনিবাস।
হরষে চলিয়া যা'ন অগস্ত্যের পাশ॥

—:•:—

অগস্ত্য মুনির সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিলন।

সুতীক্ষ্ণ জুড়িয়া কর করিয়া প্রণাম।
বলেন প্রার্থনা মম শুন প্রভু রাম॥
গুরু-দরশন বিনা বহু দিন পর।
হইল আসিয়া এই আশ্রমে আমার॥
গুরু-দরশনে এবে যাব প্রভু সাথে।
নাহি কোন অনুরোধ প্রভুর ইহাতে॥
হেরিয়া দয়ার নিধি মুনি-চতুরতা।
সঙ্গেতে লইয়া হাসি চলে দুই ভ্রাতা॥
ত্বরায় সুতীক্ষ্ণ গুরু নিকটেতে গেল।
করি দণ্ডবৎ হেন বলিতে লাগিল॥
শুন প্রভো? অযোধ্যাধিপতির কুমার।
এসেছেন মিলিবারে জগত-আধার॥

(১) গরুড়। (২) উপমারহিত, নিরুপম।

অনুজ লক্ষ্মণ সীতা সহ রঘুবর।
দিবানিশি তুমি প্রভো? ধ্যান কর যাঁর॥
শুনিয়া অগস্ত্য ত্বরা উঠিয়া ধাইল।
হরিরে হেরিয়া নেত্র জলেতে ভরিল॥
দুই ভাই মুনিপদ-কমলে পড়িল।
ঋষি অতি প্রেম ভরে হৃদয়ে লইল॥
সাদরে কুশল জিজ্ঞাসিয়া মুনি জ্ঞানী।
বসাইল আসনের উপরেতে আনি॥
বহুরূপে প্রভুপূজা করি কহে তবে।
মম সম ভাগ্যবান্ অন্য নাহি ভবে॥
ছিলেন তথায় অন্য যত মুনিগণ।
সুখ-মূল রামে হেরি সবে সুখী মন॥
বসিলেন প্রভু মুনিগণের মাঝারে।
আপন সম্মুখে সবে হেরিলেন তাঁরে॥
শারদীয় চন্দ্রে করিতেছে নিরীক্ষণ।
মনে হয় যেন যত চকোরের গণ॥
মুনিরে বলেন তবে শ্রীরঘুনন্দন।
তব পাশে প্রভো? কিছু নাহিক গোপন॥
জান তুমি যে কারণে আসিয়াছি বন।
সে হেতু বিশেষ তাত? না করি বর্ণন॥
সেরূপ মন্ত্রনা মোরে বলুন এখন।
যেরূপে রাক্ষসগণে করিব নিধন॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী হাসিলেন মুনি।
জিজ্ঞাসহ মোরে নাথ? আমি কিবা জানি॥

ভজন প্রভাবে তব শুনহ পাপারি।
তোমার মহিমা কিছু বুঝিবারে পারি॥
ডুমুরের বৃক্ষ যেন তব মায়া হয়।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যেন তাহে ফল চয়॥
কীটের সমান হয় জীব চরাচর।
অন্য নাহি জানে বাস করয়ে ভিতর॥
ফলের ভক্ষক হয় কঠিন করাল।
সেই সদা তব ভয়ে ভীত মহাকাল॥
সকল লোকের পতি তুমি প্রভো? হেন।
ক্ষুদ্র নর সম, মোরে কর জিজ্ঞাসন॥
ভকতি, বিরতি দাও গাঢ় সাধুসঙ্গ।
পাদপদ্মে হয় যেন পিরীতি অভঙ্গ॥
অখণ্ড, অনন্ত ব্রহ্ম যদ্যপিও হ'ন।
অনুভবগম্য সাধু করিলে ভজন॥
হেন তব রূপ আমি জানি ও বাখানি।
তথাপি সগুণ ব্রহ্মে প্রেম পুনঃ মানি॥
দাসের মহিমা তুমি বাড়াও সতত।
যেহেতু জিজ্ঞাসা মোরে কর রঘুনাথ॥
আছে প্রভো? অতি এক মনোরম স্থান।
সুপবিত্র পঞ্চবটী হয় তার নাম॥
দণ্ডক কাননে প্রভো? সুপবিত্র কর।
মুনি দিল ঘোর শাপ তাহা দূর কর॥ *
তথা গিয়া বাস কর রঘুকুলপতি।
মুনি সকলের প্রতি দয়া কর অতি॥

* দণ্ডক নামে একজন রাজা ঐ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, একবার তিনি গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যার কুমারী ব্রত ভঙ্গ করিয়া ছিলেন, সেই হেতু শুক্রাচার্য্য অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, রে দুষ্ট? তুমি দেশের সহিত দগ্ধ হইয়া যাও, তোমার রাজ্য অরণ্যে পরিণত হউক এবং রাক্ষসগণের বাসস্থান হউক। সেই সময় ঋষিগণ দণ্ডক পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চবটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানেও এক সময়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়া ঋষিগণ গৌতম মুনির নিকটে গমন করিয়াছিলেন। তিনি আপনার তপঃ প্রভাবে তাহাদিগকে পালন করিলেন। মুনিগণ যখন সেখান হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন ঈর্ষাপরবশে ছলনা করিয়া একটী মায়াবিনী গাভী গৌতমের আশ্রম সমীপে রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। গৌতম যখন তাহা স্পর্শ করিলেন অমনি মরিয়া গেল। মুনিকে গোহত্যাভাগী করিয়া সকলে ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে গৌতমমুনির শাপে সেই স্থান নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া গেল এবং সেই পাপেই রাক্ষস কর্তৃক ঋষিগণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

মুনির আদেশ পেয়ে করেন গমন।
পঞ্চবটীপাশে রাম উপনীত হ'ন॥
গৃধ্ররাজ জটায়ুর সহিত তথায়।
হইল মিলন, প্রেম কহা নাহি যায়॥
তবে প্রভুবর গিয়া গোদাবরীপাশ।
রচি পর্ণ-গৃহ সুখে করিলেন বাস॥

—:*:—

শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

যদবধি রাম তথা করিলেন বাস।
সুখী হৈল মুনিগণ, ঘুচিলেক ত্রাস॥
নদী, সরোবর আর কানন, পর্ব্বত।
দিন দিন হইলেক অতি সুশোভিত॥
রহে আনন্দিত সদা খগ, মৃগগণ।
মধুপ মধুর গুঞ্জে কিবা সুশোভন॥
না পারে বর্ণিতে বনশোভা নাগরাজ।
সপ্রকট বিরাজিত যথা রঘুরাজ॥
একদা আছেন প্রভু হ'য়ে সুখাসীন।
সরল লক্ষ্মণ বলে মধুর বচন॥
সুর, নর, মুনি আদি চরাচর স্বামী।
নিজ প্রভুবোধে কিছু পুছিতেছি আমি॥
বুঝাইয়া মোরে তাহা বলুন এখন।
যাহে সব ত্যজি, করি চরণ সেবন॥
কহ বৈরাগ্যের তত্ত্ব, জ্ঞান আর মায়া।
বল ভক্তি-তত্ত্ব যাহে তব হয় দয়া॥
কিবা ভেদ হয় প্রভো? জীবে ও ঈশ্বরে।
বুঝাইয়া সব দেব? বলুন আমারে॥

যাহা শুনি তব পদে রতি উপজয়।
শোক, মোহ, ভ্রম আদি সব দূর হয়॥
সংক্ষেপে কহিব আমি সব বুঝাইয়া।
শুন তাত? চিত্ত, মন, বুদ্ধি লাগাইয়া *॥
আমি, মম, তুমি, তব এই মায়া হয়।
ইহাতেই বশীভূত সর্ব্ব জীবচয়॥
বিষয়ে ইন্দ্রিয়, মন যায় যতদূর †।
সেই সব হয় মায়া জেনো ভ্রাতৃবর॥
শুন তুমি করি এবে বিভাগ তাহার।
বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইত প্রকার॥
এক অতি দুষ্টা দুখ দেয় নানারূপে।
যার বশে পড়ে জীব ঘোর ভবকূপে॥
বিদ্যা রচে বিশ্ব, সৃষ্টি-শক্তি বশে যার।
প্রভু আজ্ঞা বিনা নাহি নিজ বল তার॥
জ্ঞান বলি তারে যথা নাহি অভিমান।
ব্রহ্মময় দেখে তথা সকল সমান॥
তাহাকেই বলি ভ্রাতঃ? পরম বিরাগ।
তৃণতুল্য সিদ্ধি‡ তিন গুণে¶ যাহে ত্যাগ॥
মায়ার ঈশ্বর বলি নিজেরে না জানে§।
তাহাকেই জীব বলি শাস্ত্রেতে বাখানে॥
বন্ধ-মোক্ষপ্রদ আর সকলের পর।
মায়ার প্রেরক যিনি তিনিই ঈশ্বর॥
ধরমে বৈরাগ্য জন্মে; যোগে জন্মে জ্ঞান।
জ্ঞান-মোক্ষপ্রদ বেদ করয়ে বাখান॥
যাহা হৈতে হয় মম দয়ার উদয়।
ভক্তসুখদাত্রী সেই মম ভক্তি হয়॥
অন্যের আশ্রিত নহে, ভকতি স্বাধীন।
জ্ঞান ও বিজ্ঞান হয় তাহার অধীন॥

* অর্থাৎ মন দিয়া শুন, চিত্তের দ্বারা চিন্তন কর এবং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা কর।
† ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় ইন্দ্রিয় এবং মনের দ্বারা যাহা উপভোগ হইয়া থাকে তৎসমস্তই মায়ার কার্য্য।
‡ অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি। ¶ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ।
§ জীব নিজের স্বরূপ অবগত না হইয়া মায়ার অধীন হইয়া থাকে। ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর হইয়া থাকেন।

ভক্তির উপমা নাই, সুখের কারণ।
মিলে তাহা যদি কৃপা করে সাধুগণ॥
করিব বর্ণন আমি ভক্তির সাধন।
সুগমে আমারে যাহে পায় জীবগণ॥
প্রথমে ব্রাহ্মণ পদে সাতিশয় প্রীতি।
বেদ অনুসারে নিজ নিজ ধর্ম্মে রতি॥
এর ফলে হ'বে মনে বিষয়-বিরাগ।
তবে মম পদে উপজিবে অনুরাগ॥
শ্রবণাদি নব ভক্তি হয় দৃঢ়তর *।
মম লীলারসে মন রহে নিরন্তর॥
অতিশয় প্রেম সাধু-চরণ সেবনে।
কায়মনোবাক্যে দৃঢ় নিয়মে ভজনে॥
গুরু, পিতা, মাতা, বন্ধু, পতি, দেবগণ।
মম সম জানি দৃঢ় করিবে সেবন॥
পুলকিত মম গুণ গাহিতে শরীর।
গদ্‌গদ বাক্য, নয়নেতে বহে নীর॥
কাম, মদ, দম্ভ আদি নাহিক যাহার।
নিরন্তর ভ্রাতঃ? আমি বশীভূত তার॥
কর্ম্মমনোবাক্যে ল'য়ে আমার শরণ।
নিষ্কামভাবেতে করে সতত ভজন॥
হৃদয়কমল মাঝে সতত তাহার।
করি আমি বিশ্রামের স্থল আপনার॥
ভক্তি-যোগ শুনি সুখ পাইলেন অতি।
লক্ষ্মণ প্রভুর পদে করিল প্রণতি॥
হেনরূপে কিছু দিন হইল যাপন।
জ্ঞান ও বিরাগ, নীতি করিতে বর্ণন॥
তুলসী সঞ্চিত রস অমৃতের স্বাদ।
বঙ্গে বিতরিতে রচে রাধিকাপ্রসাদ॥

—:*:—

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সূর্পণখার নাসাকর্ণ চ্ছেদন।

সূর্পণখা নামে হয় রাবণ ভগিনী।
অতি দুষ্টা সুভীষণা যেমন নাগিনী॥
একবার সেহ পঞ্চবটীতে যাইল।
উভয় কুমারে হেরি মোহিত হইল॥
হইলেও মাতা, পিতা, পুত্র আপনার।
হেরিলে পুরুষে নারী সুন্দর আকার॥
কামে ব্যাকুলতা মনে রোধিতে না পারে।
রবি হেরি সূর্য্যকান্ত† গলে যে প্রকারে॥
প্রভুপাশে আসে রূপ ধরিয়া সুন্দর।
মৃদু মৃদু হাসি বলে বচন মধুর॥
নাহি তব সম পতি মম সম নারী।
রচিলা সংযোগ এই বিধাতা বিচারি॥
মম যোগ্য পতি কেহ নাহিক সংসারে।
দেখিনু খুঁজিয়া আমি ত্রিলোক মাঝারে॥
সেই হেতু অদ্যাবধি রয়েছি কুমারী।
মন কিছু মানিয়াছে তোমারে নেহারি॥
সীতা হেরি প্রভু কিছু বলেন বচন।
আমার অনুজ হয় কুমার লক্ষ্মণ॥
পাশে গেলে সূর্পণখা জানিয়া লক্ষ্মণ।
প্রভু পানে চাহি বলে মধুর বচন॥
শুনহ সুন্দরি? আমি সেবক উঁহার।
পরাধীন জন নহে সুযোগ্য তোমার॥
প্রভু তো সমর্থ কৌশলের রাজা তায়।
যা কিছু করেন সব সাজিবে তাঁহায়॥
ভৃত্য চাহে সুখ আর সম্মান ভিখারী।
ব্যসনী ‡ সম্পত্তি, শুভগতি, ব্যভিচারী॥

* শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম নিবেদন এই নববিধ ভক্তি।

† মণি বিশেষ। ‡ কুকর্ম্মাসক্ত।

লোভী চাহে যশ, শোভা চাহে অভিমানী।
আকাশ ছুঁইয়া দুগ্ধ লভে কিবা প্রাণী॥
পুনঃ ফিরি সেহ রামনিকটে আসিল।
প্রভু লক্ষ্মণের পাশে পুনঃ পাঠাইল॥
লক্ষ্মণ বলেন সেহ তোমারে বরিবে।
তৃণসম যেই জন লজ্জারে ত্যজিবে॥
তবে ক্রুদ্ধ হ'য়ে পুনঃ রামপাশে গেল।
নিজ ভয়ঙ্কর রূপ প্রকট করিল॥
ভয়ে ভীতা জানকীরে শ্রীরাম দেখিয়া।
কহিলেন লক্ষ্মণেরে সঙ্কেত করিয়া॥
বুঝিয়া লক্ষ্মণ তাহা অতি ত্বরা করি।
কাটিলেন নাক কান ধনুর্ব্বাণ ধরি॥
তাহাতে হইল এই মনে হয় যেন।
রাবণেরে যুদ্ধ হেতু কৈল আবাহন॥

——:*:——

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত খরদূষণের সংগ্রাম।

নাক কান বিনা সেহ হৈল ভয়ঙ্করা।
পর্ব্বত হইতে যেন ক্ষরে গেরু ধারা *॥
খর দূষণের পাশে কাঁদিতে কাঁদিতে।
বলে, ধিক্ ধিক্ ভ্রাতঃ ? তব পৌরুষেতে॥
জিজ্ঞাসিলে তারা, সব বলে বুঝাইয়া।
শুনিয়া রাক্ষস চলে সৈন্য ডাকাইয়া॥
দলে দলে ধাইলেক নিশাচরগণ।
পক্ষযুত কৃষ্ণ গিরিগণ † যায় যেন॥
বিবিধ বাহন আর বিবিধ আকার।
নানা শস্ত্রধারী সবে ভীষণ অপার॥
অগ্রে অগ্রে সূর্পণখা করিল গমন।
অমঙ্গল রূপ যেহ নাক কান হীন॥

ভয়ঙ্কর কুশকুন হয় অগণন।
কালবশে কেহ তাহা না করে গণন॥
গগনেতে ধায় করে তর্জ্জন গর্জ্জন।
দেখি সৈন্যচয় হরষিত যোদ্ধৃগণ॥
কেহ কহে ভ্রাতৃদ্বয়ে জীবিতে ধরহ।
কাড়িয়া লইয়া পত্নী ধরিয়া মারহ॥
ধূলিতে হইল পূর্ণ গগণমণ্ডল।
অনুজে ডাকিয়া তবে শ্রীরাম বলিল॥
জানকীরে লয়ে যাও পর্ব্বত কন্দর।
আসিতেছে নিশাচর সৈন্য ভয়ঙ্কর॥
"থেকো সাবধানে" শুনি প্রভুর বচন।
ধনু ধরি সীতা সহ চলিল লক্ষ্মণ॥
দেখিয়া শ্রীরাম আসিতেছে রিপুদল।
কঠিন কোদণ্ডে হাসি গুণ চড়াইল॥

———

কোদণ্ডে চড়ায়ে গুণ, শিরে জটা বাঁধিলেন,
তাহে কিবা হ'ন শোভমান।
যেন মরকত শৈলে, কোটি সৌদামিনী খেলে,
ভুজযুগ ভুজগ সমান॥
কসিয়া কটিতে তূণ, বিশাল বাহুতে পুনঃ,
ধনুর্ব্বাণ করিয়া ধারণ।
নির্ভয়ে মৃগেন্দ্র যেন, হেরে গজরাজগণ,
প্রভু তথা করে বিলোকন॥
আসি তথা উপনীত, অশ্বারোহী সৈন্য যত,
ধর্ ধর্ বলি সবে ধায়।
একাকী দেখিয়া যেন, বালরবি সুশোভন,
দনুজ-জলদগণ ছায়॥

———

রামে হেরি নারে শর করিতে ক্ষেপন।
স্তম্ভিত হইয়া রহে নিশাচরগণ॥

* গেরু মাটী। † কৃষ্ণবর্ণের পর্ব্বত।

সচিবে ডাকিয়া বলে খর ও দূষণ।
এই শিশু হ'বে কোন পুরুষ-ভূষণ॥
নাগ, সুরাসুর, নর আর মুনিগণ।
দেখিনু, জিতিনু, মারিলাম অগণন॥
জনম ভরিয়া আমি শুন ভ্রাতৃগণ।
হেন সুন্দরতা নাহি করি নিরীক্ষণ॥
ভগ্নীকে কুরূপা করিলেও অতিশয়।
অতুল পুরুষ কভু বধ-যোগ্য নয়॥
লুক্কায়িতা নিজ নারী করিয়া অর্পণ।
প্রাণ লয়ে দুই ভাই যাউক ভবন॥
মম বাক্য তাঁরে তুমি করাও শ্রবণ।
তাঁর বাক্য শুনি ত্বরা কর আগমন॥
দূত গিয়া রামপাশে সকল বলিল।
শুনি, মৃদু হাসি রাম বলিতে লাগিল॥
আমরা ক্ষত্রিয় করি মৃগয়া কাননে।
ফিরি তব সম খগ, মৃগ অন্বেষণে॥
বলী রিপু হেরি ভয় না হয় আমার।
আসিলে কালেরো সনে যুঝি একবার॥
যদিও মানব আমি রাক্ষস-নাশক।
খলপীড়াকারী শিশু মুনির পালক॥
শক্তি যদি নাহি থাকে যাও ঘরে ফিরি।
সমর বিমুখ জনে আমি নাহি মারি॥
রণ করিবারে আসি কর কপটতা।
শত্রুর উপরে দয়া হয়ত ভীরুতা॥
দূত ফিরি গিয়া ত্বরা সকল কহিল।
শুনিয়া দূষণ খর হৃদয়ে জ্বলিল॥

হৃদয় উঠিল জ্বলি, মুখে ধর্ ধর্ বুলি,
ধাইল বিকট যোদ্ধৃগণ।
শক্তি, শূল, ধনুর্ব্বাণ, পরিঘ, বর্ম্ম, কৃপাণ,
ধরি সবে কুঠার ভীষণ॥
ধরি ধনু রঘুবর, টঙ্কারিল ঘোরতর,
সেহ শব্দে গগন পূরিল।
শ্রবণে লাগিল তালা, সকলে ব্যাকুল হৈলা,
জ্ঞানহীন হৈল সেই কাল॥
জানি শত্রু বলবান্, হ'য়ে অতি সাবধান,
ধাইলেক নিশাচরগণ।
রামোপরি সেইক্ষণ, করিলেক বরষণ,
বহু অস্ত্র, শস্ত্র অগণন॥
তা'দের অস্ত্রাদি যত, করি তিল তিল মত,
কাটিলা সকল রঘুবীর।
আকর্ষিয়া ধনুর্ব্বাণ, আকর্ণ পূরিয়া রাম,
পুনঃ ছাড়িলেন নিজ তীর॥
চলে বাণ সেইক্ষণ, বিকরাল সুভীষণ,
গরজিছে বহু সর্প যেন।
সমরে কুপিত মতি, হইলেন রঘুপতি,
ছাড়িলেন চোখা চোখা বাণ॥
হেরি খরতর তীর, ফিরিল যতেক বীর,
নিশাচর করে পলায়ন।
ক্রোধে তিন ভ্রাতা বলে, রণ ছাড়ি পলাইলে,
বধিব সবার এবে প্রাণ॥
ফিরিল সকলে তবে, নিশ্চিত মরণ ভেবে,
নিজ নিজ প্রাণ হাতে করি।
লয়ে নানাবিধ বাণ, হ'য়ে সবে আগুয়ান,
প্রহারিল চারি দিকে ঘিরি॥
শত্রু অতি ক্রুদ্ধ জানি, তবে প্রভু রঘুমণি,
ধনুকেতে শর সন্ধানিল।
ভীষণ নারাচ শর, ধেয়ে অতি দ্রুততর,
রক্ষগণে কাটিতে লাগিল॥
হৃদয়, মস্তক, কর, পড়িল ধরণী'পর,
হস্ত, পদ পড়ে শত শত।
বাণ খেয়ে সুভীষণ, কাঁদে নিশাচরগণ,
দেহ পড়ে সমান পর্ব্বত॥

শত খণ্ড করি কাটে, তথাপি পুনশ্চ উঠে,
নিজ মায়া করি প্রকাশন।
গগনে উড়িছে কত, ভুজ, মুণ্ড শত শত,
ধায় দেহ মস্তক বিহীন॥
গৃধ্র, কাক, পক্ষীগণ, শৃগালাদি অগণন,
বিকরাল অতীব ভীষণ।
ঘোর রবে মাংস খায়, কট্‌মট্ ফিরি চায়,
কেবা তাহে করিবে বর্ণন॥
কড়্মড়ে শিবাগণ, পিশাচ, ভূতাদিগণ,
খপ্পরের করে আয়োজন।
লইয়া বীর কপাল, বেতাল্ বাজায় তাল,
যোগিনীরা করিছে নর্ত্তন॥
প্রচণ্ড রামের শর, যোদ্ধৃগণ-ভুজ-শির,
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল।
যথা তথা পড়ে সবে, পুনঃ ভয়ঙ্কর রবে,
উঠি যুদ্ধ করিতে লাগিল॥
গৃধ্র লয়ে নাড়ী ভুঁড়ি, আকাশে ধাইছে উড়ি,
পিশাচ সে নাড়ী ধরি ধায়।
সংগ্রাম-নগরবাসী, যেন শিশুগণ হাসি,
মহানন্দে ঘুড়িডকা* উড়ায়॥
কাহারো হৃদয় ফাটে, কেহ ভূমিতলে লুটে,
কেহবা ঘূর্ণিত খেয়ে বাণ।
বিকল আপন দল, হেরি আসে যুদ্ধস্থল,
যোদ্ধা খর, ত্রিশিরা, দূষণ॥
শূল, শক্তি, বর্শা, বাণ, কুঠারাদি স্থকৃপাণ,
অস্ত্র, শস্ত্র বিবিধ প্রকার।
কোপ করি রামোপর, অগণিত নিশাচর,
মারিতে লাগিল একেবারে॥
শত্রু-শর নিবারিয়া, নিমেষেতে পালটিয়া,
হুঙ্কারিয়া ছাড়েন শায়ক।
প্রত্যেকের বক্ষ'পরে, রাম দশ বাণ মারে,
যত ছিল রাক্ষসনায়ক॥
পড়ে ধরাতলে লুঠি, না মরে ঘুরিছে উঠি,
করে মায়া বিবিধ বিধান।
ভয়ে দেব হৈল স্তব্ধ, রাক্ষস সহস্র চৌদ্দ,
একা রঘুকুলমণি রাম॥
স্থর, মুনি ভয়ে ভীত, দেখি প্রভু মায়া-নাথ,
করিলেন কৌতুক অপার।
পরস্পর রাম হেরি, পরস্পর যুদ্ধ করি
শত্রুগণ যায় যমাগার॥
কহি মুখে রাম রাম, ত্যজিয়া সকলে প্রাণ,
পাইল নির্ব্বাণপদ শেষে।
করিয়া উপায় হেন, শত্রুগণে মারিলেন,
ক্ষণ মধ্যে কৃপাময় হেসে॥
হরষে বরষে ফুল, ভয়হীন দেবকুল,
গগনে দুন্দুভি বাজে ঘন।
নানাবিধ স্তুতি করি, বিবিধ বিমানোপরি,
চড়ি দেব করেন গমন॥

—:*:—

রাবণের নিকট সূর্পণখার গমন।

রণে রিপুগণে রাম যখন জিনিল।
স্থর, নর, মুনি সবে ভয়হীন হৈল॥
লক্ষ্মণ সীতারে তবে লইয়া আসিল।
পদে প্রণমিতে প্রভু হৃদয়ে তুলিল॥
শ্যাম মৃদু গাত্র সীতা করি বিলোকন।
প্রেমেতে পূরিত তৃপ্ত না হয় লোচন॥
পঞ্চবটী মধ্যে বাস করি রঘুবর।
করে বহু লীলা স্থর-মুনি-হিতকর॥

* ঘুড়ি।

খর-দূষণের চিতাধূম নিরখিয়া।
রাবণের পার্শে তবে সূর্পনখা গিয়া ॥
রোষে পূর্ণ বলে অতি পৌরুষ বচন।
দেশ, রাজ্যদশা তুমি হৈলে বিস্মরণ ॥
দিবারাত্রি পড়ে আছ মদ্য করি পান।
শিরোপরে শত্রু তব নাহি তাহা জ্ঞান ॥
নীতি বিনা রাজ্য আর ধর্ম্ম বিনা ধন।
নষ্ট সাধুকর্ম্ম বিনা হরিকে অর্পণ ॥
জ্ঞান বিনা বিদ্যা যদি করে উপার্জ্জন।
ফললাভ শ্রমমাত্র পঠন পাঠন ॥
কুমন্ত্রেতে রাজা, সঙ্গদোষে যতি নাশ।
মদ্যে লজ্জা, অভিমানে জ্ঞানের বিনাশ ॥
নম্রতা বিহনে প্রেম, অহঙ্কারে গুণী।
নাশ প্রাপ্ত হয় ত্বরা হেন নীতি শুনি ॥
রিপু, রোগ, অগ্নি, পাপ, প্রভু, সর্পগণ।
ক্ষুদ্র বলি কেহ কভু না করে গণন ॥
এত বলি বিলাপিয়া বিবিধ প্রকার।
কাঁদিতে লাগিল অশ্রু বহে দুই ধার ॥
সভার মধ্যেতে পড়ি হ'য়ে ব্যাকুলিত।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে মুখে আসে যত ॥
বাঁচিয়া থাকিতে তুমি শুন দশানন।
হেনরূপ দশা মম হয় কি কখন ॥
শুনি সভাসদ্‌গণ ব্যাকুল হইল।
বুঝাইয়া হাতে ধরি তা'রে বসাইল ॥
কহে লঙ্কাপতি কেন না বল বচন।
নাসা, কর্ণ, কেবা তব করিল ছেদন ॥
অযোধ্যার পতি দশরথের নন্দন।
মৃগয়া করিতে বীর এসেছে কানন ॥
বুঝিতে পেরেছি আমি তাহার কারণ।
নিশাচরহীন ধরা করিবে সে জন ॥
যাঁর ভুজ বল পেয়ে শুন দশানন।
নির্ভয়েতে বিচরিছে বনে মুনিগণ ॥

দেখিতে বালক, কিন্তু কালের সমান।
অতি ধৈর্য্যশীল, গুণী, ধানুকী প্রধান ॥
দুই ভ্রাতা বলে প্রতাপেতে অতুলন।
খলে বধি সুখী করে সুর-মুনিগণ ॥
নামে রাম হ'ন যিনি শোভার আধার।
পরম সুন্দরী নারী সঙ্গে এক তাঁর ॥
রূপরাশি দিয়া বিধি সৃজিল রমণী।
শত কোটি রতি তাঁর কাছে কিবা গণি ॥
কাটিলেক নাক, কান অনুজ তাঁহার।
কৈল উপহাস, শুনি ভগিনী তোমার ॥
শুনিয়া দূষণ, খর তথায় যাইল।
ক্ষণমধ্যে সৈন্য সহ তা'দিগে মারিল ॥
ত্রিশিরা, দূষণ, খর রণেতে মরিল।
শুনি রাবণের অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল ॥
নানা কথা বলি সূর্পণখারে বোধিল।
আপনার বাহুবল বহু বাখানিল ॥
গেলেন মহলে হ'য়ে শোকাতুর অতি।
না হইল নিদ্রা জাগিলেক সারারাতি ॥
জগতে অসুর, সুর, নাগ, নরগণ।
আমার সেবক নাহি হয় কোন্ জন ॥
খর ও দূষণ মম সম বলবান্।
তা'দেরে মারিল কেবা বিনা ভগবান্ ॥
দেবতা-রঞ্জন, ভঞ্জিবারে মহীভার।
যদি জগদীশ লইলেন অবতার ॥
তাহ'লে অবশ্য আমি শত্রুতা করিব।
প্রভু-শরে মরি ভবসাগর তরিব ॥
তামস শরীরে নাহি হ'তেছে ভজনা।
কায়মনোবাক্যে ইহা সুদৃঢ় মন্ত্রণা ॥
যদি নররূপে কোন রাজার তনয়।
হরিব রমণী দোঁহে করি পরাজয় ॥
একাকী রথেতে চড়ি চলিলেন তথা।
মারীচ বসতি করে সিন্ধু-তটে যথা ॥

এখানে শ্রীরাম যুক্তি করেন যেমন।
শুন উমে ? সেই কথা অতি সুশোভন ॥

—:*:—

অগ্নি মধ্যে সীতার আত্মগোপন।

(শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক মারীচ বধ এবং সীতাহরণ)।

কাননের মধ্যে যবে গেলেন লক্ষ্মণ।
ফল, মূল, কন্দ করিবারে আহরণ ॥
কৃপাসুখকন্দ রাম জনক সুতারে।
বলিলেন হাসি হাসি সুমধুর স্বরে ॥
শুন সীতে ? তুমি পতিব্রত-ধর্ম্মশীলা।
করিব আমিহ কিছু রম্য নরলীলা ॥
পাবকের মধ্যে তুমি করহ নিবাস।
নাহি করি যতদিন রাক্ষস বিনাশ ॥
বাখানি বলেন হেন শ্রীরাম যখন।
হৃদে পদ ধরি করে অগ্নি প্রবেশন ॥
নিজ প্রতিবিম্ব তথা রাখিলেন সীতা।
সেই সে স্বভাব নিজ সদৃশ বিনীতা ॥
না জানিল মর্ম্ম কিছু লক্ষ্মণ ইহার।
যাহা কিছু প্রভুলীলা করিলা অপার ॥
দশানন গেল তবে যথায় মারীচ।
নোয়াইল মাথা গিয়া স্বার্থরত নীচ ॥
নীচ নম্র হৈলে হয় অতীব করাল।
যেমতি অঙ্কুশ, সর্প, ধনুক, বিড়াল ॥
ভয়ঙ্কর হয় খল কুটিলের বাণী।
অকালে কুসুম * যথা শুনহ, ভবানি ? ॥
দশাননে করি পূজা মারীচ তখন।
করিতে লাগিল সমাদরে জিজ্ঞাসন ॥
কহ তাত ? কিবা হেতু মন উচাটন।
একাকী কি হেতু হেথা কৈলে আগমন ॥

হতভাগ্য দশমুখ তাহার আগেতে।
বলিলেক সব কথা দর্পের সহিতে ॥
হও তুমি কপটেতে মৃগবেশধারী।
যেরূপেতে নৃপনারী হরিবারে পারি ॥
মারীচ কহিল পুনঃ শুন দশানন।
নররূপে চরাচর প্রভু তিনি হ'ন ॥
তাঁর সহ তাত ? নহে শক্রতা উচিত।
সে মারিলে মরে জীব বাঁচালে জীবিত ॥
শিশুকালে গেল মুনি-যজ্ঞ রক্ষিবারে।
বিনা ফলা শর রঘুপতি মারে মোরে ॥
ক্ষণমধ্যে আসিলাম শতেক যোজন।
শক্রতা নহে তো ভাল সহ হেন জন ॥
ভৃঙ্গধৃত কীট † সম হইয়াছে মন।
যথা তথা দুই ভাই করি দরশন ॥
যদি নর হয় তবু অতি বল তায়।
বিরোধ তাঁহার সহ শোভা নাহি পায় ॥
তাড়কা, সুবাহু যিনি করেন নিধন।
হরধনু খণ্ড খণ্ড করিল ভঞ্জন ॥
ত্রিশিরা, দূষণ, খরে দিল যমঘর।
হয় কি কখনো হেন বলবান্ নর ॥
কুলহিত চিন্তি ফিরে যাও স্বভবন।
শুনি ক্রোধে বহু গালি দিলেক রাবণ ॥
গুরু সম কর মূঢ় ? মোরে শিক্ষাদান।
কহ বিশ্বে যোদ্ধা কেবা আমার সমান ॥
তবে তো মারীচ মনে করে অনুমান।
নয় জন সঙ্গে নাহি বিরোধে কল্যাণ ॥
অস্ত্রধারী, প্রতিবাসী, প্রভু, শঠ, ধনী।
বৈদ্য, ভাট, কবিগণ, সুপণ্ডিত গুণী ॥
উভয় দিকেতে ভাবি আপন মরণ।
নিশ্চয় করিল, লওয়া রামের শরণ ॥

* অসময়ের পুষ্প ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের সংসূচক হয়।
† ভ্রমর কর্ত্তৃক ধৃত কীট মুক্ত হইলেও ভ্রমরময় দেখিতে থাকে।

বধিবে অভাগা মোরে করিলে উত্তর।
কেন নাহি মরি খেয়ে শ্রীরামের শর ॥
হেন মনে জানি চলে দশানন সঙ্গ।
রামপদে প্রেম তার আছিল অভঙ্গ ॥
নাহি জানাইল সেহ মনে হর্ষ অতি।
নিরখিব আজি গিয়া প্রভু রঘুপতি ॥

নিজ প্রিয়তমে হেরি, লোচন সফল করি,
অতিশয় আনন্দ লভিব।
জানকী-লক্ষ্মণ সহ, এবে আমি অহরহ,
কৃপাময়-চরণ ভজিব ॥
ক্রোধে মুক্তিপ্রদ যিনি, ভক্তিতে অবশ তিনি,
তবু তাহে বশীভূত হ'ন।
শর লয়ে নিজ করে, বধিবেন তিনি মোরে,
সুখের সাগর নারায়ণ ॥
আমার পশ্চাতে যবে, ধাইয়া ধরিতে যাবে,
ধরি রাম শরাসন বাণ।
ফিরি ফিরি প্রভুবর, নিরখিব নিরন্তর,
মম সম কেবা ভাগ্যবান্ ॥
রাধিকাপ্রসাদ কয়, বৃথা জন্ম মম হয়,
কেন আমি রাক্ষস না হৈনু।
রামরূপ মনোহর, হেরি সুখে নিরন্তর,
লভিতাম রামপদ-রেণু ॥

সেই বন নিকটেতে গেল দশানন।
মারীচ কপটে মৃগ হইল তখন ॥
না হয় বর্ণন সেহ অতি বিচিত্রিত।
কনক-রচিত দেহ মণি-বিজড়িত ॥
জানকী দেখিলু মৃগ অতি মনোহর।
পরম সুন্দর বেশ, সুর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ॥
শুন দেব কৃপাময় প্রভু রঘুবর।
এই মৃগচর্ম্ম হয় আহা কি সুন্দর ॥
সত্যসন্ধ প্রভো ? বধ করিয়া উহারে।
আনি দাও চর্ম্ম, সীতা বলেন রামেরে ॥
তবে রঘুবর সব কারণ বুঝিয়া।
সুরকার্য্য সাধিবারে উঠে হরষিয়া ॥
কটি বাঁধে, আঁটি মৃগ করি বিলোকন।
করতলে ধনুর্ব্বাণ করেন গ্রহণ ॥
লক্ষ্মণে বুঝায়ে বলিলেন রঘুবর।
ফিরিতেছে বনে ভ্রাতঃ ? বহু নিশাচর ॥
সাবধানে জানকীরে করিবে রক্ষণ।
কালোচিত বল বুদ্ধি করি বিবেচন ॥
প্রভুরে হেরিয়া মৃগ করে পলায়ন।
ধাইল সাজিয়া রাম লয়ে শরাসন ॥
বেদের অগম্য, শিব ধ্যানে নাহি পায়।
মায়ামৃগ পিছু পিছু সেই প্রভু ধায় ॥
কখনো নিকটে কভু দূরেতে পলায়।
কভু প্রকটিত হয় কভু বা লুকায় ॥
হেনরূপে করি বহু ছল প্রকাশন।
প্রভুরে লইয়া দূরে করিল গমন ॥
তবে লক্ষ্য করি রাম হানে তীক্ষ্ণ শর।
ঘোর শব্দে পড়ে সেহ ধরণী উপর ॥
উচ্চ রবে করি আগে লক্ষ্মণের নাম।
পশ্চাতে স্মরণ করে মনে মনে রাম ॥
মরণের কালে দেহ করি প্রকাশন।
সপ্রেমে শ্রীরামচন্দ্রে করয়ে স্মরণ ॥
অন্তরের প্রেম তার জানি ভগবান্।
মুনির দুর্লভ গতি করেন প্রদান ॥
পুষ্পরাশি দেবগণ করে বরিষণ।
গাহিয়া প্রভুর গুণ-গাথা অগণন ॥
দীনবন্ধু রঘুনাথ তুমি কৃপা করে।
প্রদানিলে নিজ পদ পাপাত্মা অসুরে ॥
দুষ্টে বধি রঘুবীর ফিরেন সত্বর।
করে শোভে ধনুর্ব্বাণ কটিতে তূণীর ॥

সীতাদেবী আর্ত্তনাদ শুনিয়া শ্রবণে।
ভয়ে অতি ভীতা হ'য়ে বলেন লক্ষ্মণে॥
ভ্রাতার বিপদ তব যাও না এখনি।
হাসিয়া লক্ষ্মণ বলে শুন গো জননি?॥
ভ্রূকুটি-বিলাসে যাঁর সৃষ্টি হয় লয়।
স্বপনেও তাঁর কভু বিপদ কি হয়॥
মর্ম্মঘাতী বাক্য সীতা বলিল যখন।
হরি-প্রেরণায় টলে লক্ষ্মণের মন॥
দিক্‌পতি, বনদেবে সঁপিয়া সীতায়।
যথায় রাবণ-চন্দ্র-রাহু * তথা যায়॥
শূন্য সে কুটীর যবে রাবণ দেখিল।
ধরিয়া যতির বেশ নিকটে আসিল॥
যার ভয়ে সুরাসুর সবে ভয় পায়।
রাত্রে নাহি নিদ্রা, দিনে অন্ন নাহি খায়॥
কুক্কুরের মত সেই রাজা দশানন।
ইতস্ততঃ চাহি যায় করিয়া গোপন॥
এরূপে কুপথে পদ রাখিতে খগেশ?।
নাহি রহে তেজ, বল, বুদ্ধি লবলেশ॥
নানাবিধ কথা সেহ করায় শ্রবণ।
রাজনীতি, ভয়, প্রেম করি প্রদর্শন॥
বলেন জানকী, যতে? করহ শ্রবণ।
দুষ্টের সমান কেন বলহ বচন॥
নিজ রূপ দেখাইল তবে দশানন।
ভয়ে ভীতা, নাম·মাতা করিয়া শ্রবণ॥
বলিলেন সীতা অতি ধৈরয ধরিয়া।
আসিছেন প্রভু, খল? রহ দাঁড়াইয়া॥
ক্ষুদ্র শিশু চাহে সিংহ-বধূর যেমন।
কালবশে লঙ্কাপতি হ'য়েছে তেমন॥
বাক্য শুনি দশানন লজ্জিত হইল।
সুখ মানি মনে মনে চরণ বন্দিল॥

দশস্কন্ধ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তখন।
রথমাঝে তুলি করাইল আরোহণ॥
গগন মার্গেতে চলে সত্বর হইয়া।
ভয়ে রথ নাহি লয়ে যায় হাঁকাইয়া॥
হায় জগদীশ! দেব! শ্রীরঘুনন্দন!।
কিবা অপরাধে দয়া হ'লে বিস্মরণ॥
দুখহর তুমি আশ্রিতের সুখকর।
হায়! রঘুকুল-কমলের দিনকর॥
হায় রে লক্ষ্মণ! তব নাহি কিছু দোষ।
পাইনু তাহার ফল করিনু যে রোষ॥
বৈদেহী বিলাপ করে বিবিধ প্রকার।
দূরে রয়েছেন প্রভু কৃপার আধার॥
প্রভুরে শুনাবে কেবা বিপত্তি আমার।
গর্দ্দভ খাইতে চাহে ভক্ষ্য দেবতার॥
বিলাপিছে সীতা তাহা করিয়া শ্রবণ।
দুখিত হইল চরাচর জীবগণ॥

——:*:——

জটায়ু পক্ষীর সহিত রাবণের যুদ্ধ।

গৃধ্ররাজ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া।
রঘুকুলতিলকের রমণী চিনিয়া॥
লয়ে যায় নিশাচর করিয়া হরণ।
ম্লেচ্ছবশে কামধেনু ব্যাকুলা যেমন॥
পুত্রি? সীতে? নাহি কর তুমি কোন ভয়।
করিতেছি রাক্ষসেরে এবে আমি ক্ষয়॥
অতি ক্রোধে খগবর ধাইল কেমন।
পর্ব্বত উপরে যেন বজ্রের পতন॥
অরে দুষ্ট? স্থির কেন না রহ হেথায়।
নির্ভয়ে চলিয়া যাও, চেন না আমায়॥

* রাবণরূপ চন্দ্রমার রাহু অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র।

আসিতে দেখিয়া গৃধ্রে কৃতান্ত সমান।
ফিরি দশস্কন্ধ মনে করে অনুমান॥
মৈনাক পর্ব্বত কিম্বা গরুড় কি এহ।
মম বল জানি আসিতেছে পতি সহ * ॥
বুঝিনু জটায়ু বৃদ্ধ হয় এই জন।
মম কর-তীর্থে দেহ দিবে বিসর্জ্জন॥
শুনিয়া ধাইল গৃধ্র অতি ক্রোধী মন।
বলে মম উপদেশ শুনহ রাবণ॥
জানকী ত্যজিয়া যাও কুশলে প্রাসাদ।
নতুবা বিংশতি-ভুজ? ঘটিবে প্রমাদ॥
শ্রীরামের রোষানল হয় অতি ঘোর।
হইবে পতঙ্গ সম তাহে কুল তোর॥
উত্তর না দেয় যবে যোদ্ধা দশানন।
ক্রোধ করি গৃধ্ররাজ করে আক্রমণ॥
কেশে ধরি রথ হৈতে ভূমিতে পাড়িল।
সীতারে অন্যত্র রাখি পুনশ্চ ফিরিল॥
ঠোঁঠে করি দেহ তার বিদীর্ণ করিল।
এক দণ্ড কাল সেহ মুর্চ্ছিত রহিল॥
তবে ক্রোধে নিশাচর করিয়া গর্জ্জন।
ভীষণ করাল অসি করি নিষ্কাসন॥
কাটিলেক পক্ষ, খগ ভূমিতে পড়িল।
অদ্ভুত করম করি শ্রীরামে স্মরিল॥
পুনশ্চ সীতারে রথে করি উত্তোলন।
চলে উৎকণ্ঠিতে, ভয় মনেতে ভীষণ॥
বহুবিধ বিলাপিয়া শূন্যে যায় সীতা।
মৃগী যেন ব্যাধ-করে হয় ভয়-ভীতা॥
পর্ব্বত উপরে কপিগণে নিরখিয়া।
রাম রাম কহি বস্ত্র দিলেন ফেলিয়া॥
হেনরূপে সীতা লয়ে করিল গমন।
অশোক কানন মধ্যে করিল রক্ষণ॥
পরাজয় মানি খল এরূপ প্রকারে।
ভয়-প্রেম বহুবিধ দেখায়ে সীতারে॥
অশোক বৃক্ষের তলে করিয়া যতন।
বিবিধ প্রবন্ধ করি রাখিল তখন॥
যেরূপেতে রামচন্দ্র মায়ামৃগ সনে।
গিয়াছিল বধিবারে পিছনে পিছনে॥
সীতা সেই ছবি হৃদে করিয়া ধারণ।
জপিতে লাগিলা রাম নাম অনুক্ষণ॥

—:*:—

রামচন্দ্রের আশ্রমে প্রত্যাগমন ও সীতার বিরহে বিলাপ।

রঘুপতি অনুজেরে আসিতে দেখিয়া।
মনে মনে চিন্তা করিলেন বিশেষিয়া॥
জনকসুতারে একা করিয়া বর্জ্জন।
এলে ভ্রাতঃ? মম আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন॥
নিশাচরগণ বনে ফিরিছে সদাই।
মম মনে লয় সীতা আশ্রমেতে নাই॥
পদ বন্দি' করযোড়ে বলেন লক্ষ্মণ।
ইহাতে নাহিক নাথ? দোষ কিছু মম॥
অনুজ সমেত প্রভু গেলেন সেখানে।
গোদাবরী তটে ছিল আশ্রম যেখানে॥
দেখিয়া আশ্রম তবে জানকী বিহীন।
হ'লেন ব্যাকুল যেন সাধারণ দীন॥
গুণের আকর হায়! কোথা সীতা সতী।
পবিত্রা, নিয়ম ব্রতা, রূপ-শীলবতী॥
লক্ষ্মণ বিবিধরূপে বুঝান তখন।
বিলাপি' পুছিতে যান তরুলতাগণ॥
হে খগ। হে মৃগ! ওহে মধুকর-শ্রেণী!
দেখেছ তোমরা সীতা কুরঙ্গ-নয়নী॥

* অর্থাৎ আমার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য মৈনাক পর্ব্বত অথবা নিজ প্রভু বিষ্ণু সহ খগরাজ গরুড় কি আগমন করিতেছে।

হরিণ-খঞ্জন মীন সদৃশ নয়ন।
শুক-নাসা, গ্রীবা হয় কপোতের সম ॥
সৌদামিনী, কুন্দকলি, দাড়িম্বের সম।
কি সুন্দর দন্ত তব অতি অনুপম ॥
শারদীয় শশী আর কোমল কমল।
সদৃশ তোমার হয় সে মুখমণ্ডল ॥
শোভিত মস্তকে হয় কি সুন্দর বেণী।
ঝুলিতেছে নিম্ন পুচ্ছ যেমন নাগিনী ॥
কণ্ঠরেখা বরুণের পাশের সমান।
জিনিয়া মদনধনু ভ্রূযুগ গঠন ॥
হংস-গজ সম গতি, সিংহ কটিদেশ।
স্বর্ণ গৌর বর্ণ, স্তন শ্রীফল সদৃশ ॥
রম্ভাতরু সম তব জঙ্ঘার গঠন।
শুনিত সকলে সীতে ? তব প্রশংসন * ॥
সকলেতে হয় আজি হরষিত অতি।
কেহ নহে সশঙ্কিত সঙ্কুচিত মতি ॥
শুনহ জানকি ? আজি তোমার বিহনে।
সবে হরষিত রাজ্য পাইল যেমনে ॥
কিরূপে সহিছ হেন শত্রুর উল্লাস।
কেন নাহি ত্বরা করি হ'তেছ প্রকাশ ॥
এরূপ বিলাপি প্রভু করে অন্বেষণ।
অতীব বিরহী, অতিশয় কামী যেন ॥
পূর্ণকাম প্রভু রাম হ'ন সুখরাশি।
করেন মনুষ্যলীলা অজ অবিনাশী ॥
অগ্রেতে পতিত গৃধ্রপতিরে দেখিল।
স্মরিতেছে মাত্র রাম-চরণ-কমল ॥
করকমলেতে শির করেন স্পর্শন।
দয়াসিন্ধু রঘুবীর কৃপানিকেতন ॥

শোভার আধার নিরখিয়া রাম-মুখ।
দূরে গেল জটাযুর যত কিছু দুখ ॥
ধৈর্য্য ধরি তবে গৃধ্র বলেন বচন।
শুন প্রভু রাম ? ভব-ভয়-বিভঞ্জন ॥
হেন গতি মম নাথ ? কৈল দশানন।
সেই খল, জানকীরে করিল হরণ ॥
লইয়া দক্ষিণ দিকে করিল গমন।
কুররীর † মত মাতা করেন রোদন ॥
দরশন লাগি প্রভো ? রহিয়াছে প্রাণ।
বাহিরিতে চাহে এবে করুণানিধান ॥
রাখ কিছু দিন দেহ শ্রীরাম কহিল।
মৃদু মৃদু হাসি পক্ষী কহিতে লাগিল ॥
মরণের কালে যাঁর উচ্চারিলে নাম।
অধমও মুক্ত হয়, শ্রুতি করে গান ॥
নয়ন-সম্মুখে আজি সেই প্রভু মম।
বল নাথ ? দেহ রাখি কিসের কারণ ॥
জলপূর্ণ নেত্রে কহিলেন রঘুপতি।
নিজ কর্ম্ম ফলে তাত ? লভিলে সুগতি ॥
পরহিত বাঞ্ছা হয় মনোমাঝে যার।
নাহিক দুর্লভ কিছু জগতে তাহার ॥
শরীর ত্যজিয়া তাত ? যাহ মম ধাম।
কি দিব তোমারে, তুমি সদা পূর্ণকাম ॥
পিতার নিকটে তাত ? করিয়া গমন।
না বলিও হইয়াছে সীতার হরণ ॥
যদি আমি হই রাম, তবে এই পণ।
সবংশে রাবণ গিয়া করিবে বর্ণন ॥
দেহ ত্যজি হরিরূপ ধরে পক্ষীবর।
বিবিধ ভূষণ, পীত-বসন সুন্দর ॥

* হরিণ, খঞ্জন প্রভৃতি বনবাসীগণ প্রতিদিন তোমার প্রশংসা শুনিত। আজ তুমি চলিয়া যাওয়ায় কাহারও মনে সঙ্কোচ বা শঙ্কা হয় নাই। সকলেই আনন্দিত হইয়াছে, তাহারা যেন নিঃশঙ্কোচে রাজ্য লাভ করিয়াছে। শত্রুর উল্লাস কিরূপে সহ্য করিতেছ ?

† কুররী—পক্ষী বিশেষ।

শ্যামবর্ণ দেহ, সুবিশাল ভুজ চারি।
স্তুতি করে নয়নযুগেতে বহে বারি॥

জটায়ুর স্তব।

জয় জয় রাম, রূপ নিরুপম,
সগুণ, নির্গুণ, গুণ-প্রেরক *।
দশাস্য রাবণ, বাহু বিখণ্ডন,
পৃথিবী-ভূষণ, ধনু-ধারক॥
মেঘ সম দেহ, মুখ সরোরুহ,
কিবা সরোরুহ-দীর্ঘ লোচন।
শ্রীরাম কৃপাল, বাহু সুবিশাল,
ভব-ভয়-কাল, করি বন্দন॥
বল অপ্রমেয়, অনাদি, অব্যয়,
এক অদ্বিতীয়, নহ গোচর।
সদা দ্বন্দ্ব হর, বিজ্ঞানের সার,
ইন্দ্রিয়ের পর, ধরণীধর॥
যেই রাম নাম, জপি অবিরাম,
লভেন আরাম সাধু মানসে।
নিত্য নমি রাম, সপ্রেমী নিষ্কাম,
খল-দল, কাম আদি বিনাশে॥
ব্রহ্ম নিরঞ্জন, অজ, রজোহীন,
বলি শ্রুতি গণ, গায় যাঁহারে।
করি যোগ, ধ্যান, বিরাগ, বিজ্ঞান,
যাঁরে মুনিগণ লভে অন্তরে॥
শোভার আকর, করুণা সাগর,
বিশ্বচরাচরে হও প্রকাশ।
আমার অন্তর, কমলে ভ্রমর,
কাম-লোভ-হর, হও বিকাশ॥
অগম, সুগম, † সম ও বিষম,
স্বতঃ মলহীন, সদা শীতল।
যাঁরে যোগী জন, করেন দর্শন,
করি বশে মন-ইন্দ্রিয়দল॥
সে রমানিবাস, সদা দাস, বশ,
ত্রিলোকের ঈশ, ত্রিলোকপার।
সেই হৃদে মম, করুন আসন,
সংসারনাশন কীরতি যাঁর॥
ভক্তি অবিরাম, মাগি হরিধাম,
করিল প্রয়াণ, শকুন্তবর।
অন্তিম সৎকার, পক্ষী দেহভার,
করে দয়াধার শ্রীরঘুবর॥

কবন্ধের শাপমোচন ও শবরীর বৈকুণ্ঠ লাভ।

সুকোমল চিত্ত অতি দীন-দয়াবান্।
বিনা হেতু রঘুপতি হ'ন কৃপাবান্॥
অধম বায়স করি আমিষ ভোজন।
লভিল সুগতি যাহা লভে যোগীগণ॥
শুন উমে? হতভাগ্য অতীব তাহারা।
হরি তাজি বিষয়েতে অনুরাগী যারা॥
পুনশ্চ সীতায় খোঁজে ভাই দুই জন।
চাহি চাহি ঘুরিয়া ফিরেন বনে বন॥
তরুলতা-সমাকীর্ণ গহন কানন।
বহু গজ, সিংহ তথা খগ মৃগগণ॥

---

* সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের প্রেরক বা স্রষ্টা।

† তিনি অভক্তগণের পক্ষে অগম্য এবং ভক্তগণের পক্ষে সুগম্য, এরূপ ভক্ত ও অভক্তের বিচারে তিনি সম ও বিষম।

আসিতে পথেতে রাম কবন্ধে * বধিল।
সেহ সব নিজ শাপ-কথা শুনাইল॥
দিলেন দূর্ব্বাসা ঋষি মোরে ঘোর শাপ।
প্রভুপাদ হেরি ঘুচিলেক সেহ পাপ॥
শুনহ গন্ধর্ব্ব? আমি বলি যে তোমায়।
ব্রহ্মকুলদ্রোহী ভাল লাগে না আমায়॥
কায়মনোবাক্যে করি ছল বরজন।
ব্রাহ্মণগণের সেবা করে যেই জন॥
আমার সহিত ব্রহ্মা আর মহাদেব।
বশীভূত হ'ন সবে আর যত দেব॥
শাপিলে ও তাড়িলে ও পরুষ বচনে।
বিপ্র পূজনীয় তবু, সাধুগণ ভণে॥
পূজ্য বিপ্র হইলেও শীল-গুণহীন।
নহে শূদ্র যদি গুণী, জ্ঞানী ও প্রবীণ॥
কহি নিজ ধর্ম্ম প্রভু তাহে বুঝাইল।
নিজ পদে তার প্রেম দেখি সুখী হৈল॥
রামপাদপদ্মে সেহ প্রণাম করিয়া।
নিজ গতি লভি গেল স্বলোকে চলিয়া॥
তাহারে উদ্ধার করি কৃপানিকেতন।
শবরীর আশ্রমেতে করেন গমন॥

শবরী † দেখিল রাম গৃহেতে আসিল।
মুনি উপদেশ তার স্মরণ হইল॥
কমললোচনযুগ, বাহু সুবিশাল।
জটার মুকুট শিরে, গলে বনমাল॥
দুই ভ্রাতা শ্যাম আর গৌউর বরণ।
দেখিয়া শবরী ধরি পড়িল চরণ॥
প্রেমেতে মগন মুখে না সরে বচন।
পাদপদ্মে মাথা নত করে পুনঃপুনঃ॥
সমাদরে জল লৈয়া পদ ধোয়াইল।
সুন্দর আসন পাতি' তাহে বসাইল॥
রসভরা কন্দ, মূল, ফল অগণন।
দিল প্রভু রামচন্দ্রে করি আনয়ন॥
প্রেমের সহিত প্রভু করেন ভক্ষণ।
পুনঃপুনঃ রসাস্বাদ করিয়া বর্ণন॥
আগে আসি দাঁড়াইল যুড়ি দুই কর।
প্রভুরে হেরিয়া প্রেম বাড়ে নিরন্তর॥
কিরূপেতে স্তুতি আমি করিব তোমার।
নীচ জাতি তাহে জড় মতি যে আমার॥
অধম হইতে আমি অধম স্ত্রী জাতি।
তাহে পুনঃ জ্ঞানহীনা অতি মন্দমতি॥

* কবন্ধ, বিশ্বাবসু নামে গন্ধর্ব্ব ছিলেন। তিনি স্থূলশিরা নামক ঋষির লম্বা মস্তক দেখিয়া উপহাস করায় ঋষি তাহাকে শাপ দেন যে, তুমি মস্তক বিহীন রাক্ষস হইয়া থাক। তদনুসারে সে রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করে এবং দেবতাদিগকে কষ্ট দেওয়ায় ইন্দ্র বজ্রের দ্বারায় তাহার মস্তক কাটিয়া ফেলেন। তদবধি সে কবন্ধ হইয়াই দণ্ডকারণ্যে বাস করি'ত লাগিল। ইন্দ্র স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার ভুজদ্বয় এক যোজন পরিমিত করিয়া দিল। সে একই স্থানে থাকিয়া জীবগণকে ভক্ষণ করিত। রামলক্ষ্মণকেও তদ্রূপে খাইবার প্রযত্ন করাতে ভগবান্ রামচন্দ্র তাহাকে বিনাশ করিয়া দিলেন। কবন্ধ শব্দের অর্থ মস্তক বিহীন।

† পম্পা সরোবরের পশ্চিম দিকে মাতঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল। ভীল জাতীয়া শবরী তাঁহার আশ্রমে দাসীর কার্য্য করিতেন। ঋষি যখন দিব্যলোকে গমন করেন, তখন শবরী তাঁহার সঙ্গে যাইতে বাসনা করিলে, ঋষি বলিলেন ভগবান্ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত এই আশ্রমে উপস্থিত হইবেন। তাঁহাদের আতিথ্য সৎকারের দ্বারায় আশ্রম পবিত্র করিয়া লোকান্তরে গমন করিও, এইরূপ উপদেশ দিয়া প্রভুকে চিনিবার লক্ষণ কিছু বর্ণন করিয়া ঋষি দিব্যলোকে গমন করিলেন। এই শবরী বাৎসল্যরসের উপাসিকা ছিলেন।

রাম বলে হে ভামিনি ? মম বাক্য শুন।
একমাত্র জেনো মোরে ভক্তির অধীন ॥
জাতি, কুল, মান আর ধরম শ্রেষ্ঠতা।
ধন, বল, পরিজন, গুণ, চতুরতা ॥
ভকতি বিহীন নরে শোভিত কেমন।
জলের বিহনে হেরি বারিদে যেমন ॥
নবধা ভক্তির কথা বলিব তোমারে।
সাবধানে শুন, রাখ মানস মাঝারে ॥
সাধুগণসঙ্গ হয় প্রথম ভকতি।
দ্বিতীয় আমার কথা-প্রসঙ্গেতে রতি ॥
গুরুপাদপদ্ম সেবা তৃতীয় ভকতি।
অহঙ্কার ছাড়ি যাহা করে শুদ্ধমতি ॥
মম গুণ গান করে কপট ত্যজিয়া।
চতুর্থ ভকতি তাহা লইবে বুঝিয়া ॥
মম মন্ত্র জপে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।
পঞ্চম ভকতি তাহা বেদেতে প্রকাশ ॥
ষষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে নানা কর্ম্ম ত্যজে।
সাধু আচরিত কর্ম্ম নিরন্তর ভজে ॥
আমিময় হেরে বিশ্ব হ'য়ত সপ্তম।
আমার অধিক সাধুগণের গণন ॥
যথা লাভে তুষ্ট ইহা হয়ত অষ্টম।
স্বপনেও পরদোষ না করে চিন্তন ॥
নবমে সারল্য, ছলহীন সব সনে।
আমিই ভরসা, হর্ষ-দীনতা না মনে ॥
এই নব ভক্তি মধ্যে একো আছে যার।
রমণী-পুরুষ কিম্বা জগত মাঝার ॥
সেহ অতিশয় প্রিয় ভামিনি ? আমার।
তোমাতে আছয় ভক্তি সকল প্রকার ॥
যোগীগণ সুদুর্লভ হয় গতি যাহা।
তোমার আছয় আজি অনায়াসে তাহা ॥
মম দর্শনের ফল হয় নিরুপম।
সহজ স্বরূপ নিজ পায় জীবগণ ॥

কহ সমাচার গজগামিনী সীতার।
ভামিনি ? যদ্যপি হয় বিদিত তোমার ॥
পম্পা সরোবরে প্রভু করহ গমন।
সুগ্রীবের সহ তথা হইবে মিলন ॥
সেহ তব পাশে সব করিবে বর্ণন।
জান সব তবু পুনঃ কর জিজ্ঞাসন ॥
বার বার প্রভুপদে প্রণাম করিল।
প্রেমের সহিত সব কথা শুনাইল ॥

সব কথা বরণিয়া, হরিমুখ নিরখিয়া,
চরণকমল হৃদে ধরি।
দেহ ত্যজি যোগানলে, হরির চরণে মিলে,
যথা গিয়া নাহি আসে ফিরি ॥
বিবিধ অধর্ম্ম, কর্ম্ম, নানা লোকমত ধর্ম্ম,
ভাবি শোকপ্রদ ত্যজে নর।
হৃদয়ে করি বিশ্বাস, কহিছে তুলসীদাস,
রামপদে অনুরাগ কর ॥
যে জন জাতিতে হীন, পাপজন্মা, অতি দীন,
হেন নারী যে করে উদ্ধার।
হ'য়ে মহা মন্দমতি, চাহিতেছ সুখ অতি,
চরণকমল ভুলি তাঁর ॥

বসন্ত বর্ণন।

সেহ বন ত্যজি রাম করেন গমন।
অতুলিত বল নরসিংহ দুই জন ॥
বিরহীর মত প্রভু করেন বিষাদ।
বলি নানারূপ কথা বিবিধ সংবাদ ॥
কাননের শোভা কিবা দেখহ লক্ষ্মণ।
হেরিয়া কাহার নাহি হয় ক্ষুব্ধ মন ॥
রমণী সহিত সব খগ, মৃগগণ।
করিতেছে যেন তারা আমার নিন্দন ॥

হেরি মোরে পলাইয়া যায় মৃগগণ।
মৃগী বলে কর ভয় কিসের কারণ॥
মৃগপুত্র? তুমি ক্রীড়া কর সুখীমন।
স্বর্ণমৃগ খুঁজিবারে আইল এ জন॥
করিবর সঙ্গে লয়ে যায় করিণীরে।
মনে হয় শিক্ষা যেন দিতেছে আমারে *॥
শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ দেখ করিয়া চিন্তন।
সেবা-বশ ভূপ কভু না হয় কখন॥
যদ্যপি রাখহ নারী হৃদয় উপর।
বশে নাহি হয় শাস্ত্র, যুবতী, নৃবর॥
দেখহ বসন্ত ভ্রাতঃ? কিবা সুশোভন।
প্রিয়াহীন মোরে ভয় করে প্রদর্শন॥
বিরহেতে ব্যাকুলিত বলহীন তায়।
সম্পূর্ণ একাকী এবে জানিয়া আমায়॥
খগ বন, মধুকর আদি সৈন্যগণ।
লইয়া আমারে যেন ঘিরিল মদন॥
পবন-কিঙ্কর মোরে ভ্রাতার সহিত।
দেখিয়া তথায় গিয়া বলিল ত্বরিত॥
তাহা শুনি রোধ করি নিজ সৈন্য গতি।
শিবির রচিয়া যেন বৈসে রতিপতি॥
বিশাল বিটপে লতা করি আচ্ছাদন।
রেখেছে বিস্তার করি চাঁদোয়া যেমন॥
কদলী ও তাল, ধ্বজ, পতাকা সুন্দর।
হেরি মুগ্ধ নহে যেন তার মন স্থির॥
তরু'পরে আছে ফুল বিবিধ ফুটিয়া।
সশস্ত্র সৈনিকগণ যেন দাঁড়াইয়া॥
কোথাও কোথাও তরু পরম সুন্দর।
দল হৈতে দূরে যেন আছে যোদ্ধৃবর॥
কোকিল-কূজন, মত্ত গজের গর্জ্জন।
কাক ও কুক্কুট যেন উষ্ট্র খরগণ॥

ময়ূর, চকোর, শুক, শ্রেষ্ঠ অশ্বগণ।
হংস, পারাবত, তাজী † অশ্বেতে গণন॥
তিত্তির, টিট্টিভ যেন পদাতিকগণ।
মদনের সেনা নারি করিতে বর্ণন॥
মুখর ভ্রমর-রব তুরী ভেরী যেন।
দূতরূপে আগে যায় ত্রিবিধ পবন॥
লইয়া চতুরঙ্গিনী নিজ সৈন্যগণ।
দম্ভ করি কাম যেন করে বিচরণ॥
লক্ষ্মণ? কামের সেনা করি নিরীক্ষণ।
ধৈর্য্য ধরে বিশ্ব মাঝে বিরল সে জন॥
একমাত্র শ্রেষ্ঠ বল রমণী ইহার।
তারে যে জিনিতে পারে বীর নাম তার॥
ভ্রাতঃ? তিন দুষ্ট হয় অত্যন্ত প্রবল।
কাম, ক্রোধ আর লোভ হয় মহা বল॥
বিজ্ঞাননিধান যেবা শ্রেষ্ঠ মুনিগণ।
পলমাত্রে ক্ষুব্ধ করে তাহাদের মন॥
দম্ভ ও বাসনা হয় লোভের সেনানী।
কামের কেবল মাত্র হয়ত রমণী॥
ক্রোধের সেনানী হয় কঠোর বচন।
বিচার করিয়া বর্ণিয়াছে মুনিগণ॥
গুণের অতীত প্রভু চরাচর স্বামী।
শুন উমে? রাম সকলের অন্তর্য্যামী॥
কামীর দীনতা সেহ করি প্রদর্শন।
ধীর জন মনে করে বিরাগ বর্দ্ধন॥
বাসনা ও ক্রোধ, লোভ, মদ, মায়া যত।
রামের দয়াতে সব পলায় সতত॥
ইন্দ্রজালে কভু নাহি ভুলে সেই নর।
অনুকূল নটরাজ যাহার উপর॥
নিজ অনুভব উমে? কহিব এখন।
ভব-স্বপ্ন সম, সত্য হরির ভজন॥

* অর্থাৎ তুমি যদি আমার মত স্ত্রী সঙ্গে লইয়া যাইতে, তাহা হইলে বিরহ ভোগ করিতে হইত না।
† তাজী—দেশীয় অশ্ব।

পম্পা নামে সরোবর গভীর সুন্দর।
তার তটে যা'ন পুনঃ প্রভু রঘুবর॥
সাধুর হৃদয় সম সুনির্ম্মল বারি।
চারি ধারে বাঁধা মনোহর ঘাট চারি॥
যথা তথা জলপান করে মৃগকুল।
দাতার গৃহেতে যথা যাচকের দল॥
সঘন শৈবালে জল থাকিলে আবৃত।
অনায়াসে নাহি পায় দেখিতে ত্বরিত॥
মায়াতে আচ্ছন্ন জীবগণ সেরূপেতে।
ব্রহ্ম নিরগুণ ত্বরা না পায় দেখিতে॥
অত্যন্ত অগাধ জল তাহার ভিতরে।
পরম সুখেতে মীনগণ বাস করে॥
যেমতি সতত ধর্ম্মশীল নরগণ।
নানাবিধ সুখে দিন করেন যাপন॥
নানা বর্ণে বিকসিত কমল সুন্দর।
গুঞ্জরে মধুর বহু ভৃঙ্গ সুখকর॥
জলের কুক্কুট, কলহংস করে রব।
প্রভুর প্রশংসা যেন করিতেছে সব॥
চক্রবাক, বক আদি পক্ষী সারি সারি।
দেখিতে সুন্দর কিন্তু বরণিতে নারি॥
পক্ষীর সুন্দর রব হেন মনে হয়।
পথের পথিকে যেন আহ্বান করয়॥
সরোবর পাশে মুনিগৃহ শোভা পায়।
চারি দিকে বন তরু ঘেরিয়াছে তায়॥
চম্পক, বকুল আর কদম্ব, তমাল।
পারুল, কাঁঠাল শোভে পলাশ, রসাল॥
কুসুম-পল্লব নব শোভে তরু'পরে।
গুণ গুণ রবে অলিকুল গান করে॥
সুগন্ধ, শীতল, মন্দ অতি সুশোভন।
অনুক্ষণ মনোহর বহিছে পবন॥
কুহু কুহু রব করে যতেক কোকিল।
সেই ধ্বনি শুনি ধ্যান মুনির ভাঙ্গিল॥
ফল ভরে নত হ'য়ে যত বৃক্ষগণ।
যেন ভূমিতলে চাহে করিতে চুম্বন॥
পর উপকারে রত পুরুষ যেমত।
সুসম্পত্তি করি লাভ সদা হয় নত॥
রম্য সরোবর রাম করিয়া দর্শন।
পাইলেন দিব্য সুখ করিয়া মজ্জন॥
দেখি তরুবর-ছায়া পরম সুন্দর।
অনুজ সহিত বসিলেন রঘুবর॥
তথায় আসিয়া পুনঃ দেব-মুনিগণ।
স্তুতি করি নিজ ধামে করেন গমন॥
তথায় প্রসন্ন চিত্তে বসি রঘুবর।
বলেন অনুজে নানা আখ্যান সুন্দর॥
তুলসী সঞ্চিত রস অমৃতের স্বাদ।
শ্রীগুরু প্রসাদে ভনে রাধিকাপ্রসাদ॥

——:•:——

নারদের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রমণীর দোষ ও সাধুর গুণবর্ণন।

নিরখিয়া ভগবানে বিরহে ব্যাকুল।
নারদের মনে অতি দুখ উপজিল॥
আমার দারুণ শাপ করি অঙ্গীকার।
সহিতেছে রামচন্দ্র বহু দুখ ভার॥
এহেন প্রভুরে গিয়া করি বিলোকন।
পাইব না আর আমি সময় এমন॥
নারদ বিচারি হেন করে লয়ে বীণ।
গেলেন যথায় প্রভু হ'ন সুখাসীন॥
মধুর বচনে রামলীলা করে গান।
সপ্রেমে বিবিধরূপে করিয়া বাখান॥
দণ্ডবৎ কৈলে মুনি, প্রভু উঠাইয়া।
রাখিলেন বহুক্ষণ হৃদয়ে ধরিয়া॥

কুশল জিজ্ঞাসা করি পাশে বসাইল।
লক্ষ্মণ সাদরে অতি পদ ধোয়াইল॥
বিবিধ বিধানে বহু বিনয় করিয়া।
প্রভু সুপ্রসন্ন নিজ মনেতে জানিয়া॥
বলিলা নারদ মুনি মধুর বচন।
যুড়িয়া যুগল কর সাদরে তখন॥
পরম উদার শুন শ্রীরঘুনায়ক।
অগম, সুগম তুমি বর-প্রদায়ক॥
মাগি আমি এক বর দেহ মোরে স্বামি ?।
যদ্যপি সকল তুমি জান অন্তর্য্যামী॥
প্রভু ক'ন জান মম স্বভাব কেমন।
নিজ জন সনে ছল না করি কখন॥
কোন্ বস্তু প্রিয় হেন আছয়ে আমার।
যাহা মুনিবর ? তুমি চাহিতে না পার॥
ভক্তেরে অদেয় কিছু নাহি মম পাশ।
ভ্রমেও না ত্যজ কভু এরূপ বিশ্বাস॥
বলেন নারদ তবে হরষ-অন্তর।
ধৃষ্টতা করিয়া আমি মাগি হেন বর॥
যদ্যপি প্রভুর নাম হয়ত অনেক।
শ্রুতি বলে সমধিক এক হৈতে এক॥
সর্ব্ব হৈতে তব রামনাম শ্রেষ্ঠতম।
হৌক নাথ ? আর পাপ-খগ-বিনাশন॥
তোমার ভকতি পূর্ণিমার নিশি সম।
পূর্ণ শশধর প্রভো ? তাহে রামনাম॥
নির্ম্মল তারকা সম তব অন্য নাম।
শোভিত করুক ভক্ত-হৃদয়-গগন॥
"হউক তাহাই" বলিলেন মুনিবরে।
কৃপার সাগর রঘুনাথ দয়া করে॥
নারদ তখন মনে হ'য়ে হরষিত।
প্রভুর চরণে শির করিলেন নত॥
অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্ত রঘুনাথে জানি।
বলিল নারদ মুনি পুনঃ মৃদুবাণী॥

প্রভু যবে নিজ মায়া করিলে প্রেরণ।
মোহিল আমারে শুন শ্রীরঘুনন্দন॥
বিবাহ করিতে আমি চাহিনু তখন।
করিতে না দিলে প্রভো ? তুমি কি কারণ॥
শুন মুনি সত্য করি কহি যে তোমায়।
সকল ভরসা ত্যজি যে ভজে আমায়॥
সতত তাহারে আমি করি যে রক্ষণ।
আপন বালকে রাখে যথা মাতৃগণ॥
ধায় যদি শিশু অগ্নি, সর্প ধরিবারে।
রাখেন জননী তবে ধরিয়া তাহারে॥
হয়ত প্রবীণ যবে সেই নিজ সুত।
না করেন স্নেহ মাতা আর পূর্ব্বমত॥
প্রবীণ তনয় সম মম জ্ঞানিগণ।
অভিমানহীন ভক্ত হয় শিশু সম॥
নিজ বলে বলী জ্ঞানী, আমি ভক্তবল।
কাম, ক্রোধ ঘোর রিপু দোঁহার প্রবল॥
পণ্ডিত বিচারি হেন মম সেবা করে।
পাইলেও জ্ঞান, ভক্তি ত্যাগ নাহি করে॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য
মদনের হয় এই সব সেনা বর্য্য॥
তাহাদের মধ্যে দুখদায়ী নিদারুণ।
মায়ার স্বরূপ বিশ্বে যত নারীগণ॥
বেদ ও পুরাণ, সাধু, কহে শুন মুনে।
রমণী বসন্ত ঋতু মোহরূপ বনে *॥
জপ, তপ, নিয়মাদি জলাশয়গণ।
হ'য়ে গ্রীষ্ম ঋতু নারী করয়ে শোষন॥
মাৎসর্য্য ও কাম, ক্রোধ সহ ভেকগণে।
হইয়া বরষা নারী সুখ দেয় মনে॥
কুবাসনা রূপ হয় কুমুদিনীগণ।
সুখদাতা তাহাদের শরৎ যেমন॥
ধর্ম্মের স্বরূপ হয় যত কমলিনী।
হইয়া হেমন্ত শুষ্ক করয়ে রমণী॥

* অর্থাৎ বসন্ত যেমন বনকে প্রফুল্লিত করে, রমণীও তদ্রূপ মোহকে প্রফুল্লিত করে অর্থাৎ বর্দ্ধিত করে।

পুনশ্চ মমতারূপ নানা তৃণগণ।
শীত ঋতু হ'য়ে নারী করয়ে বর্দ্ধন ॥
পাপরূপ পেচকের হয় সুখকারী।
অন্ধকারময়ী নিশা সম হ'য়ে নারী ॥
বুদ্ধি, বল, শীল, সত্য আদি হয় মীন।
বড়শীর সম নারী কহয়ে প্রবীণ ॥
নিখিল দোষের মূল, দুখের কারণ।
সমস্ত দুখের খনি হয় নারীগণ ॥
সেই হেতু মুনে ? আমি কৈনু নিবারণ।
আপন হৃদয়ে ইহা করি বিচারণ ॥
শুনিয়া রামের অতি বিজ্ঞান বচন।
মুনি পুলকিত তনু, সজল নয়ন ॥
কেবা হেন প্রভু, কহ কার্ এই রীতি।
সেবক উপরে হেন মমতা ও প্রীতি ॥
ভ্রম তাজি যে না ভজে হেন প্রভুবর।
জ্ঞানের দরিদ্র, ভাগ্যহীন সেই নর ॥
পুনশ্চ নারদ মুনি বলেন সাদর।
শুন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ওহে রাম রঘুবর ॥
কহ দয়াময় ? কিবা সাধুর লক্ষণ।
কর প্রভো ? তুমি ভবভয় বিনাশন ॥
শুন মুনে ? সাধুগুণ করিব বর্ণন।
তাঁদের অধীন আমি যাহার কারণ ॥
ষড়রিপুজিৎ, পাপ-বিহীন, নিষ্কাম।
স্থির-চিত্ত, ধনহীন, শুচি, সুখধাম ॥
জ্ঞানের নিধান, চেষ্টাহীন, মিতভোগী।
সত্যসন্ধ, কবিবর, সুপণ্ডিত, যোগী ॥
সতত সতর্কে রয় মায়া-মদহীন।
ধরম কার্য্যেতে ধীর, পরম প্রবীণ ॥
সংসারের দুখহীন, গুণের আলয়।
মনেতে সন্দেহ কিছুমাত্র নাহি হয় ॥
পরিত্যাগ করি মম কমলচরণ।
দেহ, গেহ প্রিয় যার না হয় কখন ॥
আপন প্রশংসা শুনি হয় সঙ্কুচিত।
পরগুণ শুনি সমধিক হরষিত ॥
সর্ব্ব প্রতি সমভাবে নাহি ত্যজে নীতি।
সরল স্বভাব সবাকার সনে প্রীতি ॥
করে জপ, তপ, ব্রত, সংযম, নিয়ম।
শ্রীগুরু-গোবিন্দ-বিপ্রচরণেতে প্রেম ॥
দয়া, মৈত্রী, ক্ষমা, শ্রদ্ধা আদি গুণযুত।
মম পদে অহৈতুক প্রেমী হরষিত ॥
বিরতি-বিবেকযুত, বিনয়ী, বিজ্ঞানী।
যথার্থ পুরাণ-বেদে হয় যেহ জ্ঞানী ॥
কা'রো সনে নাহি করে দম্ভ, মান, মদ।
ভ্রমেও কুমার্গে কভু নাহি দেয় পদ ॥
গান করে, শুনে সদা আমার চরিত।
বিনা হেতু পরহিতে সদা থাকে রত ॥
শুন মুনে ? সাধুগণ-গুণ হয় যত।
শারদা ও বেদ বর্ণিবারে নারে তত ॥

বর্ণিবারে নাহি পারে, শারদা ও নাগবরে,
শুনি মুনি ধরিল চরণ।
কৃপাময় দীনবন্ধু, হেন ভক্ত-গুণসিন্ধু,
নিজ মুখে করেন বর্ণন ॥
পদে ধরি বারবার, করি মুনি নমস্কার,
ব্রহ্মপুরে করেন গমন।
কহিছে তুলসীদাস, ধন্য সে যে ত্যজি আশ,
হরিপদে হইল মগন ॥
রাবণারি-যশগান, করে যেবা ভাগ্যবান্,
কিম্বা শুনে হ'য়ে শুদ্ধমতি।
জপ ও বিরাগ বিনে, বিনা যোগ আচরণে,
পায় দৃঢ় রামের ভকতি ॥
যুবতী রমণীগণ, হয় দীপশিখা সম,
মন তাহে হয়ত পতঙ্গ।
ত্যজি অহঙ্কার, কাম, ভজ সদা সীতারাম,
করি সদা সাধুজন সঙ্গ ॥
গঙ্গানারায়ণ সুত, জ্ঞান, ভক্তি বিরহিত,
ভনে দ্বিজ রাধিকাপ্রসাদ।
ভবার্ণব হৈতে পার, নাম মাত্র কর্ণধার,
ভজ নর ত্যজিয়া বিষাদ ॥

ইতি শ্রীগোস্বামী তুলসীদাস কৃত রামায়ণের অরণ্য কাণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস্ কৃত

রামায়ণ।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

মঙ্গলাচরণ।

কুন্দেন্দীবর সুন্দরাবতিবলৌ বিজ্ঞানধামাবুভৌ।
শোভাঢ্যৌ বরধন্বিনৌ শ্রুতিনুতৌ গোবিপ্রবৃন্দপ্রিয়ৌ॥
মায়ামানুষরূপিনৌ রঘুবরৌ সদ্ধর্ম্মবর্ম্মৌ হি তৌ।
সীতান্বেষণতৎপরৌ পথিগতৌ ভক্তিপ্রদৌ তৌ হি নঃ॥
ব্রহ্মাম্ভোধিসমুদ্ভবং কলিমল-প্রধ্বংসনং চাব্যয়ম্।
শ্রীমচ্ছম্ভুমুখেন্দুসুন্দরবরং সংশোভিতং সর্ব্বদা॥
সংসারাময়ভেষজং সুখকরং শ্রীজানকীজীবনং।
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরামনামামৃতম্॥

কুন্দ ইন্দীবর সম, দোঁহা বর্ণ গৌর-শ্যাম,
দোঁহে বলী, বিজ্ঞান-নিলয়।
গো-ব্রাহ্মণগণ প্রিয়, বেদের প্রণম্য হয়,
শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধারী শোভাময়॥
মায়াময় তনু ধর, হিতকর, রঘুবর;
সত্য ধরমের রক্ষাকারী।
সীতা অন্বেষণে রত, দুই ভ্রাতা পথিগত,
হউন ভকতি দানকারী॥
বেদরূপ পারাবার, তাহাতে জনম যাঁর,
ব্যয়হীন কলিমলহরে।
অতি রম্য মনোহর, শিব-মুখ-সুধাকর,
সতত যাঁহার জপ করে॥

ভবরোগ-মহৌষধি, সর্ব্ব সুখ-জলনিধি,
জানকীর জীবন-আধার।
ধন্য সেই কৃতীগণ, পান করে অনুক্ষণ,
যাঁরা, রামনামামৃত সার॥
যথা হয় পাপ হানি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের খনি,
মুকতির জন্মভূমি যেবা।
মহাদেব-গিরিসুতা, নিবাস করেন যথা,
হেন কাশী না সেবিবে কেবা॥
সুরদলে দুখ দিল, যে বিষম হলাহল,
তাহা যিনি করিলেন পান।
কেন হেন মন্দ মতি, নাহি ভজ উমাপতি,
কে কৃপালু শঙ্কর সমান॥

হনুমানের সহিত শ্রীরামলক্ষ্মণের মিলন।

(সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা ও পরস্পর কথোপকথন।)

আগে আগে চলিলেন পুনঃ রঘুপতি।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতের পাশে যান অতি॥
মন্ত্রী সহ ছিল তথা সুগ্রীব বসিয়া।
অতুলিত বলধামে আসিতে দেখিয়া॥
ভয়ে ভীত হ'য়ে বলে শুন হনুমান্।
পুরুষযুগল বল-রূপের নিধান॥
ব্রহ্মচারী রূপ ধরি দেখ তথা গিয়া।
জানাইবে মোরে সব ইঙ্গিৎ করিয়া॥
বালী পাঠাইলে হ'বে বিমলিন মন।
করিব এ শৈল ত্যজি তবে পলায়ন॥
বিপ্ররূপ ধরি কপি তথায় যাইল।
প্রণমিয়া হেন পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল॥
কে তোমরা ধরি গৌর-শ্যামল শরীর।
ক্ষত্রিয়ের বেশে বনে ফির দুই বীর॥
সুকঠিন বনভূমি, কোমল চরণ।
কিবা হেতু বনে প্রভো? কর বিচরণ॥
মৃদুল সুন্দর দেহ অতি মনোহর॥
দুঃসহ আতপ, বায়ু বনে সহ্য কর।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব মধ্যে হও কোন্ জন॥
কিম্বা নরনারায়ণ তোমরা দুজন॥
ভবসিন্ধু-কর্ণধার জগৎকারণ।
ধরণীর গুরু ভার করিতে ভঞ্জন॥
অখিল ভুবনপতি প্রভু দয়াধার।
লইলে কি কৃপা করি নর অবতার॥
অযোধ্যা-নৃপতি দশরথের নন্দন।
পিতার আদেশে বনে করি আগমন॥
দুই ভ্রাতা হই, নাম শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
সঙ্গে সুকুমারী নারী ছিল একজন॥
হেথা নিশাচর তাঁরে করিল হরণ।
খুঁজি বিপ্র? তাই মোরা ঘুরি বনেবন॥
নিজ পরিচয় আমি করিনু বর্ণন।
তব পরিচয় বিপ্র? বলহ এখন॥
প্রভুরে চিনিয়া হনু ধরিল পদেতে।
কত সুখ তাহে উমে? কে পারে বর্ণিতে॥
দেহ পুলকিত, মুখে না সরে বচন।
অপূর্ব্ব শ্রীরাম-শোভা করে নিরীক্ষণ॥
ধৈর্য্য ধরি পুনঃ বহু স্তবন করিল।
হরষ হৃদয়ে নিজ প্রভুরে চিনিল॥
আমার উচিত ছিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসন।
প্রভু কেন প্রশ্ন কর জীবের মতন॥
তব মায়াবশে ভ্রমিতেছি ঘুরি ফিরি।
সেহেতু প্রভুরে আমি চিনিতে না পারি॥
মোহের অধীন একে, তাহে মন্দমতি।
কুটিল হৃদয় আমি জ্ঞানহীন অতি॥
তাহে পুনঃ প্রভু মোরে হও বিস্মরণ।
দীনবন্ধু ভগবান্ কৃপা নিকেতন॥
যদিও আমার প্রভো? বহু দোষ হয়।
প্রভুর সেবক কভু ত্যাগ যোগ্য নয়॥
বিমোহিত জীব নাথ? তোমার মায়াতে।
কেবল নিষ্কৃতি পায় তোমার কৃপাতে॥
তদুপরি দিব্য করি কহি রঘুমণি।
সাধন ভজন আমি কিছুই না জানি॥
প্রভু-আশা করে ভৃত্য, মাতার নন্দন।
নাহি রহে চিন্তা, তাঁরা করেন পালন॥
এত বলি পড়ে পদে ব্যাকুল হইয়া।
প্রেম-পূর্ণ মন নিজ দেহ প্রকাশিয়া॥
তবে রাম উঠাইয়া হৃদে লাগাইল।
নিজ অশ্রু জলে সিঞ্চি তারে জুড়াইল॥
শুন কপে? আপনারে নাহি ভাব হীন।
লক্ষ্মণ হৈতে দ্বিগুণ তুমি প্রিয় মম॥

সমদর্শী বলি মোরে বলে সর্ব্ব জন।
অনন্য-সেবক কিন্তু মম প্রিয়তম॥
চরাচর রূপরাশি হয়ত যাঁহার।
সেই মম প্রভু, আমি হই দাস তাঁর॥
বায়ুসুত ? এই ভাব সদা থাকে যার।
সে হয় অনন্য-ভক্ত-সেবক আমার॥
প্রভু সুপ্রসন্ন হেরি পবনের সুত।
ভুলিলেক দুখ-শোক হ'য়ে হরষিত॥
এই শৈল'পরে নাথ ? বৈসে কপিপতি।
সুগ্রীব তাহার নাম তব দাস অতি॥
মিত্রতা তাহার সাথে কর দয়াময়।
দীন জানি কর দান তাহারে অভয়॥
করিবেন তিনি জানকীর অন্বেষণ।
যথা তথা কপিগণে করিয়া প্রেরণ॥
হেনরূপে সব কথা কহি বুঝাইয়া।
লইলেন উভয়েকে পৃষ্ঠে চড়াইয়া॥
সুগ্রীব শ্রীরামে যবে করেন দর্শন।
জনম সার্থক বলি ভাবে মনেমন॥
সাদরে মিলিল, মাথা নমিয়া চরণে।
মিলেন অনুজ সহ রাম তার সনে॥
কপিবর মনে হেন করেন বিচার।
মম সনে প্রীতি বিধে ? হবে কি ইঁহার॥
তবে হনু দুই দিকে মধ্যস্থ হইয়া।
পরস্পর কথা কহিলেন বুঝাইয়া॥
পাবকে করিয়া সাক্ষী উভয়ে তখন।
করিলেন পরস্পর মিত্রতা স্থাপন॥
হইল মিত্রতা কিছু না করি গোপন।
রামের চরিত সব বলেন লক্ষ্মণ॥
বলেন সুগ্রীব নেত্র-যুগে বহে বারি।
অবশ্য মিলিবে নাথ ? জনককুমারী॥
মন্ত্রীগণ সহ হেথা বসি একবার।
করিতে ছিলাম আমি বিবিধ বিচার॥

আকাশ মার্গেতে আমি পাইনু দেখিতে।
বহু আর্ত্তনাদে যা'ন দস্যুর রথেতে॥
হা রাম! হা রাম! রাম! বলিয়া বলিয়া।
আমাদেরে হেরি বস্ত্র দিলেন ফেলিয়া॥
চাহিলে শ্রীরাম তাহা দেন কপিপতি।
হৃদে লাগাইয়া বস্ত্র কাঁদিলেন অতি॥
বলিলা সুগ্রীব তবে শুন রঘুবীর।
শোক পরিত্যাগ করি মন কর স্থির॥
সকল প্রকারে আমি সেবিব তোমায়।
যাহাতে জানকী আসি মিলেন ত্বরায়॥
সখার বচন শুনি হরষিত অতি।
বলেন করুণা-সিন্ধু প্রভু রঘুপতি॥
বনে বাস করিতেছ তুমি কি কারণ।
বলহ সুগ্রীব মোরে করিয়া বর্ণন॥
বালী আর আমি, নাথ ? ভাই দুই জন।
কত প্রেম দোঁহাকার কে করে বর্ণন॥
ময় দানবের সুত মায়াবি নামেতে।
একবার আসে প্রভু মোদের পুরেতে॥
অর্দ্ধরাত্রে পুরদ্বারে আসি হুঙ্কারিল।
সহিতে না পারে কভু বালী রিপুবল॥
ধায় বালী দেখি সেহ করে পলায়ন।
আমিও ভ্রাতার সঙ্গে করিনু গমন॥
পর্ব্বত গুহায় মধ্যে সেহ প্রবেশিল।
বুঝাইয়া বালী তবে আমারে কহিল॥
এক পক্ষ তুমি মোর অপেক্ষা করিবে।
না ফিরিলে তবে মৃত্যু নিশ্চয় জানিবে॥
রহিলাম তথা প্রভো ? এক মাস কাল।
রুধির প্রবাহ তথা হৈতে বাহিরিল॥
বালী মৃত, মোরে আসি মারিবে এখন।
ভাবি, দ্বারে চাপি শিলা করি পলায়ন॥
রাজাহীন পুর দেখি যত মন্ত্রীগণ।
বল করি মোরে রাজ্য করেন অর্পণ॥

তাহারে রাখিয়া বালী গৃহেতে আসিল।
আমারে দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল॥
শক্রর সমান করি আঁমারে মারিল।
নারী ও সর্ব্বস্ব ধন কাড়িয়া লইল॥
তার ভয়ে রঘুবর? কৃপা নিকেতন।
ব্যাকুলিত হ'য়ে ফিরি সকল ভুবন॥
হেথা নাহি আসে সেহ শাপের বশেতে।
তবু সদা রহে ভয় মনের মাঝেতে॥
সেবকের দুখ প্রভু যখন শুনিল।
সুবিশাল দুই ভুজ কাঁপিয়া উঠিল॥
শুনহ সুগ্রীব? বালী করিতে নিধন।
এক বাণ মাত্র আমি করিব ক্ষেপন॥
ব্রহ্মা বা রুদ্রের যদি লয় সে আশ্রয়।
না থাকিবে তবু প্রাণ কহিনু নিশ্চয়॥
মিত্র দুখে দুখী নাহি হয় যেই জন।
তাহারে হেরিলে পাপ হয়ত ভীষণ॥
গিরি সম নিজ দুখ ধুলি সম জানে।
ধুলি সম মিত্র দুখ গিরি সম মানে॥
স্বভাবতঃ হেন মতি যাহার না হয়।
জোর করি করে কেন সে শঠ প্রণয়॥
কুপথে নিবারি, ভাল পথেতে চালায়।
সুগুণ প্রকাশি মন্দ গুণেরে ঢাকয়॥
দিতে নিতে মনে কোন শঙ্কা নাহি করে।
শক্তি অনুসারে হিত সততই করে॥
বিপদের কালে স্নেহ করে শতগুণ।
বেদ বলে হয় ইহা সাধু-মিত্র-গুণ॥
আগে মৃদু বাক্য বলে কারিয়া রচন।
পশ্চাতে অহিত করে সকুটিল মন॥
সর্পগতি সম হয় চিত্তগতি যার।
এরূপ কুমিত্রে ভাল করা পরিহার॥
নৃপতি কৃপণ, শঠ সেবক, কুনারী।
সকপট মিত্র, শূল সম এই চারি॥
শোক ত্যাগ কর সখে? বচনে আমার।
সকল প্রকারে হিত করিব তোমার॥
বলেন সুগ্রীব শুন প্রভু রঘুবীর।
বালী মহাবীর অতি হয় রণে ধীর॥
দুন্দুভির অস্থি * সপ্ত তাল † দেখাইল।
অস্থি দূরে ফেলি রাম তাল ভেদ কৈল॥
দেখিয়া অসীম বল পাইলেক প্রীতি।
বালী বধ হ'বে বলি হইল প্রতীতি॥
বারবার নমস্কার করিল চরণে।
বুঝি আপনার প্রভু হর্ষ হৈল মনে॥
জ্ঞান উপজিলে তবে সুগ্রীব বলিল।
প্রভুর কৃপায় মন সুস্থির হইল॥

* ময় দানবের মায়াবী ও দুন্দুভি নামক দুই জন পুত্র ছিল। দুন্দুভি তপস্যা করিয়া সহস্র হস্তীর বল লাভ করিয়া ছিল। হিমালয়, সমুদ্র প্রভৃতি সকলে তাহার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়া ছিল। শেষে বালী কর্ত্তৃক নিহত হয়। বালী তাহার অস্থি ঋষ্যমুক পর্ব্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে ক্ষেপন করিয়া ছিল। মাতঙ্গ ঋষি সেই জন্য শাপ দিয়াছিলেন যে, এখানে আসিবামাত্র বালী নিহত হইবে। বালী সেইজন্য সেখানে যাইত না। সুগ্রীব তথায় বাস করিত। শ্রীরামচন্দ্র সেই অস্থি-পঞ্জর পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

† সপ্ত তাল। কোন সময়ে বালী খাইবার জন্য সাতটি তাল সংগ্রহ করিয়া এক স্থানে রক্ষা করতঃ স্নান করিতে গিয়াছিলেন। ইত্যবসরে একটি সর্প সেই সপ্ত তালকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। বালী তাহা দেখিতে পাইয়া শাপ দিলেন যে, এই সপ্ত তাল শীঘ্রই বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া সর্পকে বিনষ্ট করুক। তাহাই হইল। তক্ষক সেই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন, যে ব্যক্তি এক বাণে এই সপ্ত তাল বৃক্ষ ভেদন করিতে পারিবে, তাহার দ্বারাই বালী নিহত হইবে। শ্রীরামচন্দ্র এক বাণের দ্বারাই সপ্ত তাল ভেদ করিলেন।

সম্পত্তি, প্রভুত্ব, সুখ, পরিবার সব।
সকল ত্যজিয়া আমি দাসত্ব করিব ॥
এই সব হয় রাম? ভক্তির বাধক।
বলে সাধুগণ তব চরণ-সেবক ॥
বিশ্ব মাঝে শত্রু, মিত্র, সুখ, দুখ যাহা।
মায়াকৃত হয় পরমার্থ নহে তাহা ॥
বালী শ্রেষ্ঠ, হিতকারী, কৃপায় যাহার।
মৃত্যু ভয়-হারী পাই দর্শন তোমার ॥
স্বপ্নে যদি কা'রো সনে ঘোর যুদ্ধ হয়।
জাগি' বিবেচিলে মন সঙ্কুচিত হয়।
এইরূপ কৃপা প্রভো? করহ এখন।
দিবারাতি সব ত্যজি করি যে ভজন ॥
শুনিয়া বৈরাগ্যযুত কপির বচন।
ধনুর্দ্ধারী প্রভু হাসি বলেন তখন ॥
যা কিছু কহিলে সখে? সত্য সব হয়।
আমার বচন কিন্তু কভু মিথ্যা নয় ॥
নাচান সর্বারে রাম নট কপি যেন।
শুনহ খগেশ? ইহা বেদ করে গান ॥
তুলসী-সঞ্চিত-রস অমৃতের স্বাদ।
শ্রীগুরুপ্রসাদে ভনে রাধিকাপ্রসাদ ॥

——:*:——

বালী বধ।

সুগ্রীবেরে রঘুনাথ সঙ্গেতে লইয়া।
চলিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতেতে ধরিয়া ॥
তবে রঘুপতি সুগ্রীবেরে পাঠাইল।
বল পেয়ে কাছে গিয়া গর্জ্জিতে লাগিল ॥
ক্রোধে বালী ধায় ইহা করিয়া শ্রবণ।
বুঝাইলা পত্নী তার ধরিয়া চরণ ॥
মিলিল সুগ্রীব দেব? শুন যাঁর সনে।
তেজ-বলশালী তাঁরা ভাই দুই জনে ॥
অযোধ্যাপতির সুত লক্ষ্মণ-শ্রীরাম।
কালেও জিনিতে পারে করিয়া সংগ্রাম ॥
সেই রঘুবীরে হৃদে করহ ধারণ।
মোহ ত্যজি মম কথা করহ গ্রহণ ॥
বালী বলে শুন প্রিয়ে? তুমি ভীরু অতি।
সমদর্শী হ'ন জানি প্রভু রঘুপতি ॥
যদ্যপি কদাপি মোরে করেন নিধন।
তা'হলে কৃতার্থ আমি হইব তখন ॥
এত বলি চলে সহ মহা অভিমান।
সুগ্রীবে গণনা করি তৃণের সমান ॥
যুদ্ধ করি দোঁহে বালী ক্রোধিত হইল।
ঘোর নাদে মুষ্টি মারি গর্জ্জিতে লাগিল ॥
সুগ্রীব ব্যাকুল হ'য়ে পলায় তখন।
মুষ্টির প্রহার লাগে বজ্রের মতন ॥
আমি যে বলিনু প্রভো? কৃপার নিধান।
ভ্রাতা নহে বালী, মম অন্তক সমান ॥
প্রভুরা একই রূপ ভ্রাতা দুই জন।
সেই হেতু বাণ আমি না করি ক্ষেপন ॥
সুগ্রীবের দেহ রাম করেন স্পর্শন।
গেল সব পীড়া, দেহ হৈল বজ্রসম ॥
সুগ্রীবের কণ্ঠে পুষ্পমালা পরাইয়া।
পাঠান পুনশ্চ অতিশয় বল দিয়া ॥
বিবিধ প্রকারে পুনঃ হইল সংগ্রাম।
বৃক্ষের আড়ালে থাকি দেখেন শ্রীরাম ॥
বহু ছল-বল তবে সুগ্রীব করিল।
নিরাশ হইয়া মনে ভয় উপজিল ॥
বালীর হৃদয় মাঝে শ্রীরাম তখন।
আকর্ণ পুরিয়া বাণ করেন সন্ধান ॥
শর খেয়ে ব্যাকুলিত ভূমিতে পড়িল।
পুনঃ উঠি বসি অগ্রে প্রভুরে হেরিল ॥
শ্যামল শরীর, শিরে জটা বিজড়িত।
অরুণ নয়ন, চাপে শর আরোপিত ॥
পুনঃপুনঃ হেরি পদে চিত্ত সমর্পিল।
প্রভুরে চিনিয়া জন্ম সার্থক মানিল ॥

হৃদয়েতে প্রেম, মুখে কঠোর বচন।
বলিতে লাগিল রামে করি নিরীক্ষণ ॥
ধর্ম্ম-রক্ষা হেতু প্রভো ? তব অবতার।
বধিলেন মোরে করি ব্যাধের আচার ॥
আমি শত্রু, প্রিয় অতি সুগ্রীব তোমার।
কি হেতু করিলে নাথ ? নিধন আমার ॥
অনুজের পত্নী, ভগ্নী, কন্যা, পুত্র-নারী।
শুন শঠ ? নিজ কন্যা সম হয় চারি ॥
কুভাবে এদের দিকে হেরয় যে জন।
কিছু পাপ নাহি তাহে করিলে নিধন ॥
মূঢ় ? অতিশয় তোর ছিল অভিমান।
নারীর শিক্ষায় তাই নাহি দিলে কাণ ॥
মম ভুজবলাশ্রিত সুগ্রীবে জানিয়া।
মারিতে চাহিস্ দুষ্ট ? মদে মত্ত হৈয়া ॥
শুন প্রভু রাম ? তুমি দয়ার আধার।
তব পাশে চতুরতা না চলে আমার ॥
আছে কি অদ্যাপি প্রভো ? পাতক আমার।
মরণের কালে তুমি আশ্রয় যাহার ॥
শুনিয়া শ্রীরাম অতি মধুর বচন।
বালীর মস্তকে হস্ত করেন অর্পণ ॥
ভাল করি দিব দেহ রাখ তুমি প্রাণ।
বলিলেন বালী শুন করুণানিধান ॥
জন্মজন্ম মুনিগণ করেন যতন।
অন্তঃকালে রামনাম না হয় স্মরণ ॥
যাঁর নাম বলে হর বসি কাশীধাম।
সবাকারে মোক্ষ-গতি করেন প্রদান ॥
নেত্রের সম্মুখে মম আসিল সে জন।
হেন সুসময় প্রভো ? পাইব কি পুনঃ ॥

নেতি নেতি শ্রুতিগণ, নিত্য যাঁর গায় গুণ,
নয়নগোচর তিনি হ'ন ?
ইন্দ্রিয়, পবন, মন, জয় করি মুনিগণ,
ধ্যানে যাঁর পা'ন দরশন ॥
জানিয়া আমারে অতি, অভিমানী, রঘুপতি,
বল তুমি রাখিতে শরীর।
হেন মূর্খ আছে কেবা, কল্পবৃক্ষ কাটি যেবা,
রক্ষা করে বাবলা বৃক্ষের ॥
নাথ ? কৃপা দৃষ্টি কর, এখন আমার'পর,
চাহি বর, দেহ মম প্রতি।
কর্ম্মবশে জন্ম মম, যথা হয় প্রভো ? রাম,
তব পদে থাকে যেন প্রীতি ॥
হয় এই মম সুত, মম সম গুণযুত,
দেহ তব অভয় চরণ।
সুর-নর-নাথ হরি, অঙ্গদেরে কৃপা করি,
কর দেব ? সেবক আপন ॥
রামপদে দৃঢ় প্রীতি, করি হেন কপিপতি,
ত্যজিলেন শরীর আপন।
পুষ্পমাল্য কণ্ঠ হৈতে, খসি' পড়ে অকস্মাতে,
দুখ যেন না জানে বারণ * ॥

স্বধামে বালীরে রাম করেন প্রেরণ।
ব্যাকুলিত হৈয়া ধায় পুরবাসীগণ ॥
বিবিধ বিলাপ করি বালী-পত্নী তারা।
ধেয়ে আসে মুক্ত-কেশা দেহজ্ঞান-হারা ॥
হায় প্রভো! কত আমি বুঝাই তোমারে।
কালবশে ভাবিলে না সে সব অন্তরে ॥
তারারে বিকল হেরি শ্রীরঘুনন্দন।
জ্ঞান দেন নিজ মায়া করিয়া হরণ ॥
ক্ষিতি, জল, অগ্নি, আর পবন, গগন।
এই পঞ্চতত্ত্বে হয় দেহ বিরচন ॥
সেই দেহ তব আগে রয়েছে পড়িয়া।
জীব নিত্য জন্মে, তুমি কাঁদ কি লাগিয়া ॥

---

* বারণ অর্থাৎ, হস্তীর কণ্ঠ হইতে মাল্য পতিত হইলে তাহার যেমন কোনরূপ কষ্ট হয় না, বালীও তদ্রূপ অক্লেশে শরীর পরিত্যাগ করিল।

উপজিলে জ্ঞান, তারা পদেতে পড়িল।
পরম ভকতি-বর মাগিয়া লইল॥
শুন উমে ? কাষ্ঠ-পুত্তলিকার সমান।
দয়াময় প্রভু রাম সবারে নাচান॥
সুগ্রীবে তখন প্রভু দিলেন আদেশ।
বিধিমতে করে সেহ প্রেত-কর্ম্ম শেষ॥

—:*:—

সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক।

লক্ষ্মণে শ্রীরাম তবে ক'ন বুঝাইয়া।
সখা সুগ্রীবেরে রাজ্য দেহ তুমি গিয়া॥
মাথা নত করি রঘুপতির চরণে।
চলিল সকলে রঘুনাথের প্রেরণে॥
ডাকাইল ত্বরা তবে তথায় লক্ষ্মণ।
বিপ্রের সমাজ আর পুরজনগণ॥
করিলেন রাজ্যদান সুগ্রীব মিতারে।
যুবরাজ করিলেন অঙ্গদ কুমারে॥
উমে ? বিশ্বহিতকারী সম রঘুপতি।
নাহি হয় গুরু, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পতি॥
সুর, মুনি, নর সবাকার এই রীতি।
আপন স্বারথ লাগি সবে করে প্রীতি॥
বালী-ভয়ে দিবারাত্রি ছিল ব্যাকুলিত।
দেহে নানা দুখ, চিন্তা-জ্বরে জর্জ্জরিত॥
সেই সুগ্রীবেরে করিলেন কপিপতি।
রামের স্বভাব হয় সুকোমল অতি॥
জানিয়াও হেন প্রভু না করে সেবন।
কেন নাহি হ'বে ঘোর বিপদে পতন॥
সুগ্রীবেরে পুনঃ রাম ডাকা'য়ে আনিল।
বিবিধ প্রকারে রাজনীতি বুঝাইল॥
বলিলেন প্রভু শুন সুগ্রীব রাজন।
চতুর্দ্দশ বর্ষ গ্রামে না করি গমন॥
গ্রীষ্ম ঋতু গত এবে বর্ষার সময়।
নিকটে পর্ব্বতোপরি থাকিব নিশ্চয়॥
রাজ্য কর গিয়া তুমি অঙ্গদ সহিত।
মম কার্য্য মনে রাখি হৃদয়ে সতত॥
তখন সুগ্রীব আসে ফিরি নিজ ধাম।
প্রবর্ষণ গিরি'পরে যা'ন প্রভু রাম॥
কিছু দিন কৃপানিধি শ্রীরঘুনন্দন।
করিবেন বাস হেথা করি আগমন॥
পূর্ব্ব হৈতে অনুমান করি দেবগণ।
রাখিলেন গিরি-গুহা করিয়া রচন॥
মনোহর বন, কুসুমিত তরুগণ।
মধুলোভে অলিগণ করিছে গুঞ্জন॥
কন্দ, মূল, ফল, পত্র মনোরম বনে।
উপজিল বহুবিধ প্রভু আগমনে॥
নিরখিয়া নিরুপম ফল মনোহর।
লক্ষ্মণের সহ তথা রহে রঘুবর॥
খগ, মৃগ, মধুকররূপে দেবগণ।
আর সিদ্ধ মুনি করে প্রভুর সেবন॥
সেই দিন হৈতে বনে সুমঙ্গল অতি।
যে দিন হইতে বাস কৈল রঘুপতি॥
ধবল-স্ফটিক শিলা অতি সুশোভন।
সুখে সমাসীন তথা ভাই দুই জন॥
বলেন লক্ষ্মণে রাম ঘটনা অনেক।
ভক্তি, রাজনীতি আর বিরাগ, বিবেক॥

বর্ষা ও শরৎ ঋতু-বর্ণন।

বর্ষাকালে মেঘদলে ছাইল গগন।
করে গরজন, হয় কিবা সুশোভন॥
দেখহ লক্ষ্মণ ভাই ! হেরি জলধরে।
নাচিছে ময়ূরগণ প্রফুল্ল অন্তরে॥
বিষ্ণুভক্তে যথা গৃহী করিয়া দর্শন।
হইয়া বিরাগযুত আনন্দে মগন॥
গগনে গরবে ঘন গরজিছে ঘোর।
প্রিয়ার বিহনে মনে ভয় হয় মোর॥

দামিনী চমকি পুনঃ মেঘেতে লুকায়।
খল-প্রীতি যথা স্থির না হয় হিয়ায় ॥
ভূমিপাশে নামি মেঘ করে বরষণ।
বিদ্যা লভি নত হয় যথা বুধগণ ॥
জলকণাঘাত গিরি সহিছে কেমনে।
সাধু সহ্য করে যথা খলের বচনে ॥
বৃষ্টিজলে ক্ষুদ্র নদী উথলি চলিল।
স্বল্প ধন পেয়ে দর্পী যথা হয় খল ॥
ভূমিতে পড়িয়া জল বিমলিন হয়।
মায়াতে জড়িত জীবগণ যথা রয় ॥
একত্রিত হ'য়ে জল পড়ে সরোবরে।
সুগুণ সকল যথা সাধুর অন্তরে ॥
জলনিধিমাঝে নদীজল পড়ে গিয়া।
ভকত নিশ্চল যথা হরিরে লভিয়া ॥
সবুজ বর্ণের ভূমি তৃণে আচ্ছাদিত।
বুঝিয়া উঠিতে নারে কোন্ হয় পথ ॥
পড়িয়া যেমন নাস্তিকের কুতর্কেতে।
সুগ্রন্থ সমূহ হয় বিলুপ্ত জগতে ॥
ভেকধ্বনি চতুর্দ্দিকে শোভিছে কেমন।
বেদ পাঠ করে যেন ব্রহ্মচারীগণ ॥
নব কিশলয়যুত বিটপী সকল।
সাধকের মনে যেন বিবেক মিলিল ॥
আকন্দ, জবস * সব হয় পত্রহীন।
সুরাজ্যে যেমন খল উদ্যমবিহীন ॥
ধূলিকণা নাহি মিলে খুজিলেও পথে।
ধর্ম্মে দূরীভূত ক্রোধ করয়ে যেমতে ॥
শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা শোভিছে কেমন।
উপকারী মানবের সম্পত্তি যেমন ॥

গাঢ় তমোময়ী রাত্রি খদ্যোতে বিরাজে।
শোভে যেন অহঙ্কারী মিলিয়া সমাজে ॥
মহাবৃষ্টিপাতে ক্ষেত্র-আলি হয় নষ্ট।
স্বতন্ত্র হইলে যেন নারী হয় ভ্রষ্ট ॥
চতুর কৃষক করে আগাছা নিড়ান।
বুধ যেন করে ত্যাগ মোহ, মদ, মান ॥
চক্রবাক-চক্রবাকী হেথা নাহি হয়।
কলি আগমনে যথা ধর্ম্ম দূরে রয় ॥
ঊষর ভূমিতে তৃণ উৎপন্ন না হয়।
সাধু-হৃদে কাম যথা নাহি উপজয় ॥
নানাবিধ জীবে ধরা হইল পূরণ।
সুরাজার রাজ্যে যথা বাড়ে প্রজাগণ ॥
যথা তথা রহে পান্থ স্থগিত হইয়া।
ইন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট যথা বিজ্ঞান লভিয়া ॥
কভু কভু দ্রুতবেগে চলিছে পবন।
যেথানে সেখানে দৃষ্ট হয় মেঘগণ ॥
বংশেতে কুপুত্র যথা লভিয়া জনম।
অবহেলে নাশ করে ধর্ম্ম আর ধন ॥
কখনো দিবস মাঝে গাঢ় অন্ধকার।
কভু সমুদিত রবি প্রকাশ আবার ॥
কুসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ করিয়া গ্রহণ।
নাশ পায়, বৃদ্ধি হয় বিজ্ঞান যেমন ॥
বর্ষা ঋতু হৈল গত আসিল শরৎ।
দেখহ লক্ষ্মণ কিবা হয় সুশোভিত ॥
কাশ কুসুমেতে পূর্ণ হৈল ধরাতল।
নিজের বৃদ্ধত্ব যেন বর্ষা দেখাইল ॥
উদিয়া অগস্ত্য তারা † মার্গ জল শোষে।
শোষণ করয়ে লোভ যেমতি সন্তোষে ॥

---

* তৃণ বিশেষ।

† অগস্ত্য তারা দক্ষিণ ধ্রুবের নিকটে উদিত হয়। ইহার প্রকাশ কথন কম কথন বা বেশী হয়। এই নক্ষত্রের উদয়ের সমকালেই প্রায় রাস্তার জল শুষ্ক হয়, সরোবর নির্ম্মল হয়। কমল, কাশ প্রভৃতি বিকসিত হইয়া থাকে।

নদী-সরোবর-জল সুনির্ম্মল হয়।
মদ-মোহহীন যেন সাধুর হৃদয়॥
নদী জল ক্রমে শুষ্ক হয় সরোবর।
জ্ঞানী যথা করে ত্যাগ মমতা নিচয়॥
শরৎ আগত জানি আসিল খঞ্জন *।
সময়ানুসারে শোভে সাধু-কর্ম্ম যেন॥
ধরণী হইল কিবা ধূলি-পঙ্কহীন।
কার্য্য করে যেন রাজা নীতিতে নিপুণ॥
সঙ্কুচিত হৈল জল ব্যাকুলিত মীন।
বহু পরিবারী যথা হয় ধনহীন॥
মেঘ বিনা সুনির্ম্মল শোভিছে আকাশ।
হরিভক্ত যেন ত্যাগ করে সব আশ॥
কোন কোন স্থলে স্বল্প বৃষ্টির পতন।
মম ভক্তি লভে যেন কোন ভক্তজন॥
নগর ত্যজিয়া চলে হরষিত মতি।
বণিক, ভিক্ষুক আর তপস্বী, নৃপতি॥
মম ভক্তি লাভ করি যেন ভক্তজন।
অনায়াসে করে ত্যাগ চারিটী আশ্রম॥
অগাধ জলেতে সুখী রহে মীন যত।
কোন দুখ নাহি যারা হরির আশ্রিত॥
কিবা শোভা সরসির পদ্ম বিকসিত।
নিরগুণ ব্রহ্ম হৈল সগুণ যেমত †॥
গুঞ্জরিছে অলিকুল কিবা মনোহর।
নানাবিধ খগ রব করিছে সুন্দর॥
রজনী হেরিয়া চক্রবাকী দুখী মন।
পরের সম্পত্তি দেখি যেমতি দুর্জ্জন॥
চাতক চাহিছে বারি কাতর তৃষায়।
শিবদ্রোহী যেন সুখ কভু নাহি পায়॥
দিবার উত্তাপ নিশি শশী আরি হরে।
সাধু-দরশন যেন পাপ নাশ করে॥
চন্দ্রেরে চকোরদল করে নিরীক্ষণ।
ভক্ত হেরে পেয়ে যথা হরি-দরশন॥
হিম-ভয়ে নাহি ডাঁস মশকের ত্রাস।
করিলে দ্বিজের দ্রোহ যেন কুল নাশ॥
বর্ষাকালে জীবে পূর্ণ ছিল ধরাতল।
শরৎ কালেতে সব হইল নির্ম্মূল॥
শ্রেষ্ঠগুরু দরশন পাইলে যেমন।
সকল সংশয় আর দূরে যায় ভ্রম॥

সুগ্রীবের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোধ প্রকাশ।

গত হৈল বর্ষা ঋতু শরৎ আসিল।
সীতার সংবাদ ভ্রাতঃ? কিছু না মিলিল॥
একবার কোনরূপে পারিলে জানিতে।
আনিব কালেও জয় করি নিমেষেতে॥
যেথায় থাকুক যদি থাকয়ে জীবন।
আনিব তাহাকে তাত? করিয়া যতন॥
সুগ্রীবও আমার কথা গিয়াছে ভুলিয়া।
রাজ্য, ধনাগার, পুর, রমণী পাইয়া॥
যেই বাণে কৈনু আমি নিধন বালীরে।
সেই বাণে দুষ্টে কল্য দিব যমঘরে॥
মোহ-মদ নাশ পায় যাঁহার কৃপায়।
স্বপনেও ক্রোধ উমে? উপজে কি তাঁয়॥
এ লীলা জানিতে পারে মুনি-জ্ঞানিগণ।
রঘুবরপদে যাঁরা সদা নিমগন॥

---

* খঞ্জন পক্ষী গ্রীষ্মকালে সমশীতোষ্ণ প্রদেশে চলিয়া যায় ও সেইখানে ডিম পাড়ে ও সন্তান পালন করে, পরে শরতের প্রথমে যখন সেখানে কীট পোকাদির অভাব হয়, তখন এদেশে চলিয়া আসে।

† নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণভাবে প্রকাশিত হইলেই লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন, তদ্রূপ কমল বিকসিত হইলেই জল দেখিতে পাওয়া যায় এবং বুঝিতে পারা যায় যে ইহার নীচে কমলের বীজ লুক্কায়িত ছিল।

প্রভু ক্রুদ্ধ হইলেন বুঝিয়া লক্ষ্মণ।
ধনু ধরি বাণ তাহে করেন যোজন ॥
করুণানিধান প্রভু তবে রঘুপতি।
বলিলেন বুঝাইয়া লক্ষ্মণের প্রতি ॥
আনহ সঙ্গেতে তারে দেখাইয়া ভয়।
সুগ্রীবে জানিবে ভ্রাতঃ? মিত্র অতিশয় ॥
পবননন্দন হেথা করয়ে বিচার।
ভুলিল সুগ্রীব সব রাম উপকার ॥
নিকটেতে গিয়া পদে প্রণাম করিল।
চতুর্ব্বিধ নীতি * কহি তাহে বুঝাইল ॥
শুনিয়া সুগ্রীব মনে অতি ভীত হৈল।
বিষয়ে আমার জ্ঞান হরণ করিল ॥
এখন মরুৎ-সুত ডাকি দূতগণ।
যথা তথা কপিগণে করহ প্রেরণ ॥
এক পক্ষ মধ্যে নাহি ফিরিবে যে জন।
মম হস্তে হ'বে তার অবশ্য মরণ।
দূতগণে তবে ডাকাইল হনুমান।
করিয়া সবার বহু বিহিত সম্মান ॥
ভয় আর প্রেম দুই নীতি দেখাইল।
প্রণমি চরণে সবে গমন করিল ॥
হেন অবসরে পুরে আসিল লক্ষ্মণ।
ক্রোধ দেখি যথা তথা ধায় কপিগণ ॥
ধনুকে চড়া'য়ে গুণ বলে বারবার।
করিব নগর জ্বালাইয়া ছারখার ॥
ব্যাকুলিত হৈল সবে পুরবাসিগণ।
দেখিয়া আসিল তথা বালীর নন্দন ॥
প্রণমি চরণে সেহ বিনয় করিল।
লক্ষ্মণ অভয় দান তাহারে করিল ॥
কুপিত লক্ষ্মণ অতি করিয়া শ্রবণ।
বলেন সুগ্রীব ভয়ে ব্যাকুলিত মন ॥
শুন হনুমান সঙ্গে তারাকে লইয়া।
বুঝাও কুমারে বহু বিনতি করিয়া ॥
তারার সহিত তবে গিয়া হনুমান।
চরণ বন্দিয়া করে সুযশ বাখান ॥
বিনতি করিয়া গৃহে করি আনয়ন।
বসা'য়ে পালঙ্কে পদ করে প্রক্ষালন ॥
প্রণাম করিল পদে সুগ্রীব তখন।
ভুজে ধরি কোলাকুলি করিল লক্ষ্মণ ॥
বিষয়ের সম মদ নাহিক তেমন।
ক্ষণমধ্যে বিমোহিত করে মুনি-মন ॥
বিনীত বচন শুনি সুখিত হইল।
লক্ষ্মণ তাহারে বহুরূপে বুঝাইল ॥
শুনাইল সব কথা পবননন্দন।
যথা যথা দূতগণে করিল প্রেরণ ॥
হরষিত হ'য়ে চলে সুগ্রীব তখন।
সঙ্গে ল'য়ে অঙ্গদাদি যত কপিগণ ॥
সবাকার অগ্রে অগ্রে লক্ষ্মণ লইয়া।
আসিলেন যথা রাম আছেন বসিয়া ॥
পদে রাখি মাথা বলে যুড়ি করদ্বয়।
হে নাথ? আমার কিছু দোষ নাহি হয় ॥
অত্যন্ত প্রবল দেব? হয় তব মায়া।
ছুটে তবে যবে প্রভুবর কর দয়া ॥
বিষয়ে বিবশ সুর, নর, মুনি, স্বামী।
আমিতো পামর পশু কপি অতি কামী ॥
নারীর নয়ন-শর যারে নাহি লাগে।
ক্রোধরূপ ঘোর তম-নিশিতে যে জাগে ॥
লোভ-ফাঁস নাহি বাঁধে গলদেশে যার।
সেই নর হয় নাথ? সমান তোমার ॥
তবে রাম মৃদু হাসি বলেন বচন।
তুমি মম প্রিয়, ভ্রাতা ভরত যেমন ॥
মন দিয়া এবে হেন করহ যতন।
যেরূপে সীতার হ'তে পারে অন্বেষণ ॥
হেনরূপে কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল।
হেনকালে আসে তথা বানরের দল ॥

* চতুর্ব্বিধ নীতি—সম, দম, অভয় ও দণ্ড।

সীতা অন্বেষণার্থ বানরগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ।

(হনুমান ও অঙ্গদ প্রভৃতির দক্ষিণদিকে গমন।)

যে দিকেতে চাহি, হেরি সব কপিগণ।
বিবিধ আকার সবে বিবিধ বরণ ॥
দেখিলাম আমি উমে ? বানর নিচয়।
গণিতে যে চাহে সেহ মূর্খ সুনিশ্চয় ॥
আসিয়া শ্রীরামপদে প্রণাম করিল।
বদন হেরিয়া সবে সনাথ হইল ॥
সেনা মধ্যে হেন কপি কেহ না রহিল।
যাহার কুশল রাম নাহি জিজ্ঞাসিল ॥
প্রভু পক্ষে ইহা কিছু না হয় অধিক।
বিশ্বরূপ রঘুপতি সর্ব্বত্র ব্যাপক ॥
রহে সবে যথা তথা আদেশ পাইয়া।
বলেন সুগ্রীব সবাকারে বুঝাইয়া ॥
মম অনুরোধ আর রাম উপকার।
চারিদিকে যাও সবে বানর এবার ॥
জানকীর অন্বেষণ কর গিয়া সবে।
এক মাসকাল মধ্যে ফিরিয়া আসিবে ॥
সংবাদ না লভি' যদি কালগত হয়।
আসিলে আমার হাতে মরণ নিশ্চয় ॥
শুনিয়া বচন তবে যত কপিগণ।
চারিদিকে যথা তথা করিল গমন ॥
অঙ্গদাদি হনুমান বড় বড় বীরে।
ডাকা'য়ে সুগ্রীব তবে বলে ধীর স্বরে ॥
শুনহ অঙ্গদ, নীল আর হনুমান।
জ্ঞানবান্ ধীর শ্রেষ্ঠ বীর জাম্বুবান ॥
দক্ষিণেতে যাহ সবে মিলি যোদ্ধৃগণ।
সর্ব্বত্র সীতার কথা করো জিজ্ঞাসন ॥
কায়মনোবাক্যে হেন করিবে যতন।
যাহে হয় শ্রীরামের কার্য্যের সাধন ॥
পৃষ্ঠে করি ভানু, অগ্রে বহ্নিয়ে সেবিবে।
সব ছল করি ত্যাগ প্রভুরে ভজিবে ॥
মায়া ত্যজি সেবন করিবে পরলোক।
ঘুচিবেক সংসারের যত কিছু শোক ॥
হইবেক ভ্রাতঃ ? দেহধারণ সফল।
ভজিও শ্রীরামে ত্যজি কামনা সকল ॥
সেহ গুণবান্ সেহ ভাগ্যবান্ অতি।
রামপদে নিমগন সদা যার মতি ॥
আদেশ লইয়া পদে প্রণাম করিয়া।
চলিল হরষে রামে স্মরণ করিয়া ॥
পশ্চাতে পবনসুত প্রণাম করিল।
কার্য্য বুঝি প্রভু তারে নিকটে ডাকিল ॥
করকমলেতে শির পরশ করিয়া।
দিলেন অঙ্গুরী নিজ সেবক জানিয়া ॥
বলিলেন বহুরূপে বুঝা'য়ো সীতারে।
বিরহের দুখ বলি ফিরিও সত্বরে ॥
জনম সফল করি মানে হনুমান।
চলিল হৃদয়ে করি প্রভুর ধেয়ান ॥
যদিও জানেন প্রভু সকল বারতা।
পালিলেন রাজনীতি তবু সুরত্রাতা ॥
নদী, গিরি, সরোবর, কানন, কন্দর।
অন্বেষণ করি চলে যতেক বানর ॥
শ্রীরামের কার্য্যে মগ্ন সবাকার মন।
নিজ দেহ কষ্ট সবে হৈল বিস্মরণ ॥
কত কত নিশাচর পথেতে মিলিল।
চপেটাঘাতেতে একে একে বধ কৈল ॥
তন্ন তন্ন করি সব গিরি, বন হেরে।
যদি কোন মুনি মিলে তাহে সবে ঘিরে ॥
লাগিল পিপাসা সবে ব্যাকুল হইল।
নাহি মিলে জল বনে পথ ভুলি গেল ॥
মনে মনে হনুমান করে অনুমান।
মরণ সবার এবে বিনা জল পান ॥

চাহে চারি দিকে চড়ি পর্ব্বত শিখরে।
দেখিল কৌতুক এক ভূমির বিবরে॥
বক, হংস, চক্রবাক উড়িছে বিস্তর।
প্রবেশিছে বহু খগ তাহার ভিতর॥

——:*:——

হনুমানাদির বিবর মধ্যে প্রবেশ ও তথায় স্বয়ংপ্রভা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ।

গিরি হৈতে নামি আসি পবনকুমার।
দেখায় সবারে লয়ে বিবরের দ্বার॥
অগ্রেতে করিয়া হনুমানেরে লইল।
বিবরে পশিতে নাহি বিলম্ব করিল॥
রম্য উপবন গিয়া তথায় দেখিল।
সরোবরে বিকসিত প্রফুল্ল কমল॥
সুরম্য মন্দির এক তথা শোভা পায়।
তপস্বিনী নারী এক রয়েছে তথায় *॥
দূর হৈতে তারা সবে মাথা নোয়াইল।
জিজ্ঞাসিলে, নিজ সমাচার শুনাইল॥
বলিলেন তিনি, সবে জল পান কর।
খাও নানাবিধ ফল সরস সুন্দর॥
স্নান করি খায় সবে সুমধুর ফল।
তাঁহার নিকটে পুনঃ সকলে আসিল॥
সেহ সব শুনাইয়া আপনার কথা।
বলে আমি যাব এবে রঘুনাথ যথা॥
মুদিলে নয়ন যা'বে বিবর-বাহির।
পাইবে সীতারে মনে চিন্তা নাহি কর॥

নয়ন মুদিয়া পুনঃ দেখে সব বীরে।
দাঁড়াইয়া আছে সবে সাগরের তীরে॥
সেহ পুনঃ যথা রাম তথায় যাইল।
যাইয়া কমলপদে প্রণাম করিল॥
বিবিধ প্রকারে সেহ করিল বিনতি।
দিলেন শ্রীরাম তাঁরে অচলা ভকতি॥
বদরী কাননে সেহ করিল গমন।
প্রভুর আদেশ শিরে করিয়া ধারণ॥
হৃদয়ে ধারণ করে যুগল চরণ।
ব্রহ্মা, শিব সদা যাহা করেন বন্দন॥
হেথা কপিগণ মনে বিচার করিল।
কালগত হৈল কার্য্য কিছুই না হল॥
পরস্পর কহিতেছে সকলে মিলিয়া।
না লয়ে সংবাদ ভ্রাতঃ? কি করিব গিয়া॥
বলেন অঙ্গদ জলে ভরিত লোচন।
উভয় প্রকারে হয় মোদের মরণ॥
সীতার সংবাদ কিছু না পাই হেথায়।
বধিবেন কপিপতি যাইলে সেথায়॥
পিতার বধের পর মারিত আমায়।
রাখিলেন রামচন্দ্র হইয়া সহায়॥
অঙ্গদ সবারে বলিলেন পুনঃপুনঃ।
নাহিক সংশয় এবে হইল মরণ॥
অঙ্গদের বাক্য শুনি বীর কপিগণ।
না পারে বলিতে কিছু সজল নয়ন॥
ক্ষণকাল রহে সবে শোকেতে মগন।
বলিতে লাগিল পুনঃ এরূপ বচন॥

* এই তপস্বিনীর নাম স্বয়ংপ্রভা। ইনি মেরু সাবর্ণির কন্যা ছিলেন। হেমা নামক এক অপ্সরা ইহার সখী ছিল। ময়দানব নামক দৈত্য এই অপ্সরাকে মুগ্ধ করিয়া ভোগবিলাসের জন্য এই স্থানে আনিয়া রাখিয়াছিল এবং নিজের শিল্পচাতুর্য্যের দ্বারা এই স্থানকে অত্যন্ত রমণীয় করিয়াছিল। স্বর্গরাজ ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া, সে স্থান হইতে ময়দানবকে বিতাড়িত করিয়া দেন এবং হেমা স্বর্গধামে চলিয়া যায়। যাইবার সময়ে নিজের সখী স্বয়ংপ্রভাকে তপস্যার জন্য ঐ স্থান প্রদান করিয়া গিয়াছিল।

জানকীর নাহি ল'য়ে কোন সমাচার।
যাইব না যুবরাজ ? ফিরি আরবার॥
এত বলি সিন্ধুতটে করিয়া গমন।
বসিল সকল কপি পাতি কুশাসন॥

——:*:——

সম্পাতী পক্ষীর সহিত মিলন ও সীতার সংবাদ শ্রবণ।

জাম্বুবান দেখি দুখী অঙ্গদে বিশেষ।
বলি নানাবিধ কথা দেন উপদেশ॥
শ্রীরামে মানব তাত ? না কর গণন।
অজেয়, নির্গুণ ব্রহ্ম, অজ, সনাতন॥
আমরা সেবক সবে ভাগ্যবান্ অতি।
সতত সগুণ ব্রহ্মে অনুরক্ত মতি॥
আপন ইচ্ছায় প্রভু অবতীর্ণ হ'ন।
গো, ব্রাহ্মণ, ভূমি আর দেবের কারণ॥
সগুণের উপাসক হ'ন যেই জন।
সর্ব্ববিধ মোক্ষ-সুখ করেন বর্জ্জন॥
হেনরূপে নানা কথা বলিতে লাগিল।
পর্ব্বত কন্দর হৈতে সম্পাতী * শুনিল॥
বাহির হইয়া দেখে অনেক বানর।
ভাবিল আহার মোরে দিলেন ঈশ্বর॥
আজি সবাকারে আমি করিব ভক্ষণ।
অনাহারে বহুকাল করিনু যাপন॥
উদর ভরিয়া খাদ্য কভু নাহি মিলে।
একেবারে হে বিধাতঃ ? আজি তাহা দিলে॥
ভীত হৈল সবে শুনি গৃধ্রের বচন।
জানিল সবার এবে নিশ্চয় মরণ॥
গৃধ্রকে দেখিয়া ভয়ে উঠে কপিগণ।
বিশেষ চিন্তিত হৈল জাম্বুবান-মন॥
মনেতে বিচারি বলে অঙ্গদ তখন।
জটায়ুর সম ধন্য নাহি কোন জন॥
শ্রীরামের কার্য্য হেতু শরীর ত্যজিল।
অতি বড় ভাগ্যবান্ বৈকুণ্ঠেতে গেল॥
রামের চরণে চিত্ত যে করে অর্পণ।
তার সম ভাগ্যবান্ নহে অন্য জন॥
শুনি খগ হর্ষ-শোক-সংযুত বচন।
আসিল নিকটে, ভীত হৈল কপিগণ॥
অভয় দানিয়া, কপিগণে জিজ্ঞাসিল।
জটায়ুর সব কথা তাহারা বলিল॥
শুনিয়া সম্পাতী নিজ ভ্রাতার করম॥
রামের মহিমা বহু করেন বর্ণন॥
সিন্ধুতটে লয়ে মোরে করহ গমন।
করিব আমিহ আজি ভ্রাতার তর্পণ॥
বাক্যেতে সাহায্য আমি করিব সবারে।
পাইবে সন্ধান সবে খুঁজিছ যাঁহারে॥
সাগরের তীরে ক্রিয়া করি সমাপন।
বলে নিজ কথা শুন কপিবীরগণ॥
উভয় ভ্রাতাতে মোরা প্রথম যৌবনে।
রবির নিকটে যাই উড়িয়া গগনে॥
সহিতে না পারি তেজ সেহ ফিরি আসে।
অহঙ্কার বশে যাই আমি রবি-পাশে॥
ভীষণ রবির তেজে পক্ষ দগ্ধ হৈল।
ঘোর শব্দে আমি পড়িলাম ভূমিতল॥
চন্দ্রমা নামেতে এক মুনি তথা ছিল।
দেখিয়া আমারে তাঁর দয়া উপজিল॥
বিবিধ প্রকারে জ্ঞান করিয়া প্রদান।
ছুটান আমার দেহ-জন্য অভিমান॥

* কশ্যপ ঋষির পত্নী বিনতার গর্ভে অরুণ এবং গরুড় নামক দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। অরুণের পত্নী শ্যেনীর গর্ভে সম্পাতী এবং জটায়ু নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। সম্পাতী এবং জটায়ু উভয়ে সূর্য্যলোকে যাইবার ইচ্ছা করায় সূর্য্যতেজে সম্পাতীর পক্ষ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

ত্রেতা যুগে ব্রহ্ম হইবেন নরাকার।
নিশাচরপতি হরিবেক নারী তাঁর ॥
সেই হেতু প্রভু দূত প্রেরণ করিবে।
মিলিয়া তাঁদের সনে পবিত্র হইবে ॥
নাহি কর চিন্তা তুমি পুনঃ পক্ষ পাবে।
সীতার সংবাদ দূতগণে বলি দিবে॥
মুনির বচন সত্য হইলেক আজ।
আমার বচন শুনি কর প্রভু কাজ ॥
ত্রিকূট পর্ব্বতোপরি লঙ্কাপুরী হয়।
তথায় রাবণ রহে মনে নাহি ভয় ॥
অশোক নামেতে তথা আছে উপবন।
সীতাদেবী বসি তথা করেন রোদন ॥
আমি দেখিতেছি, শক্তি না হয় সবার।
গৃধ্রের দর্শন-শক্তি হয়ত অপার ॥
নাহিক শকতি এবে বৃদ্ধ হইলাম।
নতুবা সাহায্য তোমাদের করিতাম ॥
শতেক যোজন সিন্ধু লঙ্ঘিবে যে জন।
রামকার্য্য সেই জন করিবে সাধন ॥
সাধিবেক যেই জন শ্রীরামের কাজ।
তার সম ধন্য অন্য নাহি কেহ আজ ॥
ধৈরয ধরহ সবে হেরিয়া আমায়।
শরীর হইল কিবা রামের কৃপায় ॥
স্মরণ করিয়া নাম পাপীও যাঁহার।
অবহেলে তরে ভব-সাগর অপার ॥
তাঁর দূত সবে কাতরতা ত্যাগ করি।
করহ উপায় রামে হৃদয়েতে ধরি ॥
এত বলি উমে ? গৃধ্র যখন যাইল।
তাহাদের মনে অতি বিস্ময় জন্মিল ॥
নিজ নিজ বল সবে বর্ণন করিল।
পারে যাইবারে কিন্তু সংশয় রহিল ॥
বৃদ্ধ হইলাম এবে বলে জাম্বুবান।
পূর্ব্ববললেশ দেহে নাহি বিদ্যমান ॥

মুরারি বামন রূপ হ'লেন যখন।
যৌবনে অমিত শক্তি আছিল তখন ॥
বলীরে বাঁধিতে প্রভু হ'লেন বর্দ্ধিত।
কিবা সেই দেহ কভু না হয় বর্ণিত ॥
দুই ঘণ্টা মধ্যে আমি করিয়া ভ্রমণ।
করিয়াছিলাম সাত বার প্রদক্ষিণ ॥
অঙ্গদ বলেন পারি যাইবারে পার।
মনেতে সংশয় কিন্তু হয় ফিরিবার ॥
সর্ব্বযোগ্য হও তুমি বলে জাম্বুবান।
কেমনে পাঠাব, তুমি সবার প্রধান ॥
বলিলেন ঋক্ষপতি শুন হনুমান।
চুপ করি বসে কেন হ'য়ে বলবান্ ॥
পবননন্দন-শক্তি পবন সমান।
বিজ্ঞান বিবেক আর জ্ঞানের নিধান ॥
কিবা সুকঠিন কার্য্য বিশ্বমাঝে রয়।
তোমা হৈতে যাহা তাত ? সিদ্ধ নাহি হয় ॥
শ্রীরামের কার্য্য হেতু তব অবতার।
শুনিয়া হইল কপি পর্ব্বত আকার ॥
কনক বরণ দেহ তেজেতে পূরিত।
মনে হয় অন্য গিরিরাজ বিরাজিত ॥
দেখাইল বারবার করিয়া গর্জ্জন।
লবণ সমুদ্র হেলে করিব লঙ্ঘন ॥
পরিবারগণ সহ রাবণে মারিয়া।
আনিব ত্রিকূটাচলে হেথা উপাড়িয়া ॥
তোমারে জিজ্ঞাসা আমি করি জাম্বুবান।
সমুচিত শিক্ষা মোরে করহ প্রদান ॥
ইহাই করহ তাত ? তুমি তথা গিয়া।
শুনাও সংবাদ আসি সীতারে দেখিয়া ॥
তবে নিজ ভুজবলে রাজীবলোচন।
করিবেন লীলা সঙ্গে লয়ে কপিগণ ॥

সঙ্গে ল'য়ে কপিসৈন্যে, বধিয়া রাক্ষসগণে,
সীতারে আনিবে ভগবান্।
ত্রিলোক-পবিত্র কীর্ত্তি, দেব, মুনি আর যতি,
নারদাদি গাহিবেক গান॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, গান, করি যাহা মনে ধ্যান,
শ্রেষ্ঠ পদ নরগণ পায়।
রাম-পাদপদ্মবর, তাহে লুব্ধ মধুকর,
গোস্বামী তুলসীদাস গায়॥
ভবের ভেষজ সম, রামযশ মনোরম,
শুনে যেই নর কিম্বা নারী।
তাহাদের মনোরথ, যাহার যেরূপ যত,
সফল করেন ত্রিপুরারি॥
নীলোৎপল-দলশ্যাম, কিবা দেহ অভিরাম,
কোটি কাম-শোভার বর্দ্ধন।
শুন তাঁর গুণগ্রাম, জগতে যাঁহার নাম,
অঘ-খগ করে বিনাশন।
তুলসী সঞ্চিত রস, সীতারাম গুণ, যশ,
অমৃতের অধিক আস্বাদ।
গঙ্গানারায়ণসুত, জ্ঞান-ভক্তি বিরহিত,
বিরচিল রাধিকাপ্রসাদ॥

ইতি শ্রীগোস্বামী তুলসীদাস কৃত রামায়ণের কিষ্কিন্ধা কাণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস কৃত

রামায়ণ।

সুন্দরা কাণ্ড।

মঙ্গলাচরণ।

শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্ব্বাণশান্তিপ্রদং।
ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনীশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্॥
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিম্।
বন্দেঽহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণিম্॥
নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে।
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা॥
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে।
কামাদি-দোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ॥
অতুলিতবলধামং স্বর্ণ-শৈলাভদেহং।
দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্॥
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং।
রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি॥

শান্ত নিরন্তর স্থিত, পাপহীন জ্ঞানাতীত,
নিরবাণ শান্তি প্রদায়ক॥
ফণীন্দ্র, বিধাতা, হর, সেবা করে নিরন্তর,
বেদান্তের বেদ্য ও ব্যাপক॥
রামাখ্য জগদীশ্বর, সুর-গুরু প্রভুবর,
মায়াধৃত মানব শরীর।
দয়ার আকর যিনি, নৃপগণ-চূড়ামণি,
বন্দি আমি সেই রঘুবীর॥

আমার হৃদয় মাঝে, অন্য বাঞ্ছা নাহি রাজে,
শুন শুন প্রভু রঘুপতি।
সত্য কথা বলি আমি, অন্তরাত্মা হও তুমি,
সবাকার একমাত্র গতি॥
অচলা ভকতি মোরে, দাও প্রভো ? কৃপা করে,
রঘুকুল-শ্রেষ্ঠ নরহরি।
কামাদি দোষেতে হীন, হয় যেন মম মন,
কর হেন করুণা বিতরি॥

অতুল বলের গেহ, স্বর্ণাচল সম দেহ,
দৈত্য-বনে অনল সমান।
জ্ঞানিগণ-চূড়ামণি, সকল গুণের খনি,
কপিগণ মধ্যেতে প্রধান।
রঘুপতিবর-দূত, নমি আমি বায়ুসুত,
ঘুচাও মনের অবসাদ।
আমি জ্ঞানহীন অতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
কহে দীন রাধিকাপ্রসাদ।

——:*:——

হনুমানের গগনপথে গমন।

মৈনাক পর্ব্বতের সহিত কথোপকথন।

(দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিতা নাগমাতা সুরসা দ্বারা হনুমানের বল পরীক্ষা)।

শুনি মনোহর জাম্বুবানের বচন।
হইলেন হনুমান আনন্দিত মন॥
তদবধি মম তরে অপেক্ষা করিবে।
কন্দ, মূল, ফল খেয়ে যাতনা সহিবে॥
যতদিন নাহি আসি সীতারে দেখিয়া।
হ'বে কার্য্যসিদ্ধি, হরষিত মম হিয়া॥
এত বলি সবাকার পদে প্রণমিয়া।
চলে হরষিত হৃদে শ্রীরামে ভাবিয়া॥
সিন্ধু তীরে ছিল এক সুন্দর ভূধর।
লাফাইয়া পড়ে হর্ষে তাহার উপর॥
পুনঃপুনঃ রঘুবরে করিয়া স্মরণ।
লম্ফ দিল শক্তিশালী পবননন্দন॥
যে পর্ব্বতে হনুমান রাখিল চরণ।
সত্বর পাতালে সেহ করিল গমন॥
অব্যর্থ যেমন হয় শ্রীরামের বাণ।
চলিলেন সেইরূপ বীর হনুমান॥
জানি রাম-দূত জলনিধি বিচারিয়া।
বলেন মৈনাকে শ্রম দূর কর গিয়া॥
সিন্ধুর বচন শুনি হরষ অন্তর।
উঠিলেন ত্বরা করি মৈনাক ভূধর॥
প্রণমিল কপিবরে করি সমাদর।
দেহ পুলকিত আর যুড়ি দুই কর॥
পর্ব্বতে পরশ মাত্র করি হনুমান।
বলিলেন সমাদরে করি পরণাম॥
যতদিন রাম-কার্য্য না হয় সাধন।
কিরূপে বিশ্রাম মম হ'বে ততদিন॥
যাইতেছে বায়ুসুত দেখে দেবগণ।
কিবা বল, বুদ্ধি তার করে পরীক্ষণ॥
সুরসা নামেতে সর্পগণ-মাতা যেহ।
পাঠাইল দেবগণ, গিয়া বলে সেহ॥
দেবগণ আজি মোরে দিলেন আহার।
শুনিয়া বচন বলে পবনকুমার॥
রাম-কার্য্য করি ফিরি আসিব যখন।
সীতার সংবাদ রামে করাব শ্রবণ॥
তোমার বদনে আমি পশিব তখন।
সত্য কহি, দেহ মাতঃ? যাইতে এখন॥
কোনরূপে নাহি দিল যাইতে যখন।
গ্রাস কর মোরে হনু বলেন তখন॥
যোজন বিস্তৃত মুখ করিল প্রসার।
কপি করিলেন দেহ দ্বিগুণ বিস্তার॥
ষোড়শ যোজন মুখ সেহ করে পুনঃ।
বায়ুসুত করে দেহ বত্রিশ যোজন॥
সুরসা বাড়ায় মুখ যেমন যখন।
নিজরূপ হনুমান করয়ে দ্বিগুণ॥
শতেক যোজন সেহ করিল বদন।
অতি লঘুরূপ হৈল পবননন্দন॥
বদনে প্রবেশি পুনঃ বাহিরে আসিল।
প্রণাম করিয়া তবে বিদায় মাগিল॥
পাঠাইল দেবগণ মোরে যে কারণ।
পাইলাম তব বুদ্ধি-বল নিদর্শন॥

করিবে শ্রীরাম-কার্য্য তুমি সমাধান।
হও তুমি বল আর বুদ্ধির নিধান॥
সুরস্যা আশীষ দিয়া করিল গমন।
চলিলেন হনুমান হরষিত মন॥

হনুমানের লঙ্কা-প্রবেশ।

ছিল এক নিশাচরী সিন্ধুর মাঝারে।
মায়া করি আকাশের পক্ষীগণ ধরে॥
উড়িত গগনে যেই জীব-জন্তুগণ।
জলেতে তাহার ছায়া করি দরশন॥
ধরে সেই ছায়া সেহ উড়িতে না পারে।
পক্ষীগণে খায় সদা এরূপ প্রকারে॥
হনুমান সাথে করিলেক সেহ ছল।
তার কপটতা কপি ত্বরায় চিনিল॥
বধ করি তারে বায়ুসুত বীরবর।
সমুদ্রের পারে যা'ন বুদ্ধি করি স্থির॥
তথা গিয়া বনশোভা করে নিরীক্ষণ।
মধুলোভে গুঞ্জরিছে মত্ত অলিগণ॥
নানাবিধ তরু ফল-ফুলে সুশোভিত।
খগ-মৃগবৃন্দ হেরি হরষিত চিত॥
সুবিশাল শৈল এক অগ্রেতে দেখিল।
নির্ভয়েতে তদুপরে ধাইয়া চড়িল॥
কপির মহিমা উমে? বেশী কিছু নয়।
প্রভুর প্রতাপ, যাহা কালে করে ক্ষয়॥
গিরি'পরে চড়ি লঙ্কা করে দরশন।
বিশেষ দুর্গম তাহা না হয় বর্ণন॥
অতি উচ্চ-চারিধার সাগরে বেষ্টিত।
কনক রচিত গড় অতি সুশোভিত॥

গড় স্বর্ণে বিরচিত, নানাবিধ মণিযুত,
দীর্ঘ-প্রস্থে অতীব বিস্তৃত।
সুরম্য বাজার, হাট, মনোহর পথ, ঘাট,
পুরে বহুবিধ নিরমিত॥
হয়, গজ, অশ্বতর, কতশত পদচর,
রথ, সেনা কে করে গণন।
বহুরূপ শক্তিযুত, নিশাচরসৈন্য কত,
বর্ণিতে না পারে কোন জন॥
পুষ্প বাগ, উপবন, বিহার বাটিকা, বন,
সরঃ, কূপ, বাপী সুশোভন।
নাগ, নর, দেবকন্যা, রূপে-গুণে সবে ধন্যা,
মোহিত করিছে মুনিমন॥
কোথাও বা মল্লগণ, সুবিশাল শৈলসম,
অতি বলে করিছে গর্জ্জন।
নানাবিধ যুদ্ধস্থলে, যোদ্ধৃগণ আসি মিলে,
একে অন্যে করিছে তর্জ্জন॥
করিয়া যতন অতি, বড় বড় সেনাপতি,
চারি দিকে রক্ষা করে পুর।
কোথাও মহিষ, নর, ধেনু, অজ, খগ, খর,
ভক্ষণ করিছে নিশাচর॥
সে হেতু তুলসীদাস, ইহাদের ইতিহাস,
বরণিল সংক্ষেপেতে অতি।
রাম-বাণ-তীর্থে প্রাণ, ত্যজি তারা ভাগ্যবান্,
লভিবেক অবশ্য মুকতি॥
নগর-রক্ষকগণ, বহু করে বিচরণ,
দেখি হনু মনে বিচারিয়া।
অতি ক্ষুদ্র রূপ ধরি, রাত্রিকালে লঙ্কাপুরী,
প্রবেশ করিল দ্রুত গিয়া॥

লঙ্কিনী নাম্নী রাক্ষসীর সহিত যুদ্ধ।

মশক সমান রূপ হনুমান ধরি।
চলিলেন লঙ্কাপুরে স্মরি নরহরি॥
এক নিশাচরী নাম লঙ্কিনী যাহার।
বলে "লঙ্ঘি মোরে কোথা গমন তোমার"॥

জান না কি শঠ ? তুমি মরম আমার।
লঙ্কার তস্করগণ আমার আহার॥
এক মুষ্ট্যাঘাত বীর করিল তাহায়।
রুধির বমন করে পড়িয়া ধরায়॥
পুনরায় সে লঙ্কিনী সামলি উঠিয়া।
সভয়ে বিনয় করে দুহাত যুড়িয়া॥
ব্রহ্মা প্রদানিল বর দশাননে যবে।
যাইবার কালে চিহ্ন মোরে ক'ন তবে॥
কপির প্রহারে যবে হইবে ব্যাকুল।
জানিও বিনষ্ট হ'বে নিশাচরকুল॥
হে তাত ? আমার পুণ্য না হয় বর্ণন।
নয়নে শ্রীরাম-দূত করিনু দর্শন॥
স্বর্গ-অপবর্গ-সুখ একত্রেতে করি।
হে তাত ? তুলের যদি একদিকে ধরি॥
ক্ষণমাত্রে সাধু সঙ্গে সেই সুখ হয়।
তাহার সমান সেহ কদাচিত নয়॥
সাধন করহ কার্য্য পশিয়া নগরে।
অযোধ্যার পতি রামে চিন্তিয়া অন্তরে॥
মিত্র হয় রিপু, সুধা হয়ত গরল।
সাগর গোষ্পদ হয়, শীতল অনল॥
সুমেরু পর্ব্বত ধূলি সম হয় অতি।
হেরেন শ্রীরাম কৃপা করি যার প্রতি॥

—:*:—

হনুমানের বিভীষণের সহিত কথোপকথন ও সীতার নিকট গমন।

ধরিয়া অতীব লঘুরূপ হনুমান।
প্রবেশিল লঙ্কাপুরে স্মরি ভগবান্॥
প্রত্যেক মন্দিরে বীর করে অন্বেষণ।
যথা তথা দেখে অগণিত যোদ্ধৃগণ॥
রাবণের মন্দিরেতে করেন গমন।
অতীব বিচিত্র তাহা না হয় বর্ণন॥
দেখে কপি আছে সেহ করিয়া শয়ন।
সেখানেও জানকীর না পায় দর্শন॥
দেখিল ভবন এক অতি সুশোভিত।
হরির মন্দির তথা ছিল বিরাজিত॥
ধনুর্ব্বাণ চিহ্নযুত * গৃহ সুশোভন।
কিরূপ তাহার শোভা না হয় বর্ণন॥
রহিয়াছে তথা বহু তুলসী-কানন।
দেখি হৈল হনুমান আনন্দিত মন॥
রাক্ষসগণের বাস হয় লঙ্কাপুরে।
সাধুজন হেথা কিরূপেতে বাস করে॥
মনে মনে তর্ক হনু করিতে লাগিল।
হেন কালে বিভীষণ জাগিয়া উঠিল॥
শ্রীরামের নাম সেহ স্মরণ করিল।
হৃদয়ে আনন্দ কপি সজ্জন জানিল॥
করিব ইহার সনে এবে পরিচয়।
সাধু হৈতে কার্য্য নাশ কভু নাহি হয়॥
বিপ্ররূপ ধরি রাম নাম উচ্চারিল।
শুনি বিভীষণ উঠি তথায় ধাইল॥
জিজ্ঞাসে কুশল প্রশ্ন প্রণাম করিয়া।
বল বিপ্র ? নিজ পরিচয় বুঝাইয়া॥
হও কি হরির ভক্ত মধ্যে কোন জন।
তোমারে হেরিয়া মম হরষিত মন॥
দীন প্রতি অনুরাগী কিম্বা তুমি রাম।
আসিয়াছ পুরাইতে মম মনস্কাম॥
হনুমান সব কথা বলেন তখন।
রাম-কার্য্য, নিজ নাম করিয়া বর্ণন॥

* ধনুর্ব্বাণ শ্রীরামচন্দ্রের অস্ত্র।

শুনি দোঁহাকার দেহ পুলকে পূরিল।
স্মরি রাম-গুণগ্রাম মগন হইল॥
শুন বায়ুসুত ? আমি রয়েছি কিমতে।
দশনের মধ্যে জিহ্বা থাকয়ে যেমতে॥
হে তাত ? কখন মোরে জানিয়া অনাথ।
করিবেন কৃপা কিবা ভানুকুলনাথ॥
তামস শরীর, কিছু নাহিক সাধন।
চরণকমলে অনুরাগী নহে মন॥
কপিবর ? হয় মম ভরসা এখন।
হরি-কৃপা বিনে নাহি মিলে সাধুজন॥
করিলেন অনুগ্রহ শ্রীরাম যখন।
আপনা হইতে তুমি দিলে দরশন॥
শুন বিভীষণ ? ইহা হয় প্রভুরীতি।
করেন সতত প্রীতি সেবকের প্রতি॥
কহ কিসে হই আমি পরম কুলীন।
বানর চঞ্চল সদা সর্ব্বরূপে হীন॥
প্রাতঃকালে কেহ নাম লইলে আমার।
সে দিন না মিলিবেক তাহার আহার॥
হই আমি হেনরূপ অত্যন্ত পামর।
শুন সখে ? তবু মম প্রতি রঘুবর॥
করিলেন দয়া, গুণ করিতে স্মরণ।
অশ্রুজলে পূর্ণ হইলেক দ্বিনয়ন॥
জানিয়াও হেন স্বামী পাসরে যে জন।
কেন নাহি হবে সেহ দুখের ভাজন॥
হেনরূপে রামগুণ গাহিতে গাহিতে।
অনিবার্য্য শান্তি লাভ করিলেন চিতে॥
পুনঃ বিভীষণ সব কথা শুনাইল।
যেরূপেতে জানকীরে তথায় রাখিল॥
তবে হনু বলে ভ্রাতঃ ? করহ শ্রবণ।
ইচ্ছা মম জননীরে করিতে দর্শন॥
শুনাইল বিভীষণ সকল উপায়।
চলিল পবনসুত মাগিয়া বিদায়॥
পূর্ব্বরূপ ধরি পুনঃ গেলেন সেখানে।
ছিলেন যেখানে সীতা অশোক কাননে॥
প্রণাম করেন কপিবর মনেমন।
দিবানিশি বসি সীতা করেন যাপন॥
দেহ কৃশ, শিরে জটা একবেণী সম *।
হৃদয়ে করেন জপ রাম-গুণগ্রাম॥
নিজ পদে নেত্র-মন করিয়া স্থাপন।
রামের চরণ মাঝে রয়েছেন লীন॥
অতীব দুখিত হৈল পবননন্দন।
জানকীর দীনভাব করি নিরীক্ষণ॥
লুকাইয়া রহি তরু-পল্লব-মাঝারে।
কি করি এখন তাহা বিচারে অন্তরে॥
হেন অবসরে তথা আসিল রাবণ।
বেশভূষা করি সঙ্গে ল'য়ে নারীগণ॥
সীতারে বুঝায় খল বিবিধ প্রকারে।
সাম, দান, ভেদ, দণ্ড নীতি অনুসারে॥
বলিল রাবণ, শুন সীতে সুবদনি।
মন্দোদরী আদি যত আছে মম রাণী॥
হইবে তোমার দাসী, প্রতিজ্ঞা আমার।
মম প্রতি দৃষ্টিপাত কর একবার॥
অগ্রে তৃণ রাখি সীতা বলেন বচন †।
প্রেমময় রামচন্দ্রে করিয়া স্মরণ॥
শুন দশানন ? কভু খদ্যোৎ প্রকাশ।
পারে কি করিতে কমলিনীর বিকাশ॥
বলেন জানকী হেন ভাবি নিজ মনে।
মনে নাহি হয় দুষ্ট ! শ্রীরামের বাণে॥
হরি আন মোরে শঠ ! পেয়ে শূন্যাগার।
অধম, নির্লজ্জ, লাজ নাহিক তোমার॥

* অর্থাৎ সমস্ত কেশ একত্রিত জটাবদ্ধ হইয়া একটী বেণীর মত শোভা পাইতেছিল।
† পতিব্রতা সতী পরপুরুষের সম্মুখে কথা বলেন না। সেজন্য মাতা জানকী সম্মুখে তৃণ ধরিয়া কথা বলিলেন।

খদ্যোতের সমতুল শুনি আপনারে।
ভানুর সমান আর রাম রঘুবরে ॥
পৌরুষ বচন শুনি অসি নিষ্কোসিয়া।
বলিল রাবণ অতি ক্রোধিত হইয়া ॥
সীতে! তুমি অপমান করিলে আমার।
কঠিন কৃপাণে শির কাটিব তোমার ॥
যদি নাহি মান ত্বরা আমার বচন।
হইবে সুমুখি? তব বিনষ্ট জীবন ॥
শ্যামল সরোজদাম জিনিয়া সুন্দর।
দশস্কন্ধ? প্রভু-ভুজযুগ-করি-কর ॥
কণ্ঠে মম সে ভুজ বা তব অসি ঘোর।
শুন শঠ? ইহা সুনিশ্চিত পণ মোর ॥
চন্দ্রহাস? * কর দূর মম পরিতাপ।
রামের বিরহানল-জনিত-সন্তাপ ॥
শীতল রজনীসম তব অসি-ধার।
বলে সীতা হর মম সব দুখ ভার ॥
বচন শুনিয়া পুনঃ মারিতে ধাইল।
ময়সুতা, নীতি কহি তাহে নিবারিল ॥
নিশাচরিগণে ডাকি রাবণ বলিল।
দেখাও সীতারে ভয় মিলিয়া সকল ॥
এক মাস মধ্যে যদি কথা নাহি মানে।
তা'হ'লে বধিব আমি কঠিন কৃপাণে ॥
তবে দশানন গেল ফিরিয়া ভবন।
এখানে অশোক বনে নিশাচরিগণ ॥
করায় সীতারে নানা ভয়প্রদর্শন।
বিবিধ ভীষণরূপ করিয়া ধারণ ॥
ত্রিজটা রাক্ষসী নামে ছিল একজন।
অতি জ্ঞানবতী সদা রামপদে মন ॥
সবারে ডাকিয়া সেহ শুনায় স্বপন।
বলে সীতা সেবি হিত করহ আপন ॥
লঙ্কা দগ্ধ কৈল কপি দেখিনু স্বপনে।
বিনাশ করিল সব রক্ষঃসেন্যগণে ॥
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়ি নগ্ন দশানন।
মুণ্ডিত মস্তক আর বিংশ ভুজহীন ॥
এরূপে দক্ষিণ দিকে করিছে গমন।
লঙ্কা-রাজ্য পাইলেন যেন বিভীষণ ॥
রামের দোহাই ফিরে লঙ্কা নগরেতে।
বলিয়া পাঠান প্রভু সীতারে যাইতে ॥
এই কুস্বপন আমি কহিনু বিচারি।
নিশ্চয় হইবে সত্য গেলে দিন চারি ॥
তাহার বচন শুনি সবে ভীত হৈল।
জনকসুতার পদ ধরিয়া পড়িল ॥
যেখানে সেখানে সব করিল গমন।
মনে মনে সীতাদেবী করেন চিন্তন ॥
এক মাস গত হইবেক যেই দিন।
দুষ্ট নিশাচর মোরে করিবে নিধন ॥
বলেন জানকী করযোড়ে ত্রিজটায়।
বিপদে তুমিহ মাতঃ? আমার সহায় ॥
ত্যজিব এ দেহ ত্বরা করহ উপায়।
দুঃসহ বিরহ আর সহা নাহি যায় ॥
চিতার রচন করি কাষ্ঠ আনাইয়া।
তাহাতে অনল মাতঃ? দেহ লাগাইয়া ॥
মম প্রতি প্রেম সত্য করহ প্রমাণ।
কে শুনিবে কানে বাক্য শূলের সমান ॥
শুনিয়া বচন, পদে ধরি বুঝাইল।
প্রভুর প্রতাপ, বল, সুযশ গাহিল ॥
রাজ-পুত্রি? রাত্রে কোথা পাইব অনল।
এত বলি নিজ গৃহে গমন করিল ॥

—:*:—

* চন্দ্রহাস—রাবণের তরবারির নাম। কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলনের পর মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া উহা রাবণকে প্রদান করেন।

হনুমানের অঙ্গুরী ক্ষেপণ ও সীতাদেবীর সহিত পরিচয়।

বলিলেন সীতা, বিধি হৈল প্রতিকুল।
না মিলিল বহ্নি তাহে নাহি মিটে শূল॥
গগনে নক্ষত্র হেরি জ্বলন্ত অঙ্গার।
ভূমিতলে নাহি পড়ে খসি এক তার॥
বহ্নিময় ? চন্দ্র অগ্নি না করে বর্ষণ।
ভাবিয়া আমারে হতভাগিনী যেমন॥
শুনহ বিনতি মম বিটপী অশোক।
নাম সত্য কর, দূর করি মম শোক॥
নব কিশলয় ? হও অনল সমান।
মম অন্ত কর অগ্নি করিয়া প্রদান॥
দেখিয়া সীতারে অতি বিরহে ব্যাকুল।
কল্পসম সেই কাল কপির যাইল॥
তবে হনুমান মনে করি বিচারণ।
বৃক্ষ হৈতে করিলেন অঙ্গুরী ক্ষেপণ॥
জ্বলন্ত অঙ্গার যেন অশোক ফেলিল।
দেখি হর্ষে সীতাদেবী উঠি কুড়াইল॥
দেখিয়া অঙ্গুরী তবে অতি মনোহর।
রামনামাঙ্কিত তাহা পরম সুন্দর॥
চিনিয়া অঙ্গুরী হেরে হইয়া চকিত।
হরষে বিষাদে মন হৈল ব্যাকুলিত॥
অজেয় শ্রীরামে পারে কে করিতে জয়।
মায়াতে এরূপ কভু রচিত না হয়॥
নানারূপ চিন্তা সীতা করে মনেমন।
মধুর বচনে বলিলেন হনুমান॥
শ্রীরামচন্দ্রের গুণ বলিতে লাগিল।
যাহা শুনি জানকীর দুখ দূর হৈল॥
মন দিয়ে কাণ পাতি করেন শ্রবণ।
আদ্যন্ত সকল হনু করিল বর্ণন॥
শ্রবণে অমৃত কথা শুনায় যে জন।
প্রকট না হয় সেহ কিসের কারণ॥
তবে হনুমান কাছে গমন করিল।
বিস্মিত হইয়া মাতা ফিরিয়া বসিল॥
রাম-দূত হই মাতঃ ? জান সুনিশ্চয়।
শ্রীরামের দিব্য করি কহি সত্য হয়॥
আমিই আনিনু মাতঃ ? অঙ্গুরী সুন্দর।
পরিচয় হেতু যাহা দেন রঘুবর॥
নর-বানরেতে হৈল কিরূপে মিলন।
বলে সব হনুমান ঘটিল যেমন॥
শুনিয়া কপির প্রেম-পূরিত বচন।
বিশ্বাস হইল মনে সীতার তখন॥
বুঝিলেন কর্ম্মমনোবাক্যে এই জন।
নিরন্তর রামচন্দ্রে করেন সেবন॥
হরির সেবক জানি বাড়িলেক প্রীতি।
সজল নয়ন, পুলকিত দেহ অতি॥
হইতে ছিলাম মগ্ন বিরহ সাগরে।
তরণী হইয়া তাত ? রক্ষা কৈলে মোরে॥
বালাই তোমার, বল কুশলে এখন।
আছেন অনুজ সহ সুখ-নিকেতন॥
কৃপালু কোমল চিত্ত শ্রীরঘুনন্দন।
কি হেতু নিষ্ঠুর ভাব করিল ধারণ॥
সেবকের সুখদাতা স্বভাবতঃ যিনি।
কখনো আমায় মনে করেন কি তিনি॥
তাত ? মম নেত্র কবে হ'বে সুশীতল।
নিরখি প্রভুর অঙ্গ শ্যামল কোমল॥
নেত্রে বহে অশ্রুধারা না সরে বচন।
হায় নাথ! সত্য মোরে হ'লে বিস্মরণ॥
সীতারে হেরিয়া অতি বিরহে ব্যাকুল।
সবিনয়ে মৃদু বাক্য কপীন্দ্র বলিল॥
কুশলে আছেন প্রভু সহিত লক্ষ্মণ।
তোমার দুখেতে দুখী কৃপা-নিকেতন॥
না ভাবিও মনে মাতঃ ? আপনারে হীন।
তোমা হৈতে রাম-প্রেম হয় দুই গুণ॥

শ্রীরামের সমাচার বলিব এখন।
ধৈরয ধরিয়া মাতা করহ শ্রবণ ॥
এত বলি প্রেমে গদ্‌গদ কণ্ঠ হৈল।
বীরের নয়নযুগ জলেতে ভরিল ॥
বলিলেন রাম, সীতে ? বিরহে তোমার।
বিপরীত হইয়াছে সকল আমার ॥
বহ্নির সমান লাগে নব কিশলয়।
নিশা, কালনিশা, শশী ভানু সম হয় ॥
ভেলা বন সম হয় কমলের বন।
জলদ উত্তপ্ত তৈল করে বরিষণ ॥
যে তরুর তলে যাই সে দেয় পীড়ন।
সর্পের নিঃশ্বাস সম ত্রিবিধ পবন ॥
দুখ কিছু হ্রাস হয় করিলে বর্ণন।
কাহাকে বলিব ইহা বুঝে কোন্ জন ॥
তোমার আমার যেবা প্রেমের মরম।
একমাত্র জানে প্রিয়ে ? তাহা মন মম ॥
রহিয়াছে তব লাগি সদা সেই মন।
ইহাতে বুঝিবে মম পিরীতি কেমন ॥
বৈদেহী শুনিলা যবে প্রভু-সমাচার।
প্রেমে মগ্ন, না রহিল দেহ-জ্ঞান তার ॥
হনু বলে হৃদে মাতা ধৈরয ধরহ।
সেবক-সুখদ রামে স্মরণ করহ ॥
রামের প্রভুতা মনে কর বিচারণ।
ত্যজ ব্যাকুলতা শুনি আমার বচন ॥
পতঙ্গের সম হয় যত নিশাচর।
অগ্নির সমান তাহে রঘুপতি-শর ॥
নিজ হৃদে কর মাতঃ ? ধৈরয ধারণ।
জানিও হইলু দগ্ধ নিশাচরগণ ॥
যদি প্রভু পাইতেন তব সমাচার।
বিলম্ব না করিতেন করিতে উদ্ধার ॥
রামবাণরূপ রবি হইলে উদয়।
তামস রাক্ষস সৈন্য কোথা হ'বে লয় ॥

যাইতাম ল'য়ে মাতঃ ? তোমারে এখনি।
রাম দিব্য, আজ্ঞা নাহি দিল রঘুমণি ॥
কিছুকাল ধৈর্য্য মাতঃ ? করহ ধারণ।
আসিবেন রঘুবীর সহ কপিগণ ॥
নিশিচরে বধি ল'য়ে যা'বেন তোমায়।
ত্রিভুবনে নারদাদি যশ গাবে তায় ॥
পুত্র ? কপি সব ক্ষুদ্র তোমার সমান।
নিশাচর সৈন্যগণ বড় বলবান্ ॥
আমার হৃদয়ে হয় বিশেষ সন্দেহ।
শুনি হনুমান প্রকাশিল নিজদেহ ॥
কনক ভূধরাকার তাহার শরীর।
সমরে ভীষণ আর অতিশয় বীর ॥
সীতার মনেতে তবে ভরসা আইল।
বায়ুসুত লঘুরূপ পুনশ্চঃ ধরিল ॥
শুনহ জননি ? ক্ষুদ্র শাখামৃগগণ।
নাহিক শকতি, বুদ্ধি প্রখর তেমন ॥
প্রভুর প্রতাপে কিন্তু ক্ষুদ্র সর্পগণ।
অনায়াসে গরুড়েরে করয়ে ভক্ষণ ॥
ভকতি প্রতাপ-তেজ-শকতি-মিশ্রণ।
কপি-বাক্য শুনি মাতা পরিতুষ্ট হ'ন ॥
আশীষ দিলেন জানি শ্রীরামের প্রিয়।
হও তাত ? বল আর বুদ্ধির আশ্রয় ॥
হও পুত্র ? গুণাকর, অজর, অমর।
করুন সতত কৃপা প্রভু রঘুবর ॥
প্রভু করিবেন কৃপা করিয়া শ্রবণ।
হৈল হনুমান অতি প্রেমেতে মগন ॥
পুনঃপুনঃ প্রণমিল ধরিয়া চরণ।
করযোড়ে কপিপতি বলেন বচন ॥
হইলাম কৃতকৃত্য জননি ? এখন।
অব্যর্থ আশীষ তব জানে সর্বজন ॥
শুন মাতঃ ? ক্ষুধা লাগিয়াছে অতিশয়।
দেখিতেছি রম্য বৃক্ষে পত্র-ফলচয় ॥

শুন বাছা রক্ষা করে এই উপবন।
বড় বড় যোদ্ধা যত নিশাচরগণ॥
তাহাদের ভয় মাতঃ? নাহিক আমার।
যদি দুখ নাহি হয় মনেতে তোমার॥
বানরের বুদ্ধি বল করি নিরীক্ষণ।
বলেন জনকসুতা যাহ বাছাধন॥
হৃদয়েতে চিন্তা করি রামের চরণ।
সুমধুর ফল বাছা করহ ভক্ষণ॥

———:*:———

হনুমানের ফল ভক্ষণ ও রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ।

(অক্ষয়কুমার বধ, ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক নাগপাশে বন্ধন, হনুমানের রাবণের সভায় গমন ও রাবণকে হিতোপদেশ প্রদান।)

সীতারে প্রণমি বীর প্রবেশে কানন।
বৃক্ষ উপাড়িয়া ফল করয়ে ভক্ষণ॥
ছিল তথা বহু রক্ষাকারী নিশাচর।
মরে কেহ, কেহ গিয়া দিল সমাচার॥
আসিয়াছে নাথ? এক কপি বলবান্।
উজাড় করিল সেই অশোক বাগান॥
ফল খায় আর বৃক্ষ করে উৎপাটন।
আছাড়িয়া মারিতেছে রক্ষী-সৈন্যগণ॥
শুনি দশানন বহু সৈন্য পাঠাইল।
তাহাদেরে হেরি হনু গর্জ্জিতে লাগিল॥
সব নিশাচরে বীর করিল সংহার।
অর্দ্ধমৃত ফিরি গিয়া দেয় সমাচার॥
অক্ষয়কুমারে সেই পাঠাইল পুনঃ।
চলিলেক অগণিত ল'য়ে যোদ্ধৃগণ॥
আসে দেখি হনু এক বৃক্ষ উপাড়িল।
তাহে তারে করি বধ গর্জ্জিতে লাগিল॥
কারেও বধিল কারে পেষণ করিল।
ধুলির সহিত কাহাকেও লুটাইল॥

কেহ পুনঃ পলাইয়া দিল সমাচার।
হয় এ বানর প্রভো? বলের আধার॥
লঙ্কেশ পুত্রের মৃত্যু করিয়া শ্রবণ।
বলবান্ মেঘনাদে করিলা প্রেরণ॥
না মারিয়া আনো, পুত্র? করিয়া বন্ধন।
কোথাকার কপি তাহা করিব দর্শন॥
মহাযোদ্ধা ইন্দ্রজিৎ করিল গমন।
ক্রোধিত হইয়া শুনি ভ্রাতার মরণ॥
আসিলেক মহাযোদ্ধা কপীশ দেখিল।
কটমট করি চাহি ত্বরায় ধাইল॥
অতীব বিশাল এক তরু উপাড়িল।
লঙ্কেশকুমারে তাহে বিরথ করিল॥
তার সঙ্গে ছিল যত বড় যোদ্ধৃগণ।
ধরি ধরি নিজ অঙ্গে করিল মর্দ্দন॥
বধি সবাকারে যুঝে মেঘনাদ সঙ্গে।
যেন গজপতিদ্বয় যুঝিতেছে রঙ্গে॥
মুষ্টি মারি চড়ে কপি তরু'পরে গিয়া।
মেঘনাদ রহে ক্ষণমূর্চ্ছিত হইয়া॥
করে বহুবিধ মায়া উঠি পুনরায়।
জিনিতে পবনসুতে নাহি পারে তায়॥
ব্রহ্মাস্ত্র তাহাতে সেই ধারণ করিল।
আপনার মনে হনুমান বিচারিল॥
ব্রহ্মাস্ত্র যদ্যপি আমি না করি স্বীকার।
তা'হ'লে ঘুচিবে তার মহিমা অপার॥
মেঘনাদ ব্রহ্ম-শর ক্ষেপণ করিল।
রক্ষঃসৈন্য চাপি হনু ভূমিতে পড়িল॥
মূর্চ্ছিত হইল সেই তাহারা জানিল।
বন্ধন করিয়া নাগপাশে ল'য়ে গেল॥
শুন উমে? যাঁর নাম করি উচ্চারণ।
জ্ঞানী নর ছিন্ন করে ভবের বন্ধন॥
তাঁহার সেবক দেখ আবদ্ধ হইল।
সাধিতে প্রভুর কার্য্য নিজে বাঁধা দিল॥

কপির বন্ধন শুনি নিশাচর ধায়।
কৌতুক করিতে সভামধ্যে ল'য়ে যায়॥
রাবণের সভা হনু করে নিরীক্ষণ।
তাহার প্রভুত্ব কিছু না হয় বর্ণন॥
করযোড়ে স্থিত দেব-দিক্‌পালগণে।
ভ্রূকুটী ভ্রূভঙ্গে তার ভয় পায় মনে॥
প্রতাপ হেরিয়া বীর ভীত নাহি হয়।
গরুড় নিঃশঙ্কে যথা সর্প সনে রয়॥
হনুমানে বিলোকন করি দশানন।
হাসিয়া উঠিল বলি নানা কুবচন॥
স্মরণ হইলে পুনঃ পুত্রের মরণ।
হৃদয় বিষাদে অতি হইল মগন॥
জিজ্ঞাসে রাবণ—"তুই হস্ কোন্ জন্"।
কাহার বলেতে নষ্ট করিলি কানন॥
মম নাম কভু কি না করিস্ শ্রবণ।
নির্ভীকের সম তোরে করি নিরীক্ষণ॥
কিবা দোষে নিশাচরগণে কৈলি ক্ষয়।
রে শঠ ? নাহি কি তোর পরাণের ভয়॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে শুনহ রাবণ।
যাঁহার আজ্ঞায় মায়া করে বিচরণ॥
যাঁহার প্রভাবে হরি, হর, পদ্মাসন।
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করে শুন দশানন॥
যাঁহার বলেতে নাগ সহস্র বদন।
মস্তকে ব্রহ্মাণ্ড ধরে সহ গিরি বন॥
ধরে যেহ নানা দেহ দেবহিত তরে।
তোমা সম শঠ জনে শিক্ষা দান করে॥
হরের কোদণ্ড গুরু ভাঙ্গিল যে জন।
তব সহ নৃপ গর্ব্ব করিল ভঞ্জন॥
কপিপতি বালী, খর, ত্রিশিরা, দূষণ।
শ্রেষ্ঠ বলশালীগণে যে করে নিধন॥
যাঁর লবলেশমাত্র বল পেয়ে তুমি।
জিনি চরাচরগণে হইয়াছ স্বামী॥

তাঁর দূত হই আমি শুন দশানন।
আনিলে যাঁহার নারী করিয়া হরণ॥
তোমার বীরত্ব আমি জানি ভালমতে।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনসহ যুঝিলে যেমতে॥
বালী সনে যুদ্ধ করি সুযশ হইল।
বাক্য শুনি দশানন হাসি উড়াইল॥
লাগিলেক ক্ষুধা, ফল করিনু ভক্ষণ।
বানর-স্বভাবে বৃক্ষ করি উৎপাটন॥
দেহ সকলের প্রিয় হয় নৃপবর।
মারিলেক মোরে মন্দমতি নিশাচর॥
যে মোরে মারিল আমি মা রনু তাহারে।
সে হেতু তোমার সুত বাঁধিল আমারে॥
বাঁধিলেক মোরে তাহে নাহি মম লাজ।
আমি করিবারে চাহি নিজ প্রভুকাজ॥
কহি করযোড়ে করি বিনয় রাবণ।
মান ত্যজি মম শিক্ষা করহ গ্রহণ॥
আপনার কুল তুমি বিচারি দেখহ।
ভ্রম ত্যজি ভক্ত-ভয়হারীরে ভজহ॥
সুরাসুর চরাচরে যে করে ভক্ষণ।
হেন মহাকাশ যাঁর ভয়ে ভীত হ'ন॥
শত্রুতা তাঁহার সনে করো না কখন।
আমার কথায় সীতা করহ অর্পণ॥
প্রণতপালক হ'ন রঘুবংশমণি।
খরের নিধনকারী করুণার খনি॥
শরণ লইলে প্রভু করিবে রক্ষণ।
তব অপরাধ যত হ'য়ে বিস্মরণ॥
রামের চরণপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
অচল রাজত্ব কর লঙ্কায় বসিয়া॥
ঋষি পুলস্ত্যের কীর্ত্তি বিমল মৃগাঙ্ক।
জন্মি সেই কুলে নাহি হইও কলঙ্ক॥
রামনাম বিনা বাক্য নহে সুশোভন।
মদ-মোহ ত্যজি দেখ করি বিচারণ॥

শ্রেষ্ঠা-নারী বিভূষিতা বিবিধ ভূষণে।
হইলেও শোভা নাহি হয় বস্ত্র বিনে॥
শ্রীরামবিমুখ হ'লে সম্পত্তি বৈভব
পাইয়াছ, পাবে যাহা, ঘুচিবেক সব॥
নির্ঝর না থাকে যেই তটিনীর মূলে।
শুকায় তখনি সেহ বর্ষা গত হ'লে॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহি শুন দশানন।
রামের শত্রুর ত্রাতা নাহি কোন জন॥
সহস্র সহস্র বিষ্ণু, ব্রহ্মা বা শঙ্করে।
রামদ্রোহী জনে কভু রাখিতে না পারে॥
নানাবিধ দুখপ্রদ মোহের নিদান।
পরিহার কর তুমি নিজ অভিমান॥
রঘুপতি রামচন্দ্রে করহ ভজন।
কৃপার সাগর হ'ন প্রভু নারায়ণ॥
বিবেক, বৈরাগ্য, নীতি, ভকতি মিশ্রিত।
যদ্যপি বলিল কপি বাক্য সমুচিত॥
অভিমানে হাস্য করি অধম বলিল।
বড় জ্ঞানী কপি গুরু আমার মিলিল॥
আসিয়াছে খল ? তব নিকটে মরণ।
সে হেতু অধম মোরে শিখাও ধরম॥
হইবেক বিপরীত বলে হনুমান।
মতিভ্রম তব এবে পাইলাম জ্ঞান॥
কপি-বাক্য শুনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ।
বলে কেন দুষ্টে ত্বরা না কর নিধন॥
শুনি নিশাচরগণ মারিতে ধাইল।
বিভীষণ মন্ত্রীগণ সহিত আসিল॥
মাথা নত করি বলে করিয়া বিনয়।
না মারিও নাথ ? দূত বধ যোগ্য নয়॥
অন্য কোন দণ্ড হৌক বিহিত ইহার।
শুনিয়া সকলে বলে ইহা সুবিচার॥
শুনিয়া হাসিয়া তবে বলে দশানন।
পাঠাও বানরে সবে করি অঙ্গহীন॥
পুচ্ছের মমতা বেশী করে কপিগণ।
বুঝাইয়া সবাকারে বলিল তখন॥
বস্ত্র বাঁধি তৈল তাহে প্রদান করিয়া।
পুনশ্চঃ তাহাতে দেহ অগ্নি লাগাইয়া॥
পুচ্ছহীন কপি যবে করিবে গমন।
নিজ প্রভু ল'য়ে শঠ আসিবে তখন॥
করিতেছে অতিশয় গৌরব যাঁহার।
দেখিব সাক্ষাতে আমি প্রভুত্ব তাঁহার॥
বাক্য শুনি হাসি কপি মনেতে বলিল।
বুঝিনু শারদা মোরে সাহায্য করিল *॥
রাধিকাপ্রসাদ কহে বিচিত্র কি তায়।
সবে সহায়ক রাম যাহার সহায়॥

—:*:—

হনুমানের লেজে অগ্নি প্রদান।

(হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কাদহন ও সীতার সংবাদ লইয়া কপিগণের নিকট পুনরাগমন ও মধুবন ভঞ্জন।)

নিশাচরগণ শুনি রাবণ-বচন।
দহিতে লাঙ্গুল সবে করে আয়োজন॥
বস্ত্র, তৈল, ঘৃত নাহি রহিল নগরে।
পুচ্ছ বাড়াইয়া কপি এই খেলা করে॥
কৌতুক দেখিতে আসে পুরবাসী যত।
উচ্চ হাস্য করি সবে করে পদাঘাত॥
করতালি দেয় সবে ঢোল বাজাইয়া।
নগরে ফিরা'য়ে দিল পুচ্ছ জ্বালাইয়া॥
জ্বলিল আগুন হনু করি নিরীক্ষণ।
অতি লঘুরূপ ত্বরা করিল ধারণ॥
বন্ধ-মুক্ত হ'য়ে চড়ে হৈম সৌধোপরি।
ভয়ে ভীত হয় যত নিশাচর নারী॥

* অর্থাৎ দেবী সরস্বতী রাবণের দ্বারা এরূপ কথা বলাইলেন যাহাতে লঙ্কা দগ্ধ করিবার বাসনা আমার অনায়াসে পূর্ণ হইয়া গেল।

হেন অবসরে হ'য়ে ঈশ্বর-প্রেরিত।
বহিল প্রবল বায়ু ঊনপঞ্চাশৎ॥
গর্জ্জিতে লাগিল কপি করি অট্টহাস।
বাড়াইল দেহ গিয়া ঠেকিল আকাশ॥
দেহ সুবিশাল অতিশয় লঘু তা'য়।
মন্দিরে মন্দিরে লাফাইয়া দ্রুত ধায়॥
জ্বলিল নগর, লোক হইল ব্যাকুল।
ভীষণ বহ্নির শিখা গগন ছাইল॥
মাতঃ! পিতঃ! বলি সবে করয়ে ক্রন্দন।
হেনকালে আমাদিকে কে করে রক্ষণ॥
আমি যে বলিনু এহ বানর না হবে।
বানরের রূপ ধরিয়াছে কোন দেবে॥
সাধুকে অবজ্ঞা করিবার ফল হেন।
জ্বলিছে নগর হেন যেন নাথহীন॥
নিমেষের মধ্যে জ্বলে সকল নগর।
অবশিষ্ট রহে এক বিভীষণ ঘর॥
কপি তাঁর দূত, যাঁর সৃজিত অনল।
সে হেতু গিরিজে? সেহ দগ্ধ না হইল॥
উলটি পালটি লঙ্কা সকল দহিল।
পরে লাফ দিয়া সিন্ধু-মাঝেতে পড়িল॥
দগ্ধ পুচ্ছ নিভাইয়া শ্রম দূর করি।
পূর্ব্বমত লঘু রূপ পুনরায় ধরি॥
জনকনন্দিনী পাশে হৈয়া উপস্থিত।
দাঁড়াইল করযোড়ে পবনের সুত॥
দেহ মাতঃ? চিহ্ন কিছু আমারে এখন।
আসিবার কালে প্রভু দিলেন যেমন॥
খুলিয়া মাথার মণি দিলেন তখন।
হৃষ্ট মনে হনুমান করিল গ্রহণ॥
বলো বাছা দিয়া তাঁরে আমার প্রণাম।
সকল প্রকারে প্রভু হ'ন পূর্ণকাম॥
দীননাথ করি নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরণ।
দুঃসহ সঙ্কট মম করুন হরণ॥

শক্রসুত জয়ন্তের কথা শুনাইবে।
বাণের প্রভাব প্রভুবরে বুঝাইবে॥
যদি না আসেন নাথ মাসের ভিতরে।
তা'হ'লে জীবিত নাহি পাবেন আমারে॥
বল তাত? কিরূপেতে রাখিব জীবন।
কহিতেছ তুমি এবে "করিবে গমন"॥
বক্ষঃ যুড়াইল তোমা করি দরশন।
তোমার বিহনে পুনঃ সম নিশিদিন॥
জনকসুতারে তবে পবননন্দন।
নানারূপ বুঝাইয়া করেন সান্ত্বন॥
চরণকমলে তাঁর প্রণাম করিয়া।
রামপাশে কপিবর গেলেন চলিয়া॥
চলে মহানাদে করি ভীষণ গর্জ্জন।
শুনি গর্ভস্রাব করে নিশাচরিগণ॥
সিন্ধু লঙ্ঘি পরপারে ফিরিয়া আসিল।
কিল্‌কিল্ ধ্বনি কপিগণে শুনাইল॥
হরষিত সবে নিরখিয়া হনুমান।
নূতন জনম যেন ফিরিলে পরাণ॥
সুপ্রসন্ন মুখ, দেহ তেজেতে পূরিত।
সিদ্ধ শ্রীরামের কার্য্য করিল সূচিত॥
হইলেক সুখী অতি মিলিয়া সকল।
মৃতপ্রায় মীন যেন পাইলেক জল॥
হরষে চলিল সবে রঘুনাথপাশ।
পুছিয়া কহিয়া সব নব ইতিহাস॥
মধুবন মধ্যে সবে আসিল তখন।
অঙ্গদ আদেশে ফল করিল ভক্ষণ॥
রক্ষকেরগণ আসি নিষেধ করিল।
মুষ্টির প্রহারে সবে ভাগি পলাইল॥
সুগ্রীবের পাশে সবে করিয়া গমন।
বলে যুবরাজ নষ্ট করিল কানন॥
হরষিত হৈল অতি সুগ্রীব শুনিয়া।
কার্য্য সিদ্ধ করি কপি আসিছে জানিয়া॥

সীতার সন্ধান যদি কিছু না পাইত।
মধুবনে ফল কেবা খাইতে পারিত ॥
বিচারে এরূপে ফণিপতি নিজমন।
আসি উপস্থিত হৈল যত কপিগণ ॥

হনুমানাদি বানরগণের রামের নিকটে আগমন ও সীতার বৃত্তান্ত কথন।

আসিয়া প্রণমে সবে সুগ্রীবচরণে।
সপ্রেমে কপীশ মিলিলেন সবা সনে ॥
পুছিলে কুশল, বলে দর্শনে কুশল।
রামের কৃপাতে কার্য্য হইল সফল ॥
সুসিদ্ধ করিল কার্য্য প্রভো ? হনুমান্।
রাখিলেক সেহ কপিগণের পরাণ ॥
শুনিয়া সুগ্রীব পুনঃ উঠিয়া মিলিল।
কপিগণসহ রামনিকটে চলিল ॥
দেখিলেন রাম আসিতেছে কপিগণ।
কার্য্য সিদ্ধ হেতু হ'য়ে হরষিত মন ॥
স্ফটিক শিলাতে বসে ভাই দুই জন।
পড়িল চরণে গিয়া সব কপিগণ ॥
মিলেন সবার সনে সপ্রেমেতে অতি।
করুণাসাগর প্রভুবর রঘুপতি ॥
সবার কুশল প্রভু পুছেন তখন।
সবে বলে শুভ সব হেরি শ্রীচরণ ॥
জাম্বুবান বলিলেন শুন রঘুপতি।
তুমি অনুগ্রহ নাথ ? কর যার প্রতি ॥
কুশল সতত তার শুভ নিরন্তর।
প্রসন্ন তাহার প্রতি সুর, মুনি, নর ॥
বিজয়ী, বিনয়ী সেই গুণের সাগর।
ত্রিলোক প্রকাশমান সুযশে তাহার ॥
প্রভুর কৃপায় সব সিদ্ধ হৈল কাজ।
জনম সফল হৈল আমাদের আজ ॥

যে কার্য্য করিল নাথ ? পবননন্দন।
লক্ষ লক্ষ মুখে তাহা না হয় বর্ণন ॥
পবনসুতের সব চরিত সুন্দর।
শুনাইল রামে জাম্বুবান তার পর ॥
শুনি কৃপানিধি অতিশয় হৃষ্ট মন।
করেন হরষে হনুমানে আলিঙ্গন ॥
বল বাছা ? কিরূপেতে জানকী এখন।
রহিয়া করিছে নিজ পরাণ ধারণ ॥
প্রহরী দিবস নিশি রহিয়াছে নাম।
কবাটের কার্য্য করে সদা তব ধ্যান ॥
নিজ পদে বদ্ধ নেত্র কুলুপ সমান।
বাহির হইবে বল কোন্ পথে প্রাণ ॥
আসিবার কালে এই দেন চূড়ামণি।
ল'য়ে তাহা বক্ষে লাগাইল রঘুমণি ॥
হে নাথ ? অশ্রুতে পূরি যুগললোচন।
জনককুমারী কিছু বলিলা বচন ॥
ধরিবে অনুজসহ প্রভুর চরণ।
দীনবন্ধু প্রণতের দুখ বিনাশন ॥
কায়মনোবাক্যে তব পদে অনুরাগ।
কোন্ অপরাধে নাথ ? মোরে কৈলে ত্যাগ
এক অপরাধ আমি জানিনু আমার।
প্রাণ নাহি গেল মম বিয়োগে তোমার ॥
নয়নের অপরাধ হয় নাথ ? তায়।
বাধা দেয় যবে প্রাণ বাহিরিতে চায় ॥
দেহ তুলাসম তাহে বিরহ পাবকে।
শ্বাস বায়ুযোগে দেহ দহিত ক্ষণেকে ॥
নেত্র বরষিছে জল নিজ হিতে তায়।
সেহেতু বিরহ বহ্নি দহিতে না পায় ॥
সীতার বিপত্তি হয় অতীব বিশাল।
দীনবন্ধো ? তাই উহা না বলাই ভাল ॥
প্রত্যেক নিমেষ তাঁর কল্পের সমান।
যাপিতেছে কোনরূপে করুণানিধান ॥

ত্বরা করি গিয়া প্রভো ? কর আনয়ন।
ভুজবলে খল-দলে করিয়া নিধন ॥
সীতার দারুণ দুখ করিয়া শ্রবণ।
জলেতে হইল পূর্ণ রাজীবলোচন ॥
কায়মনোবাক্যে আমি আশ্রয় যাঁহার।
স্বপ্নেও উচিত নহে বিপদ তাহার ॥
হনুমান বলে প্রভো ? দুখ হয় তার।
স্মরণ, ভজন তব নাহি হয় যার ॥
কোথা লাগে তব কাছে প্রভো ? নিশাচর।
সীতারে আনহ রিপু জিনি রঘুবর ॥
শুন কপি তব সম মম উপকারী।
নাহি কেহ সুর, নর, মুনি তনুধারী ॥
কি করিব আমি তব প্রতি উপকার।
সম্মুখ হইতে নারে মানস আমার ॥
শুন তাত ? তব ঋণ শোধ নাহি হয়।
মনেতে বিচারি ইহা করিনু নিশ্চয় ॥
পুনঃপুনঃ কপিপানে চান রঘুবীর।
দেহ পুলকিত অতি নেত্রে বহে নীর ॥
প্রভুর বচন শুনি মুখ নিরখিয়া।
হইলেন হনুমান হরষিত হিয়া ॥
প্রেমাকুল হ'য়ে পড়ে ধরিয়া চরণ।
রক্ষ, রক্ষ, রক্ষ মোরে রক্ষ ভগবান্ ॥
উঠাইতে চান প্রভু প্রবোধি তাহায়।
প্রেমেতে মগন সেহ উঠিতে না চায় ॥
হনুর মস্তকোপরি প্রভুর চরণ।
স্মরিয়া গিরিজাপতি প্রেমেতে মগন ॥
সাবধানে পুনঃ মন করি স্থির হর।
বলিতে লাগিল কথা অতীব সুন্দর ॥
হনুমানে তুলি প্রভু হৃদে লাগাইল।
করযুগে ধরি নিজ পাশে বসাইল ॥
রাবণ-পালিতা লঙ্কা হয়ত দুর্গম।
কিরূপেতে কপিবর করিলে দহন ॥

প্রভুরে প্রসন্ন জানি বীর হনুমান।
বলিতে লাগিল বাক্য ত্যজি অভিমান ॥
বানরগণের হয় বীরতা তাহায়।
শাখা হ'তে শাখান্তরে লাফ দিয়া যায় ॥
দহি লঙ্কাপুরী সিন্ধু করিয়া লঙ্ঘন।
উজাড়ি কানন, বধি নিশাচরগণ ॥
সেহ সব রঘুনাথ প্রতাপে তোমার।
ইহাতে প্রভুত্ব কিছু নাহিক আমার ॥
তাহার অগম কিছু নাহিক সংসারে।
তুমি প্রভু অনুকুল যাহার উপরে ॥
তোমার প্রভাবে প্রভো ? তুলা লঘুতম।
বাড়বানলেরে পারে করিতে দহন ॥
অতি সুখ দেয় প্রভো ? তোমায় ভকতি।
দেহ কৃপা করি যেন স্থির হয় মতি ॥
শুনিয়া কপির প্রভু সরল বচন।
গিরিসুতে ? "এবমস্তু" বলেন তখন ॥
রামের স্বভাব উমে ? জানে যেই জন।
অন্য ভাব নাহি তার ত্যজিয়া ভজন ॥
এ সম্বাদ সমুদিত হয় যার মনে।
লভয়ে ভকতি সেহ রামের চরণে ॥
প্রভুর বচন শুনি বলে কপিগণ।
জয় ! জয় ! জয় ! প্রভু সুখনিকেতন ॥
রঘুপতি সুগ্রীবেরে ডাকিয়া তখন।
বলেন যাইতে লঙ্কা কর আয়োজন ॥
এখনো বিলম্ব কর কিসের কারণ।
ত্বরা কপিগণে আজ্ঞা করহ প্রদান ॥
কৌতুক হেরিয়া করি পুষ্প বরিষণ।
হরষে দেবতাগণ যান নিকেতন ॥
কপিপতি ত্বরা করি সবে ডাকাইল।
দলে দলে সেনাপতি সকল আসিল ॥
অতুলিত বল সবে বিবিধ বরণ।
বানর, ভল্লুক আদি যত সেনাগণ ॥

প্রভুর চরণপদ্মে করিল প্রণাম।
গরজি ভল্লুক, কপিগণ বলবান্ ॥
দেখিয়া শ্রীরাম সব কপিসৈন্যগণ।
কৃপাদৃষ্টি করিলেন কমললোচন ॥
রামকৃপা বল লাভ করি কপিগণ।
হইলেক পক্ষযুত গিরীন্দ্র যেমন ॥
হরষে শ্রীরাম তবে করেন প্রয়াণ।
মঙ্গল শকুন হয় বিবিধ বিধান ॥
সকল মঙ্গলময় কীরতি যাঁহার।
নীতিমাত্র, গমনেতে শকুন তাঁহার ॥
প্রভু আগমন করে জানকী জানিল।
নাচি বাম অঙ্গ যেন তাহা কহি দিল ॥
জানকীর যেই যেই হইল শকুন।
রাবণের সেই সেই হয় অশকুন ॥
চলিল কটক কেবা করিবে বর্ণন।
অসংখ্য ভল্লুক, কপি করে গরজন ॥
বৃক্ষ ও পর্ব্বতধারী নখায়ুধগণ।
স্বেচ্ছায় চলিল হেরে পৃথিবী-গগন ॥
সিংহনাদ করে কপি, ভল্লুক সকল।
গরজে দিগ্‌গজগণ ধরা টলমল ॥

গরজে দিগ্‌গজদল, ধরা করে টলমল,
কাঁপে গিরি, জলনিধি স্ফীত।
সূর্য্য, চন্দ্র, দেবগণ, হৈল হরষিত মন,
মুনি-নাগ-দুখ দূরীভূত ॥
বিকট মর্কট, ভট, দন্ত করে কট্‌মট্,
কোটি কোটি ধাবিত হইল।
জয় রাম রঘুপতি, প্রবল প্রতাপ অতি,
গুণগান গাহিতে লাগিল ॥
অপার সে গুরুভারে, বাসুকী সহিতে নারে,
বারবার হয় বিমোহিত।
কঠোর কমঠ পৃষ্ঠ, দশনে করয়ে দংষ্ট্র,
তাহে হেম হৈল সুশোভিত ॥
শ্রীরামের অভিযান, সুপবিত্র করি জ্ঞান,
পরম সুন্দর মনোহর।
কমঠের পৃষ্ঠে যেন, ফণী তাহা লিখিলেন,
করিতে অব্যর্থ চির স্থির ॥
এরূপে গমন করি, করুণাসাগর হরি,
উপনীত সাগরের তীর।
যথা তথা খায় ফল, ভল্লুক, কপির দল,
বিপুল শরীর সবে বীর ॥

রাণী মন্দোদরীর রাবণের প্রতি অনুরোধ।

(রাবণের উপেক্ষা, মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ, বিভীষণ কর্তৃক উপদেশ প্রদান, বিভীষণের প্রতি রাবণের পদাঘাত, বিভীষণের লঙ্কা ত্যাগ।)

হেথা সশঙ্কিত রহে যত নিশাচর।
যদবধি গেল লঙ্কা দহিয়া বানর ॥
নিজ নিজ গৃহে সবে করয়ে বিচার।
রাক্ষসকুলের এবে নাহিক নিস্তার ॥
যাঁহার দূতের বল কহনে না যায়।
নগরে আসিলে সেহ মঙ্গল কোথায় ॥
দূতিগণ মুখে শুনি পুরজনবাণী।
হইলা ব্যাকুলা অতি মন্দোদরী রাণী ॥
নিরজনে যুক্তকরে ধরিয়া চরণ।
বলিলেন নীতিপূর্ণ মধুর বচন ॥
শত্রুতা রামের সনে কান্ত ? পরিহর।
মম কথা লহ মনে ভাবি হিতকর ॥
যাঁহার দূতের কার্য্য করিয়া শ্রবণ।
গর্ভস্রাব করে ভয়ে রক্ষঃনারিগণ ॥
তাঁহার রমণী, নিজ মন্ত্রীরে ডাকিয়া।
ভাল চাহ যদি নাথ ? দেহ পাঠাইয়া ॥
দুখকরী তব কুল-কমল-কাননে।
সীতা শীতনিশা সম আসিল এখানে ॥

শুন নাথ ? নাহি দিলে ফিরিয়া সীতায় ।
নাহি শুভ, ব্রহ্মা, শিব হ'লেও সহায় ॥
সর্পগণ সম হয় শ্রীরামের বাণ ।
নিশাচরগণ তাহে ভেকের সমান ॥
যতক্ষণ গ্রাস নাহি করে ততক্ষণ ।
হর্ষ ছাড়ি রক্ষা হেতু করহ যতন ॥
শ্রবণে শুনিয়া শঠ মন্দোদরী-বাণী ।
করিলেক হাস্য, বিশ্ব-খ্যাত অভিমানী ॥
নারীর স্বভাব হয় সতত সভয় ।
মঙ্গলেও অমঙ্গল করয়ে সংশয় ॥
কপিসৈন্যগণ যদি করে আগমন ।
বাঁচিবে পরাণে খেয়ে নিশাচরগণ ॥
কাঁপে লোকপতিগণ পেয়ে যার ত্রাস ।
তাহার রমণী ভীতা লোকে উপহাস ॥
এত বলি হাসি তারে হৃদে লাগাইয়া ।
অতি দর্প করি গেল সভাতে চলিয়া ॥
মন্দোদরী চিন্তা করে হৃদয় মাঝারে ।
বিধি বিপরীত হৈল নাথের উপরে ॥
রাবণ সভাতে বসি সংবাদ পাইল ।
কপিসৈন্য সমুদ্রের পারেতে আসিল ॥
পুছিল সচিবগণে কি কর্ত্তব্য কহ ।
হাসিয়া তাহারা বলে সুখে বসি রহ ॥
বিনা শ্রমে পরাজিলে সুরাসুরগণ ।
নরবানরের তাহে কোথায় গণন ॥
বৈদ্য, গুরু আর মন্ত্রী এই তিন জন ।
ভয়ে, লোভে বলে যদি মধুর বচন ॥
রাজত্ব, শরীর আর কুলের ধরম ।
হইবে সত্বর অতি তাহার নাশন ॥
রাবণের সেইরূপ হ'য়েছে সহায় ।
শুনাইয়া নানাবিধ স্তুতি করে তায় ॥
সময় বুঝিয়া তথা আসে বিভীষণ ।
প্রণাম করিল ধরি ভ্রাতার চরণ ॥

বসিল আসনে নিজ নত করি শির ।
আদেশ পাইয়া বাক্য কহিলেন ধীর ॥
কৃপা করি যদি মোরে কৈলে জিজ্ঞাসন ।
বুদ্ধি অনুসারে তাত ? বলিব এখন ॥
যদ্যপি আপন শুভ চাহ রক্ষঃপতি ।
সুযশ, সুমতি, নানাসুখ, শুভগতি ॥
ত্যজ তবে পরনারী-মুখ দরশন ।
ভাদ্র মাসে চতুর্থীর চন্দ্রমা যেমন ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনের এক পতি যেহ ।
তিষ্ঠিতে না পারে সেহ করি জীবদ্রোহ ॥
গুণের সাগর নর সুচতুর জন ।
স্বল্পমাত্র কৈলে লোভ নিন্দে সর্ব্ব জন ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ আদি হয় যত ।
হয় নাথ ? এই সব নরকের পথ ॥
সব পরিহরি ভজ রামের চরণ ।
ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে আছে যেরূপ বর্ণন ॥
শ্রীরাম নহেন তাত ? সামান্য ভূপাল ।
বিশ্বপতি হ'ন তিনি কালেরও কাল ॥
ব্রহ্মসনাতন ভগবান্ নিরাময় ।
অনাদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপক দুর্জ্জয় ॥
গো, ব্রাহ্মণ, ধেনু, দেবতার হিতকারী ।
কৃপার সাগর প্রভু নরদেহধারী ॥
খলদল-বিনাশক জনমনোহারী ।
সুরগণত্রাতা বেদ-ধর্ম্ম-রক্ষাকারী ॥
বৈর ত্যজি তাঁর পদে মাথা কর নত ।
প্রণতের দুখ রাম হরেন সতত ॥
প্রভুরে সীতাকে নাথ ? করি প্রত্যর্পণ ।
ভজ রামে প্রেমী যিনি হ'ন অকারণ ॥
ত্যাগ না করেন প্রভু আশ্রিত জনেরে ।
বিশ্বদ্রোহকৃত পাপ যদি সেহ করে ॥
যাঁহার নামেতে হয় ত্রিতাপ নাশন ।
সেই প্রভু অবতীর্ণ ধরা মাঝে হ'ন ॥

পুনঃপুনঃ আপনার চরণে পড়িয়া।
কহিতেছি দশানন ? বিনয় করিয়া॥
মদ, মোহ, অভিমান পরিহার করি।
ভজহ কৌশলপতি নররূপী হরি॥
একথা পুলস্ত্য মুনি বলি পাঠাইল।
শিষ্য এক আসি তাঁর মোরে কহি গেল॥
ত্বরা করি এবে তাহা নিকটে তোমার।
কৈনু নিবেদন করি সময় বিচার॥
মাল্যবান নামে মন্ত্রী তথায় আছিল।
শুনি সে বচন সেহ অতি সুখী হৈল॥
বলিল অনুজ তব নীতি-বিভূষণ।
কর সেইরূপ যাহা বলে বিভীষণ॥
দুই মূর্খ রিপু-গুণ করিছে বর্ণন।
দূর কর দোঁহাকারে আছ কোন্ জন॥
মাল্যবান নিজ গৃহে করিল গমন।
পুনঃ যোড়করে বলিলেন বিভীষণ॥
সুমতি-কুমতি বহে হৃদয়ে সবার।
হে নাথ ? পুরাণ, বেদ বলে বারবার॥
বিবিধ সম্পত্তি তথা যথায় সুমতি।
সকল বিপদ তথা যথায় কুমতি॥
বিপরীত তব হৃদে কেবল কুমতি।
মিত্রে শত্রু আর শত্রুভাব মিত্র প্রতি॥
রাক্ষস কুলের যেহ কালরাত্রি সম।
সেই সীতা প্রতি তব হয় গাঢ় প্রেম॥
হে তাত ? চরণে ধরি করি এ বিনতি।
আমার আব্দার রক্ষা কর রক্ষঃপতি॥
সীতারে শ্রীরাম করে করহ অর্পণ।
সর্ব্ববিধ শুভ তবে হইবে রাজন্॥
পণ্ডিত-পুরাণ-বেদ-সম্মত বচন।
নীতি পূর্ণ করি বলিলেন বিভীষণ॥
শুনি দশানন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।
রে দুষ্ট ? মরণ তোর নিকটে আসিল॥
আমার পালনে শঠ ? ধরিয়া জীবন।
সতত শত্রুর পক্ষে করহ চিন্তন॥
নাহি বল কেন দুষ্ট ? বিশ্বে কেবা হয়।
ভুজবলে যারে নাহি কৈনু পরাজয়॥
মম পুরে বসি তপস্বীর সনে প্রীতি।
তার সনে মিলি দুষ্ট কহ তারে নীতি॥
এত বলি করিলেক চরণ-প্রহার।
তবু পদে বিভীষণ ধরে বারবার॥
সাধুর মহিমা ইহা হয়ত ভবানি ?।
সদা হিত করে তার করিলেও হানি॥
পিতৃসম তুমি, ভাল আমারে মারিলে।
তবে হিত হ'বে কিন্তু শ্রীরামে ভজিলে॥
মন্ত্রীগণে সঙ্গে লয়ে নভোমার্গে গেল।
সকলে শুনায়ে হেন বচন বলিল॥
সত্যসন্ধ হ'ন প্রভু শ্রীরঘুনন্দন।
মৃত্যুর অধীন তব সভাসদ্গণ॥
রামের চরণে এবে লইতে শরণ।
চলিলাম দোষ এবে নাহি দাও যেন॥
ইহা কহি বিভীষণ চলিল যখন।
আয়ুহীন নিশাচর হইল তখন॥
সাধুর অবজ্ঞা কৈলে শুনহ ভবানি ?।
অতি ত্বরা হয় সব কল্যাণের হানি॥
বিভীষণে ত্যাগ যবে করিল রাবণ।
হইল বিভবহীন অভাগ্য তখন॥

——:*:——

রামচন্দ্রের সহিত বিভীষণের মিলন

(রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিভীষণকে লঙ্কার রাজত্ব প্রদান ও মিত্রতা স্থাপন।)

চলে বিভীষণ হর্ষে শ্রীরামের পাশ।
মনের মাঝারে করি বহু অভিলাষ॥

ভক্ত-সুখকর মৃদু প্রভুর চরণ।
রক্তজবা সম গিয়া করিব দর্শন ॥
অহল্যা পরশি যাহা উদ্ধার পাইল।
দণ্ডক কাননে যাহা পবিত্র করিল ॥
যে পদ জনকসুতা করিল ধারণ।
কপট কুরঙ্গ সঙ্গে করিল গমন ॥
হরবক্ষঃসরে * সরসিজ † যে চরণ।
অহো ভাগ্য ? সেই পদ করিব দর্শন ॥
যেই চরণের পেয়ে পাদুকা যুগল।
মন লাগাইয়া সুখে ভরত রহিল ॥
সেই পদযুগ আজি করিব দর্শন।
এই নয়নেতে মম যাইয়া এখন ॥
হেনরূপে মনে মনে করিতে বিচার।
আসিলেন ত্বরা করি সমুদ্রের পার ॥
আসিতে দেখিয়া কপিগণ বিভীষণে।
শত্রুর বিশেষ কোন দূত বলি গণে ॥
তারে তথা রাখি সুগ্রীবের পাশে আসে।
শুনাইল সমাচার করিয়া বিশেষে ॥
বলেন সুগ্রীব প্রভো ? করহ শ্রবণ।
রাবণের ভ্রাতা আসে করিতে মিলন ॥
বলিলেন প্রভু, সখে ? তব কিবা মত।
কহিলেন কপিপতি শুন নরনাথ ॥
নিশাচর-মায়া কিছু বুঝিতে না পারি।
আসিলেক কিবা হেতু কামরূপধারী ॥
জানিতে মোদের তথ্য আসিল এ জন।
মম অভিমত রাখি করিয়া বন্ধন ॥
সখা তুমি নীতি-যুক্ত করিলে বিচার।
শরণাগতের রক্ষা প্রতিজ্ঞা আমার ॥
শুনি প্রভুবাক্য হরষিত হনুমান।
বলে জয় ! আশ্রিতের প্রেমী ভগবান্ ॥

প্রভু ক'ন আশ্রিতেরে ত্যজে যেই জন।
বিবেচনা করি নিজ অশুভ কারণ ॥
সে নর পামর অতি হয় পাপাসর।
হেরিলে তাহারে পাপ হয় সুনিশ্চয় ॥
কোটি কোটি বিপ্র বধ করেছে যে জন।
নাহি করি ত্যাগ সেহ লইলে শরণ ॥
আমার সম্মুখে জীব আসয়ে যখন।
কোটি জন্ম পাপ করি তখনি খণ্ডন ॥
স্বভাবতঃ পাপাচারী হয় যেই জন।
ভাল নাহি লাগে তার আমার ভজন ॥
হেনরূপ দুষ্ট বুদ্ধি হইবে যাহার।
আসিতে পারে কি সেহ সম্মুখে আমার ॥
সুনির্ম্মল মন যার সেহ মোরে পায়।
ভাল নাহি লাগে ছল-কপট আমায় ॥
ভেদ জানিবারে যদি রাবণ পাঠায়।
কপিবর ? হানি, ভয় কিছু নাহি তায় ॥
যত নিশাচর সখে ? জগৎ ভিতরে।
নিমেষে লক্ষ্মণ সব জিনিবারে পারে ॥
যদ্যপি সভীত হ'য়ে লইল শরণ।
প্রাণের সমান কারি করিব রক্ষণ ॥
আসুক যে ভাবে তারে কর আনয়ন।
হাসি হাসি বলিলেন কৃপানিকেতন ॥
জয় ! জয় ! কৃপাময় করুণানিধান।
বলিয়া চলিল অঙ্গদাদি হনুমান ॥
সমাদরে কপিগণ অগ্রেতে করিয়া।
লইয়া চলিল প্রভু যথায় বসিয়া ॥
দূর হৈতে বিভীষণ করে দরশন।
নেত্রের আনন্দদাতা ভাই দুইজন ॥
শোভাধাম শ্রীরামের রূপ নিরখিয়া।
নির্নিমেষে এক দৃষ্টে রহিল চাহিয়া ॥

* সুরোবরে। † কমল।

বিলম্বিত ভুজযুগ, অরুণ-লোচন।
প্রণতের ভয়হারী শ্যামল বরণ ॥
সুবিশাল বক্ষঃ, সিংহস্কন্ধ সুশোভিত।
আনন হেরিয়া কোটি মদন মোহিত ॥
পুলকিত দেহ নীর বহিছে নয়নে।
বলে সুমধুর বাক্য ধৈর্য্য ধরি মনে ॥
জনম রাক্ষসকুলে, শুন সুরত্রাতা।
নাথ ? আমি হই রাজা রাবণের ভ্রাতা ॥
স্বভাবতঃ পাপপ্রিয় সুতামস দেহ।
অন্ধকার প্রতি যথা পেচকের স্নেহ ॥
শ্রবণে সুযশ তব করিয়া শ্রবণ।
আসিলাম প্রভো ? ভবভয়-বিভঞ্জন ॥
রক্ষা কর ! রক্ষা কর ! বিপদবারণ।
সুখকর রঘুবীর লইনু শরণ ॥
এতবলি দণ্ডবৎ করিতে দেখিয়া।
ত্বরা করি উঠে প্রভু হরষিত হিয়া ॥
কাতর বচন শুনি প্রভু সুখী হৈল।
সুবিশাল ভুজে ধরি হৃদে লাগাইল ॥
সানুজ মিলিয়া পাশে বসা'য়ে আপন।
ভক্তভয়হারী প্রভু বলেন বচন ॥
কুশল আপন কহ সহ পরিবার।
লঙ্কেশ্বর ? বাস অতি দুস্থানে তোমার ॥
দিবানিশি বাস করি দুষ্টের মধ্যেতে।
ধর্ম্ম-নির্ব্বাহ সখে ? হয় কিরূপেতে ॥
জানিয়াছি আমি তব রীতি সমুদায়।
ন্যায়পরায়ণ তুমি না ভাব অন্যায় ॥
সাধুসঙ্গে নরকেও বাস সুশোভন।
দুষ্টসঙ্গে যেন ধাতা না দেন কখন ॥
সম্প্রতি কুশল নাথ ? চরণ হেরিয়া।
নিজ জন জানি তুমি করিলে যে দয়া ॥
শোকদায়ী কাম ত্যজি তোমার ভজন।
যদবধি নাহি করে প্রভো ? জীবগণ ॥
তদবধি কুশল কে পাইবে কোথায়।
স্বপনেও মনে শান্তি কভু নাহি পায় ॥
লোভ, মোহ, মদ, মান, মাৎসর্য্য প্রভৃতি।
তদবধি হৃদয়েতে শত্রুর বসতি ॥
যদবধি হৃদয়ে না বৈসে রঘুনাথ।
কটিতে তূণীর, ধনুর্ব্বাণ ধরি হাত ॥
যৌবন আঁধার নিশা, মোহ অন্ধকার।
রাগদ্বেষ পেচকের যাহা সুখকর ॥
জীবের মানস মাঝে রহে ততক্ষণ।
প্রভুর প্রতাপ রবি নহে যতক্ষণ ॥
ঘুচে সব ভয়, এবে সকল কুশল।
হে প্রভো ? হেরিয়া তব চরণকমল ॥
তুমি অনুকূল যার প্রতি কৃপাময়।
ত্রিবিধ সংসার-দুখ তার নাহি হয় ॥
আমি নিশাচর অতি নীচ মোর মন।
নাহি করিয়াছি কভু শুভ আচরণ ॥
যাঁর রূপ মুনিগণ ধ্যানে নাহি পায়।
হর্ষে সেই প্রভু মোরে হৃদয়ে লাগায় ॥
আমার ভাগ্যের সীমা না হয় বর্ণন।
কৃপা-সুখরাশি হ'ন শ্রীরঘুনন্দন ॥
দেখিনু নয়নে আজি যুগল চরণ।
ব্রহ্মা-শিব সদা যাহা করেন সেবন ॥
শুন সখে ? প্রভু ক'ন স্বভাব আমার।
জানেন ভুশুণ্ডি, শম্ভু, গিরিজায়া আর ॥
চরাচর-দ্রোহী যদি কোন নর হয়।
সভয়ে আসিয়া লয় আমার আশ্রয় ॥
দূর করি মদ, মোহ, ছল, অভিমান।
ত্বরা করি লই তারে সাধুর সমান ॥
জনক, জননী, ভ্রাতা, সুত, দারা আর।
দেহ, গেহ, ধন, সুখকর পরিবার ॥
সবার মমতা-সূত্র একত্র করিয়া।
মম পদে বাঁধা মন-রজ্জু পাকাইয়া ॥

সর্ব্বত্র সমান দেখে নাহিক বাসনা।
নাহি হর্ষ, শোক, মনে নাহিক ভাবনা॥
মম হৃদে বসে হেন সজ্জন কেমন।
লোভীর হৃদয়ে বসে কাঞ্চন যেমন॥
মম অতি প্রিয় তব সম সাধুজন।
অন্য অনুরোধে দেহ না করি ধারণ॥
সগুণের উপাসনা করে যেই জন।
সুদৃঢ় নিয়ম নীতি করয়ে পালন॥
ব্রাহ্মণের পদে প্রেম করে নিরন্তর।
প্রাণের সমান মম প্রিয় সেই নর॥
শুনহ লঙ্কেশ ? তুমি সব গুণময়।
তাহাতেই হও মোর প্রিয় অতিশয়॥
শুনিয়া বানরদল রামের বচন।
বলিল সকলে জয়! কৃপানিকেতন॥
শুনি বিভীষণ রঘুনন্দনের বাণী।
নাহি হয় তৃপ্ত শ্রবণের সুধা জানি॥
চরণকমল ধরে করে বারবার॥
হৃদয় ভরিয়া প্রেম উথলে অপার॥
শ্রবণ করহ দেব চরাচর স্বামী।
প্রণত পালক প্রভু সর্ব্ব অন্তর্যামী॥
প্রথমে যা কিছু মনে বাসনা আছিল।
প্রভুপদ-প্রেম স্রোতে তাহা বহি গেল॥
এবে কৃপাময় নিজ ভক্তি সুপাবনী।
দয়া করি দেহ হর-হৃদয়-বাসিনী॥
"এবমস্তু" বলি তবে প্রভু রণধীর।
আনিতে বলেন ত্বরা সাগরের নীর॥
যদ্যপিও সখা তব ইচ্ছা নাহি হয়।
অব্যর্থ দর্শন মম বিশ্বমাঝে হয়॥
এত বলি করিলেন অভিষেক তার।
আকাশ হইতে পড়ে কুসুম অপার॥
রাবণের ক্রোধ হয় সমান অনল।
প্রচণ্ড নিঃশ্বাস তাহে পবন প্রবল॥
দগ্ধীভূত বিভীষণ হ'তেছিল তায়।
প্রদানি অনন্ত রাজ্য রাখে রঘুরায়॥
কাটি দশ শির বলি দিল দশানন।
যে সম্পত্তি দিল তারে ত্রিপুর-নাশন॥
সে সম্পত্তি বিভীষণে হ'য়ে সঙ্কুচিত।
প্রদানিল রামচন্দ্র হ'য়ে হরষিত॥
হেন প্রভু ছাড়ি যেহ ভজে প্রভু আন।
শৃঙ্গ পুচ্ছহীন সেহ পশুর সমান॥
বিভীষণে রাম করিলেন নিজ জন।
প্রভুর স্বভাব হেরি হৃষ্ট কপিগণ॥
রাধিকাপ্রসাদ তাই ভাবে মনেমন।
বৃথা দিন গেল নাহি ভজিনু চরণ॥

——ঃ*ঃ——

রামচন্দ্রের সমুদ্র নিকটে গমন

(রাবণ কর্তৃক গুপ্তচর প্রেরণ কপিগণ কর্তৃক তাহার দুর্দ্দশা, দূত কর্তৃক রাবণ সম্মুখে রামের প্রভাব বর্ণন, সমুদ্রের প্রতি রামের ক্রোধ, সমুদ্রের আগমন ও কথোপকথন।)

পুনশ্চ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব হৃদয়-নিবাসী।
সর্ব্বরূপ, সর্ব্বহীন, সতত উদাসী॥
নীতির পালক প্রভু বলেন শ্রীহরি।
নাশিতে দনুজকুল নররূপ ধরি॥
শুনহ সুগ্রীব সখা, বিভীষণ বীর।
কিরূপেতে পার হ'ব জলধি গভীর॥
সর্প, মীন, মকরেতে পূরিত সাগর।
সকল রূপেতে হয় অগাধ দুস্তর॥
কহে বিভীষণ শুন শ্রীরঘুনায়ক।
তব বাণ হয় কোটি সিন্ধুর শোষক॥
যদিও এরূপ তবু হয় এই নীতি।
সাগরের পাশে গিয়া করহ বিনতি॥
জলনিধি কুল-গুরু হয়ত তোমার।
বলিবে উপায় কিছু করিয়া বিচার॥

অনায়াসে বিনা ক্লেশে সাগর তরিবে।
ভল্লুক-বানরগণ দলে দলে সবে ॥
কহ তুমি মিত্রবর ? উত্তম উপায়।
করিব তাহাই দৈব হইলে সহায় ॥
লক্ষ্মণের এ মন্ত্রণা ভাল না লাগিল।
রামের বচন শুনি দুখিত হইল ॥
দৈবের ভরসা নাথ ? না হয় এখন।
মনে ক্রোধ করি সিন্ধু করহ শোষণ ॥
ভীরু পুরুষের হয় ইহাই আধার।
দৈব দৈব করি করে আলস্যে চীৎকার ॥
শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন রঘুবীর।
তাহাই করিব তাত ? মন কর স্থির ॥
এত বলি প্রভু বুঝাইয়া অনুজেরে।
উপনীত হইলেন সাগরের তীরে ॥
প্রথমে প্রণাম প্রভু করিলেন গিয়া।
বসিলেন তটে পুনঃ কুশ বিছাইয়া ॥
প্রভু-পাশে আসিলেক যবে বিভীষণ।
পশ্চাতে পশ্চাতে দূত প্রেরিল রাবণ ॥
সব সৈন্যগণে সেহ করে নিরীক্ষণ।
কপটে বানরবেশ করিয়া ধারণ ॥
মনে মনে প্রভু-গুণ করে প্রশংসন।
শরণাগতেরে প্রভু করেন রক্ষণ ॥
অতি প্রেমে বাখানিতে রামের স্বভাব।
হৈল প্রকটিত, দূরে গেল ছলভাব ॥
শত্রুদূত কপিগণ জানিতে পারিল।
বাঁধিয়া সুগ্রীব-পাশে তাহারে আনিল ॥
বলেন সুগ্রীব শুন সব বনচরে।
পাঠাও করিয়া অঙ্গভঙ্গ নিশাচরে ॥
শুনিয়া সুগ্রীব-বাক্য কপিগণ ধায়।
বাঁধি কটকের চারি দিকেতে ফিরায় ॥
মারিতে লাগিল কপি বিবিধ প্রকারে।
কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে তবু না ছাড়ে তাহারে ॥
যেই জন নাক-কান আমার কাটিবে।
শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য তাহারে লাগিবে ॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ তারে কাছে ডাকাইল।
দয়া করি মৃদু হাসি ছাড়াইয়া দিল ॥
কুলঘাতী দশাননে এই লিপি দিবে।
লক্ষ্মণের বাক্য ইহা পড়িতে বলিবে ॥
বলো সেই মহামূর্খে আমার বচন।
মিলহ অর্পিয়া সীতা নতুবা মরণ ॥
সত্বর লক্ষ্মণপদে নোয়াইয়া মাথা।
চলে দূত বরণিয়া রাম গুণ-গাথা ॥
রাম-গুণ গাহি গাহি লঙ্কায় আসিল।
রাবণের পদে আসি প্রণাম করিল ॥
জিজ্ঞাসিল হাসি হাসি রাজা দশানন।
কেন নাহি বল দূত ? কুশল আপন ॥
বল দূত, কিবা বিভীষণ-সমাচার।
আসিয়াছে মৃত্যু অতি নিকটে তাহার।
লঙ্কার রাজত্ব শঠ করিয়া হেলন।
হইল যবের কীট * অভাগা এখন ॥
বল পুনঃ কপি-ভল্লুকের কত দল।
সুকঠিন কালবশে সকলে আসিল ॥
যাহাদের জীবনের রক্ষক মহান্ †।
হইল কোমল চিত্ত সিন্ধু দয়াবান্ ॥
বল পুনঃ তপস্বীযুগল-সমাচার।
মম ভয়ে ভীত যাঁরা হৃদয় মাঝার ॥
হইল কি দেখা কিম্বা ফিরিল ভবন।
আমার সুযশ কর্ণে করিয়া শ্রবণ ॥
রিপুর প্রতাপ-বল না কর বর্ণন।
হইল তোমার চিত্ত কেন বা এমন ॥

* অর্থাৎ যবের কীট যেমন যবের সহিত পিষ্ট হয়, বিভীষণও তদ্রূপ কপি ও ভল্লুকগণের সহিত পিষ্ট হইবে।

† যদি সিন্ধু না থাকিত তাহা হইলে রাক্ষসগণ এতকাল তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিত।

কৃপা করি যথা নাথ ? কৈলে জিজ্ঞাসন।
ক্রোধ ত্যজি তথা শুন আমার বচন ॥
যাইয়া মিলিল যবে অনুজ তোমার।
যাবামাত্র করে রাম অভিষেক তার ॥
রাবণের দূত আমি করিয়া শ্রবণ।
নানা দুখ দিল মোরে বাঁধি কপিগণ ॥
নাক-কান যবে মোর কাটিতে লাগিল।
রামের শপথ দিনু তবে সে ছাড়িল ॥
কপিসৈন্যগণ কথা কৈলে জিজ্ঞাসন।
শত কোটি মুখে নারি করিতে বর্ণন ॥
ভল্লুক-বানরগণ বিবিধ বরণ।
ভয়ঙ্কর সুবিশাল বিকট বদন ॥
লঙ্কা দহি পুত্রে তব যে করে নিধন।
সব কপিগণ মধ্যে সেহ ক্ষুদ্রতম ॥
অগণিত নাম-যোদ্ধা ভীষণ করাল।
অসংখ্য হস্তীর বলধারী সুবিশাল ॥
দ্বিবিদ, ময়ন্দ, নীল, নল বলবান্।
অঙ্গদ, বিকট মুখ বীর জাম্বুবান ॥
কুমুদ, কেশরী, দধিমুখ আর গয়।
সবে মহাবলবান্ বীর-শ্রেষ্ঠ হয় ॥
সুগ্রীব সমান এই সব কপিগণ।
এরূপ অনেক কোটি কে করে গণন ॥
রামের কৃপাতে বল অতুল সবার।
ত্রিলোকে তৃণের সম করয়ে বিচার ॥
শুনিয়াছি কানে আমি শুন লঙ্কাপতি।
আছে অষ্টাদশ পদ্ম * কপি সেনাপতি ॥
হেন কপি নাহি কেহ সৈন্যের মাঝারে।
জিনিবারে নাহি পারে সংগ্রামে তোমারে ॥
অতি ক্রোধে কর সবে করিছে মর্দ্দন।
কিন্তু নাহি দেন রাম আদেশ এখন ॥

সর্প-মীন সহ সিন্ধু করিবে শোষণ।
নতুবা পর্ব্বত ফেলি করিবে পূরণ ॥
মিলাইব ধূলি সহ মর্দ্দিয়া রাবণে।
বলিলেক এইরূপ বাক্য কপিগণে ॥
গরজিছে তরজিছে নাহি কোন ভয়।
গ্রাসিতে চাহিছে লঙ্কা হেন মনে লয় ॥
স্বাভাবিক শূর কপি-ভল্লুকেরগণ।
তাহাতে প্রধান নেতা রামচন্দ্র হ'ন ॥
শুন দশানন ? তারা সংগ্রাম ভিতরে।
কোটি কোটি কালে হেলে জিনিবারে পারে ॥
শ্রীরামের তেজ, বল, বুদ্ধি অতিশয়।
বর্ণিতে ফণীন্দ্র লক্ষ সক্ষম না হয় ॥
এক বাণে শত সিন্ধু শোষিবারে পারে।
পুছিলা নীতিজ্ঞ তবু তোমার ভ্রাতারে ॥
তাহার বচন শুনি সিন্ধু পাশে গিয়া।
চাহিলেন পথ মনোমাঝে করি দয়া ॥
শুনিয়া বচন হাস্য করে লঙ্কেশ্বর।
হেন বুদ্ধি নৈলে করে সহায় বানর ॥
ভীরু বিভীষণ বাক্যে করিয়া বিশ্বাস।
কোন্দল করিছে গিয়া সাগরের পাশ ॥
রে মূঢ় ? বৃথাই কেন করহ গৌরব।
শত্রুর বুদ্ধির বল বুঝিয়াছি সব ॥
কাপুরুষ বিভীষণ সচিব যাহার
বিজয়ের কীর্ত্তি কিসে হইবে তাহার ॥
রাবণ বচনে দূত ক্রোধিত হইল।
সুসময় বুঝি পত্র বাহির করিল ॥
রামানুজ এই পত্র করিল প্রেরণ
জুড়াও হৃদয়, নাথ ? করিয়া পঠন ॥
হাসি বাম করে তাহা রাবণ লইল।
সচিবে ডাকিয়া শঠ পড়িতে বলিল ॥

* অষ্টাদশ পদ্ম সৈন্যের গণনা এইরূপ, যথা—১৮,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০

লক্ষ্মণের পত্র।

নিজ বাক্যে নিজ মন, করি শঠ? উত্তেজন,
না করিও কুল বিনাশন।
বিরোধে রামের সহ, বাঁচিবেনা, যদি লহ,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের শরণ ॥
আপন অনুজ সম, ত্যজি অভিমান-তম,
হও প্রভু-পাদপদ্মে ভৃঙ্গ।
শ্রীরামের শরানল, তাহাতে না হও খল,
নিজ কুল সহিত পতঙ্গ ॥

শুনি ভয়ে ভীত মন, কপট হাসিয়া।
বলিলেক দশানন সবে শুনাইয়া ॥
ভূমিতে পড়িয়া চাহে ধরিতে আকাশ।
ক্ষুদ্র তপস্বীর দেখ বচন বিন্যাস ॥
দূত বলে সত্য নাথ? সকল বচন।
নিজ অভিমান ত্যজি কর বিবেচন ॥
শুনিয়া বচন মম পরিহর ক্রোধ।
হে নাথ? রামের সনে ত্যজহ বিরোধ ॥
যদিও শ্রীরামচন্দ্র অখিলের পতি।
তথাপি স্বভাব তাঁর সুকোমল অতি ॥
মিলিলে তোমারে প্রভু করুণা করিবে।
একো অপরাধ তব হৃদয়ে না লবে ॥
জানকীরে রঘুনাথে করহ অর্পণ।
এই বাক্য মম প্রভো? করহ রক্ষণ ॥
সীতারে ফিরিয়া দিতে কহিলেক যবে।
দূতে পদাঘাত শঠ করিলেক তবে ॥
পদে প্রণমিয়া সেহ চলিল তখন।
যখন আছেন রাম কৃপানিকেতন ॥
করিয়া প্রণাম নিজ কথা শুনাইল।
রামের কৃপাতে নিজ গতি সে লভিল ॥
অগস্ত্য ঋষির শাপে শুনহ ভবানি?।
রাক্ষস হইল, ছিল জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মুনি * ॥
পুনঃপুনঃ রামপদ করিয়া বন্দন।
আপন আশ্রমে মুনি করেন গমন ॥
জড় জলনিধি নাহি প্রার্থনা শুনিল।
হেনরূপে তিন দিন বিগত হইল ॥
বলিলেন রাম তবে সকোপেতে অতি।
ভয় ব্যতিরেকে কভু নাহি হয় প্রীতি ॥
আনহ লক্ষ্মণ? মম বাণ-শরাসন।
অগ্নিবাণে জলনিধি করিব শোষণ ॥
মূর্খেরে বিনতি, কুটিলের সঙ্গে প্রীতি।
স্বভাব কৃপণ সনে মনোহর নীতি ॥
মোহেতে আচ্ছন্ন জীবে জ্ঞানের কথন।
অতি লোভী জনে বৃথা জ্ঞানের শিক্ষন ॥
ক্রোধী জনে শান্তি, কামী জনে হরি কথা।
উষরে বুনিলে বীজ যথা হয় বৃথা ॥
এতবলি রঘুপতি ধনু চড়াইল।
এ সিদ্ধান্ত লক্ষ্মণের ভাল বোধ হৈল ॥
সন্ধান করেন চাপে বিকরাল শর।
উঠিল জ্বলিয়া তাহে সিন্ধুর অন্তর ॥
মকর, উরগ, মীন ব্যাকুল হইল।
দগ্ধ হয় জন্তু যবে সাগর জানিল ॥

---

* এই নিশাচর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের হিতার্থে রাক্ষস বধের জন্য যজ্ঞ করিতেন, সেই জন্য বজ্রদংষ্ট্রা নামক রাক্ষস প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহার স্ত্রীর রূপ ধারণ করিয়া এক দিন আশ্রমে উপস্থিত হইল। সেই দিবস অগস্ত্যমুনি অতিথি হইয়াছিলেন। অগস্ত্য ভোজন করিতে বসিলে ঐ স্ত্রীরূপধারী নিশাচর নরমাংস পরিবেশন করিতে লাগিল। ঋষি তাহা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে অভিশাপ দিলেন যে, তুমি রাক্ষস হইয়া জন্ম গ্রহণ কর। ধ্যানস্থ হইয়া মুনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, আমার শাপ অব্যর্থ সুতরাং তুমি রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাবণের সেবা করিবে এবং পরে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিলেই মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।—অধ্যাত্ম রামায়ণ।

বিবিধ মণিতে সুবর্ণের থালা ভরি।
অভিমান ত্যজি আসে বিপ্ররূপ ধরি॥
সিঞ্চে যদি কেহ করি বিবিধ যতন।
না কাটিলে নাহি ফলে কদলী কখন॥
খগেশ? বিনয় কভু না করে শ্রবণ।
শাসন করিলে নত হয় নীচ জন॥
কহে সিন্ধু ধরি ভয়ে প্রভুর চরণ।
মম অপরাধ নাথ? ক্ষমহ এখন॥
পৃথিবী, গগন, জল, বহ্নি, সমীরণ।
স্বভাবতঃ জড় নাথ? এদের করম॥
তোমার প্রেরিত মায়া করিল রচন।
সৃষ্টি হেতু এই পঞ্চ, শাস্ত্রের কথন॥
প্রভুর আদেশ যথা হয় যার প্রতি।
সেরূপেতে থাকি সেহ সুখ পায় অতি॥
মোরে শিক্ষা দিলে প্রভু ইহা ভাল কৈলে।
ধরাতলে আপনার মর্য্যাদা রাখিলে॥
ঢোল, মূর্খ, পশুগণ আর শূদ্র, নারী।
এই সব হয় তাড়নার অধিকারী॥
শুকাইয়া যাই যদি প্রভুর আজ্ঞায়।
মম পারে যা'বে সেনা কি গৌরব তায়॥
অটল প্রভুর আজ্ঞা শ্রুতিগণ গায়।
যাহে ভাল কর ত্বরা সেরূপ উপায়॥
শুনিয়া বিনীত অতি তাহার বচন।
মৃদু হাসি বলিলেন কৃপানিকেতন॥
যেরূপেতে পারে যায় কপিসৈন্যগণ।
সেরূপ উপায় তাত? বলহ এখন॥
কপি দুই ভাই নাথ? নীল আর নল।
বাল্যকালে ঋষি পাশে আশীষ লভিল॥
গুরু গিরিগণে প্রভো? তারা পরশিলে।
ভাসিবে প্রতাপে তব জলধির জলে॥
প্রভুর প্রভুতা পুনঃ আমি হৃদে ধরে।
করিব সাহায্য নিজ শক্তি অনুসারে॥
আমার উত্তর-তটবাসী পাপীগণে।
বিনাশ করহ নাথ? তব এই বাণে॥
সাগরের মনোদুখ করিয়া শ্রবণ।
ত্বরা করি রঘুবীর করেন হরণ॥
রামের পৌরুষ বল হেরি অতিশয়।
হরষিত জলনিধি মনে সুখী হয়॥
উপায় সকল কহি রামে শুনাইল।
চরণ বন্দিয়া সিন্ধু গমন করিল॥

জলনিধি এত বলি, নিজ স্থানে গেল চলি,
রাম সেই মত স্থির কৈলা।
কলির কল্মষ-হর, রামলীলা মনোহর,
যথা মতি তুলসী গাহিলা॥
সংশয় ভঞ্জনকারী, দুখের দমনকারী,
রামগুণ সুখের ভবন।
আশা ও ভরসা ত্যজি, সুপবিত্র মনে মজি,
গাহে, শুনে যত সাধুজন॥
নিখিল মঙ্গল যত, দান করে অবিরত,
রঘুনায়কের গুণগান।
শুনে যেহ সমাদরে, সেহ ভবসিন্ধু তরে,
অনায়াসে বিনা জলযান॥
গঙ্গানারায়ণসুত, সদা শাস্ত্র পাঠে রত,
ভনে দ্বিজ রাধিকাপ্রসাদ।
ভবার্ণব হৈতে পার, রামনাম কর সার,
ঘুচিবে সকল অবসাদ॥

ইতি শ্রীগোস্বামী তুলসীদাস কৃত রামায়ণের সুন্দরা কাণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস কৃত

রামায়ণ।

লঙ্কা কাণ্ড।

মঙ্গলাচরণ।

রামং কামারিসেব্যং ভবভয়হরণং কালমত্তেভসিংহং,
যোগীন্দ্রজ্ঞানগম্যং গুণনিধিমজিতং, নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
মায়াতীতং সুরেশং খলবধনিরতং ব্রহ্মবৃন্দৈকদেবম্,
বন্দে কুন্দাবদাতং সরসিজনয়নং দেবমুর্ব্বীশরূপম্॥
শঙ্খেন্দ্বাভমতীবসুন্দরতনুং শার্দ্দূলচর্ম্মাম্বরং,
কালব্যালকপালভূষণধরং গঙ্গাশশাঙ্কপ্রিয়ম্।
কাশীশং কলিকল্মষৌঘশমনং কল্যাণকল্পদ্রুমম্,
নৌমিড্যং গিরিজাপতিং গুণনিধিং শ্রীশঙ্করং কামহম্॥

শিব-সেব্য রঘুবর, ভবভয় নাশকর,
কাল-মত্ত গজে সিংহ সম।
যোগীন্দ্রের জ্ঞান-জ্ঞেয়, গুণনিধি সদাজেয়,
বিকার রহিত নিরগুণ॥
মায়াতীত সুরপতি, খল বধে সদা রতি,
ব্রাহ্মণের একমাত্র হরি।
জলদ-সুন্দর দেহ, কমললোচন যেহ,
বন্দি নরপতি রূপধারী॥
শঙ্খ-ইন্দু আভাধর, দেহ অতি মনোহর,
পরিধানে ব্যাঘ্র চর্ম্মাম্বর।
জ্ঞানরূপ নাগ আর, কপাল-ভূষণ যাঁর,
প্রিয় সদা গঙ্গা, শশধর॥

কাশীপতি বিশ্বেশ্বর, কলির কল্মষহর,
মঙ্গলের কল্পতরুবর।
স্তবযোগ্য গৌরীপতি, গুণের সাগর অতি,
বন্দি শ্রীশঙ্কর কামহর॥
বরষ, নিমেষ, লব, কল্প, যুগ আদি সব,
হয় যাঁর ঘোর শরজাল।
মন! তুমি নাহি ভজ, সেই রাম রঘুরাজ,
ধনুরূপ হয় যাঁর কাল॥
রাধিকাপ্রসাদ কয়, প্রতিক্ষণে আয়ু ক্ষয়,
না ভজিনু গোবিন্দচরণ।
কিরূপে হইব পার, ঘোর ভব-পারাবার,
দিও প্রভো? অন্তিমে শরণ॥

সেতু বন্ধন এবং রামেশ্বর মহাদেবের স্থাপনা।

সিন্ধুর বচন শুনি শ্রীরঘুনন্দন।
মন্ত্রীরে ডাকিয়া হেন বলেন বচন॥
এখন বিলম্ব কর কিসের কারণ।
পার হো'ক সৈন্য, সেতু করহ রচন॥
বলিলেন জাম্বুবান যুড়ি দুই কর।
শুন ভানুকুল-কেতু প্রভু রঘুবর॥
হে নাথ? তোমার নাম সেতু মনোহর।
যাহে চড়ি ভবসিন্ধু পার হয় নর॥
কি ভাবনা ক্ষুদ্র সিন্ধু হইবারে পার।
ইহা শুনি বলে পুনঃ পবনকুমার॥
প্রভুর প্রতাপ হয় বাড়বাগ্নি সম।
প্রথমে বারিধি-বারি করিল শোষণ॥
রিপু-নারী-অশ্রু পুনঃ পূরণ করিল।
লবণাক্ত সিন্ধু জল তাহাতে হইল॥
পবনসুতের যুক্তি করিয়া শ্রবণ।
রাম-পানে চাহি হরষিত কপিগণ॥
ডাকাইয়া তবে দুই ভাই নল নীলে।
শুনাইয়া সব কথা জাম্বুবান বলে॥
রামের প্রতাপ মনে করিয়া স্মরণ।
বন্ধন করহ সেতু না হইবে শ্রম॥
ডাকাইয়া কপিগণে বলিলেন পুনঃ।
আমার প্রার্থনা কিছু শুন সর্ব্বজন॥
রামের চরণপদ্ম ধরি হৃদয়েতে।
করহ কৌতুক এক মিলি সকলেতে॥
অগণ্য বানরসৈন্য করহ গমন।
বৃক্ষ ও পর্ব্বতচয় কর আনয়ন॥
শুনি "হূ, হা" করি চলে ভল্লুক-বানর।
বলি জয়! শক্তিমান প্রভু রঘুবর॥
অত্যুচ্চ পর্ব্বত সহ নানা বৃক্ষগণ।
অবহেলে উঠাইয়া লয় কপিগণ॥
আনয়ন করি দেয় নল-নীল পাশে।
সেতুর নির্ম্মাণ দোঁহে করে অনায়াসে॥
সুবিশাল শৈল আনি দেয় কপিগণ।
কন্দুকের সম উভে করয়ে গ্রহণ॥
দেখিয়া সেতুর অতি সুন্দর রচন।
হাসি হাসি কৃপানিধি বলেন বচন॥
উত্তম পরম রম্য হয় এই স্থান।
অপার মহিমা কভু না হয় বাখান॥
স্থাপন করিব আমি হেথায় শঙ্কর।
হ'তেছে কল্পনা হেন হৃদয়েতে মোর॥
শুনিয়া কপীশ বহু দূত পাঠাইল।
সব মুনিগণে গিয়া লইয়া আসিল॥
স্থাপি লিঙ্গ বিধিবৎ করিয়া পূজন।
বলে অন্য নহে প্রিয় মম শিবসম॥
শিবদ্রোহী কিন্তু মম সেবক কহায়।
স্বপনেও সেহ নর মোরে নাহি পায়॥
শঙ্কর-বিমুখ চাহে আমার ভকতি।
সেহ মূঢ় নর হয় অতি মন্দমতি॥
আমার শত্রুতা করি শঙ্করের প্রিয়।
কিম্বা শিবে করি দ্রোহ মম দাস হয়॥
এক কল্প কাল সেই নর অনিবার।
করিবেক বাস ঘোর নরক মাঝার॥
রামেশ্বর আসি যেবা করিবে দর্শন।
দেহ ত্যজি সুরলোকে করিবে গমন॥
গঙ্গাজলে যেবা স্নান করাইবে শিবে।
সে নর সাযুজ্য-মুক্তি অবশ্য লভিবে॥
নিষ্কাম, ছলনা ত্যজি সেবিবে যে নর।
আমার ভকতি তারে দিবেন শঙ্কর॥
আমার রচিত সেতু দর্শন করিলে।
সংসার সমুদ্র পার হ'বে অবহেলে॥
রামবাক্য শুনি তুষ্ট সবাকার মন।
নিজ নিজ আশ্রমে গেলেন মুনিগণ॥

গিরিজে ? রামের হয় সদা এই রীতি।
সতত করেন প্রীতি সেবকের প্রতি ॥
করিলেক নল, নীল সেতুর রচন।
রামের কৃপায় যশ ছাইল ভুবন ॥
ডুবে নিজে ডুবাইয়া দেয় অন্য জনে।
সে প্রস্তর নৌকা সম হৈল সেইক্ষণে ॥
সিন্ধুর মহিমা ইহা না করে ঘোষণ।
কপির প্রযত্ন কিম্বা প্রস্তরের গুণ ॥
রঘুপতি শ্রীরামের প্রভাবের বলে।
ভাসিল পাষাণ অনায়াসে সিন্ধুজলে ॥
মন্দমতি সেহ রামে ত্যজি যেই জন।
অপর প্রভুর করে ভজন সাধন ॥
বাঁধে সেতু অতিশয় দৃঢ় সুশোভন।
দেখি কৃপানিধি রাম মনে সুখী হ'ন ॥
চলিলেক সৈন্যগণ না হয় বর্ণন।
বড় বড় বীরগণ করিল গর্জ্জন ॥
সেতুবন্ধ উপরেতে চড়ে রঘুপতি।
দেখেন বিস্তার প্রভু জলধির অতি ॥
দয়াময় প্রভুবরে করিতে দর্শন।
হইলেক প্রকটিত জলচরগণ ॥
মকর, কুম্ভীর, নানাবিধ মীন, ব্যাল।
শতেক যোজন তনু পরম বিশাল ॥
একেরে পাইলে অন্য করয়ে ভক্ষণ।
একে হেরি পলাইয়া যায় অন্য জন ॥
অনিমেষে প্রভুবরে করি বিলোকন।
অতীব আনন্দ সবাকার সুখীমন ॥
জল নাহি দেখা যায় সাগর ছাইল।
হরি-কৃপা হেরি সবে মগন হইল ॥
প্রভুর আদেশ পেয়ে চলে সৈন্যগণ।
কে করিতে পারে কপিদলের বর্ণন ॥
হইলেক ভীড় অতি সেতুর উপরে।
কোন কোন কপি ধায় গগনের পরে ॥
জলচরগণোপরি কেহ বা চড়িয়া।
বিনা শ্রমে যায় জলনিধি পার হৈয়া ॥
হেরিয়া কৌতুক হেন ভাই দুই জন।
হাসি হাসি চলিলেন শ্রীরঘুনন্দন ॥
পারে যান রঘুবীর সহ সৈন্যগণ।
সেনাপতিগণ ভীড় না হয় বর্ণন ॥
সাগরের পারে করি স্থাপন শিবির।
কপিগণে ডাকি আজ্ঞা দেন রঘুবীর ॥
খাও গিয়া সবে সুমধুর মূল-ফল।
যথা তথা ধায় সবে সৈন্য দলে দল ॥
বৃক্ষ সব ফলে ভাবি' রাম উপকার।
অকাল সুকাল কিছু না করি বিচার ॥
সুমধুর ফল খায় তরু দোলাইয়া।
লঙ্কা অভিমুখে আঁঠি ফেলায় ছুড়িয়া ॥
কোথাও রাক্ষস যদি দেখিবারে পায়।
সকলে মিলিয়া তারে ঘিরিয়া নাচায় ॥
দশনে কাটিয়া তার দেয় নাক-কান।
ছাড়ি দেয় করাইয়া প্রভু-গুণগান ॥
যাহাদের নাক-কান করিল ছেদন।
তাহারা রাবণে গিয়া করে নিবেদন ॥
সমুদ্র-বন্ধন কর্ণে করিয়া শ্রবণ।
ব্যাকুলিত বলি উঠিলেক দশানন ॥
বাঁধিল কি ! বননিধি বারীশ জলধি।
সিন্ধু নীরনিধি সত্য কম্পতি উদধি ॥
নদীশ পয়োধি তোয়নিধির বন্ধন *।
হইল এ অসম্ভব সম্ভব এখন ॥
নিজ ব্যাকুলতা পুনঃ করি বিবেচন।
ভয় ভুলি হাসি গৃহে করিল গমন ॥

* এ স্থলে বননিধি হইতে তোয়নিধি পর্য্যন্ত দশটি শব্দই সাগরের পর্য্যায় বাচক ভয়ে ও বিস্ময়ে রাবণ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিল।

মন্দোদরীর রাবণের প্রতি সীতা প্রত্যর্পণ জন্য অনুরোধ।

শুনে মন্দোদরী আসিলেন রঘুবর।
অবহেলে বাঁধি মহা দুস্পার সাগর॥
পতির করেতে ধরি ভবনে আনিল।
পরম সুন্দর বাক্য বলিতে লাগিল॥
গলবস্ত্রা, চরণেতে মস্তক রাখিয়া।
বলে প্রিয়? শুন বাক্য ক্রোধ তেয়াগিয়া॥
শক্রতা করহ নাথ? তাহার সঙ্গেতে।
বুদ্ধি-পরাক্রমে যারে পারিবে জিনিতে॥
তোমা সহ শ্রীরামের অন্তর কেমন।
রবি ও খদ্যোতে হয় প্রভেদ যেমন॥
মহাবীর মধুকৈটভেরে যে বধিল।
হিরণ্যকশিপুবীরে যেবা সংহারিল॥
সহস্রবাহুরে মারে, বাঁধে বলী যেহ।
হরিতে ধরার ভার অবতীর্ণ সেহ॥
নাহি কর নাথ? সঙ্গে বিরোধ তাঁহার।
কাল, কর্ম্ম, গুণ হয় হস্তেতে যাঁহার॥
কমলচরণে তাঁর মাথা নোয়াইয়া।
জানকীরে সমর্পণ কর রামে গিয়া॥
পুত্রের উপরে করি রাজ্য সমর্পণ।
বনে গিয়া কর রঘুনাথের সেবন॥
দীনের দয়াল নাথ? হ'ন রঘুরায়।
সম্মুখে যাইলে দেখ ব্যাঘ্রেও না খায়॥
তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছ শেষ।
সুরাসুর চরাচরে জিনেছ, লঙ্কেশ॥
সাধুজন কহে হেন নীতি দশানন।
চতুর্থাবস্থায় নৃপ যাইবে কানন॥
তথা গিয়া কর দেব? তাঁহার ভজন।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা যেই জন॥
আশ্রিতে করেন কৃপা সেই প্রভু রাম।
ভজহ তাঁহারে ত্যজি মদ-অভিমান॥
যাঁর লাগি মুনিগণ করেন যতন।
বিরাগী হইয়া নৃপ ত্যজে রাজ্য-ধন॥
সেই রঘুনাথ কোশলের অধীশ্বর।
আসিলেন দয়া করি তোমার উপর॥
মম অনুরোধ নাথ? করিলে পালন।
ত্রিভুবনে হইবেক সুযশ পাবন॥
এতেক বলিয়া অশ্রুপূরিত লোচনে।
কাঁপিতে কাঁপিতে বেগে পড়িল চরণে॥
সেবন করহ নাথ? রামপদদ্বয়।
যাহাতে সৌভাগ্য মম চির স্থির রয়॥
উঠাইয়া তবে ময়সুতারে রাবণ।
কহিতে লাগিল নিজ প্রভুত্ব আপন॥
শুন প্রিয়ে? বৃথা তুমি করিতেছ ভয়।
জগতে আমার সম কেবা যোদ্ধা হয়॥
বরুণ, কুবের, যম, প্রভঞ্জন, কাল।
ভুজবলে জিনিলাম সব দিক্‌পাল॥
দেব, দৈত্য, নর সব অধীন আমার।
কিবা হেতু মনে ভয় হ'তেছে তোমার॥
বিবিধ প্রকার তারে কহি বুঝাইয়া।
সভা মধ্যে দশানন বসিলেক গিয়া॥
মন্দোদরী মনে ইহা বুঝিতে পারিল।
কালবশে অভিমান এবে উপজিল॥

মন্ত্রীগণের সহিত রাবণের পরামর্শ।

সভা মধ্যে বসি জিজ্ঞাসিলা মন্ত্রীগণে।
বল কিরূপেতে যুদ্ধ করি শত্রু সনে॥
মন্ত্রী বলে রক্ষঃপতি করহ শ্রবণ।
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিছ কি কারণ॥
বলহ কিরূপে করি ভয়ের বিচার।
ভালুক, বানর, নর মোদের আহার॥

শ্রবণে সবার বাক্য করিয়া শ্রবণ।
প্রহস্ত যুড়িয়া কর বলিল তখন॥
না করিও কিছু প্রভো ? নীতি-বিগর্হিত।
অতি ক্ষুদ্রমতি হয় মন্ত্রীগণ যত॥
তোমার মনের মত কথা বলে সবে।
এরূপে কামনা নাথ ? পূরণ না হ'বে॥
এসেছিল এক কপি লঙ্ঘি পারাবার।
মনে মনে গায় সবে চরিত্র তাহার॥
কাহারো কি ক্ষুধা নাহি ছিল তৎকালে।
দহিল নগর, ধরি কেন না খাইলে॥
শুনিতে মধুর কিন্তু দুখ কর পরে।
হেনরূপ মন্ত্রীগণ শুনায় তোমারে॥
অবহেলে জলনিধি বাঁধি যেই জন।
সুবেল পর্ব্বতে আসে সহ কপিগণ॥
সে জন মনুষ্য কি যে করিব ভক্ষণ।
বৃথা গর্ব্ব করি সবে বলিছে বচন॥
আমার বচন তাত ? শুন সমাদরে।
না ভাবিও কাপুরুষ আমারে অন্তরে॥
মিষ্ট বাক্য শুনে আর বলে যেই জন।
হেন নর বিশ্বমাঝে হয় বহু জন॥
শুনিতে কঠোর বাক্য কিন্তু হিতকর।
বলে, শুনে বিশ্ব মাঝে হেন স্বল্প নর॥
প্রথমে পাঠাও দূত শুন এই নীতি।
সীতা ফিরি দিয়া পুনঃ করিবে সংপ্রীতি॥
রমণী পাইয়া ফিরি করিলে গমন।
শক্ররে বাড়ানো যুক্তি না হয় কখন॥
তাহাতে না ফিরি গেলে সম্মুখ সংগ্রাম।
অবশ্য করহ তাত ? উচিত বিধান॥
হেন মত যদি তাত ? মানহ আমার।
দুই দিকে বিশ্বে যশঃ হইবে তোমার॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে দশকণ্ঠ পুত্রেরে বলিল।
হেন বুদ্ধি শঠ ? তোরে কেবা শিখাইল॥

এখন হইতে তব মনেতে সংশয়।
বেণু-মূলে ঘুণ সম হ'য়েছ তনয়॥
শুনিয়া পিতার অতি কঠোর বচন।
হেন কটু বাক্য বলি গেল স্বভবন॥
"হিত বুদ্ধি তুমি নাহি করিলে গ্রহণ।
ঔষধ না লাগে ভাল কালবশে যেন"॥
সন্ধ্যার সময় তবে জানি দশানন।
নিজ বিংশ ভুজ হেরি চলিল ভবন॥
লঙ্কার শিখর'পরে বিচিত্র ভবন।
নানারূপ লোক তথা হয় সুশোভন॥
সেই সে মন্দিরে গিয়া বসে দশানন।
গুণগান করে যত কিন্নরের গণ॥
বাজে পাখোয়াজ আর বীণা তালে তালে।
প্রবীণ অপ্সরাগণ নাচে দলে দলে॥
সুরপতি সম সুখী ছিল সে রাবণ।
সতত বিলাসভোগে থাকিত মগন॥
পরম প্রবল রিপু মস্তক উপরে।
তবু কিছু নাহি ভয় তাহার অন্তরে॥
হেথায় সুবেল শৈলে প্রভু রঘুনাথ।
হইলেন উপনীত সৈন্যগণ সাথ॥
দেখিলেন রম্য এক পর্ব্বত শিখর।
অতি উচ্চতম সুপবিত্র মনোহর॥
তথায় কুসুম, নব কিসলয় দিয়া।
রচিল লক্ষ্মণ শয্যা স্বহস্তে পাতিয়া॥
তদুপরি মৃগচর্ম্ম সুকোমল অতি।
বসিলেন সে আসনে প্রভু রঘুপতি॥
সুগ্রীবের কোলে প্রভু রাখিলেন শির।
দাহিনা বামেতে রহে চাপ ও তূণীর॥
দুই হস্তে করি বাণ রাখেন যতনে।
মন্ত্রণা করিছে বিভীষণ কানে কানে॥
ভাগ্যবান্ অতি বালীসুত, হনুমান।
চাপি'ছে চরণপদ্ম বিবিধ বিধান॥

লক্ষ্মণ প্রভুর পিছে বসি বীরাসনে।
কটিতে তূণীর, হস্ত শোভে ধনুর্ব্বাণে ॥
হেনরূপে করুণা-সাগর প্রভু রাম।
রয়েছেন সমাসীন সর্ব্বগুণধাম ॥
সতত এরূপ ধ্যানে যে জন মগন।
ধন্য! ধন্য! ধরামাঝে হয় সেই জন ॥
পূরব গগন পানে হেরি রঘুবর।
দেখিলেন সমুদিত শুভ্র শশধর ॥
বলিলেন সবাকারে দেখহ শশাঙ্ক।
মৃগপতি সম শশী কেমন নিঃশঙ্ক ॥
পূর্ব্বদিকে গিরি-গুহা মধ্যে বাস তার।
পরম প্রতাপী তেজ-বলের আধার ॥
তমরূপ মত্ত গজকুম্ভ বিদারিয়া।
শশীসিংহ নভ-বনে বেড়ায় ভ্রমিয়া ॥
গগনে মুকুতা সম নক্ষত্রেরগণ।
সাজা'য়ে রেখেছে নিশি সুন্দরীরে যেন ॥
প্রভু ক'ন চন্দ্র মধ্যে শ্যামলতা কেন।
নিজ নিজ বুদ্ধিমতে বল ভ্রাতৃগণ ॥
বলিল সুগ্রীব শুন দয়ার-আধার।
পড়েছে পৃথিবী-ছায়া চন্দ্রের মাঝার ॥
কেহ কহে আঘাতিল রাহু চন্দ্রমারে।
সেহেতু শ্যামতা হয় হৃদয় মাঝারে ॥
কেহ কহে বিধি রতিমুখ বিরচিল।
চন্দ্রমার সারভাগ হরণ করিল ॥
নিশাপতি-হৃদে সেই ছিদ্র প্রকটিত।
সেই পথে গগনের ছায়া প্রকাশিত ॥
প্রভু ক'ন মৃগাঙ্কের ভ্রাতা হলাহল।
অতি প্রিয় জানি তারে হৃদয়ে ধরিল ॥
বিস্তারি গরল-মাখা কিরণনিকর।
দগ্ধ করে বিরহ-ব্যথিত নারী-নর ॥
বলিলা মারুৎসুত শুন দয়াময়।
শশাঙ্ক তোমার প্রিয় দাস অতিশয় ॥

তোমার মূরতি তার হৃদে করে বাস।
সেই হেতু হয় এই শ্যামতা প্রকাশ ॥
পবনসুতের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হাসিলেন মৃদু মৃদু শ্রীরঘুনন্দন ॥
দক্ষিণ দিকেতে পুনঃ করি নিরীক্ষণ।
বলিলেন দয়াময় মধুর বচন ॥
চাহিয়া দক্ষিণ দিকে দেখ বিভীষণ।
ঘনঘটা মাঝে কিবা বিদ্যুৎ স্ফুরণ ॥
মধুর মধুর গরজিছে ঘোর ঘন।
মনে হয় হিম শিলা বরষিছে যেন ॥
বলিলেন বিভীষণ শুন কৃপাময়।
না হয় বিদ্যুৎ কিম্বা নহে মেঘচয় ॥
লঙ্কার শিখরে হয় সুরম্য ভবন।
সভাসদ্ সহ তথা বৈসে দশানন ॥
শিরোপরি মেঘ সম ছত্র সুশোভিত।
মেঘগণ বলি তাহা হয় অনুমিত ॥
মন্দোদরী-কর্ণে দোলে সুবর্ণ-ভূষণ।
সৌদামিনী সম তাহা চমকিছে হেন ॥
তালে তালে বাজিতেছে মৃদঙ্গ সুন্দর।
মধুর মেঘের রব তাহা রঘুবর ॥
হাসে প্রভু রাবণের বুঝি অভিমান।
ধনু চড়াইয়া বাণ করেন সন্ধান ॥
ছত্র ও মুকুট আর কর্ণ-বিভূষণ।
কাটিলেন এক বাণে শ্রীরঘুনন্দন ॥
ভূমিতে পড়িল সব সকলে দেখিল।
মরম তাহার কেহ কিছু না জানিল ॥
এরূপ কৌতুক করি শ্রীরামের শর।
প্রবেশিল আসি পুনঃ তূণীর ভিতর ॥
সভাসদ্গণ সবে শঙ্কিত হইল।
হইলেক রসভঙ্গ সবে চিন্তাকুল ॥
নাহিক বিশেষ বায়ু, ধরার কম্পন।
অস্ত্র, শস্ত্র কেহ কিছু না করে দর্শন ॥

নিজ নিজ মনে সবে চিন্তা ক'রে হেন।
হইলেক ভয়ঙ্কর এবে অশকুন ॥
পাইয়াছে ভয় সবে রাবণ বুঝিল।
যুক্তি করি হাসি হেন বচন বলিল ॥
মস্তক পতনে * শুভ সতত যাহার।
মুকুট পড়িলে কিসে অমঙ্গল তার ॥
নিজ নিজ গৃহে গিয়া করহ শয়ন।
প্রণাম করিয়া সবে গেল স্বভবন ॥
মন্দোদরী-দুখ কিন্তু নহে নিবারণ।
যদবধি ভূমে খসি পড়িল ভূষণ ॥
সজল নয়নে বলে যুড়ি করদ্বয়।
শুনহ পরাণপতি আমার বিনয় ॥
রামের শত্রুতা কান্ত ? কর পরিহার।
মানুষ বলিয়া তাঁরে না কর বিচার ॥
বিশ্বরূপ হ'ন প্রভু রঘুবংশ-মণি।
করহ বিশ্বাস মম বাক্য সত্য জানি ॥
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে তাঁর বেদেতে বর্ণিত।
অনন্ত অনন্ত লোক হ'য়েছে কল্পিত ॥
ব্রহ্মলোক শীর্ষ তাঁর পাতাল চরণ।
অঙ্গে অঙ্গে অবস্থিত অন্য লোকগণ ॥
ভ্রুকুটী ভ্রূভঙ্গ তাঁর কাল ভয়ঙ্কর।
কেশরাশি মেঘচয়, নেত্র দিবাকর ॥
যাঁহার নাসিকা যুগ্ম অশ্বিনীকুমার।
দিবস-রজনী হয় নিমেষ অপার ॥
বেদ বলে দশ দিক তাঁহার শ্রবণ।
মারুৎ নিশ্বাস বেদ আপন বচন ॥
লোভ যাঁর ওষ্ঠ, যম দশন করাল।
মায়া হাস্যছটা, বাহু দশ দিক্‌পাল ॥
অনল আনন, জিহ্বা জল দলপতি।
চেষ্টা মাত্রে হয় যাঁর লয়, সৃষ্টি, স্থিতি ॥
অষ্টাদশ বনস্পতি-ভার † রোমচয়।
শৈল অস্থি, নদীগণ শিরাগণ হয় ॥
নরক তাঁহার গুহ্য, উদধি উদর।
বিশ্বময় প্রভু হেন কল্পিত বিস্তর ॥
শিব অহঙ্কার, বুদ্ধি হ'ন পদ্মাসন।
মহত্তত্ত্ব চিত্ত তাঁর, শশধর মন ॥
চরাচরময় জীব, মানব ভিতরে।
রামরূপ ভগবান্ সদা বাস করে ॥
এরূপ বিচার করি শুন প্রাণপতি।
প্রভু সনে পরিহরি শত্রুভাব অতি ॥
কর গিয়া প্রেম দেব ? শ্রীরামের পায়।
সৌভাগ্য আমার যেন কভু নাহি যায় ॥
নারী-বাক্য শুনি হাসি বলিল রাবণ।
মোহের মহিমা! অহো! বড় বলবান্ ॥
নারীর স্বভাব কবি যথার্থই কহে।
অন্তরে সতত এই অষ্ট দোষ রহে ॥
সাহস, অনৃত, মায়া আর চপলতা।
অশৌচ ও ভয় অবিবেক, নির্দ্দয়তা ॥
নানারূপে শত্রুরূপ বর্ণন করিলে।
অতীব বিশাল মোরে ভয় দেখাইলে ॥
স্বভাবতঃ বশে মম সেই দেবগণ ‡।
তোমার প্রসাদে আমি বুঝিনু এখন ॥
বুঝিতে পারিনু প্রিয়ে তব চতুরতা।
বরণিলে এই ছলে আমার প্রভুতা ॥
মৃগনেত্রে ? অতি গূঢ় তোমার বচন।
বুঝিলে সুখদ শুনি ভয়ের নাশন ॥

* রাবণ ব্রহ্মার নিকটে বর পাইয়াছিল যে, তাহার মস্তক কাটা হইলেও পুনরায় উত্থিত হইবে।

† ১২,৩০/১,৬৬০ এই পরিমাণ বৃক্ষে এক ভার হয়, এইরূপ আঠার ভার।

‡ অর্থাৎ কুবের, যম প্রভৃতি দেবগণ যাহাদিগকে তুমি রামের অঙ্গ বলিয়া বর্ণন করিলে, তাহারা স্বভাবতঃই আমার বশীভূত। সুতরাং তুমি আমারই মহত্ত্ব বর্ণন করিলে।

মন্দোদরী মনে হেন বিচার করিল।
কালবশে মতিভ্রম পতির হইল॥
হেনরূপে সারারাত্রি কৌতুক করিল।
প্রাতঃকাল হৈলে দশস্কন্ধ বাহিরিল॥
সহজে অশঙ্কচিত্ত লঙ্কার ঈশ্বর।
মোহ-মদে অন্ধ, গেল সভার ভিতর॥
বেত গাছে কভু নাহি হয় ফুল-ফল।
যদ্যপি বরষে সুধা জলদ সকল॥
মূর্খের হৃদয়ে কভু নাহি হয় জ্ঞান।
যদ্যপি মিলয়ে গুরু ব্রহ্মার সমান॥
রাধিকাপ্রসাদ দ্বিজ ভাবে মনে মনে।
দীনবন্ধু দীনে স্থান দেন শ্রীচরণে॥

——:*:——

অঙ্গদ দরবার।

এখানে প্রভাতে উঠি শ্রীরঘুনন্দন।
জিজ্ঞাসা করেন ডাকি সব মন্ত্রীগণ॥
কি করি উপায় এবে বলহ সত্বর।
বলে জাম্বুবান পদে নোয়াইয়া শির॥
শুন সর্ব্বহৃদিবাসী সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর।
বুদ্ধি, বল, তেজ, ধর্ম্ম, গুণের সাগর॥
সুমন্ত্রণা কহি নিজ বুদ্ধি অনুসারে।
প্রেরণ করহ দূত বালির কুমারে॥
উত্তম মন্ত্রণা লাগে সবাকার ভাল।
করুণা-সাগর তবে অঙ্গদে বলিল॥
বুদ্ধিবল-গুণধাম বালির নন্দন।
মম কার্য্যে লঙ্কা তাত ? করহ গমন॥
তোমারে কহিব কিবা বুঝাইয়া অতি।
জানি আমি-হও তুমি সুচতুর মতি॥
যাহে মম কার্য্য হয় তাহার কুশল।
শত্রুসনে সেইরূপ কথা গিয়া বল॥
মস্তকে প্রভুর আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
বলিল অঙ্গদ করি চরণ বন্দন॥

হয় প্রভো ? সেই জন গুণের সাগর।
শ্রীরাম করেন কৃপা যাহার উপর॥
প্রভুর সকল কাজ স্বয়ং সিদ্ধ হয়।
আমার আদর নাথ ? কৈলে অতিশয়॥
বিচার করিতে হেন অঙ্গদ তখন।
হৈল পুলকিত দেহ হরষে মগন॥
বন্দি পদ, হৃদে ভাবি প্রভুর প্রভুতা।
চলিল অঙ্গদ সবে নোয়াইয়া মাথা॥
প্রভুর প্রতাপে সদা নিঃশঙ্ক হৃদয়।
সমরে সুদক্ষ তাহে বালির তনয়॥
রাবণের পুত্র এক মগন খেলাতে।
দেখা হৈল তার সনে পুরে প্রবেশিতে॥
বাড়িল বিবাদ অতি কথায় কথায়।
উভয়েই বলশালী তরুণ তাহায়॥
উঠাইল লাথি সেহ অঙ্গদে মারিতে।
পদে ধরি ঘুরাইয়া আছাড়ে ভূমিতে॥
হেরি অতিশয় বীর নিশাচরগণ।
চুপে চাপে যথা তথা করে পলায়ন॥
না কহে মরম এক প্রতি অন্য জন।
রহে চুপ করি হেরি প্রহস্ত নিধন॥
নগর মাঝারে হৈল মহা কোলাহল।
আসিয়াছে সেই কপি লঙ্কা যে দহিল॥
বিধাতা করিবে এবে কিবা সংঘটন।
ভয়ে ভীত সবে হেন করে বিচারণ॥
না পুছিতে পথ সবে দেয় দেখাইয়া।
যারে হেরে তার প্রাণ যায় শুকাইয়া॥
সভার দ্বারেতে বীর গেলেন তখন।
শ্রীরামের পাদপদ্ম করিয়া চিন্তন॥
ধৈর্য্যশীল বীরবর বলের নিধান।
এ দিকে সে দিকে চায় সিংহের সমান॥
এক নিশাচরে ত্বরা কহি পাঠাইল।
রাবণে সংবাদ গিয়া সেহ শুনাইল॥

শুনিয়া হাসিয়া বলিলেক দশানন।
কোথাকার কপি, হেথা কর আনয়ন ॥
আদেশ পাইয়া দূত অনেক ধাইল।
কপি-শ্রেষ্ঠে সমাদর করিয়া আনিল ॥
হেরিল অঙ্গদ বসি আছে দশানন।
সজীব কজ্জ্বল গিরি ভীষণ যেমন ॥
মস্তক পর্ব্বত-শৃঙ্গ, তরু ভুজগণ।
নানাবিধ লতা রোমরূপেতে গণন ॥
নাসিকা, নয়ন তার মুখ আর কান।
পর্ব্বতের গুহা বলি হয় অনুমান ॥
গেলেন সভায় মনে নাহি কিছু ভয়।
রণে দক্ষ বলবান্ বালির তনয় ॥
উঠে সভাসদ্গণ কপি দরশনে।
হইল বিশেষ ক্রোধ রাবণের মনে ॥
মদস্রাবী মত্ত গজ মধ্যেতে যেমন।
শঙ্কাহীন পশুরাজ করয়ে গমন ॥
রামের প্রভাব হৃদে স্মরণ করিয়া।
নোয়াইয়া শির সভা মধ্যে বৈসে গিয়া ॥
জিজ্ঞাসে রাবণ কপি কেবা হও তুমি।
শুন দশানন ? শ্রীরামের দূত আমি ॥
মম পিতা সনে ছিল মিত্রতা তোমার।
আগমন তব হিত লাগিয়া আমার ॥
পুলস্তের পৌত্র তুমি জন্ম শ্রেষ্ঠ কুলে।
বিধাতা, শঙ্করে নানারূপেতে পূজিলে ॥
বর পেয়ে সর্ব্ব কার্য্য সাধন করিলে।
রাজগণ আর লোকপালেরে জিনিলে ॥
রাজমদে কিম্বা মোহে বশীভূত হৈয়া।
জগদম্বা জানকীরে আনিলে হরিয়া ॥
ভাল কথা বলি শুন বচন আমার।
সব অপরাধ প্রভু ক্ষমিবে তোমার ॥

কণ্ঠেতে কুঠার বাঁধি দন্তে তৃণ করি।
সঙ্গে ল'য়ে পরিজন আর নিজ নারী ॥
সমাদরে জানকীরে অগ্রেতে করিয়া।
চল হেনরূপে সব ভয় তেয়াগিয়া ॥
প্রণত-পালক রঘুবংশের রতন।
রক্ষা কর ! রক্ষা কর ! আমারে এখন ॥
শুনিয়া কাতর বাক্য প্রভু দয়াময়।
অবশ্য তোমারে তিনি দিবেন অভয় ॥
রে কপি ? সামালি মুখ বলিস্ বচন।
আমি দেববৈরী মূঢ় ? মোরে নাহি চিন ॥
আপন পিতার নাম কহ দেখি শুনি।
মিত্রতা আমার সনে কিরূপেতে মানি ॥
অঙ্গদ' আমার নাম বালির নন্দন।
হয়েছিল কভু তাঁর সঙ্গেতে মিলন ? ॥
অঙ্গদ বচন শুনি হৈল সঙ্কুচিত।
বলে, ছিল বালি কপি আমার বিদিত ॥
হও কি অঙ্গদ ? তুমি বালির বালক।
জন্মিয়াছ বংশে বহ্নি কুলের ঘাতক ॥
গর্ব্বে না মরিলে প্রাণ ধরহ বিফল।
নিজ মুখে তপস্বীর দূত বলি বল ॥
বালির কুশল বল কোথা সেহ হয়।
হাসিয়া অঙ্গদ হেনরূপ বাক্য কয় ॥
দিন দশ গত হৈলে বালি পাশে যাবে।
সখাকে হৃদয়ে ধরি কুশল পুছিবে ॥
রাম সহ বিরোধেতে যেরূপ কুশল।
সেহ তাহা বুঝাইবে কহিয়া সকল ॥
শুন শঠ ? ভেদ ভাব তার মনে হয় *।
যাহার হৃদয়ে রাম বিরাজিত নয় ॥
হইলাম সত্য আমি কুলের ঘাতক।
তুমি বুঝি দশস্কন্ধ কুলের পালক ॥

* অর্থাৎ তুমি আমাকে তোমার সহিত মিলাইতে চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু যে ব্যক্তি রামের ভক্ত, সে কি কখনও রামবিমুখ হইতে পারে ?

মা কহিবে হেন অন্ধ বধির যে জন।
তাহে বিশ কান তব বিংশতি লোচন॥
বিধাতা, শঙ্কর, সুর-মুনি সমুদয়।
চরণকমল যাঁর সেবিবারে চায়॥
ডুবাইনু কুল আমি হ'য়ে দূত তাঁর।
বিদরেনা কেন হিয়া হেন মতি যার॥
কপির কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া।
বলিলেক দশানন ভ্রূকুটী করিয়া॥
সহিতেছি খল ? তব কঠোর বচন।
নীতি ও ধর্ম্মের তত্ত্ব করি বিবেচন॥
কপি কহে শুনিয়াছি তব ধার্ম্মিকতা।
আনিলে হরণ করি পরের বণিতা॥
দেখিয়াছি কিবা তুমি দূতে রক্ষা কর।
ধর্ম্মব্রতধারী কেন ডুবি নাহি মর॥
হেরি নাক-কানহীনা আপন ভগিনী।
ধর্ম্ম ভাবি কৈলে ক্ষমা তাহা আমি জানি॥
তোমার ধরম ভাব জানে বিশ্বজন।
বড় ভাগ্যে আমি পাইলাম দরশন॥
বৃথা জল্প কর মূর্খ কপি জড়মতি।
দেখ রে অবোধ ? ভুজ আমার বিংশতি॥
লোকপালগণ-শক্তি সুধাংশু যেমন।
তাহে গ্রাসিবারে ইহা হয় রাহু সম॥
আকাশ সায়রে পুনঃ মম হস্তচয়।
কোমল কমলরূপে সুশোভিত হয়॥
তদুপরি করি বাস মরালের সম।
শোভিত কৈলাস সহ ত্রিপুর নাশন॥
শুনহ অঙ্গদ ? তব কটক মাঝেতে।
বল কেবা মম সনে পারিবে যুঝিতে॥
নারীর বিরহে তব প্রভু বলহীন।
অনুজ তাঁহার দুখে দুখিত মলিন॥
তুমি ও সুগ্রীব দোঁহে নদীকূল তরু।
মমানুজ বিভীষণ সেহ অতি ভীরু॥
অতিশয় বৃদ্ধ হয় মন্ত্রী জাম্বুবান।
সেহ কি সমরে আর হ'বে আগুয়ান॥
শিল্প কর্ম্মে সুনিপুণ হয় নল, নীল।
এক কপি আছে বঠে মহাবলশীল॥
আসিয়া প্রথমে লঙ্কা দহিল যে জন।
শুনিয়া হাসিয়া বলে বালির নন্দন॥
বল নিশাচরনাথ ? যথার্থ বচন।
সত্যই কি কৈল কপি নগর দহন॥
ক্ষুদ্র কপি দহিলেক রাবণ-নগর।
শুনি সত্য বলি কেবা মানিবে সত্বর॥
যোদ্ধা বলি প্রশংসিলে যারে লঙ্কাপতি।
সেহ সুগ্রীবের এক ক্ষুদ্র দূত অতি॥
দ্রুতবেগে চলে, নহে বীরেতে গণন।
সংবাদ লইতে তারে করিনু প্রেরণ॥
এখন জানিনু কপি নগর দহিল।
প্রভু-আজ্ঞা বিনা সেহ এরূপ করিল॥
সে হেতু প্রভুর পাশে না যায় ফিরিয়া।
ভয়ে হেথা সেথা কোথা আছে লুকাইয়া॥
যথার্থ কহিলে সব তুমি দশানন।
ক্রোধ মম নাহি হয় করিয়া শ্রবণ॥
নাহি কেহ হেন মম কটক ভিতর।
শোভা পাবে তব সনে করিয়া সমর॥
প্রেম বা শক্রতা হয় সমানের সনে।
ইহাই উত্তম নীতি কহে শ্রেষ্ঠ জনে॥
পশুরাজ ভেকে যদি করয়ে নিধন।
তাহার প্রশংসা কেহ করে কি কখন॥
যদ্যপি শ্রীরাম তোমা করেন নিধন।
হইবে লঘুতা আর দোষের ভাজন॥
তথাপিহ দশানন করহ শ্রবণ।
ক্ষত্রিয়ের দোষ হয় অতীব ভীষণ॥
হাসি অতি দশস্কন্ধ বলিল তখন।
এক গুণ বানরের করি নিরীক্ষণ॥

যেই জন তাহাদিকে করয়ে পালন।
তার হিত তরে করে বিবিধ যতন॥
ধন্য কপি! যেই প্রভু কার্য্যে আপনার।
যথা তথা নাচে লজ্জা করি পরিহার॥
নাচিয়া, কুঁদিয়া করে লোকে আমোদিত।
স্বধর্ম্ম-চাতুর্য্যে করে নিজ প্রভু হিত॥
অঙ্গদ তোমার জাতি প্রভুভক্ত শুন।
কেন না কহিবে হেনরূপে প্রভুগুণ॥
গুণগ্রাহী হই আমি অতি জ্ঞানবান্।
তব কটু বাক্যে তাই নাহি দিই কান॥
কপি কহে তুমি গুণগ্রাহী অতিশয়।
শুনায়েছে সত্য মোরে পবনতনয়॥
বন ধ্বংসি, সুত বধি, পুর করে ছার।
তবু নাহি করিয়াছ তার অপকার॥
সুন্দর স্বভাব তব করিয়া বিচার।
করিলাম দশানন আমি আব্দার॥
দেখিনু আসিয়া যাহা কহে হনুমান।
নাহিক তোমার লজ্জা রোষ কিম্বা মান॥
বক্র উক্তিরূপ ধনু, বাক্যরূপ শরে।
দহিলেক কপিবর শত্রুর অন্তরে॥
সাঁড়াশী স্বরূপ হয় তাহে প্রত্যুত্তর।
উঠাইতে শর বস্ত্র করে লঙ্কেশ্বর॥
হেন বুদ্ধি তাই খাও পিতারে আপন।
এত বলি হাসিতে লাগিল দশানন॥
খেয়েছি পিতারে, এবে খাইতাম তোরে।
কিন্তু কিছু মনে পড়ি বাধা দিল মোরে॥
বালির বিমল যশ-পাত্র তোমা জানি *।
না করি নিধন আমি দুষ্ট অভিমানী॥

বলহ রাবণ? বিশ্বে কতেক রাবণ।
শুন আমি যত কর্ণে করেছি শ্রবণ॥
বলিকে জিনিতে এক যাইল পাতালে।
বাঁধি রাখে শিশুগণ তারে অশ্বশালে॥
খেলিতে খেলিতে শিশুগণ মারে গিয়া।
দয়া করি বলি তারে দিল ছাড়াইয়া॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পুনঃ একেরে দেখিল।
ভাবিয়া বিশেষ জন্তু ধাইয়া ধরিল॥
করিতে কৌতুক ল'য়ে ভবনে আসিল।
যাইয়া পৌলস্ত্য মুনি তাহে ছাড়াইল॥
কহিতে একের কথা সঙ্কোচ আমার।
রহিল বালির সেই কক্ষের মাঝার॥
ইহাদের মধ্যে তুমি হও কোন্ জন।
সত্য করি বল ক্রোধ ছাড়িয়া রাবণ॥
রে শঠ রাবণ? আমি সেই মহাবল।
কৈলাস পর্ব্বত জানে যার ভুজবল॥
যাহার বীরত্ব জানে ত্রিপুর-নাশন।
শির-পুষ্প † দিয়া করি যাঁহার পূজন॥
ছিন্ন করি শিরপদ্ম করে আপনার।
পূজিলাম মহাদেবে অগণিত বার॥
ভুজ পরাক্রম জানে দিক্‌পালগণ।
অদ্যাপিহ শঠ? তারা সদা ভীত মন॥
জানে দিগ্‌গজ বক্ষ কঠিন কেমন।
গর্ব্বভরে যুঝিতাম যাইয়া যখন॥
তাদের দশনে বক্ষ নহে বিদারণ।
বক্ষে লাগি হৈত চূর্ণ মূলক যেমন॥
যার পদক্ষেপে ধরা টলমল করে।
মত্ত গজ চড়ে যেন ক্ষুদ্র নৌকা'পরে॥
প্রতাপী বিদিত বিশ্বে আমি সে রাবণ।
অলীক প্রতাপী? ‡ কভু না কর শ্রবণ॥

* তুমি বালির যশের পাত্র অর্থাৎ যতদিন তুমি জীবিত থাকিবে ততদিন সকলে কহিবে যে, বালি রাবণকে কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তোমার নাশ হইলে বালির এই কীর্ত্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

† মস্তকরূপ পুষ্প। ‡ যাহারা মিথ্যা বাক্য ব্যয় করে।

হেন রাবণেরে ক্ষুদ্র বলি কর জ্ঞান।
ক্ষুদ্র মনুষ্যের তুমি করহ বাখান॥
রে বর্ব্বর কপি? খলমতি খর্ব্বকায়।
না জানিতে আগে এবে জান সমুদায়॥
শুনিয়া অঙ্গদ বলে কুপিত হইয়া।
দুষ্ট, অভিমানী বাক্য বল সামালিয়া॥
সহস্র বাহুর ভুজ-কানন অপার।
দহিল অনল সম কুঠার যাহার॥
যাহার পরশু-সাগরের খরধারে।
অসংখ্য নৃপতি মগ্ন হৈল বহুবারে॥
তার গর্ব্ব যাঁরে হেরি করে পলায়ন।
সেহ কিরে নর, হতভাগ্য দশানন॥
রে শঠ লম্পট? রাম কেমন নৃপতি।
গঙ্গা যেন নদী, ধন্বী যেন রতিপতি॥
কল্পতরু বৃক্ষ, কামধেনু পশু সম।
অন্নদান মাত্র দান, সুধা, রস যেন॥
বৈনতেয় পক্ষী, সর্প, সহস্র বদন।
চিন্তামণি হয় যেন প্রস্তর, রাবণ॥
বৈকুণ্ঠ সামান্য লোক মন্দমতি? শুন।
রামভক্তি লাভ কিরে লাভ সাধারণ॥
মর্দ্দি অভিমান তব সহ সৈন্যগণ।
উজাড়িয়া বন, পুর করিয়া দাহন॥
তব সুত বধি যেবা করিল গমন।
রে শঠ? সে হনুমান কপি সাধারণ॥
ছল চতুরতা ছাড়ি শুনহ রাবণ।
কৃপাসিন্ধু রামে কেন না কর ভজন॥
শত্রুতা রামের সনে দুষ্ট যদি কর।
রাখিতে নারিবে তোরে ব্রহ্মা-মহেশ্বর॥
বৃথা মূঢ় অহঙ্কার করিতেছ কেন।
রাম সঙ্গে শত্রুতার গতি হবে হেন॥
কপিগণ অগ্রে তব মস্তক নিকর।
পড়িবে ধরণীতলে লাগি রাম-শর॥
সেই সব শিরে তব কন্দুক করিয়া।
খেলিবে ভল্লুক-কপি হরষিত হৈয়া॥
যখন সমরে ক্রুদ্ধ শ্রীরঘুনন্দন।
ছাড়িবেন বহু বাণ করাল ভীষণ॥
চলিবে কি তবে হেন তব অহঙ্কার।
বিচারিয়া হেন, ভজ শ্রীরাম উদার॥
বাক্য শুনি দশানন জ্বলিয়া উঠিল।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃতাহুতি দিল॥
কুম্ভকর্ণ হেন বীর ভ্রাতা মম হয়।
সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রজিৎ আমার তনয়॥
মম পরাক্রম নাহি করহ শ্রবণ।
জিনিলাম চরাচরে যত জীবগণ॥
সহায় করিয়া শঠ? শাখামৃগগণ।
ইহাই প্রভুতা, করে সাগর বন্ধন॥
বহু পক্ষী উল্লঙ্ঘন করয়ে সাগর।
মূর্খ কপি? তারা নাহি হয় বীরবর॥
মম ভুজ-সিন্ধু পূর্ণ শকতি-জলেতে।
বহু শূর নর-সুর ডুবিল যাহাতে॥
বিংশ জলনিধি হের অগাধ অপার।
কেবা হেন বীর যেবা হইবেক পার॥
সদা মম বহে জল দিক্‌পালগণ।
নরের সুযশ খল? করাও শ্রবণ॥
যদি তব প্রভু যোদ্ধা সমর মাঝার।
পুনঃপুনঃ কহিতেছ গুণগাথা যার॥
তা'হ'লে পাঠায় দূত কিসের কারণে।
শত্রু সঙ্গে প্রীতি-লজ্জা নাহি হয় মনে॥
কৈলাস-মথনকারী হেরি বাহু মম।
পুনশ্চ প্রভুর নিজ কর প্রশংসন।
কেবা বীর হয় হেন সদৃশ রাবণ॥
নিজ করে কাটি শির আপন যে জন॥
করিল হবন বহ্নি মাঝে বারবার।
হ'য়ে হরষিত, সাক্ষী গিরীশ তাহার॥

স্থলিতে কপালে যবে করি বিলোকন।
আপন কপাল মাঝে বিধির লিখন॥
পাঠ করি নর-করে মরণ আপন।
বিধি-বাক্য মিথ্যা ভাবি হাসিনু তখন॥
সেহ বুঝি, তাহে ভীত নহে মোর মন।
ইহা বৃদ্ধ ভ্রান্ত-মতি ধাতার লিখন॥
অন্য বীর বল শঠ? অগ্রেতে আমার।
পুনঃপুনঃ কহ লাজ করি পরিহার॥
কহিল অঙ্গদ বিশ্বে সলজ্জ এমন।
রাবণ তোমার সম নাহি কোন জন॥
সহজ স্বভাবে তুমি লজ্জাশীল হও।
নিজ মুখে নিজ গুণ কারো নাহি কও॥
মনে আছে শির আর কৈলাসের কথা.*।
সেই হেতু বিশ বার গাহিলে সে গাথা॥
কিন্তু সেই ভুজবল আছে কিনা মনে।
জিনিলে সহস্রবাহু, বলি, বালি সনে॥
শুন মন্দমতি দেহ উত্তর এখন।
কাটিলে মস্তক, শূর হয় কি কখন॥
বাজীকরে কেহ নাহি কহিবেক বীর।
কাটে সেহ নিজ করে সকল শরীর॥
পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মোহের বশেতে।
সেইরূপ বহে ভার বোকা গর্দ্দভেতে॥
তাহাদিকে শূর কেহ না কহে কখন।
দেখ মন্দমতি তাহা করি বিবেচন॥
রে খল? এখন কথা না বাড়াও আর।
শুন মম বাক্য, গর্ব্ব করি পরিহার॥
দৌত্য কর্ম্মে আমি নাহি আসি দশানন।
পাঠান শ্রীরাম কেন করি বিচারণ॥
বারবার হেন কহিলেন দয়াময়।
শৃগালে বধিয়া যশ সিংহের না হয়॥

মনে মনে প্রভু বাক্য করিয়া স্মরণ।
সহিতেছি শঠ? তোর কঠোর বচন॥
নতুবা তোমার মুখ আমিহ ভাঙ্গিয়া।
জোর করে যাইতাম সীতারে লইয়া॥
জানি আমি তব বল, পাপিষ্ঠ? সুরারি।
শুনিয়াছি পরনারী আনিয়াছ হরি॥
তুমি নিশাচরপতি বড় অহঙ্কার।
আমি শ্রীরামের দূত সেবক তাঁহার॥
যদি না থাকিত রাম-অপমান-ভয়।
তা'হ'লে দেখিতে হেন কৌতুক নিশ্চয়॥
ভূমিতে আছাড়ি তোরে মারি সেনাগণ।
নগর তোমার ক্ষণে করি বিধ্বংসন॥
শঠ? জানকীর সহ রাণী মন্দোদরী।
ল'য়ে যাইতাম আমি রাম বরাবরি॥
করিলেও হেন তাহে নাহিক মহত্ত্ব।
মরারে মারিলে কিবা আছে পুরুষত্ব॥
কামী, বামমার্গী, মহামূর্খ ও কৃপণ।
অযশস্বী, অতি বৃদ্ধ, চির নিরধন॥
সদা রোগে বশীভূত, সতত যে ক্রোধী।
বিষ্ণুদ্রোহী, শ্রুতি আর সাধুর বিরোধী॥
দেহমাত্র পোষে, পাপী, নিন্দুক যে সব।
জীবিতে মৃতের সম এই চৌদ্দ জীব॥
হেন বিচারিয়া তোরে না করি নিধন।
না কর ক্রোধিত মোরে কহিনু এখন॥
রে কপি অধম? চাহ মরিতে এখন।
ছোট মুখে বড় কথা করহ বর্ণন॥
কটু বাক্য কহ মূর্খ বলেতে যাহার।
বল, বুদ্ধি, তেজ কিছু নাহিক তাহার॥
গুণ-মানহীন তারে করিয়া বিচার।
পাঠায়েছে বনবাসে জনক তাহার॥

* অর্থাৎ মস্তক কাটিয়া অগ্নিতে হবন এবং কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন।

একে সেই দুখ তাহে যুবতী-বিরহ।
তাহে পুনঃ মম ভয় হয় অহঃরহ ॥
যাহার বলের গর্ব্ব তুমি দুষ্ট কর।
হেন কত শত নর শুনরে বানর ॥
দিবানিশি ধরি খায় নিশাচরগণ।
হঠতা ত্যজিয়া মূঢ় কর বিবেচন ॥
শ্রীরামের নিন্দা যবে করিল রাবণ।
হইলেক অতি ক্রোধী অঙ্গদ তখন ॥
হরি-হর-নিন্দা যেবা শুনে পাতি কান।
সদা পাপ হয় তার গোবধ সমান ॥
দন্ত কড়্মড়্ করি বানর-কুঞ্জর।
হানিল দ্বিবাহু জোরে মেদিনী উপর ॥
কাঁপে ধরা, সভাসদ্ চলিয়া পড়িল।
ভয়ে বায়ুবেগে কেহ উড়িয়া চলিল ॥
পড়িতে পড়িতে উঠে সামালি রাবণ।
ভূতলে মুকুট দশ পড়িল তখন ॥
কিছু তার লয়ে নিজ মস্তকে পরিল।
কতক অঙ্গদ প্রভু পাশে ছুড়ি দিল ॥
মুকুট আসিছে হেরি ভাগে কপিগণ।
হায় বিধে! দিবাভাগে উল্কার পতন ॥
অথবা রাবণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে চালাইল।
আসিতেছে বজ্র চারি অন্তরে ভাবিল ॥
হাসিয়া কহেন প্রভু নাহি কর ভয়।
উল্কা, বজ্র, কেতু, রাহু কিছুই না হয় ॥
ইহা সব রাবণের মুকুট নিশ্চয়।
আসিতেছে ছুড়িয়াছে বালির তনয় ॥
লাফাইয়া হনুমান সে সব ধরিল।
যতনে প্রভুর পাশে আনিয়া রাখিল ॥
দেখিছে ভল্লুক-কপি কৌতুক অপার।
সূর্য্যের কিরণ সম প্রকাশ তাহার ॥
এখানেতে ক্রোধে কহিলেক দশানন।
না পালায় কপি ধরি করহ নিধন ॥

হেনরূপে বীর সব যাইয়া ত্বরায়।
খাও গিয়া ঋক্ষ, কপি পাইবে যথায় ॥
ধরা কপিহীন গিয়া করহ এখন।
জীবিতে ধরহ যোগী ভাই দুই জন ॥
কুপিত হইয়া পুনঃ বলে যুবরাজ।
গরব করিতে তোর নাহি হয় লাজ ॥
নিরলজ্জ কুলঘাতী গলা কাটি মর।
মম বল হেরি বুক নাহি ফাটে তোর ॥
অরে নারীচোরা, দুষ্ট, ভ্রষ্ট পথগামী।
খল, মলরাশি অতি মন্দমতি কামী ॥
বকিছ প্রলাপ সন্নিপাতের কারণ।
হইয়াছ মৃত্যুবশ শুন দশানন ॥
পাইবে ইহার ফল তুমি অতঃপর।
করিলে চপেটাঘাত ভল্লুক-বানর ॥
শ্রীরাম মনুষ্য হেন কহিতেছ বাণী।
খসি তব জিহ্বা নাহি পড়ে অভিমানী ॥
পড়িবে রসনা নাহি সংশয় ইহাতে।
মস্তক সমেত রণভূমির মাঝেতে ॥
সেহ কি মানব হয়, অরে দশানন।
করে যেহ এক বাণে বালির নিধন ॥
অন্ধ তুমি, থাকিতেও বিংশতি লোচন।
কুজাতির ঘরে জন্ম, ধিক্ দশানন ॥
তোমার শোণিত পান করিব বলিয়া।
রহিয়াছে রাম-বাণ তৃষিত হইয়া ॥
সেই ভয়ে তোরে ত্যাগ করি নিশাচর।
বৃথা কটু বাক্য বল শুনরে বর্ব্বর ॥
ভাঙ্গিবারে পারি আমি তোমার দশন।
আজ্ঞা নাহি দেন কিন্তু শ্রীরঘুনন্দন ॥
হেন ক্রোধ হয় ভাঙ্গি দশ মুখ হেলে।
ডুবাইয়া দিই লঙ্কা সমুদ্রের জলে ॥
ডুমুর ফলের সম তোমার নগর।
শঙ্কাহীন কীট তুমি তাহে বাস কর ॥

আমি কপি, ফল খেতে দেরী কি আমার।
নাহি দেন আজ্ঞা কিন্তু শ্রীরাম উদার॥
যুকতি শুনিয়া হাসি বলিল রাবণ।
শিখিয়াছ মূঢ় ? কোথা অসত্য ভাষণ॥
এরূপ বচন কভু না বলিত বালি।
হইয়াছ মিথ্যাবাদী মুনি সহ মিলি॥
সত্য আমি মিথ্যাবাদী হ'ব দশানন।
দশ জিহ্বা উপাড়িতে নারিব যখন॥
রামের প্রতাপ স্মরি অঙ্গদ কুপিল।
সভা মধ্যে পণ করি চরণ রাখিল॥
সরাইতে পার যদি আমার চরণ।
হারিব সীতারে, রাম ফিরিবে ভবন॥
বলিল রাবণ শুন সব বীরবরে।
পায়ে ধরি পাছাড়িয়া ফেলহ বানরে॥
ইন্দ্রজিৎ আদি বলবান্ বীর যত।
যথা তথা উঠে নানা বীর হরষিত॥
টানে বল করি নানা উপায় করিয়া।
পদ নাহি সরে বৈসে মাথা নোয়াইয়া॥
পুনঃ উঠি ধরে যত নিশাচরগণ।
নাহি নড়ে তথাপিহ অঙ্গদ চরণ॥
কুযোগী পুরুষ যেন শুন খগবর।
উপাড়িতে নাহি পারে মোহ তরুবর॥
পৃথিবী নাহিক ছাড়ে অঙ্গদ চরণ।
হেরিয়া রিপুর গর্ব্ব হইল ভঞ্জন॥
কোটি কোটি বাধা বিঘ্ন হইলেও যেন।
ন্যায় নাহি ত্যাগ করে সাধকের মন॥
কপি-বল হেরি মনে সকলে হারিল।
কপির তর্জ্জনে নিজে রাবণ উঠিল॥
ধরিলে চরণ, বলে বালির কুমার।
মম পদ ধরি রক্ষা নাহিক তোমার॥
কেন নাহি ধর গিয়া রামের চরণ।
শুনিয়া ফিরিল অতি সঙ্কুচিত মন॥

হইল শ্রীহত, তেজ বিনাশ পাইল।
মধ্যাহ্নে চন্দ্রমা যেন মলিন হইল॥
মাথা নত করি বৈসে গিয়া সিংহাসন।
সম্পত্তি সকল নষ্ট হইলেক যেন॥
প্রাণপতি রামচন্দ্র বিশ্বের আধার।
তাঁহার বিরোধী সুখ পাবে কি প্রকার॥
শুন উমে ? শ্রীরামের ভ্রুকুটী বিলাসে।
বিশ্বের উদ্ভব, পুনঃ প্রাপ্ত হয় নাশে॥
তৃণে করে বজ্র সম, বজ্রে করে তৃণ।
কেমনে টলিবে বল তাঁর দূত-পণ॥
নানাবিধ নীতি পুনঃ অঙ্গদ কহিল।
শমন নিকটে, সেহ কিছু না মানিল॥
রিপুগর্ব মথি, প্রভু যশ শুনাইয়া।
বালিরাজসুত গেল এতেক কহিয়া॥
না বধিয়া রণক্ষেত্রে তোরে খেলাইয়া
এখন গৌরব করি কিসের লাগিয়া॥
প্রথমেই কপি তার তনয়ে মারিল।
তাহা শুনি দশানন দুখিত হইল॥
অঙ্গদ-প্রতিজ্ঞা শুনি নিশাচরগণ।
ব্যাকুলিত হৈল সবে ভয়ে ভীত মন॥
রিপু-বল নষ্ট করি মনে হরষিত।
বলের নিধান বীরবর বালিসুত॥
সজল লোচনযুগ, দেহ পুলকিত।
রাম পাদপদ্মে গিয়া প্রণমে ত্বরিত॥
সন্ধ্যা সমাগত জানি তবে দশানন।
বিলাপ করিয়া গেল আপন ভবন॥
রাণী মন্দোদরী তবে রাক্ষস-ঈশ্বরে।
পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া বলে বারেবারে॥
তুলসী-সঞ্চিত মধু অমৃতের স্বাদ।
বিতরিল বঙ্গজনে রাধিকাপ্রসাদ॥

——:*:——

মন্দোদরীর শিক্ষাদান।

কুমতি ত্যজহ কান্ত ? বিবেচিয়া মনে।
সমর না শোভে তব রঘুপতি সনে॥
অতি তুচ্ছ গণ্ডী যাহা বাঁধিল লক্ষ্মণ *।
তাহা না লঙ্ঘিতে পার পৌরুষ এমন॥
সমরে জিনিবে তাহে কিসে প্রিয়তম।
করিল যাঁহার দূত এরূপ করম॥
কৌতুকে লঙ্ঘিয়া সিন্ধু আসে তব লঙ্কা।
বানর-কেশরী যাঁর মনে নাহি শঙ্কা॥
রক্ষকগণেরে বধি উজাড়ে কানন।
তোমার আগেতে বধে অক্ষয় নন্দন॥
দহিয়া নগর সব করিলেক ছার।
বল-গর্ব্ব তবে কোথা আছিল তোমার॥
বৃথা আত্মশ্লাঘা দেব ? না কর এখন।
হৃদয়ে বিচার কর আমার বচন॥
না ভাবিও মনে নাথ ? রামেরে নৃপতি।
চরাচর-নাথ তিনি বলশালী অতি॥
বাণের প্রতাপ ভাল জানিত মারীচ।
না মানিলে তার কথা ভাবি তারে নীচ॥
জনক-সভাতে ছিল অসংখ্য ভূপাল।
ভূমিও আছিলে তথা বলে সুবিশাল॥
সীতারে বিবাহ করে ধনুক ভাঙ্গিয়া।
জিনিলে না কেন তবে সংগ্রাম করিয়া॥
কিছু বল ইন্দ্রসুত জয়ন্ত জানিল;
এক চক্ষু নষ্ট করি তাহে বাঁচাইল॥
সূর্পণখা-গর্ব্ব তুমি দেখেছ নয়নে।
তথাপি বিশেষ লজ্জা নাহি হয় মনে॥
বিরাধ, দূষণ, খরে করিল নিধন।
অবহেলে কবন্ধের বধিল জীবন॥
এক বাণে গেল বালি শমন-ভবন।
অবিদিত তব কিছু নাহি দশানন॥
অবহেলে জলনিধি বান্ধি যেই জন।
সুবেল পর্ব্বতে আসে সহ সৈন্যগণ॥
কৃপার সাগর দিনকরকুল-কেতু।
পাঠাইল দূত তব কল্যাণের হেতু॥
সভা মধ্যে সেহ মথিলেক তব বল।
মৃগপতি মথে যথা করিবরদল॥
অঙ্গদ ও হনুমান যাঁর অনুচর।
রণেতে ভীষণ অতি বলী বীরবর॥
পুনঃপুনঃ তাঁরে নর বলি প্রিয় ? কও।
বৃথা অভিমান অহঙ্কারে পূর্ণ হও॥
হায়! হায়! কান্ত ? রাম সহিত বিরোধ।
কালবশে মনে নাহি হইতেছে বোধ॥
নাহি মারে কাল, করি দণ্ডেতে প্রহার।
হরি লয় বল, বুদ্ধি, ধরম, বিচার॥
শমন নিকটে যার করে আগমন।
ভ্রান্ত হয় মন তার তোমার মতন॥
মারিলেক দুই পুত্র, দহিল নগর।
এখনো সীতারে ফিরি দেহ নৃপবর॥
কৃপাসিন্ধু রঘুনাথে করিয়া ভজন।
সুবিমল যশ নাথ ? করহ অর্জ্জন॥
বাণের সমান শুনি নারীর বচন।
প্রাতে উঠি সভা মধ্যে করিল গমন॥
বৈসে গিয়া সিংহাসনে গর্ব্বেতে মাতিয়া।
অতি অভিমানে ভয় সকল ভুলিয়া॥

যুদ্ধের আয়োজন।

এখানে অঙ্গদে যবে শ্রীরাম ডাকিল।
পাদপদ্মে আসি সেহ প্রণাম করিল॥

---

* পঞ্চবটী বনে মারীচের আহ্বানে [illegible] ভর্ৎসনায় লক্ষ্মণ যখন সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন একটী গণ্ডী বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। রাবণ তাহা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন নাই।

বসা'য়ে নিকটে অতি সমাদর করি।
বলিলেন হাসি কৃপাময় খর-অরি ॥
হ'য়েছে কৌতুক মম বালিনন্দন।
জিজ্ঞাসি তোমারে সত্য বল বাছাধন ॥
রাক্ষসকুলের টীকা হয় দশানন।
অতুলিত ভুজবল বিখ্যাত ভুবন ॥
ছড়িলা মুকুট তবে ভূমি যে তাহার।
পাইলে তুমিহ উহা কহ কি প্রকার ॥
শুনহ সর্ব্বজ্ঞ ? প্রণতের সুখকারী।
না হয় মুকুট উহা ভূপগুণ চারি ॥
ভেদ, দণ্ড, দয়াময় ? সাম আর দান।
নৃপের হৃদয়ে রহে, বেদ করে গান ॥
ধরম-নীতির হয় চারিটি চরণ।
ইহা ভাবি নাথ-পাশে করে আগমন ॥
ধরম বিহীন, প্রভুপদে নাহি নতি।
কালের অধীন হৈল লঙ্কার ভূপতি ॥
সেই হেতু গুণচয় ত্যজিয়া রাবণ।
আসিল কোশলপতে ? করহ শ্রবণ ॥
অতি চতুরতা কর্ণে করিয়া শ্রবণ।
হাসিতে লাগিল প্রভু শ্রীরঘুনন্দন ॥
রাবণের সমাচার বালির নন্দন।
পুনঃ শুনাইল সব করিয়া বর্ণন ॥
শত্রুর সংবাদ সব যখন পাইল।
মন্ত্রীগণে রামচন্দ্র নিকটে ডাকিল ॥
লঙ্কার সুদৃঢ় অতি চারিটি দুয়ার।
কেমনে প্রবেশ করি করহ বিচার ॥
কপিপতি, ঋক্ষপতি আর বিভীষণ।
মনে মনে স্মরি রবিকুলের ভূষণ ॥
মন্ত্রণা করিয়া দৃঢ় করি বিচারণ।
করিলেন চারিভাগ যত সৈন্যগণ ॥
যথাযোগ্য সেনাপতি স্থির করি মনে।
ডাকাইয়া আনে যত দলপতিগণে ॥
প্রভুর প্রতাপ কহি সবে বুঝাইল।
শুনি সিংহনাদ করি সকলে ধাইল ॥
হর্ষ চিত্তে রামপদে মাথা করি নত।
পর্ব্বত-শিখর ধরি ধায় বীর যত ॥
গর্জ্জন তর্জ্জন করে ঋক্ষ-কপিগণ।
কহি জয় রঘুপতি কোশল রাজন ॥
জানিয়াও লঙ্কা-গড় অতীব ভীষণ।
নির্ভয়ে প্রভুর বলে চলে কপিগণ ॥
ঘেরে চারিদিকে করি মহা আড়ম্বর।
বাজায় নিশানবাদ্য বদনে বানর ॥
জয়! জয়! রাম জয়, জয় শ্রীলক্ষ্মণ।
জয়। জয়! কপিপতি সুগ্রীব রাজন ॥
মহা বলবান্ কপি-ভল্লুকেরগণ।
করি সিংহনাদ করে ভীষণ গর্জ্জন ॥
লঙ্কা মধ্যে হইলেক অতি কোলাহল।
অহঙ্কারী দশানন শুনিয়া কহিল ॥
দেখহ ধৃষ্টতা করে বানর কেমন।
হাসি ডাকাইল নিশাচরসৈন্যগণ ॥
আসিয়াছে কালবশে বানর সকল।
ক্ষুধায় কাতর মম নিশাচরদল ॥
অট্টহাস করি শঠ বলিতে লাগিল।
গৃহেতে আনিয়া বিধি ভক্ষ্য যোগাইল ॥
চারিদিকে বীরগণ করহ গমন।
ধরি ধরি ঋক্ষ, কপি করহ ভক্ষণ ॥
উমে ? অভিমান হয় রাবণের হেন।
পদ তুলি করে যেন টিট্টিভ শয়ন * ॥
আদেশ পাইয়া চলে যত নিশাচর।
করে ধরি ভিন্দিপাল সঙ্গীন প্রখর ॥

* প্রবাদ এই যে, টিট্টিভ পক্ষী ডিম্ব রক্ষার জন্য আকাশের দিকে পা তুলিয়া শয়ন করে। অভিপ্রায় এই যে, আকাশ পড়িয়া গিয়া যদি ডিম্ব নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে পায়ের দ্বারা ধারণ করিব।

তোমর, মুদ্গর আর পরিঘ প্রচণ্ড।
কৃপাণ, পরশু, শূল, পর্ব্বতের খণ্ড।
হেরি যেন রক্তবর্ণ শিলাখণ্ডগণ।
ধাবিত হ'তেছে মাংসাহারী খগগণ॥
চঞ্চু ভঙ্গ দুখ তারা না করে চিন্তন।
অজ্ঞান রাক্ষস সব ধাইল তেমন॥
ধরিয়া বিবিধ অস্ত্র দিব্য ধনুর্ব্বাণ।
রণেতে কুশল যাতুধান বলবান্॥
দুর্গের শিখরে গিয়া করে আরোহণ।
অসংখ্য অসংখ্য বীর রণেতে ভীষণ॥
দুর্গের শিখর'পরে শোভা পায় হেন।
মেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে যেন মেঘগণ॥
বাজিছে যুদ্ধের ঢাক, নাগাড়া ভীষণ।
তাহা শুনি উত্তেজিত হয় সৈন্যগণ॥
বাজিতেছে তুরী, ভেরী নাহি সংখ্যা তার।
শুনিয়া ভীরুর মনে ভয়ের সঞ্চার॥
কপিদের উপহাস দেখা নাহি যায়।
সুযোদ্ধা ভল্লুকগণ সুবিশাল কায়॥
ধায় পথাপথ নাহি করিয়া বিচার।
পর্ব্বত চিরিয়া পথ করে আবিষ্কার॥
কট্মট্ করি গর্জ্জে কোটি যোদ্ধৃগণ।
দন্তে কাটি ঠোঁঠ করে ভীষণ তর্জ্জন॥

——:*:——

প্রথম লঙ্কা যুদ্ধ।

এ দিকে রাবণ জয়, সেথা রাম জয়।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ করি জয় জয়॥
পর্ব্বত-শিখর সব রাক্ষস ফেলায়।
লাফাইয়া ধরি কপি ছুড়ে পুনরায়॥

ধরিয়া পর্ব্বত খণ্ড, ঋক্ষ, কপি পরচণ্ড,
ছুড়িয়া ফেলিছে দুর্গোপরি।
ঝাপ্টি চরণে ধরি, পাছাড়ে ভূতলোপরি,
পলাইলে দেয় টীট্কারী॥
তরুণ চপল অতি, গরজিয়া ক্রুদ্ধমতি,
হুঙ্কারিয়া দুর্গেতে চড়িল।
চড়ি ঋক্ষ, কপিগণ, মন্দিরেতে অগণন,
রামগান গাহিতে লাগিল॥
প্রত্যেক বানর বীরে, এক এক নিশাচরে,
ধরি বেগে পলায় সত্বর।
রাক্ষসেরে নীচে করি, নিজে হ'য়ে তদুপরি,
পড়ে গিয়া ধরণী উপর॥

রামের প্রতাপে বলী কপিসৈন্যগণ।
নিশিচরসৈন্যগণে করিল মর্দ্দন॥
যথা তথা দুর্গে পুনঃ চড়িল বানর।
বলি জয় রঘুবীর প্রতাপে ভাস্কর॥
পলাইয়া যায় নিশাচরসৈন্যগণ।
উড়ায় জলদে যথা প্রবল পবন॥
নগরের মধ্যে উঠিলেক হাহাকার।
কাঁদিতে লাগিল শিশু, নারীগণ আর॥
রাবণেরে গালি পাড়ে সকলে মিলিয়া।
রাজ্য করি নিজ মৃত্যু আনিল ডাকিয়া॥
চঞ্চল আপন দল যখন শুনিল।
পলাইল যোদ্ধা সব, রাবণ রোষিল॥
রণেতে বিমুখ ফিরিবেক যেই জন।
কঠিন কৃপাণে তারে করিব নিধন॥
সর্ব্বস্ব খাইয়া, ভোগ করি নানামতে।
ছইল পরাণপ্রিয় সমর-ভূমিতে॥
কঠোর বচন শুনি সবে ভীত হৈল।
লজ্জা পেয়ে ক্রোধভরে সকলে ফিরিল॥
সম্মুখ সমরে মৃত্যু বীরের শোভন।
ইহা ভাবি প্রাণ-আশা ত্যজে সর্ব্বজন॥
ধরিয়া বিবিধ অস্ত্র সব যোদ্ধৃগণ।
ছাড়িয়া হুঙ্কার পুনঃ মিলিল তখন॥
ব্যাকুলিত করিলেক ঋক্ষ-কপিগণে।
পরিঘ, ত্রিশূল আদি অস্ত্রের ক্ষেপণে॥

ভয়াতুর কপিগণ পলায়ন করে।
যদিও শঙ্করি ? তারা জিনিবেক পরে ॥
কেহ কহে কোথা হনুমান ও অঙ্গদ।
নল, নীল, জাম্বুবান, কোথায় দ্বিবিদ ॥
চঞ্চল আপন দল শুনি হনুমান।
সেকালে পশ্চিম দ্বারে ছিল বলবান্ ॥
করে মেঘনাদ তথা ভীষণ সমর।
ভগ্ন নাহি হয় দ্বার অতি দৃঢ়তর ॥
পবনতনয়-মনে ক্রোধ উপজিল।
প্রলয়ের মেঘসম বীর গরজিল ॥
চড়িলেক লাফ দিয়া লঙ্কার উপরে।
মেঘনাদ প্রতি ধায় গিরি ধরি করে ॥
ভাঙ্গি রথ, করিলেক সারথি নিপাত।
করিল হৃদয়ে তার দৃঢ় পদাঘাত ॥
অপর সারথি তারে ব্যাকুল জানিয়া।
ফিরায়ে আনিল ঘরে রথে চড়াইয়া ॥
শুনিল অঙ্গদ, বীর পবননন্দন।
একাকী দুর্গের'পরে করিল গমন ॥
সমরে কুশল অতি বালির নন্দন।
কৌতুকেতে লাফ দিয়া করে আরোহণ ॥
রণে বাধা পেয়ে ক্রুদ্ধ কপি দুই জন *।
রামের প্রতাপ স্মরি হৃদয়ে আপন ॥
ধাইয়া চড়িল দোঁহে রাবণ-ভবনে।
রায়ের দোহাই দেয় ভয়হীন মনে ॥
কলস সহিত গৃহ ভাঙ্গিতে লাগিল।
দেখি নিশাচরগণ ভয়ে ভীত হৈল ॥
বক্ষে করি করাঘাত কান্দে নারীগণ।
উৎপাত করে এবে কপি দুই জন ॥
কপি লীলা করি ভয় সবারে দেখায়।
রামচন্দ্র-গুণগান করিয়া শুনায় ॥

কাঞ্চনের স্তম্ভ পুনঃ ধরিয়া করেতে।
আরম্ভিল উপদ্রব বিবিধরূপেতে ॥
রিপুসৈন্যগণ মাঝে লাফা'য়ে পড়িল।
ভুজবলে সবাকারে মর্দ্দিত করিল ॥
কাহাকেও মারে লাথি, চপেটে কাহায়।
ভজ নাহি রামে এই ফল লহ তায় ॥
একে অন্যজনোপরি করিয়া মর্দ্দন।
ছিন্ন মুণ্ড ল'য়ে বলে করিল ক্ষেপণ ॥
রাবণের অগ্রে গিয়া সে মুণ্ড পড়িল।
ঘোর শব্দে দধিভাণ্ড যেমন ভাঙ্গিল ॥
মহা মহা শ্রেষ্ঠবীর যাহারে পাইল।
পদে ধরি প্রভুপাশে সবারে ছুড়িল ॥
বিভীষণ বলে সব রাক্ষসের নাম।
পাঠান শ্রীরাম তাহাদিকে নিজধাম ॥
খল, নরাহারী, দ্বিজগণ-মাংসভোগী।
পাইল সে গতি যাহা ভিক্ষা করে যোগী ॥
শ্রীরাম কোমল-চিত্ত উমে ? দয়াময়।
ভাবেন রাক্ষস বৈর-ভাবে ভক্ত হয় ॥
দিলেন পরম গতি হেন মনে জানি।
কেবা হেন কৃপাময় বলহ, ভবানি ॥
ভ্রম ত্যজি নাহি ভজে হেন রঘুপতি।
কেবা হেন হতভাগ্য অতি মন্দমতি ॥
বীরশ্রেষ্ঠ হনুমান, অঙ্গদ সুমতি।
প্রবেশিল লঙ্কা-দুর্গে ক'ন রঘুপতি ॥
লঙ্কা মধ্যে কপিদ্বয় শোভিছে কেমন।
মথিছে সাগর দুই মন্দর যেমন ॥
ভুজবলে রিপুদল করিয়া দলন।
হইল-দিবস শেষ বুঝিয়া তখন ॥
অনায়াসে লাফাইয়া দুই কপিবীর।
আসিল তথায় যথা ছিল রঘুবীর ॥

* রাক্ষসগণ দ্বার বন্ধ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহারা দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিতে না পারায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন

প্রভুপদকমলেতে করিল প্রণাম ।
দেখি দুই বীরে প্রফুল্লিত হ'ন রাম ॥
কৃপা নেত্রে রাম দোঁহে করেন দর্শন ।
দূরে গেল শ্রম, দোঁহে হৈল সুখীমন ॥
অঙ্গদ ও হনুমান ফিরিল জানিয়া ।
ভল্লুক, বানর সবে আসিল ফিরিয়া ॥
পাইয়া সন্ধ্যার বল নিশাচরগণ ।
রাবণের জয় করি ধাইল তখন ॥
নিশাচর সেনা হেরি, ফিরি কপিগণ ।
কট্‌মট্‌ নাদে যথা তথা করে রণ ॥
প্রবল উভয় দল করিয়া তর্জ্জন ।
যুদ্ধ করে, হারি নাহি মানে কোন জন ॥
অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ রক্ষঃবীরগণ ।
ঋক্ষ, কপিগণ তথা বিবিধ বরণ ॥
সবল উভয় দল যুদ্ধেতে সমান ।
মহাক্রোধে করে রণ বিবিধ বিধান ॥
বরষার মেঘ, শরতের মেঘ সনে ।
করিতেছে রণ যেন পবন চালনে ॥
অতিকায়, অকম্পন রক্ষঃসেনাপতি ।
সেনারে চঞ্চল হেরি মায়া করে অতি ॥
নিমেষের মধ্যে সব অন্ধকার হৈল ।
পাথর, রুধির, ভস্ম বর্ষিতে লাগিল ॥
দশদিকে নিরখিয়া গাঢ় অন্ধকার ।
কপিগণ মধ্যে হৈল ভয়ের সঞ্চার ॥
একে অন্যজন নাহি দেখিবারে পায় ।
ফুকারিয়া ফুকারিয়া যথা তথা ধায় ॥
সকল মরম রঘুনায়ক জানিল ।
হনুমান-অঙ্গদেরে ডাকায়ে আনিল ॥
সব সমাচার বলিলেন বুঝাইয়া ।
শুনি গেল দোঁহে কপিকুঞ্জর ধাইয়া ॥
হাসি কৃপাময় পুনঃ চাপে দিয়া গুণ ।
ত্বরা করি অগ্নিবাণ করেন ক্ষেপণ ॥
না রহিল অন্ধকার হইল প্রকাশ ।
জ্ঞানের উদয়ে যেন সংশয় বিনাশ ॥
ভল্লুক-বানর সবে আলোক পাইয়া ।
শ্রম, ভয় দূর করি ধাইল রোষিয়া ॥
অঙ্গদ ও হনুমান রণেতে গর্জ্জিল ।
শব্দ শুনি রক্ষঃসৈন্য পলাইয়া গেল ॥
ধাইতে আছাড়ি ফেলে ভূমির উপরে ।
অদ্ভুত করম ঋক্ষ-কপিগণ করে ॥
পায়ে ধরি সিন্ধু মধ্যে ছুড়িয়া ফেলায় ।
মকর, কুম্ভীর, মীনে ধরি ধরি খায় ॥
আঘাত পাইল কেহ সমরে পড়িল ।
কেহ কেহ লঙ্কা মাঝে পলাইয়া গেল ॥
ভল্লুক, মর্কট বীর করয়ে গর্জ্জন ।
নিজ বলে রিপুদল করিয়া মর্দ্দন ॥
নিশা সমধিক জানি চারি কপিদল ।
কোশলপতির পাশে আসিল সকল ॥
শ্রীরাম করুণ নেত্রে হেরিলেন যবে ।
হইল বিগতশ্রম কপিগণ তবে ॥

——:*:——

মাল্যবন্ত এবং রাবণ সংবাদ ।

হেথা সব মন্ত্রীগণে ডাকি দশানন ।
বলে সবে যে যে বীর হইল নিধন ॥
অর্দ্ধসৈন্যদলে কপি করিল সংহার ।
বল ত্বরা করি এবে কি হয় বিচার ॥
মাল্যবন্ত নামে অতি বৃদ্ধ নিশাচর ।
রাবণের মাতামহ বিজ্ঞ মন্ত্রীবর ॥
সুপবিত্র নীতিযুত বলিল বচন ।
মম উপদেশ তাত ? করহ শ্রবণ ॥
যদবধি হরি তুমি আনিলে সীতায় ।
হইতেছে অমঙ্গল কহা নাহি যায় ॥

নিগম, পুরাণ যাঁর সদা যশ গায়।
হেন শ্রীরামের বৈরী সুখ নাহি পায়॥
হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক্ষ বীরবর।
মধু ও কৈটভ দৈত্য খ্যাত চরাচর॥
সে সবারে যেই জন করিল নিধন।
সেই প্রভু কৃপাময় অবতীর্ণ হ'ন॥
কালরূপ ধর, খল-কানন-দহন।
গুণের নিলয় জ্ঞানময় সনাতন॥
শঙ্কর-বিরিঞ্চি যাঁরে করেন সেবন।
বিরোধি তাঁহার সনে বাঁচে কোন্ জন॥
শত্রুতা ছাড়িয়া সীতা করহ অর্পণ।
ভজ কৃপাময় রাম প্রেম-নিকেতন॥
তীক্ষ্ণ বাণ সম লাগে তাহার বচন।
বলে, হেথা হৈতে দুষ্ট ? করহ গমন॥
হইয়াছ বৃদ্ধ নহে মারিতাম তোরে।
বদন তোমার আর না দেখাও মোরে॥
সেহ নিজ মনে হেন করে অনুমান।
বধিতে চাহেন এঁরে করুণানিধান॥
উঠি গেল মাল্যবন্ত কহি কুবচন।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে মেঘনাদ বলিল তখন॥
প্রভাতে দেখিও সবে কৌতুক আমার।
অল্প মাত্র কহি, কার্য্যে করিব বিস্তর॥
পুত্রের বচন শুনি বিশ্বাস হইল।
সপ্রেমে আপন পাশে তারে বসাইল॥
প্রভাত হইল হেন করিতে বিচার।
ভল্লুক-কপিরদল ঘেরে চারিধার॥

——:*:——

মেঘনাদের প্রথম যুদ্ধ

দুর্গম লঙ্কার গড় ঘেরে কপিগণ।
নগরেতে কোলাহল হইল ভীষণ॥
ধরিয়া বিবিধ অস্ত্র নিশাচর ধায়।
গড় হৈতে পর্ব্বতের শিখর ফেলায়॥

পর্ব্বত-শিখর ফেলে, কোটি কোটি অবহেলে,
ধায় গোলা কত শত হেন।
হইতেছে শব্দ যেন, বজ্রপাত ঘনঘন,
গর্জ্জে যেন প্রলয়ের ঘন॥
বিকট মর্কট, ভট, যুঝে করি কটমট,
দেহ তাহে জর্জ্জরিত হৈল।
ধরি সেই শৈল-শিলা, গড় প্রতি চালাইলা,
অগণিত রাক্ষস মরিল॥
মেঘনাদ যবে শুনে, ঘেরে গড় কপিগণে,
সকলে আসিয়া পুনরায়।
দুর্গ হৈতে বাহিরিয়া, দাঁড়ায় সম্মুখে গিয়া,
ঘোর রবে নাগাড়া বাজায়॥

———

কোথায় কোশলপতি ভাই দুই জন।
ধনুর্দ্ধারী বলি যাঁরা খ্যাত ত্রিভুবন॥
কোথায় বা নল, নীল, সুগ্রীব, দ্বিবিদ।
কোথা বলধাম হনুমান ও অঙ্গদ॥
কোথায় র'য়েছে ভ্রাতৃদ্রোহী বিভীষণ।
অবশ্য শঠেরে আজি করিব নিধন॥
এত বলি সুকঠিন বাণ সন্ধানিল।
অতিশয় ক্রোধে বীর আকর্ণ টানিল॥
নানারূপ বাণ সেহ ছাড়িতে লাগিল।
বিবিধ সপক্ষ নাগ যেমতি ধাইল॥
যেখানে সেখানে পড়ে যতেক বানর।
সম্মুখ হইতে নারে সেই অবসর॥
ভয়ে ব্যাকুলিত কপি, ঋক্ষ পলাইল।
যুদ্ধের বাসনা সকলেই পাসরিল॥
রণস্থলে ঋক্ষ, কপি হেন না রহিল।
প্রাণমাত্র অবশিষ্ট যারে না করিল॥
দশ দশ বাণ প্রতিজনেরে মারিল।
কপিবীরগণ ভূমিতলেতে পড়িল॥
সিংহনাদ করি করে ভীষণ গর্জ্জন।
বলবান্ মেঘনাদ রাবণনন্দন॥

কটকে বিহ্বল হেরি পবননন্দন।
অতি ক্রোধে ধায় যেন ধাইল শমন॥
সত্বর উপাড়ি এক মহাগিরিবর।
অতি ক্রোধে ফেলে মেঘনাদের উপর॥
পর্ব্বত দেখিয়া সেহ আকাশে উঠিল।
সারথি, তুরঙ্গ, রথ বিনষ্ট হইল॥
পুনঃপুনঃ হনুমান্ যুদ্ধে আহ্বানিল।
জানে সে মরম, নাহি নিকটে আসিল॥
রঘুপতি পাশে তবে মেঘনাদ গেল।
নানাবিধ কটুবাক্য বলিতে লাগিল॥
নানাবিধ অস্ত্র, শস্ত্র করয়ে ক্ষেপণ।
কৌতুকে কাটিয়া প্রভু করেন বারণ॥
প্রতাপ হেরিয়া মূঢ় হইল ক্রোধিত।
করিতে লাগিল সেহ মায়া নানামত॥
গরুড়ের সঙ্গে যেন খেলে কোন জন।
দেখাইয়া ভয়, সর্প করিয়া ধারণ॥
যাঁহার মায়ার বলে বশীভূত হ'ন।
সৃষ্টির ঈশ্বর ব্রহ্মা আর পঞ্চানন॥
আপনার মায়া তাঁরে করায় দর্শন।
মন্দমতি নিশাচর রাবণনন্দন।
আকাশে উঠিয়া বর্ষে বিপুল অঙ্গার।
ভূতল হইতে বহিলেক জলধার॥
পিশাচ-পিশাচী সব বিবিধ প্রকার।
নাচি নাচি করে ধ্বনি কাট্, মার্, মার্॥
বিষ্ঠা, পূঁজ, রক্ত, অস্থি, কেশ বহুতর।
বরষে কখনো ভস্ম, বিবিধ প্রস্তর॥
বরষিয়া ধূলি কভু করে অন্ধকার।
দেখা নাহি যায় তাহে কর আপনার॥
মায়া হেরি ব্যাকুলিত হৈল কপিগণ।
হেনরূপে হইবেক সবার মরণ॥
হাসিলেন রামচন্দ্র কৌতুক দেখিয়া।
বিশেষ ভয়েতে ভীত সবারে জানিয়া॥
এক বাণে সব মায়া করেন ছেদন।
তিমির বিনাশ করে দিনকর যেন॥
করিলেন কৃপাদৃষ্টি সবার উপরে।
হয় ঘোর রণ কেহ নিবারিতে নারে॥
শ্রীরামের পাশে তবে আদেশ মাগিয়া।
অঙ্গদাদি কপিগণে সঙ্গেতে লইয়া॥
চলিলেন অতি ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণ।
ধরিয়া করেতে ঘোর বাণ-শরাসন॥
কমল নয়ন, বক্ষ-বাহু সুবিশাল।
হিমাচল সম দেহ কিছু তাহে লাল॥
এদিকে রাবণ বহু যোদ্ধা পাঠাইল।
নানা অস্ত্র, শস্ত্র ধরি সকলে ধাইল॥
ভূধর, বিটপী আর নখায়ুধধারী।
ধায় কপিগণ জয় শ্রীরাম! ফুকারি॥
নিজ নিজ জোড় সনে যুঝিতে লাগিল।
জয়েচ্ছা উভয় দলে অত্যল্প না ছিল॥
মুষ্টি, লাথি, দণ্ডাঘাত করি ঘন ঘন।
বধ করি বলে জয়াকাঙ্ক্ষী কপিগণ॥
মার্, মার্, ধর্, ধর্ ধরি ধরি মার্।
মস্তক ভাঙ্গিয়া ধরি বাহু ছিন্ন কর্॥
হেন মহাঘোর রবে আকাশ ভরিল।
প্রচণ্ড কবন্ধ যথা তথায় ধাইল॥
আকাশে কৌতুক দেখে যত সুরবৃন্দ।
কখনো বিস্মিত হয় কখনো আনন্দ॥
শোণিত ভরিয়া গর্ত্তে জমাট বান্ধিল।
ধূলিকণা উড়ি তার উপরে পড়িল॥
জ্বলন্ত অঙ্গারোপরি হইয়া পতিত।
শবদেহ-ভস্ম যেন কৈল আচ্ছাদিত॥
আহত সৈনিকগণ শোভিত কেমন।
কুসুমিত তরুবর কিংশুক যেমন॥
লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ যোদ্ধা দুই জন।
অতি ক্রোধে পরস্পর করে মহারণ॥

কেহ কাহাকেও নাহি জিনিবারে পারে।
ছল, বল, কপটতা মেঘনাদ করে ॥
হ'য়ে অতি ক্রুদ্ধ বীর লক্ষ্মণ তখন।
রথ ভাঙ্গি করিলেন সারথি নিধন ॥
লক্ষ্মণ বিবিধরূপে প্রহার করিল।
প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রাক্ষসের হৈল ॥
অনুমান করে মনে রাবণনন্দন।
হইল সঙ্কট প্রাণ করিবে হরণ ॥

——:*:——

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

বীর-বিনাশক শেল মেঘনাদ ছাড়ে।
তেজঃপুঞ্জ লক্ষ্মণের বক্ষোপরি পড়ে ॥
শক্তির আঘাতে বীর মূর্চ্ছিত হইল।
নির্ভয়েতে মেঘনাদ নিকটেতে গেল ॥
মেঘনাদ সম কোটিশত বীরগণ।
তুলিবারে লক্ষ্মণেরে করিল যতন ॥
অনন্তস্বরূপ যিনি বিশ্বের আধার।
তাঁহারে উঠাতে পারে সাধ্য আছে কার্ ॥
যাঁর ক্রোধানল গৌরি ? করহ শ্রবণ।
চতুর্দ্দশ বিশ্বে করে পলকে দহন ॥
তাঁহারে সংগ্রামে জিনিবারে কেবা পারে।
স্থাবর, জঙ্গম, সুর, নর সেবে যাঁরে ॥
বুঝিবারে এই লীলা পারে সেই নর।
শ্রীরামের কৃপা হয় যাঁহার উপর ॥
ফিরিলেক দুই দল সন্ধ্যাকাল জানি।
একত্র করিয়া সবে আপন সেনানী ॥
অজেয় ব্যাপক ব্রহ্ম বিশ্বের ঈশ্বর।
পুছেন লক্ষ্মণ কোথা রাম রঘুবর ॥
হেনকালে হনুমান লইয়া আসিল।
লক্ষ্মণে হেরিয়া প্রভু দুখিত হইল ॥
জাম্বুবান বলে, বৈদ্য সুষেণ নামেতে।
র'য়েছে লঙ্কায় কেহ যাউক আনিতে ॥
গেল হনুমান অতি ক্ষুদ্র রূপ ধরি।
গৃহ সহ তারে আনিলেক ত্বরা করি ॥
সুষেণ নামেতে বৈদ্য হ'য়ে সমাগত।
শ্রীরামের পাদপদ্মে মাথা করে নত ॥
গিরি ও ঔষধ-নাম সেহ কহি দিল।
পবননন্দন যাও শ্রীরাম কহিল ॥
রামের চরণপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
চলিলেন বায়ুসুত প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥
দূত এক রাবণেরে সব জানাইল।
কালনেমি-গৃহে তবে দশানন গেল ॥
বলিল রাবণ, সেহ সকলি শুনিল।
পুনঃপুনঃ কালনেমি শিরে হাত দিল ॥
দহিল যে জন লঙ্কা সম্মুখে তোমার।
তার পথ রুদ্ধ করে সাধ্য আছে কার ॥
শ্রীরামে ভজিয়া হিত কর আপনার।
কল্পনা জল্পনা বৃথা কর পরিহার ॥
শ্যামল-সুন্দর নীলসরসিজ দেহ।
নয়ন-জুড়ান-ধন হৃদয়ে রাখহ ॥
মায়া, মদ, অহঙ্কার পরিহার করি।
জাগিয়া কাটাও মহা মোহের শর্ব্বরী ॥
ভক্ষণ করেন কালসর্পে যেই জনে।
স্বপনেও তারে কেবা পরাজিবে রণে ॥
শুনি দশানন অতি ক্রোধিত হইল।
কালনেমি মনে মনে বিচার করিল ॥
রামদূত-হস্তে মরি সে হয় উত্তম।
নতুবা এখানে মোর বধিবে জীবন ॥
এত বলি গিয়া পথে মায়া বিরচিল।
বাগান, মন্দির, সরোবর নিরমিল ॥
ভাবিল পবনসুত হেরিয়া আশ্রম।
মুনিরে পুছিয়া জলপানে যাবে শ্রম ॥
রাক্ষস কপট বেশ ধরিয়া তথায়।
মায়াপতি-দূত মুগ্ধ করিবারে চায় ॥

খাইয়া পবনসুত মাথা নোয়াইল।
রাম-গুণ-গাথা সেহ কহিতে লাগিল॥
শ্রীরাম-রাবণে এবে মহারণ হয়।
জিনিবেন রামচন্দ্র নাহিক সংশয়॥
এখানে রহিয়া ভ্রাতঃ ? দেখি যে সকল।
অত্যধিক হয় মম জ্ঞানদৃষ্টি বল॥
চাহিতেই জল, সেহ কমণ্ডলু দিল।
হনু কহে অল্প জলে তৃপ্তি না হইল॥
সরোবরে করি স্নান আইস সত্বর।
জ্ঞান পাবে দীক্ষা তোমা দিব মন্ত্র-বর॥
সরোবরে প্রবেশিতে কপির চরণ।
ধরি কুম্ভীরিণী বেগে করে আকর্ষণ॥
মারিলে তাহারে সেহ দিব্য রূপ ধরি।
বিমানে চড়িয়া যায় গগন উপরি॥
তব দরশনে দেহ নিষ্পাপ হইল।
মুনিবর-সাপ তাত ? এত দিনে গেল * ॥
মুনি নাহি হয় এহ নিশাচর ঘোর।
জানিও কপীন্দ্র ? সত্য বাক্য হয় মোর॥
এতেক কহিয়া গেল অপ্সরা যখন।
হনুমান মুনিপাশে করিল গমন॥
গুরুর দক্ষিণা লহ বলে হনুমান।
পশ্চাতে আমারে মন্ত্র করিবে প্রদান॥
পাছাড়ে তাহার শির লাঙ্গুল জড়া'য়ে।
প্রকাশিল দেহ সেহ মরণ সময়ে॥
রাম ! রাম ! বলি ত্যাগ করিল পরাণ।
শুনি হরষিত মনে চলে হনুমান॥
দেখিলেন গিরি, নাহি ঔষধ চিনিল।
উপাড়িয়া কপিবর পর্ব্বত লইল॥
নিশিযোগে ল'য়ে গিরি হইল ধাবিত।
অযোধ্যাপুরীর পাশে হ'ন উপনীত॥
হেরিয়া ভরত অতি সুবিশাল কায়।
অনুমানে নিশাচর বুঝিলেন তায়॥
ফলক বিহীন করি মারিলেন বাণ।
আকর্ণ টানিয়া বীর করিয়া সন্ধান॥
বাণ খেয়ে মূরছিত পড়ে ভূমিতলে।
কাতরে শ্রীরাম ! রাম ! রঘুপতি ! বলে॥
প্রিয় বাক্য শুনি উঠি ভরত ধাইল।
কপির সমীপে অতি সত্বর আসিল॥
কপিরে বিকল হেরি হৃদয়ে তুলিল।
নাহি জাগে, নানারূপে তারে জাগাইল॥
বিমলিন মুখ, মনে দুখিত হইল।
সজল লোচনে বাক্য বলিতে লাগিল॥
শ্রীরাম-বিমুখ মোরে যে বিধি করিল।
সেহ পুনঃ এই নিদারুণ দুখ দিল॥
থাকয়ে যদ্যপি মম কায়বাক্যমনে।
নিষ্কপট প্রেম রামচন্দ্রের চরণে॥
শ্রমকষ্ট নাশ তবে হৌক কপিবর।
যদি অনুকূল রঘুপতি মমোপর॥
উঠিয়া বসিল কপি বচন শুনিয়া।
জয় ! জয় ! কোশলেন্দ্র অধীশ বলিয়া॥
ভরত কপিরে তবে হৃদে লাগাইল।
দেহ পুলকিত, নেত্র জলেতে ভরিল॥
উথলি উঠিল প্রেম হৃদে নাহি ধরে।
স্মরি রঘুকুলমণি রাম রঘুবরে॥
বল তাত ? কুশলে আছেন রঘুনাথ।
জননী জানকী আর লক্ষ্মণের সাথ॥

* এই কুম্ভীরিণী পূর্ব্ব জন্মে ধান্যমালিনী নাম্নী অপ্সরা ছিল। কোন সময়ে ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করিতে করিতে দুর্ব্বাসা ঋষির দিকে চাহিয়া হাসিয়াছিল, তাহাতে ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া জলজন্তু হও বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলে অপ্সরা বিনীতভাবে ঋষির চরণে প্রণতা হইয়া বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ঋষি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, রামাবতারে হনুমান যখন লক্ষ্মণের জন্য ঔষধ আনিতে গমন করিবে, তখন তোমার উদ্ধার হইবে।

সব সমাচার কপি সংক্ষেপে বলিল।
অনুতাপ করি সেহ দুখিত হইল॥
হায় বিধে! বিশ্বে আমি কেন জন্মিলাম।
কোন্ কাজে শ্রীরামের নাহি লাগিলাম॥
কুসময় বুঝি মনে হইয়া সুস্থির।
বলিলেন কপিবরে পুনঃপুনঃ বীর॥
যাইতে বিলম্ব তব হয় যদি তাত।
হইবেক কার্য্য নষ্ট হইলে প্রভাত॥
পর্ব্বত সহিত বৈস বাণেতে আমার।
পাঠাইব তথা যথা কৃপার আধার॥
শুনিয়া কপির মনে হয় অভিমান।
মম ভারে কিবা চলিবেক ক্ষুদ্র বাণ॥
রামের প্রভাব পুনঃ বিচার করিয়া।
কহে কপি করযোড়ে চরণ বন্দিয়া॥
তোমার প্রতাপ প্রভো? হৃদয়ে রাখিয়া।
রামবাণ সম দ্রুত যাইব ধাইয়া॥
হরষে ভরত তবে আদেশ করিল।
পদে প্রণমিয়া বীর গমন করিল॥
ভুজ-বল-শীল-গুণ-সাগর ভরত।
প্রভুপদে প্রীতি তাঁর অপার অদ্ভুত॥
যাইতে যাইতে পথে নিজ মনেমন।
প্রশংসিল পুনঃপুনঃ পবননন্দন॥
এখানে শ্রীরাম করি লক্ষ্মণে দর্শন।
নরদেহ অনুসারে বলেন বচন॥
অর্দ্ধ রাত্রি হ'ল গত কপি না আসিল।
অনুজে উঠা'য়ে রাম হৃদয়ে লইল॥
কখনো আমারে দুখী দেখিতে না পার।
সদা সুকোমল ভ্রাতঃ? স্বভাব তোমার॥
মম হিত লাগি পিতামাতা ত্যাগ কৈলে।
শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু ক্ষত বিপিনে সহিলে॥
সেই অনুরাগ ভাই? কোথায় এখন।
নাহি উঠ শুনি মম ব্যাকুল বচন॥
বনে তোমা হারাইব যদি জানিতাম।
পিতার বচন মানি নাহি আসিতাম॥
ভবন, তনয়, নারী, বিত্ত, পরিবার।
হয় যায় নিরন্তর বিশ্বে বারবার॥
উঠরে লক্ষ্মণ? হেন বিচারিয়া মনে।
সহোদর ভাই পুনঃ না মিলে ভুবনে॥
পক্ষ বিনা পক্ষী যথা অতিশয় দীন।
মণি বিনা ফণী, করিবর কর হীন॥
তোমা বিনা ভাই তথা আমার জীবন।
রহিবে কঠিন বিধি করিলে রক্ষণ॥
কোন্ সুখে অযোধ্যায় যাইব ফিরিয়া।
নারীর লাগিয়া ভাই তোমা হারাইয়া॥
বরঞ্চ জগতে সহিতাম অপযশ।
নারী হারাইলে ক্ষতি না হয় বিশেষ॥
এবে অপযশ আর বিরহ তোমার।
কঠোর নিঠুর হৃদে সহিবে আমার॥
সুমিত্রা মাতার তুমি প্রথম কুমার।
ছিলে ভ্রাতঃ? তাহে তাঁর প্রাণের আধার॥
সঁপেন তোমারে তিনি করেতে ধরিয়া।
সুখকর শ্রেষ্ঠ মিত্র আমারে জানিয়া॥
কি বলি উত্তর আমি দিব জননীরে।
উঠি কেন তাহা ভাই? নাহি বল মোরে॥
শোকহারী প্রভু হেন বহু শোক করে।
কমললোচন-যুগে জলধারা ঝরে॥
অখণ্ড বিকারহীন উমে? রঘুপতি।
দেখান ভক্তেরে কৃপাময় নর-গতি॥
প্রভুর প্রলাপ কর্ণে করিয়া শ্রবণ।
ব্যাকুলিত হইলেক যত কপিগণ॥
হেনকালে হনুমান করে আগমন।
করুণার মধ্যে বীররস আসে যেন॥
হনুমান সনে মিলিলেন হরষিত।
পরম কৃতজ্ঞ প্রভু জ্ঞানী সুবিদিত॥

উপায় করিল বৈদ্য সত্বর তখন।
হরষিত হ'য়ে উঠি বসিল লক্ষ্মণ॥
হৃদে লাগাইয়া প্রভু মিলে ভ্রাতৃসনে।
আনন্দে মগন হৈল ঋক্ষ-কপিগণে॥
পুনঃ হনুমান বৈদ্যে রাখিল তথায়।
যেরূপেতে যথা হৈতে আনিল তাহায়॥

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।

দশানন শুনে যবে এই সমাচার।
পুনঃপুনঃ মাথা কুটে বিষাদে অপার॥
কুম্ভকর্ণ পাশে যায় ব্যাকুলিত মন।
জাগাইতে তারে বহু করিল যতন॥
জাগিলেক নিশাচর দেখিতে কেমন।
দেহ ধরি কাল উঠি বসিল যেমন॥
কুম্ভকর্ণ বলে ভ্রাতঃ ? করহ শ্রবণ।
তব মুখ শুষ্ক কেন করি নিরীক্ষণ॥
অভিমানী দশানন বলিল সকল।
যেরূপেতে জানকীরে হরিয়া আনিল॥
সব নিশাচর তাত ? মারে কপিগণ।
বড় বড় যোদ্ধাগণ হইল নিধন॥
দুর্ম্মুখ দেবের রিপু নরাহারীগণ।
মহা মহাবীর অতিকায়, অকম্পন॥
অন্য মহোদর আদি যত বীরগণ।
পড়িল সমরে যুদ্ধ করিয়া ভীষণ॥
লঙ্কাধিপতির বাক্য করিয়া শ্রবণ।
খেদ করি কুম্ভকর্ণ বলিল তখন॥
জগন্মাতারে আনি করিয়া হরণ।
আপন কল্যাণ শঠ ? চাহিছ এখন॥
নিশাচরনাথ ? ইহা ভাল না করিলে।
এবে আসি বৃথা কেন মোরে জাগাইলে॥
অদ্যাপিহ তাত ? ত্যাগ করি অভিমান।
ভজহ শ্রীরামচন্দ্রে হইবে কল্যাণ॥

রাম কি মানব হয়, রাক্ষস ঈশ্বর।
হনুমান সম বীর যাঁর অনুচর॥
হায়! হায়! ভ্রাতঃ ? তুমি কি ভ্রম করিলে।
বল প্রথমেই কেন মোরে না জাগা'লে॥
বিরোধ করিলে সহ হেন দেবতার।
শিব, ব্রহ্মা আদি দেব সেবা করে যাঁর॥
নারদ জ্ঞানের শিক্ষা দিলেন আমায়।
সুযোগ না পাইলাম কহিতে তোমায়॥
এবে ভ্রাতঃ ? কোল ভরি কর আলিঙ্গন।
লোচন সফল হবে করি দরশন॥
সুন্দর শ্যামল দেহ, কমললোচন।
দেখিব যাইয়া তাপ-ত্রয়-বিমোচন॥
শ্রীরামের রূপ-গুণ করিয়া স্মরণ।
ক্ষণেকের তরে হয় তাহাতে মগন॥
আনায় রাবণ কোটি মদের কলস।
লক্ষ লক্ষ পালে পাল বিবিধ মহিষ॥
খাইয়া মহিষ সব মদ করি পান।
গর্জ্জিলেক বীর বজ্রাঘাতের সমান॥
মদমত্ত কুম্ভকর্ণ মাতি রণরঙ্গে।
চলে দুর্গ ত্যজি সেনা নাহি ল'য়ে সঙ্গে॥
বিভীষণ অভিমুখে করিল গমন।
নিজ নাম কহি পড়ে ধরিয়া চরণ॥
অনুজে উঠা'য়ে নিজ হৃদে লাগাইল।
রামের সেবক জানি মনে সুখী হৈল॥
ভ্রাতঃ ? পদাঘাত মোরে করে দশানন।
হিতকর সুমন্ত্রণা কহিনু যখন॥
সেই দুখে মিলিলাম রঘুপতি পাশ।
দীন জানি প্রভু মোরে দিলেন আশ্বাস॥
শুন ভ্রাতঃ ? কালবশ হইল রাবণ।
ভাল শিক্ষা সেহ কিসে মানিবে এখন॥
ধন্য, ধন্য, ধন্য তুমি ধন্য বিভীষণ।
হৈলে ভ্রাতঃ ? নিশাচরকুলের ভূষণ॥

উজ্জ্বল করিলে তুমি বংশ নিশাচর।
ভজিয়া শ্রীরামে শোভা-সুখের আগার॥
কর্ম্মমনবাক্যে ছল করি পরিহার।
ভজহ শ্রীরামচন্দ্রে দয়ার আধার॥
এবে মম নিজ পর নাহি বিবেচন।
মৃত্যুর অধীন আমি হ'য়েছি এখন॥
ভ্রাতার বচন শুনি ফিরে বিভীষণ।
আসিলেক যথা ত্রিলোকের বিভূষণ॥
নাথ? পর্ব্বতের সম যাহার শরীর।
আসিয়াছে কুম্ভকর্ণ রণেতে সুধীর॥
কপিগণ হেন বাক্য শুনিল যখন।
কিল্ কিল্ করি সবে ধাইল তখন॥
উপাড়ি লইয়া তরু, বিশাল ভূধর।
কুপিত হইয়া ফেলে তাহার উপর॥
কোটি কোটি গিরিচূড়া করয়ে ক্ষেপণ।
সবে মিলে একেবারে কপিসৈন্যগণ॥
নাহি টলে দেহ, নহে বিমলিন মন।
আকন্দের ফলাঘাতে গজেন্দ্র যেমন॥
মুষ্টির প্রহার তবে করে বায়ুসুত।
মাথা ঘুরি পড়ে ভূমে হ'য়ে ব্যাকুলিত॥
পুনঃ উঠি হনুমানে করিয়া প্রহার।
মূরছিত হ'য়ে পড়ে পবনকুমার॥
নল-নীলে পুনঃ ভূমিতলে আছাড়িল।
যথা তথা বীরগণে পাছাড়ি ফেলিল॥
পলায় বানরগণ পরাণ লইয়া।
না রহে সম্মুখে কেহ ভয়ে ভীত হৈয়া॥
সুগ্রীব সহিত অঙ্গদাদি কপিগণে।
করিয়া মূর্চ্ছিত কুম্ভকর্ণ ঘোর রণে॥
কক্ষেতে চাপিয়া কপিপতিরে লইয়া।
অতি বলবান্ বীর চলিল ধাইয়া॥
করেন নরের লীলা শ্রীরঘুনন্দন।
সর্পসনে খেলে উমে? গরুড় যেমন॥

ভ্রুকুটী-ভ্রূভঙ্গে কালে যে করে ভক্ষণ।
তাঁর পক্ষে হেন যুদ্ধ হয় কি শোভন॥
বিশ্বপূতকরী কীর্ত্তি করেন বিস্তার।
যাহা গাহি হ'বে নর ভবনিধি পার॥
মূরছিত বায়ুসুত জাগিল যখন।
চারিদিকে সুগ্রীবেরে করে অন্বেষণ॥
সুগ্রীবের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল যখন।
কক্ষ হৈতে পিছলিয়া পড়ে মৃত সম॥
দন্তেতে কাটিয়া রাক্ষসের নাক-কাণে।
গরজি আকাশে যবে যায় সেহ জানে॥
চরণে ধরিয়া তারে আছাড়ে ধরায়।
সেহ পুনঃ প্রহারিল উঠিয়া ত্বরায়॥
পুনঃ প্রভুপাশে আসিলেক বলবান্।
বলি জয়! জয়! জয়! করুণানিধান॥
কাটা গেল নাক কাণ যখন জানিল।
হৈল মনে দুখ, ক্রোধ করিয়া ফিরিল॥
সহজে ভীষণ, কাটা নাক-কাণ তায়।
দেখি কপিগণ অতিশয় ভয় পায়॥
জয়! জয়! জয়! জয় রঘুবংশমণি।
ধাইলেক কপিগণ করি ঘোর ধ্বনি॥
একেবারে সবে মিলি তাহার উপর।
ফেলিতে লাগিল বৃক্ষ বিবিধ ভূধর॥
কুম্ভকর্ণ মহাঘোর রণরঙ্গে মাতি।
সম্মুখেতে ধায় যেন কাল ক্রুদ্ধমতি॥
কোটি কোটি ঋক্ষ-কপি ধরি ধরি খায়।
পশে যেন পঙ্গপাল গিরির গুহায়॥
কোটি কোটি ধরি নিজ শরীরে মর্দ্দিল।
কোটি কোটি কপি ধুলিসনে মিশাইল॥
মুখ, নাক আর শ্রবণের পথ দিয়া।
পলায় বানর-ঋক্ষ বাহির হইয়া॥
রণমদে মাতি দর্প করে নিশাচর।
গ্রাসিতে সঙ্কল্প যেন করে চরাচর॥

ফিরালেও নাহি ফিরে সকলে পলায়।
শ্রবণে না শুনে, নেত্রে দেখিতে না পায়॥
কুম্ভকর্ণ কপিসৈন্য করিল নিধন।
শুনিয়া ধাইল নিশাচর সৈন্যগণ॥
দেখিলেন রামসৈন্য বিকল হইল।
নানারূপ রক্ষঃসেনা ধাইয়া আসিল॥
প্রভু ক'ন শুন কপিপতি ও লক্ষ্মণ।
আপনার সৈন্যগণে করহ রক্ষণ॥
দেখিতেছি আমি দুষ্ট কত বল ধরে।
কত শক্তি আছে তার সৈন্যের ভিতরে॥
করে ধরি শার্ঙ্গধনু, কটিতে তূণীর।
দলিতে শত্রুর দল চলে রঘুবীর॥
প্রথমেতে রঘুনাথ ধনু টঙ্কারিল।
সে রবে বধির হইলেক রিপুদল॥
ছাড়িলেন সন্ধানিয়া লক্ষ লক্ষ বাণ।
ধায় পক্ষযুত কাল সর্পের সমান॥
বিপুল নারাচ বাণ যথা তথা গিয়া।
কোটি কোটি যোদ্ধাগণে ফেলিল কাটিয়া॥
কাটিল চরণ, বক্ষ, শির, ভুজদণ্ড।
অসংখ্য অসংখ্য বীর হৈল শত খণ্ড॥
ঘুরি ঘুরি পড়ে ভূমে আহত হইয়া।
সুযোদ্ধা যুঝিল পুনঃ উঠি সামলিয়া॥
বাণ খেয়ে মেঘসম করয়ে গর্জ্জন।
ঘোর বাণ হেরি বহু করে পলায়ন॥
প্রচণ্ড কবন্ধ ধায় মস্তক বিহীন।
ধর্ ধর্, মার্ মার্ করি উচ্চারণ॥
ক্ষণেক মধ্যেতে তবে শ্রীরামের বাণ।
কাটিয়া রাক্ষসগণে করে খান খান॥
পুনরায় শ্রীরামের তূণীর ভিতরে।
আসিয়া প্রবেশ কৈল বাণ সব পরে॥
মনে মনে কুম্ভকর্ণ বিচার করিল।
ক্ষণমধ্যে সৈন্যগণে রাম সংহারিল॥

হইল দারুণ ক্রুদ্ধ বলে মহাবীর।
ছাড়ে ঘন সিংহনাদ অতীব গম্ভীর॥
ক্রোধে মহীধর এক উপাড়ি লইল।
ফেলিল যথায় কপিবীরগণ ছিল॥
ভীষণ পর্ব্বত রাম আসিতে দেখিয়া।
ধূলিসম করি কাটি দেন উড়াইয়া॥
পুনঃ ক্রোধে ধনু ধরি শ্রীরঘুনায়ক।
ছাড়েন করাল অতি বিবিধ সায়ক॥
দেহ মধ্যে প্রবেশিয়া বাহিরায় শর।
বিজলী লুকায় যথা মেঘের ভিতর॥
বহে রক্তধারা তাহে দেহ শোভে হেন।
কজ্জল পর্ব্বতে ঝরে গেরুধারা যেন॥
ব্যাকুল বিলোকি তারে ঋক্ষ-কপি ধায়।
হাসে-সেহ যবে তারা নিকটেতে যায়॥
করিয়া ভীষণ নাদ অতীব গর্জ্জন।
কোটি কোটি কপিগণে করিয়া ধারণ॥
আছাড়ে ভূমির পরে গজরাজ সম।
"রাবণ দোহাই" বীর দিয়া ঘনঘন॥
ভাগিল ভল্লুক আর কপিবীরগণ।
বৃকে হেরি মেষগণ পলায় যেমন॥
ভবানি ? ভল্লুক-কপি যায় পলাইয়া।
করি ঘোর আর্ত্তনাদ ব্যাকুল হইয়া॥
দুর্ভিক্ষের সম হয় এই নিশাচর।
পড়ে যেন কপিকুল-দেশের ভিতর॥
খরারি শ্রীরাম হ'ন কৃপাবারিধারী।
রক্ষ! রক্ষ! প্রণতের দুখ-দূরকারী॥
হেন সকরুণ বাক্য শুনি ভগবান্।
চলিলেন করে ধরি শরাসন বাণ॥
পিছনে রাখিয়া প্রভু নিজ সৈন্যগণে।
চলিলেন বলশালী অতি ক্রুদ্ধ মনে॥
আকর্ষিয়া ধনু শত বাণ সন্ধানিল।
অতি দ্রুত গিয়া দেহে প্রবেশ করিল॥

বাণ খেয়ে মহাক্রোধী এরূপে ধাইল।
কম্পিত ভূধর, ধরা করে টলমল ॥
লইল পর্ব্বত এক হাতে উপাড়িয়া।
রামচন্দ্র সেই ভুজ ফেলেন কাটিয়া ॥
বাম হস্তে গিরি ল'য়ে সেহ তবে ধায়।
সেহ ভুজ কাটি প্রভু ফেলেন ত্বরায় ॥
কাটাভুজে সেই খল শোভিল কেমন।
মন্দর পর্ব্বত পক্ষহীন শোভে যেন ॥
উগ্রভাবে প্রভুপানে করে বিলোকন।
গ্রাসিতে ত্রিলোক যেন করিল মনন ॥
মহাশব্দে করি অতি ভীষণ চীৎকার।
ধাইল খাইতে মুখ করিয়া বিস্তার ॥
গগনেতে দেব-সিদ্ধগণ ভীত হৈল।
হাহাকার করি সবে করে কোলাহল ॥
দেবগণে ভীত জানি করুণানিধান।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু করিয়া সন্ধান ॥
পূরিল রাক্ষস-মুখ দিয়া বহু বাণ।
ভূমিতে না পড়ে তবু মহাবলবান্ ॥
বাণপূর্ণ মুখ ল'য়ে সম্মুখে ধাইল।
কালের তূণীর যেন জীবন্ত আসিল ॥
প্রভু ক্রোধে তীব্র শর করিয়া ধারণ।
করিলেন অবহেলে মস্তক চ্ছেদন ॥
দশানন অগ্রে গিয়া সে শির পড়িল।
মণিহারা ফণীসম ব্যাকুল হইল ॥
কম্পিতা ধরণী, ধায় শরীর প্রচণ্ড।
তাহারেও কাটি প্রভু করেন দ্বিখণ্ড ॥
আকাশ হইতে যেন পড়িল ভূধর।
ঋক্ষ, কপি চাপি পড়িলেক নিশাচর ॥
প্রভু-মুখে তার তেজ প্রবেশ করিল।
সুর-মুনিগণ সব বিস্মিত হইল ॥
বাজা'য়ে দুন্দুভি হরষিত দেবগণ।
নানা স্তব করে করি পুষ্প বরিষণ ॥
বিনয় করিয়া দেবগণ চলি গেল।
হেনকালে দেব-ঋষি সকলে আসিল ॥
গগন উপরে হরিগুণ-গান গায়।
বীররস-মাখা বাক্য প্রভুকে শুনায় ॥
"দুষ্টে ত্বরা বধ কর" বলি মুনি গেল।
রণমাঝে শ্রীরামের কি শোভা হইল ॥

সমর ভূমিতে অতি, শোভা পান রঘুপতি,
বলশালী কোশল ঈশ্বর।
মুখে শ্রমবিন্দুচয়, রাজীবলোচনদ্বয়,
রক্তকণা-রঞ্জিত শরীর ॥
ধরিয়া যুগল করে, ঘুরান ধনুক শরে,
ঋক্ষ-কপি শোভে চারিধারে।
কহেন তুলসীদাস, সে শোভা বর্ণিতে আশ,
বহু মুখে ফণী নাহি করে ॥
অধম রাক্ষস যেহ, অতীব মলিন দেহ,
তাহাকেও দেন নিজ ধাম।
গিরিজে ? সে নর অতি, হতভাগ্য, মন্দমতি,
নাহি ভজে যেবা হেন রাম ॥

দিবা শেষে ফিরি যায় দুই সেনাদল।
রণে শ্রান্ত হৈল অতি সেনানী সকল ॥
কপিদলে বাড়ে বল রামের কৃপায়।
তৃণরাশি লভি অগ্নি যেন বৃদ্ধি পায় ॥
রাক্ষসগণের ক্ষয় হয় দিন দিন।
স্বমুখে বর্ণিলে যথা পুণ্য হয় ক্ষীণ ॥
কাঁদিল রাবণ বহু বিলাপ করিয়া।
ভ্রাতৃ-শির পুনঃপুনঃ হৃদে লাগাইয়া ॥
বক্ষে করাঘাত করি কাঁদে নারীগণ।
তাহার বিপুল বল করিয়া বর্ণন ॥
হেনকালে মেঘনাদ তথায় আসিল।
কহিয়া পিতারে নানারূপে বুঝাইল ॥

এখন হইতে কিবা গৌরব করিব।
দেখিবেন কালি নরে অবশ্য নাশিব॥
ইষ্টদেব পাশে বর লভিলাম যাহা।
হে তাত ? তোমারে নাহি শুনাইনু তাহা॥
রাধিকাপ্রসাদ বলে ব্যর্থ সব বল।
রামের চরণ বিশ্বে ভরসা কেবল॥

—:*:—

মেঘনাদের দ্বিতীয় যুদ্ধযাত্রা।

(রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন।)

জল্পনা করিতে হেন প্রভাত হইল।
চারি দ্বারে গিয়া কপিগণ থানা দিল॥
এ দিকে ভল্লুক-কপি কালসম বীর।
ও দিকে রজনীচর রণে অতি ধীর॥
নিজ নিজ জয় হেতু যুঝে যোদ্ধৃগণ।
খগেশ ? যুদ্ধের কথা না হয় বর্ণন॥
মায়াময় রথোপরি করি আরোহণ।
গগনেতে মেঘনাদ করিল গমন॥
প্রলয়ের মেঘ সম করিল গর্জ্জন।
অতিশয় ভয়ে ভীত হয় কপিগণ॥
শক্তি, শূল, তরবারি বিবিধ কৃপাণ।
নানাবিধ অস্ত্র, শস্ত্র বজ্রের সমান॥
পরিঘ, পরশু, ফেলে ভীষণ পাষাণ।
আরম্ভিল বরষিতে নানাবিধ বাণ॥
আকাশের দশ দিক্ বাণেতে ছাইল।
মঘা নক্ষত্রেতে মেঘ বর্ষে যেন জল॥
ধর্ ধর্, মার্ মার্ শব্দ কপি শুনে।
কে কাহারে মারে তাহা কেহ নাহি জানে॥
গিরি, তরু ল'য়ে কপি আকাশেতে ধায়।
দুখিত হইয়া ফিরে দেখিতে না পায়॥
ঘাট, বাট সমুদয় পর্ব্বত কন্দর।
করিলেক মায়াবলে শরের পিঞ্জর॥

যাবে কোথা ! ব্যাকুলিত বানরের দল।
বাঁধিল বাসব যেন মন্দর অচল॥
অঙ্গদ, পবনসুত, নল আর নীল।
হইল বিকল অতি সবে রণশীল॥
লক্ষ্মণে, সুগ্রীবে, বিভীষণে পুনরায়।
শরে শরে করিলেক জর্জ্জরিত কায়॥
পুনঃ রঘুপতি সনে যুঝিতে লাগিল।
সর্প হ'য়ে বাণ সব দৌড়িতে লাগিল॥
হইলেন নাগপাশে আবদ্ধ খরারি।
যদিও স্বাধীন, অন্তহীন, অবিকারী॥
করেন কপট লীলা নটের সমান।
সতত স্বতন্ত্র প্রভু রাম ভগবান্॥
রণশোভা হেতু আপনারে বাঁধাইল।
দশা হেরি দেবগণ দুখিত হইল॥
গিরিজে ? যাঁহার নাম করি উচ্চারণ।
ছিন্ন করে নর ঘোর ভবের বন্ধন॥
হইতে পারে কি কভু তাঁহার বন্ধন।
সর্ব্বঘটবাসী প্রভু নিত্য নিরঞ্জন॥
রামের সগুণলীলা শুন গিরিসুতে।
মন্দ-বুদ্ধি-বাক্য নাহি পারয়ে বুঝিতে॥
তত্ত্বজ্ঞ, বিরাগী জন বিচারিয়া হেন।
সর্ব্ব তর্ক ত্যজি করে রামের ভজন॥
মেঘনাদ সৈন্যগণে করি ব্যাকুলিত।
পুনঃ কুবচন বলে হ'য়ে প্রকটিত॥
"দাঁড়াও ক্ষণেক দুষ্ট" বলে জাম্বুবান।
শুনি মেঘনাদ হৈল অতি ক্রোধবান্॥
বৃদ্ধ জানি তোরে দুষ্ট কৈনু পরিহার।
ডাকিস্ যুঝিতে মোরে করিয়া হুঙ্কার॥
এত বলি চালাইল ত্রিশূল ভীষণ।
জাম্বুবান ধায় তাহা করিয়া ধারণ॥
মেঘনাদ-বক্ষে উহা সজোরে মারিল।
ঘুরি ঘুরি সুরঘাতী ভূতলে পড়িল॥

পদে ধরি পুনঃ ক্রোধে তারে ঘুরাইল।
দেখাইয়া নিজ বল ভূমিতে ফেলিল ॥
বর হেতু মরিয়াও সেহ না মরিল।
পায়ে ধরি পুনঃ তারে লঙ্কাতে ফেলিল ॥
হেথায় নারদ মুনি গরুড়ে পাঠায়।
ত্বরা করি সেহ রামচন্দ্র পাশে যায় ॥
মায়ার রচিত নাগগণে খগপতি।
ধরি ধরি খাইলেক অতি দ্রুতগতি ॥
তখন রাক্ষসী-মায়া সকল ঘুচিল।
হইলেক হরষিত বানরের দল ॥
ধরিয়া পর্ব্বত, বৃক্ষ, প্রস্তর, নখর।
ক্রোধ ভরে কপিগণ ধায় দ্রুততর ॥
পলায় রাক্ষসগণ বিকল হইয়া।
দ্রুতবেগে ধেয়ে সব, দুর্গে চড়ে গিয়া ॥

——:*:——

মেঘনাদের তৃতীয় যুদ্ধযাত্রা ও মেঘনাদ বধ।

জাগিলেক মেঘনাদ মূর্চ্ছা ভঙ্গ হৈল।
হেরিয়া পিতারে অতি লজ্জা বোধ কৈল ॥
পর্ব্বতকন্দরে গেল সত্বর হইয়া।
করিব অজয় যজ্ঞ মনে বিচারিয়া ॥
সন্ধান পাইয়া তবে বিভীষণ কয়।
শুন প্রভো ? সমাচার এইরূপ হয় ॥
অপবিত্র যজ্ঞ মেঘনাদ আরম্ভিল।
দেবগণে দুখ দিতে মায়াধারী খল ॥
প্রভো ? সেই যজ্ঞ তার যদি সিদ্ধ হয়।
সত্বর রিপুর নাহি হ'বে পরাজয় ॥
শুনি রঘুপতি অতিশয় সুখী হৈল।
অঙ্গদাদি কপিগণে বলিতে লাগিল ॥
লক্ষ্মণের সঙ্গে সবে করহ গমন।
ত্বর গিয়া যজ্ঞ-ধ্বংস করিয়া যতন ॥
সংগ্রামে তুমিহ তারে মারহ লক্ষ্মণ।
দেবগণে ভীত হেরি দুখী মোর মন ॥
বলে বা কৌশলে বধ করহ তাহায়।
যেরূপ উপায়ে নিশাচর ক্ষয় পায় ॥
শুনহ সুগ্রীব, জাম্বুবান, বিভীষণ।
থাকিও সঙ্গেতে সৈন্যসহ তিন জন ॥
লক্ষ্মণ শ্রীরাম আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া।
ধরি ধনুর্ব্বাণ, তূণ কটিতে আঁটিয়া ॥
প্রভুর প্রতাপ হৃদে স্মরি রণধীর।
বলে মেঘশব্দ সম বচন গম্ভীর ॥
তারে না বধিয়া যদি আসি আজি ফিরে।
শ্রীরামের দাস কেহ না বলিবে মোরে ॥
শত শত শিব যদি হ'য়েন সহায়।
রামের শপথ তবু বধিব উহায় ॥
রঘুপতি-পাদপদ্মে করিয়া প্রণতি।
চলিলা অনন্তদেব করি দ্রুতগতি ॥
অঙ্গদ, ময়ন্দ, নল, নীল, হনুমান।
সঙ্গে সঙ্গে গেল সব যোদ্ধা বলবান্ ॥
তথা গিয়া দেখিতে পাইল কপিগণ।
মহিষ-রুধিরে সেহ করিছে হবন ॥
কপিগণ তবে যজ্ঞ বিধ্বংস করিল।
নাহি উঠে যতক্ষণ তাহে গালি দিল ॥
তথাপিও নাহি উঠে ধরে কেশে গিয়া।
ল্যাথি মারি মারি পুনঃ যায় পলাইয়া ॥
ত্রিশূল লইয়া ধায় ভাগে কপিগণ।
লক্ষ্মণ-সম্মুখে সেহ আসিল তখন ॥
হইয়া অতীব ক্রুদ্ধ তথায় আসিল।
পুনঃপুনঃ ঘোর রবে গর্জ্জিতে লাগিল ॥
রোষিয়া পবনসুত অঙ্গদ ধাইল।
ত্রিশূল আঘাতে দোঁহে ভূতলে ফেলিল ॥
লক্ষ্মণ উপরে শূল ছাড়িল প্রচণ্ড।
লক্ষ্মণ কাটিয়া শরে করে দুই খণ্ড ॥

উঠিয়া অঙ্গদ-হনুমান পুনরায়।
মারে ক্রোধে কিন্তু সেহ দুখ নাহি পায়॥
মারিলে না মরে রিপু ফিরে বীরগণ।
ঘোর শব্দে মেঘনাদ ধাইল তখন॥
আসিতে দেখিয়া ক্রোধে যেন মহাকাল।
ছাড়েন লক্ষ্মণ বাণ অতীব করাল॥
বজ্রসম সেই বাণ আসিতে দেখিয়া।
অন্তর্হিত হৈল খল সত্বর হইয়া॥
নানা বেশ ধরি যুদ্ধ করে পাপাশয়।
কভু প্রকটিত কভু অতি দূরে রয়॥
দেখিয়া অজেয় রিপু ভীত কপিগণ।
হইলেন অতি ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ তখন॥
খেলাইনু এই দুষ্টে আমি বহুক্ষণ।
মনে মনে ইহা দৃঢ় করিয়া লক্ষ্মণ॥
রামের প্রতাপ মনে স্মরণ করিয়া।
অতি দর্পে বাণ ছাড়িলেন সন্ধানিয়া॥
ছাড়িলেন বাণ তার হৃদয়ে লাগিল।
মরণ সময়ে মায়া সকল ত্যজিল॥
কোথা রামানুজ কোথা রাম ভগবান্।
এত বলি বীর শ্রেষ্ঠ ত্যজিল পরাণ॥
ধন্য ধন্য ইন্দ্রজিৎ জননী তোমার।
অঙ্গদ ও হনুমান কহে বারবার॥
অনায়াসে হনুমান উঠা'য়ে লইল।
লঙ্কার দ্বারেতে গিয়া রাখিয়া আসিল॥
দেবতা, গন্ধর্ব্ব শুনি তাহার মরণ।
আসিল গগনে করি রথে আরোহণ॥
বরষি কুসুমরাশি দুন্দভি বাজায়।
রামের বিমল যশ মহানন্দে গায়॥
জয়! জয়! শ্রীলক্ষ্মণ জগৎ-আধার।
তুমি প্রভো? সর্ব্বদেবে করিলে নিস্তার॥
স্তব করি সিদ্ধ, মুনি, দেবগণ গেল।
কৃপাসিন্ধু রাম পাশে লক্ষ্মণ আসিল॥

পুত্রের নিধন যবে শুনে দশানন।
মুরছিত ভূমিতলে পড়িল তখন॥
রোদন করিলা অতি রাণী মন্দোদরী।
বিবিধ বিলাপি বক্ষে করাঘাত করি॥
শোকে ব্যাকুলিত যত পুরবাসিগণ।
কহে সবে অতি হতভাগ্য দশানন॥
বিবিধ বিধানে তবে রাজা দশানন।
সব রমণীরে কহে প্রবোধ বচন॥
জগৎ নশ্বর হয় দেখ সর্ব্বজন।
আপনার হৃদি মাঝে করি বিবেচন॥
জ্ঞান-শিক্ষা সবাকারে দেন লঙ্কাপতি।
নিজে কিন্তু সে বিষয়ে না করেন মতি॥
পর উপদেশে পটু হন বহুজন।
দুর্লভ সে জন যেই করে আচরণ॥

রাম ও রাবণের প্রথম দিনের যুদ্ধ।

নিশা অবসানে হৈল প্রভাত যখন।
ঋক্ষ-কপি চারি দ্বারে করিল বেষ্টন॥
যোদ্ধৃগণে ডাকি তবে দশানন কয়।
সম্মুখ সমরে হয় যাহাদের ভয়॥
পলাইয়া যা'ক তারা বরঞ্চ এক্ষণে;
ভাল নাহি হবে যদি ভঙ্গ দেয় রণে॥
নিজ ভুজবলে শত্রু করিনু বর্দ্ধন।
দানিব উত্তর, শত্রু কৈল আক্রমণ॥
এত বলি বায়ুবেগে রথ সাজাইল।
যুদ্ধবাদ্য ঘোর রবে বাজিতে লাগিল॥
অতুলিত বলী চলে বীর সমুদায়।
কজ্জলের মেঘ যেন ঝড়ে উড়ি যায়॥
অমিত অশুভ চিহ্ন ঘটে সেই ক্ষণে।
নিজ ভুজবল গর্ব্বে তাহা নাহি গণে॥

অতিশয় গর্ব্ব মনে, শুভাশুভ নাহি গণে,
হস্ত হ'তে খসে অস্ত্রগণ।
রথ হৈতে পড়ে সব, গজ,বাজি করে রব,
দল হৈতে করে পলায়ন॥
শৃগাল, শকুনি সব, করে বিকরাল রব,
করে অতি কুক্কুর রোদন।
মহাকাল-দূত যেন, পেচক ডাকিছে হেন,
করি রব অতীব ভীষণ॥
সম্পদ কি হয় তার, মঙ্গল শকুন আর,
স্বপনেও শান্ত হয় চিত।
ভূতদ্রোহে রত অতি, মোহের অধীন মতি,
যেবা রামদ্রোহী কামে রত॥

চলিল রাক্ষসসৈন্য না হয় গণন।
রথ, গজ, অশ্বারোহী, পদাতিকগণ॥
বিবিধ প্রকার রথ বিবিধ বাহন।
ধ্বজ ও পতাকা শোভে বিবিধ বরণ॥
দলে দলে চলিলেক মত্তগজগণ।
বরষার মেঘে যেন প্রেরিল পবন॥
বিবিধ বরণ চলে দানব নিচয়।
সকলে মায়াবী যুদ্ধে বীর অতিশয়॥
বিচিত্র বাহিনী হেন হইল সজ্জিত।
সাজিল বসন্ত যেন সেনার সহিত॥
চলিলেক সৈন্যগণ, দিগ্‌গজ টলিল।
ক্ষুভিত পয়োধি, গিরি কাঁপিতে লাগিল॥
উড়ে ধূলি তাহে রবি হ'ন আচ্ছাদিত।
স্তম্ভিত পবন, ধরা হৈল ব্যাকুলিত॥
যুদ্ধ-ঢাক ঘোর রবে বাজিতে লাগিল।
প্রলয়ের কালে যেন মেঘ গরজিল॥
সানাই, নাগাড়া বাজে ভেরী মনোহর।
বীররাগে যোদ্ধৃগণে হয় সুখকর॥
করে সিংহনাদ ঘোর-দর্প বীরগণ।
আপন পৌরুষ, বল করি উচ্চারণ॥

বলে দশানন, শুন যত বীরগণ।
ভল্লুক-বানর দলে করহ মর্দ্দন॥
উভয় ভ্রাতারে আমি করিব নিধন।
এত বলি সম্মুখে চালায় সৈন্যগণ॥
কপিগণ যবে এই সমাচার পায়।
রামের দোহাই দিয়া দ্রুত সবে ধায়॥

ধাইল বিশাল, মর্কট করাল,
ভল্লুক কালের সম।
বাণের প্রেরণে, উড়ে গিরিগণে,
পক্ষযুত হ'য়ে যেন॥
নখ, দন্ত, গিরি, বৃক্ষায়ুধধারী,
শঙ্কাহীন বলবান্।
দশানন-গজ, রাম-মৃগরাজ,
গাহি জয় রাম গান॥
দুই দিকে জয়, কহি সমুদয়,
সমান বীরের সনে।
যুঝে কপিগণ, গাহি রামগুণ,
রক্ষঃ রাবণের গুণে॥

রথেতে রাবণ, রথ হীন রঘুবীর।
দেখি বিভীষণ মনে হইল অধীর॥
প্রেমাধিক্য মনে অতি সন্দেহ হইল।
বন্দিয়া চরণ প্রেমে বলিতে লাগিল॥
পাদুকা নাহিক নাথ? নাহি রথ তবে।
বীর বলবান্ রিপু, কেমনে জিনিবে॥
শুন সখে! বলিলেন করুণানিধান।
জয় হয় যেই রথে তাহা হয় আন॥
শৌর্য্য, ধৈর্য্য হয় দুই সে রথের চাকা।
সত্যতা শীলতা দুই ধ্বজ ও পতাকা॥
বল ও বিবেক, দম, পরহিত ঘোড়া।
সমতা ও ক্ষমা দয়া-রজ্জু দিয়া জোড়া॥

দন্ত কট্‌মট্ করি যত শিবাগণ।
হুয়া হুয়া করি করে রুধির ভক্ষণ॥
কবন্ধ অসংখ্য কোটি মুণ্ড বিনা চলে।
মস্তকনিচয় ভূমে পড়ি "জয়" বলে॥

মুণ্ড বলে জয় জয়, প্রচণ্ড কবন্ধচয়,
মুণ্ড বিনা করয়ে গমন।
রণ মাঝে যেই জন, মরে করি ঘোর রণ,
যায় সেহ ইন্দ্রের ভবন॥
নিশিচর সৈন্যগণ, বিমর্দ্দিয়া গরজন,
করে ঋক্ষ-কপি দর্পভরে।
সমর আঙ্গিনা'পরে, বীরেরা শয়ন করে,
হত হ'বে শ্রীরামের শরে॥
হৃদয়েতে বিচারণ, করিলেক দশানন,
রক্ষঃকুল হইল সংহার।
একা আসি অসহায়, ঋক্ষ, কপি বহু তায়,
মায়া এবে করিব অপার॥

দেবগণ শ্রীরামেরে ভূমিতে দেখিল।
অতিশয় ক্ষোভ হৃদয়েতে উপজিল॥
সুরপতি নিজ রথ দিল পাঠাইয়া।
হরষে মাতলি তাহা আসিল লইয়া॥
তেজঃপুঞ্জ রথ দিব্য অতীব সুন্দর।
হাসি আরোহণ করেন কোশলেশ্বর॥
চঞ্চল তুরগ চারি অতি মনোহর।
মনসম গতিকারী অজর অমর॥
রঘুনাথে রথারূঢ় করি দরশন।
পাইয়া বিশেষ বল ধায় কপিগণ॥
সহ্য নাহি হয় কপিগণের প্রহার।
তবে দশানন মায়া করিল বিস্তার॥
সে মায়াতে ভুলে সবে রঘুনাথ বিনে।
সকলেই অতিশয় সত্য বলি মানে॥

দেখে কপিগণ রক্ষঃসেনার ভিতর।
অনুজ সহিত বহু কোশল-ঈশ্বর॥
দরশন করি বহু শ্রীরামলক্ষ্মণ।
বানর-ভল্লুক হৈল ভয়াকুল মন॥
লক্ষ্মণ সমেত সবে চিত্রার্পিত যেন।
যথা তথা দাঁড়াইয়া করে নিরীক্ষণ॥
নিজ সৈন্যে সচকিত করি দরশন।
হাসি রঘুপতি ধরি বাণ-শরাসন॥
নিমেষের মধ্যে মায়া করেন হরণ।
হরষিত হইলেক কপিসৈন্যগণ॥
পুনঃ রাম সবাপানে করি নিরীক্ষণ।
বলিলেন মৃদু মৃদু গম্ভীর বচন॥
আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখহ এখন।
হইয়াছ অতি শ্রান্ত সব বীরগণ॥
এতবলি রথ রাম দেন চালাইয়া।
বিপ্রের চরণপদ্মে প্রণাম করিয়া॥
তবে দশানন অতি ক্রোধিত হইল।
গর্জ্জন তর্জ্জন করি সম্মুখে ধাইল॥
যে সব যোদ্ধায় তুমি জিনিয়াছ রণে।
তাপস ? তেমন মোরে না ভাবিহ মনে॥
রাবণের নাম-যশ বিখ্যাত ভুবন।
যার কারাগারে বন্দী লোকপালগণ॥
মারিয়াছ তুমি খর, কবন্ধ, দূষণ।
বধেছ বেচারা বালি ব্যাধের মতন॥
নিশাচর বীরগণে করেছ সংহার।
মারিয়াছ কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদে আর॥
সকল শত্রুতা আজি করিব সাধন।
রণ তাজি যদি নাহি কর পলায়ন॥
পাঠা'ব নিশ্চয় আজি কালের সদন।
কঠিন রাবণ করে পড়েছ এখন॥
শুনি দুর্ব্বচন, তারে কালবশ জানি।
হাসি হাসি বলিলেন রাম রঘুমণি॥

সত্য, সত্য, সত্য, সব প্রভুত্ব তোমার।
দেখাও পৌরুষ, বৃথা কহ কেন আর॥
করিলে গৌরব নিজ কীর্ত্তিনাশ হয়।
ধৈর্য্য ধরি নীতিবাক্য শুন দুরাশয়॥
ত্রিবিধ পুরুষ হয় সংসার মাঝেতে।
গোলাপ, রসাল আর কাঁঠাল রূপেতে॥
একে পুষ্প দেয়, অন্যে দেয় পুষ্প-ফল।
অন্য হৈতে ফল লাভ হয়ত কেবল॥
একে বলে নাহি করে, কহে, করে আন।
অন্য জনে করে মাত্র না করে বাখান॥
রামবাক্য শুনি হাসি বলে দশানন।
জ্ঞান-শিক্ষা তুমি মোরে দিতেছ এখন॥
শত্রুতা করিলে যবে না করিলে ভয়।
এখন পরাণ প্রিয় লাগে অতিশয়॥
কহি দুর্ব্বচন ক্রুদ্ধ হ'য়ে দশশির।
ছাড়িতে লাগিল রোষে বজ্রসম তীর॥
বিবিধ আকার বাণ অতি বেগে ধায়।
গগন, ধরণী সব দিগ্বিদিক ছায়॥
অগ্নিবাণ ছাড়িলেন প্রভু রঘুবীর।
ক্ষণমাঝে দগ্ধ কৈল রাক্ষসের তীর॥
ছাড়িল ভীষণ শক্তি ক্রোধ করি অতি।
বাণাঘাতে ফিরি পাঠালেন রঘুপতি॥
কোটি কোটি চক্র আর ত্রিশূল প্রহারে।
তৃণসম কাটি প্রভু সকল নিবারে॥
হইল বিফল রাবণের শর হেন।
নিষ্ফল খলের সব মনোরথ যেন॥
মারিলেক শত বাণ মাতলি উপরে।
ভূমে পড়ি "জয় রাম" ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
উঠান সূতেরে কৃপা করি রঘুপতি।
তবে প্রভুমনে ক্রোধ উপজিল অতি॥
হইলেন রঘুপতি ক্রুদ্ধ অতিশয়।
ছট্‌ফট্ করে তূণস্থিত বাণচয়॥
প্রচণ্ড কোদণ্ড ধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
গ্রাসিল রাক্ষসগণে ভয়-সমীরণ॥
রাণী মন্দোদরী-বক্ষ কাঁপিতে লাগিল।
কাঁপিল কমঠ আর ভূধর টলিল॥
দিগ্‌গজ চীৎকার করি ধরা ধরে দাঁতে।
হেরিয়া কৌতুক দেব লাগিল হাসিতে॥
আকর্ণ পর্য্যন্ত ধনু করি আকর্ষণ।
ছাড়িলেন বাণ তাহা অতীব ভীষণ॥
শ্রীরামচন্দ্রের বাণ করয়ে গমন।
লক্ লক্ করি যেন ধায় সর্পগণ॥
পক্ষযুত সর্পসম চলে বাণগণ।
প্রথমে সারথি, অশ্ব করে বিনাশন॥
কেতু ও পতাকা রথ বিনাশ করিল।
গরজে রাবণ, মনে শক্তিহীন হৈল॥
ক্রুদ্ধ হয়ে অন্য রথে করি আরোহণ।
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র করয়ে ক্ষেপণ॥
বিফল হইল তার সকল উদ্যম।
পরদ্রোহনিরতের বাসনা যেমন॥
তবে ত রাবণ দশ শূল চালাইল।
চারি অশ্বে মারি ভূমিতলে ফেলাইল॥
তুরগে উঠান কোলে শ্রীরঘুনায়ক।
গুণ দিয়া শরাসনে ছাড়েন শায়ক॥
রাবণের শির-পদ্মবনে বিচরণ।
করিতে চলিল শ্রীরামের বাণগণ॥
দশ দশ বাণে মারিলেন দশ শির।
অবিচ্ছেদে পড়ে ধারা বহিয়া রুধির॥
বহিছে রুধির ধারা ধায় বলবান্।
করেন ধনুকে প্রভু শরের সন্ধান॥
ছাড়িলেন ত্রিশ বাণ শ্রীরঘুনন্দন।
ভুজ ও মস্তকগণে করিল ছেদন॥
কাটিতেই পুনঃ সব হইল নূতন।
পুনরায় রাম তাহা করেন ছেদন॥

কাটিলে ত্বরায় হয় নূতন আবার।
কাটেন মস্তক, ভুজ প্রভু বহুবার॥
পুনঃপুনঃ ভুজ, শির কাটে প্রভুবর।
অতীব কৌতুকী মনে কোশল-ঈশ্বর॥
মস্তকে-বাহুতে তবে ছাইল গগন।
মনে হয় কেতু, রাহু শোভে অগণন॥
গগনের পথে রাহু, কেতু অগণন।
ছুটাইয়া রক্তধারা করিছে গমন॥
রামের প্রচণ্ড বাণ লাগে ঘনঘন।
তাহাতেও নাহি হয় ভূমিতে পতন॥
মস্তক করিয়া বিদ্ধ এক এক বাণ।
উড়িছে গগনে তাহে শোভা হয় হেন॥
সূর্য্যের কিরণরাশি ক্রুদ্ধ হ'য়ে যেন।
যথা তথা রাহুগণে করয়ে ছেদন॥
যেমন কাটেন প্রভু মস্তক তাহার।
সেইরূপ হয় তাহা দেখিতে অপার॥
সেবিতে বিষয়-সুখ বর্দ্ধিত যেমন।
প্রতিদিন কামদেব নূতন নূতন॥
মস্তক বর্দ্ধিত হয় দেখিয়া রাবণ।
হইল অতীব ক্রুদ্ধ ভুলিল মরণ॥
মহা অভিমানী মূঢ় করি গরজন।
দশ চাপে গুণ দিয়া ধাইল তখন॥
রণভূমে দশানন হইল ক্রোধিত।
বরষিয়া বাণ ঢাকে শ্রীরামের রথ॥
এক দণ্ড কাল রথ দেখা নাহি যায়।
ঢাকিলেক দিবাকরে যেন কুয়াসায়॥
দেবগণ হাহাকার করিতে লাগিল।
তবে ক্রুদ্ধ হ'য়ে প্রভু কার্ম্মুক ধরিল॥
নিবারিয়া শর কাটিলেন রিপু-শিরে।
গগন, পৃথিবী, দশদিকে তাহা পূরে॥
গগনমার্গেতে ধায় কাটামুণ্ডগণ।
জয়ধ্বনি করি করে ভয় প্রদর্শন॥

কোথা হনুমান, কোথা সুগ্রীব লক্ষ্মণ।
কোথায় কোশলপতি শ্রীরাম এখন॥
কোথা রাম বলি ধাইলেক মুণ্ডগণ।
দেখিয়া বানরগণ করে পলায়ন॥
রঘুবংশমণি ধনু সন্ধান করিয়া।
গাথিলেন মুণ্ড সব বাণেতে হাসিয়া॥
কালিকা মুণ্ডের মালা করিয়া ধারণ।
বহুবিধ হস্ত যেন করি প্রসারণ॥
রুধির নদীতে যেন করিয়া মজ্জন।
চলিল সংগ্রাম বট করিতে পূজন॥
পুনঃ লঙ্কাপতি অতি হ'য়ে ক্রুদ্ধ মন।
প্রচণ্ড শকতি এক করিল ক্ষেপণ॥
বিভীষণপাশে তাহা করিল গমন।
কাল যেন দণ্ড ধরি করে আগমন॥
ক্ষুরধার শক্তি এক আসিতে দেখিয়া।
রাখেন প্রতিজ্ঞা নিজ কৃপালু হাসিয়া॥
ত্বরা করি বিভীষণে পশ্চাতে করিয়া।
বক্ষ পাতি ল'ন শক্তি শ্রীরাম আসিয়া॥
শক্তি লাগি কিছুক্ষণ মূর্চ্ছিত হইল।
প্রভু-লীলা হেরি দেব হইল বিকল॥
স্তম্ভিত হ'লেন প্রভু দেখি বিভীষণ।
ধায় ক্রুদ্ধ হ'য়ে গদা করিয়া ধারণ॥
অরে হতভাগ্য শঠ? কুবুদ্ধি অবোধ।
সুর, নর, মুনিগণ সহিত বিরোধ॥
সাদরে শিবের পদে মাথা বলি দিলে।
একের বদলে কোটি মস্তক পাইলে॥
এখনো বাঁচিয়া খল? আছ সে কারণ।
শিয়রে নাচিছে কাল তোমার এখন॥
রাম-বৈরী শঠ? চাহ সম্পদ অখণ্ড।
এত বলি-বক্ষে গদা মারিল প্রচণ্ড॥
গদার প্রহার লাগে বক্ষের মাঝেতে।
অচৈতন্য হ'য়ে সেহ পড়িল ভূমিতে॥

বহিতে লাগিল দশমুখে রক্তধারা।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে সামলিয়া উঠিলেক ত্বরা॥
দোঁহে মল্লযুদ্ধ করে দোঁহে বলবান্।
পরস্পর প্রহারিছে হ'য়ে সাবধান॥
দর্পিত রামের বলে হয় বিভীষণ।
রাবণ-আঘাত তাহে না করে গণন॥
রাবণ-সম্মুখে উমে? কভু বিভীষণ।
বদন তুলিয়া নাহি করিত দর্শন॥
রামের প্রতাপে এবে হয় বলবান্।
করিতেছে যুদ্ধ সেই কালের সমান॥
বিভীষণে পরিশ্রান্ত দেখিয়া তখন।
ধায় হনুমান গিরি করিয়া ধারণ॥
রথাশ্ব সহিত করি সারথি নিপাত।
হৃদয় মাঝারে তার করে পদাঘাত॥
রাবণ দাঁড়া'য়ে রহে কম্পিত শরীর।
গেল বিভীষণ যথা আছে রঘুবীর॥
পুনশ্চঃ রাবণ আঘাতিল হনুমানে।
পুচ্ছ প্রসারিয়া কপি উঠিল গগনে॥
পুচ্ছ ধরি কপিসহ গগনে উঠিল।
আকাশে উভয়ে পুনঃ যুঝিতে লাগিল॥
উভয়ে সমান বীর যুঝয়ে গগনে।
একে অন্যে প্রহারিছে ক্রোধ করি মনে॥
করে ছল বল হেন শোভিল গগন।
কজ্জল-সুমেরুদ্বয় যুদ্ধ করে যেন॥
বুদ্ধিবলে জিনিবারে না পারে যখন।
স্মরিল পবনসুত প্রভুরে তখন॥
স্মরিয়া শ্রীরঘুবীরে পবনকুমার।
গরজিয়া রাবণেরে করিল প্রহার॥
ভূমিতে পড়িয়া পুনঃ উঠি যুদ্ধ করে।
দেবগণ জয় জয় করে দোঁহাকারে॥
হনুর সঙ্কট দেখি ঋক্ষ-কপিগণ।
ধাইলেক দলে দলে অতি ক্রুদ্ধ মন॥

সব বীরগণে রণমত্ত দশানন।
নিজ ভুজ-পরাক্রমে করিল দলন॥
সব বীরে ডাকিলেন শ্রীরঘুনন্দন।
ধাইয়া আসিল ছিল যত বীরগণ॥
হেরি দশানন সুবিপুল কপিদল।
বিস্তার করিল আপনার মায়াজাল॥
ক্ষণতরে অন্তর্হিত হইল তথায়।
বহুরূপে প্রকাশিত হয় পুনরায়॥
রামের কটকে ছিল ঋক্ষ-কপি যত।
তত দশানন হয় তথা প্রকটিত॥
কপিগণ হেরি অগণিত দশানন।
ব্যাকুলিত হ'য়ে সবে করে পলায়ন॥
পলায় বানরযূথ ধৈর্য্য নাহি ধরে।
ত্রাহি ত্রাহি ডাকি সবে লক্ষ্মণ-রামেরে॥
দশদিকে কোটি কোটি ধাইল রাবণ।
অতি ভয়ঙ্কর ঘোর করি গরজন॥
ভীত হ'য়ে দেববৃন্দ করে পলায়ন।
জয়াশা করহ ত্যাগ এবে ভাইগণ॥
সব দেবগণে জিতে এক দশানন।
এবে বহু গিরি-গুহা কর অন্বেষণ॥
ব্রহ্মা, শম্ভু, জ্ঞানী মুনি রহে স্থির মনে।
রামের মহিমা যাঁরা কিছু কিছু জানে॥
প্রভাব বিদিত যাঁরা থাকিল নির্ভয়।
কপিগণ কিন্তু সত্য মানে রিপুচয়॥
বিচলিত ঋক্ষ, কপি ধাইয়া সত্বর।
বলে রক্ষ দয়াময় মোরা ভয়াতুর॥
নীল, নল, অঙ্গদাদি আর হনুমান্।
রণেতে কুশল যারা অতি বলবান্॥
কোটি কোটি দশাননে করয়ে মর্দ্দন।
মায়াভূমে হইলেক যাদের জনম॥
দেব-কপিগণে হেরি ব্যাকুলিত অতি।
হাসিলেন মৃদু মৃদু কোশলের পতি॥

রায়মুনী * পক্ষীগণ, তমাল উপরে যেন,
বসি আছে হরষে আপনা ॥
কৃপাদৃষ্টি বৃষ্টি করি, ভুবন-মোহন হরি,
নির্ভয় করেন দেববৃন্দ।
ভল্লুক, বানর সব, হরষে করয়ে রব,
জয় শ্রীমুকুন্দ সুখকন্দ ॥
রাধিকাপ্রসাদ কয়, হইল রাবণ-জয়,
ত্রিভুবনে হইল আনন্দ।
স্তুতি করে দেবগণ, সবে আনন্দিত মন,
বেদ গান গাহে মুনিবৃন্দ ॥

—:*:—

মন্দোদরীর বিলাপ, রাবণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও বিভীষণের রাজ্যাভিষেক।

পতি-ভুজ-শির মন্দোদরী নেহারিয়া।
ব্যাকুলিত পড়ে ভূমে মূরছিত হৈয়া ॥
উঠিয়া যুবতিগণ কাঁদি সবে ধায়।
সঙ্গে করি মন্দোদরী রাবণ যথায় ॥
পতি-গতি হেরি সবে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
আলু থালু কেশ, ঠিক নাহিক শরীরে ॥
বক্ষে করে করাঘাত বিবিধ বিধানে।
কান্দিয়া কান্দিয়া পতি-প্রতাপ বাখানে ॥
তব বলে নাথ ? নিত্য কাঁপিত ধরণী।
তেজহীন বহ্নি, শশী আর দিনমণি ॥
সহিতে নারিত শেষ, কমঠ যে ভার।
ধূলাতে লুঠায় সেই শরীর তোমার ॥
বরুণ, কুবের, সুরপতি, সমীরণ।
সম্মুখ-সমরে ধৈর্য্য না ধরে কখন ॥
বাহুবলে জিনিয়াছ প্রভো ? কাল যম।
এবে কেন রহিয়াছ অনাথের সম ॥
জগৎ বিদিত প্রভো ? প্রভুতা তোমার।
সুত-পরিজন-বল কহে সাধ্য কার ॥
রামবৈরী হ'য়ে দশা তোমার এমন।
রহিল না কুলে কেহ করিতে রোদন ॥
নিখিল সংসার তব ছিল বশীভূত।
দিক্‌পতিগণ নিত্য হইত প্রণত ॥
এবে তব শির-ভুজ খায় শিবাগণে।
নহে অনুচিত ইহা রামবৈরী জনে ॥
কালবশে পতি ? নাহি মানিলে বারণ।
চরাচরনাথে নর ভাবিলে তখন ॥
দহিতে দনুজ-বল বহ্নি সম হরি।
ভাবিলে মানুষ বলি তাঁরে তুচ্ছ করি ॥
শিব, ব্রহ্মা আদি দেব প্রণমে যাঁহারে।
না ভজিলে নাথ ? হেন দয়ালু প্রভুরে ॥
আজন্ম তোমার দেহ পরদ্রোহে রত।
পাপময় সে কারণ সর্ব্ব পাপযুত ॥
দিলেন তোমারে প্রভু আপনার ধাম।
ব্রহ্ম, নিরাময় রামে করি যে প্রণাম ॥
হায় ! হায় নাথ ! রঘুনাথের সমান।
কৃপার সাগর হেন কেহ নহে আন ॥
মুনির দুর্ল্লভ যাহা হয় শ্রেষ্ঠগতি।
দিলেন তোমারে তাহা প্রভু রঘুপতি ॥
শ্রবণে শুনিয়া মন্দোদরীর বচন।
হইলেন সুখী সুর, সিদ্ধ, মুনিগণ ॥
বিধাতা, নারদ, সনকাদি, মহেশ্বর।
যে সকল পরমার্থবাদী মুনিবর ॥
নয়ন ভরিয়া রামে করিয়া দর্শন।
অতি সুখে হইলেন প্রেমে নিমগন ॥
রোদন করিতে হেরি সব নারিগণে।
মনে দুখী বিভীষণ গেল সেই স্থানে ॥

* লাল রঙের পক্ষী বিশেষ।

বিলোকি ভ্রাতার দশা দুখিত বিশেষ।
শ্রীরাম অনুজে তবে দিলেন আদেশ ॥
বিভীষণে বুঝাইল লক্ষ্মণ যাইয়া।
প্রভুপাশে বিভীষণ আসিল ফিরিয়া ॥
করুণ নয়নে হেরি ক'ন রঘুবর।
শোক ত্যজি এবে অন্তিমের ক্রিয়া কর ॥
প্রভুর আদেশে ক্রিয়া কৈল সমাপন।
যথাবিধি দেশকাল করি বিবেচন ॥
মন্দোদরী রাণী আদি যত নারিগণ।
যথাবিধি তিলাঞ্জলি করিল অর্পণ ॥
শ্রীরামের গুণগান করিয়া বর্ণন।
নিজ নিজ ভবনেতে করিল গমন ॥
প্রণাম করিল পুনঃ আসি বিভীষণ।
কৃপাসিন্ধু অনুজেরে ডাকেন তখন ॥
সুগ্রীব, অঙ্গদ, তুমি আর নল, নীল।
পবননন্দন, জাম্বুবান নীতিশীল ॥
সকলে মিলিয়া যাহ বিভীষণ সাথ।
কর অভিষেক ক্রিয়া ক'ন রঘুনাথ ॥
পিতার বচনে আমি নগরে না যাই।
নিজ ভাই সম কপিগণেরে পাঠাই ॥
প্রভুবাক্য শুনি ত্বরা চলে কপিগণ।
করিল যাইয়া অভিষেকের রচন ॥
সিংহাসনে সমাদর করি বসাইয়া।
স্তুতি করে, অভিষেক ক্রিয়া সমাপিয়া ॥
কর যুড়ি সকলেই মাথা নোয়াইল।
বিভীষণ সহ প্রভু নিকটে আসিল ॥
তবে রঘুবীর ডাকাইয়া কপিগণে।
করিলেন সবে সুখী মধুর বচনে ॥

তুষিলেন সবে রাম, কহি বাক্য সুধাসম,
তোমাদের বলে রিপু-নাশ।
পায় রাজ্য বিভীষণ, ঘোষিবেক ত্রিভুবন,
তোমাদের যশ চির রয় ॥
মম তোমাদের সহ, কীর্ত্তি গাহিবেক যেহ,
অতি প্রেমে হইয়া মগন।
ভবসিন্ধু সুদুস্পার, সেহ নর হ'বে পার,
অনায়াসে না করি যতন ॥
রামের বচনচয়, শুনি মৃদু অতিশয়,
তৃপ্ত নাহি হয় কপিগণ।
ধরি পুনঃ বারবার, চরণকমল সার,
প্রণমিল হ'য়ে সুখীমন ॥

রাম-সীতার মিলন।

ডাকি হনুমানে তবে প্রভু পুনরায়।
বলিলেন ভগবান যাইতে লঙ্কায় ॥
জানকীরে জানাইও এই সমাচার।
ফিরিবে লইয়া শুভ বারতা তাহার ॥
তবে হনুমান নগরের মধ্যে যায়।
নিশাচর নিশাচরী শুনিয়া পলায় ॥
করিল তাহার পূজা বিবিধ প্রকারে।
দেখাইয়া দিল পুনঃ জনক-সুতারে ॥
দূর হৈতে কপিবর প্রণাম করিল।
রঘুপতি-দূত বলি জানকী চিনিল ॥
বলিলেন কহ তাত ? কৃপানিকেতন।
আছেন কুশলে সহ সৈন্য সলক্ষ্মণ ॥
কোশলপতির শুভ সকল প্রকারে।
জিনিলেন দশাননে জননি ? সমরে ॥
বিভীষণ অবিচল রাজত্ব পাইল।
শুনি কপিবাণী হর্ষ হৃদয়ে ছাইল ॥
অতি হরষিত মন পুলক শরীরে।
সজল লোচনে রমা ক'ন বারেবারে ॥
কি দিব তোমারে আজি কহ কপিবর।
নাহি কোন দ্রব্য হেরি ত্রিলোক ভিতর ॥
পাইলাম আজি আমি শুনহ জননি।
নিখিল বিশ্বের রাজ্য নিঃসন্দেহ জানি ॥

সমরে করিয়া জয় যত রিপুগণ।
সকুশল রামে হেরি সহিত লক্ষ্মণ ॥
শুন পুত্র হনুমান তোমার হৃদয়ে।
করুক সতত বাস সদ্‌গুণনিচয়ে ॥
অনুকূল হ'য়ে সদা রঘুবংশনাথ ঃ
হৌন বিরাজিত প্রিয় অনন্তের সাথ ॥
এবে তাত ? কর তুমি তাহাই যতনে।
মৃদু শ্যাম তনু যাহে নেহারি নয়নে ॥
তবে হনুমান রাম-নিকটেতে গেল।
জানকীর শুভ সমাচার শুনাইল ॥
শুনিয়া বচন ভানুকুল-বিভূষণ।
ডাকান অঙ্গদে আর মিত্র বিভীষণ ॥
বলিলেন দোঁহে হনুমান সঙ্গে গিয়া।
সমাদরে জানকীরে আনহ লইয়া ॥
ত্বরা সবে সীতাপাশে করিল গমন।
সবিনয়ে সেবে তাঁরে নিশাচরীগণ ॥
চেড়ীগণে উপদেশ দিল বিভীষণ।
সাদরে সীতাকে তারা করায় মজ্জন ॥
পরাইল মনোহর বসন-ভূষণ।
সাজা'য়ে শিবিকা রম্য করে আনয়ন ॥
চড়েন বৈদেহী তদুপরি হৃষ্টমন।
প্রেমে সুখধাম রামে করিয়া স্মরণ ॥
বেত্র হস্তে রক্ষকের দল চারিধার।
চলিল সকলে মনে আনন্দ অপার ॥
কহেন শ্রীরাম, মিত্র ? শুনহ বচন।
পদব্রজে জানকীরে আনহ এখন ॥
কপিগণ, মাতৃসম করুক দর্শন।
হাসি হাসি বলিলেন শ্রীরঘুনন্দন ॥
প্রভুবাক্য শুনি হৃষ্ট ঋক্ষ-কপিগণ।
গগনে কুসুম বরিষয়ে দেবগণ ॥
সীতারে রাখেন পূর্ব্বে বহ্নির নিকট।
এবে সাক্ষী করি চা'ন করিতে প্রকট ॥
সেই সে কারণে প্রভু কৃপানিকেতন।
কহিলেন সীতা প্রতি কিছু দুর্ব্বচন ॥
শুনি সে বচন যত নিশাচরীগণ।
হইলেক সবে অতি বিষাদিত মন ॥
প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধরি জানকী তখন।
কর্ম্ম-মন-বাক্য-পূত বলেন বচন ॥
করিতে ধরম রক্ষা লক্ষ্মণ এখন।
করহ সত্বর তুমি বহ্নি প্রজ্জ্বলন ॥
লক্ষ্মণ শুনিয়া সীতাদেবীর বচন।
বিরহ-বিবেক-ধর্ম্ম-নীতিতে মিশ্রণ ॥
যুড়ি করদ্বয় রহে সজল লোচনে।
বলিতে না পারে কিন্তু কিছু প্রভু সনে ॥
রামের ইঙ্গিত পেয়ে লক্ষ্মণ ধাইল।
জ্বালিতে অনল কাষ্ঠ বিবিধ আনিল ॥
প্রবল অনল হেরি বৈদেহী তখন।
ভীত নাহি কিছু হ'ন হরষিত মন ॥
কর্ম্মমনোবাক্যে যদি আমার অন্তরে।
নাহি অন্য চিন্তা ত্যজি প্রভু রঘুবরে ॥
তা'হ'লে পাবক তুমি সব ভাব জান।
হও মম প্রতি এবে চন্দন সমান ॥

অনলে চন্দন সম, জানি করে প্রবেশন,
করি সীতা শ্রীরামে স্মরণ।
জয় শ্রীরঘুনন্দন, বন্দে শিব যে চরণ,
যাঁর প্রেমে সীতা নিমগন ॥
প্রতিবিম্ব জানকীর, লৌকিক কলঙ্ক ডর,
প্রচণ্ড পাবক মাঝে জরে।
প্রভুর চরিত এহ, বুঝিতে না পারে কেহ,
সুর-মুনি দাঁড়াইয়া হেরে ॥
অনল বিপ্রের বেশে, করে ধরি অবশেষে,
বেদে খ্যাতা প্রকৃত রমায়।

...রামারে সাগর যেন, সমর্পণ করে তেন,
সমাদরে আনিয়া তথায় ॥
রামের বামপাশে, শোভে সীতা দিব্যবেশে,
সে শোভা হইল কেমন ?
নব জলদের পাশে, মিলিত হইয়া ভাসে,
কনক-পঙ্কজ-কলি যেন ॥
... সুরগণ, করে পুষ্প বরিষণ,
বাজিছে বাজনা গগনেতে।
কিন্নর, দেবের নারী, গান করে সারি সারি,
নাচিতেছে চড়ি বিমানেতে ॥
জানকী সহিত রাম, নয়নের অভিরাম,
কিবা শোভা অমিত অপার।
হেরি হরষিত মনে, কহে ঋক্ষ-কপিগণে,
জয় রাম সুখ পারাবার ॥

দেবতাগণ কর্ত্তৃক শ্রীরামের স্তব।

শ্রীরামচন্দ্রের তবে আদেশ লভিয়া।
মাতলি চলিয়া গেল প্রণাম করিয়া ॥
স্বার্থপর দেবগণ আসিল তখন।
হিতকারী জন সম বলেন বচন ॥
দীনবন্ধু, দয়াময়, দেব রঘুপতি।
করিলে অসীম দয়া দীনগণ প্রতি ॥
বিশ্বদ্রোহে রত সদা এই খল কামী।
মরিল আপন পাপে মন্দ পথগামী ॥
সম-রূপ হও তুমি ব্রহ্ম অবিনাশী।
সদা এক রস আর সহজ-উদাসী ॥
নিষ্পাপ, নিরোগী, অজ, নিষ্কল, নির্গুণ।
অজ্ঞেয়, অমোঘ শক্তি, কৃপানিকেতন ॥
নৃসিংহ, কচ্ছপ, মীন, বরাহ, বামন।
ভৃগুরাম আদি দেহ করিয়া ধারণ ॥
যখন যখন নাথ ? দেব দুখ পায়।
নানা দেহ ধরি নাথ নাশহ তাহায় ॥
পাপের নিদান সুরদ্রোহী লঙ্কাপতি।
কাম, লোভ, মদে রত সদা ক্রোধী অতি ॥
সেহ কৃপাময় ? তব ধামেতে যাইল।
ইহাতে মোদের মনে বিস্ময় জন্মিল ॥
শ্রেষ্ঠ অধিকারী হই মোরা দেবগণ।
তোমার ভকতি ভুলি স্বার্থে রত মন ॥
ভবের প্রবাহে মোরা বহি সে কারণ।
এবে রক্ষা কর, প্রভো ? লইনু শরণ ॥
সুর-সিদ্ধগণ হেন বিনতি করিয়া।
যথা তথা করযোড়ে রহে দাণ্ডাইয়া ॥
দেহ পুলকিত প্রেমে হইয়া মগন।
করিতে লাগিল স্তব তবে পদ্মাসন ॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্তব।

জয় রাম সদা সুখধাম হরে।
রঘুনায়ক শায়ক-চাপ-ধরে ॥
ভব-বারণ-দারণ-সিংহ প্রভো।
গুণসাগর-নাগর, নাথ, বিভো * ॥
তনু সুন্দর কাম-বিনিন্দ-ছবি।
গুণ গান করে মুনি, সিদ্ধ, কবি ॥
যশ-পাবন, রাবণ-নাগবরে।
খগরাজ যথা রুষি নাশ করে ॥
জনরঞ্জন ভঞ্জন শোক-ভয়।
গত-ক্রোধ সদা প্রভু বোধময় ॥
অবতার, উদার, অপার গুণ।
ভূমিভার-বিভঞ্জন, জ্ঞান ঘন ॥
অজ, ব্যাপক, এক, অনাদি সদা।
করুণাকর-রাম নমামি মুদা † ॥
রঘুবংশ-বিভূষণ দোষহর।
ছিল দীন বিভীষণ, ভূপ কর ॥
গুণ-জ্ঞাননিধান, অমান, অজ।
নিত রাম ? নমামি বিহীন রজ ॥

* হে প্রভো ? আপনি সংসাররূপ হস্তীকে বিদারণ-কারী সিংহের সমান। † মুদা—আনন্দে।

ভুজদণ্ড প্রচণ্ড-প্রতাপ-বলী।
খলবৃন্দ-বিখণ্ড মহাকুশলী॥
কর দীনজনে, রঘুনাথ? হিত।
ছবিধাম? নমামি রমা সহিত॥
শর-চাপ মনোহর তূণ ধর।
জলজারুণলোচন ভূপবর॥
সুখ-মন্দির, সুন্দর শ্রীরমণ।
মদ-মন্মথ-পীড়ন-সংদমন॥
অনবদ্য, অখণ্ড, অগম্য মন।
সব রূপ সদা নহ কিন্তু তেন॥
কহে বেদ, ইহা নয় দন্ত কথা।
রবি আতপ ভিন্ন, অভিন্ন যথা॥
কৃতকৃত্য বিভো? কপিসৈন্যগণ।
নিরখে সব সাদর শ্রীবদন॥
ধিক্ জীবন তার শরীর হরে।
তব ভক্তি বিনা ভবমাঝ জরে॥
কর দীন দয়াল দয়া অধমে।
হরি বুদ্ধিবিভেদ, বিভো? চরমে॥
বিপরীত ক্রিয়া করি যার তরে।
সুখ ভাবি দুখে সুখ বোধ করে॥
খল খণ্ডন, মণ্ডন রম্য ক্ষমা *।
পদপঙ্কজ সেবিত শম্ভু-উমা॥
বর দান ইহা কর ভূপবর।
চরণাম্বুজ-প্রেম সদা বিতর॥

পদ্মযোনি ব্রহ্মা হেন করিয়া বিনয়।
প্রেমে পুলকিত দেহ হয় অতিশয়॥
শ্রীরামের মুখচন্দ্র করে দরশন।
কিন্তু তাহে তৃপ্ত নাহি হইল লোচন॥
হেন অবসরে তথা দশরথ আসে।
হেরিয়া তনয়ে চক্ষু অশ্রুজলে ভাসে॥
অনুজ সহিত প্রভু করেন বন্দন।
করিলেন আশীর্ব্বাদ ভূপতি তখন॥
পুণ্যের প্রভাবে তব তাতঃ? এইক্ষণে।
অজেয় রাক্ষসরাজে জিনিয়াছি রণে॥
পুত্র-বাক্য শুনি অতি স্নেহ উপজিল।
নেত্রে বহে নীর লোমাবলী দাঁড়াইল॥
রঘুপতি পূর্ব্ব প্রেম করি অনুমান।
দিলেন পিতার চিত্তে দৃঢ়তর জ্ঞান॥
তাহাতেই উমে? নাহি পাইল মুকতি।
ভেদভাবে দশরথ করিল ভকতি॥
সগুণের উপাসক মুক্তি নাহি ল'ন।
তাঁহাদিকে দেন রাম ভকতি আপন॥
করি পুনঃপুনঃ বহু প্রভুরে প্রণাম।
হরষিত দশরথ গেল সুরধাম॥
লক্ষ্মণ, জনক-সুতা সহ প্রভুবর।
সকুশলে বিরাজিত কোশল-ঈশ্বর॥
সে শোভা হেরিয়া মন হরষিত অতি।
করিতে লাগিল স্তব তবে সুরপতি॥

ইন্দ্র কর্ত্তৃক স্তব।

জয় রাম জয়, শোভার নিলয়,
প্রণত জনের গতি।
শোভে তূণবর, করে চাপ-শর,
ভুজ সুবিশাল অতি॥
জয় দূষণারি, খল বধকারী,
বধিলে রাক্ষসচয়।
এই দুষ্টগণ, করিলে নিধন,
দেবতা সনাথ হয়॥
ধরাভার হর, জয় রঘুবর,
অপার মহিমা তব।
জয় রাবণারি, সদা কৃপাকারী,
নাশিলে রাক্ষস সব॥

* ক্ষমা—পৃথিবী, অর্থাৎ পৃথিবীর সুন্দর ভূষণ।

ছিল লঙ্কাপতি, বলে দর্পী অতি,
করে বশ দেবগণে।
মুনি, সিদ্ধ, খগ, আর নর, নাগ,
যুঝিত সবার সনে॥
পরদ্রোহে রত, অতি দুষ্ট চিত,
পাপিষ্ঠ পায় সে ফল।
শুনহ এখন, দীনের তারণ,
দীর্ঘ নয়ন-কমল॥
মনেতে আমার, ছিল অহঙ্কার,
মম সম কেহ নয়।
দেখিয়া এখন, প্রভুর চরণ,
সকল বিনষ্ট হয়॥
ব্রহ্ম নিরগুণ, চিন্তে কোন জন,
অব্যক্ত বেদেতে গায়।
কোশলের ভূপ, সগুণ স্বরূপ,
আমার হৃদয় চায়॥
বৈদেহী, লক্ষ্মণ, সহ নারায়ণ,
মম হৃদে বাস কর।
নিজ দাস মোরে, জানিয়া কিঙ্করে,
দেহ ভক্তি, রঘুবর॥
আশ্রিত পালক, সুখ প্রদায়ক,
দেহ ভক্তি শ্রীনিবাস।
বিনিন্দিত-কাম, সুখধাম রাম,
নমামি করিয়া আশ॥
দেবতা রঞ্জন, দ্বন্দ্ব বিভঞ্জন,
অতুলিত বলধারী।
ব্রহ্মাদি শঙ্কর, সেব্য রঘুবর,
নমি দীন দুখহারী॥
এবে কৃপা করি, আমারে নেহারি,
দেহ আজ্ঞা কৃপাময়।
কি করি এখন, শুনিয়া বচন,
বলিলেন দয়াময়॥

শুন সুরপতে? মম ঋক্ষ-কপি যত।
বধিলেক নিশাচর ভূতলে পতিত॥
মম হিত লাগি সবে ত্যজিলেক প্রাণ।
সকলে বাঁচাও তুমি হও জ্ঞানবান্॥
শুন খগপতে? এই প্রভুর বচন।
অতিশয় গূঢ়, মাত্র জানে মুনিগণ॥
জিয়াতে পারেন প্রভু মারি ত্রিভুবনে।
বাড়ান ইন্দ্রের মান কেবল এক্ষণে॥
সুধা বর্ষি ঋক্ষ-কপিগণে বাঁচাইল।
হর্ষে উঠি সবে প্রভুপাশেতে আসিল॥
উভয় দলের'পরে সুধা বৃষ্টি হয়।
বাঁচে ঋক্ষ-কপি, নহে নিশাচরচয়॥
রামময় হইলেক তাহাদের মন।
লভিল মুকতি, ছুটে সংসারবন্ধন॥
দেব অংশে জন্মে যত ঋক্ষ-কপিগণ।
রামের ইচ্ছাতে সবে বাঁচিল তখন॥
দীনহিতকারী কেবা রামের সমান।
নিশাচরগণে মুক্তি করেন প্রদান॥
খল, মলধাম, কামরত নিশাচর।
পায় গতি যাহা নাহি পান মুনিবর॥
গমন করিল দেব পুষ্প বরষিয়া।
নিজ নিজ মনোহর বিমানে চড়িয়া॥
দেখি শুভ অবসর রামের পাশেতে।
আসিলেন মহাদেব হরষিত চিতে॥
অতিশয় প্রীতিযুক্ত যুড়ি দুই কর।
কমল-নয়নে বারি ঝরে ঝর ঝর॥
দেহ পুলকিত আর গদ্গদ বচন।
করিলেন ত্রিপুরারি এরূপ স্তবন॥

মহাদেব কর্ত্তৃক স্তব।

শর মনোহর, শ্রেষ্ঠ ধনু ধর,
মোরে রক্ষা কর, শ্রীরঘুপতি।

মহা মোহ-ঘন, নাশিতে পবন,
সংশয়-বিপিন-পাবক অতি ॥
সগুণ, নির্গুণ, ধর যত গুণ,
মহা ভ্রম, তম-নাশী ভাস্কর।
ক্রোধ, মদ, কাম, গজে সিংহ সম,
জন, মন, বন, বিহার কর ॥
বাসনা-বিষয়, কমল নিচয়,
তাহে হিমচয় মানস-পার।
সংসার সাগর, মথিতে মন্দর,
তারহ, নিবার, ঘোর সংসার ॥
শ্যামল বরণ, রাজীবলোচন,
বিপদ ভঞ্জন, দীনের বন্ধু।
জানকী, লক্ষ্মণ, সহ নারায়ণ,
বৈস হৃদে মম, করুণা সিন্ধু ॥
মুনি বিমোহন, ধরার ভূষণ,
ভয় বিভঞ্জন, তুলসী গতি।
দ্বিজ রাধিকার, হৃদয় মাঝার,
সদা বাস কর, করি বিনতি ॥

হে নাথ ? অযোধ্যাপুরে যখন তোমার।
হইবেক অভিষেক আনন্দ অপার ॥
করুণার সিন্ধো ? আমি আসিব তখন।
দেখিতে চরিত্র তব ত্রিলোক-পাবন ॥
বিনতি করিয়া শম্ভু গেলেন যখন।
প্রভুর নিকটে তবে আসে বিভীষণ ॥
পদে মাথা নত করি মৃদুবাক্য কয়।
ধনুর্দ্ধারী প্রভো ? মোর শুনহ বিনয় ॥
সকুলে, সদলে, প্রভু মারিলে রাবণে।
ছাইল পবিত্র যশ তব ত্রিভুবনে ॥
নীচ জাতি বিমলিন দীনহীন মতি।
করিলে করুণা বহুরূপে মম প্রতি ॥
এবে দাস-গৃহ, প্রভো ? করহ পুনীত।
স্নান করি রণশ্রম করিয়া দূরিত ॥
ধন, ধাম, কোষাগার দরশন করি।
কপিগণে কৃপাময় দেহ দান করি ॥
সর্ব্বরূপে নাথ ? মোরে কর নিজ জন।
পুনঃ মোরে ল'য়ে চল অযোধ্যা ভুবন ॥
মৃদুবাক্য দয়াময় শুনেন যখন।
অশ্রুতে ভরিল দুই বিশাল নয়ন ॥
তব কোষাগার, গৃহ, সব মম হয়।
শুনহ বচন তাত ? ইহা সত্য হয় ॥
ভরতের দশা মোর হইলে স্মরণ।
প্রত্যেক নিমেষ গত হয় কল্পসম ॥
তপস্বীর বেশ আর দুর্ব্বল শরীর।
মম নাম নিরন্তর জপ করে বীর ॥
এবে যাহে দেখি তারে করহ যতন।
শুন সখে ? তব প্রতি এই নিবেদন ॥
চৌদ্দবর্ষাবধি যদি মম হয় গত।
তা'হ'লে পুনশ্চঃ তারে না পাব জীবিত ॥
ভরতের প্রেম মনে করিয়া স্মরণ।
পুনঃপুনঃ পুলকিত শ্রীরঘুনন্দন ॥
এক কল্প রাজ্য তুমি করহ সুখেতে।
স্মরণ করিও তুমি আমারে মনেতে ॥
পুনরায় মম ধামে করিও গমন।
গমন করেন যথা সাধু-মুনিগণ ॥
রামের মধুর বাক্য শুনি বিভীষণ।
হরষে ধরিল কৃপাময়ের চরণ ॥
হরষিত মনে সব ঋক্ষ-কপিদল।
ধরি প্রভুপদ গুন গাহে সুবিমল ॥
পুনঃ বিভীষণ লঙ্কা মধ্যে প্রবেশিল।
মণি, বস্ত্র, বিভূষণে রথ ভরাইল ॥
লইয়া পুষ্পক প্রভু-সম্মুখে রাখিল।
হাসি কৃপাসিন্ধু হেন বচন বলিল ॥

বিমানে চড়িয়া, শুন মিত্র বিভীষণ।
উর্দ্ধ হৈতে কর বস্ত্র, মণি বরষণ॥
আকাশেতে বিভীষণ করিয়া গমন।
সব বস্ত্র, মণি করিলেন বরষণ॥
যার যাহা মনে ধরে সেহ তাহা লয়।
মুখ মেলি তাহে কপি মণি কেলি দেয়॥
হাঁসেন শ্রীরাম, সীতা সহিত লক্ষ্মণ।
পরম কৌতুকী হ'ন কৃপানিকেতন॥
ধ্যান করি মুনিগণ যাঁরে নাহি পান।
নেতি নেতি বলি দেব যাঁর তত্ত্ব গান॥
কৃপার সাগর তিনি কপিগণ সনে।
বিবিধ বিনোদ করিলেন হর্ষমনে॥
যোগ, জপ, দান, তপ, শুনহ পার্ব্বতি!
নানাবিধ ব্রত, যজ্ঞ, নিয়ম-পদ্ধতি॥
সে সবে সেরূপ কৃপা না করেন রাম।
বিশুদ্ধ প্রেমেতে হয় যেরূপ বিধান॥
পাইয়া ভূষণ, বস্ত্র, ভল্লুক বানর।
করি পরিধান আসে যথা রঘুবর॥
কপির বিবিধ বেশ করি নিরীক্ষণ।
পুনঃপুনঃ হাঁসিলেন শ্রীরঘুনন্দন॥
করিয়া সবার প্রতি কৃপাবলোকন।
বলিলেন রামচন্দ্র মধুর বচন॥
তোমাদের বলে আমি বধিনু রাবণ।
পাইলেক রাজ্য, ধন, মিত্র বিভীষণ॥
নিজ নিজ গৃহে সবে করহ গমন।
না করিও ভয়, মোরে করিও স্মরণ॥
বচন শুনিয়া প্রেমে ব্যাকুল বানর।
বলে সবে সমাদরে যুড়ি দুই কর॥
যাহা কহ প্রভু তুমি সব শোভা পায়।
বাক্য শুনি আমাদের মোহ হয় তায়॥
দীন জানি কপিগণে করিলে সনাথ।
ত্রিলোকের নাথ তুমি হও রঘুনাথ॥
লাজে মরি মোরা শুনি প্রভুর বচন।
গরুড়ের হিত করে মশক কখন॥
ভল্লুক, বানর হেরি রামের বদন।
গৃহে যেতে নাহি চায় প্রেমেতে মগন॥
প্রভুর প্রেরণে যত ঋক্ষ-কপিগণ।
শ্রীরামের রূপ হৃদে করিয়া চিন্তন॥
হরষ-বিষাদে সবে হইয়া মগন।
বিবিধ বিনয় করি করিল গমন॥
কপিপতি, নলবীর মন্ত্রী জাম্বুবান।
অঙ্গদ প্রভৃতি বীর আর হনুমান॥
সহ বিভীষণ আর অন্য যেবা হয়।
কপিগণ-দলপতি বীর যত রয়॥
কহিতে না পারে কিছু প্রেমের কারণ।
ভরিল নয়ন-জলে সবার লোচন॥
রামের সম্মুখে সবে করি আগমন।
অনিমেষে সেই রূপ করে দরশন॥

——:*:——

শ্রীরামের অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাগমন।

অতিশয় প্রেম তবে শ্রীরাম হেরিয়া।
লইলেন সবাকারে বিমানে তুলিয়া॥
মনে মনে বিপ্রপদে প্রণাম করিয়া।
উত্তর দিকেতে দিল রথ চালাইয়া॥
চলিল বিমান, হয় মহা কোলাহল।
"জয় রঘুবীর জয়"—সবে উচ্চারিল॥
অতি উচ্চ সিংহাসন পরম সুন্দর।
সীতাসহ প্রভু বসিলেন তদুপর॥
শোভিত শ্রীরামসহ জনকনন্দিনী।
মেরুশৃঙ্গে শোভে যেন ঘন সৌদামিনী॥
সুন্দর পুষ্পক রথ চলে দ্রুততর।
পুষ্পবৃষ্টি করে হরষিত যত সুর॥

ত্রিবিধ পবন বহে অতি সুখকর।
নদী, সিন্ধু মাঝে বহে জল মনোহর॥
চারিধারে হয় রম্য মঙ্গল শকুন।
আকাশ নির্ম্মল হৈল সুপ্রসন্ন মন॥
কহেন শ্রীরাম—"রণভূমি হের, সীতে"।
বধিল লক্ষণ এই স্থলে ইন্দ্রজিতে॥
পবননন্দন আর অঙ্গদের করে।
বড় বড় নিশাচর মরিল সমরে॥
সুর-দুখদাতা কুম্ভকর্ণ, দশানন।
উভয় ভ্রাতারে হেথা করিনু নিধন॥
হেথায় বাঁধিয়া সেতু অতি মনোহর।
স্থাপিলাম তদুপরি সুখদ শঙ্কর॥
সীতার সহিত তবে প্রভু সুখধাম।
করিলেন সমাদরে শঙ্করে প্রণাম॥
যথায় যথায় প্রভু করুণানিধান।
বাস করি কাননেতে করিলা বিশ্রাম॥
সকল স্থানের নাম করি উচ্চারণ।
একে একে জানকীরে করান দর্শন॥
ত্বরায় বিমান চলি আসিল তথায়।
সুন্দর দণ্ডক বন আছিল যথায়॥
অগস্ত্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মুনিগণ।
গেলেন শ্রীরামচন্দ্র সবার আশ্রম॥
সকল ঋষির পাশে পাইয়া আশীষ।
আসিলেন চিত্রকূটে প্রভু জগদীশ॥
সন্তুষ্ট করিয়া তথাকার মুনিগণে।
চলিলেন দ্রুতবেগে চড়িয়া বিমানে॥
দেখান সীতারে রামচন্দ্র পুনরায়।
কলি-মল-হরা মনোহরা যমুনায়॥
দেখাইয়া তারপরে পবিত্র গঙ্গায়।
প্রণাম করহ রাম বলেন সীতায়॥
দেখান প্রয়াগ, পুণ্যশ্রেষ্ঠ তীর্থপতি।
হেরি কোটি-জন্ম-পাপ নষ্ট হয় অতি॥
দেখান ত্রিবেণী পুনঃ পরম পাবনী।
বিষ্ণুলোকপ্রদা যাহা শোক-বিনাশিনী॥
দেখান পুনশ্চঃ পূতা অযোধ্যা নগরী।
ত্রিবিধ-সন্তাপ-ভবরোগ-নাশকারী॥
সীতার সহিত রাম অযোধ্যা নগরে।
করিলেন পরণাম অতি সমাদরে॥
সজল লোচন যুগ, দেহ পুলকিত।
পুনঃপুনঃ রামচন্দ্র হ'ন হরষিত॥
ত্রিবেণী নিকটে রাম আসিলেন পুনঃ।
হইলেন হরষিত করিয়া মজ্জন॥
কপিগণসহ যত ব্রাহ্মণের গণে।
দিলেন বিবিধ দান আনন্দিত মনে॥
হনুমানে ডাকি রাম কহেন সাদরে।
ধরি বিপ্ররূপ যাও অযোধ্যা নগরে॥
আমার কুশল গিয়া শুনাও ভরতে।
ল'য়ে সমাচার হেথা আসিও ত্বরিতে॥
ধাইলেন দ্রুতগতি পবননন্দন।
ভরদ্বাজ পাশে প্রভু গেলেন তখন॥
পূজিলেন মুনিবর বিবিধ বিধান।
স্তব করি আশীর্ব্বাদ করিলেন দান॥
করযুগ যুড়ি বন্দি মুনির চরণ।
বিমানে চড়িয়া পুনঃ করেন প্রস্থান॥
হেথায় নিষাদ শুনে আসিলেন হরি।
ডাকি লোকগণে বলে ত্বরা আন তরি॥
গঙ্গা পার হ'য়ে রথ যখন আসিল।
প্রভুর আদেশ পেয়ে তটে উতরিল॥
গঙ্গাপূজা করিলেন জানকী তখন।
বিবিধ প্রকারে পুনঃ বন্দিয়া চরণ॥
হৃষ্টমনে আশীর্ব্বাদ দেন সুরেশ্বরী।
অচল সৌভাগ্য তব হউক, সুন্দরি॥
প্রেমেতে পাগল গুহ শুনিয়া ধাইল।
অতি আনন্দিত মনে নিকটে আসিল॥

সীতার সহিত রামচন্দ্রে নিরখিল।
পড়ে ভূমিতলে দেহ-জ্ঞান হারাইল॥
প্রেমাধিক্য বিলোকিয়া শ্রীরঘুনন্দন।
উঠা'য়ে লাগান হৃদে হরষিত মন॥

লাগান হৃদয়ে তারে, কৃপাসিন্ধু প্রেমভরে,
জ্ঞানবান্ রাম রমাপতি।
বসা'য়ে সমীপে অতি, শুভ প্রশ্ন রঘুপতি,
জিজ্ঞাসেন, সে করে বিনতি॥
এখন কুশল সব, হেরি পাদপদ্ম তব,
বিরিঞ্চি-শঙ্কর-সেব্যমান।
সুখধাম, পূর্ণকাম, হও তুমি প্রভু রাম,
করি বারবার পরণাম॥
অধম নিষাদে রাম, করি ভরতের সম,
করিলেন হৃদয়ে লগন।
মোহবশে মন্দমতি, তুলসীরে সেই পতি,
রহিয়াছে ভুলিয়া কেমন॥
সততই সুপবিত্র, শ্রীরামের সুচরিত্র,
রামপদে রতি করে দান।
নাশ কর কাম, মদ, সতত বিজ্ঞানপ্রদ,
সুর-মুনি সুখে করে গান॥
রামলীলা, রণজয়, মনোহর অতিশয়,
শুনে যে সকল জ্ঞানবান্।
বিজয়, বিবেক, হিত, সকল বিভূতি নিত,
তাহাদিকে দেন ভগবান্॥
এই কলিকালে অতি, মলিন শরীর, মতি,
দেখ মন করিয়া বিচার।
শ্রীরঘুনায়ক নাম, না ভজিলে ত্যজি কাম,
নাহি কিছু অপর আধার॥
গঙ্গানারায়ণ সুত, জ্ঞান-ভক্তি বিরহিত,
ভনে দ্বিজ রাধিকাপ্রসাদ।
ভবার্ণব হৈতে পার, নাম-মন্ত্র কর্ণধার,
ভজ নর ত্যজিয়া বিষাদ॥

ইতি শ্রীগোস্বামী তুলসীদাস কৃত রামায়ণের লঙ্কা কাণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস কৃত

রামায়ণ।

উত্তরা কাণ্ড।

বন্দনা।

কেকীকণ্ঠাভনীলং সুরবরবিলসদ্ বিপ্রপাদাব্জচিহ্নম্।
শোভাঢ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনয়নং সর্ব্বদা সুপ্রসন্নম্॥
পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকরযুতং বন্ধুনা সেব্যমানং।
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবীরমনিশং পুষ্পকারূঢ়রামম্॥
কৌশলেন্দ্রপদকঞ্জমঞ্জুলৌ, কোমলাবজমহেশবন্দিতৌ।
জানকীকরসরোজলালিতৌ চিন্তকস্য মনভৃঙ্গসঙ্গিনৌ॥
কুন্দেন্দুদরগৌরসুন্দরং অম্বিকাপতিমভীষ্টসিদ্ধিদম্।
কারুণীককলকঞ্জলোচনং নৌমি শঙ্করমনঙ্গমোচনম্॥

ময়ূরের কণ্ঠ জিনি, নীলবর্ণ দেহ খানি,
বিপ্র-পদচিহ্ন সুশোভিত।
সদা সুপ্রসন্ন মন, মৃদু কমললোচন,
রম্য পীত বস্ত্র পরিহিত॥
করে শর-চাপ ধৃত, কপিগণে সমাবৃত,
সদা ভ্রাতৃগণে সেব্যমান।
পূজনীয় সীতাপতি, নমি আমি দিবারাতি,
রথারূঢ় রাম ভগবান্॥
রাম-পাদপদ্মদ্বয়, মৃদু রম্য অতিশয়,
বন্দে সদা ব্রহ্মা, পশুপতি।
জানকী কমল করে, সদা যাহা সেবা করে,
ভাবুকের মন-ভৃঙ্গ-সাথী॥

শঙ্খ, কুন্দ, ইন্দু সম, গৌর দেহ মনোরম,
গৌরীপতি ইষ্টসিদ্ধিকর।
সতত করুণাময়, সরসিজ নেত্রদ্বয়,
নমি অনঙ্গারি শ্রীশঙ্কর॥

অযোধ্যাবাসিগণের বিচার।

(হনুমানের সহিত ভরতের মিলন।)

বাকী এক দিন চোদ্দ বর্ষ পূর্ণ হৈতে।
হইলেক সর্ব্বজন ব্যাকুলিত চিতে॥
যেখানে সেখানে চিন্তা করে নারীনর।
শ্রীরাম-বিয়োগে অতি কৃশ কলেবর॥
মঙ্গল শকুন হয় পরম সুন্দর।
হইলেক সুপ্রসন্ন সবার অন্তর॥

নগরের চারিদ্বার হয় সুশোভিত।
প্রভু-আগমন যেন করিছে সূচিত॥
কৌশল্যা প্রভৃতি যত জননীরগণ।
হইল সবার অতি আনন্দিত মন॥
আসিলেন প্রভু, সীতা-অনুজে লইয়া।
কেহ যেন এই বাক্য বলিছে আসিয়া॥
দক্ষিণ নয়ন আর ভুজ পুনঃপুনঃ।
নাচিতে লাগিল ভরতের ঘন ঘন॥
মঙ্গল শকুন জানি আনন্দিত মন।
করিতে লাগিল সেহ হেন বিচারণ॥
আছে এক দিন মাত্র প্রাণের আধার।
ভাবিয়া মনেতে দুখ হইল অপার॥
কি কারণে অদ্যাবধি প্রভু না আসিল।
কুটিল জানিয়া বুঝি মোরে পাসরিল॥
অহো? ভাগ্যবান্ বড় হয়ত লক্ষ্মণ।
রামের পদারবিন্দে সদা রত মন॥
কপট, কুটিল মন আমারে জানিল।
সেই হেতু নাথ মোরে সঙ্গে না লইল॥
যদ্যপি ধরেন প্রভু করম আমার।
শত কোটি কল্পে তবে নাহিক নিস্তার॥
আপন দাসের দোষ প্রভু নাহি ল'ন।
মৃদুল স্বভাব অতি দীনবন্ধু হ'ন॥
হৃদয়ে আমার সেই ভরসা কেবল।
মিলিবেন রাম, হয় শকুন মঙ্গল॥
হইল সময় গত রহে মম প্রাণ।
অধম কে আছে বিশ্বে আমার সমান॥
রামের বিরহরূপ সাগর-মাঝেতে।
মগ্ন হৈল ভরতের মন সেক্ষণেতে॥
ধরিয়া বিপ্রেররূপ পবননন্দন।
হইলেন উপনীত তরণি যেমন॥
দেখিলেন কুশাসনে আছেন বসিয়া।
ক্ষীণ কলেবর জটা-মুকুট বাঁধিয়া॥

রাম, রাম, রঘুপতি সদা জপ করে।
কমল নয়ন হৈতে জলধারা ঝরে॥
দেখি হনুমান অতি হরষিত হৈল।
শরীরে পুলক, নেত্রে জল বরষিল॥
বিবিধ প্রকারে সুখী হৈল অতি মন।
শ্রবণের সুধা সম বলিলা বচন॥
দিবারাতি দুখ দেয় যাঁহার বিরহ।
নিরন্তর গুণগান যাঁহার করহ॥
রঘুকুল-তিলক সে ভক্ত-সুখদাতা।
আসেন কুশলে দেব-মুনিগণ-ত্রাতা॥
রণে রিপু পরাজিত, যশ গায় সুর।
আসেন অনুজ-সীতা সহ রঘুবর॥
বচন শুনিয়া সব দুখ ভুলি গেল।
তৃষাতুর জন যেন অমৃত লভিল॥
কেবা তুমি তাত? কোথা হইতে আসিলে।
আমার পরম প্রিয় বাক্য শুনাইলে॥
পবননন্দন আমি, নাম হনুমান।
শ্রবণ করহ প্রভো? করুণানিধান॥
অনাথের গতি রঘুপতির কিঙ্কর।
শুনিয়া ভরত উঠি মিলেন সাদর॥
না ধরে হৃদয়ে প্রেম মিলনের কালে।
পুলকিত দেহ, নেত্র ভরিলেক জলে॥
সব দুখ গেল কপি তব দরশনে।
মিলিলাম আজি আমি রাম-ভক্ত সনে॥
জিজ্ঞাসি কুশল প্রশ্ন ক'ন পুনরায়।
শুন ভ্রাতঃ? কিবা আজি দিব হে তোমায়॥
এই সমাচার সম জগৎ মাঝার।
দেখিলাম নাহি কিছু করিয়া বিচার॥
শোধিবারে না পারিনু তব এই ঋণ।
প্রভুর চরিত মোরে শুনাও এখন॥
তবে হনুমান পদে নত করি মাথা।
বলিলা সকল শ্রীরামের গুণগাথা॥

বল কপে ? কৃপাময় প্রভু কি কখন।
করিতেন দাস ভাবি আমারে স্মরণ॥
শুনি এই ভরতের বিনীত বচন।
কপি পুলকিত পড়ে ধরিয়া চরণ॥
চরাচরনাথ প্রভু রাম দয়াবান্।
করেন আপন মুখে যাঁর গুণগান॥
কেন বা না হ'বে সেহ এরূপ বিনীত।
পরম পবিত্র, সর্ব্ব গুণেতে ভূষিত॥
হে নাথ ? রামের তুমি পরাণের প্রিয়।
সত্য করি কহি আমি জানিহ নিশ্চয়॥
শুনিয়া ভরত মিলিলেন পুনঃপুনঃ।
হৃদয়ে না ধরে প্রেম আনন্দে মগন॥
প্রণাম করিয়া তবে ভরত-চরণে।
ত্বরা করি গেলা হনু রাম সন্নিধানে॥
কুশল সংবাদ সব বলে বিবরিয়া।
শুনি হর্ষে চলে প্রভু বিমানে চড়িয়া॥

——:*:——

শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রবেশ।

অযোধ্যা নগরে হর্ষে ভরত যাইল।
শুনাইল গুরুদেবে সংবাদ সকল॥
পুনঃ সমাচার গিয়া দেন অন্তঃপুরে।
আসিছেন রঘুপতি কুশলে নগরে॥
পুরবাসিগণ যবে সংবাদ পাইল।
হরষেতে নরনারী উঠিয়া ধাইল॥
হরিদ্রা ও দুর্ব্বা, দধি আর ফল, ফুল।
নব তুলসীর দল মঙ্গলের মূল॥
ভরি ভরি স্বর্ণ থালে যতেক ভামিনী।
গাহিতে গাহিতে চলে গজেন্দ্রগামিনী॥
যে যেরূপে ছিল সেহ সেরূপে ধাইল।
বাল-বৃদ্ধ কেহ কারো সঙ্গ না লইল॥

একে অন্যজন পাশে জিজ্ঞাসিয়া ধায়।
দেখেছ কি তুমি দয়াময় রঘুরায়॥
প্রভু আগমন জানি অযোধ্যা নগর।
হইলেক সর্ব্বরূপ শোভার আকর॥
হইল বিমল অতি সরযূর জল।
সুখদ ত্রিবিধ বায়ু বহিতে লাগিল॥
অনুজ শত্রুঘ্ন আর গুরু পরিজন।
সঙ্গেতে লইয়া আর ব্রাহ্মণেরগণ॥
হরষে ভরত চলে প্রেমপূর্ণ মন।
রয়েছেন যথা প্রভু কৃপানিকেতন॥
অনেকে প্রাসাদোপরি করি আরোহণ।
গগনে আসিছে রথ করে নিরীক্ষণ॥
দেখি,হরষিত হ'য়ে সুমধুর স্বরে।
সকলে মিলিয়া সুমঙ্গল গান করে॥
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র শ্রীরামে হেরিয়া।
অযোধ্যানগরী-সিন্ধু উঠে উথলিয়া॥
তরঙ্গ সমান তাহে হয় নারীগণ।
করে গান কোলাহল হইল ভীষণ॥
হেথা ভানুকুল-কমলের দিবাকর।
দেখান বানরগণে সুরম্য নগর॥
শুনহ অঙ্গদ, কপিপতি, লঙ্কেশ্বর।
সুরম্য এ দেশ অতি পবিত্র নগর॥
যদ্যপিও সকলেই বৈকুণ্ঠে বাখানে।
নিগম পুরাণে খ্যাত বিশ্বজনে জানে॥
'অযোধ্যা সদৃশ মম প্রিয় নহে সেহ।
বিশ্বমাঝে এই কথা জানে কেহ কেহ॥
মম জন্মভূমি এই নগর সুন্দর।
সরযূ উত্তর দিকে বহে নিরন্তর॥
মজ্জন যাহাতে করি নর অনায়াস।
লাভ করে সদা মম সন্নিধানে বাস॥
ইহার নিবাসী মম প্রিয় অতিশয়।
মমধামপ্রদ পুরী সুখের আলয়॥

প্রভু-বাক্য শুনি সবে হরষিত হৈল।
ধন্য সে অযোধ্যা যাহে রাম বাখানিল॥
আসিতে দেখিয়া নগরের লোকজন।
দয়ার সাগর প্রভু কৃপানিকেতন॥
পুষ্পক বিমানে করিলেন আজ্ঞা দান।
নগর সমীপে সেহ নামিল বিমান॥
উতরি, পুষ্পকে প্রভু বলেন তখন।
কুবের সমীপে তুমি করহ গমন॥
রামের প্রেরণে সেহ করিল গমন।
হরষিত, বিরহেতে বিষাদিত মন॥
আসিলেন সর্ব্বজন সঙ্গে ভরতের।
দেহ ক্ষীণ সবাকার বিয়োগে রামের॥
বামদেব, বশিষ্ঠাদি মুনিরে হেরিয়া।
প্রভুবর ধনুর্ব্বাণ ভূমিতে ফেলিয়া॥
দ্রুত ধেয়ে ধরে গুরুপদ-সরোরুহ।
অনুজ সহিত অতি পুলকিত দেহ॥
মিলিয়া কুশল জিজ্ঞাসিলা মুনিরায়।
প্রভু ক'ন সব শুভ গুরুর কৃপায়॥
সর্ব্ব দ্বিজগণ-পদে করেন প্রণাম।
ধর্ম্মধুরন্ধর রঘুকুলের প্রধান॥
ধরেন ভরত প্রভুপদ-সরসিজ।
বন্দে যাহা সুর, মুনি, সদাশিব অজ॥
পড়িল ভূমিতে নাহি উঠে উঠাইলে।
হৃদয়ে লাগান কৃপাসিন্ধু নিজ বলে॥
শ্যামল শরীরে লোমাবলী দাঁড়াইল।
নূতন কমল-নেত্র জলেতে ভরিল॥

রাজীবলোচনে জল, ঝরিতেছে অবিরল,
সুললিত দেহ পুলকিত।
অতি প্রেমে হৃদয়েতে, তুলিলেন শ্রীভরতে,
মিলি প্রভু ত্রিভুবননাথ॥
নিজ অনুজের সাথ, মিলিলেন জগন্নাথ,
সে শোভার না হয় তুলন।
শৃঙ্গার ধরিয়া দেহ, মিলি যেন প্রেম সহ,
হইলেক অতি সুশোভন॥
জিজ্ঞাসিলা বিশ্ব-কর্ত্তা, ভরতে কুশল বার্ত্তা,
ত্বরা করি বচন না সরে।
শিবানি ? সুখ যে তায়, বাক্য-মনে নাহি পায়,
অন্যে কিবা পারে বুঝিবারে॥
সব শুভ এই ক্ষণে, আর্ত্ত ভাবি নিজ জনে,
রঘুনাথ দিলে দরশন।
বিরহ-বারিধি-নীরে, মগ্নপ্রায় এ দাসেরে,
করে ধরি কৈলে উত্তোলন॥
পুনঃ প্রভু হরষিত, মিলেন শত্রুঘ্ন সাথ,
ধরি তারে বক্ষে লাগাইল।
লক্ষ্মণ ভরত সন, মিলিলেন প্রেমে পুনঃ,
হৃদে প্রেম তাহে না ধরিল॥

লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন সাথে মিলিল তখন।
দুঃসহ বিরহ দুখ হইল খণ্ডন॥
ভরত শত্রুঘ্ন সাথে সীতার চরণে।
প্রণাম করিয়া অতি সুখ পান মনে॥
বিয়োগজনিত দুখ বিপত্তি-বিনাশী।
হেরিয়া প্রভুরে হরষিত পুরবাসী॥
প্রেমেতে ব্যাকুল সর্ব্বজনেরে নেহারি।
করেন কৌতুক প্রভু কৃপাময় হরি॥
ধরিয়া অসংখ্য-দেহ প্রভু সেই ক্ষণে।
মিলিলেন যথাযোগ্য সবাকার সনে॥
কৃপা নেত্রে রঘুবর হেরিয়া সবারে।
করিলেন শোকহীন যত নারীনরে॥
মিলিলেন ভগবান্ ক্ষণে সবা সনে।
উমে ? এ মরম কিন্তু কেহ নাহি জানে॥

হেনরূপে সর্ব্বজনে সুখী করি রাম।
চলেন অগ্রেতে প্রভু শীল-গুণধাম॥
ধাইল সকলে কৌশল্যাদি যত মাতা।
নূতন প্রসূতা গাভী বৎসে হেরি যথা॥
বাছুরে করিয়া ত্যাগ যথা ধেনুগণ।
গোপালের বশে যায় চরিবারে বন॥
দিবা শেষে লক্ষ্য করি নগরের প্রতি।
ঝরে স্তন হুঙ্কারিয়া ধায় দ্রুতগতি॥
মিলেন জননীগণে প্রভু প্রেমভরে।
নানাবিধ মৃদু বাক্য কহিয়া সবারে॥
বিয়োগজনিত দুখ সকল ঘুচিল।
সকলে অপরিসীম আনন্দ লভিল॥
মিলেন সুমিত্রা দেবী আপন নন্দনে।
অতি প্রীতি জানি তার রামের চরণে॥
কৈকয়ীর সনে রাম মিলেন যখন।
হৈল সঙ্কুচিত তার হৃদয় তখন॥
লক্ষ্মণ মিলিয়া সব মাতৃগণ সনে।
লভিলেন আশীর্ব্বাদ আনন্দিত মনে॥
মিলিলেন কৈকয়ীর সনে পুনঃপুনঃ।
মনক্ষোভ তাহে কিন্তু না হয় বারণ॥
শ্বশ্রূগণ সাথে সীতা মিলিলেন গিয়া।
স্পর্শিলা চরণ অতি হরষিত হিয়া॥
কুশল জিজ্ঞাসি সবে আশীর্ব্বাদ দিল।
সীঁথির সিন্দুর তব হউক অচল॥
রাম-মুখপদ্ম সবে করে নিরীক্ষণ।
শুভ জানি নেত্রে জল না করে মোচন॥
আরতি সাজা'য়ে আনি কনকের থালে।
পুনঃপুনঃ প্রভু-অঙ্গ নেহারে সকলে॥
করে নীরাজন সবে বিবিধ প্রকার।
পরম আনন্দে পূর্ণ হৃদয় সবার॥
রণধীর রঘুবীর কৃপার সাগরে।
কৌশল্যা জননী হেরিলেন বারেবারে॥

হৃদয়েতে পুনঃপুনঃ করিলা বিচার।
কিরূপেতে দশাননে করিল সংহার॥
অতি সুকুমার মম বালকযুগল।
নিশাচরগণ যোদ্ধা, বলে মহাবল॥
জনকনন্দিনী আর সহিত লক্ষ্মণ।
শ্রীরঘুনন্দনে মাতা করি দরশন॥
পরম আনন্দে মগ্ন হইলেক মন।
হইলেক পুলকিত দেহ পুনঃপুনঃ॥
সুগ্রীব, অঙ্গদ, বিভীষণ, জাম্বুবান।
বলশালী নল, নীল শুভ শীলবান্॥
হনুমান আদি সব কপি বীরগণ।
মনোহর নরতনু করিল ধারণ॥
ভরতের স্নেহ, শীল, ব্রত ও নিয়ম॥
সাদরে বর্ণন সবে করে অতি প্রেমখ
নগরবাসীর রীতি করি দরশন।
প্রভুপদে প্রীতি হেরি করে প্রশংসন॥
পুনঃ রঘুপতি ডাকি নিজ সঙ্গীগণে।
শিক্ষা দেন প্রণমিতে গুরুর চরণে॥
কুলপূজ্য হ'ন গুরু বশিষ্ঠ আমার।
রাক্ষসে কৃপায় তাঁর করিনু সংহার॥
শুন মুনে? এঁরা সব মম মিত্র হয়।
তরিতে সমর-সিন্ধু তরিরূপ রয়॥
মম হিত তরে সবে ত্যজিল সংসার।
ভরত হইতে প্রিয় সেহেতু আমার॥
প্রভুবাক্য শুনি সবে হইল মগন।
প্রতি নিমেষেতে সুখ লভিল নূতন॥
কৌশল্যা-চরণযুগে পুনশ্চ তখন।
করিল প্রণাম সবে রাম-মিত্রগণ॥
হরষিত হ'য়ে মাতা আশীর্ব্বাদ দিল।
রামসম প্রিয় মম তোমরা সকল॥
আকাশ হইতে হয় পুষ্প বরিষণ।
চলিলেন স্বভবনে সুখনিকেতন॥

প্রাসাদের উপরেতে করি আরোহণ।
নগরের নরনারী করে নিরীক্ষণ॥
বিচিত্র কাঞ্চন ঘট বহু সাজাইল।
নিজ নিজ দ্বারে সবে স্থাপন করিল॥
বিরচিল বহুবিধ মঙ্গলের সাজ।
সাজায় তোরণ সবে পতাকা ও ধ্বজ॥
সুগন্ধ সলিলে গলি করিল সিঞ্চন।
গজমুক্তা দিয়া করে চত্বর পূরণ॥
সুমঙ্গল সাজে নানারূপেতে সাজিল।
নগরে আনন্দবাদ্য বাজিতে লাগিল॥
যথা তথা নারীগণ করি নীরাজন।
দেয় সবে আশীর্ব্বাদ হরষিত মন॥
সাজা'য়ে কাঞ্চন থালে মঙ্গল আরতি।
করে নানা শুভ গান যতেক যুবতী॥
আরতি করয়ে তাঁর যিনি আর্ত্তি-হর।
রঘুকুল-কমল-কানন-দিবাকর॥
নগরের শোভা আর সম্পত্তি কল্যাণ।
শারদা, ফণীন্দ্র, বেদ করয়ে বাখান॥
তাঁহারাও লীলা হেরি চমকিত হ'ন।
উমে ? তাঁর গুণ নর কি প্রকারে ক'ন॥
অযোধ্যা সরসী, নারীগণ কুমুদিনী।
রামের বিরহ তাহে হয় দিনমণি॥
হইলে তাঁহার অস্ত বিকশে তখন।
রামরূপ-রাকাশশী করি দরশন॥
মঙ্গল শকুন নানা প্রকার হইল।
গগনে আনন্দবাদ্য বাজিতে লাগিল॥
সনাথ করিয়া প্রভু পুরনারীনরে।
চলিলেন ভগবান্ ভবন ভিতরে॥
কৈকয়ী লজ্জিতা হৈল প্রভু মনে জানি।
প্রথমে তাঁহার গৃহে গেলেন, ভবানি॥
প্রবোধি তাঁহারে সুখ দেন অতিশয়।
গমন করেন প্রভু পরে নিজালয়॥
গেলেন করুণাসিন্ধু যখন মন্দিরে।
হইলেক অতি সুখী পুরনারীনরে॥

——:*:——

শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক।

ডাকা'য়ে বশিষ্ঠ মুনি যত দ্বিজগণ।
বলিলেন আজি সুখকর শুভক্ষণ॥
সবে মিলি দেহ আজ্ঞা হরষিত মনে।
বসুন শ্রীরামচন্দ্র রাজসিংহাসনে॥
বশিষ্ঠ মুনির বাক্য শুনি সুশোভন।
হইলেন অতি সুখী যত বিপ্রগণ॥
বলিলা মধুর বাক্য ব্রাহ্মণ অনেক।
বিশ্বের বাঞ্ছিত হয় রাম অভিষেক॥
না কর বিলম্ব এবে শুন মুনিবর।
মহারাজ শ্রীরামের অভিষেক কর॥
ডাকিয়া সুমন্ত্রে তবে কহিলেন মুনি।
চলে হরষিত সেহ সেই কথা শুনি॥
বিবিধ বিমান, গজ, বাজি বহুতর।
সাজাইল নানারূপ যাইয়া সত্বর॥
যথা তথা দূতগণে করিয়া প্রেরণ।
করিলা মঙ্গল দ্রব্য সব আহরণ॥
তবে আসি বশিষ্ঠের চরণ ধরিয়া।
প্রণমে সুমন্ত্র অতি হরষিত হিয়া॥
সাজায় অযোধ্যাপুরী অতি মনোহর।
পুষ্প বরিষণ করে যতেক অমর॥
ডাকি ভৃত্যগণে ক'ন প্রভু দয়াবান্।
করাও প্রথমে গিয়া সখাগণে স্নান॥
বাক্য শুনি যথা তথা ধায় ভৃত্যগণ।
ত্বরা সুগ্রীবাদি সবে করায় মজ্জন॥
পুনশ্চ করুণানিধি ভরতে ডাকিয়া।
নিজ করে জটা তাঁর দেন ঘুচাইয়া॥

ভ্রাতা তিন জনে প্রভু করা'লেন স্নান।
ভকতবৎসল রঘুবর দয়াবান্॥
ভরত-সৌভাগ্য আর রামের নম্রতা।
অনন্ত নাগের নাহি বর্ণিতে ক্ষমতা॥
পুনশ্চ আপন জটা শ্রীরাম কাটান।
গুরুর আদেশ পেয়ে করিলেন স্নান॥
স্নান করি পরিলেন বিবিধ ভূষণ।
জিনিয়া অনঙ্গকোটি অঙ্গ সুশোভন॥
শ্বশ্রুগণ সমাদরে সীতারে তখন।
হ'য়ে অতি ত্বরান্বিত করান মজ্জন॥
সুদিব্য বসন, নানারূপ বিভূষণ।
সাজান প্রত্যেক অঙ্গে যেখানে যেমন॥
রাম-বামদিকে শোভে জনকনন্দিনী।
নিখিল বিশ্বের রূপ আর গুণ-খনি॥
দেখিয়া জননীগণ হরষিত হৈল।
নিজ নিজ জন্ম সবে মানিল সফল॥
শুন খগরাজ ? সেই সময়ে তখন।
ব্রহ্মা, শিব আর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মুনিগণ॥
বিমানে চড়িয়া আসিলেন দেবগণ।
হেরিতে নয়ন ভরি সুখনিকেতন॥
প্রভুরে হেরিয়া মুনি প্রেমপূর্ণ মন।
আনা'ন সত্বরে দিব্য রত্নসিংহাসন॥
তেজে দিবাকর সম বর্ণিব কেমনে।
বসিলেন রাম প্রণমিয়া বিপ্রগণে॥
জনকনন্দিনী সহ শ্রীরঘুনন্দনে।
হেরি আনন্দিত অতি হ'ন মুনিগণে॥
দ্বিজগণ বেদমন্ত্র করে উচ্চারণ।
আকাশেতে জয়! জয়! কহে সুরগণ॥
তিলক বশিষ্ঠ মুনি অগ্রে করি দান।
পুনঃ বিপ্রগণে আজ্ঞা করেন প্রদান॥
পুত্রে হেরি মাতৃগণ হরষিত অতি।
করিলেন পুনঃপুনঃ তাঁহার আরতি॥

দিলেন বিবিধ দান ব্রাহ্মণ সকলে।
অযাচক করিলেন যাচকের দলে॥
ত্রিভুবনপতি বসিলেন সিংহাসনে।
হেরিয়া বাজায় স্বর্গবাদ্য দেবগণে॥

গগনে দুন্দুভি দেবে, বাজায় বিপুল রবে,
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর করে গান।
অপ্সরারগণ যত, নৃত্য করে হরষিত,
মহানন্দ সুর-মুনি পা'ন॥
ভরতাদি ভ্রাতৃগণ, হনুমান, বিভীষণ,
কপিপতি আদি বালিসুত।
ব্যজন, চামর, ছত্র, ধনু, অসি সুপবিত্র,
ধরে ঢাল, শক্তি শোভাযুত॥
রবিকুল-বিভূষণ, শ্রীরাম জানকী সম,
কামছবি জিনি সুশোভিত।
দেহ নব জলধর, পরিধানে পীতাম্বর,
মুনিগণ-মন বিমোহিত॥
মুকুট, অঙ্গদ আর, বিবিধ ভূষণ সার,
প্রতি অঙ্গ করে সুশোভন।
নেত্রযুগ-সরসিজ, সুবিশাল বক্ষ, ভুজ,
ধন্য নর ? নিরখে যে জন॥
সেই শোভা মনোহর, সমাকার সুখকর,
নাহি পারি বর্ণিতে, খগেশ।
যদিও শারদা, শ্রুতি, আর বর্ণে ফণীপতি,
রস তার জানেন মহেশ॥
পৃথক পৃথক দেব, করি বহুবিধ স্তব,
গেল সবে নিজ নিজ ধাম।
বন্দীজন বেশ ধরি, আসিলেন বেদ চারি,
বসি যথা আছেন শ্রীরাম॥
করুণাসাগর রাম, জ্ঞানবান্, গুণধাম,
করিলেন সমাদর অতি।

জানিতে না পারে কেহ, কিছুই মরম এহ,
করিতে লাগিল বেদ স্তুতি ॥

দেবগণ কর্ত্তৃক স্তব।

(জয়) গুণময় ভূপ, নির্গুণ স্বরূপ,
অপরূপ রূপ, ভূপ শিরোমণে।
লঙ্কার ঈশ্বর, ঘোর নিশাচর,
সংহরণ কর, খল দুষ্টগণে ॥
নর অবতার, সংসারের ভার,
করিলে নিস্তার, দুখদাহ হরি।
যে জন প্রণত, পালহ সতত,
জয় শক্তিযুত, নমি তোমা হরি ॥
নাগ, সুরাসুর, চরাচর নর,
অধীন তোমার, মহা মায়া গুণে।
ভবপথে ভ্রান্ত, দিবানিশি শ্রান্ত,
নাহি হয় ক্ষান্ত; কাল, কর্ম্ম গুণে ॥
কৃপাদৃষ্টি করি, হের যারে হরি,
ঘুচে যায় ভারি, সব দুখচয়।
ভব নাশে দক্ষ, মো সবারে রক্ষ,
জয় কমলাক্ষ, নমি দয়াময় ॥
মত্ত যেই জনে, জ্ঞান-অভিমানে,
ভক্তি নাহি মানে, সংসারের সারা।
দেবের দুর্লভ, পেয়ে ধাম সব,
পড়ে পুনঃ ভব-সিন্ধু মাঝে তারা ॥
বিশ্বাস করিয়া, বাসনা ত্যজিয়া,
তব দাস হৈয়া, রহে যেই জন।
জপি তব নাম, তরে বিনাশ্রম,
ভবে সেই জন, করি যে স্মরণ ॥

যে চরণ রজ, পূজে শিব অজ,
স্পর্শি যেই রজ, তরে মুনিনারী।
নখ বিনির্গতা, মুনীন্দ্র বন্দিতা,
ত্রিভুবন-পূতা, যার সুরেশ্বরী ॥
ধ্বজপদ্মাঙ্কুশ, অঙ্কিত কুলিশ,
বনে অহর্নিশ, হেরে ভীলগণ।
সে চরণদ্বয়, প্রভো ? দয়াময়,
সদা ইচ্ছা হয়, করি সুসেবন ॥
মূল ব্যক্ত নয়, আদি নাহি রয়,
ত্বচ্ চারি কয়, যত শ্রুতিগণ *।
স্কন্ধ ছয় রস, শাখা পঞ্চবিংশ,
পত্র নহে শেষ, পুষ্প অগণন ॥
দুই ফল হয়, কটু, মধুময়,
লতা, পত্র রয়, করি আবরণ।
চির পল্লবিত, নিয়ত পুষ্পিত,
ভব-বৃক্ষ নাথ, করি যে বন্দন ॥
অনুভব গম্য, মনের অগম্য,
সনাতন ব্রহ্ম, যে করে ধেয়ান।
করুক বর্ণন, জানুক সে জন,
তোমার সগুণ, মোরা করি গান ॥
করুণাসাগর, শুভ গুণাকর,
যাচি এই বর, দেহ এ অধীনে।
ক্রোধাদি বিকার, করি পরিহার,
রহে অনিবার, রতি শ্রীচরণে ॥
দেখে সর্ব্বজন, তবে শ্রুতিগণ,
করি স্তুতি হেন, করিল গমন।
হয়ে অন্তর্হিত, হরষিত চিত,
হৈল উপনীত, ব্রহ্মার ভবন।

---

* মূল—অব্যক্ত প্রকৃতি অনাদি। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ, এই চারি প্রকার ত্বক্। জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিবর্ণ, ক্ষীণ ও মরণ এই ছয় স্কন্ধ। পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব, এই পঞ্চবিংশতি (তত্ত্ব) শাখা। বিবিধ বাসনা—পত্র ও ফুল। দুখ ও সুখরূপ দ্বিবিধ ফল এবং অবিদ্যারূপিণী লতাবেষ্টিত সংসার-বৃক্ষের স্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার।

শুন পক্ষীবর, তখন শঙ্কর,
আসেন সত্বর, যথা রঘুবীর।
করে নানা স্তুতি, গদ্‌গদ মতি,
প্রেমে পূর্ণ অতি, পুলক শরীর॥

মহাদেব কর্ত্তৃক স্তব।

জয় রাম, রমেশ্বর, বিশ্বগতে।
ভব-তাপ-ভয়াকুল রক্ষ পতে॥
অবধেশ, সুরেশ, রমেশ, বিভো।
শরণাগত-দাস-জনেশ, প্রভো॥
বিশ-হস্ত-দশানন নাশক হে।
কর দূর ধরা অতি পীড়ন হে॥
রজনীচরবৃন্দ-পতঙ্গ রহে।
শর-পাবক-তেজ প্রচণ্ড দহে॥
মহিমণ্ডল-মণ্ডন-মণ্ডন রে।
ধৃত-শায়ক-চাপ-নিষঙ্গ করে॥
মদ-মোহ-মহামমতা-রজনী।
তমঃপুঞ্জ দিবাকর-তেজ-অনী *॥
মনজাত-কিরাত নিপাতক রে †।
মৃগ-মানবপুঞ্জ কুভোগ-শরে॥
অতি দীনজনে কর রক্ষণ হে।
বিষয়ে, বিষমে ভ্রমিছে ঘুরি হে॥
বহু রোগ, বিয়োগ সদা হয় যে।
ভবদঙ্ঘ্রি নিরাদর কারণ সে॥
ভব সাগর মাঝ নিমগ্ন নয়ে।
পদপঙ্কজ-প্রেম না যেহ করে॥
অতি দীন, মলিন, সদা দুখী সে।
নয় মগ্ন পদাম্বুজ-প্রেমরসে॥
অবলম্ব কথা তব যার রহে।
প্রিয় সাধু সদা, ভবতারক হে॥
মদ, মান, বিরাগ না লোভ রহে।
সম তার কি বৈভব, সম্পদ হে॥
হয় সেবক কারণ সেহ মুদা।
মুনি ছাড়ি বিনা দুখ যোগ সদা॥
করি প্রেম নিরন্তর যে নিয়মে।
ভজয়ে পদপঙ্কজ শুদ্ধ মনে॥
সম মানি নিরাদর-আদর রে।
সব সাধু সুখী ধরণী বিচরে॥
মুনি-মানস-পঙ্কজ-ভৃঙ্গ ভজে।
রঘুবীর মহারণধীর অজে॥
তব নাম জপি প্রণমামি হরে।
ভবরোগ-মহামদ-মান হরে॥
গুণশীল কৃপার নিকেতন হে।
প্রণমামি নিরন্তর শ্রীশ্বর হে॥
রঘুনাথ বিনাশয় দ্বৈতমনে।
মহিপাল বিলোকয় দীন জনে॥
চাহি বর সদা তব শ্রীচরণে।
তব ভক্তি রহে মিলি সাধু সনে॥

—:*:—

সুগ্রীব প্রভৃতিকে বিদায় দান।

হেনরূপে উমাপতি বর্ণি রাম-গুণ।
মহানন্দে কৈলাসেতে করেন গমন॥
তবে প্রভু কপিগণে করান দর্শন।
সর্ব্বরূপে সুখকর আবাস-ভবন॥
শুন খগপতে ? এই কথা সুপাবন।
ত্রিবিধ সন্তাপ ভব-দোষ-বিনাশন॥
শ্রীরঘুনাথের এই শুভ অভিষেক।
শুনিয়া লভয়ে নর বিরক্তি, বিবেক॥

---

* অনী অর্থাৎ অনিকিনী=সৈন্য। মদ, মোহ, মমতারূপ তমঃপুঞ্জ বিনাশ করিতে সূর্য্য-তেজরূপ সৈন্যের সমান।

† মনজাত কিরাত অর্থাৎ কামদেব, মৃগরূপ মানবগণকে কুভোগরূপ বাণের দ্বারা বিনাশ করিতেছে।

সকাম যে নর শুনে কিম্বা করে গান।
লভয়ে সম্পত্তি, সুখ বিবিধ বিধান ॥
দেবের দুর্লভ সুখ বিশ্বমাঝে পায়।
অন্তকালে শ্রীরামের নিজ পুরে যায় ॥
বিষয়-বিমূঢ় কিম্বা মুমুক্ষু যে জন।
লভে সুখ, ভক্তি নিত করিয়া শ্রবণ ॥
খগপতে ? রামকথা বুদ্ধি-প্রদায়িনী।
বলিলাম আমি ভয়-দুখ-বিনাশিনী ॥
বিরতি, বিবেক, ভক্তি সুদৃঢ়কারিণী।
মোহ-নদী মধ্যে হয় সুন্দর তরণী ॥
নিত্য নব সুমঙ্গল অযোধ্যা নগরে।
হরষিত হ'য়ে পুরবাসী বাস করে ॥
নিত্য নব প্রেম রাম-চরণ পঙ্কজে।
সেবা করে যাহা হর, সুর, মুনি, অজে ॥
ভিক্ষুগণে বহু বস্ত্র করেন প্রদান।
পাইলেন দ্বিজগণ নানাবিধ দান ॥
পরমানন্দেতে মগ্ন কপিন্দ্র হয়।
প্রভু-পদে সবাকার প্রেম উপজয় ॥
জানিতে না পারে দিবানিশি হয় গত।
হেনরূপে ছয় মাস হইল অতীত ॥
ভুলি স্বপনেও গৃহ না হয় স্মরণ।
সাধু-মনে পরদ্রোহ না উঠে যেমন ॥
তবে রাম সেথ মিত্রগণে ডাকাইল।
আসি সবে সমাদরে প্রণাম করিল ॥
বসান সবারে পাশে প্রেমপূর্ণ মন।
ভক্ত-সুখকর মৃদু বলেন বচন ॥
করিলে তোমরা অতি আমার সেবন।
সম্মুখেতে কিরূপেতে করিব বর্ণন ॥
আমার অতীব প্রিয় সেহেতু সকলে।
মম লাগি সবে গৃহ-সুখ ত্যাগ কৈলে ॥
তোমাদের সম প্রিয় নহে পরিজন।
মিথ্যা নাহি কহি ইহা যথার্থ বচন ॥

সেবক সবার প্রিয় হয় এই নীতি।
সমধিক প্রেম মম ভকতের প্রতি ॥
এবে মিত্রগণ ? গৃহে করহ গমন।
সুদৃঢ় নিয়মে মোরে করিবে ভজন ॥
আমি সর্ব্বগত আর সর্ব্বহিতকর।
জানিয়া করিও প্রেম সবে নিরন্তর ॥
প্রভু-বাক্য শুনি সবে মগন হইল।
কে আমি কোথায় হই, দেহ ভুলি গেল।
করযোড়ে অনিমেষে চাহি রহে আগে।
বলিতে না পারে কিছু অতি অনুরাগে ॥
অতি প্রেম তাহাদের প্রভু নিরখিয়া।
কহেন বিবিধ জ্ঞান বর্ণন করিয়া ॥
প্রভুর সম্মুখে কিছু বলিতে না পারে।
প্রভু-পাদপদ্মযুগ পুনঃপুনঃ হেরে ॥
আনাইল তবে প্রভু বসন, ভূষণ।
পরম সুন্দর আর অতি সুদর্শন ॥
প্রথমে সুগ্রীবে তাহা পরা'ন যতনে।
ভরত আপন হস্তে হরষিত মনে ॥
প্রভু-আজ্ঞা পেয়ে লঙ্কাপতিরে লক্ষ্মণ।
পরা'ন, তাহাতে প্রভু আনন্দিত হ'ন ॥
অঙ্গদ অচল হ'য়ে বসিয়া রহিল।
প্রেম বুঝি প্রভু তাহে কিছু না বলিল ॥
জাম্বুবান, নল, নীল আদি কপিগণে।
পরা'ন শ্রীরঘুনাথ আনন্দিত মনে ॥
রামের স্বরূপ সবে হৃদয়ে ভরিয়া।
চলিলেন রামপদে প্রণাম করিয়া ॥
উঠিয়া অঙ্গদ তবে শির নোয়াইয়া।
সজল নয়নে করযুগল যুড়িয়া ॥
বলিলেক সবিনয়ে মধুর বচন।
প্রেম-রস দিয়া তাহা সিঞ্চিল যেমন ॥
শুনহ সর্ব্বজ্ঞ ? কৃপাময় সুখসিন্ধু।
দীন প্রতি দয়াকারী দুখিতের বন্ধু ॥

মরণ সময়ে মোরে জনক আমার ।
করিলেন সমর্পণ চরণে তোমার ॥
তুমি "দীনবন্ধু" এই প্রতিজ্ঞা পালহ ।
ভক্ত-হিতকারী মোরে ত্যাগ না করহ ॥
তুমি প্রভু, পিতামাতা, মম গুরুজন ।
ত্যজিয়া যাইব কোথা কমল-চরণ ॥
বিচার করিয়া তুমি বল নররাজ ।
প্রভুরে ত্যজিয়া গৃহে মম কিবা কাজ ॥
অজ্ঞান বালক আমি বলবুদ্ধিহীন ।
রাখহ আশ্রয়ে জানি অতিশয় দীন ॥
ভৃত্য সম গৃহ-কার্য্য সকল করিব ।
পাদপদ্ম হেরি ভব-সাগর তরিব ॥
এত বলি পড়ে ধরি প্রভুর চরণ ।
বলিও না নাথ ? গৃহে করহ গমন ॥
অতীব বিনীত শুনি অঙ্গদ-বচন ।
করুণা-সাগর প্রভু শ্রীরঘুনন্দন ॥
উঠা'য়ে তাহারে নিজ হৃদে লাগাইল ।
রাজীবলোচনযুগ জলেতে ভরিল ॥
আপনার কণ্ঠমালা বসন-ভূষণে ।
সাজালেন দয়াময় বালির নন্দনে ॥
দিলেন বিদায় তবে রাম ভগবান্ ।
বুঝাইয়া অঙ্গদেরে বিবিধ বিধান ॥
শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ সাথে ভরত তখন ।
বিদায় করিতে সঙ্গে করেন গমন ॥
স্বল্প প্রেম নহে অঙ্গদের হৃদয়েতে ।
ফিরি ফিরি চাহিতেছে রামের দিকেতে ॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করে বারম্বার ।
ভাবে প্রভু কহে যদি রহিতে আবার ॥
রাম দৃষ্টি, গতি আর মধুর ভাষণ ।
সহাস্য মিলন স্মরি হয় দুখী মন ॥
হেরি প্রভু-ইচ্ছা বহু বিনয় করিয়া ।
চলিল হৃদয়ে পাদপঙ্কজ ধরিয়া ॥
বিদায় করিয়া সমাদরে কপিগণে ।
আসেন ভরত ফিরি ভ্রাতৃগণ সনে ॥
ধরিয়া তখন সুগ্রীবের পদদ্বয় ।
করিলেক হনুমান বিবিধ বিনয় ॥
দিন দশ করি রাম-চরণ সেবন ।
পুনঃ তব পদ দেব করিব দর্শন ॥
অতি পুণ্যবান তুমি পবনকুমার ।
সেবা কর গিয়া সুখে কৃপার আগার ॥
এত বলি কপিপতি চলে ত্বরাবান ।
অঙ্গদ ডাকিয়া কহে শুন হনুমান ॥
মম দণ্ডবৎ তুমি গিয়া রঘুবরে ।
কহিও যাইয়া তথা যুড়ি দুই করে ॥
এত বলি বালিসুত গমন করিল ।
হনুমান প্রভু পাশে ফিরিয়া আসিল ॥
অঙ্গদের প্রেম-কথা কহে হনুমান ।
শুনিয়া মগন হইলেন ভগবান্ ॥
বজ্রের সমান হয় অতীব কঠোর ।
কুসুম-কোমল পুনঃ অতি মনোহর ॥
শ্রীরামের চিত্ত হেন হয় খগপতি ।
কে পারে বুঝিতে তাহা কাহার শকতি ॥
নিষাদেরে ডাকাইয়া পুনঃ দয়াময় ।
বসন, ভূষণ দেন প্রসাদ নিচয় ॥
গৃহেতে গমন কর স্মরিও আমারে ।
কর্ম্ম, মন, বাক্য আর ধর্ম্ম অনুসারে ॥
সখা তুমি প্রিয় মম ভরত যেমন ।
সদা যেন রহে হেথা গমনাগমন ॥
সুখ উপজিল অতি শুনিয়া বচন ।
পড়িল চরণে, জলে ভরিল লোচন ॥
পাদপদ্ম হৃদে ধরি গৃহেতে আসিল ।
প্রভুর স্বভাব পুরজনে শুনাইল ॥
রামের চরিত হেরি পুরবাসিগণ ।
পুনঃপুনঃ কহে ধন্য সুখের ভবন ॥

রচিল তুলসীদাস অমৃতের স্বাদ।
তাঁহার প্রসাদে ভনে রাধিকাপ্রসাদ॥

——:*:——

শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্ব বর্ণন।

বসিলে শ্রীরাম সিংহাসনে তিন লোক।
হইল মুদিত, গেল সবাকার শোক॥
শত্রুতা না করে কেহ কাহারও সনে।
রামের প্রতাপে নষ্ট বৈষম্য ভুবনে॥
আপন আপন ধর্ম্মে বর্ণাশ্রমোচিত।
বেদমার্গে লোক সব হইল নিরত॥
সদা সুখী হয় সবে দুখ নাহি রয়।
দূ'র গেল রোগ, শোক আর যত ভয়॥
দৈহিক, দৈবিক আর ভৌতিক জ্বালায়।
রামের রাজত্বে কেহ কষ্ট নাহি পায়॥
সকল মানব করে পরস্পর প্রীতি।
স্বধর্ম্ম-নিরত হ'য়ে মানি শ্রুতিরীতি॥
চারিপাদ ধর্ম্ম রহে জগৎ মাঝারে।
স্বপনেও কেহ কভু পাপ নাহি করে॥
শ্রীরামের ভক্তি-রত যত নরনারী।
পরম গতির সবে হয় অধিকারী॥
নাহি কোন পীড়া, নাহি অকাল মরণ।
সুন্দর শরীর সবাকার সুলক্ষণ॥
না হয় দরিদ্র কেহ কিম্বা দুখী, দীন।
নাহি রহে মূর্খ কেহ সুলক্ষণহীন॥
নির্দ্দয়তাহীন সবে অতি পুণ্যবান।
নর আর নারী সুচতুর গুণবান॥
সকলে পণ্ডিত, জ্ঞানী, সকলে গুণজ্ঞ।
কাপট্য-ধূর্ত্ততাহীন সকলে কৃতজ্ঞ॥
রামরাজ্যে খগরাজ! করহ শ্রবণ।
চরাচর বিশ্ব মাঝে ছিল যত জন॥
কাল, কর্ম্ম, গুণ আর স্বভাব-রচিত।
দুখেতে না ছিল কেহ কদাপি দুখিত॥
সপ্তসিন্ধু-সুবেষ্টিত যে হয় ধরণী।
একমাত্র নরপতি হ'ন রঘুমণি॥
অসংখ্য ভুবন প্রতি লোমকূপে যাঁর।
এ প্রভুতা বেশী কিছু পক্ষে নহে তাঁর॥
বুঝিলে প্রভুর সেই মহিমার লেশ।
এরূপ কথনে হয় হীনতা বিশেষ॥
সে মহিমা খগেশ্বর! জানে যেই জন।
এ চরিতে রতি সেহ করে অনুক্ষণ॥
সে মহিমা-জ্ঞান-ফল এই লীলা প্রতি।
কহে মহামুনিগণ হইবেক রতি॥
যে সুখ সম্পত্তি ছিল রামের রাজত্বে।
ফণীন্দ্র, শারদা তাহা না পারে বর্ণিতে॥
সকলে উদার সবে পর উপকারী।
বিপ্রপদে ভক্ত সবে নর কিম্বা নারী॥
একনারী-ব্রতরত ছিল নরগণ।
কায়মনোবাক্যে নারী পতিপরায়ণ॥
যতিগণ মধ্যে দণ্ড কেবল আছিল *।
ভেদ মানে, তালে-মানে নর্ত্তকের দল॥
রামের রাজত্বে হেন করিনু শ্রবণ।
নাহি ছিল শত্রু, সবে জয় করে মন॥
পুষ্পিত, ফলিত তরু সতত কাননে।
সিংহ, গজ, বিচরণ করে একসনে॥
সহজ শত্রুতা ভুলি খগ-মৃগগণ।
করে পরস্পর সবে প্রীতি বিবর্দ্ধন॥
সুমধুর রব করি খগ-মৃগগণ।
নির্ভয়ে, আনন্দে বনে করে বিচরণ॥
শীতল, সুগন্ধি, মন্দ বহে সমীরণ।
মধু ল'য়ে যায় অলি করিয়া গুঞ্জন॥

* অপরাধগণকে দণ্ড দিবার প্রয়োজন ছিল না। দণ্ড কেবল দণ্ডী সন্ন্যাসিগণই ধারণ করিতেন। পরস্পর ভেদ দ্বারা পরাজয় করিবার প্রয়োজন ছিল না। সেই জন্য ভেদ নীতি কেবল নর্ত্তকগণই স্বর, তাল ও মানের মধ্যে দেখাইত।

চাহিলেই ফল দেয় লতা, তরুগণ।
ইচ্ছামত দুগ্ধ দান করে গাভীগণ॥
শস্যেতে পূরিত ধরা রহে অনুক্ষণ।
ত্রেতাযুগে হয় সত্যযুগের করম॥
পর্ব্বত প্রকট করে নানা মণি-খনি।
বিশ্বপতি জগদাত্মা রামচন্দ্রে জানি॥
নদীগণ মধ্যে বহে সদা শ্রেষ্ঠ জল।
স্বাদু, সুখকর, সুনির্ম্মল, সুশীতল॥
আপন মর্য্যাদা সিন্ধু না করি লঙ্ঘন।
ফেলে তটে রত্ন-মণি, লয় নরগণ॥
কমলেতে পূর্ণ হৈল সব সরোবর।
দশ দিক হইলেক অতি মনোহর॥
আপন কিরণে বিধু পূরিল ধরণী।
প্রয়োজন মত তাপ দেন দীনমণি॥
চাহিবামাত্রেতে জল দেয় মেঘগণ।
শ্রীরামের রাজ্য হেনরূপে সুশোভন॥
কোটি অশ্বমেধ প্রভু করি সমাপন।
দ্বিজগণে দেন দান বিবিধ রতন॥
বেদমার্গ-রক্ষাকারী ধর্ম্মধুরন্ধর।
গুণের অতীত প্রভু, ভোগে পুরন্দর॥
রহেন জানকী সদা পতি-অনুকূলা।
শোভার আকর আর বিনীতা, সুশীলা॥
কৃপাসিন্ধু শ্রীরামের মহিমা জানিয়া।
সেবেন চরণপদ্ম সদা মন দিয়া॥
যদিও গৃহেতে রহে দাসদাসীগণ।
সকল প্রকারে অতি সেবাতে নিপুণ॥
নিজ করে গৃহচর্য্যা করেন সাধন।
রামের আদেশ সদা করেন পালন॥
যেরূপেতে কৃপাসিন্ধু মনে সুখী হ'ন।
মনে ভাবি তথা সীতা করেন সেবন॥
কৌশল্যা প্রভৃতি অন্তঃপুরে শ্বশ্রূগণে।
সমভাবে সেবে মান, মদ নাহি মনে॥

শিবানী, ব্রহ্মাণী, রমা সবার বন্দিতা।
রহেন সতত জগদম্বা আনন্দিতা॥
যাঁর কৃপা কটাক্ষের দৃষ্টি দেবগণ।
সতত লভিতে সদা বাঞ্ছা করে মন॥
সেই মাতা ভুলি গিয়া প্রভাব আপন।
রামের পদারবিন্দ করেন সেবন॥
অনুকূল ভ্রাতৃগণে করেন সেবন।
রামের চরণে অতি প্রীতি সুশোভন॥
রহে প্রভু মুখপদ্ম করি বিলোকন।
কহেন কৃপার সিন্ধু কা'রে কি কখন॥
শ্রীরাম করেন প্রীতি ভ্রাতৃগণ সনে।
নানাবিধ নীতি-শিক্ষা দেন সযতনে॥
নগরের লোকগণ রহে হরষিত।
দেবের দুর্ল্লভ ভোগ সবে করে নিত॥
দিবানিশি বিধাতাকে করয়ে মানান।
রামপদে রতি আমা সবে কর দান॥
সুন্দর দুইটি হৈল জানকীর সুত।
নামে লব, কুশ বেদ-পুরাণে বর্ণিত॥
বিজয়ী, বিনয়ী দোঁহে গুণের মন্দির।
হরি-প্রতিবিম্ব যেন অতীব সুন্দর॥
প্রত্যেক ভ্রাতার হয় দুই দুই সুত।
অতিশয় শীলবান রূপ-গুণযুত॥
জ্ঞানের অগম্য, বাক্য-ইন্দ্রিয় অতীত।
মায়-মন গুণ-পার জনম রহিত॥
সেই সে সচ্চিদানন্দ ঘন নির্ব্বিকার।
করেন নরের লীলা অপূর্ব্ব উদার॥
সরযূ নদীতে স্নান করিয়া প্রভাতে।
সজ্জন ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলেন সভাতে॥
বশিষ্ঠ পুরাণ-বেদ করেন বর্ণন।
জানিলেও রাম তাহা করেন শ্রবণ॥
ভ্রাতৃগণ সহ রাম করেন ভোজন।
দেখি অতি সুখ পান জননীরগণ॥

ভরত, শত্রুঘ্ন দুই ভ্রাতাতে মিলিয়া।
পবনকুমার সাথে উপবনে গিয়া ॥
বসি রাম-গুণগাথা করে জিজ্ঞাসন।
যথা মতি হনুমান করয়ে বর্ণন ॥
শুনি সুবিমল গুণ অতি সুখ পায়।
পুনঃপুনঃ সবিনয়ে তাহারে কহায় ॥
সবাকার গৃহে হয় পুরাণ পঠন।
নানাবিধ শ্রীরামের চরিত্র পাবন ॥
নরনারিগণ করে রামগুণ গান।
দিবানিশি কেটে যায় নাহি কিছু জ্ঞান ॥
অযোধ্যা নগরবাসী যত প্রজাগণ।
কতেক সম্পত্তি-সুখ কে করে বর্ণন ॥
সহস্র নাগের নাহি বর্ণিতে শকতি।
বিরাজিত যথা রঘুনাথ নরপতি ॥
নারদ প্রভৃতি সনকাদি মুনিগণ।
অযোধ্যানাথেরে করিবারে দরশন ॥
প্রত্যহ আসেন সবে অযোধ্যা নগরে।
নগর হেরিয়া সবে বিরাগ পাসরে ॥
শোভে স্বর্ণ অট্টালিকা মণিতে খচিত।
বিবিধ বরণ, মনোহর, সুরচিত ॥
নগরের চারিপাশে প্রাকার সুন্দর।
বিবিধ রঙের চূড়া তাহে মনোহর ॥
নব সব গৃহচয়, সৈন্য চারিধারে।
ঘেরিয়া আনিল যেন ইন্দ্রের নগরে ॥
আঙ্গিনা বিবিধ রঙে কাঞ্চনে রচিত।
যাহা হেরি মুনিগণ-মন বিমোহিত ॥
শুভ্র অট্টালিকা করে আকাশ চুম্বন।
শশী-রবি-দ্যুতি নিন্দে কলস যেমন ॥
মণিময় দীপ শোভে ভবন মাঝার।
বিদ্রুম রচিত তাহে শুভ্র দীপাধার ॥
মণিময় স্তম্ভ যেন বিরিঞ্চি রচিল।
স্বর্ণ-মণি মরকতে প্রাচীর গঠিল ॥

সুদীর্ঘ মন্দির অতি রম্য মনোহর।
স্বচ্ছ স্ফটিকেতে রচে অঙ্গন সুন্দর ॥
সোনার কবাট শোভে প্রতি দরজায়।
বিবিধ হীরক কত মণ্ডিত তাহায় ॥
সুচিত্রিত চিত্রশালা কিবা সংখ্যা তার।
প্রতি গৃহে বিরচিত হইল অপার ॥
রামের চরিত্র-চিত্র করি দরশন।
অপহৃত হৈল তাহে মুনিগণ-মন ॥
কুসুম বাটিকা সবে করিল নির্ম্মাণ।
যতন করিয়া অতি বিবিধ বিধান ॥
সুললিত-লতা, বহু জাতি সুশোভিত।
বসন্ত কালের মত সদা কুসুমিত ॥
গুঞ্জরিছে মধুকর শব্দ মনোহর।
ত্রিবিধ পবন বহে পরম সুন্দর ॥
পুষিয়াছে শিশুগণ নানা খগগণে।
সুমধুর রব করি বেড়ায় গগনে ॥
ময়ুর, সারস, হংস আর পারাবত।
ভবন উপরে কিবা হয় সুশোভিত ॥
যথা তথা নিজ ছায়া করি দরশন।
কূজনিয়া বহুবিধ করয়ে নর্ত্তন ॥
শুক ও সারিকাগণে পড়ায় বালক।
বলে, পড়—"রঘুনাথ সেবক-পালক" ॥
সকল প্রকারে মনোরম রাজদ্বার।
গলি, চতুষ্পথ রম্য, সুন্দর বাজার ॥
সুন্দর বাজার তাহা কে পারে বর্ণিতে।
একদরে দ্রব্য সবে পায় তথা হৈতে ॥
যথা বাস করে ভূপ রম্য নিকেতন।
সেথার সম্পত্তি কেবা করিবে বর্ণন ॥
সুবর্ণ বণিক, বস্ত্র-বিক্রেতারগণ।
বৈসে সবে কুবেরের সম হয় যেন ॥
সবে সুখী সুচরিত সবার সুন্দর।
শিশু, বৃদ্ধ আর যত পুরনারীনর ॥

বহিছে উত্তর দিকে সরযূ নির্ম্মল।
অতি সুগভীর আর সুনির্ম্মল জল॥
বাঁধা ঘাট মনোহর শোভিছে তাহায়।
কর্দ্দমের চিহ্ন কেহ দেখিতে না পায়॥
অতি দূরে রহে এক ঘাট সুশোভন।
জল পান করে তথা গজ-বাজীগণ॥
জল ভরিবার ঘাট অতি মনোহর।
তথা কেহ নাহি স্নান করে নারীনর॥
রাজঘাট মনোহর সকল প্রকারে।
চারি জাতি নরনারী যথা স্নান করে॥
দেবের মন্দির তীরে তীরে সুশোভন।
শোভিছে সুন্দর চারি দিকে উপবন॥
কোথাও কোথাও তীরে বসয়ে উদাসী।
জ্ঞানরত মুনিবর, তাপস, সন্ন্যাসী॥
যথা তথা শোভা পায় তুলসী কানন।
লাগাইল সযতনে মুনিশ্রেষ্ঠগণ॥
নগরের শোভা কিছু বর্ণন না হয়।
নগর বাহিরে শোভা রম্য অতিশয়॥
বাপী, সরোবর সহ বন উপবন।
হেরিয়া নগরে দুখ করে পলায়ন॥
বাপী, সরোবর হয় অতি নিরুপম।
শোভিতেছে কূপ তাহা কিবা মনোরম॥
সোপান সুন্দর আর সুনির্ম্মল বারি।
সুর-মুনিগণ বিমোহিত তাহা হেরি॥
বিবিধ রঙের পদ্ম, খগ নানারূপ।
কূজনিছে, গুঞ্জরিছে যতেক মধুপ॥
সুন্দর বাগান তাহে কোকিলেরগণ।
কুহকারিয়া পথিকেরে করে আবাহন॥
বিরাজিত রমানাথ যথায় আপনি।
সে পুরের শোভা বরণিতে কিবা জানি॥
অণিমা, মহিমা আদি ঐশ্বর্য্য সুন্দর।
ছাইয়া অযোধ্যাপুরী রহে নিরন্তর॥
রাম-গুণ গান করে যথা তথা নর।
হেনরূপ শিক্ষা দেয় বসি পরস্পর॥
প্রণতপালক রামে করহ ভজন।
শোভা, শীল আর রূপ-গুণ-নিকেতন॥
কমললোচন, শ্যামবর্ণ দেহধারী।
নয়নে পলক সম ভক্ত-রক্ষাকারী॥
ধৃত শরাসন রম্য সুন্দর তূণীর।
সাধু-কমলের বনে রবি রণধীর॥
করাল ভুজঙ্গ-কাল প্রতি, খগপতি।
কামনা, মমতা ত্যজি ভজ রঘুপতি॥
লোভ-মোহ-মৃগদলে যেন ব্যাধবর।
কাম-করি-নাশী সিংহ ভক্ত সুখকর॥
নিবিড় সংশয়-শোক-তমঃ-নাশী ভানু।
গহন-দনুজ বন দহিতে কৃশানু॥
জনকনন্দিনী সহ শ্রীরঘুনন্দন।
কেন নাহি ভজ ভব-ভয়-বিভঞ্জনে॥
বাসনা-মশক নাশে যেন হিমরাশি।
সদা একরস প্রভু অজ অবিনাশী॥
মুনীন্দ্ররঞ্জক, বিভঞ্জক মহী ভার।
তুলসীদাসের প্রভু সতত উদার॥
হেনরূপে নগরের নরনারীগণ।
শ্রীরামের গুণগান করয়ে কীর্ত্তন॥
সদা অনুকূল হ'ন সবার উপর।
অতি দয়াময় প্রভু কৃপার সাগর॥
যদবধি শ্রীরামের প্রভাব-ভাস্কর।
উদিত প্রবলভাবে হয়, খগেশ্বর॥
পূর্ণ প্রকাশিত উহা রহে ত্রিভুবনে।
অনেকের সুখ, অনেকের শোক মনে॥
শোক যাহাদের একে বর্ণি সে সকল।
প্রথমে অবিদ্যা-নিশা বিনষ্ট হইল॥
পাপ পেচকের দল লুক্কায়িত হয়।
কাম-ক্রোধ-কুমুদিনী সঙ্কুচিত রয়॥

নানা কর্ম্ম, গুণ, কাল, স্বভাব ইহারা।
চকোরের সম সুখ না লভে তাহারা॥
মাৎসর্য্য ও মান, মদ, মোহ চোরচয়।
ইহাদের সুখ কোনরূপে নাহি হয়॥
ধর্ম্ম-সরোবরে জ্ঞান-বিজ্ঞান কমল।
বহুবিধ অগণন বিকসিত হৈল॥
বিরাগ, বিবেক, সুখ, সন্তোষ চকোর।
শোকহীন হ'য়ে তারা হইল বিভোর॥
প্রতাপ-ভাস্কর হেন যাহার হৃদয়ে।
প্রকাশ করেন প্রভু করুণা করিয়ে॥
পশ্চাতে বলিনু যাহা বৃদ্ধি পায় সব।
অগ্রের বর্ণিত সবে পায় পরিভব *॥
রাধিকাপ্রসাদ কয় যুড়ি দুই কর।
সমুদিত হও হৃদে রাম দিনকর॥

সনকাদি মুনিগণের আগমন ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি স্তব।

ভ্রাতৃগণ সহ রামচন্দ্র একবার।
সঙ্গেতে পরম প্রিয় পবনকুমার॥
দেখিতে গেলেন মনোহর উপবন।
নব পল্লবিত, কুসুমিত তরুগণ॥
আসিলেন সনকাদি জানি সুসময়।
রম্য গুণশীল তেজঃপুঞ্জ অতিশয়।
থাকেন সতত ব্রহ্মানন্দেতে মগন।
দেখিতে বালক কিন্তু বহু পুরাতন॥
মূর্ত্তি ধরি আসিলেন যেন চারি বেদ।
সমদর্শী চারি মুনি বিগত বিভেদ॥
দিগম্বর, তাঁহাদের ইহাই বসন।
যথা তথা রামলীলা করেন শ্রবণ॥
তথায় ছিলেন উমে ? সনকাদি মুনি।
ছিলেন অগস্ত্য যথা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী॥
রাম-কথা বহুবিধ মুনিবর কয়।
উপজে বিজ্ঞান যথা কাষ্ঠে বহ্নি হয়॥
মুনিগণে রামচন্দ্র আসিতে দেখিয়া।
করিলেন দণ্ডবৎ হরষিত হৈয়া॥
স্বাগত কুশল-প্রশ্ন করি জিজ্ঞাসন।
দেন প্রভু পীতাম্বর বসিতে আসন॥
করিলেন দণ্ডবৎ ভাই তিন জন।
পবনকুমার সহ অতি সুখীমন॥
মুনিগণ রাম-ছবি করি বিলোকন।
হইল মগন নারে নিবারিতে মন॥
শ্যামল শরীর কিবা কমললোচন।
সৌন্দর্য্য মন্দির, ভব-ভয় বিনাশন॥
অনিমেষে রহে মুনি নিমেষ না লয়।
মাথা নত করি প্রভু করযোড়ে রয়॥
তাঁহাদের দশা প্রভু করি বিলোকন।
পুলকিত দেহ, জলে পূরিত লোচন॥
বসান করেতে ধরি প্রভু মুনিগণে।
সন্তোষ করিয়া অতি সুমিষ্ট বচনে॥
আজি আমি ধন্য হইলাম, শুন মুনে।
গেল সমুদায় পাপ তব দরশনে॥
বড় ভাগ্যে লাভ হয় সাধুগণ-সঙ্গ।
অনায়াসে হয় যাহে ভব-ভয় ভঙ্গ॥
সাধুসঙ্গ হয় অপবর্গের কারণ।
কামী সঙ্গে সংসারের হয়ত বর্দ্ধন॥
সাধু, কবি, বুধগণ করেন বর্ণন।
সদগ্রন্থ, পুরাণ আর যত শ্রুতিগণ॥
প্রভু-বাক্য শুনি হর্ষে মুনি চারি জন।
পুলকিত দেহে স্তুতি করেন তখন॥

---

* পশ্চাতে বর্ণিত—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞানাদি। অগ্রের বর্ণিত—অবিদ্যা, কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি।

জয় ভগবন্! অন্তহীন অনাময়।
নিষ্পাপ, অনেক এক জয় কৃপালয়॥
জয় নিরগুণ, জয় গুণের সাগর।
সুখের মন্দির অতি সুন্দর নাগর॥
ইন্দিরারমণ, জয় জয় ভূমিধর।
নিরুপম, অজ, আদিহীন, শোভাকর॥
অমানী, মানদ, প্রভো? জ্ঞানের নিধান।
গায় সুপবিত্র যশ বেদ ও পুরাণ॥
তত্ত্বজ্ঞ, কৃতজ্ঞ আর অজ্ঞতা-ভঞ্জন।
নানাবিধ নাম, নামহীন, নিরঞ্জন॥
সর্ব্ব, সর্ব্বগত, সর্ব্বহৃদে কর বাস।
পালন করহ আমাদিকে শ্রীনিবাস॥
কর ভব-ফাঁদ দ্বন্দ্ব-বিপদ-ভঞ্জন *।
হৃদে বসি কর কাম-মদেরে গঞ্জন॥
পরম আনন্দময়, কৃপানিকেতন।
সকল বাসনা-পূর্ণ আমাদের মন॥
প্রেম-ভক্তি সদা যাহা হয় অনশ্বর।
দেহ আমাদিকে প্রভু রাম রঘুবর॥
ভকতি তোমার দেহ পবিত্রকারিণী।
ত্রিতাপনাশিনী, ভবরোগ বিনাশিনী॥
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু সুরধেনুবর।
হইয়া প্রসন্ন প্রভো? দেহ এই বর॥
অগস্ত্য সদৃশ ভব-সিন্ধু-বিশোষক।
সেবকসুলভ সর্ব্ব সুখ প্রদায়ক॥
মানস-সম্ভব নিদারুণ দুখ হর।
দীনবন্ধো? সাম্যভাব সুবিস্তৃত কর॥
আশা, তৃষা, ভয়, ঈর্ষা, দ্বেষ নিবারক।
বিনয়, বিবেক, অনুরাগ বিস্তারক॥
ভূপতি মস্তকমণি, ধরণী-ভূষণ।
দেহ ভক্তি, ভব-নদী যাহে বিনাশন॥

মুনি-মন-মানসরোবর হংসবর।
চরণকমল বন্দে ব্রহ্মা, মহেশ্বর॥
রঘুকুলকেতু, শ্রুতিসেতুর রক্ষক।
করম-স্বভাব-গুণ কালের ভক্ষক॥
সব দোষহারী, ত্রাতাগণের তারক।
তুলসীদাসের প্রভু ত্রিলোক নায়ক॥
পুনঃপুনঃ স্তব হেন করি বিধিমত।
মাথা অবনত করি প্রেমের সহিত॥
সনকাদি মুনি যা'ন ব্রহ্মার ভবন।
আপন অভীষ্ট বর করিয়া গ্রহণ॥

——:*:——

সাধু ও অসাধুর লক্ষণ বর্ণন।

সনকাদি ব্রহ্মালোকে করেন গমন।
ভ্রাতৃগণ বন্দিলেন রামের চরণ॥
পুছিতে প্রভুরে সবে সঙ্কুচিত মতি।
তাকান সকলে বায়ুনন্দনের প্রতি॥
শুনিবার ইচ্ছা প্রভুমুখের বচন।
যাহা শুনি হইবেক ভ্রম বিনাশন॥
অন্তর্য্যামী রামচন্দ্র জানেন সকল।
জিজ্ঞাসেন হনুমানে কিবা কহ বল॥
যুক্ত করে তবে বলিলেন হনুমান।
শুন দীনদয়াময় প্রভু ভগবান্॥
হে নাথ? ভরত কিছু চাহে জিজ্ঞাসিতে।
প্রশ্ন করিবারে হয় সঙ্কুচিত চিতে॥
আমার স্বভাব কপে? জান সুনিশ্চয়।
ভরতে আমাতে কিছু প্রভেদ না হয়॥
ভরত ধরিল পদে প্রভুবাক্য শুনি।
প্রণতের দুখহারী শুন, রঘুমণি॥
হে নাথ? সন্দেহ মম কিছু নাহি রয়।
স্বপনেও শোক কিম্বা মোহ নাহি হয়॥

* দ্বন্দ্বরূপ বিপদ অর্থাৎ আমি, আমার, সুখ, দুঃখ, শীত, গ্রীষ্ম, ইত্যাদি।

কৃপাময় ? আনন্দের মূরতি আপনি।
কেবল তোমার কৃপা ইহা আমি জানি ॥
করি এক আবদার কৃপার নিধান।
দাস আমি কর তুমি দাসে সুখ দান॥
সাধুর মহিমা দয়াময় ভগবান্।
বেদ পুরাণেতে গায় বিবিধ বিধান॥
শ্রীমুখে প্রশংসা পুনঃ কর তুমি অতি।
বিশেষ প্রভুর কৃপা তাঁহাদের প্রতি ॥
শুনিতে বাসনা প্রভো ? তাঁদের লক্ষণ।
কহ কৃপাসিন্ধো ? গুণ-জ্ঞান-বিচক্ষণ ॥
সাধু-অসাধুর ভেদ পৃথক করিয়া।
প্রণতপালক মোরে বল বুঝাইয়া ॥
সাধুর লক্ষণ ভ্রাতঃ ? করহ শ্রবণ।
বিখ্যাত পুরাণ আর বেদে অগণন॥
সাধু-অসাধুর হয় এরূপ করণ।
কুঠার ও চন্দনের যথা আচরণ ॥
শুন ভ্রাতঃ ? কাটে যবে চন্দনে কুঠার।
চন্দন সুগন্ধ তারে দেয় আপনার ॥
দেবের মস্তকে সেহ চড়ে সে কারণ।
জগতের প্রিয় হয় অতীব চন্দন ॥
কুঠার-বদন-দণ্ড কর নিরীক্ষণ।
দহিয়া অনলে তারে পিটে ঘনে ঘন ॥
বিষয়-বাসনাহীন, শীল-গুণালয়।
পরদুখে দুখী, সুখী অন্য সুখে হয় ॥
সমদর্শী, রিপুহীন, অমানী, বিরাগী।
হরষ-বিষাদ-ভয়-লোভ-ক্রোধ ত্যাগী ॥
সুকোমল চিত্ত, দয়া দীনজন প্রতি।
মায়াহীন, মন-বাক্যে আমাতে ভকতি ॥
সবাকারে দেয় মান, আপনি অমানী।
ভরত ? প্রাণের সম মম সেই প্রাণী ॥
কামনাবিহীন, মম নাম-পরায়ণ।
বিনয়-বিরতি শান্তি-আনন্দ ভবন ॥
শীতলতা-সরলতা-মিত্রতা-নিলয়।
ধর্ম্মমূল দ্বিজপদে প্রীতি অতিশয় ॥
যাঁহার হৃদয়ে রহে এ সব লক্ষণ।
জানিও তাঁহারে তাত ? সাধু মহাজন ॥
শম, দম, নীতি, কভু নিয়ম না টলে।
কঠোর বচন সেহ কখনো না বলে ॥
স্তুতি, নিন্দা হয় তাঁর উভয় সমান।
মম পাদপদ্মে প্রেম সদা বিদ্যমান ॥
সেই সে সজ্জন মম পরাণের প্রিয়।
সুখধাম আর সব গুণের নিলয় ॥
শুন কহি অসাধুর লক্ষণ এবার।
ভুলিয়াও কভু সঙ্গ করিও না তার ॥
তাহাদের সঙ্গ সদা দুখকর হেন।
দুষ্টা গাভীসনে কপিলার দশা যেন * ॥
বিশেষ সন্তাপযুক্ত খলের হৃদয়।
পরের সম্পত্তি হেরি সদা দগ্ধ হয় ॥

* এ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, কোন দুষ্টা গাভী সর্ব্বদা রাত্রিকালে চুরি করিয়া লোকের শস্য খাইত। একবার উহার সঙ্গে কোন ভাল গাভীও চরিতে যাইয়া ক্ষেত্রস্বামী কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইল। চোরা গাভী পলাইয়া গেল। ক্ষেত্রস্বামী গাভীর মালিককে ডাকিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিলেন। গৃহস্বামী সেই দিন হইতে ভাল গাভীর গলায় বড় কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলাইয়া দিল। সেই কারণ একটী শ্লোক কথিত হইয়া থাকে যে—

সঙ্গতিঃ সঙ্গদোষেণ সতী চ মতি-বিভ্রমা।
একরাত্রি প্রসঙ্গেন কাষ্ঠঘণ্টা-বিড়ম্বনা ॥

অর্থাৎ সঙ্গদোষে সৎবুদ্ধিও অসৎ হয়, একরাত্রির সঙ্গগুণেই বড় কাষ্ঠঘণ্টার ভার বহন করিতে হইল।

যথা তথা পরনিন্দা করিয়া শ্রবণ।
হরষিত হয় যেন পায় হারাধন॥
কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-পরায়ণ অতি।
কপট, কুটিল, নিরদয়, পাপ মতি॥
শত্রুতা কারণ বিনা করে সবা সনে।
করে অপকার হিত করে যেই জনে॥
মিথ্যা লওয়া দেওয়া করে মিথ্যা ব্যবহার॥
মিছামিছি হয় সব তার পানাহার॥
ময়ূরের সম বলে মধুর বচন।
কঠোর হৃদয় সর্প করয়ে ভোজন॥
পরদ্রোহী আর পরদারে রত মন।
পর অপবাদে রত, হরে পরধন॥
হেন নর পাপময় অতীব পামর।
নরদেহ ধরে কিন্তু হয় নিশাচর॥
লোভ-শয্যা পাতে, লোভ-উত্তরীয় বাস।
শিশ্নোদর-পরায়ণ, নাহি যম-ত্রাস॥
কাহারো গৌরব যদি করয়ে শ্রবণ।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে জ্বর হইলে যেমন॥
বিপত্তি কাহারও যদি করে দরশন।
সুখী হয় বিশ্বপতি হইলে যেমন॥
স্বার্থরত নিজ পরিবারের বিরোধী।
কামের লম্পট, লোভী, অতিশয় ক্রোধী॥
মাতা, পিতা, গুরু, বিপ্রগণে নাহি মানে।
আপনি হইয়া নষ্ট, নষ্ট করে আনে॥
মোহবশে করে পরদ্রোহ আচরণ।
সাধুসঙ্গ, হরিকথা না করে চিন্তন॥
অবগুণ-সিন্ধু, কামী, অতি মন্দমতি।
বেদের নিন্দুক হয়, পরধনে পতি॥
বিপ্রদ্রোহ-দেবদ্রোহে রত সবিশেষ।
দম্ভ, কপটতা করে ধরিয়া সুবেশ॥
হেনরূপ খল দুষ্টজন নরাধম।
সত্যযুগ মধ্যে নাহি লভয়ে জনম॥

কিছু কিছু লভে জন্ম দ্বাপর যুগেতে।
অসংখ্য অসংখ্য পাবে কলিতে দেখিতে।
পর উপকার সম ধর্ম্ম নাহি আন।
নাহি অধমতা পরপীড়ার সমান॥
বেদ পুরাণের এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিত।
কহে তাত ? বুধগণ হইয়া বিদিত॥
পরে পীড়া দেয় যেবা ধরি নরদেহ।
সংসারেতে মহাদুখ ভোগ করে সেহ॥
নরগণ মহাপাপ করে মোহবশে।
স্বার্থরত হ'য়ে নিজ পরলোকে নাশে॥
শুভ বা অশুভ কর্ম্মফল করি দান।
তার পক্ষে আমি ভ্রাতঃ ? কালের সমান
পরম চতুর হেন বিচারিয়া সব।
ভজিবে আমারে দুখময় জানি ভব॥
শুভাশুভপ্রদ কর্ম্ম করি পরিহার।
সুর, মুনি, নরে সেবা করয়ে আমার॥
সাধু-অসাধুর গুণ করিনু বর্ণন।
পড়িবেনা ভবে কভু রাখিলে স্মরণ॥
শুন তাত ? সব হয় মায়ার রচিত।
গুণ আর দোষ আদি যাহা বহুমত॥
উভয়ে না দেখে যেই সেহ বুদ্ধিমান্।
যদি দেখে তবে সেহ বড়ই অজ্ঞান॥
শ্রীমুখের বাক্য শুনি সব ভ্রাতৃগণ।
হরষিত প্রেম হৃদে না হয় ধারণ॥
করয়ে মিনতি অতিশয় বারবার।
অতি আনন্দিত হৃদে পবনকুমার॥
আপন মন্দিরে পুনঃ যা'ন রঘুপতি।
করেন বিবিধ লীলা হেন নিতি নিতি॥
আসেন নারদ মুনি তথা বারবার।
পূত রামলীলা গান মুখে আপনার॥
নিত্য নব লীলা হেরি করেন গমন।
ব্রহ্মলোকে গিয়া সব করেন বর্ণন॥

শুনিয়া বিরিঞ্চি অতিশয় সুখ পান।
বলেন পুনশ্চ তাত ? কয় গুণগান ॥
সনকাদি ঋষিগণ নারদে বাখানে।
যদিও নিরত সদা তাঁরা ব্রহ্মধ্যানে ॥
শুনি গুণগান সবে সমাধি পাসরে।
প্রেমে অধিকারী তাঁরা শুনেন সাদরে ॥
জীবন্মুক্ত সবে সদা ব্রহ্মধ্যানে রত।
তথাপি ত্যজিয়া ধ্যান শুনেন চরিত ॥
শ্রীহরি-কৃপাতে যার রতি নাহি হয়।
পাষাণ সমান হয় তাঁহার হৃদয় ॥

—:*:—

শ্রীরামচন্দ্রের পুরবাসিগণের প্রতি সদুপদেশ দান।

করিলে শ্রীরাম একবার আবাহন।
আসিলেন গুরু, দ্বিজ, পুরবাসিগণ ॥
বসেন সজ্জন, মুনি, গুরু, ভ্রাতৃগণ।
ভক্তভয়হারী হরি বলেন বচন ॥
সব পুরজন শুন বচন আমার।
নাহি কহি কিছু মনে করি অহঙ্কার ॥
অনীতি, প্রভুতা এতে নাহিক শুনহ।
যাহা লাগিবেক ভাল তাহাই করহ ॥
সেই সে সেবক মম হয় প্রিয়তম।
মানিবেক যেই জন উপদেশ মম ॥
অন্যায় বচন যদি বল ভাইগণ।
নির্ভয়েতে প্রতিবাদ করিও তখন ॥
বড় ভাগ্যে নরদেহ পাইয়াছ ভবে।
দেবের দুর্ল্লভ ইহা গায় শাস্ত্র সবে ॥
সাধনের ধাম ইহা মোক্ষের দুয়ার।
লভি ইহা পরলোক লাভ নহে যার ॥
পরকালে সেই দুখ পায় ঘোরতর।
অনুতাপ করি মাথা খুঁড়ি নিরন্তর ॥
কাল, কর্ম্ম আর জগদীশ্বরের প্রতি।
ব্যর্থ দোষ দেয় দুষ্ট অতি মন্দমতি ॥
বিষয়ভোগের তরে এহ দেহ নয়।
স্বর্গেতেও স্বল্প সুখ অন্তে দুখ হয় ॥
নরদেহ লভি দেয় বিষয়েতে মন।
সুধা ছাড়ি করে শঠ গরল ভক্ষণ ॥
নাহি বলে ভাল কেহ কখনো তাহারে ॥
স্পর্শমণি ত্যজি যেহ গুঞ্জা ফল ধরে ॥
জগতে চৌরাশীলক্ষ যোনি চারি শ্রেণী *।
ভ্রমে জীব অবিনাশী আপনা আপনি ॥
সতত ঘুরিয়া মরে মায়ার প্রেরণে।
কাল, কর্ম্ম আর নিজ স্বভাবের গুণে ॥
কখনো করুণা করি মানব শরীর।
দেন অকারণ স্নেহশীল রঘুবীর ॥
সংসার-সাগরে নরদেহ নৌকা সম।
মম কৃপা তাহে অনুকুল সমীরণ ॥
সদ্‌গুরু তাহাতে যদি কর্ণধার হ'ন।
সুদুর্ল্লভ দ্রব্য হয় সহজে মিলন ॥
পার নাহি হয় সেই সংসার-সাগর।
দুর্ল্লভ মানবদেহ লভি যেই নর ॥
সেহ অকৃতজ্ঞ হয় অতি মন্দমতি।
লাভ হয় তার আত্মহত্যার যে গতি ॥
ইহপরলোকে সুখ চাহে যেই জন।
সুদৃঢ় লইবে সেহ আমার বচন ॥
সুলভ, সুখদ পথ মম ভক্তি হয়।
শ্রুতি ও পুরাণ ইহা করেছে নিশ্চয় ॥
সুদুর্গম জ্ঞান, বাধা বিঘ্ন বহু রয়।
কঠিন সাধন, মন স্থির নাহি হয় ॥

* উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ, এই চারি শ্রেণী।

করিয়া যতন বহু পায় কেহ কেহ।
ভক্তিহীন হেতু প্রিয় নহে মোর সেহ॥
ভকতি স্বতন্ত্র, সর্ব্ব সুখের আকর।
সাধুসঙ্গ বিনা তাহা নাহি পায় নর॥
পুণ্যপুঞ্জ বিনা নাহি সাধুসঙ্গ হয়।
সাধুর সঙ্গতি করে সংসারের ক্ষয়॥
একমাত্র পুণ্য বিশ্বে নাহি অন্যতম।
কায়মনোবাক্যে বিপ্রচরণ সেবন॥
অন্য এক গুপ্ত মত করহ শ্রবণ।
করযোড়ে সবাকারে করি নিবেদন॥
শঙ্কর-ভজন যেবা নাহি করে নর।
নাহি পায় সেহ মম ভক্তি সুখকর॥
ভকতিমার্গেতে বল কি আছে প্রয়াস।
নাহি যোগ, জপ, যজ্ঞ, তপ, উপবাস॥
মনে নাহি কুটিলতা, স্বভাব সরল।
যথালাভে তুষ্ট তাহে থাকয়ে কেবল॥
কহায় আমার দাস, করে অন্য আশ।
বল তবে মম প্রতি কোথায় বিশ্বাস॥
কথা বাড়াইয়া কিবা কহিব বহুত।
নিষ্কপট প্রেমে আমি সদা বশীভূত॥
শত্রুতা, কলহ, আশা, ত্রাস নাহি মনে।
সব দিক সুখময় সেহ সদা গণে॥
চেষ্টাহীন, গৃহহীন, নহে অতি মানী।
পাপহীন, ক্রোধশূন্য, সুদক্ষ, বিজ্ঞানী॥
সপ্রেমে করয়ে সদা সজ্জন-সংসর্গ।
বিষয় তৃণের সম স্বর্গ অপবর্গ॥
ভক্তি পক্ষে হঠ কৈলে শঠত্ব না হয়।
দুষ্ট তর্ক দূরে যায় হ'য়ে পরাজয়॥
মম গুণগ্রাম আর নামে সদা রত।
মায়া, মদ, মোহ সব দূরে হয় গত॥
তাহার যে সুখ হয় জানে সেই জন।
পরম আনন্দে পূর্ণ সদা হয় মন॥

সুধাসম রামবাক্য করিয়া শ্রবণ।
কৃপানিধানের সবে ধরিল চরণ॥
জনক, জননী, গুরু, বন্ধু সমুদয়।
প্রাণাধিক প্রিয় তুমি শুন দয়াময়॥
দেহ-ধন-সংসারের তুমি হিতকারী।
সবরূপে তুমি প্রণতের দুখহারী॥
তোমা ভিন্ন দেয় কেবা শিক্ষা হেনমত।
মাতাপিতা তাঁহারাও হ'ন স্বার্থরত॥
একমাত্র জগতের করে উপকার।
অসুরারি তুমি আর ভকত তোমার॥
স্বার্থে রত সকলেই সংসার মাঝারে।
স্বপনেও পরমার্থ চিন্তা নাহি করে॥
প্রেমরসে পূর্ণ হয় সবার বচন।
শুনি রঘুনাথ হ'ন আনন্দিত মন॥
নিজ নিজ গৃহে যায় আদেশ লভিয়া।
রামকথা পথে পথে বর্ণন করিয়া॥
অযোধ্যানগরবাসী নরনারীগণ।
সতত কৃতার্থ উসে? সদানন্দ মন॥
সচ্চিৎ-আনন্দ ঘন ব্রহ্মের স্বরূপ।
শ্রীরঘুনন্দন যথাকার হ'ন ভূপ॥
দেবের দুর্ল্লভ ইহা অমৃতের স্বাদ।
সতত বাসনা করে রাধিকাপ্রসাদ॥

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত শ্রীবশিষ্ঠ-দেবের অন্তিম মিলন ও নারদ কর্ত্তৃক স্তব।

আসিলেন একবার শ্রীবশিষ্ঠ মুনি।
হ'ন যথা সুখধাম রাম গুণমণি॥
করিলেন সমাদর শ্রীরঘুনায়ক।
পদ ধৌত করি লইলেন পাদোদক॥

তুমি যে বলিলে এই কথা মনোহর ?
ভূশুণ্ডি গরুড়ে প্রতি বর্ণিল বিস্তর ॥
সুদৃঢ় বিজ্ঞান-জ্ঞান সুন্দর বিরাগ।
রামের চরিত্রে অতিশয় অনুরাগ ॥
বায়স শরীরে রামচরণে ভকতি।
মনেতে সন্দেহ মম হইতেছে অতি ॥
সহস্র নরের মধ্যে শুন ত্রিপুরারি।
কোন এক জন হয় ধর্ম্ম-ব্রতচারী ॥
ধর্ম্মশীল কোটি মধ্যে হয় কোন জন।
বিষয়ে বিমুখ আর বিরাগ-ভাজন ॥
কোটি বিরাগীর মধ্যে কহে শ্রুতিগণ।
লভয়ে যথার্থ জ্ঞান কোন এক জন ॥
কোটি কোটি জ্ঞানবান্ মধ্যে হয় কেহ।
জীবন্মুক্ত, পুণ্যবান্ বিশ্বমাঝে সেহ ॥
সব হৈতে সুদুর্ল্লভ হয় সুরবর।
রামভক্তিরত মদ-মায়াশূন্য নর ॥
হেন হরিভক্তি কাক পায় কি প্রকারে।
বিশ্বনাথ ? বুঝাইয়া বলহ আমারে ॥
সদা জ্ঞানে রত, রামপরায়ণ আর।
ধৈর্য্যশীল, অতিশয় গুণের আগার ॥
বল নাথ ? হেন জন্ম কিসের কারণ।
অপবিত্র কাকদেহ লভিল কখন্ ॥
হেন প্রভুলীলা সুপবিত্র সুনির্ম্মল।
বল কৃপাময় ? কাক কোথায় লভিল ॥
তুমি মদনারি তাহা শুনিলে কেমনে।
বল নাথ ? কৌতুহল হয় অতি মনে ॥
গরুড় জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ, গুণের নিলয়।
হরিভক্ত, শ্রীহরির নিকটেতে রয় ॥
কাকের নিকটে সেই গিয়া কি কারণ।
ছাড়ি মুনিগণে কথা করয়ে শ্রবণ ॥
কহ কিরূপেতে হইলেক সংঘটন।
কাক ও গরুড় হরিভক্ত দুইজন ॥

শুনিয়া গৌরীর বাণী সরল সুন্দর।
সুখী হ'য়ে সদাশিব বলেন সাদর ॥
ধন্য সতি ! তব মতি অতি শুদ্ধ হয়।
রামের চরণে তব স্বল্প প্রীতি নয় ॥
সুপবিত্র ইতিহাস করহ শ্রবণ।
যাহা শুনি হয় সব শোক বিনাশন ॥
উপজয়ে শ্রীরামের চরণে বিশ্বাস।
ভবনিধি তরে নর না করি প্রয়াস ॥
ঠিক হেনরূপ প্রশ্ন করে খগপতি।
নিকটেতে গিয়া কাক ভূশুণ্ডির প্রতি ॥
সেই সব সমাদরে করিব বর্ণন।
মন দিয়া প্রাণপ্রিয়ে ? করহ শ্রবণ ॥

——:*:——

মহাদেব কর্ত্তৃক কাক ভূশুণ্ডি ও গরুড়ের বৃত্তান্ত কথন।

আমি যেরূপেতে শুনি কথা মনোহর।
সে প্রসঙ্গ, সুবদনি ? শুনহ সুন্দর ॥
দক্ষগৃহে তব হইলেক অবতার।
সতী নাম সে সময়ে আছিল তোমার ॥
দক্ষযজ্ঞে যবে হইলেক অপমান।
তবে তুমি অতি ক্রোধে ত্যজিলে পরাণ ॥
মম অনুচরে করিলেক যজ্ঞ ভঙ্গ।
জান তুমি সেই সব কথার প্রসঙ্গ ॥
তবে অতি হৈল শোক মনেতে আমার।
হইলাম দুখী, প্রিয়ে ? বিয়োগে তোমার ॥
সরোবর, গিরি, বন, সুন্দর তড়াগে।
বেড়াইনু সকৌতুকে ঘুরিয়া বিরাগে ॥
সুমেরু গিরির দূরে অনেক উত্তরে।
মনোহর নীল শৈল এক শোভা করে ॥
শিখর কনকময় চারিটী সুন্দর।
লাগিলেক মম মনে তাহা চারুতর ॥

এক এক বৃক্ষ তার উপরে বিশাল।
অশ্বত্থ ও বট আর পাকুড়, রসাল॥
শৈলোপরি সরোবর পরম সুন্দর।
মণির সোপান তাহে মনমুগ্ধকর॥
সুশীতল সুনির্ম্মল জল স্নিগ্ধকর।
নানা রঙ্গে বহুবিধ শোভে জলচর॥
কূজনিছে কলকণ্ঠে তথা হংসগণ।
গুঞ্জরিছে অলিকুল আনন্দে মগন॥
সেই গিরি'পরে সেই খগ করে বাস।
কল্পান্তেও কভু তার নাহি হয় নাশ॥
মায়াকৃত দোষগুণ আছয়ে অনেক।
মোহ, কাম আদি নানাবিধ অবিবেক॥
রয়েছে ব্যাপিয়া ভরি সমস্ত ভুবন।
সেই গিরি পাশে কিন্তু না করে গমন॥
তথা বসি কাক অনুরাগপূর্ণ মন।
শুন উমে? করে যথা শ্রীহরি ভজন॥
অশ্বত্থ তরুর তলে বসি করে ধ্যান *।
পাকুড়ের তলে জপ-যজ্ঞ সমাধান॥
আম্র বৃক্ষতলে করে মানস পূজন।
অন্য কার্য্য নাহি ত্যজি শ্রীহরি ভজন॥
বটমূলে করে হরিকথার প্রসঙ্গ।
শুনিবারে আসে তথা বিবিধ বিহঙ্গ॥
সুন্দর রামের লীলা বিচিত্র বিধান।
প্রেমের সহিত সমাদরে করে গান॥
শুনে সবে সুবিমল মতি হংসগণ।
যারা নিরন্তর বাস করে সেইক্ষণ॥
দেখিলাম সে কৌতুক যাইয়া যখন।
হইল আনন্দ হৃদে বিশেষে তখন॥
কিছু কাল হংসদেহ করিয়া ধারণ।
করিনু নিবাস তথা আমিহ তখন॥

রামলীলা সমাদরে করিয়া শ্রবণ।
পুনশ্চ কৈলাসধামে কৈনু আগমন॥
শুনহ গিরিজে? সেই সব ইতিহাস।
যে সময়ে আমি গিয়াছিনু খগপাশ॥
এবে সেই কথা তুমি করহ শ্রবণ।
গরুড় ভূশুণ্ডিপাশে গেল যে কারণ॥
রণক্রীড়া করিলেন যবে দয়াময়।
ভাবিতে সে লীলা লজ্জা পায় অতিশয়॥
ইন্দ্রজিৎ-করে বদ্ধ হয়েন আপনি।
গরুড়ে পাঠান তবে শ্রীনারদমুনি॥
কাটিয়া বন্ধন গেল বিনতানন্দন।
তাহাতে হইল অতি বিষাদিত মন॥
প্রভুর বন্ধন ভাবি অনেক প্রকার।
উরগারি মনে মনে করয়ে বিচার॥
রজোহীন, সর্ব্বব্যাপ্ত; ব্রহ্ম বাগীশ্বর।
মায়ামোহাতীত প্রভু পরম ঈশ্বর॥
শুনিয়াছি বিশ্বমাঝে তাঁর অবতার।
নাহি কিছু দেখিলাম প্রভাব তাঁহার॥
ছুটে যায় অনায়াসে সংসার বন্ধন।
যাঁর নাম মনে মনে করিলে স্মরণ॥
সেই প্রভু রামচন্দ্র ব্রহ্ম সনাতনে।
বাঁধিলেক নাগপাশে নিশাচরগণে॥
নানাবিধরূপে সেহ মনে বুঝাইল।
জ্ঞান নাহি স্ফুরে চিত্ত ভ্রমে আচ্ছাদিল॥
মনে মনে তর্ক করে খেদে খিন্ন মন।
হইলেক মোহবশ তোমার মতন॥
ব্যাকুল হইয়া নারদের পাশে গেল।
আপন মনের সব সংশয় কহিল॥
শুনিয়া নারদ-মনে দয়া উপজিল।
শুন খগ? রামমায়া অতীব প্রবল॥

*. সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় জপ, দ্বাপরে মানসপূজা এবং কলিকালে হরিকথা শ্রবণ, এইরূপ চারিযুগে চারি বৃক্ষমূলে বসিয়া চারি প্রকার তপস্যা করিতেন।

জ্ঞানিগণ-চিত্ত যাহা করিয়া হরণ।
বল করি মোহ মধ্যে করয়ে পাতন॥
নাচাইল বহুবার যে মায়া আমায়।
ব্যাপিয়াছে খগরাজ? তাহাই তোমায়॥
উপজিল মহামোহ হৃদয়ে তোমার।
মিটিবেনা ত্বরা খগ? কথনে আমার॥
ব্রহ্মার নিকটে তুমি যাহ খগবর।
যেরূপ বলেন তিনি সেইরূপ কর॥
এতেক কহিয়া করি রামগুণ গান।
দেবঋষি তথা হৈতে করেন প্রস্থান॥
হরি-মায়াবল পথে করিয়া বর্ণন।
পুনঃপুনঃ জ্ঞানিবর অতি হৃষ্ট হ'ন॥
তবে খগপতি ব্রহ্মা সদনে যাইল।
আপন সংশয় সব কহি শুনাইল॥
বিরিঞ্চি শুনিয়া রামে প্রণাম করিল।
ভাবিয়া প্রতাপ প্রেম উথলি উঠিল॥
বিধাতা আপন মনে করেন চিন্তন।
মায়ার অধীন কবি, জ্ঞানী, বুধগণ॥
অমিত প্রভাব হয় হরির মায়ার।
মোরে নাচাইল যাহা বিবিধ প্রকার*॥
আমা হৈতে জনমিল বিশ্ব চরাচর।
নাহিক আশ্চর্য্য মুগ্ধ হ'বে খগবর॥
বলিলেন ব্রহ্মা তবে বাক্য মনোহর।
রামের প্রভুত্ব ভাল জানেন শঙ্কর॥
বৈনতেয়? হরপাশে করহ গমন।
অন্য জনে তাত? নাহি করো জিজ্ঞাসন॥
তথায় হইবে তব সংশয় ছেদন।
চলিলা বিহগ শুনি ধাতার বচন॥

অতীব ব্যাকুল হ'য়ে বিনতানন্দন।
সত্বর আমার পাশে আসিল তখন॥
যাইতেছিলাম আমি কুবেরের পুরী।
কৈলাস পর্ব্বতে তবে ছিলে তুমি গৌরি॥
মম পদে সমাদরে সেহ প্রণমিল।
আপন সন্দেহ পুনঃ মোরে শুনাইল॥
বিনীত বচন তার করিয়া শ্রবণ।
সপ্রেমেতে গৌরি? আমি বলিনু তখন॥
মিলিলে গরুড় পথমাঝে মমসনে।
কেমনে তোমারে আমি বুঝা'ব এক্ষণে॥
হইবে তখন তব সংশয় ভঞ্জন।
সাধুসঙ্গে বাস যদি কর বহুক্ষণ॥
শুন গিয়া তথা হরিকথা সুশোভন।
নানারূপে যাহা গান করে মুনিগণ॥
যে কথার আদি, মধ্য আর অবসান।
রামে ভগবান্ বলি করয়ে প্রমাণ॥
প্রতিদিন হরিকথা হয়ত যথায়।
শুন গিয়া তথা এবে পাঠাই তোমায়॥
শ্রবণমাত্রেতে হবে সন্দেহ ভঞ্জন।
রামের চরণে হ'বে অতিশয় প্রেম॥
সাধুসঙ্গ আর হরিকথার বিহন।
মহামোহ দূর নাহি হইবে কখন॥
মোহ না হইলে দূর রামের চরণে।
দৃঢ় অনুরাগ বল হইবে কেমনে॥
মিলিবেনা রঘুপতি বিনা অনুরাগ।
করিলেও যোগ, জপ, বিজ্ঞান, বিরাগ॥
উত্তর দিকেতে নীলগিরি সুশোভন।
তথায় আছেন কাক ভূশুণ্ডি সুজন॥

* শ্রীকৃষ্ণলীলার সময়ে ব্রহ্মা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, গোপাল ও গাভিগণ হরণ করেন। তাহাতে ভগবান্ তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করেন। সেই জন্যই মায়ার কথা স্মরণ হওয়ায় ব্রহ্মার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল।

রামভক্তিপথে তিনি পরম প্রবীণ।
গুণাগার, জ্ঞানী আর অতীব প্রাচীন॥
শ্রীরামের কথা সেহ কহে নিরন্তর।
সমাদরে শুনে যত অন্য খগবর॥
যাইয়া শুনহ তথা হরিগুণ গান।
মোহজন্য দুখ তব হ'বে অবসান॥
কহিলাম যবে তারে সব বুঝাইয়া।
চলিল হরষে মম পদে প্রণমিয়া॥
আমি নাহি বুঝাইনু উমে? যে কারণ।
রামের কৃপায় আমি বুঝিনু তখন॥
হইয়াছে মনে এর কভু অভিমান।
নাশিতে চাহেন তাহা কৃপার নিধান॥
নাহি রাখিলাম তার অপর কারণ।
পক্ষী বুঝিবেক ভাল পক্ষীর বচন॥
প্রভুমায়া বলবতী অতীব, ভবানি।
যারে মুগ্ধ নাহি করে কেবা হেন জ্ঞানী॥
জ্ঞানী, ভক্ত-শিরোমণি হয় যেই জন।
ত্রিভুবন-পতি নারায়ণের বাহন॥
তাহারেও বলবতী মায়া মুগ্ধ করে।
বৃথা অহঙ্কার মহামূর্খ জন করে॥
ব্রহ্মা, শিবে মুগ্ধ করে মায়া বলবতী।
কি কথা অন্যের যারা অতি জড়মতি॥
হেন মনে জানি সদা করেন ভজন।
মায়ার ঈশ্বর ভগবানে মুনিগণ॥
অকুণ্ঠিত মতি হরিভক্তের প্রধান।
যথায় ভূশুণ্ডি তথা পক্ষিবর যা'ন॥
পর্ব্বত দেখিয়া চিত্ত প্রসন্ন হইল।
মায়া, মহামোহ, চিন্তা সব দূরে গেল॥
সরোবর জলে করি স্নান আর পান।
হরষিত মনে বটতরুমূলে যা'ন॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ খগ তথা করে আগমন।
শুনিবারে শ্রীরামের চরিত শোভন॥

আরম্ভ করিতে কাক চাহে যবে কথা।
হেনকালে খগপতি উপনীত তথা॥
আসিতে দেখিয়া খগরাজে সেই কালে।
হইলেক হরষিত বায়স সকলে॥
বিহগপতির করি অতি সমাদর।
জিজ্ঞাসি কুশল, দেয় আসন সুন্দর॥
অতি অনুরাগে করি তাঁহার পূজন।
বলিলা ভূশুণ্ডি অতি মধুর বচন॥
হে নাথ? কৃতার্থ আমি হইলাম আজ।
তোমার দর্শন লাভ করি খগরাজ॥
আজ্ঞা দেহ কিবা কার্য্য করিব এখন।
হইলেক আগমন আজি কি কারণ॥
সতত কৃতার্থরূপ তুমি পক্ষিবর।
উত্তরিলা মৃদুবাক্যে পক্ষীর ঈশ্বর॥
করিলেক যাঁর স্তুতি সমাদরে অতি।
আপন বদনে নিজে প্রভু উমাপতি॥
শুন তাত? আমি আসিলাম যে কারণ।
সিদ্ধ হৈল তাহা লভি তোমার দর্শন॥
অতি সুপবিত্র হেরি তোমার আশ্রম।
দূরিত সংশয়, মোহ আর নানা ভ্রম॥
এবে শ্রীরামের কথা পবিত্রকারিণী।
সতত সুখদা, দুখরাশি-বিনাশিনী॥
সমাদরে তাত? মোরে করাও শ্রবণ।
পুনঃপুনঃ প্রভো? মম এই নিবেদন॥
শুনি গরুড়ের অতি বিনীত বচন।
সরল, সপ্রেম, সুখপ্রদ, সুপাবন॥
পরম উৎসাহ তার মনেতে হইল।
রঘুপতি-গুণগাথা বর্ণিতে লাগিল॥

মূল রামায়ণ বর্ণন।

প্রথমেই প্রেমে উমে? হইয়া বিবশ।
বর্ণন করিল রামচরিত-মানস॥

পুনঃ নারদের মোহ কহিয়া অপার।
বলিলেন যথা রাবণের অবতার॥
প্রভু-অবতার কথা বর্ণন করিল।
সুমধুর বাল্যলীলা পুনশ্চ গাহিল॥
নানাবিধ বাল্যলীলা করিয়া বর্ণন।
হৃদয় হইল অতি আনন্দে মগন॥
বিশ্বামিত্র-আগমন কহিলেন পুনঃ।
রামের বিবাহোৎসব করিল বর্ণন॥
পুনশ্চ রামের অভিষেকের প্রসঙ্গ।
নৃপবাক্যে পুনরায় রাজ্যসুখ ভঙ্গ॥
নগরনিবাসিগণ-বিরহ-বিষাদ।
কহিলেন রাম আর লক্ষ্মণ সংবাদ॥
বনেতে গমন, ধীবরের অনুরাগ।
উতরিয়া ভাগিরথী গমন প্রয়াগ॥
যেরূপে বাল্মিকী সহ প্রভুর মিলন।
চিত্রকূটে ভগবান্ রহেন যেমন॥
সুমন্ত্র নগরে ফিরে, নৃপের মরণ।
ভরতাগমন-প্রেম করেন বর্ণন॥
করি নৃপতির ক্রিয়া সঙ্গে প্রজাগণ।
গেলেন ভরত যথা সুখ-নিকেতন॥
পুনঃ রঘুপতি বহুবিধ বুঝাইল।
পাদুকা লইয়া সেহ অযোধ্যা ফিরিল॥
ভরতের স্থিতি, জয়ন্তের বিবরণ।
অত্রি মুনি সহ যথা প্রভুর মিলন॥
যেরূপে বিরাধ দুষ্ট হইল নিধন।
ত্যজিলেন দেহ শরভঙ্গ তপোধন॥
সুতীক্ষ্ণের প্রেম পুনঃ করিল বর্ণন।
অগস্ত্য মুনির সহ যেরূপে মিলন॥
দণ্ডক বনের পবিত্রতা কহি পরে।
গৃধ্রের মিত্রতা বর্ণিলেন অতঃপরে॥
পঞ্চবটী বনে প্রভু করিলেন বাস।
বিনাশিলা যেরূপেতে মুনিগণ ত্রাস॥

পুনঃ মনোহর শিক্ষা লক্ষ্মণের প্রতি।
শূর্পনখা-নাক-কান কাটেন যেমতি॥
খর-দূষণের বধ বর্ণিলা বিস্তর।
যেমতে সংবাদ পায় লঙ্কার ঈশ্বর॥
পুনরায় মায়াসীতা যেরূপে হরিল।
রামের বিরহ পুনঃ কিঞ্চিৎ বর্ণিল॥
প্রভু গৃধ্র-শ্রাদ্ধ ক্রিয়া করিলেন যেন।
কবন্ধে বধিয়া শবরীকে গতি দেন॥
বর্ণিল বিরহে পুনঃ শ্রীরঘুনন্দন।
পম্পা সরোবর তীরে করেন গমন॥
প্রভু-নারদের হয় সম্বাদ যেমন।
যেরূপেতে মিলিলেন পবননন্দন॥
পুনঃ সুগ্রীবের সহ মিত্রতা যেমতি।
বালি বধ করিলেন যথা রঘুপতি॥
সুগ্রীবের অভিষেক করিয়া শ্রীপতি।
প্রবর্ষণ শৈলে বাস করেন যেমতি॥
বর্ষা ও শরৎ ঋতু করিয়া বর্ণন।
রামরোষ, কপিভয় করেন কথন॥
যেরূপে সুগ্রীব পাঠাইল কপিগণ।
যাইল করিতে সবে সীতা অন্বেষণ॥
বিবর মধ্যেতে প্রবেশিলা কপিগণ।
সম্পাতী পক্ষীর সহ যেরূপে মিলন॥
শুনিয়া সকল কথা পবনকুমার।
লঙ্ঘিলেন যেরূপেতে জলধি অপার॥
প্রবেশে লঙ্কার মধ্যে যথা হনুমান।
সীতারে ধৈরয যথা করিলা প্রদান॥
বন নষ্ট করি, দশাননেরে প্রবোধি।
পুর দহি, লঙ্ঘি পুনঃ যথা জলনিধি॥
যথা রঘুনাথ তথা আসি কপিগণ।
সীতার কুশল বার্ত্তা করায় শ্রবণ॥
সেনাগণ সঙ্গে ল'য়ে যথা রঘুবীর।
উপনীত হইলেন সাগরের তীর॥

যেরূপেতে মিলিলেন আসি বিভীষণ।
সিন্ধুর নিগ্রহ কথা করায় শ্রবণ॥
সাগরে বাঁধিয়া সেতু কপি সৈন্যগণ।
সাগরের পরপারে করিল গমন॥
গেল যথা বলবান্ বালির কুমার।
রাবণের সভা মধ্যে লঙ্কার মাঝার॥
নিশাচর সহ যুদ্ধ করে কপিগণ।
বিবিধরূপেতে যথা করিল বর্ণন॥
কুম্ভকর্ণ আর মেঘনাদের শকতি।
পৌরুষ, বিনাশ আর বর্ণিল যেমতি॥
নিশাচরসৈন্যগণ হইল নিধন।
রাম-রাবণের যুদ্ধ করিল বর্ণন॥
মন্দোদরী-শোক আর রাবণ নিধন।
দেব শোকশূন্য, রাজা হৈল বিভীষণ॥
জানকী-রামের পুনঃ যেরূপে মিলন।
করযোড়ে স্তব করিলেন দেবগণ॥
পুষ্পকে চড়িয়া কপিগণে সঙ্গে করি।
চলেন অযোধ্যা যথা কৃপাময় হরি॥
যেরূপেতে রামচন্দ্র অযোধ্যাতে গেল।
বায়স বিস্তার করি বর্ণিল সকল॥
কহিলেন পুনঃ শ্রীরামের অভিষেক।
রাজনীতি, নগরের সংবাদ অনেক॥
ভূশুণ্ডি যে সব কথা বর্ণন করিল।
ভবানি ? তোমার কাছে কহিনু সকল॥
শ্রীরামের কথা সব শুনি খগপতি।
কহিলা বচন মন সুপ্রসন্ন অতি॥
সকল সন্দেহ মম হইলেক দূর।
শুনিলাম শ্রীরামের চরিত্র মধুর॥
রামপদে প্রেম মম হইলেক অতি।
তব অনুগ্রহে শুন বায়সের পতি॥
হ'য়ে ছিল অতি মোহ মনেতে আমার।
প্রভুর বন্ধন হেরি সমর মাঝার॥
চিদানন্দরূপ হ'ন শ্রীরঘুনন্দন।
করিলেন মম প্রতি কৃপা বরিষণ॥
নরের সদৃশ লীলা হেরিয়া তাঁহার।
মহান্ সংশয় হৈল হৃদয়ে আমার॥
সে ভ্রম বুঝিনু এবে অতি হিতকর।
করিলেন দয়া প্রভু আমার উপর॥
অত্যন্ত আতপে যেবা ব্যাকুলিত হয়।
জানে সেই জন তরু-ছায়া সুখময়॥
যদি না হইত মোহ হৃদয়ে আমার।
মিলিতাম তব সনে আমি কি প্রকার॥
শুনিতাম কিরূপেতে হরিগুণ গান।
বিচিত্ররূপেতে যাহা করিলে বাখান॥
পুরাণ নিগমাগম এইমত কয়।
সিদ্ধ-মুনিগণ বলে নিঃসন্দেহ হয়॥
বিশুদ্ধ সাধুর সঙ্গ পায় যেই জন।
কৃপা করি রাম যাঁরে করেন দর্শন॥
রামের কৃপায় তব দর্শন হইল।
তোমার প্রসাদে সব সংশয় ঘুচিল॥
প্রেম ও বিনয়যুত, শুদ্ধ, মনোহর।
শুনি খগেশের বাক্য পরম সুন্দর॥
পুলকিত দেহ হৈল সজল লোচন।
অতি হরষিত হৈল বায়সের মন॥
সুশীল, সুমতি, সুপবিত্র শ্রোতৃগণ।
হরিকথা সুরসিক হরিভক্ত জন॥
লাভ করি উমে ? এই অতি গোপ্যমত।
সমাদরে সাধুজন করে প্রকটিত॥

——:*:——

মোহের স্বরূপ বর্ণন।

বলেন ভূশুণ্ডি কাক পুনশ্চ তখন।
গরুড়ের প্রতি প্রীতি নহে সাধারণ॥
যথাযোগ্য পূজ্য নাথ ? তুমিহ আমার।
রঘুনায়কের তুমি কৃপার আধার॥

না হয় সংশয় তব নাহি তব মায়া।
মম প্রতি নাথ? তুমি কৈলে অতি দয়া॥
মোহচ্ছলে খগরাজ? তোমা পাঠাইয়া।
আমার মহিমা রাম দেন বাড়াইয়া॥
কহিলে যে খগ তুমি মোহ আপনার।
তাহাতে আশ্চর্য্য কিছু না হয় আমার॥
নারদ, বিরিঞ্চি, মহাদেব, সনকাদি।
মুনিগণশ্রেষ্ঠ যাঁরা হ'ন আত্মবাদী॥
মোহ না করিল অন্ধ বলত কাহারে।
কাম নাহি নাচাইল কাহারে সংসারে॥
বাসনা না কারে বল করিল পাগল।
ক্রোধ নাহি বল কার্ অন্তর দহিল॥
তপস্বী, সুকবি, শূর আর জ্ঞানিগণ।
পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণ-নিকেতন॥
কেবা হেন আছে বল সংসার মাঝারে।
লোভ বিড়ম্বনা নাহি করিল যাহারে॥
ধনমদে, কুপথে না যায় কোন্ জন।
প্রভুতা বধির নাহি করে কেবা হেন॥

কুরঙ্গনয়না রমণীর নেত্রবাণ।
কেবা হেন যার নাহি বিঁধিল পরাণ॥
গুণকৃত সন্নিপাত ধরে নাহি কারে *।
মান, মদ কেবা বল ত্যজিবারে পারে॥
কেবা নাহি হয় মত্ত পাইয়া যৌবন।
মমতা কাহার যশ না করে নাশন॥
মাৎসর্য্য-কলঙ্ক কারে নাহি দেয় বল।
শোক-সমীরণ কারে না করে চঞ্চল॥
চিন্তা-ভুজঙ্গিনী বল দংশে নাহি কারে।
মায়া নাহি ঘেরে যারে কে হেন সংসারে॥
দেহ কাষ্ঠ সম, মনোরথ কীট তায়।
কেবা হেন ধীর ঘূণ নাহি লাগে যায়॥
সুত, নারী, ধন-লিপ্সা বাঞ্ছা এই তিন।
কাহার বুদ্ধিকে বল না করে মলিন॥
মায়ার সকল এই হয় পরিবার †।
প্রবল অমিত বরণিবে সাধ্য কার্॥
যারে ভয় করে সদা ব্রহ্মা: পঞ্চানন।
অপর জীবের তথা কি করি গণন॥

* অর্থাৎ গুণবান্ হইলেও সন্নিপাত রোগগ্রস্তের ন্যায় কে না ব্যর্থ প্রলাপ করিয়া থাকে অর্থাৎ অধিকাংশই নিজ গুণের প্রশংসা নিজ মুখে করিয়া থাকে।

† মায়ার পরিবার—চন্দ্রোদয় নাটকানুসারে।

পুত্র।	পুত্রবধু।	পৌত্র।	পৌত্রবধু।
মোহ	মিথ্যা	অহঙ্কার	মমতা
কাম	রতি	বাসনা	লুব্ধতা
ক্রোধ	হিংসা	অবিচার	ভ্রান্তি
লোভ	তৃষ্ণা	পাপ	চিন্তা
দম্ভ	মলিন আশা	অনাচার	অবিদ্যা
গর্ব্ব	নিন্দা	অপযশ	অপকীর্ত্তি
মদ	ঈর্ষা	বিরোধ	স্পর্দ্ধা
অধর্ম্ম	স্পর্দ্ধা	অসভ্য	বিষয়াসক্তি

প্রচণ্ড মায়ার সৈন্য ব্যাপিয়া সংসার।
রহিয়াছে চিরদিন বর্ণে সাধ্য কার্॥
কাম, ক্রোধ, আদি তার হয় সেনাপতি।
পাষণ্ড, কপট, দম্ভ যোদ্ধৃবর অতি॥
রামের চরণদাসী সেহ মায়া হয়।
বিচারিলে মিথ্যারূপ তার সুনিশ্চয়॥
শ্রীরামের কৃপা বিনা সেহ নাহি যায়।
প্রতিজ্ঞা করিয়া নাথ? কহিনু তোমায়॥
যেই মায়া এই সব জগতে নাচায়।
যাহার চরিত্র কেহ দেখিতে না পায়॥
প্রভুর ভ্রূভঙ্গ সেহ শুন খগরাজ।
নাচে নটীসম ল'য়ে আপন সমাজ॥
তিনিই সচ্চিদানন্দ প্রভু ঘনশ্যাম।
জনমবিহীন, জ্ঞানরূপ, বলধাম॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক ব্রহ্ম নাহি পরিমাণ।
অব্যর্থ শকতি বিশ্বময় ভগবান্॥
ত্রিগুণের পর, বাক্য, ইন্দ্রিয় অতীত।
সর্ব্বদর্শী, দোষহীন, সতত অজিত॥
সদা সুবিমল, মোহহীন, নিরাকার।
নিত্য নিরঞ্জন, সর্ব্ব সুখের ভাণ্ডার॥
প্রকৃতির পার, সর্ব্ব-হৃদয়-নিবাসী।
নিরীহ, বিরজ, ব্রহ্ম সদা অবিনাশী॥
এখানে মোহের কিছু নাহিক কারণ।
রবির সম্মুখে তম থাকে কি কখন॥
ভকতের হেতু প্রভু রাম ভগবান্।
ধরিয়া নৃপতিদেহ হ'ন বিদ্যমান॥
প্রাকৃত জনের ন্যায় চরিত্র পাবন।
সংসার মাঝারে করিলেন আচরণ॥
নানাবিধ বেশ যথা করিয়া ধারণ।
কোন দক্ষ নটরাজ করয়ে নর্ত্তন॥
বেশ, অনুরূপ ভাব করায় দর্শন।
বস্তুতঃ সেরূপী কিন্তু না হয় সে জন॥

হেন শ্রীরামের লীলা, বিনতানন্দন।
জনসুখকারী, দৈত্যগণ বিমোহন॥
কামী, বিষয়ের বশ, হীনমতি যার।
প্রভুর উপরে হেন মোহ হয় তার॥
নয়নের দোষ হয় যাহার যখন।
শশী পীতবর্ণ বলি সে বলে তখন॥
খগেশ? দিগ্‌ভ্রম হয় যখন যাহার।
পশ্চিমে উদিত রবি জ্ঞান হয় তার॥
সচল জগৎ হেরে নৌকারূঢ় জন।
আপনি নিশ্চল ভাবে মোহের কারণ॥
বালক ভ্রময়ে নিজে নাহি ঘুরে ঘর।
হেনরূপে মিথ্যা বাক্য বলে পরস্পর॥
হেন মোহ হয় হরি-বিষয়ে-বিহঙ্গ।
স্বপনেও নাহি হয় অজ্ঞান প্রসঙ্গ॥
মায়ার অধীন, মন্দমতি, ভাগ্যহীন।
নানারূপে চিত্ত যার হয় বিমলিন।
সেই শঠ মোহবশে অবিশ্বাস করে।
আরোপে অজ্ঞান নিজ রামের উপরে॥
কাম, ক্রোধ, মদ, লোভে রত সেই জন।
দুখরূপ গৃহে বদ্ধ সদা যার মন॥
রামচন্দ্রে সেই জন জানিবে কেমনে।
ঘোর অন্ধকার কূপে পতিত সে জনে॥
অত্যন্ত সুলভ হয় নির্গুণ স্বরূপ।
নাহি জানে কেহ কিন্তু সগুণ স্বরূপ॥
সুগম, অগম, নানা প্রকার চরিত।
শুনিয়া মুনির মন হয় বিমোহিত॥
রাধিকাপ্রসাদ তাই ভাবে মনে মনে।
সকলি দুর্ল্লভ বিশ্বে, রাম-কৃপা বিনে॥

——:*:——

কাক ভুশুণ্ডির পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত কথন।

রামের প্রভুতা এবে শুন খগপতি।
কহিতেছি সেই কথা যথা মোর মতি ॥
হইলেক মোহ প্রভো? মম যে প্রকারে।
সেই সব কথা আমি শুনা'ব তোমারে ॥
হও তুমি তাত? রাম-কৃপার ভাজন।
হরিগুণে প্রীতি, মম সুখের কারণ ॥
করিব না তাই কিছু তোমায় গোপন।
পরম রহস্যময় সুন্দর কথন ॥
রামের স্বভাব ইহা করহ শ্রবণ।
না রাখেন অভিমান কাহারো কখন ॥
সংসারের মূল, করে নানা দুখ দান।
সর্ব্ববিধ শোকপ্রদ হয় অভিমান ॥
সেহেতু করেন দূর তাহা কৃপাময়।
সেবকের প্রতি তাঁর কৃপা অতিশয় ॥
শিশুর দেহেতে ব্রণ হইলে যেমন।
কঠোর হইয়া মাতা করান ছেদন ॥
যদিও প্রথমে তাহা দুখের কারণ।
অধীর হইয়া শিশু করয়ে রোদন ॥
তথাপি জননী ব্যাধি-নাশের কারণ।
বালকের দুখ কিছু না করে চিন্তন ॥
আপন দাসের হিততরে প্রভু রাম।
হরণ করেন সেইরূপ তার মান ॥
কহিছে তুলসীদাস হেন প্রভুবরে।
ভ্রম ত্যজি কেন জীব ভজনা না করে ॥
শ্রীরামের কৃপা আর মূর্খতা আপন।
মন দিয়া শুন খগ? করিব বর্ণন ॥
যখন যখন রাম নরদেহ ধরি।
করেন বিবিধ লীলা ভক্তে কৃপা করি ॥
তখন তখন আমি অযোধ্যাতে গিয়া।
হই আনন্দিত বাললীলা নিরখিয়া ॥
জন্মমহোৎসব গিয়া করি দরশন।
পঞ্চ বর্ষ রহি তথা ভুলিয়া তখন ॥
ইষ্টদেব হ'ন মম বালক শ্রীরাম।
দেহশোভা কিবা জিনি কোটিশত কাম ॥
আপন প্রভুর মুখ পুনঃপুনঃ হেরি।
লোচন সফল করি শুন উরগারি ॥
ক্ষুদ্র কাকদেহ ধরি শ্রীহরির সঙ্গে।
নানারূপ বাললীলা দেখি বহুরঙ্গে ॥
বালভাবে যথা তথা করেন ভ্রমণ।
তথা তথা উড়ি সঙ্গে করি যে গমন ॥
উচ্ছিষ্ট পড়য়ে যবে অঙ্গিনা উপরে।
উঠাইয়া তাহা আমি খাই সমাদরে ॥
একবার বাললীলা অতি মনোহর।
করিলেন দয়াময় প্রভু রঘুবর ॥
প্রভুর সে বাললীলা করিলে স্মরণ।
দেহ পুলকিত হয় আনন্দিত মন ॥
কহিলা ভুশুণ্ডি, শুন বিহগনায়ক।
রামলীলা হয় ভক্তসুখপ্রদায়ক ॥
নৃপের মন্দির রম্য অতি সুশোভিত।
নানাজাতি স্বর্ণ আর মণিতে খচিত ॥
সুন্দর আঙ্গিনা শোভা না হয় বর্ণিত।
চারি ভাই যথা সুখে খেলা করে নিত ॥
করেন বালকলীলা তথা রঘুপতি।
খেলেন অঙ্গনে মাতা সুখ পা'ন অতি ॥
মরকত মণি মৃদু কলেবর শ্যাম।
প্রতি অঙ্গে শোভে যেন কত শত কাম ॥
নব রক্তপ্রভ মৃদু চরণ সুন্দর।
সুরম্য অঙ্গুলি-নখ শশীশোভাহর ॥
ধ্বজ, বজ্রাঙ্কুশ চারি চিহ্ন সুশোভন।
মধুর নূপুর চারু করয়ে নিকন ॥
সুচারু সুবর্ণ আর মণিতে রচিত।
কটির কিঙ্কিণী কিবা কল নিনাদিত ॥

ত্রিবলী ভূষিত কিবা সুন্দর উদর।
সুগভীর নাভি শোভে অতি মনোহর॥
সুবিস্তৃত বক্ষঃস্থল পরম শোভন।
বালোচিত বিভূষণ সুন্দর বসন॥
ঈষৎ অরুণ কর, অঙ্গুলি, নখর।
বাহু সুবিশাল আভূষণ মুগ্ধকর॥
শিশু সিংহস্কন্ধ, শঙ্খ গ্রীবা চমৎকার।
আনন, চিবুক চারু শোভার আধার॥
আধ আধ বাণী কিবা অধর অরুণ।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটী দুটী বিশদ দশন॥
গলিত কপোল, নাসাযুগ মনোহর।
সকল সুখদ হাস্য জিনি শশীকর॥
নীলপদ্ম সম নেত্র ভব-বিমোচক।
ভালে শোভা পায় গোরোচনার তিলক॥
আকর্ণ ভ্রুকুটী বক্র কিবা শোভা তায়।
সুকুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ শিরে শোভা পায়॥
সূক্ষ্ম পীতবর্ণ জামা দেহ শোভা করে।
কটাক্ষ, মৃদুল হাস্য মম মন হরে॥
রূপরাশি নৃপাঙ্গনে করে বিচরণ।
নাচেন শ্রীহরি ছায়া হেরিয়া আপন॥
নানারূপ খেলা খেলিতেন মম সনে।
বর্ণন করিতে তাহা লজ্জা হয় মনে॥
উচ্চহাস্য করি মোরে ধরিবারে ধা'ন।
যাই পলাইয়া মোরে পিষ্টক দেখান॥
নিকটেতে গেলে হাস্য করেন তখন।
দূরে পলাইয়া গেলে করেন রোদন॥
নিকটেতে যাই যবে ধরিতে চরণ।
ফিরি ফিরি হেরি প্রভু করেন প্রস্থান॥
প্রাকৃত শিশুর মত লীলা চমৎকার।
দেখিয়া হইল মোহ মনেতে আমার॥

চৈতন্য আনন্দপূর্ণ প্রভু ভগবান্।
করিছেন কি এ লীলা নাহি হয় জ্ঞান॥
চিন্তন মাত্রেতে মনে হেন খগরায়।
হরির প্রেরণে মায়া ব্যাপিল আমায়॥
সে মায়া দুখদ নাহি হইল আমার।
অন্য জীব মত নাহি যেহেতু সংসার॥
এ স্থলে অপর কিছু আছিল কারণ।
শুন তাহা সাবধানে শ্রীহরিবাহন॥
অখণ্ড জ্ঞানের রূপ হ'ন রঘুবর।
মায়ার অধীন হয় জীব চরাচর॥
সকলের জ্ঞান যদি হয় একরূপ।
ঈশ্বরে জীবেতে কহ প্রভেদ কিরূপ॥
মায়াবশীভূত হয় জীব অভিমানী।
ঈশ্বরের বশ মায়া সর্ব্বগুণ-খনি॥
পরের অধীন জীব, স্বাধীন ঈশ্বর।
অসংখ্য অসংখ্য জীব এক রঘুবর॥
যদ্যপিও মিথ্যা মায়াকৃত ভেদ হয়।
হরিকৃপা বিনা উহা নাহি পায় লয়॥
না করিয়া যেহ রামচন্দ্রের ভজন।
নির্ব্বাণ পদবী লাভে করয়ে যতন॥
যদ্যপিও জ্ঞানবান্ সেই নর হয়।
পুচ্ছ, দন্তহীন তবু পশু সে নিশ্চয়॥
ষোলকলাপূর্ণ পূর্ণিমার শশধর।
উদিত হলেও সহ তারকানিকর॥
সব গিরিগণ যদি হয় অগ্নিময়।
দিনকর বিনা নিশা প্রভাত না হয়॥
খগেশ্বর ? বিনা হেন শ্রীহরি ভজন।
ঘুচে না জীবের ঘোর সংসার বন্ধন॥
হরির সেবকজনে ব্যাপে না অবিদ্যা।
প্রভুর প্রেরিত হ'য়ে ব্যাপে তারে বিদ্যা॥
সে হেতু ভক্তের নাহি হয় বিনাশন।
হয় মাত্র ভেদ-ভক্তি কেবল বর্দ্ধন * ॥

* পরমেশ্বর হইতে পৃথক থাকিয়া তাঁহার ভজনা করাকে ভেদ-ভক্তি বলে।

দেখিলেন রাম মোরে ভ্রমে সচকিত।
হাসিয়া কহেন শুন বিশেষ চরিত ॥
সেই কৌতুকের মর্ম্ম কেহ না জানিল।
মাতা, পিতা, ভ্রাতৃগণ যে কেহ আছিল ॥
হামাগুড়ি দিয়া ধা'ন ধরিতে আমারে।
অরুণ বরণ কর শ্যামল শরীরে ॥
পলাইয়া যাই আমি বিনতানন্দন।
ধরিতে করিলা প্রভু ভুজ প্রসারণ ॥
যেন যেন দূরে উড়ি গেলাম আকাশে।
তেন তেন হেরি ভুজ আপনার পাশে ॥
ব্রহ্মলোকে উড়ি আমি গেলাম তখন।
যাইয়া পশ্চাৎ দিকে করি নিরীক্ষণ ॥
ধরিতে আমার পাছে আছে ভুজদ্বয়।
দ্বিঅঙ্গুল মাত্র মম ব্যবধান রয় ॥
সপ্ত আবরণ ভেদ করিয়া তখন *।
যত দূর গতি মম করিনু গমন ॥
তথা গিয়া প্রভু-ভুজ করি নিরীক্ষণ।
হয় অতি ব্যাকুলিত তবে মম মন ॥
মুদিনু নয়ন ভয়ে হ'য়ে অতি ভীত।
চক্ষু মিলি হেরি অযোধ্যায় উপনীত ॥
মৃদু হাসিলেন রাম হেরিয়া আমারে।
হাসিতে পশিনু তাঁর মুখের মাঝারে ॥
উদর মধ্যেতে তাঁর শুন পক্ষীবর।
দেখিলাম কত শত ব্রহ্মাণ্ডনিকর ॥

রহে তথা বহু লোক অতীব সুন্দর।
রচনায় এক হ'তে অন্য রম্যতর ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মা, কোটি কোটি মহেশ্বর।
অগণিত তারাগণ, রবি, শশধর ॥
অগণিত লোকপাল, যম, মহাকাল।
অসংখ্য অসংখ্য গিরি, বিশ্ব সুবিশাল ॥
নদী, সরোবর, বন, সাগর অপার।
নানাবিধ দেখিলাম সৃষ্টির বিস্তার ॥
সিদ্ধ, মুনি, নাগ, নর, দেবতা, কিন্নর।
চারি প্রকারের জীবে ব্যাপ্ত চরাচর ॥
যাহা নাহি দেখি কভু না করি শ্রবণ।
যে বিষয় মনে কভু না করি চিন্তন ॥
দেখিলাম সেই সব অপূর্ব্ব কথন।
কিরূপেতে আমি তাহা করিব বর্ণন ॥
রহিলাম এক এক ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
শত বর্ষ ধরি আমি আনন্দ অন্তরে ॥
হেনরূপে ঘুরি ঘুরি করিয়া ভ্রমণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমি কৈনু নিরীক্ষণ।
হেরিলাম প্রতিলোকে বিধাতা বিভিন্ন।
দিক্‌পাল, শিব, বিষ্ণু, মনু ভিন্ন ভিন্ন ॥
গন্ধর্ব্ব, বেতাল, ভূত আর নরগণ।
রাক্ষস, কিন্নর, পশু, খগ অগণন ॥
দেব, দৈত্যগণ, নানা জাতি সর্প আর।
পৃথক পৃথক জীব সকল প্রকার ॥

* স্থূলরূপে সপ্ত আবরণ, যথা—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব।

সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে ঈশ্বরোন্মুখ সাধক গুরুদেবের উপদেশানুসারে প্রথমে ভূমিতত্ত্ব জয় করিয়া গন্ধ বাসনা ত্যাগ করেন। পরে জলাবরণ পার হইয়া রস বাসনা ত্যাগ করেন। তৎপর অগ্নি আবরণ পার হইয়া রূপ বাসনা ত্যাগ করেন। তৎপরে বায়ু আবরণ ত্যাগ করিয়া স্পর্শ বাসনা ত্যাগ করেন। পুনরায় আকাশাবরণ ত্যাগ করিয়া শব্দ বাসনা ত্যাগ করেন। তৎপশ্চাৎ অহঙ্কার পরিত্যাগ করেন। অষ্টাবরণ ভেদ করিয়া বুদ্ধির যথার্থ উপযোগ করিতে পারিলে মহত্তত্ত্ব ভেদ করিয়া সাধক পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যাইতে পারেন। ষট্‌চক্র সাধনের দ্বারা সাধক এইরূপে সপ্তাবরণ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

পৃথিবী, সাগর, সরঃ, নদী, গিরিগণ।
দেখিনু সকল তথা নূতন নূতন॥
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে দেখিলাম নিজরূপ।
বিভিন্ন পদার্থ বহু বিবিধ স্বরূপ॥
হেরিনু অযোধ্যাপুরী প্রত্যেক ভুবনে।
বিভিন্ন সরযূ, ভিন্ন নরনারিগণে॥
শুন তাত ? দশরথ, কৌশল্যাদি মাতা।
হেরিনু বিবিধরূপ ভরতাদি ভ্রাতা॥
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীরামের অবতার।
হেরিলাম বাল্যলীলা অতীব উদার॥
ভিন্ন ভিন্ন আমি সব দেখিনু সমাজ।
সকলি বিচিত্র অতি শুন খগরাজ॥
ফিরিলাম আমি প্রভো ? অসংখ্য ভুবন।
পৃথক্ না হেরিলাম শ্রীরঘুনন্দন॥
সেই শিশুভাব, সেই সুন্দরতা হয়।
সেই রঘুবীর দয়ানিধি কৃপাময়॥
ভ্রমণ করিতে মম ব্রহ্মাণ্ডনিচয়।
মনে হৈল কল্প শত যেন গত হয়॥
আপন আশ্রমে যাই ঘুরিয়া ফিরিয়া।
তথা পুনঃ কিছুকাল কাটাইনু গিয়া॥
অযোধ্যায় প্রভুজন্ম শুনিতে পাইয়া।
হরষিত স্নেহভরে ধাইনু উঠিয়া॥
তথায় যাইয়া হেরি জন্মমহোৎসব।
যেরূপ তোমার পাশে বর্ণিলাম সব॥
রামের উদরে হেরি বিশ্ব সমুদয়।
দর্শনের যোগ্য তাহা বর্ণন না হয়॥
দেখিনু তথায় পুনঃ রাম জ্ঞানবান্।
মায়ার ঈশ্বর কৃপাময় ভগবান্॥
পুনঃপুনঃ আমি তথা করিনু বিচার।
মায়ামুগ্ধ হৈল কিবা মানস আমার॥
দেখিলাম আমি সব দুই ঘটিকায়।
পরিশ্রান্ত হৈল মন বিশেষ তাহায়॥

আমারে বিকল হেরি কৃপানিকেতন।
করিলেন উচ্চ হাস্য শ্রীরাম তখন॥
হাসিবামাত্রেত তবে প্রভু রঘুবীর।
মুখ হৈতে সেইক্ষণে হইনু বাহির॥
সেই শিশুভাব পুনঃ সহিত আমার।
করিতে লাগেন পুনঃ দয়ার আধার॥
নানারূপে মোরে তিনি বুঝান তখন।
কিছুতেই শান্ত নাহি হয় মম মন॥
প্রভুতা তাঁহার আর সেই সে চরিত।
হেরিয়া আপন দেহ হইনু বিস্মৃত॥
পড়িনু ভূতলে, মুখে না সরে বচন।
আর্ত্তজনত্রাতা ত্রাণ করহ এখন॥
প্রেমেতে ব্যাকুল প্রভু হেরিয়া আমায়।
সংহরণ করিলেন আপন মায়ায়॥
মম শিরে দিয়া প্রভু স্বকরকমল।
দীনদয়াময় দুখ হরেন সকল॥
হরিলেন সব মোহ শ্রীরাম আমার।
সেবক-সুখদ প্রভু কৃপার আধার॥
পূর্ব্বের প্রভুতা তাঁর করিয়া বিচার।
উপজিল মনে অতি হরষ আমার॥
ভক্তবৎসলতা করি প্রভুর দর্শন।
বিশেষতঃ হরষিত হৈল মম মন॥
সজল নয়নে পুলকিত দেহ অতি।
করিলাম বহুবিধ পুনশ্চ মিনতি॥
প্রেমময় মম বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভাবি নিজ দাস আর অতি দীনজন॥
সুখকর সুগম্ভীর মধুর বচন।
বলিলেন রমাপতি আমারে তখন॥
অতি সুপ্রসন্ন মোরে জানিয়া এখন।
হে কাক ভূশুণ্ডে ? বর করহ গ্রহণ॥
অণিমাদি সিদ্ধি কিম্বা অন্য ঋদ্ধিগণ।
কিম্বা মোক্ষ লহ যাহা সুখনিকেতন॥

বিজ্ঞান, বিবেক, জ্ঞান, সুবিরাগ আর *।
দেবের দুর্লভ যাহা বিদিত সংসার ॥
যাহা চাহ তাহা দিব নাহিক সংশয়।
লহ বর যেবা তব অভিরুচি হয় ॥
হইল আনন্দ শুনি প্রভুর বচন।
অনুমান কৈনু তবে মনেতে আপন ॥
সব সুখ দিতে প্রভু করেন স্বীকার।
না করেন নিজ ভক্তি দিতে অঙ্গীকার ॥
ভক্তিহীন অন্য সুখ হয়ত কেমন।
লবণবিহীন যেন বিবিধ ব্যঞ্জন ॥
ভকতিবিহীন সুখে মম কিবা কাজ।
হেন বিচারিয়া বলিলাম খগরাজ ॥
সুপ্রসন্ন হ'য়ে প্রভু যদি দিবে বর।
যদি মম প্রতি স্নেহ আর কৃপা কর ॥
অভিমত বর তবে মাগিতেছি স্বামী।
তুমিত উদার হৃদয়ের অন্তর্য্যামী ॥
অতীব বিশুদ্ধ তব ভক্তি অবিরল।
গান করে যাহা বেদ, পুরাণ সকল ॥
যোগীশ্বর মুনি যাহা করে অন্বেষণ।
প্রভুর প্রসাদে পায় কোন কোন জন ॥
ভক্ত-কল্পতরু, প্রণতের হিতকারী।
কৃপার সাগর আর সুখধাম হরি ॥
দেহ প্রভো ? মোরে সেই আপন ভকতি।
দয়া করি রামচন্দ্র এ দাসের প্রতি ॥
"তাই হোক"—বলি রঘুকুলের নায়ক।
বলেন বচন অতি সুখপ্রদায়ক ॥
পরম চতুর তুমি শুন কাকবর।
কেন তুমি না মাগিবে হেনরূপ বর ॥
সকল সুখের খনি চাহিলে ভকতি।
নাহি কেহ তব সম ভাগ্যবান্ অতি ॥
মুনি নাহি পায় যাহা করিয়া যতন।
জপ-যোগানলে দেহ করিয়া দহন ॥
তব চতুরতা হেরি হরষিত মতি।
যাচিলে ভকতি মোরে ভাল লাগে অতি ॥
শুনহ বিহঙ্গ ? এবে কৃপাতে আমার।
হবে সব শুভগণ হৃদয়ে তোমার ॥
ভকতি ও জ্ঞান আর বিজ্ঞান, বিরাগ।
চরিত্রের গূঢ়তত্ত্ব যোগের বিভাগ ॥
জানিবে তুমিহ এবে সকলের ভেদ।
না রবে প্রসাদে মম সাধনের খেদ ॥
ভ্রম যেই সব হয় মায়ার কারণ।
নাহি ব্যাপিবেক তাহা তোমারে এখন ॥
অগুণ, অনাদি, অজ, ব্রহ্ম গুণাকর।
জানিও আমারে সেইরূপ নিরন্তর ॥
সতত আমার প্রিয় হয় ভক্তজন।
শুন কাক ? হেনরূপ করি বিবেচন ॥
কায়মনোবাক্যে সদা আমার চরণে।
অবিচল অনুরাগ করিও যতনে ॥
এবে শুদ্ধ মম বাক্য করহ শ্রবণ।
যথার্থ সুগম যাহা বেদের কথন ॥
তোমারে সিদ্ধান্ত নিজ করাব শ্রবণ।
শুনি সব ত্যজি মোরে করিও ভজন ॥
মম মায়া হৈতে সৃষ্ট সকল সংসার।
চরাচর জীব যত বিবিধ প্রকার ॥
মম হৈতে জাত সবে, সবে মম প্রিয়।
সর্ব্বাধিক প্রিয় কিন্তু নরগণ হয় ॥
তার মধ্যে দ্বিজ, দ্বিজ মধ্যে শ্রুতিধারী।
তার মধ্যে চলে যেহ বেদ-অনুযায়ী ॥
তাহ'তে বিরাগী প্রিয়, তাহে পুনঃ জ্ঞানী।
জ্ঞানী হৈতে প্রিয় মম অধিক বিজ্ঞানী ॥

* বিজ্ঞান—অনুভব। বিবেক—সদসৎ বিবেচনা। জ্ঞান—ত[illegible]জ্ঞান। সুবিরাগ—বিষয় বাসনা ত্যাগ।

তাহ'তে অধিক প্রিয় হয় নিজ দাস।
আমি মাত্র গতি যার নাহি অন্য আশ॥
পুনঃপুনঃ কহি তোমা ইহা সত্য হয়।
সেবকের সম মম কেহ নহে প্রিয়॥
ভকতিবিহীন যদি বিধাতাও হ'ন।
সেহ মোর প্রিয় সর্ব্বজীব হয় যেন॥
ভক্তিমান্ হয় যদি অতি নীচজন।
প্রাণপ্রিয় সেহ মম শুনহ বচন॥
পবিত্র, সুশীল যেবা সেবক, সুমতি।
কার্ নাহি হয় প্রাণাধিক প্রিয় অতি॥
কহিতেছে এই নীতি শ্রুতি ও পুরাণ।
শুন মন দিয়া কাক ? হ'য়ে সাবধান॥
পিতা এক কিন্তু তার অনেক কুমার।
আচার, স্বভাব, গুণ পৃথক সবার॥
কেহবা পণ্ডিত, কেহ তপস্বী ও জ্ঞাতা।
কেহ ধনবান্, শূর, কেহ হয় দাতা॥
কেহবা সর্ব্বজ্ঞ, কারো হয় ধর্ম্মে রতি।
সবার উপরে সম জনকের প্রীতি॥
কায়মনোবাক্যে কেহ পিতৃভক্ত হয়।
স্বপনেও অন্য ধর্ম্ম জ্ঞান নাহি রয়॥
সেই সুত জনকের পরাণ সমান।
যদ্যপিও সেহ সর্ব্বপ্রকারে অজ্ঞান॥
হেনরূপে চরাচর জীব সমুদয়।
ত্রিভুবনে দেব, নর, অসুর নিচয়॥
মম হৈতে জাত এই নিখিল সংসার।
সকলের প্রতি সম করুণা আমার॥
তার মধ্যে মদ মায়া করিয়া বর্জ্জন।
কায়মনোবাক্যে মোরে ভজে যেই জন॥
পুরুষ বা নপুংসক, নারী কিম্বা নর।
যে কেহ হউক জীব বিশ্বে চরাচর॥
ছল ত্যজি সর্ব্বভাবে করয়ে ভজন।
আমার পরাণপ্রিয় হয় সেই জন॥
খগবর ? সত্য তোমা কহি সুনিশ্চয়।
পবিত্র সেবক মম পরাণের প্রিয়॥
করহ আমার সেবা হেন বিচারিয়া।
অপর ভরসা আশা সকল ত্যজিয়া॥
কাল নাহি পরশিবে তোমারে কখন।
সতত স্বরূপ মম করিও স্মরণ॥
প্রভুবাক্যামৃত শুনি তৃপ্ত নহে মন।
দেহ পুলকিত, মন হরষে মগন॥
সেই সুখ জানে মাত্র কান আর মন।
রসনাতে তাহা কিছু না হয় বর্ণন॥
প্রভুর সৌন্দর্য্যসুখ জানয়ে নয়ন।
বর্ণিতে শকতি নাই কহিব কেমন॥
বিবিধ প্রবোধি সুখ দেন অতি মোরে।
লাগিলেন শিশুলীলা পুনঃ কহিবারে॥
সজল নয়ন কিছু মুখ শুষ্ক করি।
বলিলেন বড় ক্ষুধা মাতৃপানে হেরি॥
দেখি উঠি ধা'ন মাতা ব্যাকুল অন্তরে।
মৃদুবাক্য কহি লইলেন বক্ষঃ'পরে॥
কোলে ল'য়ে স্তন্য মাতা করাইলা পান।
পুনঃপুনঃ গাহি শ্রীরামের লীলাগান॥
যেই সুখ লাগি সুখকর শ্রীশঙ্কর।
ধারণ করেন বেশ অমঙ্গলকর॥
অযোধ্যানিবাসী যত নরনারীগণ।
সেই সুখ মাঝে সদা হ'ন নিমগন॥
স্বপনেও যদি কোন ভাগ্যবান্ জন।
সে সুখের লবলেশ করে আস্বাদন॥
শুন খগবর ? সেই সুমতি সজ্জন।
ব্রহ্মসুখে নাহি কিছু করয়ে গণন॥
অযোধ্যাতে কিছুকাল রহি আমি পুনঃ।
সুরসাল বাল্যলীলা করি নিরীক্ষণ॥
রামপাশে ভক্তি বর করিয়া গ্রহণ।
প্রভুপদ বন্দি যাই আশ্রমে আপন॥

সেই হৈতে মোহমায়া মোরে না ব্যাপিল।
যেই হৈতে রামচন্দ্র আপন করিল ॥
এই সব গুপ্ত লীলা করিনু কীর্ত্তন।
যেরূপেতে হরিমায়া করায় নর্ত্তন ॥
নিজ অনুভব এবে কহি খগরায়।
শ্রীহরিভজন বিনা ক্লেশ নাহি যায় ॥
শ্রীরামের কৃপা বিনা শুন খগরায়।
রামের মহিমা কভু জানা নাহি যায় ॥
না জানিলে কভু তাহে বিশ্বাস না হয়।
বিশ্বাস বিহনে প্রীতি নাহি উপজয় ॥
প্রীতি বিনা দৃঢ় ভক্তি না হয় কখন।
জলের মসৃণ ভাব খগেশ যেমন ॥
জ্ঞান কিবা হয় কভু শ্রীগুরুবিহীন।
অথবা বিরাগ হয় কভু জ্ঞানহীন ॥
বেদ ও পুরাণ সদা গুণ গান করে।
হরিভক্তি বিনা সুখ লভিতে কি পারে ॥
কেহ কি বিশ্রাম লাভ করয়ে কখন।
স্বাভাবিক তাত ? নিজ সন্তোষবিহীন ॥
জল বিনা নৌকা কভু চলে কি কখন।
প্রাণপণে করিলেও বিবিধ যতন ॥
সন্তোষ বিহনে কাম নষ্ট নাহি হয়।
বাসনা থাকিতে সুখ স্বপনেও নয় ॥
কাম নাহি মিটে বিনা রামের ভজন।
স্থল বিনা তরু নাহি জনমে কখন ॥
বিজ্ঞান বিহনে কভু সমতা না হয়।
আকাশ বিহনে অবকাশ নাহি রয় ॥
শ্রদ্ধা বিনা ধর্ম্ম নাহি হয়ত কখন।
পৃথিবী বিহনে গন্ধ পায় কোন্ জন ॥
তপস্যা বিহনে তেজ বিস্তার কি হয়।
জল বিনা বিশ্বে রস সৃষ্ট কভু নয় ॥
শীলতা না মিলে বিনা বুধের সেবন।
তেজ বিনা রূপ প্রভো না হয় যেমন ॥

নিজ সুখ বিনা স্থির নাহি হয় মন।
স্পর্শ কিবা হয় কভু বিনা সমীরণ ॥
বিশ্বাস বিহনে কিবা সিদ্ধিলাভ হয়।
হরিসেবা বিনা নাহি ঘুচে ভব-ভয় ॥
বিশ্বাস বিহনে কভু না হয় ভকতি।
তাহা বিনা দ্রবীভূত নহে রঘুপতি ॥
বিনা শ্রীরামের কৃপা-বারি বরিষণ।
স্বপ্নেও বিশ্রাম জীব না পায় কখন ॥
ধৈর্য্য ধরি হেনরূপে করিয়া বিচার।
কুতর্ক, সংশয়, সব করি পরিহার ॥
করুণাসাগর রাম সুন্দর সুখদ।
ভজ নিষ্ঠা করি সদা রঘুবর-পদ ॥
নিজ বুদ্ধি অনুসারে কহিলাম সব।
প্রভুর প্রতাপ আর, খগেশ ? গৌরব ॥
বিরচিয়া আমি কিছু না কৈনু বর্ণন।
আপন নয়নে সব করিনু দর্শন ॥
রামের মহিমা, নাম, রূপ, গুণ আর।
অনন্ত, অপরিমিত, অসীম, অপার ॥
বুদ্ধি অনুসারে শুনি হরিগুণ গান।
নিগম, অনন্ত, শিব পার নাহি পান ॥
তুমি আদি খগ আর মশক পর্য্যন্ত।
আকাশে উড়িয়া তার নাহি পায় অন্ত ॥
হেনরূপে শ্রীরামের মহিমা অপার।
হে তাত ? কখনো কেহ পায় কিবা পার ॥
শত কোটি কাম সম রাম মনোহর।
কোটি কোটি দূর্গা সম অরিনাশকর।
শত কোটি ইন্দ্র সম হয় সুবিলাস।
শত কোটি আকাশের সম অবকাশ ॥
সুবিপুল বল জিনি বায়ু কোটি শত।
কোটি শত দিনমণি সম প্রকাশিত ॥
কোটি শত শশী সম শীতল কিরণ।
নিখিল সংসার ভয় করেন শমন ॥

শত কোটি কাল সম যাঁহার গণন।
অত্যন্ত দুস্তর দুর্গ সমান দুর্গম॥
শত কোটি ধূমকেতু সম হ'ন যিনি।
দুরাধর্ষ ভগবান্ রামচন্দ্র তিনি॥
অগাধ যেমন শত কোটিক পাতাল।
শত কোটি যম সম অতীব করাল॥
শত কোটি তীর্থ সম অতি পূতকর।
শ্রীরামের নাম সর্ব্ব পাপরাশিহর॥
কোটি হিমাচল সম অচল সুধীর।
শত কোটি সাগরের সমান গম্ভীর॥
শত কোটি কোটি কামধেনুর সমান।
সর্ব্বকামপ্রদায়ক প্রভু ভগবান্॥
কোটি সরস্বতী সম হয় চতুরতা।
শত কোটি বিধি সম সৃষ্টি নিপুণতা॥
শত কোটি বিষ্ণু সম পালনের কর্ত্তা।
শত কোটি কোটি রুদ্র সমান সংহর্ত্তা॥
শত কোটি কুবেরের সম ধনবান্।
মায়া কোটি সম বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্॥
ভূমিভারধারী শত কোটি ফণীবর।
নিরবধি নিরুপম বিশ্বের ঈশ্বর॥

রামের সমান, নাহি উপমান,
কহে নিরুপম নিগমাগম।
অসংখ্য খদ্যোৎ, সঙ্গে উপনীত,
হইলে রবির লঘুতা যেন॥
আপন আপন, বুদ্ধি যার যেন,
বর্ণে মুনিগণ হরিরে তেম।
ভাবগ্রাহী প্রভু, কৃপাময় বিভু,
প্রেমে শুনি সব সুখিত হ'ন॥
গুণের সাগর, রাম দয়াধার,
কুল পায় তার কে হেন জন।
সাধুগণ সনে, যা শুনি শ্রবণে,
করাই তোমারে তাহা শ্রবণ॥
সুখের নিদান, প্রভু ভগবান্,
ভাবের অধীন করুণালয়।
ত্যজি মান, মদ, সীতারাম-পদ,
ভজিলে সুখদ সতত হয়॥

——:•:——

ভুশুণ্ডির কাকদেহ প্রাপ্তির হেতু কথন।

সুন্দর ভুশুণ্ডি বাক্য করিয়া শ্রবণ।
খগেশ ফুলায় পক্ষ হরষিত মন॥
নেত্রে বহে নীর, চিত্ত প্রফুল্লিত হৈল।
রামের প্রতাপ হৃদে চিন্তন করিল॥
করে অনুতাপ পূর্ব্বমোহ বিবেচিয়া।
অনাদি ব্রহ্মেরে ভাবি মনুষ্য বলিয়া॥
পুনঃপুনঃ রামপদে প্রণাম করিল।
রাম সম জানি প্রেম বাড়িতে লাগিল॥
গুরু বিনা ভবনিধি পার নাহি হয়।
ব্রহ্মা বা শঙ্কর সম যত্তপিও হয়॥
সংশয় ভুজঙ্গ তাত? গ্রাসিল আমায়।
করিনু কুতর্ক বহু বিষের জ্বালায়॥
ভক্তসুখকর মোরে শ্রীরঘুনন্দন।
তোমা সম ওঝা দিয়া করেন রক্ষণ॥
তোমার প্রসাদে মোহ নষ্ট হৈল মম।
রামের রহস্য জানিলাম অনুপম॥
তাঁহার প্রশংসা করি বিবিধ বিধান।
করযোড়ে সমাদরে করিয়া প্রণাম॥
সবিনীত মৃদু আর সপ্রেম বচন।
বলিতে লাগিলা পুনঃ বিনতানন্দন॥
প্রভো? আপনার অবিবেকের কারণ।
জিজ্ঞাসা তোমারে নাথ করি যে এখন॥

সবিশেষ বল প্রভো ? করুণাসাগর।
আপনার দাস মোরে জানি নিরন্তর ॥
সর্ব্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ তুমি, তুমি মায়াপার।
সুমতি, সুশীল, তুমি সরল আচার ॥
বিজ্ঞান, বিরতি আর জ্ঞানের নিবাস।
শ্রীরঘুনাথের তুমি হও প্রিয় দাস ॥
এই দেহ হৈল তব কিসের কারণ।
সব বুঝাইয়া তাত ? বলহ এখন ॥
শ্রীরামচরিত্ররূপ মানসরোবর।
কোথায় পাইলে তুমি বল খগবর ॥
শুনিয়াছি আমি নাথ ? শঙ্করের পাশ।
মহাপ্রলয়েও নাহি হয় তব নাশ ॥
শঙ্করের বাক্য কভু মিথ্যা নাহি হয়।
সেহেতু আমার মনে হ'তেছে সংশয় ॥
চরাচর জীব, নাগ, নর, দেবগণ।
নিখিল জগতে, কাল করয়ে ভক্ষণ ॥
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডচয় সদা করে লয়।
সতত অলঙ্ঘ্য কাল হয় সুনিশ্চয় ॥
কাল সুকঠিন, হয় অতীব ভীষণ।
তোমারে না ব্যাপে বল কিসের কারণ ॥
কৃপা করি তাহা মোরে বল কৃপাময়।
জ্ঞানের প্রভাব কিম্বা যোগবলে হয় ॥
তোমার আশ্রমে প্রভো ? আসিনু যখন।
মোহভ্রম দূরে মম হইল তখন ॥
কহ কি কারণে নাথ ? হেনরূপ হৈল।
সপ্রেমে আমারে তাহা সবিশেষ বল ॥
গরুড়ের বাক্য শুনি কাক হরষিত।
বলিতে লাগিল উমে ? প্রেমের সহিত ॥
ধন্য ! ধন্য ! খগবর ? ধন্য তব মতি।
তব প্রশ্ন ভাল মোরে লাগিলেক অতি ॥
প্রেমপূর্ণ তব প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
বহু জন্ম কথা মম হইল স্মরণ ॥

এবে নিজ কথা আমি করিব বর্ণন।
সমাদরে মন দিয়া করহ শ্রবণ ॥
জপ, তপ, ব্রত, যজ্ঞ, শম, দম, দান।
বিরতি, বিবেক, যোগ অথবা বিজ্ঞান ॥
রঘুপতিপদে প্রেম সবাকার ফল।
তাহা বিনা কারো কভু না হয় মঙ্গল ॥
এই দেহে লভিয়াছি রামের ভকতি।
সেহেতু অধিক প্রেম এই দেহ প্রতি ॥
যাহা হৈতে হয় কিছু স্বার্থের সাধন।
মমতা তাহার প্রতি করে সব জন ॥
নীতি এইরূপ হয় বিনতানন্দন।
বেদের সম্মত আর বলেন সজ্জন ॥
নীচ হইলেও অতি প্রীতি তার সহ।
আপনার হিতকর বুঝিয়া করহ ॥
রেশম যাহার কীট হইতে জনম।
তাহা হৈতে হয় কিবা বস্ত্র মনোরম ॥
সেই কীট হইলেও অতি অপাবন।
প্রাণের সমান তারে পালে সর্ব্বজন ॥
জীবের যথার্থ স্বার্থ একমাত্র হয়।
কায়মনোবাক্যে রামপদে প্রেম রয় ॥
সেই সুপবিত্র সেই সুন্দর শরীর।
যে দেহ পাইয়া ভজে রাম রঘুবীর ॥
ব্রহ্মা সম দেহ, রামবিমুখ যে জন।
না করে প্রশংসা তার কবি-বুধগণ ॥
এই দেহ মধ্যে রামভক্তির জনম।
সেই হেতু প্রিয় ইহা আমার পরম ॥
নাহি ত্যজি দেহ নিজ ইচ্ছায় মরণ।
বেদ কহে দেহ বিনা না হয় ভজন ॥
প্রথমে আমারে মায়া দিল বড় দুখ।
নাহি সুখ পাই হ'য়ে রামের বিমুখ ॥
না-না জন্মে করি পুনঃ বিবিধ করম।
যোগ, জপ, তপ, যজ্ঞ বিবিধ ধরম ॥

হেন কোন যোনি যাহে জন্ম নাহি পাই।
খগবর? আমি বিশ্বে ঘুরিয়া বেড়াই॥
দেখিলাম সব কর্ম্ম করিয়া গোসাঞী।
এখনের মত সুখ কোথাও না পাই॥
বহু জনমের কথা হ'তেছে স্মরণ।
শিবের প্রসাদে ভ্রান্ত নহে মম মন॥
প্রথম জন্মের মম্যচরিত্র সুন্দর।
বর্ণন করিব এবে শুন খগবর॥
শুনিয়া প্রভুর পদে রতি উপজিবে।
অনায়াসে সংসারের যাতনা ঘুচিবে॥
পূর্ব্ব কল্পে যবে এক হয় কলিকাল।
সকল পাপের মূল অতীব করাল॥
অধর্ম্মেতে রত ছিল যত নারীনর।
বেদের বিরুদ্ধ কার্য্যে সতত তৎপর॥
অযোধ্যা নগরে সেই কলিযুগে গিয়া।
লভিনু জনম শূদ্র শরীর ধরিয়া॥
কায়মনোবাক্যে করি শিবের সেবন।
অভিমানে অন্য দেবে করিয়া নিন্দন॥
হই ধনমদে মত্ত পরম বাচাল।
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হৃদে দম্ভ অতীব বিশাল॥
রাম-রাজধানী মধ্যে যদিও ছিলাম।
তথাপি মহিমা কিছু নাহি জানিতাম॥
অযোধ্যা-প্রভাব আমি জানিনু এখন।
নিগম, পুরাণ, বেদ কহিতেছে হেন॥
বসে যেই অযোধ্যায় জনমি কখন।
অবশ্যই হয় সেহ রামপরায়ণ॥
অযোধ্যা-প্রভাব জীব জানয়ে তখন।
ধনুর্দ্ধারী রাম হৃদে বসেন যখন॥
তাহা সুকঠিন কলিকালে খগবর।
পাপপরায়ণ হয় সব নারীনর॥
কলিপাপ করে গ্রাস ধর্ম্ম সমুদয়।
সদ্‌গ্রন্থ সমুদয় গুপ্ত হ'য়ে রয়॥

কল্পনা করিয়া দম্ভীগণ নিজ মত।
প্রকট করয়ে নানাবিধ ধর্ম্মপথ॥
মোহের অধীন হয় সর্ব্ব লোকগণ।
লোভ করে গ্রাস শুভ সকল করম॥
তুমি জ্ঞাননিধি শুন বিষ্ণুর বাহন।
কলির ধরম কিছু বলিব এখন॥

—:*:—

কলিযুগ বর্ণন।

নাহি বর্ণ-ধর্ম্ম, নাহি চারিটী আশ্রম।
বেদের বিরুদ্ধ রত নরনারীগণ॥
প্রজানাশী রাজা, বেদবঞ্চক ব্রাহ্মণ।
বেদানুশাসন নাহি মানে কোন জন॥
যাহা ভাল লাগে মনে তা'ই হয় পথ।
যে হয় বাচাল সেই হয় সুপণ্ডিত॥
ব্যর্থ আড়ম্বরকারী দাম্ভিক যে জন।
তাহাকেই সাধুশ্রেষ্ঠ বলে সর্ব্ব জন॥
সেহ সুচতুর যেহ পরধনহারী।
যেহ করে কপটতা সে বড় আচারী॥
মিথ্যা বলি হাসি-ঠাট্টা করে যেই জন।
গুণবান্ বলি হয় তাহার পূজন॥
আচার বিহীন যেই শ্রুতিপথ ত্যাগী।
কলিযুগে সেহ হয় বিজ্ঞানী, বিরাগী॥
সুবিশাল জটা, দীর্ঘ দীর্ঘ নখ যার।
তাপস বলিয়া হয় প্রসিদ্ধি তাহার॥
অশুভ ভূষণ-বেশ যে করে ধারণ।
অখাদ্য, সুখাদ্য সব করয়ে ভোজন॥
সেই সিদ্ধ নর আর হয় যোগিবর।
পূজা হয় তার কলিযুগের ভিতর॥
পর অপকার করা যাহার আচার।
বহু মান্য হয় আর গৌরব তাহার॥
কায়মনোবাক্যে মিথ্যাবাদী যেই জন।
কলিকালে সেহ বক্তা হয়ত উত্তম॥

হইবে নারীর বশ প্রভো ? সব নর।
নটের আদেশে যেন নাচয়ে বানর ॥
দ্বিজগণে দিবে শূদ্র উপদেশ জ্ঞান।
উপবীত দেখাইয়া লইবে কুদান ॥
নর সব হইবেক কামী, লোভী, ক্রোধী।
দেব, বিপ্র, গুরু, সাধুগণের বিরোধী ॥
ত্যজি নিজ পতি সর্ব্ব গুণের আকর।
ভজিবে অভাগা নারী পুরুষ অপর ॥
সুভগা সধবা নারী ভূষণ বিহীন।
নিত্য নব বিধবার শৃঙ্গার নবীন ॥
অন্ধ-বধিরের সম গুরু-শিষ্য হ'ন।
এক নাহি শুনে অন্যে না করে দর্শন ॥
শিষ্যধন হরে শোক না করে হরণ।
ভীষণ নরকে তার হইবে পতন ॥
মাতাপিতা শিশুগণে করি আবাহন।
শিক্ষা দেন যাহে পেট হইবে পূরণ ॥
বিনা ব্রহ্মজ্ঞান কভু নরনারীগণ।
নাহি করে অন্যরূপ বাক্য উচ্চারণ ॥
সামান্য কড়ির তরে ঘোর মোহবশে।
বিপ্র, গুরু বধ সবে করে অনায়াসে ॥
বিবাদ ব্রাহ্মণ সহ করে শূদ্রগণ।
তোমা হৈতে ন্যূন মোরা হই কি কারণ ॥
ব্রহ্ম জানে যেবা সেহ হয়ত ব্রাহ্মণ।
ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু করায় দর্শন ॥
পরস্ত্রী-লম্পট আর কপট, চতুর।
মোহ, দ্রোহ, মমতায় সদা ভরপূর ॥
সেই সে অভেদবাদী হয় জ্ঞানী নর।
কলিযুগ-লীলা আমি দেখিনু বিস্তর ॥
নিজে ডুবে, অন্যে পুনঃ করে নিমগন।
বেদবিধি যদি কেহ করয়ে পালন ॥
প্রত্যেক নরকে পড়ি রহে কল্প ভরি।
যাহারা শ্রুতির নিন্দা করে তর্ক করি ॥
বর্ণের অধম যারা তেলি, কুম্ভকার।
চণ্ডাল, কিরাত, কোল, শৌণ্ডিক আবার ॥
নারী মরে কিম্বা ধন, গৃহ হারাইয়া।
সন্ন্যাসী হইবে তারা মাথা মুড়াইয়া ॥
করাইবে বিপ্রে তারা চরণ পূজন।
স্বহস্তে উভয় লোক করিবে নাশন ॥
নিরক্ষর হ'য়ে বিপ্র সদা লুব্ধ, কামী।
আচার-বিহীন, শঠ, শূদ্রা-নারী-স্বামী ॥
করিবেক শূদ্র জপ, তপ, ব্রত, দান।
শ্রেষ্ঠাসনে বসি পাঠ করিবে পুরাণ ॥
করিবে সকল নর কল্পিত আচার।
কহা নাহি যায় সেই অনীতি অপার ॥
বর্ণসঙ্করের সব হইবে জনম।
ভিন্ন ভিন্ন পথে লোক করিবে গমন ॥
পাপ করি সবে দুখ পাবে অতিশয়।
ভয়, রোগ, শোক আর বিয়োগ নিশ্চয় ॥
হরিভক্তি পথ যাহা বেদের সম্মত।
বিরাগ, বিবেক আর জ্ঞানাদি সংযুত ॥
তাহাতে না চলি নর মোহের কারণ।
নানা প্রকারের পথ করয়ে কল্পন ॥
সংগ্রহ করিবে যতি গৃহ, রত্ন, ধন।
বৈরাগ্য ত্যজিয়া বিষয়েতে নিমগন ॥
তপস্বী হইবে ধনী, গৃহস্থ ভিক্ষুক।
কেমনে বর্ণিব তাত ? কলির কৌতুক ॥
কুলবতী সতী নারী করি পরিহার।
দাসীরে আনিয়া রাখে স্থানেতে তাহার ॥
জনক-জননী সেবা করে পুত্রগণ।
যত দিন নাহি দেখে প্রিয়ার বদন ॥
হইলে শ্বশুর-ঘর প্রিয় অতিশয়।
শত্রুরূপ হয় তবে কুটুম্বনিচয় ॥
পাপপরায়ণ নৃপ ধার্ম্মিক না হ'বে।
নিত্য প্রতিদিন প্রজাগণে দণ্ড দিবে ॥

কুলের প্রধান সেহ ধনী যেবা হ'বে।
দ্বিজ-চিহ্নমাত্র উপবীত শোভা পা'বে॥
নাহি মানিবেক যেবা বেদ ও পুরাণ।
কলিকালে সেহ হরিভক্তের প্রধান॥
দাতা, শ্রোতা নাহি কেহ, ফিরে কবিচয়।
গুণের নিন্দুক গুণগ্রাহী কেহ নয়॥
কলিকালে পুনঃপুনঃ অকাল হইবে।
অন্ন বিনা দুখে লোক সকল মরিবে॥
শুন খগবর? কলিকালেতে অনেক।
কপটতা, হঠ, দম্ভ, দ্বেষ, অবিবেক॥
মান, মোহ, কাম, মদ আদি দোষচয়।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিবেক সুনিশ্চয়॥
জপ, তপ, যজ্ঞ, ব্রত, দান নরগণ।
তামসিক ধর্ম্ম করিবেক আচরণ॥
ভূমি'পরে দেব নাহি বরষিবে জল।
বুনিলেও ভাল নাহি হইবে ফসল॥
কেশমাত্র বিভূষণা নারী ক্ষুধাতুরা।
ধনহীনা, দুখী আর মায়াতে চতুরা॥
সুখ চাহে মূঢ়, ধর্ম্মে রতি নাহি রয়।
বুদ্ধি স্বল্প সুকঠিন কোমল না হয়॥
কোথা ভোগ; নর সদা রোগেতে পীড়িত।
অকারণ অভিমান, বিরোধী সন্তত॥
স্বল্পমাত্র আয়ু পঞ্চদশ সম্বৎসর।
কল্পান্তে না হ'বে নাশ ভাবে নিরন্তর॥
হইবে কলিতে অনাচারী নরগণ।
অনুজা, তনুজা নাহি করিবে গণন॥
সন্তোষ, বিচার আর শান্তি না রহিবে।
সুজাতি, কুজাতি সব ভিক্ষুক হইবে॥
কপটতা, ঈর্ষা, পরুষতা, লোলুপতা।
ছাইবে ধরণী নাহি রহিবে সমতা॥
বন্ধুর বিয়োগে সবে পাইবেক শোক।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচার হইবেক লোপ॥

জানিবে না নর কিবা দয়া, দম, দান।
জড়তা, বঞ্চনা, ধনে হ'বে ধনবান্॥
শরীর পালিবে মাত্র নরনারীগণ।
পরের নিন্দুক বিশ্বে হ'বে সর্ব্বজন॥
অতীব করাল কলি শুন খগবর।
সর্ব্ববিধ পাপ আর দোষের আকর॥
তথাপিও কলিকালে হয় বহু গুণ।
পাইবে নিস্তার অনায়াসে জীবগণ॥
সত্য, ত্রেতা যুগ আর দ্বাপর যুগেতে।
যেই ফল হয় পূজা, যজ্ঞ ও যোগেতে॥
সেই গতি কলিকালে পাইবেক নর।
একমাত্র হরিনাম করি নিরন্তর॥
সত্যযুগে লভি জ্ঞান যোগের সাধনে।
হরিধ্যান করি ভব তরে জীবগণে॥
ত্রেতাযুগে নানা যজ্ঞ করে নরগণ।
তরে ভব সমর্পিয়া প্রভুরে করম॥
রঘুপতিপদ পূজা করিয়া দ্বাপরে।
নাহিক উপায় আন, নর ভব তরে॥
হরিগুণ গান কলিযুগেতে কেবল।
গাহি ভব-সাগরেতে নর পায় স্থল॥
কলিযুগে নাহি যোগ, নাহি যজ্ঞ, জ্ঞান।
কেবল আধার এক রামগুণগান॥
সব আশা ত্যজি রামে যে করে ভজন।
প্রেমের সহিত গুণ করয়ে কীর্ত্তন॥
সেহ ভব তরে কিছু নাহিক সংশয়।
কলি মাঝে রাম-প্রভা প্রকটিত রয়॥
ইহাই কলির এক পবিত্র প্রতাপ।
হইবে মানস পুণ্য, নাহি হ'বে পাপ॥
কলি যুগ সম অন্য যুগ নাহি আর।
বিশ্বাস করিয়া যদি হৃদয় মাঝার॥
সুবিমল রামগুণ গায় নরগণ।
অনায়াসে ভবপারে করয়ে গমন॥

ধর্ম্মের চারিটি পাদ শাস্ত্রের বিধান।
কলিতে একটি মাত্র আছে বিদ্যমান॥
যে কোন প্রকারে যদি করে কেহ দান।
তা'হ'লেই ধর্ম্ম হয় জীবের কল্যাণ॥
যুগের ধরম নিত্য করে জীব যত।
শ্রীরামের মায়াগুণে হইয়া প্রেরিত॥
শুদ্ধ সত্ব জ্ঞানোদয়, সমতা দর্শন।
আর ফুল্ল মন সত্যযুগের লক্ষণ॥
সত্বের প্রাধান্য কিছু রজের করম।
সর্ব্বরূপে সুখকর-ত্রেতার ধরম॥
বহু রজঃ, স্বল্প সত্ব, কিঞ্চিৎ তামস।
হর্ষ-ভয়যুত হয় দ্বাপরে মানস॥
তমোগুণাধিক্য স্বল্পমাত্র রজোগুণ।
সর্ব্বত্র বিরোধ হয় কলির লক্ষণ॥
যুগধর্ম্ম বিচারিয়া পণ্ডিত সতত।
ত্যজিয়া অধর্ম্ম সদা ধর্ম্মে হয় রত॥
ব্যাপ্ত নাহি হয় তাহে যুগের ধরম।
রঘুপতিপদে যার সদা রত মন॥
নটের ভীষণ মায়া শুন খগপতি।
নাহি ব্যাপে কভু নিজ সেবকের প্রতি॥
শ্রীহরির মায়াকৃত যত দোষগুণ।
নাহি যায় না করিলে হরির সেবন॥
বিচারিয়া হেনরূপ মনেতে আপন।
সর্ব্ব কাম ত্যজি কর রামের ভজন॥
সেই কলিকালে বহু বর্ষ নিরন্তর।
রহিলাম অযোধ্যাতে আমি খগবর॥
হইল বিপদ পড়ে দুর্ভিক্ষ যখন।
সে সময়ে বিদেশেতে করিনু গমন॥
যাইলাম উজ্জয়িনী শুন খগবর।
দরিদ্র, মলিন, দীন, দুখিত অন্তর॥
গত হ'লে কিছু দিন পাই কিছু ধন।
করিতে লাগিনু তথা শিবের সেবন॥
বৈদিক ব্রাহ্মণ এক শিবের পূজন।
করিতেন সদা হ'য়ে সুপবিত্র মন॥
পরমার্থ তত্বজ্ঞাতা শ্রেষ্ঠ সাধুবর।
না করিত হরিনিন্দা শঙ্কর-কিঙ্কর॥
সকপটে করিতাম সেবন তাহার।
দয়ালু ছিলেন দ্বিজ দয়ার আগার॥
বাহ্যিক নম্রতা মম করিয়া দর্শন।
পড়ান আমারে করি পুত্রের মতন॥
শঙ্করের মন্ত্র মোরে দেন দ্বিজবর।
দিলেন বিবিধ উপদেশ শুভকর॥
জপি সেই মন্ত্র শিবমন্দিরেতে গিয়া।
অহঙ্কারে অতিশয় পরিপূর্ণ হিয়া॥
ছিনু আমি নীচাশয় পাপপূর্ণ মন।
নীচ জাতি অতিশয় মোহের কারণ॥
হইতাম ক্রুদ্ধ দেখি বিষ্ণুভক্তগণ।
করিতাম ইচ্ছামত বিষ্ণুর নিন্দন॥
বুঝান আমারে নিত্য গুরু নানা মত।
হেরি মম আচরণ হইয়া দুখিত॥
তাহাতে আমার ক্রোধ হইতেক অতি।
দাম্ভিকের মনে ভাল নাহি লাগে নীতি॥
ডাকাইয়া ল'য়ে গুরুদেব একবারে।
নানারূপ নীতি শিক্ষা দিলেন আমারে॥
শিব-সেবা-ফল, পুত্র এইরূপ হয়।
রামপদে অবিরল প্রেম উপজয়॥
ব্রহ্মা, শিব করে তাত? রামের ভজন।
ক্ষুদ্র মানবের কেবা করয়ে গণন॥
ব্রহ্মা, শিব অনুরাগী যাঁহার চরণে।
তাঁর দ্রোহ করি সুখ চাহে মূঢ় জনে॥
হরির সেবক হর শ্রীগুরু কহিল।
শুনি খগনাথ? মম হৃদয় দহিল॥
নীচ জাতি তাহে আমি বিদ্যা পাইলাম।
হইলাম সর্প যথা দুগ্ধ করি পান॥

মন্দভাগ্য, অভিমানী, কুটিল, কুজাতি।
করিতে লাগিনু গুরুদ্রোহ দিবারাতি॥
ক্রুদ্ধ নাহি হ'ন গুরু অতি দয়াবান্।
পুনঃপুনঃ মোরে শিক্ষা করেন প্রদান॥
পথ মাঝে পড়ি ধুলি পায় নিরাদর।
চরণ প্রহার সহ্য করে নিরন্তর॥
পবনে মলিন করি সঙ্গে তার উড়ে।
পুনঃ নৃপনেত্রে আর কিরীটেতে পড়ে॥
শুন খগপতি ? হেন করি বিবেচন।
অধমের সঙ্গ বুধ না করে কখন॥
কবি ও পণ্ডিতগণ হেন নীতি কয়।
কলহ বা প্রীতি খল সনে যোগ্য নয়॥
সদা উদাসীন থাকা হয়ত উচিত।
খলে দূরে রাখ সদা কুকুরের মত॥
কপটী ও খল আমি কুটিল হৃদয়।
ভাল নাহি লাগে গুরু হিতবাক্য কয়॥
একবার আমি শিবমন্দিরে বসিয়া।
শিবনাম করি জপ ধ্যানস্থ হইয়া॥
আসিলেন গুরু আমি করি অভিমান।
উঠিয়া তাঁহারে নাহি করিনু প্রণাম॥
নাহি বলিলেন কিছু গুরু দয়াময়।
বিন্দুমাত্র ক্রোধ তাঁর হৃদয়ে না হয়॥
শ্রীগুরুর অপমান হয় পাপ অতি।
সহিতে না পারিলেন পার্ব্বতীর পতি॥
মন্দিরের মধ্যে হইলেক দৈববাণী।
রে অধম ? হতভাগ্য দুষ্ট অভিমানী॥
যদ্যপি তোমার গুরু নাহি করে ক্রোধ।
অতি দয়াবান্, চিত্তে পরিপূর্ণ বোধ॥
তবু শাপ দিব শঠ ? আমিহ তোমারে।
নীতিহীন জন ভাল না লাগে আমারে॥
দণ্ড দান নাহি করি যদি তোরে দুষ্ট।
আমার বৈদিক মার্গ হইবেক ভ্রষ্ট॥
ঈর্ষা করে যেই শঠ গুরুর সহিত।
রৌরব নরকে সেহ রহে কল্প শত॥
বিবিধ যোনিতে পুনঃ শরীর ধরিয়া।
অযুত জনম ঘুরে পীড়িত হইয়া॥
অজগর সম পাপী রয়েছ বসিয়া।
বুদ্ধি ছন্ন হৈল তব সর্প হও গিয়া॥
বৃহৎ বৃক্ষের কোটরের মধ্যে গিয়া।
আকারে অধম অতি নীচ যোনি লৈয়া॥
নিদারুণ শিবশাপ করিয়া শ্রবণ।
হাহাকার করি গুরু উঠেন তখন॥
আমারে কম্পিত অতি করি বিলোকন।
উপজিল পরিতাপ হৃদয়ে ভীষণ॥
অতি প্রেমে গুরুদেব করি দণ্ডবত।
শঙ্কর সম্মুখে তবে যুড়ি দুই হাত॥
গদ্‌গদ বচনে অতি করেন বিনতি।
বিবেচনা করি মম অতি ঘোর গতি॥

——:※:——

রুদ্রাষ্টক *।

ঈশান দিকের পতি, প্রণমি মোক্ষের মূর্ত্তি,
ব্রহ্মবেশরূপ অবিনাশী।
নিরীহ, নির্গুণ, অজ, নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন,
করি সেবা চিদাকাশবাসী॥

* নমামীশমীশাননির্ব্বাণরূপং।
বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্মবেদস্বরূপং॥
নিজং নির্গুণং নির্ব্বিকল্পং নিরীহং।
চিদাকাশমাকাশবাসং ভজেঽহম্॥
নিরাকারমোঙ্কারমূলং তুরীয়ম্।
গিরাজ্ঞানগোতীতমীশং গিরীশম্॥
করালং মহাকালকালং কৃপালম্।
গুণাগারসংসারপারং নতোঽহম্॥

তুরীয় ওঙ্কার মূল, নিরাকার নাহি ভুল,
বাক্য-জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের পার।
বিকরাল মহাকাল, কৃপালো ? তাহারো কাল,
সংসারের সার গুণাধার ॥
তুষার অচল সম, শুভ্র দেহ মনোরম,
কোটি কাম সম প্রভাময়।
কল্লোলিনী জহ্নুসুতা, মস্তকেতে সুশোভিতা,
ভালে বিধু, কণ্ঠে সর্প হয়।
দুলিছে কুণ্ডল কিবা, শুভ্র নেত্র মনোলোভা,
নীলকণ্ঠ প্রসন্ন বদন।
সিংহচর্ম্ম পরিধান, মুণ্ডমাল শোভমান,
সর্ব্বেশ্বর ? বন্দি ও চরণ ॥
প্রচণ্ড শকতি ধর, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বেশ্বর,
অজ, কোটি ভানু সম জ্যোতি।
ত্রিতাপ নির্ম্মূল কর, ভজামি ত্রিশূলধর,
ভাবগম্য ভবানীর পতি ॥
কল্যাণ কল্পান্তকারী, কলাতীত ত্রিপুরারী,
সদা সজ্জনের সুখকর।
সচ্চিৎ-আনন্দরাশি, মোহ-শোকচয় নাশী,
কামরিপো ? প্রভো ! রক্ষা কর ॥

উমানাথ ? পদ তব, নাহি যদি ভজে জীব,
ইহপরলোকেতে তাবত।
দুখ দূরে নাহি যায়, শান্তি সুখ নাহি পায়,
রক্ষা কর সর্ব্ব ভূতনাথ ॥
নাহি জানি যোগ, জপ, সেবা পূজা কিম্বা তপঃ,
শম্ভো ? সদা প্রণমি তোমায়।
জরা, জন্মদুখচয়, তাপ দেয় অতিশয়,
রক্ষ প্রভো ? বিপন্ন আমায় ॥
তুষিবারে মহেশ্বরে, বিপ্রবর পাঠ করে,
এই রুদ্রাষ্টক শুভকর।
ভক্তিভরে যেই নর, পাঠ করে নিরন্তর,
তার প্রতি তুষ্ট হ'ন হর ॥

বিনয় শুনিয়া তবে সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর।
হেরিয়া বিপ্রের অনুরাগ শ্রেষ্ঠতর ॥
মন্দিরেতে দৈববাণী হইল তখন।
লহ দ্বিজবর ? বর মাগিয়া এখন ॥
যদ্যপি প্রসন্ন নাথ ? আমার উপর।
দীন জন প্রতি প্রভো ? যদি দয়া কর ॥
হৌক তব পাদপদ্মে সুদৃঢ় ভকতি।
অন্য বর পুনঃ এহ দেহ পশুপতি ॥

তুষারাদ্রিসঙ্কাশগৌরং গভীরম্।
মনোভূতকোটিপ্রভাশ্রীশরীরম্ ॥
স্ফুরন্মৌলিকল্লোলিনী চারু গঙ্গা।
লসদ্ভালবালেন্দুকণ্ঠে ভুজঙ্গা ॥

চলৎকুণ্ডলং শুভ্রনেত্রং বিশালম্।
প্রসন্নাননং নীলকণ্ঠং দয়ালম্ ॥

মৃগাধীশচর্ম্মাম্বরং মুণ্ডমালম্।
প্রিয়ং শঙ্করং সর্ব্বনাথং ভজামি ॥

প্রচণ্ডং প্রকৃষ্টং প্রগল্‌ভং পরেশং।
অখণ্ডং অজং ভানুকোটিপ্রকাশম্ ॥

ত্রয়ীশূলনির্ম্মূলনং শূলপাণিম্।
ভজেঽহং ভবানীপতিং ভাবগম্যম্ ॥

কলাতীতকল্যাণকল্পান্তকারী।
সদা সজ্জনানন্দদাতা পুরারি ॥

চিদানন্দসন্দোহমোহাপহারী।
প্রসীদ, প্রসীদ প্রভো ? মন্মথারি ॥

ন যাবদুমানাথপাদারবিন্দম্।
ভজন্তীহলোকে পরে বা নরাণাম্ ॥

ন তাবৎ সুখং শান্তিসন্তাপনাশং।
প্রসীদ প্রভো ? সর্ব্বভূতাধিবাসিন্ ॥

ন জানামি যোগং জপং নৈব পূজাম্।
নতোঽহং সদা সর্ব্বদা শম্ভু তুভ্যম্ ॥

জরাজন্মদুঃখৌঘতাতপ্যমানম্।
প্রভো ? পাহি আপন্নমামীশ শম্ভো ॥

রুদ্রাষ্টকমিদং প্রোক্তং বিপ্রেণ হরতুষ্টয়ে।
যে পঠন্তি নরা ভক্ত্যা তেষাং শম্ভুঃ প্রসীদতি ॥

তব মায়াবশে জ্ঞানহীন জীবগণ।
ভ্রান্ত হ'য়ে ইতস্ততঃ করিছে গমন॥
না করিও ক্রোধ কভু তাহাদের প্রতি।
কৃপার সাগর তুমি দয়াবান্ অতি॥
দীন জনে দয়াময় শঙ্কর এখন।
করহ ইহার প্রতি কৃপা বরিষণ॥
স্বল্পকালে হয় যাহে শাপ বিমোচন।
দয়া করি দয়াময়? করহ তেমন॥
যাহাতে ইহার হয় পরম কল্যাণ।
কর সেইরূপ এবে করুণানিধান॥
পরহিতকর শুনি বিপ্রের বিনয়।
"তাহাই হইবে"—বলি দৈববাণী হয়॥
যদিও করিল এহ নিদারুণ পাপ।
আমি পুনঃ ক্রোধ করি দিনু অভিশাপ॥
তথাপি সাধুতা তব হেরিয়া অশেষ।
করিনু ইহার প্রতি করুণা বিশেষ॥
ক্ষমাশীল যেই জন পর উপকারী।
সেই দ্বিজ প্রিয় মম যথা রাবণারি॥
মম অভিশাপ বিপ্র? ব্যর্থ না হইবে।
সহস্র জনম এহ অবশ্য পাইবে॥
জন্ম-মরণের দুখ হয় নিদারুণ।
স্বল্প মাত্র ইহারে না ব্যাপিবে কখন॥
কোন জন্মে নষ্ট নাহি হইবেক জ্ঞান।
শুন শূদ্র? মম বাক্য হয় সপ্রমাণ॥
রঘুপতিপুরে জন্ম হইল তোমার।
তাহে পুনঃ সেবা তুমি করিলে আমার॥
পুরীর প্রভাব আর কৃপাতে আমার।
রামভক্তি উপজিবে হৃদয়ে তোমার॥
শুন দ্বিজ? সত্য এই আমার বচন।
হরি তুষ্ট হ'ন দ্বিজে করিলে সেবন॥
করিও না আর কভু বিপ্র অপমান।
জেনো সাধুগণে সদা ঈশ্বর সমান॥

দেবেন্দ্রের বজ্র, মম ত্রিশূল বিশাল।
যমদণ্ড, শ্রীহরির চক্র বিকরাল॥
এদের প্রহারে যেই জন নাহি মরে।
বিপ্ররোষানলে সেই অবশ্যই জ্বরে॥
এরূপ বিবেক যদি থাকে তব মনে।
তোমার দুর্ল্লভ কিছু না রবে ভুবনে॥
পুনরায় হয় এক আশীষ আমার।
অব্যাহত গতি সদা হইবে তোমার॥
হরষেতে শিববাক্য করিয়া শ্রবণ।
"তা'ই হৌক"—গুরুদেব বলেন তখন॥
প্রবোধি আমারে গৃহে করেন গমন।
হৃদয়ে ধরিয়া গুরু শম্ভুর চরণ॥
কালের প্রেরিত হ'য়ে বিন্ধ্যাগিরি গিয়া।
বহুকাল রহিলাম তথা সর্প হৈয়া॥
হেনরূপে কিছুকাল বিগত হইলে।
পুনঃ সেই দেহ আমি ত্যজি অবহেলে॥
নব বস্ত্র পরিধান করে নরগণ।
যথা অবহেলে ত্যাগ করি পুরাতন॥
শ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করিলা মহেশ।
আমিও না পাইলাম কোনরূপ ক্লেশ॥
হেনরূপে বহু দেহ করিনু ধারণ।
জ্ঞান নাহি হয় নষ্ট বিনতানন্দন॥
পশু, পক্ষী, নর আদি যে যে দেহ ধরি।
রাম প্রতি ভক্তি আমি তথা তথা করি॥
এক দুখ ভুলি নাই আমিহ কখন।
গুরুর স্বভাব শীল মধুর কেমন॥
অবশেষে লভি দ্বিজদেহ মনোরম।
দেবের দুর্ল্লভ গায় পুরাণ, নিগম॥
খেলিতাম শিশু সনে মিলিয়া তথায়।
শ্রীরামচন্দ্রের লীলা করি সমুদায়॥
বড় হ'লে পিতা মোরে পড়া'ন যতনে।
শুনি, বুঝি, ভাবি ভাল নাহি লাগে মনে॥

মনের বাসনা সব দূরে পলাইল।
রামের চরণে প্রেম বাড়িতে লাগিল ॥
কেবা হেন হতভাগ্য কহ পন্নগারি।
সেবিবে রাসভে সুরধেনু ত্যাগ করি ॥
প্রেমে মগ্ন ভাল কিছু নাহি লাগে মনে।
পড়া'য়ে পড়া'য়ে পিতা পরাজয় মানে ॥
পিতামাতা কালবশ হইল যখন।
বনে যাই ভগবানে করিতে ভজন ॥
যথা যথা পাই শ্রেষ্ঠ মুনির দর্শন।
আশ্রমেতে গিয়া করি চরণ বন্দন ॥
করি সবে রামগুণ গাথা জিজ্ঞাসন।
কহি, শুনি, খগবর? হরষিত মন ॥
হরিগুণ গান শুনি ফিরি সুখে অতি।
শম্ভুর প্রসাদ ছিল অব্যাহত গতি ॥
ত্রিবিধ এষণা এবে আমার ঘুচিল *।
হৃদয়ে বাসনা এক জাগিয়া উঠিল ॥
রামের চরণপদ্ম দেখিব যখন।
সফল জনম নিজ জানিব তখন ॥
জিজ্ঞাসি যাহারে বলে সেই মুনিবর।
হ'ন সর্ব্বভূতময় বিশ্বের ঈশ্বর ॥
ভাল নাহি লাগে মনে নির্গুণ বিচার।
সগুণ ব্রহ্মেতে প্রীতি হৃদয়ে আমার ॥
স্মরণ করিয়া মনে গুরুর বচন।
রামের চরণপদ্মে লাগে মম মন ॥
গাহিয়া গাহিয়া ফিরি শ্রীরামের গুণ।
নব নব অনুরাগ হয় ক্ষণে ক্ষণ ॥
সুমেরু শিখরে এক বটের ছায়াতে।
বসিয়া ছিলেন মুনি লোমশ নামেতে ॥
দেখিয়া চরণ তাঁর করিয়া বন্দন।
বলিলাম দীনভাবে কাতর বচন ॥

বিনীত মধুর মম শুনিয়া বচন।
কৃপাময় মুনিবর, বিনতানন্দন ॥
জিজ্ঞাসা করেন মোরে করি সমাদর।
কিবা হেতু আগমন হেথা দ্বিজবর ॥
বলিলাম তবে আমি করুণানিধান।
তুমি তো সর্ব্বজ্ঞ হও সর্ব্ব জ্ঞানবান্ ॥
সগুণ ব্রহ্মের সেবা হয় কি প্রকারে।
দয়া করি ভগবান্ বলহ আমারে ॥
রঘুপতি-গুণগাথা তবে মুনিবর।
বলিলেন কিছু খগ? করিয়া সাদর ॥
অতীব বিজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানে রত মুনি।
বলেন আমারে শ্রেষ্ঠ অধিকারী জানি ॥
লাগিলেন করিবারে ব্রহ্ম উপদেশ।
নির্গুণ, অদ্বৈত, জন্মহীন, হৃদয়েশ ॥
নামরূপহীন, চেষ্টা শূন্য, কলাতীত।
বোধগম্য, খণ্ডহীন, উপমা রহিত ॥
ইন্দ্রিয় অতীত, পাপহীন, অবিনাশী।
বিকার বিহীন, নিরবধি সুখরাশি ॥
সেই তুমি, নাহি ভেদ তাহাতে তোমাতে।
জল ও তরঙ্গ সম কথিত বেদেতে ॥
বিবিধরূপেতে মুনি মোরে বুঝাইল।
নিরগুণ ভাব মম মনে না ধরিল ॥
পুনঃ আমি বলিলাম বন্দিয়া চরণ।
সগুণের উপাসনা কহ তপোধন ॥
রামভক্তি হয় বারি, মম মন মীন।
কেমনে পৃথক্ হ'বে মুনীন্দ্র প্রবীণ ॥
কৃপা করি সেই উপদেশ দেহ মোরে।
আপন নয়নে দেখি যাহে রঘুবরে ॥
লোচন ভরিয়া রামে করিয়া দর্শন।
নির্গুণের শিক্ষা তব করিব শ্রবণ ॥

* ত্রিবিধ এষণা = দুহৈষণা, বিত্তৈষণা ও পুত্রৈষণা।

অবতার-কথা মুনি কহি পুনঃপুনঃ।
খণ্ডিয়া সগুণ, করে নিগুর্ণ স্থাপন ॥
খণ্ডিয়া নিগুর্ণ মত আমিহ তখন।
জোর করি করিলাম সগুণ স্থাপন ॥
উত্তরের প্রত্যুত্তর আমি করিলাম।
ক্রোধের লক্ষণ মুনিদেহে দেখিলাম ॥
শুন প্রভো ? অবজ্ঞা করিলে অতিশয়।
জ্ঞানিরো হৃদয়ে হয় ক্রোধের উদয় ॥
অত্যধিক বল ধরি করিলে ঘর্ষণ।
অনল প্রকট হয় হইতে চন্দন ॥
বারবার মুনিবর হ'য়ে ক্রুদ্ধ মন।
করিবারে লাগিলেন জ্ঞান নিরূপণ ॥
বসিয়া তখন আমি আপন মনেতে।
নানারূপ অনুমান লাগিনু করিতে ॥
দ্বৈত বুদ্ধি বিনা ক্রোধ হয় বা কেমনে।
দ্বৈত কিবা হয় কভু অজ্ঞান বিহনে ॥
মায়ার অধীন, সীমাবদ্ধ, হীন জ্ঞান।
জীব কি কখনো হয় ঈশ্বর সমান ॥
সবার যে করে হিত কিবা দুখ তার।
দরিদ্র কি সেহ স্পর্শমণি আছে যার ॥
নিঃশঙ্ক কি হয় কভু পরদ্রোহী জন।
কামুক কি নিষ্কলঙ্ক থাকয়ে কখন ॥
দ্বিজের অহিত করি বংশ কবে রয়।
স্বরূপ চিনিলে তার করম কি হয় ॥
দুষ্ট সঙ্গে থাকি কভু হয় কি সুমতি।
পরদারগামী কভু পায় কি সদ্গতি ॥
নীতিজ্ঞান বিনা রাজ্য থাকে কি কখন।
পাপ কোথা হরিলীলা করিলে বর্ণন ॥
পরমার্থতত্ত্ববেত্তা পড়ে কি সংসারে।
পরের নিন্দুক সুখী হইতে কি পারে ॥
হয় কি পবিত্র যশ পুণ্যের বিহনে।
অপযশভাগী কেবা হয় পাপ বিনে ॥

লভ্য কিবা আছে হরিভক্তির সমান।
গান করে যাহা সাধু, বেদ'ও পুরাণ ॥
ইহা সম হানি বিশ্বে কি আছে এমন।
নরদেহ লভি রামে না করে ভজন ॥
খলতা সমান পাপ কি আছে তেমন।
দয়া সম ধর্ম্ম কিবা বিনতানন্দন ॥
হেনরূপে নানাবিধ যুক্তি মনে গণি।
মুনি উপদেশ সমাদরে নাহি শুনি ॥
সগুণের পক্ষে আমি বলি পুনঃপুনঃ।
তাহে মুনি কোপ করি বলেন বচন ॥
দিলাম সুশিক্ষা মূঢ় ? তাহা নাহি ধর।
নানা বাদ প্রতিবাদ মম সনে কর ॥
সত্য বাক্য বলি তাহে না কর প্রত্যয়।
কাক সম সবাকার সনে কর ভয় ॥
ধর সগুণের পক্ষ হৃদয়ে বিশাল।
ত্বরায় হইবে শঠ ? বায়স চণ্ডাল ॥
লইলাম শাপ আমি মস্তকে ধরিয়া।
দীনতা বা ভয় মনে কিছু না করিয়া ॥
হইলাম কাক আমি সত্বর তখন।
পুনশ্চ মুনির পদ করিনু বন্দন ॥
রঘুবংশমণি রামে করিয়া স্মরণ।
উড়িয়া চলিনু হ'য়ে হরষিত মন ॥
উমে ? যেই জন রামচরণেতে রত
কাম, ক্রোধ, মদ যার হইয়াছে গত ॥
নিজ প্রভুময় দেখে নিখিল জগত।
বিরোধ করিবে সেহ কাহার সহিত ॥
শুন খগ ? ঋষির না দোষ কিছু গণি।
সবার প্রেরক হ'ন রঘুকুলমণি ॥
ভ্রান্ত করি মুনি-বুদ্ধি কৃপানিকেতন।
প্রেমের পরীক্ষা মম করেন গ্রহণ ॥
কায়মনোবাক্যে দাস মোরে করি জ্ঞান।
ফিরান মুনির বুদ্ধি পুনঃ ভগবান্।

সহনশীলতা মম দেখি ঋষিবর।
বিশেষ বিশ্বাস রামপদে নিরন্তর ॥
সবিস্ময়ে অনুতাপ করি পুনঃপুনঃ।
সমাদরে মোরে মুনি ডাকাইয়া ল'ন ॥
মম পরিতোষ করি বিবিধ বিধান।
হরষেতে রামমন্ত্র করেন প্রদান ॥
রামের বালক রূপ করিবারে ধ্যান।
বলিলেন মোরে মুনি করুণানিধান ॥
সুন্দর সুখদরূপ ভাল লাগে অতি।
প্রথমেই তাহা শুনাইনু খগপতি ॥
মুনি মোরে কিছুকাল রাখেন তথায়।
মানস রামের লীলা বলেন আমায় ॥
শুনাইয়া মোরে এই কথা মনোহর।
বলিলেন মুনি পুনঃ করি সমাদর ॥
গুপ্ত রাম-লীলা-সরোবর মনোরম।
শাম্ভুর প্রসাদে তাত ? আমি পাইলাম ॥
তোমাকে রামের আপনার ভক্ত জানি।
তাহাতেই কহিলাম সকল বাখানি ॥
রামের ভকতি নাই হৃদয়ে যাহার।
কহিও না তাত ? কভু নিকটে তাহার ॥
বিবিধ প্রকারে মুনি আমারে বুঝান।
আমি প্রেমে মুনিপদে করিনু প্রণাম ॥
নিজ কর-পদ্মে মম শির পরশিয়া।
আশীষ দিলেন মুনি হরষিত হিয়া ॥
অবিরল রামভক্তি হৃদয়ে তোমার।
রহিবে সতত এবে কৃপাতে আমার ॥
সতত হইও তুমি শ্রীরামের প্রিয়।
মানহীন আর শুভ গুণের আলয় ॥
কামরূপধারী নিজ ইচ্ছায় মরণ।
বিজ্ঞান, বিরাগ আর জ্ঞানের সদন ॥
পুনরায় ভগবানে করিয়া স্মরণ।
যে আশ্রমে বাস তুমি করিবে যখন ॥
চারি ক্রোশ পরিমিত চারিধারে তার।
নাহি রহিবেক কভু মায়ার বিস্তার ॥
স্বভাব, করম, কাল আর দোষগুণ।
নাহি দিবে দুখ কিছু তোমারে কখন ॥
রামের রহস্য নানারূপ মনোরম।
গুপ্ত, প্রকটিত ইতিহাস পুরাতন ॥
বিনাশ্রমে তুমি সব জানিতে পারিবে।
নিত্য নব রামপদে প্রেম উপজিবে ॥
যেইরূপ ইচ্ছা তুমি মনেতে করিবে।
হরির প্রসাদে কিছু দুর্ল্লভ না রবে ॥
মুনির আশীষ শুনি শুন খগবর।
হইল আকাশবাণী অতি মনোহর ॥
সফল হউক মুনে ? বচন তোমার।
কায়মনোবাক্যে এহ ভকত আমার ॥
দৈববাণী শুনি হেন হরষিত মন।
ঘুচিল সংশয় হৈনু প্রেমেতে মগন ॥
সবিনয়ে মুনি-আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া।
চরণকমলে পুনঃপুনঃ প্রণমিয়া ॥
প্রভুর প্রসাদে লভি সুদুর্ল্লভ বর।
আমি এই আশ্রমেতে হরষ অন্তর ॥
হেথায় বসতি করি শুন খগনাথ।
সাতাইশ কল্প মম হইল বিগত ॥
সদা করি রঘুকুলপতি-গুণগান।
সমাদরে শুনে যত খগ জ্ঞানবান্ ॥
অযোধ্যাতে রঘুবীর যখন যখন।
ভক্ত তরে নরদেহ করেন ধারণ ॥
তখন তখন তথা করিয়া গমন।
সুখ পাই শিশুলীলা করি বিলোকন ॥
শ্রীরামের শিশু রূপ হৃদয়ে রাখিয়া।
আপন আশ্রমে পুনঃ আসি যে ফিরিয়া ॥
করাইনু সব কথা তোমারে শ্রবণ।
পাইলাম কাকদেহ আমি যে কারণ ॥

সেই হেতু এই দেহ মম প্রিয় হয়।
শ্রীরামের পদে প্রেম যাহে উপজয়॥
পাইলাম এই দেহে প্রভুর দর্শন।
সকল সন্দেহ মম হৈল নিরসন॥
হঠ করি ভক্তিপক্ষ করিনু গ্রহণ।
সেই হেতু ঘোর শাপ দেন তপোধন।
পাইলাম পুনঃ বর মুনির দুর্লভ।
বিচার করিয়া দেখ ভক্তির প্রভাব॥
হেন ভক্তি যেই জন করি পরিহার।
জ্ঞান হেতু করে শ্রম কেবল অপার॥
সেই মূর্খ, গৃহে কামধেনু ত্যাগ করি।
দুগ্ধ লাগি আকন্দের বৃক্ষ খুজে ফিরি॥
শুন খগ? হরিভক্তি ত্যজিয়া যে জন।
অপর উপায়ে সুখ করে অন্বেষণ॥
সেই শঠ মহাসিন্ধু তরণী বিহনে।
পার হইবার তরে আশা করে মনে॥
রাধিকাপ্রসাদ কহে ব্যর্থ সব আশ।
ভকতি বিহনে নাহি ঘুচে ভব ফাঁস॥

——:*:——

জ্ঞান ও ভক্তি।

ভুশুণ্ডির বাক্য শুনি শুনহ ভবানি।
বলিলা গরুড় হরষেতে মৃদুবাণী॥
তোমার প্রসাদে প্রভো? হৃদয়ে আমার।
নাহিক সংশয়, শোক, মোহ, ভ্রম আর॥
শুনি সুপবিত্র অতি রাম-গুণগ্রাম।
তোমার কৃপাতে পাই শান্তি অবিরাম॥
এক বাক্য প্রভো? আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
বুঝাইয়া কৃপানিধি বলহ আমারে॥
বলেন সজ্জন, মুনি, বেদ ও পুরাণ।
দুর্লভ নাহিক কিছু জ্ঞানের সমান॥
বলিলেন মুনি তাহা যখন তোমায়।
ভক্তি সম সমাদর নাহি কর তায়॥

জ্ঞান সহ ভকতির কি প্রভেদ হয়।
বলুন সকল প্রভো? কৃপার আলয়॥
গরুড়ের বাক্য শুনি সুখিত হইল।
সাদরেতে জ্ঞানী কাক বলিতে লাগিল॥
ভক্তি ও জ্ঞানেতে শুন নাহি কিছু ভেদ।
উভয়ে বিনাশ করে সংসারের খেদ॥
কহেন মুনীন্দ্রগণ যে কিছু অন্তর।
শুন সাবধানে তাহা বিহঙ্গমবর॥
বিরাগ, বিজ্ঞান, জ্ঞান, যোগাদি বিভব।
শুন খগরাজ? হয় পুরুষ এ সব॥
পুরুষ প্রতাপশালী সুপ্রবল অতি।
অবলা সহজে বলহীন জড়মতি॥
বিরাগী পুরুষ যার ধৈর্য্যশীল মন।
ত্যজিতে রমণীগণে পারে সেই জন॥
শ্রীরামের পদে কিন্তু বিমুখ যে জন।
কামী ও বিষয়ী সেহ না পারে কখন॥
হইলেও মুনিবর জ্ঞাননিকেতন।
বিধুমুখী, মৃগনেত্রা করিয়া দর্শন॥
শুন খগরাজ? তিনি হ'ন ব্যাকুলিত।
রমণী বিষ্ণুর মায়ারূপে প্রকটিত॥
কিছু নাহি বলি আমি করি পক্ষপাত।
বেদ, সাধু, পুরাণের ইহা অভিমত॥
নারীরূপে নারী কভু মোহিত না হয়।
শুন পন্নগারি? এই নীতি সুনিশ্চয়॥
শুন প্রভো? এই দুই মায়া ও ভকতি।
সবে জানে দোঁহাকার নারীরূপে খ্যাতি॥
ভক্তি পুনঃ শ্রীরামের সমধিক প্রিয়।
নর্ত্তকীর সম মায়া হয়ত নিশ্চয়॥
অনুকূল হ'ন রঘুনাথ ভক্তি প্রতি।
সেই হেতু মায়া তারে ভয় করে অতি।
নিষ্কাম, উপাধিহীন রামের ভকতি।
সতত করয়ে বাস যে হৃদয়ে নিতি॥

সঙ্কুচিত হয় মায়া হেরিয়া তাহারে।
আপন প্রভুত্ব কিছু করিতে না পারে॥
হেন বিচারিয়া মনে বিজ্ঞ মুনিবর।
মাগি লয় সর্ব্ব গুণখনি ভক্তি বর॥
প্রভু শ্রীরামের এই রহস্য সুন্দর।
জানিতে না পারে কেহ অতীব সত্বর॥
রামের কৃপাতে যেবা ইহা জ্ঞাত হয়।
স্বপনেও মোহ তারে মুগ্ধ না করয়॥
জ্ঞান ও ভক্তির ভেদ যাহা পুনরায়।
বলিতেছি শুন বিজ্ঞতম খগরায়॥
পাইবে অপার শান্তি যাহার শ্রবণে।
হ'বে অবিচ্ছিন্ন প্রীতি রামের চরণে॥
ঈশ্বরের অংশ হয় জীব অবিনাশী।
চেতন, নির্ম্মল, স্বাভাবিক, সুখরাশি॥
শুন প্রভো? সেই মায়াবশে অতিশয়।
শুক ও বানর সম পাশে বদ্ধ হয়॥
জড় মায়াপাশে বদ্ধ জীব সচেতন।
যদ্যপিও মিথ্যা গ্রন্থি কঠিন মোচন॥
সে অবধি হৈল জীব সংসারে মগন।
নাহি খুলে গ্রন্থি, সুখী না হয় কখন॥
বেদ ও পুরাণ কহে বিবিধ উপায়।
ছুটে নাহি তাহা দিন দিন বেড়ে যায়॥
মোহ তমে পরিপূর্ণ জীবের হৃদয়।
কেমনে খুলিবে গ্রন্থি দর্শন না হয়॥
ঈশ্বর করেন শুভযোগ যদি হেন।
হইলেও হ'তে পারে গ্রন্থির মোচন॥
সত্বগুণনামী শ্রদ্ধা-ধেনু সুশোভন।
শ্রীহরি কৃপাতে হৃদে বসিবে যখন॥
জপ, তপ, ব্রত, যম, নিয়ম অপার।
শ্রুতি যাহা বলে শুভ ধরম আচার॥
এই সব তৃণে গাভী চরিয়া যখন।
ভাব-বৎস লভি দুগ্ধ করিবে ক্ষরণ॥
নিবৃত্তি বন্ধন রজ্জু, পাত্র সুবিশ্বাস।
সুনির্ম্মল নিজ মন তাহে গোপদাস॥
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপ দুগ্ধ করিয়া দোহন।
নিষ্কাম বহ্নিতে সিদ্ধ করিবে যখন॥
ক্ষমা ও সন্তোষ বায়ু দিয়া জুড়াইবে।
ধৈর্য্য ও শমতা অম্ল দিয়া জমাইবে॥
বিচার-মন্থন-দণ্ডে আনন্দ পাত্রেতে।
সত্যবাণী-ডোরে বাঁধি দমের স্তম্ভেতে॥
হেনরূপে উত্তোলন করে নবনীত।
বিমল বিরাগরূপ পরম পূনীত॥
প্রকটিত করি তবে যোগ হুতাশন।
শুভাশুভ কর্ম্মরূপ প্রদানি ইন্ধন॥
মায়ারূপ মলা তাহে বিনষ্ট করিবে।
বুদ্ধি-বায়ু দিয়া জ্ঞান-ঘৃত জুড়াইবে॥
জ্ঞান-নিরুপিণী বুদ্ধি এরূপে তখন।
বিমল বিশদ ঘৃত করিবে গ্রহণ॥
চিত্তরূপ দীপকেতে ভরিয়া তাহারে।
করিবে স্থাপন সমদৃষ্টি-দীপাধারে॥
জাগ্রত, সুষুপ্তি, স্বপ্ন এ অবস্থাত্রয়।
আর তিন গুণরূপ কাপাসনিচয়॥
তুরীয় অবস্থা তুলা তাহা হৈতে নিয়া।
করহ সুদৃঢ় বাতি ঘন পাকাইয়া॥
প্রদীপ বিজ্ঞানময় তেজেতে পূরিত।
হেনরূপে হৃদি মাঝে কৈলে প্রজ্জ্বালিত॥
তাহার সমীপে তবে করিলে গমন।
মদাদি পতঙ্গ দগ্ধ হয় সেইক্ষণ॥
'সোঽহমস্মি' এই বৃত্তি হৃদয়ে অখণ্ড।
তাহাই প্রদীপ-শিখা অতীব প্রচণ্ড॥
আত্ম-অনুভব-সুখ করে সুপ্রকাশ।
হয় তবে ভব-মূল ভেদ-ভ্রম নাশ॥
ঘোরতমা অবিদ্যার যত পরিবার।
হয় নষ্ট সব মোহ আদি অন্ধকার॥

পাইয়া আলোক সেই বিবেক তখন।
অন্তরে বসিয়া গ্রন্থি করে উন্মোচন॥
কোনরূপে যদি কেহ গ্রন্থি-মুক্ত হয়।
তাহা হৈলে সেই জীব ধন্য হ'য়ে রয়॥
খুলিতেছে গ্রন্থি, তাহা জানি খগরায়।
মায়া সে সময়ে বিঘ্ন বিবিধ ঘটায়॥
বহুবিধ ঋদ্ধি, সিদ্ধি করিয়া প্রেরণ।
বুদ্ধিরে বিবিধ লোভ করায় দর্শন॥
কল, বল, ছল করি যাইয়া সমীপ।
অঞ্চল বায়ুতে বুঝাইয়া দেয় দীপ॥
অতিশয় সুচতুরা যেই বুদ্ধি হয়।
সেহ তাহাদিকে হেরি নাহি করে ভয়॥
মায়ার কপটে বুদ্ধি না ভুলে যখন।
পুনঃ তাহে নানা ছল করে দেবগণ॥
ইন্দ্রিয়ের নবদ্বাররূপ জানালায়।
থানা দিয়া করে বাস দেব সমুদায়॥
বিষয়-পবনে সবে আসিতে দেখিয়া।
ত্বরান্বিত হ'য়ে দেয় কবাট খুলিয়া॥
হৃদয়-গৃহেতে যবে যায় সে পবন।
বিজ্ঞান-প্রদীপ যায় নিবিয়া তখন॥
গ্রন্থি নাহি ছুটে মিটে যায় সে প্রকাশ।
বুদ্ধিরে ব্যাকুল করে বিষয়-বাতাস॥
দেবে নাহি লাগে ভাল জীবে পায় জ্ঞান।
বিষয়ভোগেতে তারা সদা প্রীতিমান্॥
ব্যাকুল হইলে বুদ্ধি বিষয়-পবনে।
জ্বালিবে সেরূপে দীপে পুনঃ কোন্ জনে॥
তবে নানারূপে জীবগণ পুনরায়।
অশেষ সংসার ক্লেশ নিরন্তর পায়॥
শ্রীহরির মায়া হয় অতীব দুস্তর।
পার নাহি হওয়া যায় শুন খগবর॥
বলিতে কঠিন তাহা বুঝিতে কঠিন।
বিচারি সাধন করা আরও সুকঠিন॥

ঘুনাক্ষর ন্যায়ে যদি কদাপিও হয়।
নানাবিধ বিঘ্ন পুনঃ তাহে সুনিশ্চয়॥
কৃপাণের ধারা সম হয় জ্ঞান-পথ।
বিলম্ব না হয় তাহা হইতে স্খলিত॥
নির্ব্বিঘ্নেতে যদি কেহ পথ পারে যায়।
কৈবল্য পরমপদ সেই জন পায়॥
কৈবল্য পরমপদ সুদুর্ল্লভ অতি।
পুরাণ, নিগম, সাধু আর গায় শ্রুতি॥
শ্রীরাম ভজিলে সেই মুক্তি খগরায়।
লাভ হয় অনায়াসে বিনা কামনায়॥
স্থল বিনা জল যথা রহিতে না পারে।
করিলেও কোটি যত্ন বিবিধ প্রকারে॥
তেমতি মোক্ষের সুখ শুন খগপতি।
থাকিতে না পারে বিনা শ্রীহরি-ভকতি॥
হেন ভাবি সুচতুর হরির ভকত।
মুক্তি নিরাদর করি সদা ভক্তিরত॥
ভকতি করিলে বিনা যত্নে অনায়াস।
সংসারের মূল অবিদ্যার হয় নাশ॥
তৃপ্তি আর হিত তরে করিলে ভোজন।
জঠরাগ্নি তাহা পাক করয়ে যেমন॥
সুগম ও সুখকর হরিভক্তি হেন।
ভাল নাহি লাগে কেবা হেন মূঢ় জন॥
সেব্য ও সেবক ভাব বিনা খগবর।
পার হ'তে নাহি পারে সংসার-সাগর॥
শ্রীরামের পাদপদ্ম করহ ভজন।
এই সে সিদ্ধান্ত মনে করি বিবেচন॥
চেতনে করিতে জড় সমর্থ যে জন।
অনায়াসে জড় দ্রব্যে করেন চেতন॥
হেন শক্তিশালী হ'ন শ্রীরঘুনন্দন।
ধন্য সেই জীব যেবা করয়ে ভজন॥
জ্ঞানের সিদ্ধান্ত কহিলাম বুঝাইয়া।
ভকতি-মণির প্রভা শুন মন দিয়া॥

রামভক্তি-চিন্তামণি পরম সুন্দর।
যাহার হৃদয়ে বাস করে খগবর ॥
দিবারাতি রহে সেই প্রকাশস্বরূপ।
নাহি চাঁহি তাহে কিছু ঘৃত, বাতি, দীপ ॥
মোহ-দরিদ্রতা পাশে না করে গমন।
নিভাইতে নাহি পারে লোভ-সমীরণ ॥
নষ্ট হয় মহাঘোর অবিদ্যা আঁধার।
মদাদি পতঙ্গ সবে মনে মানে হার ॥
কামাদি দুর্জ্জন নাহি নিকটেতে যায়।
ভক্তি-মণি বাস করে যাহার হিয়ায় ॥
শত্রু হিত করে, বিষ সুধা সম তায়।
সেই মণি বিনা সুখ কেহ নাহি পায় ॥
মানসিক রোগ ব্যাপ্ত কভু নাহি হয়।
যাহার বশেতে জীবগণ দুখী রয় ॥
রামভক্তি-মণি রহে হৃদয়ে যাহার।
দুখ লব লেশ নাহি স্বপ্নেও তাহার ॥
সুচতুর শিরোমণি বিশ্বে সেই জন।
হেন মণি লাগি যেহ করয়ে যতন ॥
প্রকটিত সেই মণি যদ্যপি ধরায়।
রামের করুণা বিনা কেহ নাহি পায় ॥
রহিলেও পাইবার সুগম উপায়।
হতভাগ্য নরগণ হেলাতে হারায় ॥
পবিত্র নিগমাগম পর্ব্বত স্বরূপ।
রম্য রামকথা তাহে শোভে নানারূপ ॥
জ্ঞাতা মাত্র সাধুজন, কোদালি সুমতি।
বিবেক, বিরাগ নেত্রে হেরি খগপতি ॥
ভাব সহ অন্বেষণ করে যেই প্রাণী।
লভে সে ভকতি-মণি সর্ব্ব সুখ-খনি ॥
মম মনে হয় প্রভো ? এরূপ বিশ্বাস।
রাম হৈতে বড় হয় শ্রীরামের দাস ॥
শ্রীরাম সাগর, মেঘ-সম সাধু হ'ন।
চন্দনের তরু হরি, সজ্জন পবন ॥

সকলের ফল হরিভক্তি সুশোভন।
সাধু বিনা তাহা নাহি পায় কোন জন ॥
সাধুসঙ্গ করে যেহ এরূপ বিচারি।
সুলভ রামের ভক্তি তার পন্নগারি ॥
ব্রহ্ম জলনিধি, জ্ঞান হয়ত মন্দর।
দেবগণ হ'ন তাহে যত সাধুবর ॥
বিমথিয়া কথা, সুধা করে উত্তোলন।
তার মধুরতা হয় ভক্তি সুশোভন ॥
বিরাগে করিয়া ঢাল, জ্ঞানে তরবারি।
মদ, লোভ, মোহ আদি যত রিপু মারি ॥
করিলে বিজয়, পায় হরির ভকতি।
বিচারি বিশেষভাবে দেখ খগপতি ॥

———:*:———

গরুড়ের সপ্ত প্রশ্ন।

সপ্রেমেতে বলিলেন পুনঃ খগপতি।
যদি কৃপাময় ? কৃপা হয় মম প্রতি ॥
হে নাথ ? আমারে তবে নিজ ভৃত্য জানি।
মম সপ্ত প্রশ্নোত্তর বলহ বাখানি ॥
প্রথমে আমারে নাথ ? বল ধীরমতি।
সর্ব্বাপেক্ষা সুদুর্ল্লভ কোন দেহ অতি ॥
কিবা বড় দুখ ভবে, কিবা সুখ অতি।
সংক্ষেপে বিচারি তাহা বল মম প্রতি ॥
সাধু-অসাধুর মর্ম্ম তুমি ভাল জান।
কহ এবে তাহাদের স্বভাব বাখান ॥
বেদের বিহিত শ্রেষ্ঠ কোন্ পুণ্য হয়।
শ্রেষ্ঠতম পাপ কিবা বল কৃপাময় ॥
কিবা মানসিক রোগ করহ বর্ণন।
তুমি কৃপাবান্ অতি সর্ব্বজ্ঞ সুজন ॥
বলিলা ভূশুণ্ডি প্রেমে শুন খগপতি।
বলিতেছি সংক্ষেপেতে আমি এই নীতি ॥
নরদেহ সম অন্য দেহ নাহি হয়।
চরাচর জীব যাহা প্রার্থনা করয় ॥

স্বরগ, নরক, অপবর্গের সোপান।
বিরাগ, ভকতি, জ্ঞান, সুখ করে দান॥
হরি নাহি ভজে যেহ নৃদেহ ধরিয়া।
অতি মন্দতর বিষয়েতে রত হৈয়া॥
করের পরশমণি সেহ ফেলাইয়া।
বদলে কাচের খণ্ড লয় কুড়াইয়া॥
দরিদ্রতা সম বিশ্বে দুখ নাহি আন।
কিছু নাহি সুখ সাধু মিলন সমান॥
কায়মনোবাক্যে করা পর উপকার।
স্বাভাবিক হয় খগ? সাধুর আচার॥
পরহিত লাগি দুখ সহে সাধুগণ।
অভাগা অসাধু পরদুখের কারণ॥
ভুর্জ্জ বৃক্ষ সম সাধু হ'ন কৃপাবান্।
পরহিত তরে সহে বিপদ মহান্॥
পরের বন্ধন শণ সম খল করে।
খালে পচি দুখ সহি তাহাতেই মরে॥
বিনা স্বার্থে খল হয় পর অপকারী।
সর্প ও মুষিক সম শুন পন্নগারি॥
পরের সম্পদ নাশি নিজে পায় নাশ।
শস্য নাশি যথা হিমশিলার বিনাশ॥
দুষ্টের উদয় বিশ্বে বিপদের হেতু।
প্রসিদ্ধ অধম যথা দুষ্ট গ্রহ কেতু॥
সাধুর উদয় সদা হয় সুখকর।
যথা তমোরিপু সুখকর সুধাকর॥

শ্রুতি কহে ধর্ম্ম নাহি অহিংসা সমান।
পরনিন্দা সম গুরু পাপ নাহি আন॥
ভেক হয় হরি-গুরু-নিন্দুক যে জন।
সেই দেহ ধরি রহে সহস্র জনম॥
ভুঞ্জিয়া নরক বহু দ্বিজ নিন্দাকারী।
জগতে জনম লভে কাকদেহ ধরি॥
দেব, বেদে নিন্দা করে যেই অভিমানী।
রৌরব নরক মাঝে পড়ে সেই প্রাণী॥
পেচক সে হয় যেবা সাধুনিন্দা রত।
মোহনিশা প্রিয়, জ্ঞান-ভানু হয় গত॥
সকলের নিন্দা করে যেই মূঢ় জন।
চামচিকা হ'য়ে সেহ লভয়ে জনম॥
মানসিক রোগ তাত? শুনহ এখন।
দুখ পায় যাহা হৈতে সর্ব্ব লোকগণ॥
মোহ হয় সর্ব্বরূপ ব্যাধির কারণ।
তাহা হৈতে নানাবিধ দুখ হয় পুনঃ॥
কাম বায়ুরূপ লোভ তাহে কফ হয়।
ক্রোধ-পিত্ত নিত্য দগ্ধ করয়ে হৃদয়॥
মিলিত যদ্যপি হয় এই তিন ভ্রাতা।
জন্মে তাহে সন্নিপাত রোগ দুখদাতা॥
সুদুর্গম নানাবিধ বিষয় বাসনা।
কত ল'ব নাম সবে দুখকর নানা॥
মমতা ও দ্বেষ হয় দদ্রু কণ্ডু রোগ *।
বিষাদ ও হর্ষাধিক্য গলগণ্ড যোগ †॥
পর-সুখে দুখী হৈলে হয় ক্ষয়রোগ।
মনের দুষ্টতা কুটিলতা কুষ্ঠ ভোগ ‡॥

---

* প্রিয় বস্তুর উপরে প্রেম করা দদ্রুরোগের সমান অর্থাৎ দদ্রুরোগ চুলকাইলে সুখকর কিন্তু পরিণামে দুঃখকর হয়। ঐরূপ অপরের প্রতি দ্বেষ করা কণ্ডুরোগ তুল্য অর্থাৎ কণ্ডুরোগ যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু হ্রাস হয় না, অন্যের প্রতি দ্বেষও তদ্রূপ নষ্ট হয় না বরং দিন দিন বাড়িতেই থাকে।

† অত্যধিক হর্ষ ও দুঃখ উভয়েই যেমন প্রাণঘাতক হয়, গলগণ্ডও তদ্রূপ প্রাণঘাতক হইয়া থাকে।

‡ অর্থাৎ মনুষ্য যেমন ক্ষয়রোগে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যায়, তদ্রূপ অপরের সুখ দেখিয়া যাহারা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে তাহারাও দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। গলিত কুষ্ঠ ও শ্বেত কুষ্ঠ নামে কুষ্ঠ দুই প্রকার,—দুষ্টতা গলিত কুষ্ঠের সমান এবং মনের কুটিলতা শ্বেত কুষ্ঠের সমান।

প্লীহোদর অহঙ্কার অতি দুখদাতা।
স্নায়ুরোগ দম্ভ, মান, মদ, কপটতা * ॥
প্রবল বাসনা জলোদর ভয়ঙ্কর।
ত্রিবিধ এষণা হয় নব পালাজ্বর ॥
মাৎসর্য্য ও অবিবেক হয় দ্বন্দজ্বর।
কত বা বলিব রোগ হয়ত বিস্তর ॥
এক ব্যাধিবশে হয় জীবের মরণ।
অসাধ্য বিবিধ ব্যাধি হয় অগণন ॥
সতত পীড়িত তাহে জীব হয় যদি।
কেমন করিয়া বল লভিবে সমাধি ॥
আচার, নিয়ম আর ধরম ও জ্ঞান।
তপ, যজ্ঞ, জপ আর নানারূপ দান ॥
করিলেও এই সব ঔষধ সেবন।
রোগ নাহি নষ্ট হয় বিনতানন্দন ॥
হেনরূপে জীব সব জগতে পীড়িত।
শোক, হর্ষ, ভয়, প্রীতি, বিয়োগ জড়িত ॥
মানসিক রোগ কিছু করিনু বর্ণন।
হয় সবাকার, চিন্তা করে স্বল্প জন ॥
লক্ষ্য কৈলে উহা কিছু কিছু পায় হ্রাস।
সদা দেয় দুখ কিন্তু নাহি হয় নাশ ॥
বিষয়-কুপথ্য পেয়ে অঙ্কুরিত হয়।
নরের কি কথা দুখী মুনির হৃদয় ॥
রামের কৃপাতে নষ্ট হয় সব রোগ।
যদি হেনরূপ কভু ঘটয়ে সংযোগ ॥
সদ্‌গুরু বৈদ্যের বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস।
ইহাই সুপথ্য, নহে বিষয়ের আশ ॥
সঞ্জীবনৌষধী হয় রামের ভকতি।
মনোরম অনুপান হয় শ্রদ্ধা অতি ॥
এরূপে কুরোগ সব হয় বিনাশন।
নতুবা না হয় কোটি কৈলেও যতন ॥

মনে নিরাময় প্রভো? জানিও তখন।
প্রবল বিরাগ অতি হইবে যখন ॥
বাড়িবে সুমতি-ক্ষুধা হৃদে নিত্য নব।
ঘুচিবে বিষয়-আশা দুর্ব্বলতা সব ॥
সুবিমল জ্ঞান-জলে করিবেক স্নান।
তবে রামভক্তি হৃদে হ'বে শোভমান ॥
শিব, ব্রহ্মা, শুক, সনকাদি শ্রীনারদ।
ব্রহ্মের বিচারে যেই মুনি বিশারদ ॥
সবাকার এই মত হয় খগপতি।
কর রামপাদপদ্মে সদা প্রেম অতি ॥
সদ্‌গ্রন্থ পুরাণ আর সব বেদে কয়।
রামভক্তি বিনা সুখ কভু নাহি হয় ॥
কচ্ছপের দেহে যদি লোম উপজয়।
মারে যদি কাহাকেও বন্ধ্যার তনয় ॥
আকাশেতে ফুটে যদি নানারূপ ফুল।
সুখ নাহি পায় জীব হরি-প্রতিকূল ॥
মরীচিকা-জল পানে যদি তৃষা যায়।
শশকের শিরে শৃঙ্গ যদি শোভা পায় ॥
অন্ধকারে যদ্যপিও রবি ঢাকা যায়।
শ্রীরাম-বিমুখী সুখ কভু নাহি পায় ॥
হিম হৈতে হ'তে পারে বহ্নির প্রকাশ।
শ্রীরাম-বিমুখী জনে নাহি সুখ-আশ ॥
বারিরে মথিলে ঘৃত যদ্যপিও হয়।
বালুরাশি হৈতে কভু তৈল উপজয় ॥
শ্রীহরি-ভজন বিনা এ ঘোর সংসার।
নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নাহি হ'তে পারে পার ॥
মশকে করিতে ব্রহ্মা প্রভু শক্তি ধরে।
করেন মশকাধম পুনশ্চ ব্রহ্মারে ॥
ত্যজিয়া সংশয় হেন মনে বিচারিয়া।
শ্রীহরি ভজন কর জ্ঞানযুত হৈয়া ॥

* অহঙ্কারে মনুষ্য ফুলিয়া যায় তদ্রূপ প্লীহোদরে মনুষ্য দুর্ব্বল ও [illegible] হইয়া যায়। স্নায়ুরোগ বিসর্পরোগের ন্যায় কৌটিল্যযুক্ত হইয়া থাকে এবং কষ্টদায়ক হয়।

সুনিশ্চিত বাক্য কহি বিনতানন্দন।
অন্যথা না হয় কভু আমার বচন ॥
করে যেই নর সদা শ্রীহরি-ভজন।
অবহেলে হয় পার সংসার ভীষণ ॥
কহিলাম নিরুপম শ্রীহরি-চরিত।
যথামতি সংক্ষেপেতে করি বিস্তারিত ॥
বেদের সিদ্ধান্ত এই বিনতানন্দন।
সব কাম ভুলি কর রামের সেবন ॥
প্রভু রামে ত্যজি সেবা করিবে কাহার।
মম সম শঠ প্রতি মমতা যাঁহার ॥
বিজ্ঞানস্বরূপ তুমি নাহি তব মোহ।
আমার উপরে নাথ ? কৈলে অনুগ্রহ ॥
জিজ্ঞাসিলে রামকথা পরম পাবন।
শুক, সনকাদি, শম্ভু যে করে চিন্তন ॥
সংসারে দুর্ল্লভ অতি সাধুসঙ্গ কয়।
দণ্ড বা নিমেষ কিম্বা একবার হয় ॥
দেখহ গরুড় ? নিজ মনেতে বিচারি।
শ্রীরাম-ভজনে আমি হৈনু অধিকারী ॥
পক্ষীর অধম, সর্ব্বরূপে অপবিত্র।
মোরে করিলেন প্রভু বিশ্বে সুপবিত্র ॥
আজি ধন্য ধন্য আমি হইলাম অতি।
যদ্যপি সকলরূপে হই হীনমতি ॥
কৃপাময় রাম মোরে জানি নিজ জন।
করান দীনেরে সাধু সহিত মিলন ॥
হে নাথ ? যেমন মতি করিনু ভাষণ।
কিছু নাহি রাখিলাম করিয়া গোপন ॥
শ্রীরাম-চরিত হয় অগাধ সাগর।
স্থল কি পাইতে পারে তাহে কোন নর ॥
শ্রীরামের গুণগান করিয়া স্মরণ।
সুবিজ্ঞ ভূশুণ্ডি পুনঃপুনঃ হৃষ্ট হ'ন ॥
প্রভুতা, প্রতাপ, বল, অতুল মহিমা।
নেতি নেতি করি বেদ নাহি পায় সীমা ॥
যে রামের পদ বন্দে ব্রহ্মা ও শঙ্কর।
তাঁর স্নেহ, কৃপা অতি হয় মমোপর ॥
নাহি কেহ দেখে শুনে স্বভাব এমন।
বল খগ ? রাম সহ কাহার গণন ॥
সাধকের শ্রেষ্ঠ, সিদ্ধ, বিমুক্ত, উদাসী।
তত্ত্বজ্ঞ, পণ্ডিতবর, কবি ও সন্ন্যাসী ॥
তপস্বি-প্রধান, যোগীশ্বর আর জ্ঞানী।
ধর্ম্মেতে নিরত সদা, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী ॥
না সেবিয়া মম প্রভু নাহি হয় পার।
নমস্কার করি রাম ? পুনঃ [illegible]র ॥
মম সম মহাপাপী লইয়া শরণ
হৈল শুদ্ধ, নমস্কার শ্রীরঘুনন্দন ॥
ভবের ভেষজ যাঁর নাম সুপাবন।
ভীষণ ত্রিবিধ দুখ করে বিনাশন ॥
আমার তোমার প্রতি সেই কৃপাময়।
সদা হ'য়ে অনুকূল হউন সদয় ॥
ভূশুণ্ডির শ্রেষ্ঠ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তথা রামপদে প্রেম করিয়া দর্শন ॥
বিগত সন্দেহ হ'য়ে বিনতানন্দন।
বলিলেন প্রেমপূর্ণ মধুর বচন ॥
ভক্তিযুত তব বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হইলাম আমি অতি কৃতার্থ এখন ॥
রামের চরণে রতি হইল নূতন।
গেল সব মায়াজাত বিপত্তি ভীষণ ॥
হইলে তরণী তুমি মোহ পারাবারে।
দিলে সুখ মোরে নাথ ? বিবিধ প্রকারে ॥
নাহি হ'বে আমা হ'তে প্রতি উপকার।
তোমার চরণ আমি বন্দি বারবার ॥
পূর্ণকাম তুমি সদা রামপদে রতি।
তোমা সম তাত ? কেবা ভাগ্যবান্ অতি ॥
পর্ব্বত, ধরণী, নদী, বৃক্ষ, সাধু আর।
পরহিতকর কার্য্য হয় সবাকার ॥

সাধুর হৃদয় নবনীতের সমান।
বলে [illegible] কিন্তু তারা না জানে বাখান॥
নিজে [illegible]প পেয়ে দ্রব হয় নবনীত।
সুপবিত্র সাধু পরদুখে দ্রবীভূত॥
জীবন, জনম মম হইল সফল।
তোমার প্রসাদে গেল সংশয় সকল॥
জানিও আমারে সদা তোমার কিঙ্কর।
পুনঃপুনঃ উমে ? কহিলেন খগবর॥
তাঁহার চরণে পুনঃ প্রণাম করিয়া।
প্রেমের [illegible] অতি ধৈরয ধরিয়া॥
গরুড় বৈকুণ্ঠধামে করিলা গমন।
হৃদিপদ্মে রামচন্দ্রে করিয়া ধারণ॥

——:*:——

গ্রন্থ সমাপ্তি ও রামায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণন।

সাধু সমাগম সম গিরিজে ? জগতে।
অন্য কিছু লভ্য আর না পাই দেখিতে॥
শ্রীহরির কৃপা বিনা তাহা নাহি হয়।
বেদ ও পুরাণ গান করে সুনিশ্চয়॥
কহিলাম সুপবিত্র শ্রেষ্ঠ ইতিহাস।
শ্রবণে শুনিলে ছিন্ন হয় ভবপাশ॥
প্রণতের কল্পতরু প্রভু দয়াময়।
শ্রীরামের পাদপদ্মে প্রেম উপজয়॥
কায়মনোবাক্য-জাত পাপ নাশ হয়।
মন দিয়া শুনে যদি কথা সমুদয়॥
তীর্থ পর্যটন আর সাধন যতেক।
জ্ঞানেতে নৈপুণ্য, যোগ, বিরাগ অনেক॥
নানাবিধ ব্রত, দান, ধরম, করম।
নানারূপ যজ্ঞ, যপ, সংযম, নিয়ম॥
ভূ[illegible] দয়া, গুরু, ব্রাহ্মণের সেবকতা।
[illegible]রিধর, [illegible]ধিক প্রভুতা॥

যে কিছু সাধন বেদে হ'য়েছে বর্ণিত।
সকলের ফল হরি-ভক্তি সুনিশ্চিত॥
সেই রঘুনাথ-ভক্তি সর্ব্ব বেদে কয়।
একমাত্র শ্রীরামের কৃপালব্ধ হয়॥
মুনির দুর্ল্লভ সেই শ্রীহরি-ভকতি।
অনায়াসে নর তবে লভে শীঘ্রগতি॥
যদি এই কথা মনোহর সুখকর।
দৃঢ় বিশ্বাসের সহ শুনে নিরন্তর॥
সেই সে সর্ব্বজ্ঞ, গুণী, সেই হয় জ্ঞাতা।
ভুবন-ভূষণ সেই পণ্ডিত ও দাতা॥
সেই কুল-ত্রাতা, সেই ধর্ম্মপরায়ণ।
রামের চরণে লগ্ন সদা যার মন॥
পরম চতুর সেই নিপুণ নীতিতে।
শ্রুতির সিদ্ধান্ত সেহ জানে ভাল মতে॥
কবি, সুপণ্ডিত সেহ, সেহ রণ ধীর।
ছল ত্যজি ভজে যেহ রাম রঘুবীর॥
ধন্য সেই নারী যেহ পতিব্রতা হয়।
ধন্য সেই দেশ যথা সুরনদী বয়॥
ধন্য সেই নৃপ, ন্যায় যে করে পালন।
ধন্য সেই দ্বিজ, ধর্ম্ম না করে লঙ্ঘন॥
ধন্য সেই ধন যাহে দানকার্য্য হয়।
ধন্য সেই বুদ্ধি যাহা পুণ্যে রত রয়॥
ধন্য সেই কাম সাধুসঙ্গ হয় যবে।
ধন্য সেই জন্ম দ্বিজ-ভক্তি যাহে লভে॥
সেই কুল ধন্য উমে ? করহ শ্রবণ।
জগতের পূজ্য আর পরম পাবন॥
যেই কুল শ্রীরামের চরণেতে রত।
জন্মলাভ করে জীব পরম বিনীত॥
বুদ্ধি অনুসারে কথা করিনু বর্ণন।
যদ্যপিও প্রথমেতে রাখিনু গোপন॥
হেরি তব মনে প্রেম পরম সুন্দর।
শুনাইনু শ্রীরামের কথা মনোহর॥